চতুর্থ খণ্ড।

সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাবলী, সংখ্যা—৩৬ | প্রবর্ত্তক—

শাস্ত্র-পিটক, সংখ্যা—৩ | রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর

...সুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ | কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ

ব্রহ্মসূত্র

বা

বেদান্ত-দর্শন

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্-রামানুজাচার্য্য-প্রণীত

বিশিষ্টাদ্বৈতপর-

শ্রীভাষ্য-

সমেত

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত দুর্গা... -বেদান্ততীর্থকর্ত্তৃক

...দিত

...

...বসাহী বদান্যবর

রাজা শ্রী...যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের

সাহায্যে

...সাহিত্য-পরিষৎ হইতে

...সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

...

১৩২২—আষাঢ়।

শ্রীরামানুজকৃত শ্রীভাষ্যোপেত ব্রহ্মসূত্রের বিষয় সূচী।

তৃতীয় অধ্যায়।

বিষয়। পৃষ্ঠা—পংক্তি।

বিষয়। পৃষ্ঠা—পংক্তি

তৃতীয় অধ্যায়ে—

প্রথম পাদে—সূত্র ২৭। অধিকরণ—৬।

দ্বিতীয় পাদে—সূত্র—৪০। অধিকরণ—৮।

তৃতীয় পাদে—সূত্র—৬৪। অধিকরণ—২৬।

চতুর্থ পাদে—সূত্র—৫১। অধিকরণ—১৫।

তৃতীয় অধ্যায়ের সূচীপত্র সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

প্রথমঃ পাদঃ।

তদন্তর-প্রতিপত্ত্যধিকরণম্।] **তদন্তর-প্রতিপত্তৌ রংহতি সংপরিষ্বক্তঃ প্রশ্ন-নিরূপণাভ্যাম্ ॥৩॥১॥১॥**

[পদচ্ছেদঃ—তদন্তর-প্রতিপত্তৌ (দেহান্তর-প্রাপ্তিতে) রংহতি (গমন করে) সংপরিষ্বক্তঃ (আলিঙ্গিত বা মিলিত হইয়া) প্রশ্ন-নিরূপণাভ্যাং (প্রশ্ন ও তাহার উত্তর হইতে)।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং জীবস্যোৎক্রান্তিক্রমং নিরূপয়িতুমুপক্রমতে "তদন্তরপ্রতিপত্তৌ" ইত্যাদিভিঃ। দেহাৎ দেহান্তরগমনে জীবঃ দেহবীজভূতৈঃ ভূতসূক্ষ্মৈঃ সংযুক্তঃ অসংযুক্তো বা গচ্ছতীতি সংশয্য সিদ্ধান্তমাহ—তদন্তর-প্রতিপত্তৌ দেহাৎ দেহান্তরপ্রাপ্তৌ জীবঃ সংপরিষ্বক্তঃ দেহবীজভূতৈঃ ভূতসূক্ষ্মৈঃ সম্যক্ মিলিতঃ সন্ রংহতি গচ্ছতীত্যবগম্যতে; কুতঃ? প্রশ্ন-নিরূপণাভ্যাম্। প্রশ্নস্তাবৎ পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াং—"বেত্থ যথা পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি" ইতি; নিরূপণং—প্রতিবচনঞ্চ তাবৎ—"ইতি তু পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি" ইতি। তত্র হি দেহারম্ভিকা ত্রিবৃৎকৃতা আপঃ কর্ম্মিণা জীবেন সহ দ্যুলোক-পর্জ্জন্য-পৃথিবী-পুরুষরূপেষু অগ্নিষু অনুপ্রবিষ্টাঃ পঞ্চম্যাম্ আহুতৌ যোষিদগ্নৌ পুরুষবচসঃ পুরুষ-শব্দবাচ্যা ভবন্তি পুরুষাকারতাং ভজন্তে ইত্যর্থোঽবধার্য্যতে; অতঃ সংপরিষ্বক্তো রংহতীতি গম্যতে ইতি ভাবঃ ॥

এখন জীবের উৎক্রমণ প্রণালী নিরূপিত হইতেছে,—জীব এক দেহ হইতে অপর দেহে প্রবেশের সময় দেহোপাদান সূক্ষ্মভূতে বেষ্টিত হইয়া গমন করে; ইহা পঞ্চাগ্নিবিদ্যাপ্রকরণের প্রশ্ন ও প্রতিবচন হইতে অবধারিত হইতেছে ॥৩॥১॥১॥]

অতিক্রান্তাধ্যায়দ্বয়েন নিখিলজগদেককারণং নিরস্তনিখিলদোষগন্ধম-পরিমিতোদারগুণসাগরং সকলেতরবিলক্ষণং পরং ব্রহ্ম মুমুক্ষুভিরুপাস্যতয়া বেদান্তাঃ প্রতিপাদয়ন্তীত্যয়মর্থঃ স্মৃতি-ন্যায়বিরোধপরিহার-পরপক্ষ-প্রতিক্ষেপ-বেদান্তবাক্যপরস্পর-বিরোধপরিহাররূপ-কার্য্যস্বরূপসংশোধনৈ-

---

ভাষ্যানুবাদ। অতীত অধ্যায়দ্বয়ে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, নিখিল জগতের একমাত্র কারণ' সর্ব্বপ্রকার দোষসংস্পর্শ শূন্য, অপরিমিত উদারগুণের সাগরস্বরূপ এবং অপরাপর সর্ব্ব পদার্থ-বিলক্ষণ পর ব্রহ্মকেই মুমুক্ষুগণের উপাস্য বলিয়া সমস্ত বেদান্তশাস্ত্র প্রতিপাদন করিতেছে; যাহাতে এই সিদ্ধান্ত খণ্ডিত না হইতে পারে, তজ্জন্য স্মৃতি ও যুক্তির বিরোধ-ভঞ্জনপূর্ব্বক পরপক্ষনিরাস, এবং বেদান্তবাক্যসমূহের পরস্পরগত বিরোধের পরিহাররূপ কার্য্যের সংশোধনের

স্তদ্দুর্দ্ধর্ষত্বহেতুভিঃ সহ স্থাপিতঃ; অতোঽধ্যায়দ্বয়েন ব্রহ্মস্বরূপং প্রতিপাদিতম্। উত্তরেণেদানীং তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ৈঃ সহ প্রাপ্তি-প্রকারশ্চিন্তয়িতুমিষ্যতে,—

তত্র তৃতীয়াধ্যায়ে উপায়ভূতোপাসনবিষয়া চিন্তা বর্ত্ততে। উপাসনা-রম্ভাভ্যর্হিতোপায়শ্চ প্রাপ্যবস্তুব্যতিরিক্তবৈতৃষ্ণ্যম্, প্রাপ্যতৃষ্ণা চেতি; তৎ-সিদ্ধ্যর্থং জীবস্য লোকান্তরেষু সঞ্চরতো জাগ্রতঃ স্বপতঃ সুষুপ্তস্য মূর্চ্ছতশ্চ দোষাঃ, পরস্য চ ব্রহ্মণস্তদ্রহিততা, কল্যাণগুণাকরতা চ প্রথম-দ্বিতীয়য়োঃ পাদয়োঃ প্রতিপাদ্যতে।

তত্র দেহাদ্দেহান্তরং গচ্ছন্নয়ং জীবো দেহান্তরারম্ভহেতুভির্ভূতসূক্ষ্মৈঃ সম্পরিষ্বক্ত এব গচ্ছতি, উত ন? ইতি চিন্তায়াম্—যত্র যত্র জীবো যাতি, তত্র তত্র ভূতসূক্ষ্মাণাং সুলভত্বাদসম্পরিষ্বক্তো যাতীতি প্রাপ্তম্। পশ্চাদপি পূর্ব্বপক্ষবীজান্যুপন্যস্য নিরসিষ্যতি। তত্র সিদ্ধান্তমাহ—

সহিত ঐরূপ সিদ্ধান্তই স্থিরীকৃত হইয়াছে। অতএব বুঝিতে হইবে, ঐ দুই অধ্যায়ে প্রধানতঃ ব্রহ্মের স্বরূপই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এখন পরবর্ত্তী গ্রন্থে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় ও প্রণালী চিন্তা করিতে ইচ্ছা হইয়াছে।

তন্মধ্যে তৃতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মলাভের উপায়ভূত উপাসনার চিন্তা রহিয়াছে। উপাসনা আরম্ভের শ্রেষ্ঠ উপায় হইতেছে—প্রাপ্তব্য বস্তুর অতিরিক্ত বিষয়ে বৈতৃষ্ণ্য বা বৈরাগ্য এবং প্রাপ্য বিষয়ে তৃষ্ণা বা অভিলাষ। তত্তত্তর-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে, প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে লোকান্তর-সঞ্চরণশীল জীবেরই জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছাবস্থাতে সমস্ত দোষ-সম্বন্ধ, আর পরব্রহ্মের সেই সমস্ত দোষরাহিত্য এবং কল্যাণময় গুণাকরত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে।

তন্মধ্যে, এই জীব এক দেহ হইতে অপর দেহে গমন সময়ে দেহান্তরারম্ভের হেতুভূত সূক্ষ্মভূতে পরিবেষ্টিত হইয়াই গমন করে কি না, এ বিষয়ে চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, জীব যেখানে যেখানে গমন করে, সেই সেই স্থানেই যখন ভূতসূক্ষ্ম সুলভ অর্থাৎ সর্ব্বত্রই যখন সূক্ষ্মভূত সমূহ অনায়াসে পাওয়া যাইতে পারে, তখন জীব ভূতসূক্ষ্মে সংপরিষক্ত বা বেষ্টিত না হইয়াই গমন করে, এইরূপই সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত। ইতঃপরও পূর্ব্বপক্ষের কারণ সমূহ উপন্যাস করিয়া খণ্ডন করিবেন (*)।

(*) তাৎপর্য্য—ইহার নাম 'তদন্তর-প্রতিপত্ত্যধিকরণ।' ইহা প্রথম হইতে সপ্তম পর্য্যন্ত সাতসূত্রে সমাপিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—দেহ হইতে নিষ্ক্রমণ ও দেহান্তর উদ্দেশে গমন। (২) সংশয়—দেহ হইতে নিষ্ক্রমণকালে জীব সেই ভাবি-দেহের উপাদান সূক্ষ্মভূত সমূহ লইয়াই যায় কি না? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—ভূতসূক্ষ্ম যখন সর্ব্বত্রই সুলভ, তখন তাহা আর সঙ্গে লইবার আবশ্যক হয় না; জীব তাহা না লইয়াই লোকান্তরে গমন করে। (৪) উত্তর—না—পঞ্চাগ্নিবিদ্যায় প্রশ্ন ও প্রতিবচনানুসারে জানা যায় যে, জীব

[সিদ্ধান্তঃ—]

তদন্তর-প্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষ্বক্তঃ—ইতি। "সঙ্গা-মূর্ত্তিক্ৢপ্তিঃ" [ব্রহ্মসূ° ২।৪।১৭] ইতি মূর্ত্তি-শব্দেন দেহঃ প্রস্তুতঃ; স তচ্ছব্দেন পরামৃশ্যতে। তদন্তর-প্রতিপত্তৌ—দেহান্তরগমনে ভূতসূক্ষ্মৈঃ সম্পরিষ্বক্তো জীবো রংহতি গচ্ছতীত্যর্থঃ। কুতঃ? প্রশ্ন-নিরূপণাভ্যাং—প্রশ্ন-প্রতিবচনাভ্যাম্। পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়ামেবং প্রশ্ন-প্রতিবচনে আম্নায়েতে—শ্বেতকেতুং কিল আরুণেয়ং পাঞ্চালঃ প্রবাহনঃ কর্ম্মিণাং গন্তব্যদেশম্, পুনরাবৃত্তিপ্রকারম্, দেবযান-পিতৃযাণপথব্যাবর্ত্তনে, অমুষ্য লোকস্যাপ্রাপ্তারং চ বেত্থেতি পৃষ্ট্বা ইদমপি পপ্রচ্ছ—"বেত্থ যথা পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষ-বচসো ভবন্তি"? [ছান্দো° ৫।৩।৩] ইতি। তত ইমং পশ্চিমং প্রশ্নং প্রতিব্রুবংশ্চ দ্যুলোকমগ্নিত্বেন রূপয়িত্বা "তস্মিন্নেতস্মিন্ অগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি, তস্যা আহুতেঃ সোমো রাজা সম্ভবতি" [ছান্দো° ৫।৪।২] ইত্যাদিনা দেবাখ্যা জীবস্য প্রাণা অগ্নিত্বেন রূপিতে দ্যুলোকে শ্রদ্ধাখ্যং বস্তু প্রক্ষিপন্তি; সা চ শ্রদ্ধা সোমরাজাখ্যামৃতময়দেহরূপেণ পরিণমতে;

[জীবের ভূতসূক্ষ্মে সম্পরিষঙ্গ নিরূপণ—]

উক্ত পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্ত বলিতেছেন—"তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সংপরিষ্বক্তঃ" ইত্যাদি। "সংজ্ঞা-মূর্ত্তিক্ৢপ্তিঃ" এই সূত্রে 'মূর্ত্তি' শব্দে দেহ বর্ণিত হইয়াছে; এখানে 'তৎ' শব্দে তাহাই বুঝাইতেছে। সূত্রের অর্থ এই যে, তদন্তর-প্রতিপত্তিতে অর্থাৎ দেহান্তর-গমন সময়ে জীব ভূত-সূক্ষ্মে পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করে। কারণ? প্রশ্ন ও নিরূপণ বা প্রতিবচনই কারণ। পঞ্চাগ্নিবিদ্যার প্রকরণে এইরূপ প্রশ্ন ও প্রতিবচন পঠিত আছে যে, পঞ্চালপতি প্রবাহণ রাজা অরুণতনয় শ্বেতকেতুকে কর্ম্মিদিগের গন্তব্য স্থান, [সেখান হইতে] প্রত্যাগমনের প্রণালী, দেবযান ও পিতৃযাণনামক পথদ্বয়ের ব্যাবৃত্তি বা বিচ্ছেদ স্থান, এবং কোন লোক চন্দ্রলোকে গমন করে না, এ সমস্ত বিষয় তুমি জান কি? এইরূপ প্রশ্নের পর ইহাও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, 'তুমি জান কি—পঞ্চমী আহুতিতে আহুত জলসমূহ কিরূপে পুরুষ-পদবাচ্য হইয়া থাকে'? তাহার পর, এই শেষ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দিতে যাইয়া দ্যুলোককে অগ্নিরূপে কল্পনা করিয়া, 'সেই এই অগ্নিতে দেবগণ শ্রদ্ধাকে আহুতি দিয়া থাকেন, সেই আহুতি হইতে সোমরাজ সমুৎপন্ন হন', ইত্যাদি বাক্যে বলিলেন যে, জীবের দেবতা-সংজ্ঞক প্রাণ সমূহ অগ্নিরূপে পরিকল্পিত দ্যুলোকে শ্রদ্ধানামক বস্তু অর্পণ করেন; সেই শ্রদ্ধাই সোমরাজ-নামক অমৃতময় দেহরূপে পরিণত হইয়া থাকে এবং সেই প্রাণসমূহই

ভূতসূক্ষ্ম সহকারেই লোকান্তরে গমন করে, তদ্রহিত হইয়া নহে। (৫) নির্ণয়—অতএব জীবের দেহান্তরারম্ভেও পূর্ব্বতন ভূতসূক্ষ্মই উপাদান, নূতন ভূতসূক্ষ্ম নহে।

তং চামৃতময়ং দেহং ত এব প্রাণাঃ পর্জ্জন্যেঽগ্নিত্বেন রূপিতে প্রক্ষিপন্তি; স চ দেহস্তত্র প্রক্ষিপ্তো বর্ষং ভবতি; তচ্চ বর্ষং ত এব প্রাণাঃ পৃথিব্যামগ্নিত্বরূপিতায়াং প্রক্ষিপন্তি; তচ্চ তত্র প্রক্ষিপ্তমন্নং ভবতি; তচ্চান্নং ত এব পুরুষেঽগ্নিত্বরূপিতে প্রক্ষিপন্তি; তচ্চ তত্র রেতো ভবতি; তচ্চ ত এব যোষায়ামগ্নিত্বরূপিতায়াং প্রক্ষিপন্তি; তচ্চ তত্র প্রক্ষিপ্তং গর্ভো ভবতি, ইত্যুক্ত্বা আহ—"ইতি তু পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি" [ছান্দো° ৫।৯।১] ইতি। এবং পঞ্চম্যামাহুতৌ হুতায়ামাপঃ পুরুষশব্দাভিলপ্যা ভবন্তীত্যর্থঃ। এবমুক্তে পূর্ব্বাস্বপ্যাহুতিষু অনুবর্ত্তমানানামেবাপাং সূক্ষ্মরূপাণামিদানীং পুরুষাকারত্বং ভবতীত্যুক্তম্ ভবতি। অত এবং প্রশ্ন-প্রতিবচনাভ্যাং দেহহেতুভূতৈর্ভূতসূক্ষ্মৈঃ সহ তত্র তত্র যাতীতি গম্যতে ॥৩॥১॥১॥

নন্নু "আপঃ পুরুষবচসঃ" [ছান্দো° ৫।৯।১] ইত্যুক্তে অপাং পুরুষাকারপরিণাম-প্রতীতেঃ গচ্ছতা জাবেন তাসামেব পরিষ্বঙ্গঃ প্রতীয়তে; অতঃ কথং সর্ব্বেষাং ভূতসূক্ষ্মাণাং পরিষ্বঙ্গঃ? ইতি; তত্রাহ—

আবার সেই অমৃতময় দেহটিকে অগ্নিরূপে পরিকল্পিত পর্জ্জন্যে (মেঘে) নিক্ষেপ করে; পর্জ্জন্যে প্রক্ষিপ্ত সেই দেহই বর্ষরূপে (বারিধারারূপে) পরিণত হয়; পূর্ব্বোক্ত প্রাণসমূহই আবার সেই বর্ষকে অগ্নিরূপে পরিকল্পিত পৃথিবীতে প্রক্ষেপ করে; পৃথিবীতে প্রক্ষিপ্ত সেই জলই আবার অন্ন বা শস্যাকার ধারণ করে; সেই অন্নকেও আবার সেই প্রাণসমূহই অগ্নিরূপে কল্পিত পুরুষে (জীবদেহে) নিক্ষেপ করে; পুরুষদেহে তাহাই শুক্ররূপে পরিণত হয়; সেই প্রাণসমূহই আবার সেই শুক্রকে অগ্নিরূপে পরিকল্পিত স্ত্রী-দেহে নিষিক্ত করে; সেখানে তাহা গর্ভাকার ধারণ করে। এই কথার পর বলিয়াছেন—'এইরূপে পঞ্চমী আহুতিতে আহুত বা অর্পিত জলসমূহই পুরুষ-পদবাচ্য হয়। ইহার অর্থ এই যে, এই প্রকারে পঞ্চমী আহুতিতে আহুত জলসমূহই পুরুষশব্দে অভিহিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ দেব-মনুষ্যাদিরূপে জন্ম লাভ করিয়া থাকে। এই কথায় ইহাই বলা হইতেছে যে, প্রথম আহুতিতে নিয়ত-সম্বদ্ধ সূক্ষ্ম জল সমূহই পরিশেষে পুরুষাকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব, এইরূপ প্রশ্ন ও প্রতিবচন হইতেই প্রতীতি হইতেছে যে, দেহের হেতুভূত বা উপাদানস্বরূপ ভূতসূক্ষ্মের সহযোগেই জীব তত্তৎস্থানে গমন করিয়া থাকে ॥৩॥১॥১॥

ভাল, 'অপ্‌সমূহ পুরুষ-পদবাচ্য হয়' এই কথা বলিলে জলেরই পুরুষাকারে পরিণতি প্রতীতি হয়; সুতরাং পরলোকগামী জীবের সঙ্গে একমাত্র জলেরই পরিষ্বঙ্গ বা সম্বন্ধ প্রতীতি হইতেছে; অতএব সমস্ত ভূতসূক্ষ্মের সঙ্গে পরিষ্বঙ্গ বলা হয় কিরূপে? তদুত্তরে বলিতেছেন—"ত্র্যাত্মকত্বাৎ" ইত্যাদি।

ত্র্যাত্মকত্বাত্তু ভূয়স্ত্বাৎ ॥৩॥১॥২॥

[পদচ্ছেদঃ—ত্র্যাত্মকত্বাৎ (ত্রিবৃৎকৃতত্ব হেতু) তু (আশঙ্কানিবারণার্থ) ভূয়স্ত্বাৎ (বাহুল্য বশতঃ)।]

[সরলার্থঃ—নন্বু শ্রুতৌ কেবলম্ অপ্‌সম্বন্ধস্যোক্তত্বাৎ কথং সর্ব্বৈর্ভূতসূক্ষ্মৈঃ পরিষ্বঙ্গঃ কল্প্যতে ? ইত্যাহ "ত্র্যাত্মকত্বাৎ" ইত্যাদি।

তু-শব্দ উক্তাশঙ্কানিরাসার্থঃ। সর্ব্বস্যৈব ত্রিবৃৎকরণেন ত্র্যাত্মকত্বাৎ অপাং গ্রহণেনৈব সর্ব্বেষাং ভূতসূক্ষ্মাণাং পরিগ্রহো বেদিতব্যঃ। তত্র অপাং ভূয়স্ত্বাদাধিক্যাদেব অপ্‌শব্দেন নির্দ্দেশ ইত্যর্থঃ ॥

সমস্ত ভূতই যখন ত্রিবৃৎকৃত—ত্র্যাত্মক; তখন অপের উল্লেখ দ্বারাই অপরাপর ভূতসূক্ষ্মেরও অনুগমন বুঝিতে হইবে; তবে ভূতসূক্ষ্মের মধ্যে জলের আধিক্য রহিয়াছে বলিয়াই কেবল অপ্-শব্দের উল্লেখ হইয়াছে ॥৩॥১॥২॥]

তু-শব্দশ্চোদ্যং ব্যাবর্ত্তয়তি। দেহারম্ভিকাণামপাং কেবলানাং ন দেহারম্ভসম্ভবঃ। দেহাদ্যারম্ভায় হি "তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাম-করোৎ" [ছান্দো০ ৬।৩।৩] ইতি ত্রিবৃৎকরণম্। কেবলানামপাং শ্রবণং তু তাসাং ভূয়স্ত্বাৎ। দেহে চ লোহিতাদিভূয়স্ত্বেন আরম্ভকেষ্বপাং ভূয়স্ত্বং গম্যতে ॥৩॥১॥২॥

প্রাণগতেশ্চ ॥৩॥১॥৩॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রাণগতেঃ (প্রাণের অনুগমন হইতে) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—ইতশ্চ ভূতসূক্ষ্মৈঃ সম্পরিষ্বক্তো যাতীত্যাহ—প্রাণগতেশ্চেতি। "তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি, প্রাণমুৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি," ইত্যত্র প্রাণশব্দ-বাচ্যানাম্ ইন্দ্রিয়াণাং জীবেন সহ অনুগমনশ্রুতেরপি তদাশ্রয়ত্বেন ভূতসূক্ষ্মরূপেণ দেহস্যাপি গমনং প্রতীয়তে; অতঃ ভূতসূক্ষ্মৈঃ সম্পরিষ্বক্তো গচ্ছতীতি সুষ্ঠূক্তমিতি ভাবঃ ॥

'জীব উৎক্রমণ করিতে থাকিলে প্রাণ তাহার অনুগমন করে, প্রাণ উৎক্রমণ করিবার সময় ইন্দ্রিয় সমূহও তাহার অনুগমন করে,' এই শ্রুতি হইতে জানা যাইতেছে যে, জীবের সঙ্গে ইন্দ্রিয়গণও গমন করে। দেহ ব্যতীত ইন্দ্রিয়ের গতি অসম্ভব; সুতরাং ইন্দ্রিয়াশ্রয়রূপে দেহোপাদান ভূত-সূক্ষ্মেরও অনুগমন প্রতীত হইতেছে ॥৩॥১॥৩॥]

সূত্রস্থ তু-শব্দটি উক্ত আশঙ্কা বারণ করিতেছে। দেহান্তরারম্ভক হইলেও শুধু জলই দেহান্তর উৎপাদন করিতে পারে না; কারণ, দেহাদি কার্য্য সমুৎপাদনার্থই 'তাহাদের এক একটিকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করিলেন' এই ত্রিবৃৎকরণের [আবশ্যক হইয়াছিল]। তবে যে, কেবলই জলের উল্লেখ রহিয়াছে, দেহে জলের আধিক্যই তাহার এক মাত্র কারণ। বিশেষতঃ দেহমধ্যে জলীয় রুধিরাদি-ভাগের আধিক্য থাকায় আরম্ভক পদার্থের মধ্যেও জলেরই ভূয়স্ত্ব অর্থাৎ আধিক্য প্রতীত হইতেছে ॥৩॥১॥২॥

ইতশ্চ ভূতসূক্ষ্ম-পরিষ্বক্তস্য গমনমিতি গম্যতে। উৎক্রামতি জীবে প্রাণানাং তদনুগতিঃ শ্রূয়তে—"তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি, প্রাণমনূৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি" [বৃহদা০ ৬।৪।২] ইতি। স্মর্য্যতে চ—

"মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি।
শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥" ইতি।

নচ নিরাশ্রয়াণাং গতিরুপপদ্যতে, ইতি তদাশ্রয়ভূতানাং ভূতসূক্ষ্মাণামপি গতিরভ্যুপগন্তব্যা ॥৩।১।৩॥

অগ্ন্যাদি-গতিশ্রুতেরিতি চেৎ, ন, ভাক্তত্বাৎ ॥৩॥১॥৪॥

[পদচ্ছেদঃ—অগ্ন্যাদি-গতিশ্রুতেঃ (অগ্নিপ্রভৃতির গমন শ্রবণ হেতু) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), ন (না), ভাক্তত্বাৎ (যেহেতু ভাক্ত বা গৌণার্থ-বোধক)।]

[সরলার্থঃ—"যত্রাস্য পুরুষস্য মৃতস্যাগ্নিং বাগপ্যেতি, বাতং প্রাণঃ, চক্ষুরাদিত্যম্" ইত্যত্র মরণসময়ে বাগাদীনাম্ অগ্নিপ্রভৃতিষু গতিশ্রুতেঃ—অপ্যয়শ্রবণাৎ জীবেন সহ বাগাদীনাং গমনমনুপপন্নম্ ইতি; তন্ন; কুতঃ? ভাক্তত্বাৎ,—তত্র বাগাদি-শব্দানাং তদভিমানি-দেবতাপরত্বাৎ। ভাক্তত্বঞ্চৈতেষাং "ওষধীর্লোমানি, বনস্পতীন্ কেশাঃ" ইতি লোমাদিভিঃ সহ পাঠাদবগম্যতে। নহি মৃতস্য লোমাদয়ঃ দেহাদ্ উৎপ্লুত্য ওষধীর্গচ্ছন্তীতি বক্তুং শক্যতে। অতঃ যথা তত্র লোমাদিশব্দানাং তদভিমানি-দেবতাপরত্বম্, তথা অত্র বাগাদিশব্দানামপীতি ভাবঃ॥

যদি বল, 'যে সময় এই মৃত পুরুষের বাক্ অগ্নিকে প্রাপ্ত হয়, প্রাণ বায়ুকে প্রাপ্ত হয়, এবং চক্ষু আদিত্যকে প্রাপ্ত হয়' এই শ্রুতিতে মৃত্যু সময়ে বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহের অগ্নি প্রভৃতি দেবতাতেই লয় প্রাপ্তির কথা রহিয়াছে; সুতরাং জীবের সঙ্গে ইন্দ্রিয়সমূহের গমনের কথা উপপন্ন হইতেছে না; না,—একথাও বলিতে পার না; কারণ, এখানে বাগাদি শব্দগুলি ভাক্ত অর্থাৎ মুখ্যার্থে প্রযুক্ত হয় নাই, পরন্তু বাগাদির অভিমানী দেবতা অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে; কারণ, ঐ প্রকরণেই আছে—'লোমরাশি তৃণলতাসমূহকে, এবং কেশসমূহ ওষধি ও বৃক্ষ-বিশেষকে প্রাপ্ত হয়,' এখানে কেশাদির যেমন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তৃণলতায় লয় হওয়া সম্ভব হয় না বলিয়া তাহাদের অভিমানী দেবতা অর্থ গ্রহণ করিতে হয়, তেমনি বাগাদি শব্দস্থলেও বাগাদির দেবতা-অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে ॥৩।১।৪॥]

"যত্রাস্য পুরুষস্য মৃতস্যাগ্নিং বাগপ্যেতি, বাতং প্রাণশ্চক্ষুরাদিত্যম্" [বৃহদা০ ৫।২।১৩] ইত্যাদিনা প্রাণানাং জীবমরণকালে অগ্ন্যাদিষু অপ্যয়-শ্রবণাৎ তেষাং জীবেন সহ গমনম্, ইতি গতিশ্রুতিরন্যথা নেয়া, ইতি চেৎ ; ন ; ভাক্তত্বাৎ অগ্ন্যাদিষ্বপ্যয়-শ্রবণস্য। কথং ভাক্তত্বম্ ? ওষধীর্লোমানি বনস্পতীন্ কেশাঃ" ইত্যনপিযদ্ভির্লোমাদিভিঃ সহ শ্রবণাৎ। অতশ্চক্ষুরাদ্যপ্যয়শ্রুতিরধিষ্ঠাতৃ-দেবতাপক্রমণপরা ॥৩॥১॥৪॥

এই কারণেও ভূতসূক্ষ্ম-সম্মিলিত জীবের গমন প্রতীতি হইতেছে ;—কেন না, জীব যখন উৎক্রমণ (দেহ হইতে বহির্গমন) করে, সেই সময় প্রাণেরও অনুগমন কথিত আছে—'জীব উৎক্রমণ করিবার সময় প্রাণ তাহার অনুগমন করে, প্রাণ উৎক্রান্ত হইবার সময় ইন্দ্রিয়সমূহও অনুগমন করে' ইতি। স্মৃতিতেও কথিত আছে—'[জীব সুষুপ্তি ও মৃত্যু কালে] মনের সহিত ইন্দ্রিয় সমূহকে আকর্ষণ করিয়া থাকে।' 'দেহাধিপতি জীব যে সময় শরীর গ্রহণ করে, এবং যে সময় দেহ হইতে বহির্গমন করে, সেই সময়, বায়ু যেরূপ পুষ্পমধ্য হইতে গন্ধরাশি লইয়া যায়, তদ্রূপ [জীবও] এই সমস্ত [ইন্দ্রিয়কে] গ্রহণ করিয়া সঙ্গে লইয়া চলিয়া যায়।' নিরাশ্রয় ইন্দ্রিয়গণের গমন করা কখনই সম্ভব হয় না ; অতএব ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়রূপে সূক্ষ্মভূত-সমূহেরও সঙ্গে সঙ্গে গমন স্বীকার করিতে হয় ॥৩॥১॥৩॥

যদি বল, '[যে সময় এই মৃত ব্যক্তির বাক্ অগ্নিকে প্রাপ্ত হয়, প্রাণ বায়ুকে প্রাপ্ত হয়, এবং চক্ষু আদিত্যকে প্রাপ্ত হয়' ইত্যাদি বাক্যে জীবের মরণসময়ে প্রাণসমূহের অগ্নিপ্রভৃতি দেবতাতে লয়ের কথা শ্রুত হওয়ায় জীবের সঙ্গে যে, প্রাণ সমূহের গমনশ্রুতি, তাহা অন্যার্থে পরিণত করিতে হইবে। না—তাহা বলিতে পার না ; কারণ, যে হেতু অগ্নি প্রভৃতিতে যে, প্রাণসমূহের অপ্যয়-শ্রবণ, তাহা ভাক্ত (মুখ্যার্থবোধক নহে)। ভাক্ত কেন ? যে হেতু 'লোমসমূহ ওষধিসমূহকে (তৃণ লতা প্রভৃতিকে) প্রাপ্ত হয়, এবং কেশসমূহ বনস্পতিকে (বৃক্ষাদিকে) প্রাপ্ত হয়,' এইরূপে সত্য-সত্যই যাহারা বিলীন হয় না, সেই কেশ লোমাদির সহিত ইহা একত্র পঠিত হইয়াছে। অতএব, চক্ষুঃ প্রভৃতির অপ্যয়-শ্রুতি (অগ্নি প্রভৃতিতে লয়ের কথা) কেবল তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারই দেহ হইতে বহির্গমন-বোধক মাত্র, (কিন্তু চক্ষু প্রভৃতির বিলয়-বোধক নহে) ॥৩॥১॥৪॥

প্রথমেঽশ্রবণাদিতি চেৎ, ন, তা এব হ্যুপপত্তেঃ ॥৩॥১॥৫॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রথমে (প্রথম) অশ্রবণাৎ (শ্রবণ না থাকায়) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), ন (না), তাঃ (সেই সমস্ত) এব (নিশ্চয়) হি (যেহেতু) উপপত্তেঃ (যুক্তি সম্মত)।]

[সরলার্থঃ—"এতস্মিন্ অগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি" ইতি প্রথমে দ্যুলোকেঽগ্নৌ অপাম্ অশ্রুতত্বাৎ শ্রদ্ধা-শব্দমাত্রশ্রবণাচ্চ আপো ন গচ্ছন্তীতি চেৎ, ন ; কুতঃ ? হি যস্মাৎ তাঃ আপ এব শ্রদ্ধা-শব্দেনোচ্যন্তে ইতি উপপত্তের্গম্যতে। প্রথমম্ অপামেব পৃষ্টত্বাৎ প্রতিবচনেঽপি তাসামেব প্রতিনির্দ্দেশ উপপদ্যতে, নত্বন্যস্য; অতঃ শ্রদ্ধার্পিতা আপ এব শ্রদ্ধেত্যুচ্যন্তে ইতি ভাবঃ ॥

'দেবতাগণ (ইন্দ্রিয় সমূহ) এই দ্যুলোক-অগ্নিতে শ্রদ্ধার আহুতি অর্পণ করেন,' এই প্রথমোক্ত দ্যুলোকাগ্নিতে অপ্-শব্দের উল্লেখ না থাকায়, অধিকন্তু শ্রদ্ধা-শব্দের উল্লেখ থাকায়, যদি বল, জীবের সঙ্গে জল (ভূতসূক্ষ্ম) গমন করে না; না,—তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, প্রশ্ন ও উত্তরের সঙ্গতি রক্ষার অনুরোধে বুঝিতে হয় যে, এই শ্রদ্ধা-শব্দেও সেই জলেরই প্রতীতি হইতেছে ; নচেৎ জলবিষয়ক প্রশ্নের উত্তর প্রদান প্রসঙ্গে শ্রদ্ধা-শব্দের উল্লেখ করা কোনরূপেই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না ॥৩॥১॥৫॥]

যদুক্তমদ্ভিঃ সূক্ষ্মাভিঃ ভূতান্তর-সংসৃষ্টাভিঃ পরিষ্বক্তো জীবো গচ্ছতীতি প্রশ্ন-প্রতিবচনাভ্যামবগম্যত ইতি ; তন্নোপপদ্যতে, দ্যুলোকাগ্নিবিষয়ে প্রথমে হোমে অপাং হোম্যত্বাশ্রবণাৎ। "তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি" [ছান্দো০ ৫।৪।২] ইতি শ্রদ্ধৈব হোম্যত্বেন শ্রুতা। শ্রদ্ধা নাম জীবস্য মনোবৃত্তিবিশেষত্বেন প্রসিদ্ধা ; অতো নাপস্তত্র হোম্যা ইতি চেৎ ; ন ; যতঃ তাঃ—আপ এব শ্রদ্ধাশব্দেন তত্রাভিধীয়ন্তে ; কুতঃ ? প্রশ্ন-প্রতিবচনোপপত্তেঃ। "বেত্থ যথা পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি" [ছান্দো০ ৫।৩।৩] ইতি প্রশ্নস্য প্রতিবচনোপক্রমে হি শ্রদ্ধা দ্যুলোকাগ্নৌ হোম্যত্বেন শ্রুতা ; তত্র যদি শ্রদ্ধা-শব্দেনাপো নোচ্যেরন্ ; ততোঽন্যথা

যদি বল, পূর্ব্বে যে, বলা হইয়াছে, প্রশ্ন ও তাহার প্রতিবচন (উত্তরবাক্য) হইতে জানা যায় যে, জীব অপরাপর ভূত-সংসৃষ্ট সূক্ষ্ম জলে পরিবেষ্টিত হইয়াই গমন করিয়া থাকে ; সে কথাও সঙ্গত হইতেছে না ; কারণ, দ্যুলোকাগ্নিতে প্রথম যে হোম উক্ত হইয়াছে, তাহাতে অপের আহুতি শ্রুত হয় নাই, পরন্তু, 'সেই এই অগ্নিতে (দ্যুলোকে) দেবগণ শ্রদ্ধাকে আহুতিরূপে অর্পণ করেন ; এইরূপে শ্রদ্ধাই হোমীয় দ্রব্যরূপে শ্রুত হইয়াছে। জীবের মনোবৃত্তিবিশেষই শ্রদ্ধা-নামে প্রসিদ্ধ ; অতএব জল কখনই সেখানে হোমীয় দ্রব্য নহে। না, এ কথাও বলিতে পার না ; কেন না, যে হেতু সেই অপ্ বা জলই সেখানে শ্রদ্ধা-শব্দে অভিহিত হইয়াছে। কারণ ? প্রশ্ন ও প্রতিবচনের উপপত্তিই কারণ। 'পঞ্চমী আহুতিতে আহুত জল যেরূপে পুরুষ-পদবাচ্য হয়, তাহা জান কি ?' এই প্রশ্নের প্রতিবচনের প্রারম্ভে শ্রদ্ধাই দ্যুলোকাগ্নিতে হোমীয় দ্রব্যরূপে শ্রুত হইয়াছে। তথাপি শ্রদ্ধা-শব্দে যদি জল অভিহিত না হয়, তাহা হইলে প্রশ্ন হইল

প্রশ্নঃ, অন্যথা প্রতিবচনম্, ইত্যসঙ্গতং স্যাৎ। "ইতি তু পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসঃ" [ছান্দো০ ৫।১।১] ইতি প্রতিবচননিগমনং চ শ্রদ্ধায়া অপ্ত্ব-মেব সূচয়তি। "বেথ যথা" ইতি হি প্রশ্নগতঃ প্রকারঃ "ইতি তু পঞ্চম্যাম্" ইতি 'ইতি'-শব্দেন পরিহারে নিগম্যতে। শ্রদ্ধা সোমরাজ-বর্ষান্ন-রেতোগর্ভ-রূপেণাপাং পরিণামমুক্ত্বা হি এবমাপঃ পুরুষবচস ইতি নিগম্যতে। শ্রদ্ধা-শব্দস্য চাপ্সু বৈদিকপ্রয়োগো দৃশ্যতে—"অপঃ প্রণয়তি, শ্রদ্ধা বা আপঃ" [৩ অষ্ট০ ২।৪।৩৩] ইতি। "শ্রদ্ধাং জুহ্বতি তস্যা আহুতেঃ সোমো রাজা সম্ভবতি" [ছান্দো০ ৫।৪।২] ইতি সোমাকারেণ পরিণামশ্চ অপামেবোপ-পদ্যতে। অতো ভূতান্তর-সংসৃষ্টাভিরদ্ভিঃ সম্পরিষ্বক্তো জীবো রংহতীত্যুপপন্নম্ ॥৩॥১॥৫॥

অশ্রুতত্বাদিতি চেন্নেষ্টাদিকারিণাং প্রতীতেঃ ॥৩॥১॥৬॥

[পদচ্ছেদঃ—অশ্রুতত্বাৎ [জীবের উল্লেখ] (শ্রুত না থাকায়) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি); ন (না), ইষ্টাদিকারিণাং (যজ্ঞাদিকর্ত্তাদিগের) প্রতীতেঃ (প্রতীতি হেতু)।]

[সরলার্থঃ—"বেথ যথা পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি" ইত্যাদৌ প্রশ্নে, তৎপ্রতি-বচনে চ জীবস্য অশ্রুতত্বাৎ সংপরিষ্বক্তো জীবো যাতীতি নোপপদ্যতে, ইতি চেৎ ; তন্ন ; কুতঃ ? ইষ্টাদিকারিণাং প্রতীতেঃ "অথ যে ইমে গ্রামে শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে, তে ধূমমভিসম্ভবন্তি" ইত্যাদৌ বেদোক্ত-যজ্ঞাদ্যনুষ্ঠাতৃণাং জীবানামেব শ্রুতত্বাদিত্যর্থঃ।

যদি বল, প্রশ্নে ও প্রতিবচনে জীবের উল্লেখ না থাকায় জীবই যে, ভূতসূক্ষ্মে বেষ্টিত হইয়া যায়, এ কথা বলিতে পারা যায় না। না,—এই স্থানে যজ্ঞাদিকারী জীবেরই গতি-বোধক শ্রুতি রহিয়াছে ; অতএব জীব যে, ভূতসূক্ষ্মে বেষ্টিত হইয়া যায়, এ কথা সঙ্গতই বলা হইয়াছে ॥৩॥১॥৬॥]

একপ্রকার, আর তাহার প্রতিবচন বা উত্তর হইল অন্যপ্রকার, ইহা বড়ই অসঙ্গত হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ, 'এইরূপে পঞ্চমী আহুতিতে আহুত অপ্ পুরুষ-পদবাচ্য হয়', এই প্রতিবচনোপ-সংহার-বাক্যও শ্রদ্ধারই অপ্ত্ব (জলত্ব) সূচনা করিতেছে। "ইতি তু পঞ্চম্যাম্" এই প্রতিবচনবাক্যে 'ইতি' শব্দ দ্বারাও "বেথ যথা" এই প্রশ্নগত প্রকার বা বিশেষত্বই নিরূপিত হইতেছে। প্রথমতঃ শ্রদ্ধা, সোমরাজ, বৃষ্টি, অন্ন, রেতঃ ও গর্ভরূপে হোমীয় জলের পরিণতি বলিয়া শেষে উপসংহারে বলিতেছেন যে, 'এই প্রকারেই হোমীয় জল পুরুষ-পদবাচ্য হইয়া থাকে।' বিশেষতঃ বেদেও শ্রদ্ধা-শব্দের জলার্থে প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়,—'অপ্ প্রণয়ন করিবে, শ্রদ্ধাই অপ্' ইতি। 'দেবতাগণ শ্রদ্ধার হোম করেন, সেই আহুতি হইতে

যৎ পুনরুক্তম্—অদ্ভিঃ সংপরিষ্বক্তো জীবো যাতীত্যয়মর্থ এতস্মাদ্বাক্যাদবগম্যত ইতি; তন্নোপপদ্যতে, অস্মিন্ বাক্যে জীবস্যাশ্রবণাৎ। অত্র হি শ্রদ্ধাদয় এবাবস্থাবিশেষা হোম্যত্বেন শ্রুতাঃ, ন তু জীবস্তৎপরিষ্বক্তঃ; ইতি চেৎ; তন্ন, ইষ্টাদিকারিণাং প্রতীতেঃ—অস্মিন্নেব বাক্যে হি উত্তরত্র ব্রহ্মজ্ঞান-বিধুরেষ্টাপূর্ত্ত-দত্তকারিণো দ্যুলোকং প্রাপ্য সোমরাজানো ভবন্তি, পুণ্য-কর্ম্মাবসানে চ পুনরাগত্য গর্ভং প্রাপ্নুবন্তীত্যুচ্যতে—"অথ য ইমে গ্রামে ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিত্যুপাসতে, তে ধূমমভিসম্ভবন্তি" [ছান্দো° ৫।১০।৩] ইত্যারভ্য "পিতৃলোকাদাকাশমাকাশাচ্চন্দ্রমসম্, এষ সোমো রাজা, তদ্ দেবানামন্নম্, তং দেবা ভক্ষয়ন্তি" [ছান্দো° ৪।৫।৬], "তস্মিন্ যাবৎ সম্পাতমুষিত্বাহথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে" [ছান্দো° ৪।৫।৬], "যো যো হ্যন্নমত্তি যো রেতঃ সিঞ্চতি তদ্ভূয় এব ভবতি" [ছান্দো° ৪।২।৬] ইতি।

সোমরাজ সমুদ্ভূত হয়;' এই যে, সোমাকারে পরিণতি, তাহাও জলের পক্ষেই সম্ভবপর হয়। অতএব, জীব যে, অপরাপর ভূতসহকৃত জলসমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করে, ইহা অবশ্যই উপপন্ন হইতেছে॥৩।১।৫॥

আরও যে, কথিত হইয়াছে,—জীব যে, জলসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়াই গমন করে, এই অর্থই কথিত বাক্য হইতে প্রতীত হইতেছে; তাহাও সঙ্গত হইতেছে না; কারণ, এই বাক্যে জীবের উল্লেখই নাই। কেন না, এখানে কেবল জলেরই অবস্থা-বিশেষ শ্রদ্ধাপ্রভৃতি হোমীয় দ্রব্যরূপে শ্রুত হইতেছে, কিন্তু তৎসমুদয়-সমন্বিত জীব ত শ্রুত হইতেছে না; এ কথা যদি বলিতে চাও, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, সেখানে ইষ্টাদিকারীদিগের (যজ্ঞাদি-কর্ত্তাদের) প্রতীতি রহিয়াছে। এই বাক্যেরই শেষাংশে কথিত আছে যে, ব্রহ্মজ্ঞান-রহিত কেবলই যজ্ঞাদিকারী পুরুষগণ দ্যু-লোক প্রাপ্ত হইয়া সোম-রাজা হন, এবং পূর্ব্বকর্ম্মের অবসানে পুনর্ব্বার এখানে আসিয়া গর্ভাকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন,—'পক্ষান্তরে, এই যাহারা (গৃহস্থগণ) প্রথমে ইষ্টাপূর্ত্ত ও দত্ত, এই তিনটি কর্ম্মের উপাসনা করেন (*), তাহারা ধূম অর্থাৎ ধূমাদি-চিহ্নিত দক্ষিণায়ন পথ প্রাপ্ত হন।' এই হইতে আরম্ভ করিয়া [বলা হইয়াছে যে,] পিতৃলোক হইতে আকাশে, আকাশ হইতে চন্দ্রলোকে [গমন করে]। ইহাই দেবগণের প্রসিদ্ধ অন্ন সোমরাজা, দেবগণ তাহাকে ভক্ষণ করেন,' 'যতকাল পুণ্যক্ষয় না হয়, ততকাল সেখানে (চন্দ্রলোকে) অবস্থান করিয়া অনন্তর সেই পথেই আবার ফিরিয়া আইসে; যে যে প্রাণী অন্ন ভোজন করে, এবং যে

(*) তাৎপর্য্য—শাস্ত্রোক্ত 'ইষ্ট,' 'পূর্ত্ত' ও 'দত্ত' এই তিনটি কর্ম্মের পরিচয় এইরূপ—
"অগ্নিহোত্রং তপঃ সত্যং ভূতানাং চানুপালনম্। আতিথ্যং বৈশ্বদেবঞ্চ 'ইষ্টম্' ইত্যভিধীয়তে॥
বাপী-কূপ-তড়াগাদি দেবতায়তনানি চ। অন্নপ্রদানমারামঃ 'পূর্ত্তম্' ইত্যভিধীয়তে॥
শরণাগত-সংত্রাণং ভূতানাং চাপ্যহিংসনম্। বহির্ব্বেদি চ যদ্ দানং 'দত্তম্' ইত্যভিধীয়তে।"
ইহার অনুবাদ অনাবশ্যক॥

অত্রাপি দ্যুলোকাগ্নৌ "শ্রদ্ধাং জুহ্বতি, তস্যা আহুতেঃ সোমো রাজা সম্ভবতি" [ছান্দো০ ৫।৪।২] ইতি তদেকার্থত্বাৎ শ্রদ্ধাবস্থ-দেহবিশিষ্টঃ সোমরূপদেহবিশিষ্টো ভবতীত্যু ভূমিতি গম্যতে। দেহস্য জীববিশেষণৈতক-স্বরূপস্য বাচকঃ শব্দো বিশেষ্যে জীবে এব পর্য্যবস্যতি ; অতঃ সংপরিষ্বক্তো জীবো যাতীত্যুপপদ্যতে ॥৩।১।৬॥

ননু চ "তং দেবা ভক্ষয়ন্তি" ইতি দেবৈর্ভক্ষ্যমাণত্ববচনাৎ "সোমো রাজা" ইতি ন জীব উচ্যতে, জীবস্যাভক্ষণীয়ত্বাৎ ; তত্রাহ—

ভাক্তং বানাত্মবিত্ত্বাৎ, তথাহি দর্শয়তি ॥৩।১।৭॥

[পদচ্ছেদঃ—ভাক্তং (গৌণার্থক), বা (অথবা) অনাত্মবিত্ত্বাৎ (আত্মজ্ঞানের অভাব হেতু), তথাহি (সেইরূপই) দর্শয়তি (প্রদর্শন করিতেছেন)।]

[সরলার্থঃ—ননু জীবস্য ভক্ষ্যত্বাসম্ভবাৎ সোমরাজস্য চ দেবভক্ষ্যত্ববচনাৎ নাত্র জীবাভিধানম্, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—"ভাক্তং বা" ইত্যাদি।

অথবা "তং দেবা ভক্ষয়ন্তি" ইত্যত্র যৎ ভক্ষ্যত্বমুক্তম্, তৎ ভাক্তং ভোগোপকরণত্বেন গৌণমেব, কুতঃ ? অনাত্মবিত্ত্বাৎ আত্মজ্ঞানবিরহাদিত্যর্থঃ। বক্ষ্যমাণা শ্রুতিরপি তথৈব দর্শয়তি "যথা পশুঃ, এবং স দেবানাম্" ইতি। বস্তুতস্তু "ন বৈ দেবা অশ্নন্তি, ন পিবন্তি" ইত্যাদিনা দেবানাং ভক্ষণমেব অপ্রসিদ্ধমিত্যাশয়ঃ॥

আশঙ্কা হইতে পারে যে, জীবকে ভক্ষণ করা যখন একেবারেই অসম্ভব, অথচ সোমরাজাকে ভক্ষণীয় বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন, তখন সোমরাজ-শব্দে জীব অভিহিত হয় নাই। তদুত্তরে বলিতেছেন—অথবা, কর্ম্মীদিগের আত্মজ্ঞান না থাকায় ঐ ভক্ষণ প্রকৃত ভক্ষণ নহে, পরন্তু—উপভোগ সাধন মাত্র। 'গৃহস্থের যেমন গবাদি পশু, দেবগণের পক্ষে কর্ম্মীরাও তদ্রূপ,' এই শ্রুতিও ঐরূপ অর্থই প্রদর্শন করিতেছেন ; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু দেবগণের ভক্ষণই নাই ॥৩।১।৭॥]

যে পানী রেতঃসেক করে, অনেকাংশে তৎস্বরূপই হইয়া থাকে।' এখানেও কথিত হইয়াছে যে, 'দ্যুলোকাগ্নিতে শ্রদ্ধার হোম করে, সেই আহুতি হইতে সোমরাজা সম্ভূত হইয়া থাকে,' পূর্ব্ব বাক্যের সহিত একবাক্যতানুসারে বুঝা যাইতেছে যে, শ্রদ্ধাবস্থাপন্ন দেহ-বিশিষ্টকেই সোমরূপ-দেহবিশিষ্ট বলা হইয়াছে। এই দেহ জীবেরই বিশেষণীভূত ; সুতরাং দেহবাচক শব্দও প্রকৃত পক্ষে তদ্বিশেষ্যভূত জীবেই পর্য্যবসিত হইতেছে ; অতএব জীব যে, সম্পরিষ্বক্ত (ভূতসূক্ষ্মে বেষ্টিত) হইয়াই গমন করে, এ কথা সঙ্গত হইতেছে ॥৩।১।৬॥

ভাল কথা, 'তাহাকে দেবগণ ভক্ষণ করেন,' এই শ্রুতিতে সোমরাজাকে দেব-ভক্ষ্য বলায় বুঝা যাইতেছে যে, "সোমো রাজা" এই স্থলে জীব অভিহিত হইতেছে না ; কারণ, জীব ত আর ভক্ষণযোগ্য নহে। তদুত্তরে বলিতেছেন—"ভাক্তম্" ইত্যাদি।

বা-শব্দশ্চোদ্যং ব্যাবর্ত্তয়তি। ইষ্টাদিকারিণোঽনাত্মবিত্ত্বাৎ স দেবানাং ভোগোপকরণত্বেন ইহামুত্র চ বর্ত্ততে। ইহ ইষ্টাদিনা তদারাধনং কুর্ব্বন্নুপকরোতি; আরাধন-প্রীতৈর্দ্দেবৈর্দ্দত্তম্ অমুং লোকং প্রাপ্য তত্র তৎসমান-ভোগস্তদুপকরণং ভবতি। "যথা পশুরেবং স দেবানাম্" [বৃহদা০ ৩।৪।১] ইত্যনাত্মবিদো দেবানামুপকরণত্বং দর্শয়তি শ্রুতিঃ। স্মৃতিরপি আত্মবিদাং ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ অনাত্মবিদাং চ দেবভোগ্যত্বং দর্শয়তি—"দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি" [গীতা০ ৭।২৩] ইতি। অতো জীবস্য দেবানাং ভোগোপকরণত্বাভিপ্রায়মন্নত্বেন ভক্ষ্যত্ববচনম্; অতস্তদ্ভাক্তম্। তেন তৃপ্তিরেব চ দেবানাং ভক্ষণমিতি শ্রূয়তে "ন বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্তি, এতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি" [ছান্দো০ ৩।৬।১] ইতি। তস্মাদ্ ভূতসূক্ষ্মৈঃ সম্পরিষ্বক্তো জীবো রংহতীতি সিদ্ধম্ ॥৩॥১॥৭॥

[প্রথমং তদন্তর-প্রতিপত্ত্যধিকরণম্ ॥১॥]

কৃতাত্যয়াধিকরণম্। **কৃতাত্যয়েঽনুশয়বান্ দৃষ্ট-স্মৃতিভ্যাং যথেতমনেবং চ ॥৩॥১॥৮॥**

[পদচ্ছেদঃ—কৃতাত্যয়ে কৃতকর্ম্মের শেষে অনুশয়বান (কর্ম্মশেষের সহিত) [আগমন করে]; দৃষ্ট-স্মৃতিভ্যাং (দৃষ্ট—শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্র হইতে), যথেতং (যেরূপে গমন), অনেবং (সেরূপে নহে) চ (ও)।]

সূত্রস্থ বা-শব্দে উক্ত আশঙ্কার নিবৃত্তি করিতেছে। যজ্ঞাদির অনুষ্ঠাতৃ পুরুষের আত্মজ্ঞান না থাকায়, সে ইহলোকে ও পরলোকে দেবগণের ভোগোপকরণরূপে অবস্থান করে।—ইহলোকে যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা দেবগণেব আরাধনা করত উপকার করে; তাহার পর ঐহিক আরাধনায় প্রীত দেবগণের প্রদত্ত (স্বর্গাদি) পরলোকে প্রাপ্ত হইয়া সেখানেও আবার তাহাদেরই অনুরূপ ভোগলাভ করিয়া তাহাদের উপকার সাধন করিয়া থাকে। অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তি যে, দেবগণের উপকরণীভূত হয়, তাহা 'লোকের যেরূপ পশু, দেবগণের নিকট কর্ম্মানুষ্ঠাতাও তদ্রূপ,' এই শ্রুতি এবং 'দেবযাজী পুরুষেরা দেবগণকে প্রাপ্ত হয়, আর আমার ভক্তগণ আমাকে প্রাপ্ত হয়', এই গীতাবাক্যও আত্মজ্ঞের ব্রহ্মপ্রাপ্তি, আর অনাত্মজ্ঞের দেবভোগ্যতাই প্রদর্শন করিতেছেন। অতএব বুঝিতে হইবে যে, কর্ম্মী জীব দেবগণের ভোগোপকরণীভূত হয়, এই অভিপ্রায়েই তাহাদিগকে দেবগণের ভক্ষণীয় অন্নস্বরূপ বলা হইয়াছে, (কিন্তু বাস্তবিকই কবলিত করণাভিপ্রায়ে বলা হয় নাই); অতএব ঐ ভক্ষণ-শব্দটি ভাক্ত—গৌণার্থবোধক অবাস্তবিক। এইজন্য কেবল তৃপ্তি-লাভই দেবগণের ভক্ষণস্থানীয় বলিয়া শ্রুতিতে আছে—'দেবগণ নিশ্চয়ই ভক্ষণ করেন না, নিশ্চয়ই পান করেন না, পরন্তু এই অমৃত দর্শন করিয়াই তৃপ্তি লাভ করেন।' অতএব জীব যে, সূক্ষ্মভূতে পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করে, ইহা সিদ্ধ হইল ॥৩॥১॥৭॥

[প্রথম তদন্তর-প্রতিপত্ত্যধিকরণ ॥১॥]

[সরলার্থঃ—কৃতস্য কর্ম্মণঃ অন্তে কর্ম্মফলভোগাবসানে ইত্যর্থঃ, চন্দ্রলোকাৎ নিবর্ত্তমানঃ জীবঃ অনুশয়বান্—ভুক্তাবশিষ্ট-কর্ম্মসম্পন্ন এব নিবর্ত্ততে, ইতি দৃষ্ট-স্মৃতিভ্যাং শ্রুতি-স্মৃতিভ্যামবগম্যতে। শ্রুতিস্তাবৎ "রমণীয়চরণাঃ রমণীয়াং যোনিমাপদ্যন্তে" ইত্যাদ্যা; স্মৃতিস্তাবৎ "ততঃ পরিবৃত্তৌ কর্ম্মশেষেণ জাতিং রূপম্" ইত্যাদ্যা। [অবরোহে বিশেষমাহ—] যথা যেন পথা ইতং গতং চন্দ্রমণ্ডলে, অনেবং চ—আরোহণক্রমেণ প্রকারান্তরেণ চ [নিবর্ত্তন্তে ইতি শেষঃ]। চন্দ্রমস আকাশম্ ইত্যারোহণক্রমঃ, বায়ুধূমাভ্রাদি চ প্রকারান্তরমিতি ভাবঃ॥

জীব চন্দ্রমণ্ডলে স্বকৃত কর্ম্মফলভোগের শেষে ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মের সহিত ফিরিয়া আইসে; ইহা শ্রুতি ও স্মৃতি হইতে জানা যায়। শ্রুতি এই যে, 'যাহারা রমণীয় কর্ম্ম করে, তাহারা রমণীয় জন্ম লাভ করে' ইত্যাদি; স্মৃতি এই যে, 'সেই চন্দ্রমণ্ডল হইতে ফিরিয়া আসিবার কালে কর্ম্ম-শেষানুসারে জন্ম পরিগ্রহ করে', ইত্যাদি। বিশেষ এই যে, চন্দ্রমণ্ডলে গমনের যেরূপ ক্রম, প্রত্যাবর্ত্তনের ক্রম কিন্তু সেইরূপ এবং অন্যরূপও বটে, অর্থাৎ চন্দ্রলোক হইতে আকাশে অবতরণমাত্র আরোহণের অনুরূপ, আর বায়ু-ধূমাদিতে অবতরণ আরোহণের অননুরূপ ॥৩৷১৷৮॥]

কেবলেষ্টাপূর্ত্ত-দত্তকারিণাং ধূমাদিনা পিতৃযাণেন পথা গমনম্, কর্ম্মফলাবসানে পুনরাবর্ত্তনং চাম্নাতম্—"যাবৎ সম্পাতমুষিত্বাঽথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে" [ছান্দো০ ৫৷১০৷৩] ইতি। তত্র প্রত্যবরোহন্ জীবঃ কিমনুশয়বান্ প্রত্যবরোহতি ? উত ন ? ইতি সংশয্যতে। কিং যুক্তম্ ? কর্ম্মণঃ কৃৎস্নস্যোপভুক্তত্বাৎ নানুশয়বানিতি প্রাপ্তম্। অনুশয়ো হি উপভুক্তশিষ্টং কর্ম্ম; তচ্চ কৃৎস্নফলোপভোগে সতি নাবশিষ্যতে। "যাবৎ সংপাতমুষিত্বা" ইতি বচনাৎ কৃৎস্নোপভোগশ্চ জ্ঞায়তে। সম্পতন্তি অনেন স্বর্গং লোকমিতি সম্পাতঃ—কর্ম্মোচ্যতে। শ্রুত্যন্তরং চ—

যাহারা কেবলই ইষ্টাপূর্ত্ত ও দত্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, জ্ঞানের অনুশীলন করে না, তাহাদের যে, ধূমাদি-পথে চন্দ্রলোকে গমন হয়, এবং কর্ম্মফল শেষ হইলে পুনরাবর্ত্তন করিতে হয়, ইহাও কথিত হইয়াছে—'স্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সেখানে (চন্দ্রমণ্ডলে) অবস্থান করিয়া অনন্তর এই পথ অবলম্বন করিয়াই পুনরাগমন করে' ইতি। এখানে সংশয় হইতেছে যে, জীব প্রত্যবরোহণকালে কি অনুশয়-সহকারে প্রত্যবরোহণ করে ? অথবা অনুশয় রহিত ভাবে ? কোন পক্ষটি যুক্তিসঙ্গত ? সেখানে যখন নিঃশেষরূপেই কর্ম্মফল উপভুক্ত হইয়া যায়, তখন অনুশয়সহযোগে অবতরণ করে না, ইহাই পাওয়া গেল। অনুশয় অর্থ—ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্ম; সমস্ত ফলের ভোগ হইয়া গেলে তাহার (অনুশয়ের) আর অবশিষ্ট কিছুই থাকিতে পারে না। সেখানে যে, সমস্ত কর্ম্মফলেরই ভোগ হয়, তাহাও "যাবৎ সম্পাতমুষিত্বা", এই শ্রুতি হইতে জানা যাইতেছে। যাহা দ্বারা স্বর্গলোকে সম্যক্ পতন (গমন) করা হয়, তাহার নাম 'সম্পাত'; সম্পাত-শব্দে কর্ম্মই অভিহিত হয়। এতদনুরূপ শ্রুত্যন্তরও আছে—'এই জীব এখানে যে কিছু

"প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণস্তস্য যৎ কিঞ্চেহ করোত্যয়ম্।
তস্মাল্লোকাৎ পুনরেত্যস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে॥" [বৃহদা০ ৬।৪।৬]
ইতি। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

অনুশয়বান্ প্রত্যবরোহতি ইতি। কুতঃ? দৃষ্ট-স্মৃতিভ্যাং—শ্রুতি-স্মৃতিভ্যামিত্যর্থঃ। শ্রুতিস্তাবৎ—"তদ্ য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্—ব্রাহ্মণযোনিং ক্ষত্রিয়যোনিং বৈশ্যযোনিং বা। অথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্—শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা" [ছান্দো০ ৫।১০।৭] ইতি প্রত্যবরূঢ়ান্ প্রতি শ্রূয়তে। অমুষ্মাল্লোকাৎ প্রত্যবরূঢ়েষু রমণীয়কর্ম্মাণো রমণীয়াং ব্রাহ্মণাদিযোনিং প্রতিপদ্যন্তে; কপূয়চরণাঃ কুৎসিতকর্ম্মাণঃ

শুভাশুভ কর্ম্ম করে, সেই কর্ম্মের শেষ হইলে কর্ম্মলব্ধ সেই লোক হইতে পুনশ্চ কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত ইহলোকে আগমন করে' ইতি। এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে (*)—

সানুশয় জীবের প্রত্যাবর্ত্তন সিদ্ধান্ত।

অনুশয়সম্পন্ন ব্যক্তিই প্রত্যবরোহণ (চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যাগমন) করিয়া থাকে, (নিরনুশয় নহে)। কারণ? দৃষ্ট ও স্মৃতি হইতে অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতি হইতে [ইহা জানা যাইতেছে]। তন্মধ্যে, 'অতএব, ইহলোকে যাহারা রমণীয় কর্ম্মানুষ্ঠাতা, তাহারা অবিলম্বে রমণীয় যোনি—ব্রাহ্মণযোনি, ক্ষত্রিয়যোনি, অথবা বৈশ্যযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে; আর যাহারা কুৎসিত কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, তাহারা অবিলম্বে কুৎসিত যোনি—শূকরযোনি, শ্বযোনি কিম্বা চণ্ডালযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে,' চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যবরোহণকারীদিগের সম্বন্ধে এইরূপ শ্রুতিও কথিত আছে, অর্থাৎ পরলোক হইতে যাহারা ইহলোকে প্রত্যাগমন করে, তাহাদের মধ্যে শুভকর্ম্মকারী ব্যক্তিরা রমণীয় ব্রাহ্মণাদি জন্ম লাভ করিয়া থাকে পক্ষান্তরে কুৎসিত-কর্ম্মকারীরা শূকর-চাণ্ডালাদি

(*) তাৎপর্য্য—ইহার নাম 'কৃতাত্যয়াধিকরণ'। ইহা অষ্টম হইতে একাদশ, এই চারি সূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—"যাবৎসম্পাতমুষিত্বা অথৈতমেবাধ্বানং নিবর্ত্তন্তে" এই শ্রুত্যুক্ত জীবের পুনরাগমন। (২) সংশয় প্রত্যাবৃত্তির সময় জীব সানুশয় কিংবা নিরনুশয় হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়, অর্থাৎ জীব ফিরিয়া আসিবার কালে, ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মও তাহার সঙ্গে থাকে, কি না? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—চন্দ্রলোকে যখন সমস্ত কর্ম্মই উপভুক্ত হয়, তখন কর্ম্মশেষ তাহার সঙ্গী হইতে পারে না; অতএব নিরনুশয়ভাবেই প্রত্যবরোহণ করে। (৪) উত্তর না—সানুশয় অবস্থায়ই প্রত্যবরোহণ করে, নিরনুশয় অবস্থায় নহে. কারণ, "যাবৎ সম্পাতং" প্রভৃতি শাস্ত্রে যে, চন্দ্রলোকে কর্ম্মভোগের কথা বলা হইয়াছে, তাহা কেবল সেখানে ভোগোপযুক্ত কর্ম্মেরই কথা অভিহিত হইয়াছে। অনুশয় অর্থ—ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্ম। (৫) নির্ণয়—অতএব, চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যবরোহণের সময় নিশ্চয়ই কর্ম্মশেষ তাহার সহচর হয়, এবং তদনুসারেই এখানে বিভিন্ন প্রকার জন্ম পরিগ্রহ হয়॥

কুৎসিতাংশ্চ শূকর-চণ্ডালাদিযোনিং প্রতিপদ্যন্তে, ইতি প্রত্যবরূঢ়ানাং পুণ্যপাপকর্ম্মযোগং দর্শয়তি। স্মৃতিরপি "বর্ণা আশ্রমাশ্চ স্বকর্ম্মনিষ্ঠাঃ প্রেত্য কর্ম্মফলমনুভূয় ততঃ শেষেণ বিশিষ্টদেশ-জাতি-কুল-রূপায়ুঃ-শ্রুত-বিত্ত-বৃত্ত-সুখমেধসো জন্ম প্রতিপদ্যন্তে, বিষ্বঞ্চো বিপরীতা নশ্যন্তি" [গৌতম০ ২ প্র০ ১১ অ০ ১২—১৩] ইতি। তথা—"ততঃ পরিবৃত্তৌ কর্ম্মফলশেষেণ জাতিং রূপং বর্ণং বলং মেধাং প্রজ্ঞাং দ্রব্যাণি ধর্ম্মানুষ্ঠানমিতি প্রতিপদ্যন্তে, তচ্চক্রবদুভয়োর্লোকয়োঃ সুখ এব বর্ত্ততে" [আপস্তম্ব০ ২।১।২।৩] ইতি। "যাবৎ সম্পাতম্" (*) ইতি ফলদানপ্রবৃত্ত-কর্ম্মবিশেষ-বিষয়ম্; "যৎ কিঞ্চেহ করোত্যয়ম্" ইতীদমপি তদ্বিষয়মেব। অভুক্ত-ফলানাম্ অকৃতপ্রায়শ্চিত্তানাং চ কর্ম্মণাং কর্ম্মান্তরফলানুভবাৎ নাশোঽপ্যনুপপন্নঃ। অতোঽমুং লোকং গতাঃ সানুশয়া এব যথেতম্ অনেবং চ পুনর্নিবর্ত্তন্তে—আরোহণপ্রকারেণ প্রকারান্তরেণ চ পুনর্নিবর্ত্তন্তে ইত্যর্থঃ। আরোহণং হি ধূম-রাত্র্যপরপক্ষ-দক্ষিণায়ণষন্মাস-পিতৃলোকাকাশ-চন্দ্র-

কুৎসিত যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে', এই শ্রুতিও চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যাগত লোকদিগের পুণ্যাপুণ্য কর্ম্মসম্বন্ধই প্রদর্শন করিতেছেন। 'নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্মনিষ্ঠ বিভিন্ন বর্ণ ও আশ্রমী (ব্রহ্মচারী প্রভৃতি) পুরুষেরা মৃত্যুর পর কর্ম্মফল অনুভব করিয়া পশ্চাৎ সেই ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্ম দ্বারা বিশিষ্ট দেশ, জাতি, কুল, রূপ, আয়ুঃ, শ্রুত (শিক্ষা), ধন, চরিত্র, সুখ ও মেধাসম্পন্ন অর্থাৎ উপদেশ-ধারণক্ষম বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া জন্মধারণ করেন, কিন্তু যাহারা বিষ্বক্ অর্থাৎ বিপরীতগামী, তাহারা বিনষ্ট হয়।' এইরূপ, 'তাহার পর যখন পরিবৃত্তি অর্থাৎ প্রত্যাবর্ত্তনের সময় উপস্থিত হয়, তখন ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মানুসারে জাতি, রূপ, বল, বর্ণ, মেধা, প্রজ্ঞা (জ্ঞান) দ্রব্য ও ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই অবশিষ্ট কর্ম্মও চক্রের ন্যায় ইহ-পরকালে কেবলই সুখ-সম্পাদন করিয়া থাকে।' যে সমস্ত কর্ম্ম ফল-দানে প্রবৃত্ত হইয়াছে, কেবল সেই সমস্ত কর্ম্মপ্রতিপাদনেই 'যাবৎ সম্পাতম্' শ্রুতির তাৎপর্য্য; এবং "যৎ কিঞ্চেহ করোত্যয়ম্" শ্রুতিও তদ্বিষয়েই প্রযুক্ত হইয়াছে। আর যে সমস্ত কর্ম্মের ফল ভুক্ত হয় নাই, এবং প্রায়শ্চিত্ত দ্বারাও বিনষ্ট হয় নাই, অপরাপর কর্ম্মভোগেও সে সমস্ত কর্ম্মের বিনাশ হওয়া যুক্তিসিদ্ধ হয় না। অতএব চন্দ্রলোকগত পুরুষেরা সানুশয় অবস্থায়ই আরোহণের অনুসারে এবং প্রকারান্তরেও প্রত্যবরোহণ করিয়া থাকেন; অর্থাৎ ... প্রকার পথে আরোহণ করিয়া থাকেন, কতকটা সেই প্রকারে আবার কতকটা অন্যপ্রকারেও অবতরণ করিয়া থাকেন। আরোহণের ক্রম—ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন ছয়মাস, পিতৃলোক, আকাশ ও চন্দ্রলোক; কিন্তু

(*) সম্পাতনম্' ইতি উপনিষদ্বিরন্ধঃ 'গ' পাঠঃ

ক্রমেণ; অবরোহণং তু চন্দ্রমসঃ স্থানাদাকাশ-বায়ুধূমাভ্র-মেঘ-ক্রমেণ। তত্রাকাশাবরোহণাদ্ যথেতম্; বায়াদিপ্রাপ্তেঃ পিতৃলোকাদ্য-প্রাপ্তেশ্চানেবম্ ॥৩॥১॥৮॥

চরণাদিতি চেৎ, ন, তদুপলক্ষণার্থেতি কার্ষ্ণাজিনিঃ ॥৩॥১॥৯॥

[পদচ্ছেদঃ—চরণাৎ (আচরণ—আচারবোধকশব্দ হেতু) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি,) ন (না), তদুপলক্ষণার্থা (তাহারই—কর্ম্মেরই বোধক) ইতি (ইহা) কার্ষ্ণাজিনিঃ (কার্ষ্ণাজিনি নামক আচার্য্য)।]

[সরলার্থঃ—"য ইহ রমণীয়চরণাঃ" ইত্যাদৌ চরণাৎ—চরণ-পদবাচ্যস্য আচারস্যৈব ব্রাহ্মণাদি-জন্মকারণত্বেন অভিধানাৎ ন সানুশয়াবরোহণং সংগচ্ছতে ইতি চেৎ; তন্ন; যতঃ চরণশ্রুতিঃ কর্ম্মোপলক্ষণার্থা। যদ্যপি শ্রুতৌ চরণ-শব্দ এব প্রযুক্তঃ, তথাপি তেন তদনুগতং কর্ম্মৈব বোদ্ধব্যম্, পুণ্যকর্ম্মণ এব শুভপ্রাপ্তিসাধনত্বেন প্রসিদ্ধেঃ, ইতি কার্ষ্ণাজিনিরাচার্য্যঃ মন্যতে ইত্যর্থঃ।

যদি বল, 'যাহারা ইহলোকে রমণীয় চরণশীল' ইত্যাদি শ্রুতিতে আচারবোধক চরণ-শব্দ থাকায় প্রত্যবরোহণ সময়ে কর্ম্মসম্বন্ধ কল্পনা করা যাইতে পারে না। না—এ কথাও ঠিক হয় না; কারণ, ঐ চরণ-শব্দই আচারসমন্বিত কর্ম্মের বোধক, ইহা কার্ষ্ণাজিনিনামক আচার্য্যের অভিমত ॥৩॥১॥৯॥]

প্রত্যবরোহণের ক্রম অন্যরূপ—চন্দ্রমণ্ডল হইতে আকাশ, বায়ু, ধূম, অভ্র ও মেঘ। তন্মধ্যে, আকাশাদিতে অবরোহণ 'যথেত' অর্থাৎ আরোহণের তুল্য; (কেননা, আরোহণের সময়ও আকাশাদিক্রমের উল্লেখ রহিয়াছে), আর বায়ু প্রভৃতির প্রাপ্তি অথচ পিতৃলোকাদির অপ্রাপ্তি নিবন্ধন 'অনেবম্' অর্থাৎ আরোহণ ক্রমের অন্যথাভাবও হইতেছে (*) ॥৩॥১॥৮॥

(*) তাৎপর্য্য—সূত্রটির অভিপ্রায় এই যে, যাহারা ইষ্ট, পূর্ত্ত ও দত্ত, এই ত্রিবিধ কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিয়াছে, আত্মজ্ঞানের কিছুমাত্র অনুশীলন করে নাই; মৃত্যুর পর তাহারা চন্দ্রলোকে গমন করে; সেখানে আপন আপন কর্ম্মফল ভোগ করিতে যত সময় লাগে, ততকাল থাকিয়া পুনশ্চ মর্ত্তালোকে প্রত্যাগমন করে। এখানে আশঙ্কা হইয়াছিল যে, কর্ম্মী পুরুষেরা চন্দ্রলোকে স্বকৃত কর্ম্মের ফল নিঃশেষরূপে ভোগ করিয়া এখানে প্রত্যাগমন করে, এবং যদৃচ্ছাক্রমে যে কোন জাতিতে জন্ম পরিগ্রহ করে? অথবা, চন্দ্রলোকে তাহাদের অভুক্তও কিঞ্চিৎ কর্ম্ম থাকে; সেই কর্ম্ম-শেষটুকু লইয়া এখানে আইসে এবং তদনুরূপই জন্ম পরিগ্রহ করে? উক্ত আশঙ্কা নিরাসার্থ সূত্রকার বলিতেছেন যে, কর্ম্মী পুরুষগণ চন্দ্রলোকে কর্ম্মফল ভোগ করে সত্য, কিন্তু নিঃশেষরূপে ফল ভোগ সেখানে সম্ভব হয় না। মনে করুন, কোন লোক এমন একটি হোটেলে যাইয়া আশ্রয় লইল, যেখানে দৈনিক দশ টাকার কমে থাকিতে পারা যায় না; সেই আশ্রিত ব্যক্তি যতকাল প্রতিদিন দশ টাকা দিতে পারিল, ততদিন সেখানে স্বচ্ছন্দে থাকিল; কিন্তু যখনই তাহার সঞ্চিত টাকার পরিমাণ দশের কম হইয়া পড়িল, তখনই তাহাকে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে হইল; কেন না, সেখানে দশ টাকার কমে থাকা সম্ভব হয় না।

"রমণীয়চরণাঃ" "কপূয়চরণাঃ" [ছান্দো০ ৫।১০।৭] ইতি ন চরণ-শব্দেন পুণ্য-পাপরূপং কর্ম্মাভিধীয়তে, চরণ-শব্দস্য লোক-বেদয়োরাচারে প্রসিদ্ধেঃ। লৌকিকাঃ খলু চরণমাচারঃ শীলং বৃত্তমিতি পর্য্যায়ানভিমন্যন্তে; বেদে চ "যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি, তানি সেবিতব্যানি" "যান্যস্মাকং সুচরিতানি, তানি ত্বয়োপাস্যানি" [তৈত্তি০ শিক্ষা০ ১১।২] ইতি চরণ-কর্ম্মণী ভেদেন ব্যপদিশ্যেতে; অতঃ চরণাৎ শীলাৎ যোনিবিশেষপ্রাপ্তিঃ, নানুশয়াৎ, ইতি চেৎ; তন্ন; চরণশ্রুতিঃ কর্ম্মোপলক্ষণার্থেতি কার্ষ্ণাজিনিরাচার্য্যো মন্যতে, কেবলাদাচারাৎ সুখদুঃখপ্রাপ্ত্যসম্ভবাৎ। সুখদুঃখে হি পুণ্যপাপরূপ-কর্ম্মফলে ৩।১।৯॥

আনর্থক্যমিতি চেৎ, ন, তদপেক্ষত্বাৎ ॥৩॥১॥১০॥

[পদচ্ছেদঃ—আনর্থক্যম্ (আনর্থক্য) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), ন (না), তদপেক্ষত্বাৎ (যেহেতু তাহার অপেক্ষা আছে)।]

যদি বল, "রমণীয়চরণাঃ" ও "কপূয়চরণাঃ" এই শ্রুত্যুক্ত "চরণ"-শব্দে পুণ্য-পাপাত্মক কর্ম্ম অভিহিত হইতেছে না; কেননা, লোকব্যবহারে ও বেদে আচারার্থেই চরণ-শব্দ প্রসিদ্ধ। লৌকিক জনেরা (ব্যবহারাভিজ্ঞ লোকেরা) চরণ, আচার, শীল ও বৃত্ত, এই শব্দগুলিকে পর্য্যায় বা সমানার্থক বলিয়া মনে করেন; বেদেও 'যে সমস্ত কর্ম্ম অনবদ্য বা নির্দ্দোষ, সে সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে', 'আমাদের যে সমস্ত সুচরিত অর্থাৎ সাধু ব্যবহার, তুমি সে সমুদয়ের উপাসনা করিবে, অর্থাৎ তদনুরূপ আচারবান্ হইবে।' এইরূপে আচরণ ও কর্ম্ম পৃথক্শব্দে নির্দ্দিষ্ট আছে। অতএব, বুঝা যাইতেছে যে, চরণ হইতেই অর্থাৎ শীল বা আচার হইতেই জন্মবিশেষ লাভ হইয়া থাকে, অনুশয় (কর্ম্মশেষ) হইতে নহে। না—এ কথাও বলিতে পার না; কারণ, কার্ষ্ণাজিনিনামক আচার্য্য মনে করেন যে, শ্রুত্যুক্ত এই 'চরণ' শব্দটি কর্ম্মেরও উপলক্ষণার্থক, অর্থাৎ এই 'চরণ'-শব্দই এখানে আচরণের ন্যায় পুণ্যপাপরূপ কর্ম্মও বুঝাইতেছে; কারণ, কেবলই আচার হইতে সুখ-দুঃখপ্রাপ্তি সম্ভবপর হয় না; কেননা, সুখ ও দুঃখ পুণ্য-পাপময় কর্ম্মেরই ফল স্বরূপ; [সুতরাং কেবলই আচার হইতে সুখদুঃখোৎপত্তি সম্ভব হয় না] ॥৩॥১॥৯॥

ঠিক এইরূপ, চন্দ্রলোকে ভোগোপযোগী নহে, এরূপ অভুক্ত কর্ম্ম অবশিষ্ট থাকিতেও কর্ম্মী পুরুষেরা সেখান হইতে আপন আপন ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মটুকু লইয়া (অনুশয়বান্ হইয়া) ইহলোকে প্রত্যাগমন করে, এবং সেই সহচর কর্ম্মই তাহাদের ভোগোপযুক্ত জন্মস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেয়; অতএব, ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মসহকারেই চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যাগমন করে, এবং এখানেও তদনুসারেই জন্ম পরিগ্রহ করিয়া আপন আপন 'কর্ম্মানুযায়ী ফল উপভোগ করিয়া থাকে।

[সরলার্থঃ—তর্হি বিফলত্বাৎ স্মৃতিবিহিতস্যাচারস্যানর্থক্যমেব প্রাপ্তম্, ইতি চেৎ ; ন ; কুতঃ ? তদপেক্ষত্বাৎ পুণ্যকর্ম্মণঃ ; "আচারহীনং ন পুনন্তি বেদাঃ," "সন্ধ্যাহীনোঽশুচির্নিত্যমনর্হঃ সর্ব্বকর্ম্মসু "ইত্যাদিস্মৃতিভ্যো হি সদাচারস্য কর্ম্মোপযোগিত্বাৎ নৈবানর্থক্যমিতি ভাবঃ ॥

ভাল, তাহা হইলে ত স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত সদাচার সমূহ নিরর্থক হইয়া পড়িল ? না ; পুণ্যকর্ম্ম-মাত্রেই সদাচারের অপেক্ষা বা আবশ্যক রহিয়াছে। 'বেদও আচারহীন ব্যক্তিকে পবিত্র করে না,' 'সন্ধ্যাবিহীন ও অশুচি অর্থাৎ আচারহীন ব্যক্তি সর্ব্বদা সর্ব্বকর্ম্মে অনর্হ (অযোগ্য)' ইত্যাদি শাস্ত্রেও পুণ্যকর্ম্মে সদাচারের আবশ্যকতা প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥৩॥১॥১০॥]

এবং তর্হি অফলত্বাদাচারস্য স্মৃতিবিহিতস্যানর্থক্যমেবেতি চেৎ ; তন্ন, তদপেক্ষত্বাৎ পুণ্যস্য কর্ম্মণঃ। আচারবত এব পুণ্যকর্ম্মস্বধিকারঃ—"সন্ধ্যা-হীনোঽশুচির্নিত্যমনর্হঃ সর্ব্বকর্ম্মসু", (*) "আচারহীনং ন পুনন্তি বেদাঃ" ইত্যাদিবচনেভ্যঃ। অতশ্চরণশ্রুতিঃ কর্ম্মোপলক্ষণার্থেতি কার্ষ্ণাজিনেরভি-প্রায়ঃ ॥৩॥১॥১০॥

সুকৃত-দুষ্কৃতে এবেতি তু বাদরিঃ ॥৩॥১॥১১॥

[পদচ্ছেদঃ—সুকৃত-দুষ্কৃতে (পাপ ও পুণ্য) এব (নিশ্চয়), ইতি (ইহা) তু (কিন্তু) বাদরিঃ (বাদরিনামক আচার্য্য)।]

[সরলার্থঃ—'পুণ্যং কর্ম্ম আচরতি, পাপং কর্ম্ম আচরতি' ইত্যেবং লোকপ্রসিদ্ধেঃ "রমণীয়চরণাঃ" ইত্যত্র চরণ-শব্দেন সুকৃত-দুষ্কৃতে পুণ্য-পাপে এব অভিধীয়েতে, ইতি পুনর্ব্বাদরি-রাচার্য্যো মন্যতে ইত্যর্থঃ ॥

'পুণ্যকর্ম্ম আচরণ করিতেছে, পাপকর্ম্ম আচরণ করিতেছে' ইত্যাদি লোকব্যবহারদৃষ্টে বাদরিনামক আচার্য্য মনে করেন যে, "রমণীয়চরণাঃ" ইত্যাদি স্থলেও 'চরণ'শব্দে সুকৃত (পুণ্য) ও দুষ্কৃতই (পাপই) অভিহিত হইয়াছে ; কিন্তু সাধারণ আচার অর্থ নহে ॥৩॥১॥১১॥]

যদি বল, এইরূপ হইলে ত নিষ্ফলত্ব হেতু স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত আচার সমূহ নিশ্চয়ই নিরর্থক হইয়া পড়ে ? না—তাহা হয় না ; কারণ, পুণ্যকর্ম্মমাত্রই তদপেক্ষিত অর্থাৎ সদাচার-সাপেক্ষ। কেন না, 'সন্ধ্যাবিহীন অশুচি (সদাচারহীন) ব্যক্তি সর্ব্বদা সর্ব্ব কর্ম্মে অনর্হ বা অনধিকারী,' বেদসমূহও আচারহীন লোককে পবিত্র করে না' ইত্যাদি বচন হইতে জানা যায় যে, আচারবান্ ব্যক্তিরই অধিকার ; অতএব কার্ষ্ণাজিনি আচার্য্য মনে করেন যে, উল্লিখিত চরণ-বোধক শ্রুতি পুণ্যকর্ম্মেরই উপলক্ষণার্থক (বোধক) ॥৩॥১॥১০॥

'পুণ্যং কর্ম্মাচরতি' 'পাপং কর্ম্মাচরতি' ইতি কর্ম্মণি চরতেঃ প্রয়োগাৎ, পৃথগ্নির্দ্দেশস্য চ প্রত্যক্ষ-শ্রুতিসিদ্ধাচারানুমিত-শ্রুতিসিদ্ধবিষয়ত্বেন 'গো-বলীবর্দ্দন্যায়েনোপপত্তেঃ, "মুখ্যে সম্ভবতি ন লক্ষণা ন্যায্যা" ইতি সুকৃত-দুষ্কৃতে এব চরণ-শব্দাভিধেয়ে ইতি বাদরিরাচার্য্যো মন্যতে।

অত্র বাদরিমতমেব স্বমতম্; আচারানুমিত-শ্রুতিবিহিত-সন্ধ্যা-বন্দনাদেঃ কর্ম্মান্তরাধিকারসম্পাদনং ফলমিতি তু স্বীকৃতম্। অতঃ সানুশয়া এব প্রত্যবরোহন্তি ॥৩॥১॥১১॥

[ইতি দ্বিতীয়ং কৃতাত্যয়াধিকরণম্ ॥২॥]

বাদরিনামক আচার্য্য মনে করেন যে, 'পুণ্যকর্ম্ম আচরণ করিতেছে, পাপকর্ম্ম আচরণ করিতেছে' ইত্যাদি স্থলে কর্ম্মরূপ অর্থে 'চর' ধাতুর প্রয়োগ থাকায় এবং 'গো-বলীবর্দ্দ' ন্যায়ানুসারেও সাক্ষাৎশ্রুতিসিদ্ধ ও আচারানুমিত শ্রুতিসিদ্ধ কর্ম্ম বিষয়েও [কর্ম্ম ও আচারের] পৃথক্ নির্দ্দেশের উপপত্তি বা সার্থকতা সম্ভব হওয়ায়, বিশেষতঃ মুখ্যার্থের সম্ভবসত্ত্বে লক্ষণার অনৌচিত্য বশতঃ সুকৃত ও দুষ্কৃত অর্থাৎ পুণ্য ও পাপই 'চরণ'শব্দের অভিধেয় বা মুখ্যার্থ (*)।

এখানে এই বাদরি আচার্য্যের সিদ্ধান্তই ভাষ্যকারের অভিমত; পরন্তু কার্ষ্ণাজিনির মতে শিষ্টাচারানুমিত (সাধুলোকের আচার দর্শনে যে শ্রুতির অস্তিত্ব অনুমিত হয়, সেই) শ্রুতি-বিহিত সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম্মের যে, অপরাপর কর্ম্মে অধিকার-সম্পাদন করাই মুখ্য ফল, ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে (†)। অতএব [বুঝা যাইতেছে যে, সানুশয় লোকেরাই প্রত্যবরোহণ করিয়া থাকে, (নিরনুশয় লোকেরা নহে) ॥৩॥১॥১১॥ [ইতি দ্বিতীয় কৃতাত্যয়াধিকরণ ॥২॥]

(*) তাৎপর্য্য—শিষ্টজনানুষ্ঠিত কর্ম্মমাত্রই শ্রুতিমূলক; শিষ্টজনেরা এরূপ কোন কার্য্যই করিতে পারেন না, যাহা শ্রুতিবিহিত নহে। তন্মধ্যে কতকগুলি কর্ম্মের বিধায়ক সাক্ষাৎ শ্রুতি পাওয়া যায়, আবার কতকগুলি কর্ম্মের বিধায়ক শ্রুতি পাওয়া যায় না; হয়ত তদ্বোধক স্মৃতিবাক্য মাত্র পাওয়া যায়; কিন্তু যাহা শ্রুতিবিহিত নহে, এরূপ কর্ম্ম কখনই সজ্জনগণের অনুষ্ঠেয় হইতে পারে না; এই জন্য তদ্বিধায়ক শ্রুতিরও অস্তিত্ব অনুমান বা কল্পনা করিয়া লইতে হয়। ইহার মধ্যে, যে সমস্ত শ্রুতি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পাওয়া যায়, সে সমস্তকে বলে প্রত্যক্ষ বা কৢপ্ত শ্রুতি, আর যে সমস্ত শ্রুতি স্বরূপতঃ অপ্রত্যক্ষ, কোন শিষ্টাচার দর্শনে কি বা স্মৃতিবাক্য অনুসারে অনুমান করিয়া লইতে হয়, সে সমুদয়কে বলে—শিষ্টাচারানুমিত বা কল্প্য শ্রুতি। আলোচ্য স্থানে, 'অনবদ্যানি কর্ম্মাণি' এই কর্ম্ম প্রত্যক্ষ শ্রুতিসিদ্ধ; কারণ, প্রচলৎ শ্রুতিতেই কর্ম্ম-শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে; আর 'অস্মাকং সুচরিতানি' এই স্থলীয় কর্ম্ম শিষ্টাচারানুমিত শ্রুতিসিদ্ধ; কারণ, শ্রুতিতে আচার বোধক কেবল 'সুচরিত' শব্দমাত্র আছে, কর্ম্ম-শব্দ নাই; সুতরাং ঐ আচার হইতেই তদনুকূল কর্ম্ম-বিধায়ক শ্রুতিরও অনুমান করিতে হয়।

'গো-বলীবর্দ্দ' ন্যায়টি এইরূপ—বলীবর্দ্দ অর্থ—ষণ্ড (ষাঁড়), ষণ্ড কখনও গো ভিন্ন নহে; তথাপি লোকে ষণ্ডের বিশেষত্ব জ্ঞাপনার্থ যেরূপ গোর উল্লেখ করিয়াও পৃথগ্ভাবে আবার ষণ্ডের উল্লেখ করিয়া থাকে। তদ্রূপ আলোচ্য শ্রুতিতেও অনবদ্য কর্ম্মের উল্লেখের পরও আবার 'সুচরিত' শব্দে পৃথক্ করিয়া কর্ম্মের উল্লেখ করা হইয়াছে; সুতরাং এইরূপ পৃথক্ নির্দ্দেশ হইতেই কর্ম্ম ও সুচরিতের পার্থক্য হইতে পারে না।

(†) তাৎপর্য্য—পূর্ব্বে ষষ্ঠ-সূত্রোক্ত কার্ষ্ণাজিনির অভিমত সিদ্ধান্ত হইতে বাদরিমতের পার্থক্য এই যে, কার্ষ্ণাজিনি বলিয়াছেন, সুচরিত-শব্দের আচার-অর্থ হইলেও এখানে লক্ষণা দ্বারা কর্ম্ম-অর্থও বুঝিতে হইবে। আর বাদরি বলিলেন যে, না—সুচরিত শব্দের কর্ম্ম অর্থও শ্রুতিসম্মত; সুতরাং মুখ্যার্থ সম্ভব থাকিতে কখনই লক্ষণা

[পূর্ব্বপক্ষঃ—]

অ-নিষ্টাদিকার্য্যধিকরণম্।]

অনিষ্টাদিকারিণামপি চ শ্রুতম্ ॥৩॥১॥১২॥

[পদচ্ছেদঃ—অ-নিষ্টাদিকারিণাং (যজ্ঞকারীভিন্নদিগের) অপি (ও) চ (এবং) শ্রুতম্ (শ্রুত আছে)।]

[সরলার্থঃ—"যে বৈ কে চাস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি, চন্দ্রমসমেব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি" ইত্যত্র অ-নিষ্টাদিকারিণাম্ ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্ম অকুর্ব্বতাং পাপিনামপি চ চন্দ্রলোকে গমনং অবিশেষেণ শ্রুতমস্তি; অতঃ পাপিণামপি চন্দ্রমণ্ডলে গতিরস্তীতি ভাবঃ ॥

যাহারা ইষ্টাপূর্ত্তাদি ধর্ম্মকর্ম্ম করে না—পাপী, তাহাদেরও চন্দ্র-লোকে গমন হয়; কারণ, 'যে কেহ ইহলোক হইতে প্রয়াণ করে, তাহারা সকলেই চন্দ্রলোকে গমন করে', এই শ্রুতিতে অবিশেষে সকলের পক্ষেই চন্দ্রলোকে গমন প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥৩॥১॥১২॥]

কেবলেষ্টাপূর্ত্তদত্তকারিণশ্চন্দ্রমসং গত্বা সানুশয়া এব নিবর্ত্তন্তে ইত্যুক্তম্; ইদানীম্ অ-নিষ্টাদিকারিণোঽপি চন্দ্রমসং গচ্ছন্তি নেতি চিন্ত্যতে। যে বিহিতং ন কুর্ব্বন্তি, নিষিদ্ধং চ কুর্ব্বন্তি, তে উভয়েঽপি পাপকর্ম্মাণোঽনিষ্টাদিকারিণঃ। কিং যুক্তম্? তেঽপি চন্দ্রমসং

পূর্ব্বপক্ষ—]
পাপীর চন্দ্রলোকে গমন।

যাহারা জ্ঞানরহিতভাবে কেবলই ইষ্টাপূর্ত্ত ও দত্তসংজ্ঞক কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, তাহারা চন্দ্রলোকে গমন করিয়া পুনর্ব্বার সানুশয় অবস্থায়ই প্রত্যাগমন করে, এ কথা বলা হইয়াছে। এখন চিন্তার বিষয় হইতেছে যে, যাহারা ইষ্টাদি কর্ম্ম করে না—পাপী, তাহারাও চন্দ্রলোকে গমন করে কি না? যাহারা বিহিত কর্ম্ম করে না এবং যাহারা নিষিদ্ধ কর্ম্মের সেবা করে, পাপকর্ম্মশীল তাহারা উভয়েই এখানে 'অ-নিষ্টাদিকারী' শব্দে অভিহিত হইয়াছে (*)। কোন পক্ষটি

করিবার আবশ্যক হয় না। কার্ষ্ণাজিনির অভিমত সিদ্ধান্তাংশ এই যে, সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম্মগুলি সাক্ষাৎসম্বন্ধে শ্রুতিবিহিত না হইলেও শিষ্টাচার হইতে তদ্বিধায়ক শ্রুতির অনুমান করিতে হয়। এবং সেই অনুমিত শ্রুতিবিহিত সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম্মের ফল হইতেছে—কর্ম্মান্তরে লোকের অধিকার সম্পাদন করা, অর্থাৎ অগ্রে সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম্ম না করিলে কেহই অপর কোন কর্ম্ম করিবার অধিকারী হইতে পারে না; সুতরাং ঐ অধিকার সম্পাদন করাই সন্ধ্যাবন্দনাদির মুখ্য ফল।

(*) তাৎপর্য্য—ইহার নাম 'অ-নিষ্টাদিকার্য্যধিকরণ,' এই অধিকরণটি দ্বাদশ হইতে একুশ পর্য্যন্ত দশটি সূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—পাপীদিগের মৃত্যুর পরকালীন গমন বা গন্তব্যস্থান। (২) সংশয়—বিহিত কর্ম্মে বিমুখ ও নিষিদ্ধ কর্ম্মে তৎপর—পাপীদিগেরও চন্দ্রলোকে গমন হয় কি না? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—"যে বৈ কে চ" ইত্যাদি শ্রুতিতে যখন অবিশেষে সকলের সম্বন্ধেই চন্দ্রলোকে গমনের

গচ্ছন্তীতি ; কুতঃ ? তেষামপি হি তদ্‌গমনং শ্রুতম্—"যে বৈ কেচাস্মাৎ লোকাৎ প্রয়ন্তি, চন্দ্রমসমেব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি" [কৌষী০ ১।২] ইত্যবিশেষেণ সর্ব্বেষামেব গতিশ্রবণাৎ ॥৩॥১॥১২॥

এবং তর্হি সুকৃত-দুষ্কৃতকারিণোরুভয়োরপ্যবিশিষ্টৈব গতিঃ স্যাৎ ? নেত্যাহ—

সংযমনে ত্বনুভূয়েতরেষামারোহাবরোহৌ তদ্‌গতিদর্শনাৎ ॥৩॥১॥১৩॥

[পদচ্ছেদঃ—সংযমনে (যমালয়ে) তু (শঙ্কানিবৃত্তিসূচক) অনুভূয় (অনুভব করিয়া) ইতরেষাং (অপর সকলের, যাহারা যজ্ঞাদি কর্ম্ম করে না, তাহাদের) আরোহাবরোহৌ (চন্দ্র-মণ্ডলে গমন ও সেথান হইতে প্রত্যাগমন), তদ্‌গতি-দর্শনাৎ (যেহেতু যেথানে গতির উল্লেখ দেখা যায়)।]

[সরলার্থঃ—অয়ং পুনর্বিশেষঃ—ইতরেষাং পাপিনাং পুনঃ সংযমনে যমালয়ে পাপফলং দুঃখম্ অনুভূয় আরোহাবরোহৌ—চন্দ্রলোকে গমনম্ ততঃ প্রত্যাগমনঞ্চ ভবতঃ ; কুতঃ ? তদ্‌গতি-দর্শনাৎ পাপিনাং যমালয়-গতিশ্রবণাদিত্যর্থঃ ॥

এইমাত্র বিশেষ যে, পাপিগণ যমালয়ে পাপের ফল ভোগ করিয়া শেষে চন্দ্রলোকে আরোহণ করে, আবার সেথান হইতে প্রত্যাগমন করে ; কারণ, পাপিগণেরও যমালয়ে গতির উল্লেখ রহিয়াছে ॥৩॥১॥১৩॥]

যুক্তিযুক্ত ? তাহারাও চন্দ্রলোকে গমন করে, এই পক্ষই [যুক্তিযুক্ত]। কারণ ? যেহেতু তাহাদেরও চন্দ্রলোকে গমন শ্রুত আছে। কেননা, 'যে কোন লোক এই লোক হইতে প্রয়াণ করে (মরে), তাহারা সকলে চন্দ্রলোকেই গমন করে' এই স্থলে সাধারণভাবে সকলেরই চন্দ্রলোকে গমনের উল্লেখ রহিয়াছে ॥৩॥১॥১২॥

ভাল, একথা হইলে ত সুকৃত ও দুষ্কৃত কর্ম্মানুষ্ঠাতা উভয়েরই গতি সমান হইতে পারে ? অর্থাৎ উভয়ের গতিতে কিছুমাত্র বিশেষ থাকিতে পারে না ? না,—এইজন্য বলিতেছেন—"সংযমনে তু" ইত্যাদি।

কথা আছে, তখন বুঝিতে হইবে, পাপীরাও চন্দ্রলোকে অবশ্যই গমন করে। (৪) সিদ্ধান্ত—"অথ যে ইমে গ্রামে ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তম্ ইত্যুপাসতে, তে ধূমমভিসম্ভবন্তি" এইস্থানে চন্দ্রলোকে গমনকে পুণ্যকর্ম্মের ফলরূপে নির্দ্দেশ করায় বুঝিতে হইবে যে, পাপীরা কখনই চন্দ্রলোকে গমন করে না। (৫) নির্ণয় ও ফল—অতএব পাপীদিগের চন্দ্রলোকে গমন হয় না ; পুণ্যাত্মাদেরই হয় ; অতএব, সকলেরই পুণ্যকর্ম্মে রত থাকা উচিত। 20,603

তু-শব্দঃ শঙ্কাং ব্যাবর্ত্তয়তি ; ইতরেষাম্ অনিষ্টাদিকারিণাং চন্দ্রারোহাবরোহৌ সংযমনে—যমশাসনে তৎপ্রযুক্ত-যাতনা অনুভূয়ৈব, নান্যথা ; কুতঃ ? তদ্‌গতি-দর্শনাৎ—দৃশ্যতে হি পাপকর্ম্মণাং যমবশ্যতয়া তদ্‌গমনম্ "অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতিমানী পুনঃপুনর্ব্বশমাপদ্যতে মে" [কঠ০ ২।৬] "বৈবস্বতং সঙ্গমনং জনানাং যমং রাজানম্" [আরণ্য০ ২ প্র০ ১ প০] ইত্যাদিষু ॥৩॥১॥১৩॥

স্মরন্তি চ ॥৩॥১॥১৪॥

[পদচ্ছেদঃ—স্মরন্তি (স্মরণ করেন) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—স্মরন্তি চ 'পরাশরাদয়ো মহর্ষয়ঃ সর্ব্বেষাং যমবশ্যতাম্—"সর্ব্বে চৈতে বশং যান্তি যমস্য ভগবন্ কিল" ইত্যাদিষু ॥

বিশেষতঃ পরাশরাদি মহর্ষিগণও 'ভগবন্, ইহারা সকলেই যমের বশ্যতা প্রাপ্ত হয়' ইত্যাদি বাক্যে সমস্ত লোকের পক্ষেই যমবশ্যতা স্মরণ করিয়া থাকেন ॥৩॥১॥১৪॥]

স্মরন্তি চ সর্ব্বেষাং যমবশ্যতাং পরাশরাদয়ঃ "সর্ব্বে চৈতে বশং যান্তি যমস্য ভগবন্ কিল" [বিষ্ণু০ পু০ ৩।৭।৫] ইত্যাদিষু ॥৩॥১॥১৪॥

অপি সপ্ত ॥৩॥১॥১৫॥

[পদচ্ছেদঃ—অপি (ও) সপ্ত (সপ্তসংখ্যক)।]

[সরলার্থঃ—পাপিনাং গন্তব্যত্বেন নিরূপিতান্ নরকান্ সংখ্যাতঃ সপ্তাপি স্মরন্তীত্যর্থঃ ॥

পাপীদিগের গন্তব্যরূপে নির্দ্দিষ্ট নরক সাতটি বলিয়াও স্মরণ করিয়া থাকেন ॥৩॥১॥১৫॥]

সূত্রস্থ তু-শব্দ উক্ত আশঙ্কা বারণ করিতেছে ; ইতর সকলের অর্থাৎ অ-নিষ্টাদিকারী—যাহারা যজ্ঞাদিকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না, তাহাদিগেরও যে, চন্দ্রলোকে আরোহণ ও সেখান হইতে অবরোহণ হয়, তাহা কিন্তু সংযমনে অর্থাৎ যমালয়ে যমরাজের নির্দ্দিষ্ট যাতনা ভোগের পরই হইয়া থাকে, অন্যথা নহে ; কারণ ? যেহেতু সেখানেও গতি দৃষ্ট হয়। পাপকর্ম্মকারীদিগের যে, যমবশ্যতাগ্রহণপূর্ব্বক যমালয়ে গমন হয়, তাহা শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়—'যে ব্যক্তি মনে করে যে, কেবল এই দৃশ্যমান লোকই আছে, পরলোক বলিয়া কিছুই নাই, সে ব্যক্তি বারংবার আমার (যমের) অধীনতা প্রাপ্ত হয়।' 'লোকসমূহের যমসদনে গমন এবং যমরাজকে দর্শন করা হয়' ইত্যাদি ॥৩॥১॥১৩॥

পরাশরাদি ঋষিগণও 'হে ভগবন্, ইহারা সকলেই যমবশ্যতা প্রাপ্ত হয়' ইত্যাদি স্থলে সকলের সম্বন্ধেই যমবশ্যতার কথা স্মরণ করিয়া থাকেন (উল্লেখ করিয়া থাকেন) ॥৩॥১॥১৪॥

পাপকর্ম্মণাং গন্তব্যত্বেন রৌরবাদীন্ সপ্ত নরকানপি স্মরন্তি ॥৩।১।১৫॥

নন্বু সপ্তসু লোকেষু গচ্ছতাং কথং যমসদনপ্রাপ্তিঃ ; অত আহ—

তত্রাপি তদ্ব্যাপারাদবিরোধঃ ॥৩।১।১৬॥

[পদচ্ছেদঃ—তত্র (সেখানে) অপি (ও) তদ্ব্যাপারাৎ (যমের আজ্ঞারূপ কার্য্য বশতঃ) অবিরোধঃ (বিরোধাভাব)।]

[সরলার্থঃ—তত্র তেষু চিত্রগুপ্তাদ্যধিষ্ঠিতেষু সপ্তসু নরকেষ্বপি তদ্ব্যাপারাৎ যমাজ্ঞারূপ-ব্যাপারবশাদেব গমনাৎ অবিরোধঃ,—সপ্তসু নরকস্থানেষু গচ্ছতাং কথং যমশাসনপ্রাপ্তিঃ ? ইত্যেবংরূপো যো বিরোধঃ প্রসঞ্জিতঃ, তস্য অভাবঃ। অতঃ পাপিনামপি যমযাতনানুভবানন্তরং চন্দ্রলোকে আরোহাবরোহৌ ভবত ইত্যর্থঃ ॥

সেই রৌরবাদি সপ্তপ্রকার নরকেও যমের আজ্ঞানুসারেই গমন হইয়া থাকে ; সুতরাং সকলের পক্ষেই যমালয়ে গমন হইল না বলিয়া যে বিরোধ আশঙ্কিত হইয়াছিল, তাহার অভাব বা পরিহার হইল ॥৩।১।১৬॥]

তেষ্বপি সপ্তসু যমাজ্ঞয়ৈব গমনাদবিরোধঃ। অতোঽনিষ্টাদি-কারিণামপি যমলোকং প্রাপ্য স্বকর্ম্মানুরূপং যাতনাশ্চানুভূয় পশ্চাচ্চন্দ্রা-রোহাবরোহৌ স্তঃ ॥৩।১।১৬॥

ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

বিদ্যা-কর্ম্মণোরিতি তু প্রকৃতত্বাৎ ॥৩।১।১৭॥

[পদচ্ছেদঃ—বিদ্যা-কর্ম্মণোঃ (বিদ্যার ও কর্ম্মের) ইতি (ইহা) তু (কিন্তু) প্রকৃতত্বাৎ (প্রস্তাব থাকায়)।]

পাপীদিগের গন্তব্যরূপে রৌরবপ্রভৃতি সাতটি নরকও স্মরণ করিয়া থাকেন (*) ॥৩।১।১৫॥

যাহারা সপ্তবিধ লোকে (নরকস্থানে) গমন করে, তাহাদের যম-সদনপ্রাপ্তি হয় কিরূপে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—"তত্রাপি" ইত্যাদি।

সেই সপ্তবিধলোকেও (নরকেও) যমের আজ্ঞানুসারেই গমন হয় ; সুতরাং কোন বিরোধ নাই। অতএব [বুঝিতে হইবে যে,] যাহারা যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে নাই, তাহারা প্রথমে যমলোকে যাইয়া এবং স্বীয় কর্ম্মানুরূপ বিবিধ যাতনা অনুভব করিয়া পশ্চাৎ চন্দ্রলোকে আরোহণ ও সেখান হইতে অবরোহণ করিয়া থাকে ॥৩।১।১৬॥

(*) তাৎপর্য্য—নরক অর্থ—পাপকর্ম্ম-জন্য দুঃখভোগের স্থানবিশেষ। পুরাণশাস্ত্রে নরকভেদ অনেকপ্রকার বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে সাতটি প্রধান নরকের নাম মহাভারতে এইরূপ লিখিত আছে—

[সরলার্থঃ—ইদানীং সিদ্ধান্ত উচ্যতে—"বিদ্যা-কর্ম্মণোরিতি" ইত্যাদিনা। সূত্রে তু-শব্দঃ পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। ন চ পাপিনাম্ অর্চ্চিরাদিনা ব্রহ্মগমনম্, ধূমাদিনা বা চন্দ্রলোকগমনং সম্ভবতি। কুতঃ? বিদ্যা-কর্ম্মণোঃ তৎফলকত্বাৎ, ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তেঃ বিদ্যাফলত্বাৎ, চন্দ্রলোক-প্রাপ্তেশ্চ কর্ম্মফলত্বাদিত্যর্থঃ। কথমিত্যেতদ্ অবগম্যতে? ইতি চেৎ; ইত্যাহ—প্রকৃতত্বাৎ—বিদ্যা-কর্ম্মণী হি প্রকৃত্য তৎফলত্বেন গতিদ্বয়স্য তত্র কীর্ত্তনাদিত্যর্থঃ। "তদ্ য ইত্থং বিদুঃ, যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধা-তপ ইত্যুপাসতে, তেঽর্চ্চিসমভিসম্ভবন্তি" ইতি, "অথ য ইমে গ্রামে ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিত্যুপাসতে, তে ধূমমভিসম্ভবন্তি" ইতি হি তত্র প্রকৃতমিতি ভাবঃ॥

এখন আপনার অভিমত সিদ্ধান্ত বলিতেছেন—সূত্রস্থ তু-শব্দ দ্বারা পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কার নিরাস করিতেছেন। 'অর্চ্চিরাদি পথে ব্রহ্মলোকে গমন, আর ধূমাদি পথে চন্দ্রলোকে গমন, এই উভয়ই বিদ্যা (জ্ঞান) ও কর্ম্মের ফলরূপে নিরূপিত হইয়াছে; কারণ, "তৎ যে ইত্থং বিদুঃ" ইত্যাদি স্থলে বিদ্যা, আর "অথ যে ইমে গ্রামে ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তম্" ইত্যাদি স্থলে কর্ম্ম প্রস্তাবিত হইয়াছে। অতএব পাপীদিগের পক্ষে অর্চ্চিরাদি পথে ব্রহ্মলোকে গমন কিংবা ধূমাদিপথে চন্দ্রলোকে গমন কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না॥৩॥১॥১৭॥]

তু-শব্দঃ পক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। অনিষ্টাদিকারিণামপি চন্দ্রপ্রাপ্তিরস্তীত্যে-তন্নোপপদ্যতে; কুতঃ? বিদ্যা-কর্ম্মণোরিতি; বিদ্যা-কর্ম্মণোঃ ফলভোগার্থত্বাৎ দেবযান-পিতৃযাণয়োঃ। এতদুক্তং ভবতি—অনিষ্টাদিকারিণাং যথা বিদ্যা-বিধুরত্বাৎ দেবযানেন পথা গমনং ন সম্ভবতি, তদ্বদেব ইষ্টাপূর্ত্তদত্তবিধুরত্বাৎ পিতৃযাণেন চন্দ্রগমনমপি ন সম্ভবতি—ইতি।

দেবযান-পিতৃযাণয়োর্ব্বিদ্যাবিষয়ত্বং পুণ্যকর্ম্মবিষয়ত্বং চ কথমবগম্যতে?

এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলিতেছেন—"বিদ্যা-কর্ম্মণোঃ" ইত্যাদি। উক্ত অসৎপক্ষ-নিরাসার্থ তু-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। যাহারা যজ্ঞাদি কর্ম্ম করে নাই, সেই সমস্ত পাপিগণেরও যে, চন্দ্রলোকপ্রাপ্তি বলা হইয়াছে, তাহা সংগত হইতেছে না; কারণ, দেবযান ও পিতৃযাণ, উভয়েরই একমাত্র উদ্দেশ্য—বিদ্যা ও কর্ম্মের ফলোপভোগ সাধন করা। অভিপ্রায় এই যে, বিদ্যাবিহীন বলিয়া অনিষ্টাদিকারীদিগের (যাহারা যজ্ঞাদি কর্ম্ম করে না, তাহাদের) পক্ষে দেবযানপথে প্রস্থান করা যেরূপ সম্ভবপর হয় না, ইষ্টাপূর্ত্ত ও দত্তকর্ম্মের অভাব থাকায় পিতৃযাণে প্রস্থান করাও তদ্রূপই সম্ভবপর হয় না।

[সিদ্ধান্ত - পাপিগণের চন্দ্রাদি-লোকে গমন নিষেধ।]

যদি বল, দেবযান ও পিতৃযাণ পথদ্বয়ের যে, [যথাক্রমে] বিদ্যাবিষয়ত্ব ও পুণ্যকর্ম্মবিষয়ত্ব, অর্থাৎ

"রৌরবোঽথ মহাংশ্চৈব বহ্নির্বৈতরণী তথা। কুম্ভী পাক ইতি প্রোক্তান্যনিত্যনরকানি তু। তামিস্রশ্চান্ধতা-মিস্রো দ্বৌ নিত্যৌ পরিকীর্ত্তিতৌ॥"

ইতি চেৎ; প্রকৃতত্বাৎ তয়োঃ। প্রকৃতা হি দেবযানে বিদ্যা, পিতৃযাণে চ কর্ম্ম, "তদ্য ইত্থং বিদুর্যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে" [ছান্দো০ ৫।১০।১] ইত্যুক্ত্বা "তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্ত্যর্চ্চিষোঽহঃ" ইত্যাদিনা দেবযান-বচনাৎ, "অথ য ইমে গ্রামে ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিত্যুপাসতে" ইত্যুক্ত্বা "তে ধূমমভিসম্ভবন্তি" ইত্যাদিনা পিতৃযাণবচনাচ্চ [ছান্দো০ ৫।১০।৩]। "যে বৈ কেচাস্মাল্লোকাৎপ্রয়ন্তি, চন্দ্রমসমেব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি" ইত্যেতদপি বচনং 'যে ইষ্টাদিকারিণস্তে সর্ব্বে' ইতি পরিণেয়ম্ ॥৩॥১॥১৭॥

ননু পাপকর্ম্মণাং চন্দ্রগমনাভাবে পঞ্চমাহুত্যসম্ভবাৎ শরীরারম্ভ এব নোপপদ্যতে; "পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি" [ছান্দো০ ৫।৯।১] ইতি হি শরীরারম্ভঃ শ্রূয়তে, সা চাহুতিশ্চন্দ্রপ্রাপ্তিপূর্ব্বিকেতি দর্শিতম্; অতঃ শরীরারম্ভায়ৈব তেষামপি চন্দ্রারোহাবরোহাববশ্যাভ্যুপেত্যাবিত্যত আহ—

বিদ্যার ফল যে, দেবযান, আর কর্ম্মের ফল যে, পিতৃযাণ, ইহা জানা যাইতেছে কি প্রকারে? [উত্তর—] যেহেতু সেই উভয়ই (বিদ্যা ও কর্ম্মই) সেখানে প্রস্তাবিত; কারণ, দেবযানের উপায়-রূপে বিদ্যার প্রসঙ্গ করা হইয়াছে, আর পিতৃযাণের উপায়রূপে কর্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে। যথা—'অতএব যাহারা এইরূপ জানেন, আর এই যাহারা অরণ্যে শ্রদ্ধাকে তপস্যারূপে উপাসনা করিয়া থাকেন,' এই কথা বলিয়া 'তাহারা অর্চ্চিঃ অর্থাৎ জ্যোতিরাদি পথ (দেবযান-পথ) প্রাপ্ত হন, অর্চ্চির পর দিবসাভিমানী দেবতাকে [প্রাপ্ত হন]' ইত্যাদি বাক্যে দেবযানপথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং 'পক্ষান্তরে, এই যাহারা (গৃহস্থগণ) গ্রামে ইষ্ট, পূর্ত্ত ও দত্ত, এই কর্ম্মত্রয়ের উপাসনা করে,' এই কথা বলার পর 'তাহারা ধূমকে প্রাপ্ত হন' ইত্যাদি বাক্যে পিতৃযাণের (ধূমাদি পথের) কথা বলা হইয়াছে। আর 'যে সমস্ত লোক এই লোক হইতে প্রস্থান করে, তাহারা সকলে চন্দ্রলোককেই প্রাপ্ত হয়,' এই বাক্যটির অর্থও—'যাহারা ইষ্টাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, তাহারা সকলে' এইরূপ অর্থে পরিণত করিতে হইবে (*) ॥৩॥১॥১৭॥

ভাল, পাপীদিগের চন্দ্রলোকে গমন না হওয়ায় পঞ্চমী আহুতির অসম্ভব হইয়া পড়ে; তন্নিবন্ধন শরীরোৎপত্তিই হইতে পারে না; অথচ 'হোমীয় জল পঞ্চমী আহুতিতে আহুত হইয়া পুরুষ-পদবাচ্য হইয়া থাকে' এইরূপেই শরীরারম্ভের কথা শোনা যায়। অগ্রে চন্দ্রপ্রাপ্তি হইলেই যে, সেই আহুতি পঞ্চমী আহুতি হইতে পারে, [তদভাবে পারে না,] ইহা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করা হইয়াছে। অতএব মৃত পাপিগণেরও শরীরারম্ভের জন্যই চন্দ্রলোকে আরোহণ এবং সেখান হইতে প্রত্যবরোহণ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ আশঙ্কায় বলিতেছেন—"ন তৃতীয়ে" ইত্যাদি।

(*) তাৎপর্য্য—"যে বৈ কেচাস্মাৎ লোকাৎ প্রযন্তি, চন্দ্রমসম্‌এব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি", এই শ্রুতিতে যদিও "তে সর্ব্বে" (তাহারা সকলে) কথায় অবিশেষে সকলের সম্বন্ধেই চন্দ্রলোক প্রাপ্তির কথা উল্লিখিত হইয়াছে

ন, তৃতীয়ে তথোপলব্ধেঃ ॥৩॥১॥১৮॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) তৃতীয়ে (তৃতীয়স্থানে—জায়স্ব-ম্রিয়স্বনামক পাপীর স্থলে) তথা (সেইরূপ) উপলব্ধেঃ (উপলব্ধে হেতু)।]

[সরলার্থঃ—নমু পাপিনাং চন্দ্রলোকে গমনাভাবে পঞ্চমাহুতেরভাবাৎ পুনর্দেহারম্ভো নোপপদ্যতে, ইত্যাহ—"ন তৃতীয়ে" ইত্যাদি ॥

ন,—ইয়মাপত্তির্নোপপদ্যতে ইত্যর্থঃ; কুতঃ? তৃতীয়ে স্থানে তথোপলব্ধেঃ—দেহারম্ভায় পঞ্চম্যা আহুতেরনপেক্ষত্বদর্শনাৎ। তথাহি—"বেথ যথাসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে? ইতি" এতৎ-প্রশ্নস্য প্রতিবচনে "অথৈতয়োঃ পথোর্ন কতরেণচ ন, তানীমানি ক্ষুদ্রাণ্যসকৃদাবর্ত্তীনি ভূতানি ভবন্তি জায়স্ব ম্রিয়স্বেত্যেতৎ তৃতীয়ং স্থানম্, তেনাসৌ লোকো ন সংপূর্য্যতে" ইত্যাদৌ তৃতীয়-স্থানস্য দেহারম্ভায় পঞ্চমাহুত্যনপেক্ষত্বদর্শনাদ্ অত্রাপি তথা কল্প্যতে ইতি ভাবঃ। পাপিনোঽত্র তৃতীয়স্থান-পদেনোচ্যন্তে ॥

আপত্তি হইতেছে যে, পাপীরা যদি চন্দ্রলোকে গমনই না করে, তাহা হইলে পঞ্চমী আহুতির সম্ভাবনা না থাকায় তাহাদের দেহারম্ভই হইতে পারে না। ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না,—এরূপ আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, তৃতীয় স্থানে (কীট মশকাদি পাপিদেহে) সেইরূপই দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, প্রশ্ন হইল—'তুমি কি জান—কেন এই দ্যুলোক মৃত ব্যক্তিগণে পরিপূর্ণ হইতেছে না'? [উত্তর—] 'বারংবার আগমনশীল এই সমস্ত ক্ষুদ্র প্রাণী উক্ত উভয় পথেই গমন করে না, ইহাই 'জায়স্ব ম্রিয়স্ব' নামক তৃতীয় স্থান; এই কারণেই উক্ত লোকটি পূর্ণ হয় না'। এখানে কীটাদির দেহারম্ভে পঞ্চমী-আহুতির অভাব দেখা যাইতেছে; অতএব পাপী-দিগের দেহারম্ভেও তদ্রূপ পঞ্চমী আহুতির আশুক হয় না ॥৩॥১॥১৮॥]

তৃতীয়স্থানস্য শরীরারম্ভায় ন পঞ্চমাহুত্যপেক্ষা; কুতঃ? তথোপলব্ধেঃ—তৃতীয়স্থান-শব্দেন কেবলপাপকর্ম্মাণ উচ্যন্তে; তেষাং দেহারম্ভে পঞ্চ-মাহুত্যনপেক্ষত্বমুপলভ্যতে—"বেত্থ যথা কেনাসৌ লোকো ন সংপূর্য্যতে"

তৃতীয় স্থানের (পাপীর) শরীরারম্ভের জন্য আর পঞ্চম আহুতির আবশ্যক হয় না; কারণ? যেহেতু সেইরূপই দেখা যায়। এখানে 'তৃতীয় স্থান' শব্দে কেবল-পাপকর্ম্মকারীদিগকে নির্দ্দেশ করা হইতেছে। তাহাদের দেহারম্ভে পঞ্চম আহুতির অনপেক্ষতা বা অনাবশ্যকতা দেখা

সত্য, তথাপি বুঝিতে হইবে যে, কোনও ক্রিয়াকর্ম্মের বাটীতে কেহ যদি বলেন —'এখন সকল লোককে ভোজন করাইয়া দাও,' সেখানে সাধারণভাবে প্রযুক্ত 'সকল লোক' শব্দে যেমন উপস্থিত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গকেই লক্ষ্য করা হয়,—দেশের যাবতীয় লোককে বুঝান হয় না, তেমনি এখানেও শ্রুতির 'তে সর্ব্বে' কথায় মৃত-ব্যক্তিমাত্রই বুঝিতে হইবে না, পরন্তু যাহারা যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা—ইষ্টাদিকারী, কেবল তাহাদিগকেই বুঝিতে হইবে; সুতরাং মৃত্যুর পর পাপিগণের পক্ষে চন্দ্র-মণ্ডলে আরোহণ কিংবা সেখান হইতে প্রত্যবরোহণ প্রতিপাদন করা শ্রুতির অভিপ্রেত নহে।

[ছান্দো° ৫।৩।৩] ইত্যস্য প্রশ্নস্য প্রতিবচনে "অথৈতয়োঃ পথোর্ন কতরেণ-চন (*) তানীমানি ক্ষুদ্রাণ্যসকৃদাবর্ত্তীনি ভূতানি ভবন্তি জায়স্ব-ম্রিয়স্বেত্যে-তৎ তৃতীয়ং স্থানম্, তেনাসৌ লোকো ন সংপূর্য্যতে" [ছান্দো° ৫।১০।৮] ইতি তৃতীয়স্থানস্য দ্যুলোকারোহাবরোহাভাবেন দ্যুলোকাসংপূর্ত্তিবচনাদস্য তৃতীয়স্থানস্য শরীরারম্ভায় ন পঞ্চমাহুত্যপেক্ষা। "পঞ্চম্যামাহুতৌ" ইতি চাপাং পঞ্চমাগ্নিসম্বন্ধস্য পুরুষবচস্ত্বহেতুত্বমাত্রং প্রতিপাদয়তি, [ছান্দো° ৬।৩।১] নান্যৎ নিবারয়তি, অবধারণাশ্রবণাৎ ॥৩॥১॥১৮॥

স্মর্য্যতেঽপি চ লোকে ॥৩॥১॥১৯॥

[পদচ্ছেদঃ—স্মর্য্যতে (স্মরণ করা হয়) অপি (ও) চ (এবং) লোকে (জগতে)।]

[সরলার্থঃ—লোকে অস্মিন্ জগতি পুণ্যকর্ম্মণামপি দ্রৌপদী-ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতীনাং পঞ্চমাহুতি-মন্তরেণাপি দেহারম্ভঃ শ্রূয়তে ; অতঃ দেহারম্ভায় পঞ্চমাহুতের্নিয়মেনাপেক্ষা নাস্তীতি ভাবঃ ॥

জগতে দ্রৌপদী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পুণ্যাত্মাদিগেরও পঞ্চমাহুতি ব্যতিরেকে দেহারম্ভের কথা শোনা যায় ; অতএব জন্মের জন্য পঞ্চমাহুতির একান্ত অপেক্ষা নাই ॥৩॥১॥১৯॥]

যাইতেছে। 'তুমি জান—কেন এই লোক (দ্যুলোক) পূর্ণ হয় না ?' এই প্রশ্নের প্রতিবচনে বলা হইয়াছে—'বারংবার গমনাগমনশীল সেই ক্ষুদ্র ভূত সমূহ এই উভয় পথের কোনটিতেও [গমনে অধিকারী] হয় না, ইহাই জায়স্ব-ম্রিয়স্বনামক তৃতীয় স্থান ; সেই হেতুই ঐ লোকটি পূর্ণ হয় না'। এখানে তৃতীয়স্থান-সংজ্ঞক পাপীর দ্যুলোকে আরোহণ ও অবরোহণ না থাকায় দ্যুলোকের পরিপূরণের অভাব কথন হেতু [বুঝিতে হইবে যে,] দেহারম্ভের জন্য সর্ব্বত্রই পঞ্চমী আহুতির অপেক্ষা বা নিয়ত আবশ্যকতা নাই। 'পঞ্চমী আহুতিতে [আহুত অপ্ পুরুষ-পদবাচ্য হয়',] এই শ্রুতি কেবল পঞ্চমাগ্নিতে জল-সম্বন্ধকেই পুরুষের স্বরূপ-সম্পাদক বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছে, কিন্তু [দেহারম্ভে] কারণান্তরের প্রতিষেধ করিতেছে না ; কেন না, শ্রুতিতে [পঞ্চম্যামেব] এইরূপ অবধারণ-বোধক শব্দ নাই (†) ॥৩॥১॥১৮॥

(*) কতরণ চ' ইতি 'ক, খ' পাঠস্তু উপনিষদ্বিরুদ্ধতয়া পরিত্যক্তঃ।

(†) তাৎপর্য্য—"পঞ্চম্যাম্ আহুতৌ আপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি" এই শ্রুতিতে যদিও যোষিৎসম্বন্ধরূপ পঞ্চমী আহুতিকে দেহোৎপত্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে সত্য, তথাপি পঞ্চমী আহুতি ব্যতীত যে দেহারম্ভ হইতেই পারে না, তাহা এ শ্রুতির অভিপ্রেত নহে ; কারণ, সেইরূপ অভিপ্রায় হইলে, "পঞ্চম্যাম্ আহুতৌ" শ্রুতিতে "আহুতৌ এব" এইরূপ অবধারণসূচক একটি 'এব' শব্দের প্রয়োগ থাকা আবশ্যক হইত ; সেই 'এব' শব্দ দ্বারা দেহারম্ভে কারণান্তরের ব্যাবৃত্তি করা সম্ভব হইত ; তাহা না থাকায় বুঝিতে হইবে যে, পঞ্চমী আহুতির দেহারম্ভকতা মাত্র প্রতিপাদন করাই ঐ শ্রুতির অভিপ্রেত ; কিন্তু দেহারম্ভক কারণান্তর নিবৃত্তি করা অভিপ্রেত নহে।

পুণ্যকর্ম্মণামপি কেষাঞ্চিৎ পঞ্চমাহুত্যনপেক্ষয়া দেহারম্ভো লোকে স্মর্য্যতে—দ্রৌপদী-ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতীনাম্ ॥৩॥১॥১৯॥

দর্শনাচ্চ ॥৩॥১॥২০॥

[পদচ্ছেদঃ—দর্শনাৎ (যেহেতু দেখিতে পাওয়া যায়) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—শ্রুতাবপি তথা দর্শনাৎ পঞ্চমাহুতিমন্তরেণাপি দেহারম্ভ উপপদ্যতে ইতি ভাবঃ॥ শ্রুতিতেও সেইরূপ কথা দেখিতে পাওয়া যায়; সুতরাং দেহারম্ভের জন্য সকলের পক্ষেই যে, পঞ্চমাহুতির আবশ্যক আছে, তাহা নহে ॥৩॥১॥২০॥]

(*) শ্রুতাবপি দৃশ্যতে কেষাঞ্চিৎ পঞ্চমাহুত্যনপেক্ষয়া দেহারম্ভঃ "তেষাং খল্বেষাং ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্তি—আণ্ডজং জীবজমুদ্ভিজ্জম্" [ছান্দো০ ৬।৩।১] ইতি, এবমুদ্ভিজ্জ-স্বেদজয়োঃ ভূতয়োঃ পঞ্চমাহুতিমন্তরেণ উৎপত্তির্দৃশ্যতে ॥৩॥১॥২০॥

ননু স্বেদজানামত্র ন সঙ্কীর্ত্তনমস্তি, "ত্রীণ্যেব বীজানি" ইতি বচনাৎ; তত্রাহ—

জগতে কোন কোন পুণ্যকর্ম্মা ব্যক্তিরও পঞ্চমাহুতি-নিরপেক্ষভাবে দেহারম্ভের কথা শোনা যাইয়া থাকে। যেমন, দ্রৌপদী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতির (†) ॥৩॥১॥১৯॥

শ্রুতিতেও কাহারো কাহারো সম্বন্ধে পঞ্চমাহুতি ব্যতীতও দেহারম্ভ দৃষ্ট হয়,—'সেই এই ভূতসমূহের তিনপ্রকারই বীজ হইয়া থাকে—আণ্ডজ, (পক্ষীপ্রভৃতি), জীবজ (মনুষ্যাদি) ও উদ্ভিজ্জ (বৃক্ষ-স্বেদজপ্রভৃতি)', এইরূপে উদ্ভিজ্জ ও স্বেদজের (মশক ও মক্ষিকাদির) পঞ্চমাহুতি ব্যতীতও উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায় ॥৩॥১॥২০॥

ভাল কথা, শ্রুতিতে "ত্রীণ্যেব" ('তিনটিমাত্রই') এইরূপ কথা থাকায় স্বেদজের ত উল্লেখই নাই? তদুত্তরে বলিতেছেন—তৃতীয়েত্যাদি।

(*) চ-কারাৎ শ্রুতাবপি' ইতি 'ক' পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—পঞ্চালাধিপতি দ্রুপদরাজ প্রসিদ্ধ ধনুর্ব্বেদবিদ্ দ্রোণাচার্য্যের নিকট অত্যন্ত অবমানিত হইয়া দ্রোণাচার্য্যের বধসাধনার্থ একটি যজ্ঞ করেন; দৈবানুগ্রহে সেই যজ্ঞভূমি হইতেই একটি পুত্র—ধৃষ্টদ্যুম্ন, আর একটি কন্যা—দ্রৌপদী সমুৎপন্ন হয়। দেহলাভের জন্য তাহাদিগকে আর পঞ্চম আহুতিতে--স্ত্রীদেহে প্রবেশ করিতে হয় নাই; সুতরাং দেহারম্ভের জন্য যে, স্ত্রীদেহে প্রবেশ করিতেই হইবে, সেরূপ কোন নিয়ম সম্ভবপর হইতেছে না। অতএব পাপিগণের চন্দ্রমণ্ডলে আরোহণ না হইলেও তাহাদের জন্মলাভে কোন বাধা হইতে পারে না॥

তৃতীয়শব্দাবরোধঃ সংশোকজস্য ॥৩॥১॥২১॥

[পদচ্ছেদঃ—তৃতীয়শব্দাবরোধঃ (তৃতীয়—উদ্ভিজ্জ-শব্দে সংগ্রহ) সংশোকজস্য (স্বেদজের)।]

[সরলার্থঃ—অত্র "ত্রীণ্যেব" ইতিবচনাৎ স্বেদজানামুল্লেখো নাস্তি; তৎ কথং স্বেদজানামুদাহরণম্? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—তৃতীয়েত্যাদি।

সংশোকজস্য স্বেদজস্য তৃতীয়-শব্দেন "আণ্ডজং জীবজম্ উদ্ভিজ্জম্" ইতি 'উদ্ভিজ্জ'-শব্দেন অবরোধঃ সংগ্রহো বেদিতব্য ইত্যর্থঃ॥

যদিও শ্রুতিতে স্পষ্টকথায় স্বেদজের উল্লেখ নাই বটে, তথাপি তৃতীয়—'উদ্ভিজ্জ' শব্দেই সংশোকজের—স্বেদজের গ্রহণ করা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে॥৩॥১॥২১॥]

সংশোকজস্য স্বেদজস্যাপি "আণ্ডজং জীবজমুদ্ভিজ্জম্" [ছান্দো০ ৬।৩।১] ইত্যত্র তৃতীয়েনোদ্ভিজ্জ-শব্দেন অবরোধঃ সংগ্রহো বিদ্যত ইত্যর্থঃ। অতঃ কেবলপাপকর্ম্মণাং চন্দ্রপ্রাপ্তির্ন সম্ভবতি॥৩॥১॥২১॥

[ইতি তৃতীয়ম্ অ-নিষ্টাদিকার্য্যধিকরণম্॥৩॥]

তৎস্বাভাব্যাপত্ত্যধিকরণম্।। **তৎস্বাভাব্যাপত্তিরুপপত্তেঃ ॥৩॥১॥২২॥**

[পদচ্ছেদঃ—তৎস্বাভাব্যাপত্তিঃ (আকাশাদির সাদৃশ্যপ্রাপ্তি) উপপত্তেঃ (যুক্তিহেতু)।]

[সরলার্থঃ—ইষ্টাদিকারিণাং চন্দ্রমণ্ডলাৎ প্রত্যবরোহণসময়ে তৎস্বাভাব্যাপত্তিঃ আকাশাদিসাদৃশ্যপ্রাপ্তির্ভবতি, নতু তৎ-স্বারূপ্যম্; কুতঃ? উপপত্তেঃ—সুখদুঃখভোগাভাবাৎ সাদৃশ্যোপপত্তেঃ, তদ্ভাবানুপপত্তেশ্চেত্যর্থঃ॥

ইষ্টাদিকারী পুরুষগণ চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যবরোহণকালে আকাশাদির সাদৃশ্য প্রাপ্ত হয়, কিন্তু আকাশাদিস্বরূপ হয় না; কারণ, সে অবস্থায় যখন সুখদুঃখভোগ হয় না, তখন সাদৃশ্য ছাড়া তদ্ভাব-প্রাপ্তি কখনই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। আকাশাদিভাব প্রাপ্ত হইলে, সে অবস্থায়ও তাহার সুখদুঃখভোগ সম্ভবপর হইতে পারিত॥৩॥১॥২২॥]

ইষ্টাদিকারিণো ভূতসূক্ষ্ম-পরিষ্বক্তাঃ সানুশয়াশ্চন্দ্রমসোঽবরোহন্তি, (*)

"আণ্ডজং জীবজম্ উদ্ভিজ্জম্" এই শ্রুতিতে তৃতীয় উদ্ভিজ্জ শব্দ দ্বারা সংশোকজের—স্বেদজেরও সংগ্রহ করা হইয়াছে। অতএব যাহারা কেবলই পাপকর্ম্মকারী, তাহাদিগের চন্দ্রাদিলোকে গমন সম্ভবপর হয় না॥৩॥১॥২১॥ [ইতি তৃতীয় অনিষ্টাদিকার্য্যধিকরণ॥৩॥]

যজ্ঞাদিকর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণ ভূতসূক্ষ্মে পরিবেষ্টিত হইয়া কর্ম্মশেষসহকারে চন্দ্রলোক হইতে নামিয়া

(*) চন্দ্রমসমবরোহন্তি' ইতি 'ক' পাঠঃ।

ইত্যুক্তম্; অবরোহপ্রকারশ্চ "অথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে যথেতমাকাশম্ আকাশাদ্বায়ুম্, বায়ুর্ভূত্বা ধূমো ভবতি, ধূমো ভূত্বাঽভ্রং ভবতি, অভ্রং ভূত্বা মেঘো ভবতি, মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতি" [ছান্দো০ ৫।১০।৫] ইতি বচনাৎ। "যথেতমনেবঞ্চ" ইত্যুক্তম্; তত্রাস্য আকাশাদিপ্রতিপত্তৌ দেবমনুষ্যাদিভাববদ্ আকাশাদিভাবঃ? উত তৎসাদৃশ্যাপত্তিমাত্রম্? ইতি বিশয়ে শ্রদ্ধাবস্থস্য সোমভাববদবিশেষাদাকাশাদিভাবঃ; ইতি প্রাপ্তে—

[সিদ্ধান্তঃ—] ২০৬০৩

তৎ-স্বাভাব্যাপত্তিরেব, ইত্যুচ্যতে। তৎ-স্বাভাব্যাপত্তিঃ—তৎ-সাদৃশ্যাপত্তিরিত্যর্থঃ। কুত এতৎ? উপপত্তেঃ—সোমভাব-মনুষ্যভাবাদৌ হি সুখদুঃখোপভোগায় তদ্ভাবঃ; অত্র তু আকাশাদৌ সুখদুঃখোপভোগা-

---

আইসে, এ কথা উক্ত হইয়াছে। আর অবরোহের প্রকার বা প্রণালীও—'অনন্তর গমনানুসারে এই পথেই প্রত্যাগমন করিয়া থাকে : প্রথমে আকাশে, আকাশ হইতে বায়ুতে [অবরোহণ করে], বায়ু হইয়া ধূম হয়, ধূম হইয়া অভ্র হয়, (অভ্র অর্থ—মেঘের জলপূর্ণ অবস্থা), অভ্র হইয়া মেঘ হয়, মেঘ হইয়া বারি বর্ষণ করে,' ইত্যাদি বচন হইতে [জানা গিয়াছে]। তাহার পর 'যথেতম্ অনেবং চ' অর্থাৎ যেরূপে গমন, সেইরূপে এবং অন্যপ্রকারেও [ফিরিয়া আইসে), এ কথাও উক্ত হইয়াছে। এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, জীব অবরোহণকালে যে, আকাশাদিকে প্রাপ্ত হয়, তাহা কি দেবমনুষ্যাদি-দেহ প্রাপ্তির ন্যায়? অথবা আকাশাদির সাদৃশ্য বা সমানরূপতা প্রাপ্তি মাত্র? এইরূপ সংশয়ে [মনে হয় যে,] শ্রদ্ধাবস্থায় যেরূপ সোমভাব প্রাপ্তি হয়, তাহার সহিত কিছুমাত্র বিশেষ না থাকায় এখানেও আকাশাদিভাবই প্রাপ্ত হয়; এইরূপ আশঙ্কায় বলা হইতেছে—"তৎস্বাভাব্যাপত্তিরেব" ইতি (*)।

তৎস্বাভাব্যাপত্তি অর্থ—আকাশাদির সাদৃশ্যপ্রাপ্তি; এইরূপ অর্থের কারণ? উপপত্তিই কারণ; কেননা, সোমভাবে ও মনুষ্যাদিভাবে যে, তদ্ভাবপ্রাপ্তি অর্থাৎ তৎস্বরূপতা লাভ, তাহার উদ্দেশ্য—সেইসেইরূপে সুখদুঃখ উপভোগ করা; কিন্তু এই আকাশাদিভাবে যখন সুখদুঃখভোগের সম্ভাবনাই নাই, তখন

[সিদ্ধান্ত—সাদৃশ্য-প্রাপ্তি]

(*) তাৎপর্য্য—এই তৎস্বাভাব্যাপত্ত্যধিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—জীবের আকাশাদি ক্রমে প্রত্যবরোহণে তদ্ভাবাপত্তি। (২) সংশয়—তদ্ভাবাপত্তি অর্থ কি আকাশাদির স্বরূপপ্রাপ্তি, অথবা আকাশাদির সাদৃশ্যপ্রাপ্তি। আরোহণের সময়ে যেরূপ সোমাদিভাব প্রাপ্তি হয়, তদ্রূপ এখানেও আকাশাদির স্বরূপ প্রাপ্তিই 'তদ্ভাবাপত্তি' কথার অর্থ হওয়া উচিত। (৩) উত্তর—না—এখানে আকাশাদি-স্বরূপতা প্রাপ্তি কল্পনা করা যাইতে পারে না; কারণ, সুখ-দুঃখাদি ভোগই সোমাদিভাব প্রাপ্তির প্রধান উদ্দেশ্য; এখানে কিন্তু সুখ-দুঃখভোগ নাই; সুতরাং অকারণ আকাশাদিরূপতা প্রাপ্তি কল্পনা করা যাইতে পারে না। (৪) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব তদ্ভাবাপত্তি কথার অর্থ— আকাশাদির সহিত মিশ্রিত ভাব এবং সাদৃশ্য লাভ, তৎস্বরূপতা নহে।

ভাবাৎ তদ্ভাবানুপপত্তেস্তদাপত্তিবচনং তৎসংসর্গকৃত-তৎসাদৃশ্যাপত্ত্যভি-প্রায়ম্ ॥৩॥১॥২২॥ [ইতি চতুর্থং তৎস্বাভাব্যাপত্ত্যধিকরণম্ ॥৪॥]

নাতিচিরাধিকরণম্ ।] **নাতিচিরেণ বিশেষাৎ ॥৩॥১॥২৩॥**

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) অতিচিরেণ (অধিক বিলম্বে) বিশেষাৎ (যেহেতু বিশেষ আছে)।]

[সরলার্থঃ—ব্রীহ্যাদিভাবপ্রাপ্তেঃ প্রাক্ আকাশাদিপ্রাপ্তৌ কিং চিরমবস্থানম্ ? উত ন ? ইত্যাহ—নাতিচিরেণেতি ।

উত্তরত্র ব্রীহ্যাদিপ্রাপ্তৌ বিশেষাৎ "অতো বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপতরম্" ইতি বিশেষ্য চিরাবস্থানস্য উক্তত্বাৎ আকাশাদিষু অবস্থানং তু অতিচিরেণ বিলম্বেন ন, অপিতু অবিলম্বেন ততো নিষ্ক্রমণং ভবতীতি গম্যতে ইতি ভাবঃ ॥

আকাশাদিভাবে যে অবস্থান, তাহাতে অধিক বিলম্ব হয় না ; কারণ, পরবর্ত্তী ব্রীহি প্রভৃতি হইতে নিষ্ক্রমণেই বিলম্বের কথা বিশেষ করিয়া উল্লিখিত হইয়াছে ; সুতরাং তাহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, আকাশাদির মধ্যে অবস্থানে বিলম্ব হয় না ॥৩॥১॥২৩॥]

আকাশাদিপ্রাপ্তিপ্রভৃতি যাবদ্ব্রীহ্যাদিপ্রাপ্তি, কিং তত্র তত্র নাতিচিরং তিষ্ঠতি ? উতানিয়মঃ ? ইতি বিশয়ে নিয়ম-হেত্বভাবাদনিয়মঃ, ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

নাতিচিরেণ ইতি । কুতঃ ? বিশেষাৎ—উত্তরত্র ব্রীহ্যাদিপ্রাপ্তৌ "অতো বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপতরম্" [ছান্দো০ ৫।১০।৬] ইতি বিশিষ্য কৃচ্ছ্র-

---

তদাপত্তি বা আকাশাদিভাবপ্রাপ্তি কথার অভিপ্রায় এইরূপ যে, আকাশাদির সহিত মিলিত হওয়া এবং তন্নিবন্ধন আকাশাদির সাদৃশ্য লাভ করা, অর্থাৎ চন্দ্রলোক হইতে অবরোহণকালে জীবের সূক্ষ্মদেহটি আকাশাদির সহিত মিশ্রিত হইয়া আকাশাদির সদৃশ হইয়া থাকে মাত্র, কিন্তু আকাশাদির স্বরূপই হইয়া যায় না ॥৩॥১॥২২॥

আকাশাদির সাদৃশ্য প্রাপ্তি হইতে ব্রীহিপ্রভৃতিভাব প্রাপ্তি পর্য্যন্ত অবস্থায় জীব কি দীর্ঘকাল অবস্থান করে ? অথবা কালের কোন নিয়ম নাই ? এইরূপ সংশয়স্থলে নিয়ামক কোন হেতু না থাকায় অনিয়মই প্রাপ্ত হইয়াছিল ; তদুত্তরে বলিতেছেন—"নাতিচিরেণ" ইতি।

অতি বিলম্বে নহে ; অর্থাৎ আকাশাদিরূপে অধিক কাল অবস্থান করিতে হয় না ; কারণ কি ? বিশেষোক্তিই কারণ। অভিপ্রায় এই যে, পরবর্ত্তী ব্রীহিপ্রভৃতি অবস্থাপ্রাপ্তিতেই 'ইহা হইতেই

নিষ্ক্রমণত্বাভিধানাৎ পূর্ব্বত্র হ্যাকাশাদিপ্রাপ্তাবচিরনিষ্ক্রমণং গম্যতে। 'দুর্নিষ্প্রপতরম্' ইতি চ্ছান্দসঃ ত-শব্দলোপঃ; দুর্নিষ্প্রপততরং—দুঃখ-নিষ্ক্রমণতরমিত্যর্থঃ ॥৩॥১॥২৩॥

[ইতি পঞ্চমং নাতিচিরাধিকরণম্ ॥৫॥]

অন্যাধিষ্ঠিতাধিকরণম্।। **অন্যাধিষ্ঠিতে পূর্ব্ববদভিলাপাৎ ॥৩॥১॥২৪॥**

[পদচ্ছেদঃ—অন্যাধিষ্ঠিতে (অপর জীবের আশ্রয়ীভূতে) পূর্ব্ববদভিলাপাৎ (পূর্ব্বোক্ত আকাশাদিরই তুল্যরূপে উল্লেখ হেতু)।]

[সরলার্থঃ—অন্যেন জীবেন অধিষ্ঠিতে ভোগ্যরূপেণ অধিকৃতে ব্রীহ্যাদৌ অবরোহতাং সংশ্লেষ-মাত্রং ভবতি, নতু তত্র কথঞ্চিৎ ভোগ ইত্যর্থঃ। কুতঃ? পূর্ব্ববদভিলাপাৎ, আকাশাদিষু হি যথা অভিলাপঃ—সংশ্লেষমাত্রোক্তিঃ, অত্রাপি তথৈব অভিলাপাৎ, জন্ম-হেতুভূত-কর্ম্মানভি-লাপাচ্চেত্যর্থঃ।

অপর জীবকর্ত্তৃক ভোগের জন্য আশ্রিত ব্রীহ্যাদি দেহে চন্দ্রলোকাগত জীবের সংশ্লেষ বা সম্বন্ধ হয় মাত্র, কিন্তু সেখানে তাহার কোনরূপ ভোগ হয় না। কারণ? আকাশাদির সম্বন্ধে যেরূপ কথা আছে, ব্রীহ্যাদিভাবেও ঠিক সেইরূপ কথাই উক্ত হইয়াছে ॥৩॥১॥২৪॥]

অতি কষ্টে নিষ্ক্রমণ বা নির্গমন হয়', এইরূপ কষ্টে নির্গমনের উল্লেখ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আকাশাদি অবস্থা হইতে নিষ্ক্রমণে বিলম্ব হয় না, (নচেৎ ব্রীহ্যাদিভাব হইতে 'কষ্টে নির্গমন হয়' বলিবার কোনই আবশ্যক ছিল না)। ছান্দস বলিয়া 'দুর্নিষ্প্রপতরম্' পদের একটি ত-কারের লোপ হইয়াছে; (দুর্নিষ্প্রপততরম্ বুঝিতে হইবে)। 'দুর্নিষ্প্রপততর' অর্থ—অপেক্ষাকৃত অধিক কষ্টে যেখান হইতে নির্গমন হয় (*) ॥৩॥১॥২৩॥

[পঞ্চম নাতিচিরাধিকরণ ॥ ৫ ॥]

(*) তাৎপর্য্য—ইহার নাম 'নাতিচিরাধিকরণ'। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—আকাশাদি অবস্থা হইতে জীবের নিষ্ক্রমণ। (২) সংশয়—নিষ্ক্রমণ কি দীর্ঘকালসাপেক্ষ, অথবা তাহার কোনও নিয়ম নাই। (৩) পূর্ব্বপক্ষ—নিয়ামক কোন কারণ না থাকায় অনিয়মই সত্য। (৪) উত্তর—না—শ্রুতিতে পরবর্ত্তী ব্রীহ্যাদি অবস্থা হইতে নিষ্ক্রমণের কষ্ট-সাধ্যতা কথিত হওয়ায় বুঝা যাইতেছে যে, ব্রীহ্যাদিভাব প্রাপ্তির পূর্ব্বে অল্পকালেই নিষ্ক্রমণ হইয়া থাকে। (৫) নির্ণয়—অতএব জীবের আকাশাদি অবস্থা হইতে নিষ্ক্রমণে কালবিলম্ব হয় না।

অবরোহন্তো জীবা ব্রীহ্যাদিভাবেন জায়ন্তে ইতি শ্রূয়তে "মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতি, ত ইহ ব্রীহি-যবা ওষধি-বনস্পতয়স্তিল-মাষা জায়ন্তে" [ছান্দো০ ৫।১০।৬] ইতি। তে কিমন্যৈর্ভোক্তৃভির্ব্রীহ্যাদিশরীরৈরধিষ্ঠিতান্ ব্রীহ্যাদীন্ আশ্লিষ্যন্তি ? উত তে ভোক্তারো ব্রীহ্যাদিশরীরা জায়ন্তে ? ইতি বিশয়ে "জায়ন্তে" ইতি বচনাৎ 'দেবো জায়তে, মনুষ্যো জায়তে' ইতিবদ্ ব্রীহ্যাদি-শরীরা এব, ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

অন্যাধিষ্ঠিতে ইতি। জীবান্তরেণাধিষ্ঠিতে ব্রীহ্যাদিশরীরে তেষাং সংশ্লেষমাত্রমেব। কুতঃ ? পূর্ব্ববদভিলাপাৎ—আকাশাদি-মেঘপর্য্যন্তবৎ কেবলতদ্ভাবাভিলাপাৎ। যত্র হি ভোক্তৃত্বমভিপ্রেতম্ ; তত্র তৎ-সাধনভূতং কর্ম্মাভিলপ্যতে—"রমণীয়চরণাঃ, কপূয়চরণাঃ" [ছান্দো০ ৫।৬।৭] ইতি। ইহ চাকাশাদিবৎ নাভিলপ্যতে কর্ম্ম, ফলপ্রদানে প্রবৃত্তস্য স্বর্গোপভোগ্য-ফলস্যেষ্টাদেঃ কর্ম্মণঃ স্বর্গোপভোগাদেব সমাপ্তত্বাৎ,

'তাহা মেঘরূপী হইয়া বর্ষণ করে, তাহারা এখানে (পৃথিবীতে) ব্রীহি (হৈমন্তিক ধান্য), যব, ওষধি (তৃণ-লতা), বনস্পতি, তিল ও মাষকড়াইরূপে জন্মধারণ করে', এই বাক্যে শ্রুত হইতেছে যে, চন্দ্রলোক হইতে আগমনকারী জীবগণ ব্রীহি প্রভৃতিরূপে জন্মধারণ করে। এখন সংশয় হইতেছে যে, তাহারা কি ব্রীহ্যাদি-শরীরধারী অপর জীবগণের অধিষ্ঠিত ব্রীহ্যাদির সহিত সংশ্লেষ বা সংবন্ধমাত্র লাভ করে ? অথবা তাহারাই ব্রীহ্যাদিশরীর উপভোগ করে ? এইরূপ সংশয়স্থলে, 'দেবতা জন্মিতেছে, মনুষ্য জন্মিতেছে' ইত্যাদি প্রয়োগের ন্যায় এখানেও 'জায়ন্তে' শব্দ থাকায় [বুঝা যাইতেছে যে,] তাহারাও ব্রীহ্যাদিশরীরধারীই বটে ; এইরূপ আশঙ্কায় বলিতেছেন—"অন্যাধিষ্ঠিতে" ইত্যাদি।

অপর জীবকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত, অর্থাৎ অপর জীবের ভোগ্যভূত ব্রীহিপ্রভৃতি-শরীরে তাহাদের কেবল সংশ্লেষ বা সংবন্ধ হয় মাত্র, (কোনরূপ ভোগ হয় না)। কারণ কি ? যেহেতু এখানেও পূর্ব্বের ন্যায় অভিলাপ বা শব্দবিন্যাস রহিয়াছে। যেখানে ভোক্তৃত্ব বা ভোগকর্ত্তৃত্ব অভিপ্রেত হয়, সেখানে ভোগের সাধনীভূত কর্ম্মেরও উল্লেখ হইয়া থাকে। [যথা—] "রমণীয়চরণাঃ * * * কপূয়চরণাঃ" ইত্যাদি। বিশেষতঃ আকাশাদিভাব-প্রাপ্তির উল্লেখস্থলেও যেমন কর্ম্মের উল্লেখ নাই, এখানেও তেমনি [স্থাবরাদি জন্মের কারণীভূত] কোন কর্ম্মেরই উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে না। কেননা, প্রথমতঃ যে সমস্ত কর্ম্মের ফল একমাত্র স্বর্গভোগ্য, ফলপ্রদানে প্রবৃত্ত সেই যজ্ঞাদি কর্ম্ম ত স্বর্গোপভোগেই ফুরাইয়া গিয়াছে। তাহার পর, যে সমস্ত কর্ম্মের ফল

অনারব্ধস্য (*) চ "রমণীয়চরণাঃ কপূয়চরণাঃ" ইতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ, মধ্যে কর্ম্মান্তরাভাবাচ্চ। অত আকাশাদিভাববচনবদ্ ব্রীহ্যাদিভাবেন জন্মবচন-মৌপচারিকম্ ॥৩॥১॥২৪॥

অশুদ্ধমিতি চেন্ন, শব্দাৎ ॥৩॥১॥২৫॥

[পদচ্ছেদঃ—অশুদ্ধং (পাপকর) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), ন (না) শব্দাৎ (যেহেতু শব্দ—শ্রুতি হইতে) [জানা যায়]।]

[সরলার্থঃ—যদ্যপি প্রত্যবরোহতাং ব্রীহ্যাদিভাবেন জন্মনো হেতুভূতং কিঞ্চিৎ কর্ম্ম শ্রুতং নাস্তি, তথাপি স্বর্গফলকং যজ্ঞাদি কর্ম্মৈব পশুবীজাদিহিংসাসাধ্যত্বাদ্ অশুদ্ধং পাপসংকীর্ণম্; তদেব চ ব্রীহ্যাদিজন্মনোঽপি হেতুর্ভবিষ্যতীতি চেৎ; ন,—নৈতদ্বাচ্যম্; কুতঃ? শব্দাৎ "অগ্নিষোমীয়ং পশুমালভেত" ইত্যাদি-শ্রুতিবাক্যাদেব যজ্ঞার্থহিংসায়াঃ পাপজনকত্বাভাবাদিত্যর্থঃ॥

যদিও প্রত্যবরোহণকারীদিগের স্থাবরাদিভাবে জন্মলাভের হেতুভূত কোনও কর্ম্মের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না সত্য; তথাপি, যজ্ঞাদি কর্ম্ম যখন পশু ও বীজাদির হিংসাসাপেক্ষ; অথচ হিংসামাত্রই যখন পাপকর—দুঃখজনক, তখন যজ্ঞাদি কর্ম্মও অশুদ্ধ—পাপমিশ্রিত; তাহার ফলে স্থাবরাদিভাবে জন্ম হইতেই পারে। না—তাহা পারে না; কারণ, সাক্ষাৎ শ্রুতিই যখন যজ্ঞে হিংসার বিধান করিয়াছেন, তখন যজ্ঞীয় হিংসা কখনই পাপজনক হইতে পারে না; সুতরাং যজ্ঞাদি কর্ম্মও অশুদ্ধ বা পাপমিশ্রিত হইতেছে না; কাজেই তৎফলে স্থাবরাদিভাবে জন্ম কল্পনাও সঙ্গত হইতেছে না ॥৩॥১॥২৫॥]

নৈতদস্তি—যদন্যাধিষ্ঠিতে ব্রীহ্যাদিশরীরে সংশ্লেষমাত্রম্, ভোক্তৃত্ব-হেত্বভাবাৎ ন ব্রীহ্যাদিভাবেন জন্ম—ইতি; ভোক্তৃত্বহেতুসদ্ভাবাৎ—স্বর্গোপভোগ্যফলম্ ইষ্টাদিকর্ম্মৈবাশুদ্ধম্—পাপমিশ্রম্, অগ্নীষোমীয়াদি-

এখনও আরব্ধ হয় নাই, অনারব্ধফলক সেই সমস্ত কর্ম্মের কথা "রমণীয়চরণাঃ * * * ও কপূয়চরণাঃ" এই শ্রুতিতেই বলা হইবে, এবং ইহার মধ্যে অপর কোন কর্ম্মেরও উল্লেখ নাই; [কাজেই বলিতে হয় যে, স্থাবরাদিভাবে জন্মের কারণীভূত কোন কর্ম্মের উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে না]। অতএব আকাশাদিভাবপ্রাপ্তির কথা যেমন ঔপচারিক, ব্রীহ্যাদিভাবে জন্মোক্তিও তেমনি ঔপচারিক বা গৌণার্থক ॥৩॥১॥২৪॥

না,—অপর জীবের অধিষ্ঠিত ব্রীহ্যাদি-শরীরে যে, সংশ্লেষ বা সংবন্ধমাত্র হয়, এবং ঐ প্রকার ভোগের কোন কারণ না থাকায় যে, ব্রীহ্যাদিভাবে জন্ম হয় না বলা হইয়াছে, ইহা ঠিক হইতেছে না; কেননা, সেখানেও ভোগের হেতু বিদ্যমান রহিয়াছে,—স্বর্গে যাহার ফল ভোগ করিতে হয়, সেই যজ্ঞাদি কর্ম্মমাত্রই অশুদ্ধ—পাপমিশ্রিত; কারণ, ঐ সমস্ত কর্ম্মই অগ্নীষোমীয়াদি

(*) 'খ' পুস্তকে তু 'চ' শব্দো নাস্তি।

হিংসাযুক্তত্বাৎ। হিংসা চ "ন হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি" ইতি নিষিদ্ধত্বাৎ পাপমেব।

ন চাত্র পদাহবনীয়াদিবদ্ উৎসর্গাপবাদভাবঃ সম্ভবতি, ভিন্নবিষয়ত্বাৎ। অগ্নীষোমীয়-হিংসাবিধির্হিংসায়াঃ ক্রতূপকারকত্বং বোধয়তি; "ন হিংস্যাৎ" ইতি তু হিংসায়াঃ প্রত্যবায়ফলত্বম্। অথোচ্যেত—অগ্নীষোমীয়াদিষু

(অগ্নি ও সোম উদ্দেশে প্রদেয়) পশুহিংসাদিযুক্ত (*)। 'কোন প্রাণীরই হিংসা করিবে না' এই শাস্ত্র দ্বারা প্রতিষিদ্ধ হওয়ায় হিংসা-কার্য্য নিশ্চয়ই পাপজনক।

বিষয়ের ভেদ বা পার্থক্য থাকায় এখানে পদাহবনীয়াদির ন্যায় উৎসর্গাপবাদভাবও অর্থাৎ সামান্য-বিশেষভাবও সম্ভবপর হইতেছে না। ["অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত"] এই যে, অগ্নীষোমীয়হিংসাবিধি অর্থাৎ অগ্নি ও সোমদেবতার উদ্দেশে পশুহিংসার বিধায়ক শাস্ত্র, ইহা কেবল হিংসার যজ্ঞোপকারকতাই বুঝাইতেছে, অর্থাৎ পশুহিংসা যে, যজ্ঞের উৎকর্ষমাত্রসাধক, কেবল তাহাই বুঝাইতেছে; আর "ন হিংস্যাৎ" শাস্ত্রটি কেবল হিংসার পাপ-জনকতামাত্রই [জ্ঞাপন করিতেছে] (†)। আর যদি বল, অগ্নীষোমীয়াদি হিংসাকার্য্যে যে, লোকের

(*) তাৎপর্য্য—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, যাহারা চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ব্রীহি প্রভৃতি দেহে প্রবিষ্ট হয়, তাহাদের ঐ সমস্ত স্থাবরদেহে ভোগোপযোগী কোন পাপ কর্ম্ম সঞ্চিত না থাকায় তাহাদিগকে ঐ সমস্ত দেহ ধারণ করিয়া দুঃখ ভোগ করিতে হইবে না; অতএব বুঝিতে হইবে যে, অনুশয়িগণ পুরুষদেহে প্রবেশের অনুকূল বলিয়াই অন্যজীবের ভোগায়তন ব্রীহ্যাদিদেহে প্রবেশ করিয়া রেতঃসেক-সমর্থ পুরুষদেহে প্রবেশের প্রতীক্ষা করিতে থাকে মাত্র; বস্তুতঃ সেখানে তাহাদের কোন প্রকার ভোগ-সম্বন্ধ হয় না; কারণ, ভোগমাত্রই কর্ম্মের ফল; অথচ অনুশয়িগণের এমন কোন কর্ম্ম তৎকালে অভিব্যক্ত হয় নাই, ঐ সমস্ত দেহে যাহার ফল-ভোগ হইতে পারে। অতএব ব্রীহ্যাদিদেহে তাহাদের কেবল সংশ্লেষমাত্রই হয়, ভোগ হয় না।

এখন বিপক্ষগণ বলিতেছেন যে, না সেখানেও তাহাদের ভোগ সম্ভবপর হয়; কারণ, অনুশয়িগণ যে সমস্ত যাগাদি কর্ম্মের ফলে চন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকে, সেই সমস্ত যাগাদি কর্ম্ম নিশ্চয়ই অল্পাধিক-পরিমাণে পশু ও বীজাদির হিংসাসাপেক্ষ; হিংসামাত্রই পাপ; পাপের ফল দুঃখ; সুতরাং বলিতে হইবে যে, অনুশয়িগণ স্বর্গভোগ্য যাগ-ফল সুখসম্পৎ স্বর্গে ভোগ করিয়া ফিরিবার সময় যজ্ঞীয় হিংসার ফল দুঃখ ভোগ করিবার নিমিত্তই ব্রীহ্যাদি দেহ ধারণ করিয়া থাকে; সুতরাং ঐ সমস্ত দেহে প্রবেশ করা তাহাদের জন্ম ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না।

(†) তাৎপর্য্য—"ন হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি," কোন ভূতেরই হিংসা করিবে না, এই সাধারণ নিষেধ হইতে জানা যাইতেছে যে, হিংসামাত্রই নিষিদ্ধ—পাপকর। আবার "অগ্নীষোমীয়ং পশুম্ আলভেত," 'অগ্নীষোমীয়' (অগ্নি ও সোমদেবতা উদ্দেশে) পশু বধ করিবে, "বায়ব্যং শ্বেতং ছাগলম্ আলভেত" বায়ুদেবতার উদ্দেশ্যে শ্বেত বর্ণ ছাগল বধ করিবে, ইত্যাদি শাস্ত্র হইতে জানা যাইতেছে যে; যজ্ঞীয় পশু-হিংসা বেদানুমোদিত; সুতরাং পাপজনক নহে। এখন বিবেচ্য বিষয় হইতেছে যে, একই শ্রুতিশাস্ত্র একবার বলিলেন, হিংসামাত্রই অনর্থকর, অবশ্য বর্জ্জনীয়। আবার বলিলেন—যজ্ঞীয় পশু-হিংসা যজ্ঞের উপকারক – বিধিবোধিত—অবশ্যকর্ত্তব্য। এখন এই বিরোধ পরিহারের উপায় কি? কি উপায় অবলম্বন করিলে উভয় শ্রুতির মর্য্যাদা রক্ষা পাইতে পারে? তদুত্তরে বেদান্তিগণ বলেন—'উৎসর্গ' ও 'অপবাদ' নিয়মানুসারে উক্ত বিরোধের পরিহার হইতে পারে। সামান্য বা সাধারণ বিধির নাম—উৎসর্গ, আর

বিশেষ বিধির নাম—অপবাদ। উৎসর্গ বিধি অপেক্ষা অপবাদ বিধি (বিশেষ বিধি) বলবান্। উভয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে বিশেষ-বিধিই (অপবাদ বিধিই) প্রবল হয়; অপবাদ-বিধির বিষয় পরিত্যাগ করিয়া উৎসর্গ বিধির কার্য্য হইয়া থাকে। তদনুসারে বুঝিতে হইবে যে, যে সমস্ত স্থানে "অগ্নীষোমীয়ং পশুম্ আলভেত" ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ শাস্ত্র হিংসার বিধান করিয়াছে, তদ্ভিন্ন স্থলেই —অবৈধ হিংসা স্থলেই "ন হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি", এই সামান্য নিষেধ শাস্ত্র প্রবৃত্ত হইবে, অর্থাৎ মনুষ্যের উদ্দাম প্রবৃত্তির বশে যে হিংসা, তাহাই নিষিদ্ধ—পাপকর, কিন্তু শাস্ত্রবিহিত হিংসা নহে। বিশেষতঃ শাস্ত্রই যখন পাপপুণ্যের একমাত্র মানদণ্ড, শাস্ত্র যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া আদেশ করিয়াছেন, তাহাই পুণ্য, আর শাস্ত্র যাহার অকর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই পাপ; তখন শাস্ত্র-বিহিত যজ্ঞীয় হিংসা পাপকর হইবে কেন? সুতরাং যজ্ঞাদি কার্য্যও অশুদ্ধ হইতে পারে না, এবং তাহার ফলে অনুশয়িদিগের ব্রীহ্যাদিরূপে জন্মও সম্ভব পর হইতে পারে না।

কিন্তু সাংখ্যকারগণ এ সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই; তাঁহারা বলিয়াছেন—"ন হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি" ও "অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত" ইত্যাদি শাস্ত্র যখন একই বিষয়ে একই উদ্দেশ্যের প্রতিপাদক নহে, তখন উহাদের মধ্যে 'উৎসর্গাপবাদ' নিয়মই চলিতে পারে না। সেখানে একই বিষয়ে উভয় বাক্যের বিরোধ উপস্থিত হয়, সেখানেই উৎসর্গাপবাদ বা সামান্য বিশেষ ন্যায় সঙ্গত হয়। এখানে প্রতিপাদ্য বিষয় বিভিন্ন হওয়ায় 'সামান্য-বিশেষ' ন্যায় সঙ্গতই হইতে পারে না। দেখ, "ন হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি" শাস্ত্রটি বলিতেছে, যে কোন প্রাণীর হিংসাই নিষিদ্ধ পাপ-জনক, কিন্তু যজ্ঞ ভিন্ন স্থলে বলিয়া কোন বিশেষ নাই। আর "অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত" শাস্ত্রটি বলিতেছে—অগ্নীষোমীয় পশুবধ ঐ যজ্ঞের উপকারক অর্থাৎ উৎকর্ষ-সাধক; কিন্তু ঐরূপ বধ কার্য্য যে, পাপজনক কি না, তদ্বিষয়ে কোন কথাই বলে নাই। একটি বাক্য বলিতেছে—হিংসামাত্রই পাপজনক, আর একটি বাক্য বলিতেছে—হিংসা যজ্ঞ-কার্য্যের উৎকর্ষ-সাধক, সুতরাং উভয় বাক্যের মধ্যে কোন প্রকার বিরোধ দেখা যাইতেছে না। যেমন চিকিৎসা শাস্ত্রে রোগপ্রতীকারার্থ অনেক পশু-বধের ব্যবস্থা আছে; কিন্তু লোক-হিতকর বলিয়া কি সে সমস্ত পশু-বধ পাপজনক হইবে না? প্রকৃত পক্ষে, হিংসামাত্রই যখন পাপ, তখন সে সমুদয় হিংসাতেও নিশ্চয়ই পাপ হইবে। এই প্রকার যজ্ঞীয় পশু-বধ যজ্ঞোপকারী হইলেও, নিশ্চয়ই পাপজনক হইবে; তবে, সে পাপের মাত্রা এতই অল্প যে, তাহার জন্য আর পৃথগ্‌ভাবে জন্ম গ্রহণ করা আবশ্যক হয় না।

প্রথমতঃ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারাও ঐ পাপের প্রতীকার হইতে পারে; পক্ষান্তরে; প্রভূতপরিমাণে পুণ্য-ফল ভোগের মধ্যে ঐ সামান্য পাপফল ভোগ করা কাহারও পক্ষেই বিশেষ উদ্বেগকর হয় না। বাচস্পতিমিশ্র বলিয়াছেন—"মৃষ্যন্তে হি পুণ্যসম্ভারোপনীত-স্বর্গসুধা-মহাহ্রদাবগাহিনঃ কুশলাঃ পাপমাত্রোপপাদিতাং দুঃখবহ্নিকণিকাম্।" অর্থাৎ রাশীকৃত পুণ্যফল-স্বর্গসুধা-হ্রদে নিমগ্ন বিজ্ঞ জনেরা সামান্য পাপোৎপাদিত দুঃখরূপ বহ্নিকণা অনায়াসে সহ্য করিয়া থাকেন। উভয় মতই বিভিন্ন আচার্য্যগণের অভিমত; সুতরাং ভাল মন্দ বিচার করা অনাবশ্যক; তবে সাংখ্যসম্মত সিদ্ধান্তটি যেন অনেকের পক্ষেই অনুমোদনযোগ্য প্রিয়তর বলিয়া মনে হয়; কারণ, উহাতে সকল পক্ষেরই কতকটা মর্য্যাদা রক্ষা পাইতে পারে, এবং যুক্তি ও বিচারসহও বটে।

এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ লিখিত আছে—"ভক্ষঃ সুরায়া বিহিতো ন পানং। তথা পশোরালভনং ন হিংসা॥" শ্রীধরস্বামী ইহার অর্থ করিয়াছেন এইরূপ—যেষু যেষু শাস্ত্রেষু সুরায়া ভক্ষো বিহিতঃ, তত্র পানং —ঘ্রাণং (ন তু গলাধঃকরণম্)। তথা পশোঃ আলভনমপি হিংসা জীবোপঘাতঃ ন, (অপিতু উৎসর্গ এব)। অর্থাৎ যে সমস্ত শাস্ত্রে সুরাপানের বিধি আছে, বুঝিতে হইবে, সে সমস্ত স্থলে পান অর্থ গন্ধগ্রহণ—আঘ্রাণমাত্র, আর পশুর আলভন অর্থও পশুর প্রাণ বিয়োগকরণ নহে, পরন্তু ত্যাগমাত্র। ইহা হইতেও সাংখ্যবাদীরা যজ্ঞীয় পশু-হিংসার অকর্ত্তব্যতা ও পাপজনকতা প্রমাণ করিয়া থাকেন। কিন্তু যজ্ঞে 'পশুহিংসার পক্ষপাতী লোকেরা উল্লিখিত বচনটির এইরূপ অর্থ করেন যে, শাস্ত্রবিহিত সুরাপান পানই নহে, অর্থাৎ পান বলিয়াই গণ্য নহে; এবং বিহিত পশুবধও হিংসা-পদবাচ্য নহে; কারণ, উহাতে কোন পাপ হয় না। সুতরাং হিংসাযুক্ত যাগাদি কার্য্যও অশুদ্ধ হইতে পারে না।

বিধিতঃ প্রবৃত্তেঃ ন তদ্বিষয়ং নিষেধবিধিরাস্কন্দতি, রাগাপ্রাপ্তবিষয়ত্বাৎ তস্যেতি। নৈবম্; ইহাপি রাগপ্রাপ্তেরবিশিষ্টত্বাৎ। "স্বর্গকামো যজেত" [যজুঃ০ ২।৫।৫] ইত্যেবমাদৌ হি কামিনঃ কর্ত্তব্যতয়া যাগাদ্যুপদেশাদ্ যাগাদেঃ স্বর্গাদিসাধনত্বমবগম্য ফলরাগত এব যাগাদৌ প্রবর্ত্ততে। অগ্নী-ষোমীয়াদিষ্বপি তেষাং ফলসাধনভূতস্য যাগাদেরুপকারকত্বং শাস্ত্রাদবগম্য রাগাদেব প্রবর্ত্ততে। লৌকিক্যামপি হিংসায়াং কেনচিৎ প্রমাণেন হিংসায়াঃ স্বসমীহিত-সাধনত্বমবগম্য রাগাৎ প্রবর্ত্ততে, ইতি ন কশ্চন বিশেষঃ। তথা নিত্যেষ্বপি কর্ম্মসু "সর্ব্ববর্ণানাং স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে পরম্ অপরিমিতং সুখম্" [আপস্তম্ব০ ২।১।২।২] ইত্যাদিবচনাৎ ফলসাধনত্বমবগম্য রাগাদেব প্রবৃত্তিরিতি তেষামপ্যশুদ্ধিযুক্তত্বম্। অত ইষ্টাদীনাং পাপমিশ্রত্বেনাশুদ্ধি-যুক্তানাং স্বর্গেঽনুভাব্যং ফলং স্বর্গেঽনুভূয় হিংসাংশস্য ফলং ব্রীহ্যাদি-স্থাবরভাবেনানুভূয়তে। স্থাবরভাবঞ্চ পাপফলং স্মরন্তি—"শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ" [মনু০ ১২।৯] ইতি। অতো ব্রীহ্যাদি-

---

প্রবৃত্তি, তাহা বিধিবোধিত; সুতরাং "ন হিংস্যাৎ" শাস্ত্র কখনই সেই বৈধপ্রবৃত্তির বাধা ঘটাইতে পারে না; কারণ, রাগপ্রাপ্ত বা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দ্বারা সম্পাদিত হিংসাই ঐরূপ নিষেধের বিষয়, [কিন্তু বৈধহিংসা নহে]। না—এরূপও বলিতে পার না; কারণ, এখানেও রাগ-প্রাপ্তির কিছুমাত্র ব্যতিক্রম নাই; কেননা, 'স্বর্গকাম পুরুষ অর্থাৎ স্বর্গ-ফলাভিলাষী পুরুষ যজ্ঞ করিবে', ইত্যাদি স্থলে সকাম পুরুষের সম্বন্ধেই যজ্ঞাদির কর্ত্তব্যতা-বিধান থাকায় লোকে যজ্ঞাদিকর্ম্মের স্বর্গাদি-ফল-সাধনতা অবগত হইয়া সেই স্বর্গাদিফলের লোভেই যাগাদিকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; 'অগ্নীষোমীয়' প্রভৃতি যাগ স্থলেও, শাস্ত্র হইতে ঐ সমস্ত যাগের স্বর্গাদি-ফল-সাধনতা অবগত হইয়া লোকে সেই ফলের লোভেই যাগাদি কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। আর লৌকিক হিংসাতেও (যাহা শাস্ত্রানুমোদিত নহে, এরূপ হিংসাতেও) লোকে কোন প্রমাণ দ্বারা নিজের অভীষ্ট ফলসিদ্ধি অবগত হইয়া সেই ফলের প্রত্যাশায়ই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; সুতরাং উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য থাকিতেছে না। আর নিত্যকর্ম্মসমূহেও 'স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে সর্ব্ববর্ণেরই অপরিমিত উত্তম সুখলাভ হয়' ইত্যাদি বচন হইতে ফলসাধনতা অবগত হইয়া তদ্বিষয়ে অনুরাগ বশতঃই লোকের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে; সুতরাং নিত্যকর্ম্ম-সমূহেরও অশুদ্ধত্ব সমান। অতএব যজ্ঞাদি কর্ম্মসমূহ পাপমিশ্রিত বলিয়া সে সমস্ত কর্ম্মের স্বর্গভোগ্য ফল স্বর্গে অনুভব করিয়া পশ্চাৎ হিংসাভাগের ফল—দুঃখ ব্রীহি প্রভৃতি স্থাবরভাবে অনুভব করিয়া থাকে। স্থাবরাদি জন্ম যে, পাপের ফল, মনু তাহা স্মরণ করিয়াছেন—"মনুষ্য শরীরজ কর্ম্মদোষে (পাপকর্ম্মানুসারে) স্থাবরত্ব (বৃক্ষাদিজন্ম) প্রাপ্ত হয়'।

ভাবেন ভোগায়ানুশয়িনো জায়ন্ত ইতি চেৎ ; তন্ন; কুতঃ? শব্দাৎ—অগ্নী-ষোমীয়াদেঃ সংজ্ঞপনস্য স্বর্গলোকপ্রাপ্তিহেতুতয়া হিংসাত্বাভাবশব্দাৎ। পশোর্হি সংজ্ঞপননিমিত্তাং স্বর্গলোকপ্রাপ্তিং বদন্তং শব্দমামনন্তি—"হিরণ্য-শরীর ঊর্দ্ধঃ স্বর্গং লোকমেতি" [—০?] ইত্যাদিকম্। অতিশয়িতাভ্যুদয়-সাধনভূতো ব্যাপারোঽল্পদুঃখদোঽপি ন হিংসা ; প্রত্যুত রক্ষণমেব। তথাচ মন্ত্রবর্ণঃ—"ন বা উ এতন্ম্রিয়সে ন রিষ্যসি দেবান্ ইদেষি পথিভিঃ সুগেভিঃ। যত্র যন্তি সুকৃতো নাপি দুষ্কৃতস্তত্র ত্বা দেবঃ সবিতা দধাতু" [যজুঃ০ ২।৬।৯।৪৯] ইতি। চিকিৎসকঞ্চ তাদাত্বিকাল্পদুঃখকারিণমপি রক্ষকমেব বদন্তি, পূজয়ন্তি চ তজ্জ্ঞাঃ ॥৩॥১॥২॥

রেতঃসিগ্‌যোগোঽথ ॥৩॥১॥২৬॥

[পদচ্ছেদঃ—রেতঃসিগ্‌যোগঃ (রেতঃসেক করিতে যাহারা সমর্থ, তাহাদের সহিত সম্বন্ধ) অথ (অতঃপর)।]

অতএব অনুশয়িগণ কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্তই ব্রীহিপ্রভৃতিরূপে জন্মধারণ করে ; এ কথা যদি বল, তাহাও সঙ্গত হয় না। কারণ? শব্দই কারণ,—অগ্নীষোমীয়াদি পশুবধের স্বর্গলোকপ্রাপ্তিহেতুত্ব নিবন্ধন অহিংসাত্ববোধক শব্দই কারণ। শ্রুতিও পশুর যথাবিধি বধের ফলে স্বর্গপ্রাপ্তি প্রতিপাদক শব্দের উল্লেখ করিয়া থাকেন—'হিরণ্ময় শরীর ধারণপূর্ব্বক ঊর্দ্ধগামী হইয়া স্বর্গলোক লাভ করে,' ইত্যাদি। বিশেষতঃ প্রচুরতর সুখ-সম্পত্তির সাধনভূত ব্যাপার (বধ) যদি অল্প পরিমাণে দুঃখপ্রদও হয়, তথাপি তাহা হিংসা (পাপজনক) হয় না ; বরং উহা পশুর রক্ষা বলিয়াই গণ্য হয় (*)। সেইরূপ মন্ত্রবর্ণও আছে—[হন্যমান পশুকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে—হে পশো,] 'এই প্রকার বধে তুমি মরিতেছ না, তুমি হিংসিতও হইতেছ না; তুমি সুগমপথে দেবভাব প্রাপ্ত হইতেছ ; পুণ্যবানেরা যেখানে গমনকরেন, পাপীরা গমনকরে না, সবিতা দেব তোমাকে সেখানে স্থান প্রদান করুন'। চিকিৎসকও চিকিৎসাকালে রোগীকে অল্প পরিমাণে দুঃখপ্রদান করিয়া থাকে, তথাপি অভিজ্ঞলোকেরা তাহাকে রক্ষকই বলেন, এবং সম্মানও করিয়া থাকেন, (কিন্তু দুঃখপ্রদ বলিয়া নিন্দা করেন না) ॥৩॥১॥২৫॥

(*) তাৎপর্য্য—যজ্ঞার্থে পশুবধবিধায়ক শাস্ত্রই যখন যজ্ঞে নিহত পশুগণের স্বর্গাদি লোকপ্রাপ্তি এবং জ্যোতির্ম্ময় দেহধারণের কথা বলিতেছেন, তখন যজ্ঞে নিহত পশুগণের নিধনও হিসা-পদবাচ্য হইতে পারে না ; পরন্তু পশুর উন্নতিবিধায়ক বলিয়া রক্ষণ-পদবাচ্য হওয়াই উচিত। কেন না, অনিষ্টকর নিধনই প্রকৃতপক্ষে হিংসানামে অভিহিত হইয়া থাকে। যজ্ঞীয় পশুগণের প্রাণবিয়োগেও যখন মহৎ উপকার সাধিত হয়, তখন সে নিধনও উন্নতিরই নামান্তর মাত্র বলিতে হইবে! কারণ, সাধুজনেরা বলেন—"সৎসংসর্গজানি নিধনান্যপি তারয়ন্তি।"

[সরলার্থঃ—অথ ব্রীহ্যাদিভিঃ সম্বন্ধানন্তরং অনুশয়িনাম্ রেতঃসিগ্‌যোগঃ রেতঃসেক-কারিভিঃ মনুষ্যাদিভিঃ যোগঃ সম্বন্ধমাত্রম্ "যো যো হ্যন্নমত্তি, যো রেতঃ সিঞ্চতি, তদ্ভূয় এব ভবতি" ইতি শ্রুতেঃ। অয়মাশয়ঃ—রেতঃসিগ্‌যোগো যথা সম্বন্ধমাত্রম্, নতু তদ্রূপেণ জন্ম, তথা ব্রীহ্যাদিভাবোঽপীতি মন্তব্যম্॥

ব্রীহ্যাদিভাব প্রাপ্তির পর অনুশয়ীদিগের রেতঃসিগ্‌যোগ হয়, অর্থাৎ যাহারা রেতঃসেক করিতে সমর্থ, তাহাদের শরীরে কেবল প্রবেশরূপ সম্বন্ধ হয় মাত্র ॥৩।১।২৬॥]

ইতশ্চ ঔপচারিকং ব্রীহ্যাদি-জন্মবচনম্; ব্রীহ্যাদিভাব-বচনানন্তরং "যো যো হ্যন্নমত্তি যো রেতঃ সিঞ্চতি, তদ্ভূয় এব ভবতি" [ছান্দো০ ৫।১০।৬] ইতি রেতঃসিগ্‌ভাবোঽনুশয়িনাং শ্রূয়মাণো যথা তদ্‌যোগমাত্রং (*) প্রতিপাদয়তি, তদ্বদ্ ব্রীহ্যাদিভাবোঽপীত্যর্থঃ ॥৩।১।২৬॥

যোনেঃ শরীরম্ ॥৩।১।২৭॥

[পদচ্ছেদঃ—যোনেঃ (যোনি অর্থ-নির্দ্দিষ্ট উৎপত্তিস্থান; তৎপ্রাপ্তির পর) শরীরং (মনুষ্যাদিদেহ)।]

[সরলার্থঃ—যোনেঃ, নিয়তমুৎপত্তিস্থানং—যোনিরুচ্যতে, তৎপ্রাপ্তেরনন্তরং মনুষ্যাদিশরীরং প্রাপ্যতে অনুশয়িভিরিতিশেষঃ। ইতঃপূর্ব্বম্ আকাশাদিভাবপ্রাপ্তিপ্রভৃতি তদ্যোগমাত্র-মেবেত্যর্থঃ ॥৩।১।২৭॥]

যোনিপ্রাপ্তেঃ পশ্চাদেব অনুশয়িনাং শরীরপ্রাপ্তিঃ, তত্রৈব সুখ-দুঃখোপভোগসদ্ভাবাৎ। ততঃ প্রাগাকাশাদিপ্রাপ্তিপ্রভৃতি তদ্‌যোগমাত্র-মেবেত্যর্থঃ ॥৩।১।২৭॥ [ইতি ষষ্ঠম্ অন্যাধিষ্ঠিতাধিকরণম্ ॥৬॥]

ইতি শ্রীভগবদ্‌রামানুজবিরচিতে শারীরকমীমাংসা-ভাষ্যে তৃতীয়াধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ ॥৩।১॥

অনুশয়ীদিগের ব্রীহ্যাদিভাবে জন্মের কথা যে, ঔপচারিক অর্থাৎ গৌণার্থক, তাহা এই কারণেও বুঝা যাইতেছে ; যেহেতু ব্রীহ্যাদিভাবোক্তির পর, 'যে যে রেতঃসেক করে, এবং যে যে অন্ন ভক্ষণ করে, বহুলাংশে তদ্রূপই হইয়া থাকে', এই শ্রুতিতে শ্রূয়মাণ রেতঃসিগ্‌ভাবে যেরূপ রেতঃসেককারীদের সহিত সংশ্লেষ বা সম্বন্ধমাত্র বুঝাইতেছে, ব্রীহ্যাদিভাবোক্তিতেও ঠিক তদ্রূপই বটে ॥৩।১।২৬॥

যোনিপ্রাপ্তির পরেই অনুশয়িদিগের শরীরপ্রাপ্তি হয় ; কারণ, সেই শরীরেই সুখ দুঃখ-ভোগের সম্ভাব আছে, (তৎপূর্ব্বে নাই)। তাহার পূর্ব্বে আকাশাদিভাব প্রভৃতিতে কেবল সংযোগ বা সংবন্ধ হয় মাত্র, (ভোগ হয় না) ॥৩।১।২৭॥ [ইতি ষষ্ঠ অন্যাধিষ্ঠিতাধিকরণ ॥৬॥]

ইতি শ্রীরামানুজ-বিরচিত শারীরকমীমাংসাভাষ্যে তৃতীয় অধ্যায়ে প্রথম পাদের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৩।১॥

(*) তদ্ভাবমাত্রম্' ইতি 'ক' পাঠঃ।

দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।

সন্ধ্যাধিকরণম্।] **সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি ॥৩।২।১॥**

[পদচ্ছেদঃ—সন্ধ্যে (স্বপ্নসময়ে) সৃষ্টিঃ (সৃষ্টি হয়), আহ (বলিতেছেন) হি (নিশ্চয়ে)।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং স্বপ্নাবস্থা পরীক্ষ্যতে—"সন্ধ্যে" ইত্যাদিনা। জাগ্রৎ-সুষুপ্ত্যোঃ সন্ধৌ ভবতি ইতি সন্ধ্যম্; তত্র চ "ন তত্র রথাঃ ন রথযোগাঃ ন পন্থানঃ ভবন্তি, অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে" ইত্যাদিভিরভিহিতা রথাদিসৃষ্টিঃ জীবকৃতা। কুতঃ? হি যস্মাৎ "স হি তস্য কর্ত্তা" ইত্যাদিকা শ্রুতিঃ জীবমেব স্বপ্নদৃশং স্রষ্টারমাহ ॥

শ্রুতিতে যে, জাগ্রৎ ও সুষুপ্তি অবস্থার সন্ধিসময়ে—স্বপ্নে রথাদি-সৃষ্টির কথা আছে; স্বপ্ন-দর্শী জীবই তাহার কর্ত্তা; কারণ, 'সেই জীবই তাহার কর্ত্তা' ইত্যাদি শ্রুতি জীবকেই স্বাপ্ন-সৃষ্টির কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে ॥৩।২।১॥]

[পূর্ব্বপক্ষঃ—]

এবং কর্ম্মানুরূপ-গমনাগমনজন্মাদিযোগেন জাগ্রতো জীবস্য দুঃখিত্বং স্থাপিতম্ (*); ইদানীমস্য স্বপ্নাবস্থা পরীক্ষ্যতে। স্বপ্নমধিকৃত্য শ্রূয়তে—"ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানো ভবন্তি, অথ রথান্ রথ-যোগান্ পথঃ সৃজতে; ন তত্রানন্দা মুদঃ প্রমুদো ভবন্তি, অথ আনন্দান্ মুদঃ প্রমুদঃ সৃজতে; ন তত্র বেশান্তাঃ পুষ্করিণ্যঃ স্রবন্ত্যো ভবন্তি, অথ

এইরূপে স্বীয় কর্ম্মানুসারে ইহলোকে ও পরলোকে গমনাগমন ও জন্মাদি সম্বন্ধ বশতঃ জাগ্রদবস্থাপন্ন জীবেরই দুঃখিত্ব প্রতিপাদিত হইল; এখন ইহার (জীবের) স্বপ্নাবস্থা পরীক্ষিত (বিচারিত) হইতেছে (†)—

স্বপ্নাবস্থা অধিকারে এইরূপ শ্রুত হইতেছে যে, 'যেখানে রথ নাই, রথযোগ অশ্বাদি নাই, এবং পথও নাই; অথচ রথ, অশ্বাদি ও পথসমূহ সৃষ্টি করে; সেখানে আনন্দ নাই, মুদ্ নাই ও প্রমুদ্ নাই, অথচ আনন্দ, মুদ্ ও প্রমুদ্ সৃষ্টি করে (‡); সেখানে বেশান্ত (ক্ষুদ্র জলাশয়)

(*) খ্যাপিতম্' ইতি 'খ' পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—এই সন্ধ্যাধিকরণটি প্রথম ছয়টি সূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—স্বপ্নদৃশ্য বিষয়ের সৃষ্টি; (২) সংশয়—স্বাপ্নসৃষ্টির কর্ত্তা কি জীব? না ঈশ্বর?। (৩) পূর্ব্বপক্ষ—জীব যখন স্বপ্ন দর্শনের কর্ত্তা এবং 'স হি কর্ত্তা' কথায়ও যখন তাহারই কর্ত্তৃত্ব বুঝাইতেছে, তখন স্বাপ্নসৃষ্টিতেও জীবেরই কর্ত্তৃত্ব হওয়া উচিত। (৪) উত্তর—না, জীব সন্নিত ও সত্যসংকল্প হইলেও তাহার সে ক্ষমতা অন্তর্হিত বা অভিভূত হইয়া রহিয়াছে; সুতরাং তাহার কর্ত্তৃত্ব হইতেই পারে না। (৫) নির্ণয়—অতএব অপরাপর সৃষ্টির ন্যায় স্বাপ্ন সৃষ্টিও সেই পরমেশ্বরেরই কার্য্য, জীবের নহে।

(‡) তাৎপর্য্য—অভীষ্ট বস্তুর দর্শনে যে প্রীতি, তাহার নাম আনন্দ (প্রিয়), প্রাপ্তিতে যে প্রীতি, তাহার নাম মুদ, আর উপভোগে যে তৃপ্তি, তাহার নাম প্রমুদ্।

বেশান্তাঃ পুষ্করিণ্যঃ স্রবন্ত্যঃ সৃজতে ; স হি কর্ত্তা” [বৃহদা০ ৬।৩।১০] ইতি। তত্র সংশয়ঃ—কিমিয়ং রথাদিসৃষ্টির্জীবেনৈব ক্রিয়তে ? আহো-স্বিদীশ্বরেণ ? ইতি। কিং যুক্তম্ ? সন্ধ্যে সৃষ্টির্জীবেনেতি। কুতঃ ? সন্ধ্যং স্বপ্নস্থানমুচ্যতে, “সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানম্”ইতি বচনাৎ। সা তু জীবেনৈব ক্রিয়তে, “সৃজতে স হি কর্ত্তা” ইত্যাহ হি ; স্বপ্নদৃগ্ জীব এব তত্র প্রতীয়তে ॥৩॥২॥১॥

নির্ম্মাতারঞ্চৈকে পুত্রাদয়শ্চ ॥৩॥২॥২॥

[পদচ্ছেদঃ—নির্ম্মাতারং (নির্ম্মাণকর্ত্তা) চ (ও) একে (কেহ কেহ), পুত্রাদয়ঃ (পুত্র প্রভৃতি [কাম্য পদার্থ], চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—একে শাখিনঃ এনং জীবং নির্ম্মাতারং—ন কেবলং স্বপ্নদৃশ্যানাং দ্রষ্টারমেব, অপিতু স্রষ্টারমপি অধীয়তে “য এষু সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ” ইত্যাদৌ। অত্র চ ‘কাম’-শব্দেন কাম্যভূতাঃ পুত্রাদয়ঃ নির্দ্দিশ্যন্তে, নতু ইচ্ছামাত্রমিত্যর্থঃ ॥

কোন কোন বেদশাখীরা ‘এই প্রাণপ্রভৃতি সুপ্ত হইলেও যিনি (জীব) বিবিধ কাম (কাম্যপদার্থ) নির্ম্মাণ করত জাগ্রৎ থাকেন’ ইত্যাদি স্থলে জীবকে স্বপ্নদৃশ্যের নির্ম্মাতাও বলিয়া থাকেন। এই শ্রুতিতে ‘কাম’ শব্দে কাম্যভূত পুত্রাদিই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কেবল ইচ্ছা মাত্র নহে ॥৩॥২॥২॥]

কিঞ্চ, এনং জীবং স্বপ্নে কামানাং নির্ম্মাতারমেকে শাখিনোঽধীয়তে “য এষু সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ” [কঠ০ ২।৫।৮] ইতি। পুত্রাদয়শ্চ তত্র কাম্যমানতয়া কাম-শব্দেন নির্দ্দিশ্যন্তে, নেচ্ছা-

---

নাই, পুষ্করিণী নাই, এবং নদী নাই, অথচ বেশান্ত, পুষ্করিণী ও নদীসমূহ সৃষ্টি করে। সেই (জীবই) তাহার (সৃষ্টির) কর্ত্তা হয়’। ইহাতে সংশয় এই যে, জীবই কি এই রথাদিসৃষ্টির কর্ত্তা ? অথবা ঈশ্বর ? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ? সন্ধ্যা-কালীন সৃষ্টি জীব-কৃতই বটে। কারণ ? যেহেতু স্বপ্নাবস্থাকেই ‘সন্ধ্য’ বলা হইয়া থাকে ; কেন না, [জাগ্রৎ ও সুষুপ্তি অপেক্ষা] ‘তৃতীয় স্থান স্বপ্নাবস্থাই সন্ধ্য’ এইরূপ শ্রুতিবাক্য রহিয়াছে। সেই সন্ধ্যসৃষ্টি জীবকর্ত্তৃকই সম্পাদিত হয় ; কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন—“সৃজতে, সহি কর্ত্তা”। এখানে স্বপ্নদর্শী জীবেরই কর্ত্তৃত্ব প্রতীতি হইতেছে ॥৩॥২॥১॥

অপি চ, কোন কোন বেদ-শাখীরা এই জীবকে স্বপ্নদৃশ্য ‘কাম’ সমূহের নির্ম্মাতাও বলিয়া থাকেন—‘এই প্রাণপ্রভৃতি সুপ্ত হইলেও যে পুরুষ (জীব) বিবিধ কাম নির্ম্মাণ করত জাগ্রৎ থাকে’ ইতি। পুত্রপ্রভৃতিই সেখানে কাম্যমান বা ইচ্ছার বিষয়ীভূত ; এই জন্য তাহারাই কাম-শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, কেবল ইচ্ছা বা অভিলাষমাত্র নহে। কেন না,

মাত্রম্। পূর্ব্বত্র হি "সর্ব্বান্ কামান্ ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব" [কঠ০ ১।১।২৫] "শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্ব" [কঠ০ ১।১।২৩] ইতি পুত্রাদয় এব কামাঃ প্রকৃতাঃ। অতো রথাদীন্ জীবঃ স্বপ্নে সৃজতি; জীবস্য চ সত্যসঙ্কল্পত্বং প্রজাপতিবাক্যে শ্রুতম্; অত উপকরণাদ্যভাবেঽপি সৃষ্টিরুপপদ্যতে ॥৩।২।২॥ ইতি প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

মায়ামাত্রং তু কার্ৎস্ন্যেনানভিব্যক্ত-স্বরূপত্বাৎ ॥৩।২।৩॥

[পদচ্ছেদঃ—মায়ামাত্রং (কেবলই মায়া—মিথ্যা) তু (পূর্ব্বপক্ষ-নিবৃত্তিসূচক) কার্ৎস্ন্যেন (সম্পূর্ণরূপে) অনভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ (যেহেতু স্বরূপ অভিব্যক্ত হয় না)।]

[সরলার্থঃ—তু-শব্দঃ পূর্ব্বপক্ষনিবৃত্ত্যর্থঃ। স্বপ্নে দৃশ্যমানং রথাদিকং তু মায়ামাত্রম্ অঘটন-ঘটনরূপং সৃষ্টমিত্যর্থঃ। মায়া-শব্দো হি আশ্চর্য্যবাচী; তাদৃশাশ্চর্য্যসৃষ্টির্হি মহামায়াৎ পরম-পুরুষাৎ পরমেশ্বরাদন্যেন কেনচিৎ কর্ত্তুং ন শক্যতে ইতি ভাবঃ। তেষাং মায়ামাত্রত্বং তু কার্ৎস্ন্যেন সাকল্যেন যথাযথরূপতয়া অনভিব্যক্তত্বাদবগম্যতে ইত্যর্থঃ।

সূত্রস্থ তু-শব্দ পূর্ব্বপক্ষ নিবৃত্তির সূচক। স্বপ্নে যে, রথাদিসৃষ্টি, তাহা কেবল মায়ামাত্র—অঘটন-ঘটনপটু মহা আশ্চর্য্যময় ঈশ্বরের সৃষ্টি; কারণ, যথাযথরূপে প্রকাশ না পাওয়াই স্বপ্নদৃশ্যের আশ্চর্য্যরূপতার জ্ঞাপক। তাদৃশ আশ্চর্য্য সৃষ্টি সত্য-সংকল্প মহামায়ী পরমেশ্বরের পক্ষেই সম্ভব হয়, অপরের পক্ষে হয় না ॥৩।২।৩॥]

তু-শব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি, স্বপ্নে রথ-পুষ্করিণ্যাদ্যর্থজাতং মায়ামাত্রং পরমপুরুষসৃষ্টমিত্যর্থঃ। মায়া-শব্দো হ্যাশ্চর্য্যবাচী; "জনকস্য কুলে জাতা

ইহার পূর্ব্বে 'তুমি ইচ্ছামতে সমস্ত কাম বা কাম্য পদার্থ প্রার্থনা কর, শতবর্ষজীবী পুত্র ও পৌত্র প্রভৃতি বরণ (প্রার্থনা) কর,' ইত্যাদি বাক্যে পুত্রপ্রভৃতিই কামরূপে প্রস্তাবিত হইয়াছে। অতএব স্বপ্নাবস্থায় জীবই রথাদির সৃষ্টি করে। জীবেরও যে, সত্যসংকল্পতা (যাহা ইচ্ছা, তাহা করিবার ক্ষমতা আছে, তাহা) প্রজাপতির বাক্যে শোনা গিয়াছে। অতএব সৃষ্টির উপযুক্ত উপকরণ না থাকিলেও [জীবেরপক্ষে] এইরূপ সৃষ্টিকরা উপপন্ন হইতেছে ॥৩।২।২॥

সূত্রস্থ তু-শব্দে পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কা অপনয়ন করিতেছে। স্বপ্নে দৃষ্ট রথ ও পুষ্করিণী প্রভৃতি পদার্থসমূহ কেবলই মায়া—পরমপুরুষ পরমেশ্বরের সৃষ্ট। মায়া-শব্দ স্বভাবতই আশ্চর্য্যবাচক;

দেবমায়েব নির্ম্মিতা” [রামায়ণে, বাল০ ১।২৭] ইত্যাদিষু তথা দর্শনাৎ। অত্রাপি “ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানঃ”—সকলেতরপুরুষানুভাব্যতয়া ন ভবন্তীত্যর্থঃ। “অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে” —স্বপ্নদৃগনুভাব্যতয়া তৎকালমাত্রাবসানান্ সৃজতে, ইত্যাশ্চর্য্যরূপত্বমেবাহ। এবংবিধাশ্চর্য্যরূপা সৃষ্টিঃ সত্যসঙ্কল্পস্য পরমপুরুষস্যৈবোপপদ্যতে, ন জীবস্য ; তস্য সত্যসঙ্কল্পত্বাদিযুক্তস্যাপি সংসারদশায়াং কাৎস্ন্যেনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ ন জীবস্য তথাবিধাশ্চর্য্যসৃষ্টিরুপপদ্যতে। “কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ” ইতি চ পরমপুরুষমেব নির্ম্মাতারমাহ—

“য এষু (*) সুপ্তেষু জাগর্ত্তি। * * * *
তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন॥” [কঠ০ ২।২,৮]

কারণ, ‘দেবমায়াই যেন জনকের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন’ ইত্যাদি স্থলে ঐরূপ অর্থই দেখা যায়। আর এখানেও ‘যেখানে রথ নাই, রথযোগ—অশ্বাদিনাই এবং পথ নাই’ কথার অর্থ—উহা অপর সাধারণ পুরুষের অনুভবের গোচর হয় না। আর ‘রথ, রথযোগ ও পথসমূহ সৃষ্টি করে’ কথার অর্থ এই যে, কেবল স্বপ্নদর্শীরই অনুভবগোচররূপে শুধু তৎকালের জন্য সৃষ্টি করে। সুতরাং এ কথাও স্বপ্নদৃশ্যের আশ্চর্য্যরূপতাই জ্ঞাপন করিতেছে। এবংবিধ আশ্চর্য্য সৃষ্টি করা সত্যসংকল্প (যাহার ইচ্ছা ব্যর্থ হয় না, সেই) পরমপুরুষ পরমেশ্বরের পক্ষেই সম্ভবপর হয়, কিন্তু জীবের পক্ষে কখনও হয় না। জীব প্রকৃতপক্ষে সত্যসংকল্প হইলেও সংসার-দশায় তাহা সম্পূর্ণরূপে অনভিব্যক্ত থাকায় তাহার পক্ষে তাদৃশ আশ্চর্য্য সৃষ্টি করা কখনও উপপন্ন হইতে পারে না। আর ‘পুরুষ নানাবিধ কাম নির্ম্মাণ করত’ এই বাক্যও পরমপুরুষ পরমেশ্বরকেই নির্ম্মাতা বলিতেছেন (†)। কেন না, ‘ইহারা সুপ্ত হইলেও যিনি জাগ্রৎ থাকেন’, ‘তিনিই শুক্র (উজ্জ্বল), তিনিই ব্রহ্ম, এবং তিনিই অমৃত বলিয়া কথিত হন। সমস্ত লোক (জগৎ) তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, কেহই তাহাকে অতিক্রম করে না,’ ইত্যাদি উপক্রম ও উপসংহারবাক্যেও পরম-

---

(*) এষু’ ইতি শাঙ্করভাষ্যসম্মত ঔপ নষদঃ পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—স্বপ্নদৃশ্য সম্বন্ধে বিভিন্নপ্রকার মতবাদ প্রচলৎ আছে। তন্মধ্যে কেহ কেহ বলেন—স্বপ্ন সময়ে যাহা কিছু দেখা যায়, তৎসমস্তই অস্তিত্বহীন, এবং পূর্ব্বানুভূত জাগ্রৎকালীন সত্য পদার্থেরই অনুভবজাত সংস্কারের ফল—স্মরণ মাত্র। জাগ্রৎ-অবস্থায় যে যে বিষয়ের অনুভব হয়, আগন্তুক নিদ্রা-দোষে সেই সমস্ত বিষয়েরই বিশৃঙ্খলভাবে সংবন্ধ সংঘটন করিয়া দেয়; এই জন্যই ঐ জ্ঞানকে ভ্রম বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। বৈদান্তিকগণ এরূপ সিদ্ধান্তে সন্তোষ লাভ করিতে পারেন না। তাহারা বলেন, স্বপ্নে যখন রথ গজাদির প্রত্যক্ষ প্রতীতি হয়, বিশেষতঃ “অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে” ইত্যাদি শ্রুতিও স্পষ্টাক্ষরেই স্বপ্নকালে রথাদি-সৃষ্টির কথা বলিতেছেন, তখন অবশ্যই তাৎকালিক প্রত্যক্ষ-যোগ্য রথাদি পদার্থের সৃষ্টি স্বীকার করিতে হইবে। আপত্তি হইতে পারে যে, সে সময় নানাপ্রকার স্বপ্নপদার্থ সৃষ্টির উপাদান কোথায়? এবং ক্ষুদ্রশক্তি জীব তাহার সৃষ্টিই বা করিবে কিরূপে? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, জীব উহার সৃষ্টিকরে না, মায়াধীশ্বর স্বয়ং পরমেশ্বরই উহা সৃষ্টি করেন; তিনি সত্যসংকল্প ; সুতরাং জীবের কর্ম্মানুসারে তিনিই নিজের ইচ্ছামাত্রে ঐ সমুদয় পদার্থ সৃষ্টি করেন, অন্য কোন উপাদানের অপেক্ষা করেন না।

ইত্যুপক্রমোপসংহারয়োঃ পরমপুরুষাসাধারণস্বভাবপ্রতীতেঃ। "অথ বেশান্তান্ পুষ্করিণ্যঃ শ্রবন্ত্যঃ সৃজতে, স হি কর্ত্তা" [বৃহদা০ ৪।৩।১০] ইতি চ তয়া শ্রুত্যৈকার্থ্যাৎ পরমপুরুষমেব কর্ত্তারমাহ ॥৩।২।৩॥

স্বাভাবিকং চেৎ জীবস্যাপহতপাপ্মত্বাদিকম্, কুতস্তৎ নাভিব্যজ্যতে? ইত্যত আহ—

পরাভিধ্যানাত্তু তিরোহিতম্, ততো হ্যস্য বন্ধ-বিপর্য্যয়ৌ ॥৩।২।৪॥

[পদচ্ছেদঃ—পরাভিধ্যানাৎ (পরব্রহ্মের অভিধ্যান—সংকল্পবশতঃ) তু (আশঙ্কানিবারক) তিরোহিতং (আবৃত—অবরুদ্ধ), ততঃ (তাঁহা হইতে—তাঁহারই সংকল্প হইতে) হি (নিশ্চয়ে) অস্য (ইহার—জীবের) বন্ধ-বিপর্য্যয়ৌ (বন্ধ ও মোক্ষ)।]

[সরলার্থঃ—জীবস্য অপহতপাপ্মত্বাদিকং স্বাভাবিকং চেৎ, কুতো ন অভিব্যজ্যতে? ইত্যাহ "পরাভিধ্যানাৎ" ইত্যাদি।

সৌত্রঃ তু-শব্দ উক্তাশঙ্কানিরাসার্থঃ। পরাভিধ্যানাৎ পরমপুরুষস্য ব্রহ্মণঃ সংকল্পাদেব তু পুনঃ [জীবস্য অপহতপাপ্মত্বাদিকং] তিরোহিতম্ অস্তি। ভগবচ্ছাসনাতিক্রমণরূপাপরাধবশাৎ পরমপুরুষ এব জীবস্য স্বাভাবিকং রূপং সমাবৃণোতীত্যর্থঃ। ততঃ তস্মাৎ পরমেশ্বরসংকল্পাদেব অস্য জীবস্য বন্ধ-বিপর্য্যয়ৌ বন্ধ-মোক্ষৌ ভবতঃ, "এষ হ্যেবানন্দয়াতি" ইত্যাদিশ্রুতেরিত্যর্থঃ॥

ভাল, জীব যদি স্বভাবতই অপহতপাপ্মাদিস্বরূপ হয়, তাহা হইলে সেই রূপের প্রকাশ হয় না কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—পরমপুরুষ পরমেশ্বরের ইচ্ছাবশতই কর্ম্মাপরাধযুক্ত জীবের সেই স্বাভাবিক রূপ আবৃত হইয়া থাকে, এবং সেই পরব্রহ্মের ইচ্ছানুসারেই জীবের বন্ধন-মোক্ষও ঘটিয়া থাকে ॥৩।২।৪॥]

তু-শব্দঃ শঙ্কাব্যাবৃত্ত্যর্থঃ; পরাভিধ্যানাৎ—পরমপুরুষসঙ্কল্পাৎ, অস্য জীবস্য স্বাভাবিকং রূপং তিরোহিতম্; অনাদিকর্ম্মপরম্পরয়া কৃতাপরাধস্য

পুরুষ পরমেশ্বরেরই অসাধারণ বা বিশেষ ধর্ম্ম সমূহের প্রতীতি হইতেছে। 'তাহার পর, বেশান্ত (ক্ষুদ্র জলাশয়), পুষ্করিণী ও নদীসমূহ সৃষ্টি করেন, তিনিই কর্ত্তা' এই শ্রুতিও পূর্ব্বশ্রুতির সহিত একবাক্যতানুসারে পরমপুরুষেরই স্রষ্টৃত্ব প্রতিপাদন করিতেছে।৩।২।৩॥

আচ্ছা, অপহতপাপ্মত্বাদি ধর্ম্মই যদি জীবের স্বভাবসিদ্ধ হইবে, তাহা হইলে তাহা প্রকাশ পায় না কেন? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন "পরাভিধ্যানাৎ" ইত্যাদি।

উক্ত আশঙ্কানিবারণের জন্য সূত্রে তু-শব্দ প্রদত্ত হইয়াছে। পরাভিধ্যান হইতে অর্থাৎ পরমপুরুষ ভগবানের ইচ্ছাবশেই এই জীবের স্বভাবসিদ্ধ রূপটি আচ্ছাদিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ

হ্যস্য স্বাভাবিকং কল্যাণরূপং পরমপুরুষস্তিরোধাপয়তি; ততঃ তৎসঙ্কল্পাদেব হি অস্য জীবস্য বন্ধ-মোক্ষৌ শ্রুতৌ "যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে, অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি, যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নু দরমন্তরং কুরুতে, অথ তস্য ভয়ং ভবতি", "এষ হ্যেবানন্দয়াতি" [তৈত্তি০ আন০ ৭।২] "ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে" [তৈত্তি০ আন০ ৮।১] ইত্যাদিষু ॥৩॥২॥৪॥

দেহযোগাদ্বা সোঽপি ॥৩॥২॥৫॥

[পদচ্ছেদঃ—দেহযোগাৎ (দেহধারণবশতঃ) বা (অথবা) সঃ (তাহা—শক্তির আবরণ) অপি (ও)।]

[সরলার্থঃ—বা-শব্দঃ ব্যবস্থিতবিকল্পার্থঃ; সঃ ঐশ্বর্য্যতিরোভাবোঽপি দেহযোগাৎ সৃষ্টিকালে দেব-মনুষ্যাদিদেহসম্বন্ধাৎ, প্রলয়কালে চ নামরূপবিভাগানর্হ-সূক্ষ্মাচিৎসম্বন্ধাৎ ভবতীত্যর্থঃ ॥

সূত্রের বা-শব্দটি বিকল্পার্থক,—সৃষ্টিসময়ে দেবমনুষ্যাদি শরীরের সহিত সম্বন্ধ বশতঃ, আর প্রলয়কালে নাম-রূপবিভাগানর্হ সূক্ষ্ম জড়সম্বন্ধ বশতঃ জীবের সেই স্বাভাবিক শক্তির তিরোভাব হইয়া থাকে ॥৩॥২॥৫॥]

সোঽপি তিরোভাবো দেহযোগদ্বারেণ বা ভবতি, সূক্ষ্মাচিচ্ছক্তিযোগদ্বারেণ বা; সৃষ্টিকালে দেহাবস্থেনাচিদ্বস্তুনা সংযোগাদ্ভবতি, প্রলয়কালে নাম-রূপবিভাগানর্হাতিসূক্ষ্মাচিদ্বস্তুযোগাৎ। অতোঽনভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ স্বপ্নে জীবো ন রথাদীন্ সঙ্কল্পমাত্রেণ স্রষ্টুং শক্নোতি। "তস্মিন্ লোকাঃ

পরমপুরুষ পরমেশ্বরই অনাদি কর্ম্মপরম্পরা ক্রমে কৃতাপরাধ জীবের সেই কল্যাণময় রূপ অন্তর্হিত করিয়া রাখেন, এবং তাঁহার ইচ্ছানুসারেই এই জীবের বন্ধন ও মোক্ষ হইয়া থাকে। এ কথা শ্রুতিতেও উক্ত আছে—'এই জীব যখনই অদৃশ্য, অনাত্ম্য, অনিরুক্ত ও অনিলয়ন (অন্যত্র অনাশ্রিত) এই পরব্রহ্মে সর্ব্বভয়নিবারক প্রতিষ্ঠা লাভকরে, তখনই সে (জীব) অভয় প্রাপ্ত হয়; আর যখন ইঁহাতে অল্পমাত্রও ভেদবুদ্ধি করে, তাহার পর, তাহার (ভেদদর্শীর) ভয় হইয়া থাকে।' 'ইনিই [সকলকে] আনন্দিত করেন,' ইহাঁর ভয়ে বায়ু [নিয়মিত ভাবে] সঞ্চরণ করিতেছে,' ইত্যাদি ॥৩॥২॥৪॥

জীবের যে, সেই স্বরূপ-তিরোভাব, তাহা দেহ-যোগ দ্বারাও হয়, আর সূক্ষ্ম জড়শক্তি দ্বারাও হয়, অর্থাৎ সৃষ্টিকালে দেহাকারে পরিণত জড়পদার্থের সহিত সংযোগ বশতঃ, আর প্রলয়কালে নাম ও রূপাকারে অবিভক্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জড়বস্তুর সহযোগ বশতঃ হইয়া থাকে। অতএব স্বাভাবিক রূপ অভিব্যক্ত থাকে না বলিয়াই স্বপ্নাবস্থায় জীব স্বীয় সংকল্প মাত্রে রথাদি সৃষ্টি

শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন" [কঠ০ ২।২।৮] ইতি সর্ব্বেষু স্বপ্নেষু জাগরণং সর্ব্বলোকাশ্রয়ত্বম্, ইত্যাদয়ো হি পরমপুরুষস্যৈব সম্ভবন্তি। অতো জীবানামল্পাল্পকর্ম্মানুগুণফলানুভবার্থং তাবন্মাত্রকালাবসানান্ তদেকানুভাব্যানর্থানুৎপাদয়তি ॥৩॥২॥৫॥

সূচকশ্চ হি শ্রুতেরাচক্ষতে চ তদ্বিদঃ ॥৩॥২॥৬॥

[পদচ্ছেদঃ—সূচকঃ (সূচক) চ (ও) হি (নিশ্চয়) শ্রুতেঃ (শ্রুতি হইতে) আচক্ষতে (বলিয়া থাকেন), তদ্বিদঃ (স্বপ্নতত্ত্বজ্ঞ লোকেরা)।]

[সরলার্থঃ—স্বপ্নো হি সূচকশ্চ শুভাশুভ-জ্ঞাপকোঽপি ভবতীতি শ্রুতেরবগম্যতে,—
"যদা কর্ম্মসু কাম্যেষু স্ত্রিয়ং স্বপ্নেষু পশ্যতি। সমৃদ্ধিং তত্র জানীয়াৎ তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে ॥"
ইতি। তদ্বিদঃ স্বপ্নাধ্যায়বিদশ্চ স্বপ্নং শুভাশুভয়োঃ সূচকম্ আচক্ষতে। নচ জীবঃ স্বয়মেব স্বস্যাশুভং সংকল্পয়তীতি কল্পয়িতুমপি যুক্তম্; অতঃ স্বাপ্নসৃষ্টিরীশ্বরকৃতৈবেতি ভাবঃ ॥

আর স্বপ্ন যে, ভাবী শুভাশুভের সূচনা করে, তাহা 'যখন কোনও কাম্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত পুরুষ স্বপ্নসময়ে স্ত্রীমূর্ত্তি দর্শন করে, তখন সেই স্বপ্নদর্শনের ফলে কর্ম্মের সাফল্য জানিবে,' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায়, এবং স্বপ্নাধ্যায়বিদ্ পণ্ডিতগণও স্বপ্নকে শুভাশুভফলের সূচক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন ॥৩॥২॥৬॥] [প্রথম সন্ধ্যাধিকরণ ॥১॥]

ইতশ্চ স্বাপ্না অর্থা ন জীবসঙ্কল্পপূর্ব্বকাঃ; যতঃ স্বপ্নঃ অভ্যুদয়ানভ্যুদয়য়োঃ সূচকঃ শ্রুতেরবগম্যতে—

"যদা কর্ম্মসু কাম্যেষু স্ত্রিয়ং স্বপ্নেষু পশ্যতি।
সমৃদ্ধিং তত্র জানীয়াৎ তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে ॥" [ছান্দো০ ৫।২।৯]

ইতি; "অথ স্বপ্নে পুরুষং কৃষ্ণং কৃষ্ণদন্তং পশ্যতি, স এনং হন্তি" [০— ?]

করিতে সমর্থ হয় না। আর 'তাঁহাতেই সমস্ত লোক আশ্রিত আছে, কেহই তাহাকে অতিক্রম করিতে পারে না,' এই যে সকলের স্বপ্নদশায়ও জাগরণ এবং সর্ব্বলোকের আশ্রয়ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম, তাহাও পরমপুরুষের সম্বন্ধেই সম্ভবপর হয়। অতএব [বুঝিতে হইবে যে,] জীবগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম্মানুযায়ী ফলানুভবের নিমিত্তই স্বপ্নকালমাত্রস্থায়ী এবং কেবল তত্তৎজীবের অনুভবযোগ্য বিষয় সমূহ (পরমেশ্বরই] সৃষ্টি করিয়া থাকেন ॥৩॥২॥৫॥

এই কারণেও স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থসমুদয় জীবের ইচ্ছাপূর্ব্বক সৃষ্ট নহে; কেন না, যেহেতু 'যখন কোনও কাম্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত ব্যক্তি স্বপ্নযোগে স্ত্রীমূর্ত্তি দর্শন করেন, তখন সেই স্বপ্নদর্শনের ফলে কর্ম্মের সাফল্য জানিবে,' 'স্বপ্নে যদি কৃষ্ণদন্তবিশিষ্ট কৃষ্ণকায় পুরুষকে দর্শন করে, তাহা হইলে সেই পুরুষই ইহাকে (দ্রষ্টাকে) বধ করে, অর্থাৎ দ্রষ্টার মৃত্যু সূচনা করে।'

ইত্যাদেশ্চ। স্বপ্নাধ্যায়বিদশ্চ স্বপ্নং শুভাশুভয়োঃ সূচকমাচক্ষতে। সূচকত্বঞ্চ স্বসঙ্কল্পায়ত্তস্য নোপপদ্যতে; তথাচাশুভস্যানিষ্টত্বাৎ শুভস্য সূচকমেব স্রষ্টা পশ্যেৎ। অতঃ স্বপ্নে সৃষ্টিরীশ্বরেণৈব কৃতা ॥৩॥২॥৬॥

[ইতি প্রথমং সন্ধ্যাধিকরণম্ ॥১॥]

তদভাবাধিকরণম্।]

তদভাবো নাড়ীষু তচ্ছ্রুতে-রাত্মনি চ ॥৩॥২॥৭॥

[পদচ্ছেদঃ—তদভাবঃ (স্বপ্নের অভাব) নাড়ীষু (নাড়ীর মধ্যে) তচ্ছ্রুতেঃ (তদ্বিষয়ে শ্রুতি হইতে) আত্মনি (আত্মাতে) চ (ও) ॥]

[সরলার্থঃ—ইদানীং সুষুপ্তিস্থানং পরীক্ষ্যতে—"তদভাবঃ" ইত্যাদিভিঃ। তদভাবঃ স্বপ্নাভাবঃ—সুষুপ্তিঃ নাড়ীষু হিতাখ্যাসু আত্মনি চ ভবতি; কুতঃ? তচ্ছ্রুতেঃ—"আসু তদা নাড়ীষু সৃপ্তো ভবতি," "সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি," ইত্যাদি-শ্রুতেরিত্যর্থঃ ॥

এখন সুষুপ্তি অবস্থার পরীক্ষা হইতেছে—স্বপ্নের অভাব—সুষুপ্তি-অবস্থা নাড়ীতে এবং আত্মাতেও হয়; কারণ, তদ্বোধক শ্রুতি রহিয়াছে। যথা—'তখন (সুষুপ্তিসময়ে) এই সমস্ত নাড়ীতে মিলিত হয়,' এবং 'হে সোম্য, জীব তখন (সুষুপ্তিসময়ে) সৎ-ব্রহ্মের সহিত মিলিত হয়,' ইত্যাদি ॥৩॥২॥৭॥]

[পূর্ব্বপক্ষঃ—]

ইদানীং সুষুপ্তিস্থানং পরীক্ষ্যতে। ইদমাম্নায়তে—"যত্রৈতৎ সুপ্তঃ

ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণ হইতেও স্বপ্নকে মঙ্গলামঙ্গলের সূচক বা জ্ঞাপক বলিয়া জানা যাইতেছে। স্বপ্নাধ্যায়বিদ্ পণ্ডিতগণও স্বপ্নকে শুভাশুভের সূচক বলিয়া থাকেন। নিজের সংকল্পায়ত্ত বিষয়ের কখনই অশুভসূচকতা সম্ভব হয় না; কারণ, তাহা হইলে অশুভ যখন কাহারই ইষ্ট বা অভিলষিত নহে, তখন লোকে নিশ্চয়ই আপনার কল্যাণ-সূচক বিষয়ই সংকল্প করিয়া তাহা দর্শন করিত, [অথচ তাহা কেহই কখনও করিতে পারে না;] অতএব স্বপ্নসৃষ্টি নিশ্চয়ই ঈশ্বরকৃত [জীবকৃত নহে] ॥৩॥২॥৬॥

[ইতি প্রথম সন্ধ্যাধিকরণ ॥১॥]

সম্প্রতি সুষুপ্তি অবস্থা আলোচিত হইতেছে—এইরূপ পঠিত আছে যে, 'এই সমস্ত জীব যে

সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন (*) বিজানাতি, আসু তদা নাড়ীষু সৃপ্তো ভবতি" [ছান্দো০ ৮।৬।৩] ইতি; তথা "অথ যদা সুষুপ্তো ভবতি যদা ন কস্যচন বেদ, হিতা নাম নাড্যো দ্বাসপ্ততিসহস্রাণি হৃদয়াৎ পুরীততমভি-প্রতিষ্ঠন্তে, তাভিঃ প্রত্যবসৃপ্য পুরীততি শেতে" [বৃহদা০ ২।১।১৯] ইতি; তথা "যত্রৈতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম, সতা সোম্য তদা সংপন্নো ভবতি" [ছান্দো০ ৬।৮।১] ইতি। এবং নাড্যঃ পুরীতৎ ব্রহ্ম চ সুষুপ্তিস্থানত্বেন শ্রূয়ন্তে। কিমেষাং বিকল্পঃ সমুচ্চয়ো বেতি বিশয়ে নিরপেক্ষত্বপ্রতীতেঃ যুগপদনেকস্থানবৃত্ত্যসম্ভবাচ্চ বিকল্পঃ, ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

সময় ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধবর্জ্জিত হইয়া এবং সম্যক্ প্রসন্নতা লাভকরিয়া কোনপ্রকার স্বপ্ন-সন্দর্শন করে না, তখন এই সমস্ত নাড়ীতে সংসৃষ্ট হয়'; এই রূপ, 'অতঃপর যখন সুপ্ত হয়, তখন কাহারো সম্বন্ধে কিছু জানে না, তখন 'হিতা' নামক যে, দ্বাসপ্ততি-সহস্র-সংখ্যক (বাহাত্তর হাজার) নাড়ী হৃদয় হইতে পুরীতৎ অভিমুখে চলিয়াছে, সেই সমুদয় নাড়ীর সহিত মিলিত হইয়া 'পুরীততে' শয়ন বা অবস্থান করে'; সেইরূপ, 'পুরুষ যে সময় এইরূপে 'স্বপিতি' (সুপ্ত) বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে, হে সোম্য, তখন সৎ-ব্রহ্মের সহিত সম্মিলিত হয়' ইতি। এইরূপে নাড়ীসমূহ, 'পুরীতৎ' ও ব্রহ্ম, তিনই সুষুপ্তিস্থানরূপে শ্রুত হইতেছে। এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, এই সুষুপ্তির জন্য কি এই স্থানত্রয়েরই বিকল্প? অথবা সমুচ্চয়? এইরূপ সংশয়স্থলে মনে হয় যে, [স্থানত্রয়ের মধ্যে যখন] পরস্পর অপেক্ষাপেক্ষিভাব প্রতীতি হইতেছে না, এবং একই সময়ে যখন তিনস্থানে অবস্থান করাও সম্ভবপর হইতেছে না, তখন বিকল্প-পক্ষই যুক্তিযুক্ত (†)। এইরূপ সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—"তদভাবঃ" ইতি (‡)।

[পূর্ব্বপক্ষ—সুষুপ্তিস্থান সম্বন্ধে বিকল্প]

(*) কঞ্চন' ইতি 'খ' পুস্তকে নাস্তি।

(†) তাৎপর্য্য—শ্রুতিতে সুষুপ্তি-স্থান বলিয়া সাধারণতঃ নাড়ী, পুরীতৎ ও আত্মা (ব্রহ্ম), এই তিনেরই উল্লেখ রহিয়াছে। তন্মধ্যে 'পুরীতৎ' নামক নাড়ীর কতকটা অংশ ত্বক্-সংযুক্ত আর কতকটা অংশ ত্বক্-হীন; মন যতক্ষণ ত্বক্ সংবলিত অংশে থাকে, ততক্ষণ তাহার অনুভব করিবার ক্ষমতা থাকে, কিন্তু ত্বক্‌হীন অংশে গমনের পর তাহার আর সে অনুভবশক্তি থাকে না। এখন 'বিকল্প' পক্ষে বলিতে হইবে যে, কখন বা নাড়ীতেই সুষুপ্তি উপস্থিত হয়, কখন বা পুরীততে হয়, কখনও বা আত্মাতে হয়; আর সমুচ্চয় পক্ষে বলিতে হইবে যে, নাড়ীতে সুষুপ্তির প্রারম্ভ, পুরীততে তাহার পুষ্টি এবং আত্মাতে তাহার পর্য্যবসান বা সমাপ্তি ঘটে। এখন এই বিষয়ের চূড়ান্ত সমাধানার্থ এই সূত্রের আরম্ভ হইয়াছে।

(‡) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণের নাম 'তদভাবাধিকরণ'। ইহা সপ্তম ও অষ্টম, এই দুই সূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—জীবের সুষুপ্তিস্থান-নির্ণয়। (২) সংশয়—নাড়ী, পুরীতৎ ও আত্মা, এই তিনটির মধ্যে যে কোন এক একটিই কি সুষুপ্তির স্থান? অথবা তিনটিই সুষুপ্তির তুল্য স্থান? (৩) পূর্ব্ব-পক্ষ—শ্রুতিতে যখন তিনটিরই উল্লেখ আছে, এবং এক একটিকেই যখন সুষুপ্তিস্থান বলিলে উপপত্তি হয়, তখন

[সিদ্ধান্তঃ—]

তদভাবঃ—ইতি। তদভাবঃ—স্বপ্নাভাবঃ—সুষুপ্তিঃ নাড়ীষু পুরীততি আত্মনি চ ভবতি, এষাং (*) স্থানানাং সমুচ্চয় ইত্যর্থঃ। কুতঃ? তচ্ছ্রুতেঃ ত্রয়াণাং স্থানত্বশ্রুতেঃ। ন চ কার্য্যভেদেন সমুচ্চয়ে সম্ভবতি পাক্ষিক-বাধগর্ভো বিকল্পো ন্যায্যঃ। সম্ভবতি চ—প্রাসাদ-খট্বা-পর্য্যঙ্কবৎ নাড্যাদীনাং কার্য্যভেদঃ। তত্র নাড়ী-পুরীততৌ প্রাসাদ-খট্বাস্থানীয়ৌ; ব্রহ্ম তু পর্য্যঙ্কস্থানীয়ম্। অতো ব্রহ্মৈব সাক্ষাৎ সুষুপ্তিস্থানম্ ॥৩।২।৭॥

অতঃ প্রবোধোঽস্মাৎ ॥৩।২।৮॥

[পদচ্ছেদঃ—অতঃ (এই হেতু) প্রবোধঃ (জাগরণ) অস্মাৎ (ইহা হইতে—ব্রহ্ম হইতে)।]

[সরলার্থঃ—[যতঃ] ব্রহ্মৈব সাক্ষাৎ সুষুপ্তিস্থানম্, অতঃ কারণাৎ অস্মাৎ ব্রহ্মণ এব জীবানাং প্রবোধঃ জাগরণং ভবতীত্যর্থঃ ॥

যেহেতু ব্রহ্মই সুষুপ্তি-স্থান বলিয়া অবধারিত হইল, সেই হেতু জীবগণের প্রবোধ অর্থাৎ জাগরণও সেই ব্রহ্ম হইতেই হইয়া থাকে ॥৩।২।৮॥] [ইতি দ্বিতীয় তদভাবাধিকরণ ॥ ২ ॥]

তদভাব অর্থ—স্বপ্নের অভাব—সুষুপ্তি; সুষুপ্তি অবস্থা যথাক্রমে নাড়ীসমূহে পুরীততে এবং আত্মাতে সম্পন্ন হইয়াথাকে, অর্থাৎ সুষুপ্তি অবস্থার সহিত এই স্থানত্রয়েরই সমুচ্চয়—তুল্য সম্বন্ধ, কিন্তু বিকল্প নহে। কারণ? যে হেতু তদনুকূল শ্রুতি রহিয়াছে, অর্থাৎ ঐ তিনেরই সুষুক্তিস্থানত্ব পক্ষে শ্রুতি আছে। বিশেষতঃ বিভিন্ন কার্য্যানুসারে সমুচ্চয়ের সম্ভব সত্ত্বে বিকল্প কল্পনা করা অনুচিতও হয়; কারণ, তাহাতে পাক্ষিক বাধ উপস্থিত হয়, অর্থাৎ যখন একটিকে সুষুপ্তি-স্থান বলিয়া ধরা হয়, তখন অপর দুইটির সুষুপ্তি-স্থানত্ব বাধিত হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ প্রাসাদ, খট্বা ও পর্য্যঙ্কের ন্যায় এখানেও কার্য্যগত প্রভেদ সম্ভবপর হইতে পারে; তন্মধ্যে নাড়ী ও পুরীতৎ, এই দুইটি স্থান প্রাসাদ ও খট্বাস্থানীয়, আর আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম পর্য্যঙ্কস্থানীয়; অতএব ব্রহ্মই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সুষুপ্তিস্থান, (প্রত্যেকে নহে) (†) ॥৩।২।৭॥

প্রত্যেক সুষুপ্তিতে তিনটির সমুচ্চয় করা অনাবশ্যক। (৪) উত্তর—না—স্থানের বিকল্প হইতে পারে না; কারণ, শ্রুতি যখন তিনটিকেই সুষুপ্তিস্থান বলিয়াছেন, এবং এক একটিকে সুষুপ্তির স্থান বলিলে যখন অপর দুইটি স্থানের সুষুপ্তি-স্থানত্ব বাধিত হইয়া পরে, বিশেষতঃ সুষুপ্তির প্রারম্ভ, পুষ্টি ও পর্য্যবসান বা সমাপ্তিরূপে যখন তিনেরই স্থানত্ব উপপন্ন হইতে পারে, তখন সুষুপ্তির জন্য উক্ত স্থানত্রয়ের সমুচ্চয় হওয়াই ন্যায্য। (৫) নির্ণয়—অতএব নাড়ী ও পুরীতৎ, এই দুইটি সুষুপ্তির প্রথম ও মধ্যাবস্থার স্থান, আর ব্রহ্মই তাহার পরিসমাপ্তির স্থান।

(*) তেষাম্' ইতি 'ক' পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—যেমন প্রাসাদের মধ্যে খাট, এবং তন্মধ্যে পর্য্যঙ্ক অবস্থিত থাকিয়া নিদ্রার সম্বন্ধে প্রত্যেকেই পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য করিয়া থাকে, তেমনি নাড়ী, পুরীতৎ এবং আত্মাও যথাযোগ্যরূপে সুষুপ্তি সম্বন্ধে পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য করিয়া থাকে; সুতরাং সুষুপ্তির পক্ষে স্থানত্রয়েরই সমুচ্চয় সম্ভবপর হইতেছে।

যতো ব্রহ্মৈব সাক্ষাৎ সুষুপ্তিস্থানম্; অতোঽস্মাৎ—ব্রহ্মণ এষাং জীবানাং প্রবোধঃ শ্রূয়মাণ উপপদ্যতে—"সত আগম্য (*) ন বিদুঃ সত আগচ্ছামহে" [ছান্দো০ ৬।১০।২] ইত্যাদিষু ॥৩॥২॥৮॥

[ইতি দ্বিতীয়ং তদভাবাধিকরণম্ ॥২॥]

কর্ম্মানুস্মৃতি-শব্দ-বিধ্যধিকরণম্।]

স এব তু কর্ম্মানুস্মৃতি-শব্দ-বিধিভ্যঃ ॥৩॥২॥৯॥

[পদচ্ছেদ:—সঃ (সুষুপ্ত পুরুষ) এব (নিশ্চয়) তু (পুনঃ) কর্ম্মানুস্মৃতি-শব্দ-বিধিভ্যঃ (কর্ম্ম, অনুস্মৃতি—আমি সেই পুরুষই, এইরূপ স্মরণ, শব্দ (শ্রুতি) ও বিধি—শাস্ত্রীয় বিধান হইতে)।]

[সরলার্থঃ—কিং সুষুপ্ত এব প্রবোধে উত্তিষ্ঠতি? অথবা অন্যঃ? ইতি সংশয়ে আহ—"স এব তু" ইত্যাদি। তু-শব্দঃ শঙ্কানিরাসার্থঃ। প্রবোধসময়ে তু সঃ সুষুপ্ত এব সমুত্তিষ্ঠতি, নান্যঃ। কুতঃ? কর্ম্মানুস্মৃতি-শব্দ-বিধিভ্যঃ সুষুপ্তস্য ব্রহ্মজ্ঞানাভাবাৎ স্বকৃতস্য চ পূর্ব্বকর্ম্মণস্তেনৈবোপভোক্তব্যত্বাৎ, 'স এবাহম্' ইতি সুপ্তোত্থিতস্য প্রত্যভিজ্ঞানাৎ, "যদ্‌যদ্ভবন্তি, তথা ভবন্তি" ইতি শ্রৌত-শব্দাৎ, মোক্ষ-সাধনবিধেশ্চ। সুষুপ্তৌ চেৎ সর্ব্বে মুচ্যেরন্ ব্রহ্মসম্পত্ত্যা, মোক্ষসাধনবিধেরানর্থক্যমেব প্রসজ্যেত ইতি ভাবঃ ॥

সেই সুষুপ্ত ব্যক্তিই প্রবোধ সময়ে পুনর্ব্বার উত্থিত হয়; কারণ? প্রথমতঃ সুষুপ্ত ব্যক্তিকেই পূর্ব্বানুষ্ঠিত নিজ কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হইবে; দ্বিতীয়তঃ সুষুপ্তিভঙ্গের পরও 'আমি সেই লোকই বটে' এইরূপ অনুস্মরণ বা প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে; তৃতীয়তঃ 'সুষুপ্তির পূর্ব্বে যে যাহা থাকে, পরেও তাহাই হয়' এইরূপ শ্রুতিপ্রমাণও রহিয়াছে; চতুর্থতঃ মোক্ষ-সাধনের উপদেশ অনর্থক হইতে পারে; সুষুপ্তিতেই যদি ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি হইত, তাহা হইলে মোক্ষ-সাধনের উপদেশ (বিধি) নিরর্থক হইয়া যাইত; অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, সুষুপ্ত জীবই পুনর্ব্বার উত্থিত হয়, অন্য নহে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ৯ ॥]

যেহেতু সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্রহ্মই সুষুপ্তির স্থান বা আশ্রয়; সেই হেতু '[জীবগণ] সৎ-ব্রহ্ম হইতে আসিয়া বুঝিতে পারে না যে, আমরা সৎ হইতে আগমন করিতেছি,' ইত্যাদি শ্রুতিতে শ্রূয়মাণ ব্রহ্ম হইতে এই জীবগণের প্রবোধ বা জাগরণও উপপন্ন হইতেছে ॥ ৩॥২॥৮ ॥

[ইতি দ্বিতীয় তদভাবাধিকরণ ॥ ২ ॥]

(*) 'আগত্য' ইতি 'ক' পাঠঃ।

কিং সুষুপ্ত এব প্রবোধসময়ে উত্তিষ্ঠতি, উতান্যঃ ? ইতি সংশয়ে অস্য সকলোপাধিবিনির্মুক্তস্য ব্রহ্মণি সম্পন্নস্য মুক্তাদবিলক্ষণত্বেন প্রাচীন-শরীরেন্দ্রিয়াদিসম্বন্ধাভাবাদন্যঃ ; ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

স এব তু—ইতি। তু-শব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। স এবোত্তিষ্ঠতি; কুতঃ? কর্ম্মানুস্মৃতি-শব্দ-বিধিভ্যঃ। কর্ম্ম তাবৎ—সুষুপ্তেন পূর্ব্বকৃতং পুণ্যপাপরূপং তত্ত্বজ্ঞানাৎ প্রাক্ তেনৈব ভোক্তব্যম্। অনুস্মৃতিরপি—য এবাহং সুপ্তঃ,

প্রবোধ-সময়ে—সুষুপ্তিভঙ্গের পরে সুষুপ্ত জীবই কি ব্রহ্ম হইতে উত্থিত হয়? অথবা অপর জীব? এরূপ সংশয়স্থলে মনে হয় যে, সুষুপ্ত জীব যখন সর্ব্বপ্রকার উপাধিরহিত ও ব্রহ্মেতে বিলীন হইয়া থাকে; বিশেষতঃ মুক্তপুরুষের সহিত যখন তাঁহার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্যও থাকে না—পূর্ব্বতন শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির সহিত সম্বন্ধও থাকে না, তখন [মনে হয় যে,] অন্য জীবই উত্থিত হয়; এইরূপ প্রাপ্তিতে বলা হইতেছে (*)—"স এব তু" ইতি।

[পূর্ব্বপক্ষ—সুষুপ্তিভঙ্গে অন্য জীবের উত্থান]

সূত্রস্থ তু-শব্দটি উক্ত পূর্ব্বপক্ষের নিবৃত্তি করিতেছে। সেই সুষুপ্ত জীবই উত্থিত হয়, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে ফিরিয়া আইসে। কারণ? কর্ম্ম, অনুস্মৃতি, শব্দ ও বিধিই কারণ। তন্মধ্যে কর্ম্ম এই যে, যেহেতু সুষুপ্ত ব্যক্তির যখন তত্ত্বজ্ঞান হয় নাই, তখন তাহার পূর্ব্বসম্পাদিত পুণ্য ও পাপ কর্ম্মের ফল তাহাকেই উপভোগ করিতে হইবে; তাহার পর, যেহেতু 'যে আমি সুপ্ত ছিলাম, সেই আমিই

[সিদ্ধান্ত—সুষুপ্তের উত্থান]

(*) তাৎপর্য্য—ইহার নাম 'কর্ম্মানুস্মৃতিশব্দবিধ্যধিকরণ'। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—সুষুপ্তিস্থান। (২) সংশয়—যে জীব সুষুপ্ত হয়, জাগরণের সময় সেই জীবই কি উত্থিত হয়, না—অন্য জীব? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—সুষুপ্তির সময় জীব যখন ব্রহ্মের সঙ্গে মিশিয়া যায় এবং পূর্ব্বশরীরের সহিত তাহার সম্বন্ধও বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন সেই জীবই যে, পুনরুত্থিত হয়, এরূপ নিয়ম হইতে পারে না। (৪) উত্তর—না, সুষুপ্ত ব্যক্তির ব্রহ্মজ্ঞান না থাকায় মুক্তি হইতে পারে না; বিশেষতঃ প্রাত্যহিক সুষুপ্তিতেই মুক্তি সম্ভব হইলে মুক্তির জন্য সাধনোপদেশও অনর্থক হইতে পারে; এবং জাগরণের সময় প্রত্যেকেই 'সেই আমি বলিয়া' আপনার পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব স্মরণ করিয়া থাকে, অধিকন্তু সুষুপ্তির পূর্ব্বে স্বকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ তাহার পক্ষেই সম্ভবপর হয়; এই সকল কারণে বলিতে হয় যে, সুষুপ্ত জীবই পুনরুত্থিত হইয়া থাকে, অপরে নহে। (৫) নির্ণয়—অতএব বুঝিতে হইবে যে, সুষুপ্তির পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী জীব একই বটে, ভিন্ন নহে।

স এব প্রবুদ্ধোঽস্মীতি। শব্দোঽপি—সুষুপ্ত-প্রবুদ্ধঃ স এবেতি দর্শয়তি—"ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ্ যদ্ভবন্তি তথা ভবন্তি" [ছান্দো° ৬।১০।২] ইতি। বিধয়শ্চ মোক্ষার্থাঃ সুষুপ্তস্য মুক্তত্বেঽনর্থকাঃ স্যুঃ। ন চাসৌ সর্ব্বোপাধিবিনির্মুক্ত আবির্ভূতস্বরূপঃ—"তদ্ যত্রৈতৎ সুষুপ্তঃ" ইতি সুষুপ্তং প্রকৃত্য "নাহ খল্বয়মেবং সম্প্রত্যাত্মানং জানাত্যয়মহমস্মীতি, নো এবেমানি ভূতানি, বিনাশমেবাপীতো ভবতি, নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামি" [ছান্দো° ৮।১১।২] ইতি বচনাৎ। মুক্তস্য চ "পরং জ্যোতিরূপ-সম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" [ছান্দো° ৮।৩।৪], "স তত্র পর্য্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ" [ছান্দো° ৮।১২।৩] "স স্বরাড্ ভবতি, তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি" [ছান্দো° ৭।২৫।২], "সর্ব্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি সর্ব্বমাপ্নোতি সর্ব্বশঃ" [ছান্দো° ৭।২৩।২] ইতি সর্ব্বজ্ঞত্বাদিঃ শ্রূয়তে।

জাগরিত হইয়াছি,' এইরূপ অনুস্মৃতি বা প্রত্যভিজ্ঞাও হইয়া থাকে। বিশেষতঃ যেহেতু 'তাহারা (সুপ্ত জীবগণ) এখানে (জাগ্রদবস্থায়) ব্যাঘ্র বা সিংহ, বৃক (ব্যাঘ্রবিশেষ) বা বরাহ, কীট বা পতঙ্গ, ডাঁশ বা মশক,—যে যে যাহা যাহা থাকে, [সুষুপ্তি ভঙ্গের পরও] তাহারা তাহাই হইয়া থাকে,' এই শব্দ বা শ্রুতিপ্রমাণও দেখাইতেছে যে, সুপ্ত ও প্রবুদ্ধ জীব একই (পৃথক্ জীব নহে)। বিশেষতঃ সুষুপ্তিতেই যদি মুক্তি হইত, তাহা হইলে মোক্ষ-বিধায়ক শাস্ত্রেরও কিছুমাত্র আবশ্যক হইত না। আর এই সুষুপ্ত ব্যক্তি যে, সর্ব্বপ্রকার উপাধি হইতেও বিমুক্ত হইয়া আবির্ভূতস্বরূপ হয়, অর্থাৎ তাহার যে, সচ্চিদানন্দ রূপই প্রকাশ পায়, তাহাও নহে; কারণ, শ্রুতি 'জীব যে সময় এইরূপে সুষুপ্ত হয়,' এইরূপে সুষুপ্ত জীবের উপক্রম করিয়া বলিয়াছেন যে, 'সম্প্রতি এই জীব—আমি হই এইপ্রকার, এইরূপে আপনাকে নিশ্চয়ই জানিতেছে না, দৃশ্যমান ভূতসমূহকেও জানিতেছে না, এবং যেন বিনাশই প্রাপ্ত হইয়াছে; আমি এই অবস্থায় ভোগযোগ্য কিছু দেখিতেছি না,' ইত্যাদি। অথচ মুক্তপুরুষের সম্বন্ধে 'পর জ্যোতিঃ (পরমাত্মাকে) প্রাপ্ত হইয়া স্বস্বরূপে অভিব্যক্ত হন।' 'সেই মুক্ত পুরুষ সেই অবস্থায় ভক্ষণ, ক্রীড়া ও রমণ করত বিচরণ করেন,' 'তিনি স্বরাজ্ হন, সর্ব্ব জগতে তাঁহার কামচার (স্বাতন্ত্র্য) হইয়া থাকে,' 'তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি সর্ব্ব বিষয় দর্শন করেন, এবং সর্ব্ব প্রকারে সর্ব্ব বিষয় প্রাপ্ত হন,' ইত্যাদি বাক্যে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মসমূহও শ্রুত হইতেছে। অতএব [বুঝিতে হইবে যে,] সুষুপ্ত

অতঃ সুষুপ্তঃ সংসরন্নেব (*) আয়স্তসর্ব্বকরণো জ্ঞানভোগাদ্যশক্তো বিশ্রামস্থানং (†) পরমাত্মানমুপসম্পদ্যাশ্বস্তঃ পুনর্ভোগায়োত্তিষ্ঠতি ॥৩॥২॥৯॥

[ইতি তৃতীয়ং কর্ম্মানুস্মৃতি-শব্দ-বিধ্যধিকরণম্ ॥৩॥]

মুগ্ধাধিকরণম্।] **মুগ্ধেঽর্দ্ধসম্পত্তিঃ পরিশেষাৎ ॥৩॥২॥১০॥**

[পদচ্ছেদঃ—মুগ্ধে (মূর্চ্ছিতে) অর্দ্ধসম্পত্তিঃ (মরণের অর্দ্ধেক অবস্থা) পরিশেষাৎ (যেহেতু স্বপ্নাদি অবস্থার অতিরিক্ত)।]

[সরলার্থঃ—মূর্চ্ছা কিং সুষুপ্ত্যাদ্যন্যতমাবস্থা অবস্থান্তরং বা ? ইতি বিচার্য্যতে—"মুগ্ধে" ইত্যত্র ॥

মুগ্ধে মূর্চ্ছিতে পুরুষে যা অবস্থা (মূর্চ্ছা), সা অর্দ্ধ-সম্পত্তিঃ—মরণায় অর্দ্ধেন সম্পত্তিরিত্যর্থঃ। যদ্বা, অর্দ্ধেন মরণে, অর্দ্ধেন চ সুষুপ্তৌ নিবিশতে ইত্যর্থঃ। কুতঃ ? পরিশেষাৎ প্রাণাদীনাং সর্ব্বব্যাপারোপরমাৎ সা ন জাগরাদ্যবস্থা ; প্রাণাস্তিত্বেন চ ন মরণাবস্থা ; আকার-বৈলক্ষণ্যাচ্চ ন সুষুপ্তিঃ ; সুতরামেব সা অর্দ্ধ-সম্পত্তিরিতি ভাবঃ ॥

মূর্চ্ছিত ব্যক্তির যে অবস্থা দৃষ্ট হয়, তাহা কি জাগরণাদি অবস্থারই অন্তর্গত ? অথবা ইহা একটি স্বতন্ত্র অবস্থা ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—মুগ্ধে অর্থাৎ মূর্চ্ছিত পুরুষে যে অবস্থা দৃষ্ট হয়, তাহা জাগরাদি অবস্থার অতিরিক্ত অর্দ্ধ-সম্পত্তি অর্থাৎ মরণেরই আধা-আধি অবস্থা ; কারণ, জাগরাদি অবস্থার সহিত বৈলক্ষণ্য থাকায় ইহা ঐসমস্ত অবস্থার অন্তর্গত হইতে পারে না ॥৩॥২॥১০॥]

ব্যক্তি সংসারী থাকিয়াই (মুক্ত না হইয়াই) সমস্ত ইন্দ্রিয়-ব্যাপার-বিরহিত হওয়ায় বিষয়ের উপলব্ধি ও ভোগাদি কার্য্যে অসমর্থ থাকিয়া বিশ্রামস্থান পরমাত্মাকে লাভ করিয়া সুস্থ হয় এবং ভোগের জন্য পুনশ্চ তাঁহা হইতে উত্থিত হয় (‡) ॥৩॥২॥৯॥

[কর্ম্মানুস্মৃতি-শব্দ-বিধিনামক তৃতীয় অধিকরণ ॥৩॥]

(*) অপাস্ত' ইতি 'ক' পাঠঃ।

(†) বিশ্রমস্থানম্' ইতি 'খ' পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য—বেদান্ত মতে দেহ তিন প্রকার—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। তন্মধ্যে দৃশ্যমান এই অন্নময় দেহ স্থূল দেহ, সপ্তদশাবয়বাত্মক দেহ সূক্ষ্ম দেহ, আর জীবোপাধিভূত অবিদ্যার নাম কারণ দেহ। সুষুপ্তি সময়ে স্থূল সূক্ষ্ম উভয় দেহই বিনষ্ট হইয়া যায়। নিকটস্থ লোকেরা যে, সুষুপ্তের স্থূল শরীর দর্শন করে, ইহা কেবল ভ্রম মাত্র, সত্য নহে। তৎকালে কেবল কারণ-দেহ মাত্র বিদ্যমান থাকে। অন্তঃকরণ না থাকায় তখন তাহার জ্ঞান শক্তির বিকাশ থাকে না, কেবল ক্রিয়া-শক্তির মাত্র বিকাশ থাকে ; সেই জন্যই সুষুপ্তের শ্বাস-প্রশ্বাসাদি দেখিতে পাওয়া যায়। জীব সে সময় কারণ-শরীর আশ্রয় করিয়া কেবল তদ্‌গত সাত্ত্বিক আনন্দ উপভোগ করিতে থাকে। অন্তঃকরণবৃত্তি না থাকিলেও তখন অবিদ্যাবিষয়ে অবিদ্যাবৃত্তি বিদ্যমান থাকে ; এই জন্য সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির এই

মুগ্ধমধিকৃত্য চিন্ত্যতে,—কিমিয়ং মূর্চ্ছা সুষুপ্ত্যাদ্যন্যতমাবস্থা, উতাবস্থান্তরম্? ইতি বিশয়ে সুষুপ্ত্যাদীনামন্যতমাবস্থায়ামেব মূর্চ্ছাপ্রসিদ্ধ্যুপপত্তেরবস্থান্তরকল্পনে প্রমাণাভাবাদন্যতমাবস্থা; ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

মুগ্ধেঽর্দ্ধসম্পত্তিঃ—ইতি। মুগ্ধে পুরুষে যা তস্যাবস্থা, সা মরণায়ার্ধসম্পত্তিঃ। কুতঃ? পরিশেষাৎ—ন তাবৎ স্বপ্ন-জাগরৌ, জ্ঞানাভাবাৎ;

এখন মুগ্ধ (মূর্চ্ছিত) পুরুষকে অবলম্বন করিয়া চিন্তাকরা হইতেছে,—এই মূর্চ্ছা কি সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থারই অন্যতম অবস্থা? অথবা পৃথক্ একটি স্বতন্ত্র অবস্থা? এইরূপ সংশয়ে বলা হইতেছে যে, সুষুপ্তি প্রভৃতির কোন একটি অবস্থার মধ্যেই যখন মূর্চ্ছার অন্তর্ভাব হইতে পারে, অথচ উহার পৃথক্ অবস্থান্তরত্ব কল্পনার পক্ষেও যখন কোন প্রমাণ নাই, তখন উহা সুষুপ্তি প্রভৃতিরই অন্যতম অবস্থা। এইরূপ প্রাপ্তি সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—"মুগ্ধে অর্দ্ধসম্পত্তিঃ" (*)।

মূর্চ্ছিত ব্যক্তির যে অবস্থা, তাহা মরণেরই অর্দ্ধ-সম্পত্তি, অর্থাৎ প্রায় মরণেরই অর্দ্ধাবস্থা; কারণ? পরিশেষই কারণ, অর্থাৎ সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থায় অন্তর্ভূত না হওয়াই কারণ (†)। মুগ্ধাবস্থায় জ্ঞান থাকে না; সুতরাং ইহা স্বপ্ন বা জাগরণ অবস্থা নহে।

প্রকার স্মরণ হইয়া থাকে যে, "সুখমহম্ অস্বাপ্সম্, ন কিঞ্চিদবেদিষম্" অর্থাৎ আমি সুখে শয়ন করিয়াছিলাম, কিন্তু কিছুই জানিতে পারি নাই। ইহার শেষাংশই তাৎকালিক অবিদ্যানুভূতির স্মরণ। আচার্য্যগণ অতি সংক্ষেপে অতি উত্তমরূপে সুষুপ্তির একটি পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাহা এই—

"সুষুপ্তিকালে সকলে বিলীনে তমোঽভিভূতঃ সুখরূপমেতি।
পুনশ্চ জন্মান্তর-কর্ম্মযোগাৎ স এব জীবঃ স্বপিতি প্রবুদ্ধঃ॥"

অর্থাৎ সুষুপ্তি সময়ে স্থূল সূক্ষ্ম শরীর প্রভৃতি সমস্তই বিলীন হইয়া গেলে পর, জীব তখন অজ্ঞানে অভিভূত হইয়া আনন্দময় ভাব প্রাপ্ত হয়। সেই জীবই আবার জন্মান্তর-সঞ্চিত কর্ম্মবশে জাগরিত হয় এবং পুনশ্চ সুষুপ্ত হয়।

(*) তাৎপর্য্য—ইহার নাম 'মুগ্ধাধিকরণ'। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—মূর্চ্ছাবস্থা। (২) সংশয়—মূর্চ্ছা কি সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থারই অন্তর্গত? অথবা স্বতন্ত্র একটি অবস্থা? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—মূর্চ্ছা যখন সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থার মধ্যেই অন্তর্ভূত হইতে পারে, তখন তাহাকে স্বতন্ত্র অবস্থা বলা অনাবশ্যক। (৪) উত্তর—না—নিমিত্ত ও আকারাদির বৈলক্ষণ্য থাকায় মূর্চ্ছা কখনই সুষুপ্ত্যাদির অন্তর্গত হইতে পারে না; অতএব ইহা মরণেরই অর্দ্ধ সম্পত্তি মাত্র। (৫) নির্ণয়—অতএব মূর্চ্ছা অবস্থাটি সুষুপ্তি প্রভৃতির অন্তর্গত নহে, মরণেরই অর্দ্ধ-সম্পত্তি মাত্র।

(†) তাৎপর্য্য—'পরিশেষ' অর্থ—"প্রসক্তপ্রতিষেধে অন্যত্রাপ্রসঙ্গাৎ শিষ্যমাণে সংপ্রত্যয়ঃ পরিশেষঃ।" (ন্যায়)। অর্থাৎ যাহাদের প্রাপ্তিসংভাবনা থাকে, সেই সমুদয়ের মধ্যে অপর সকলগুলি নিষিদ্ধ হইয়া গেলে যে, অবশিষ্ট বিষয়ে কার্য্য প্রতীতি, তাহার নাম 'পরিশেষ'। এখানে সুষুপ্তি অবস্থার মধ্যে মূর্চ্ছার অন্তর্ভাবের সংভাবনা ছিল, তন্মধ্যে সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থাগুলি নিষিদ্ধ হওয়ায় কাজেই অবশিষ্ট অবস্থান্তরে মূর্চ্ছার অন্তর্ভাব সিদ্ধ হইল। এই অভিপ্রায়ে এখানে 'পরিশেষ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

নিমিত্ত-বৈরূপ্যাদাকারবৈরূপ্যাচ্চ ন সুষুপ্তি-মরণে। নিমিত্তং (*) হি মূর্চ্ছায়া অভিঘাতাদিঃ। পারিশেষ্যাৎ মরণার্ধসম্পত্তির্মূর্চ্ছা। মরণং হি সর্ব্বপ্রাণ-দেহসম্বন্ধোপরতিঃ; সূক্ষ্মপ্রাণদেহ-সম্বন্ধাবস্থিতির্মূর্চ্ছা ॥৩॥২॥১০॥

[ইতি চতুর্থং মুগ্ধাধিকরণম্ ॥৪॥]

উভয়লিঙ্গাধিকরণম্ ।] **ন স্থানতোঽপি পরস্যো-ভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি ॥৩॥২॥১১॥**

[পদচ্ছেদঃ - ন (না), স্থানতঃ (আশ্রয়ানুসারে) অপি (ও), পরস্য (পরব্রহ্মের) উভয়লিঙ্গং (সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষভাব), সর্ব্বত্র (সকল স্থলে) হি (নিশ্চয়)।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং জাগরাদিস্থান-সম্বন্ধনিবন্ধনা দোষা জীববদ্ অন্তর্যামিণি পরব্রহ্মণ্যপি সম্ভবন্তি নবেতি বিচার্য্যতে।

স্থানতঃ জাগরাদিস্থানসম্বন্ধাদপি পরস্য ব্রহ্মণঃ ন কশ্চিৎ দোষঃ; কুতঃ? যতঃ সর্ব্বত্র শ্রুতিষু স্মৃতিষু চ "য আত্মা অপহতপাপ্মা…সত্যকামঃ সত্য-সংকল্পঃ" "নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্," "সমস্তকল্যাণ-গুণাত্মকোঽসৌ" "ন যত্র ক্লেশাদয়ঃ" ইত্যাদ্যাসু উভয়লিঙ্গং—নিরস্তনিখিলদোষ-সম্বন্ধ-নিখিলকল্যাণগুণাকরত্বরূপম্ উপলভ্যতে। এতাবতা সগুণত্বং নির্গুণত্বঞ্চ ব্রহ্মণঃ সিদ্ধমিতি ভাবঃ ॥

জাগরণাদি অবস্থার সহিত সম্বন্ধ হওয়ায় জীবের ন্যায় অন্তর্য্যামী পরব্রহ্মেও অবস্থাগত কোন দোষ সংক্রামিত হয় কি না, তাহা বিচারিত হইতেছে—

জাগরণাদিস্থানের সহিত সম্বন্ধ বশতঃও পরব্রহ্মের কোনপ্রকার দোষস্পর্শ হয় না; কারণ, সর্ব্বত্র—শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে তাহার উভয় লিঙ্গ—নির্দ্দোষ গুণে সগুণভাব, আর হেয়গুণাভাবে নির্গুণভাব দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব বুঝিতে হইবে যে, তিনি সগুণ হইলেও নিত্য-নির্দ্দোষ গুণসম্পন্ন; সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে দোষাশঙ্কা হইতেই পারে না ॥৩॥২॥১১॥]

(*) তাৎপর্য্য—"নিমিত্তং হি ইতি। আদি-শব্দেন অত্যন্তানিষ্টশ্রবণাদ্যভিপ্রেতম্। তর্হি মরণান্তর্গতা? ইতি শঙ্কায়াম্ আকার-বৈরূপ্যং বিবৃণোতি "মরণং হি" ইতি। নিমিত্তবৈরূপ্যাৎ সুষুপ্তিব্যাবৃত্তিঃ, আকার-বৈরূপ্যাৎ মরণব্যাবৃত্তিঃ। 'ন সুষুপ্তি-মরণে' ইত্যুক্তেঃ আসন্নতয়া সুষুপ্তি-মরণয়োঃ ধীস্থত্বাৎ পারিশেষ্যমুক্তবান্। পশ্চাৎ মরণান্তর্ভাবশঙ্কায়াম্ আকারবৈরূপ্যং বিবৃতং। সুষুপ্তৌ প্রাণো ভূয়িষ্ঠমুপলভ্যতে, মূর্চ্ছায়ামল্পঃ কিঞ্চিদুপলভ্যতে, মৃতৌ ন কিঞ্চিদপি। বাহ্যবায়ুনা ভূয়িষ্ঠমাপ্যায়িতঃ সুষুপ্তৌ, মূর্চ্ছায়াং কিঞ্চিদাপ্যায়িতঃ, অনাপ্যায়িতস্য প্রাণস্যোপলম্ভানর্হত্বাৎ।

অন্যে তু—মূর্চ্ছিতঃ কিং মরণায় পরমাত্মানমভিসম্পন্নঃ? উত স্বাপ্নে তস্মিন্ বিলীনঃ? উত প্রকারান্তরগতঃ? ইতি বিচারমাচক্ষতে। জাগ্রদাদিষু অন্যতমেত্যেকাবচারান্তর্ভাবাৎ পৃথক্‌করণে ফলভবাৎ দ্বেধা বিচার উচিতঃ। বিচারস্য পরমাত্মপর্য্যন্তত্বং চ বিফলম্, পারিশেষ্যহেতোঃ পরমাত্মপর্য্যন্তত্বে অতৎপর্য্যন্তত্বে চাবিশেষাৎ।" ইতি শ্রুতপ্রকাশিকা টীকা।

দোষদর্শনাদ্ বৈরাগ্যোদয়ায় জীবস্যাবস্থাবিশেষা নিরূপিতাঃ; ইদানীং ব্রহ্মপ্রাপ্তি-তৃষ্ণাজননায় প্রাপ্যস্য ব্রহ্মণো নির্দোষত্ব-কল্যাণগুণাত্মকত্বপ্রতি-পাদনায়ারভতে।

তত্র জাগর-স্বপ্ন-সুষুপ্তি-মুগ্ধ্যুৎক্রান্তিষু স্থানেষু তত্তৎস্থানপ্রযুক্তা জীবস্য যে দোষাঃ, তে তদন্তর্য্যামিণঃ পরস্য ব্রহ্মণোঽপি তত্র তত্রাবস্থিতস্য সন্তি, নেতি বিচার্য্যতে। কিং যুক্তম্ ? সন্তীতি। কুতঃ ? তত্তদবস্থ-শরীরেঽব-স্থানাৎ।

নিমিত্তের বৈলক্ষণ্য এবং আকৃতির পার্থক্য হেতুও উহা সুষুপ্তি ও মরণাবস্থা নহে; কেন না, মূর্চ্ছার নিমিত্ত—আঘাত প্রভৃতি, (কিন্তু সুষুপ্তির নিমিত্ত তাহা নহে); অতএব উক্ত অবস্থা-সমূহের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় মূর্চ্ছাবস্থাটি মরণেরই অর্দ্ধ-সম্পত্তি (*) ॥৩॥২॥১০॥

অবস্থাগত দোষ দর্শনে বৈরাগ্য-সঞ্চার হইতে পারে; এই জন্য জীবের সুষুপ্ত্যাদি বিশেষ বিশেষ অবস্থাগুলি নিরূপিত হইয়াছে; এখন ব্রহ্মপ্রাপ্তি বিষয়ে লোকের অভিলাষ সমুৎপাদনার্থ প্রাপ্তব্য ব্রহ্মের নির্দ্দোষত্ব ও নিখিলকল্যাণগুণাকরত্ব প্রতিপাদনের জন্য [সূত্রকার পরবর্ত্তী সূত্র] আরম্ভ করিতেছেন (†)।

তন্মধ্যেও আবার জাগরণ, সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা ও উৎক্রমণ, এই সমস্ত স্থানের সহিত সম্বন্ধ বশতঃ জীবের সম্বন্ধে যে সমস্ত দোষ উপস্থিত হয়, সেই সেই স্থানে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত থাকায় পরব্রহ্মের সম্বন্ধেও সেই সমস্ত দোষ হইতে পারে কি না, তাহাই এখন বিচারিত হইতেছে,—কোন পক্ষটি যুক্তিসঙ্গত ? [সেই সমস্ত দোষ] হয়, এই পক্ষই; কারণ ?—যেহেতু তিনি সেই সেই অবস্থাপন্ন শরীরে অবস্থান করেন।

(*) তাৎপর্য্য--আচার্য্য শঙ্কর কিন্তু এই সূত্রের ব্যাখ্যা অন্যরূপ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—'ন ক্রমো মুগ্ধে অর্দ্ধসম্পত্তিঃ জীবস্য ব্রহ্মণা ভবতীতি, কিং তর্হি ?—অর্দ্ধেন সুষুপ্তপক্ষস্য ভবতি মুগ্ধত্বম্, অর্দ্ধেন অবস্থান্তর-পক্ষস্য ইতি।"

অর্থাৎ আমরা যে, মূর্চ্ছাসময়ে ব্রহ্মের সহিত জীবের অর্দ্ধসম্পত্তি বলিতেছি, তাহা নহে; তবে কি ?—মুগ্ধাবস্থাটি সুষুপ্তি অবস্থার অর্দ্ধেক, আর অবস্থান্তরের অর্দ্ধেক। অভিপ্রায় এই যে, মূর্চ্ছা যে, সম্পূর্ণই একটি স্বতন্ত্র অবস্থা, তাহা নহে; পরন্তু কতকটা সুষুপ্তির, আর কতকটা অন্যরকমের অবস্থা; কিন্তু কখনই ব্রহ্ম-সম্পত্তি নহে।

(†) তাৎপর্য্য—ইহার নাম 'উভয়লিঙ্গাধিকরণ'। ইহা একাদশ হইতে পঞ্চবিংশতি পর্য্যন্ত পনর সূত্রে সমাপিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয় জাগরাদি অবস্থাগত অন্তর্যামী পরমেশ্বর। (২) সংশয়—ঐ সমস্ত অবস্থাজনিত দোষ সমূহ জীবের ন্যায় পরমেশ্বরেও সংঘটিত হয় কি না ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—পরমেশ্বর যখন অন্তর্য্যামিরূপে ঐ সমস্ত অবস্থার সহিত সম্বন্ধ, তখন নিশ্চয়ই তিনি ঐ সমস্ত অবস্থাগত দোষের সহিত সংবদ্ধ। (৪) উত্তর—না পরমেশ্বরে ঐ সমস্ত দোষ সম্ভবপর হয় না; কারণ, শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রে পরমেশ্বর উভয়-লিঙ্গ—সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষরূপ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছেন। (৫) নির্ণয়—অতএব পরমেশ্বর কখনই জীবের ন্যায় সুষুপ্ত্যাদি অবস্থাগত দোষে কলুষিত হন না।

নন্বু "সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতি চেন্ন, বৈশেষ্যাৎ॥" [ব্রহ্মসূ° ১।২।৮] "স্থিত্যদনাভ্যাং চ॥" [ব্রহ্মসূ° ১।৩।৬] ইত্যাদিষু পরস্যাকর্ম্মবশ্যত্বেন দোষাভাব উক্তঃ, তৎ কথমকর্ম্মবশ্যস্য পরস্য ব্রহ্মণস্তত্তৎস্থান-সম্বন্ধাদ্ দোষ উচ্যতে? ইত্থমুচ্যতে—কর্ম্মাণ্যপি দেহসম্বন্ধমাপাদয়ন্ত্যপুরুষার্থজননানি ভবন্তি, ইতি "দেহযোগাদ্বা" [ব্রহ্মসূ° ৩।২।৫] ইত্যত্রোক্তম্ ; তচ্চ দেহ-সম্বন্ধস্যাপুরুষার্থত্বেন ভবতি ; ইতরথা কর্ম্মাণ্যেব দুঃখং জনয়িষ্যন্তি, কিং দেহসম্বন্ধেন? অতোঽকর্ম্মবশ্যত্বে সত্যপি নানাবিধাশুচিদেহ-সম্বন্ধো-ঽপুরুষার্থ এব ; অতস্তন্নিয়মার্থং স্বেচ্ছয়া তৎপ্রবেশেঽপ্যপুরুষার্থসম্বন্ধো-ঽবর্জ্জনীয়ঃ ; পূয়শোণিতাদিমজ্জনং হি স্বেচ্ছাকারিতমপ্যপুরুষার্থ এব। অতো যদ্যপি জগদেককারণং সর্ব্বজ্ঞত্বাদিকল্যাণগুণাকরং চ (*) ব্রহ্ম, তথাপি "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্" "য আত্মনি তিষ্ঠন্" "যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠন্" "যো

প্রশ্ন হইতেছে যে, "সম্ভোগপ্রাপ্তিঃ ইতি চেৎ, ন, বৈশেষ্যাৎ" এবং "স্থিত্যদনাভ্যাং চ" ইত্যাদি স্থানেই ত কর্ম্মের অধীন নয় বলিয়া পরব্রহ্মের দোষাভাবও উক্তই হইয়াছে, এখন আবার কর্ম্মের অ-বশ্য সেই পরব্রহ্মের সম্বন্ধেই তত্তৎস্থানসম্বন্ধ বশতঃ দোষসম্বন্ধের শঙ্কা করা হইতেছে কিরূপে? এইরূপে—[বলা হইতেছে—] দেহসম্বন্ধ (জন্ম) সমুৎপাদন করে বলিয়া কর্ম্ম সমূহও প্রকৃত পুরুষার্থের সাধক হয় না ; এই কথাই "দেহযোগাদ্বা সোঽপি" এই সূত্রে কথিত হইয়াছে ; দেহের সহিত সম্বন্ধ লাভ করাই পুরুষার্থ নয় ; এই জন্যই সেই অপুরুষার্থত্বোক্তি সঙ্গত হয় ; নচেৎ কর্ম্মসমূহই যখন দুঃখ সমুৎপাদনে সমর্থ, তখন আর দেহ-সম্বন্ধের আবশ্যক কি? অতএব [বুঝিতে হইবে যে,] পরব্রহ্ম স্বকৃত কর্ম্মের বশ্য বা অধীন না হইলেও বিবিধ অশুচি (+) দেহের সহিত সম্বন্ধ লাভ করা কখনই তাহার পুরুষার্থ হইতে পারে না—নিশ্চয়ই তাহা অপুরুষার্থ ; অতএব দেহের নিয়মন বা পরিচালনার্থ স্বেচ্ছাক্রমে দেহ মধ্যে প্রবেশ করিলেও তাঁহার অপুরুষার্থ-সম্বন্ধ (দুঃখ-সম্বন্ধ) অনিবার্য্য হইতেছে ; কেন না, পূয ও শোণিতাদির মধ্যে ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রবেশ করিলেও তাহা কখনই পুরুষার্থ অর্থাৎ পুরুষের প্রার্থনীয়—অভীষ্ট হইতে পারে না। অতএব ব্রহ্ম যদিও জগতের একমাত্র কারণ এবং সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি বিবিধ কল্যাণময় গুণের আকর হউন, তথাপি 'যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করত,' 'যিনি

(*) কল্যাণগুণাকরশ্চ' ইতি সাধীয়ান্ পাঠঃ।

(+) তাৎপর্য্য—পাতঞ্জলদর্শনের "শৌচাৎ স্বাঙ্গজুগুপ্সা পরৈরসংসর্গঃ" (২।৪০)। এই সূত্রে কথিত হইয়াছে যে, যাহারা শৌচ বা পবিত্রতা বিষয়ে সিদ্ধি লাভ করেন, তাহারা ভৌতিক দেহমাত্রেরই অপবিত্রতা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন ; সেই জন্য তাঁহারা আপনার শরীরেও ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকেন, এবং অপরের সহিতও সম্বন্ধ পরিত্যাগ করেন। অন্যত্র কথিত আছে যে, "স্থানাদ্বীজাদুপষ্টম্ভাৎ নিঃস্যন্দাৎ নিধনাদপি। কায়মাধেয়শৌচত্বাৎ পণ্ডিতা হ্যশুচিং বিদুঃ॥" অর্থাৎ স্থান—জরায়ু, বীজ—শুক্রশোণিত, উপষ্টম্ভ—অস্থি প্রভৃতি, নিঃস্যন্দ—সর্ব্বদা নানা ছিদ্র পথে ক্লেদবহির্গমন ; নিধন—মৃত্যু, আধেয়শৌচ—মৃত্তিকাজলাদি দ্বারা উহার শৌচ সম্পাদন করিতে হয় ; উক্ত কারণে পণ্ডিতগণ দেহকে অশুচি বলিয়া মনে করেন।

রেতসি তিষ্ঠন্" [বৃহদা০ ৫।৭।৩।২২,১৮,২৩] ইত্যাদিবচনাৎ তত্র তত্রাবস্থিতস্য তত্তৎসম্বন্ধরূপাপুরুষার্থাঃ সন্তি—ইতি। এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

"ন স্থানতোঽপি পরস্য" ইতি। ন পৃথিব্যাত্মাদিস্থানতোঽপি পরস্য ব্রহ্মণোঽপুরুষার্থগন্ধঃ সম্ভবতি। কুতঃ? উভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি—যতঃ সর্ব্বত্র শ্রুতি-স্মৃতিষু পরং ব্রহ্ম উভয়লিঙ্গম্ উভয়লক্ষণমভিধীয়তে,—নিরস্তনিখিলদোষত্ব-কল্যাণগুণাকরত্বলক্ষণোপেতমিত্যর্থঃ। "অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" [ছান্দো০ ৮।১।৫],

"সমস্তকল্যাণগুণাত্মকোঽসৌ স্বশক্তিলেশাদ্ ধৃতভূতসর্গঃ।"
"তেজো বলৈশ্বর্য্যমহাববোধ-সুবীর্য্যশক্ত্যাদিগুণৈকরাশিঃ॥
পরঃ পরাণাং সকলা ন যত্র ক্লেশাদয়ঃ সন্তি পরাবরেশে।"

[বিষ্ণুপু০ ৬।৫।৮৪,৮৫],

আত্মাতে অবস্থান করত,' 'যিনি চক্ষুতে অবস্থান করত,' 'যিনি শুক্র মধ্যে অবস্থান করত,' ইত্যাদি বচনানুসারে তত্তৎ স্থানে অবস্থিত হওয়ায় তত্তৎ স্থান-সম্বন্ধরূপ অপুরুষার্থ দোষ সমূহ নিশ্চয়ই তাঁহাকে স্পর্শ করিতেছে। এইরূপ প্রাপ্তিতে আমরা বলিতেছি—"ন স্থানতোঽপি পরস্য" ইতি।

[স্থানসম্বন্ধ জনিত দোষাশঙ্কা-খণ্ডন।]

পৃথিব্যাদি স্থানের সহিত সম্বন্ধ থাকায়ও পরব্রহ্মের কোনরূপ অপুরুষার্থ-সম্বন্ধ হইতে পারে না। কারণ? যেহেতু সর্ব্বত্রই উভয়লিঙ্গ শ্রুতি রহিয়াছে—যেহেতু সর্ব্বত্র শ্রুতি ও স্মৃতি-শাস্ত্রে পরব্রহ্ম উভয়বিধ লক্ষণাক্রান্ত বলিয়াই অভিহিত আছেন, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার দোষ-সংস্পর্শশূন্যত্ব ও নিখিল কল্যাণময় গুণাকরত্ব, এতদুভয় লক্ষণে বিশেষিত হইয়াছেন। কেন না, 'ব্রহ্ম অপহত-পাপ্মা (নিষ্পাপ), জরামরণবর্জ্জিত, শোকরহিত, ক্ষুধা-পিপাসাশূন্য, সত্যকাম, সত্যসংকল্প (তাঁহার ইচ্ছা কখনও ব্যর্থ হয় না); 'তিনি (পরমেশ্বর) সমস্ত কল্যাণময়-গুণে পরিপূর্ণ এবং আপন শক্তির অংশমাত্রে ভূতসৃষ্টি ধারণ করিয়া আছেন; [পরমেশ্বর] তেজ, বল, ঐশ্বর্য্য, বিশুদ্ধ-জ্ঞান, উৎকৃষ্ট বীর্য্য ও শক্তি প্রভৃতি গুণের একমাত্র পাত্র; এবং শ্রেষ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, উত্তমাধম সকলের ঈশ্বররূপী; তাঁহাতে ক্লেশাদি দোষ নাই (*)।' যিনি 'বিষ্ণুসংজ্ঞক

(*) তাৎপর্য্য—পাতঞ্জল দর্শনে ক্লেশের বিভাগ পাঁচপ্রকার কথিত হইয়াছে—"অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভি-

"সমস্তহেয়রহিতং বিষ্ণ্বাখ্যং পরমং পদম্ ॥" [বিষ্ণু০ ১।২২।৫৩]
ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিভ্য উভয়লক্ষণং হি ব্রহ্মাবগতম্ ॥৩।২।১১॥

ভেদাদিতি চেন্ন, প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ ॥৩।২।১২॥

[পদচ্ছেদঃ—ভেদাৎ (ভেদ বা পার্থক্য হেতু) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) ন (না), প্রত্যেকং (প্রত্যেক শ্রুতিতে) অতদ্বচনাৎ (যেহেতু সেইরূপ উক্তি নাই)।]

[সরলার্থঃ—যথা স্বভাবতোঽপহতপাপ্মত্বাদি-গুণকস্যাপি জীবস্য ভেদাৎ দেহসম্বন্ধেন অবস্থাভেদপ্রাপ্তেঃ দোষসম্বন্ধঃ, তথা পরমেশ্বরস্যাপি অন্তর্যামিতয়া অবস্থাভেদাৎ দোষসম্বন্ধঃ সম্ভবতি ইতি চেৎ ; তন্ন ; কুতঃ ? প্রত্যেকম্ অতদ্বচনাৎ "য আত্মনি তিষ্ঠন্" ইত্যাদি-প্রত্যেক-শ্রুতৌ তদ্বচনস্য—সদোষত্বোক্তেরভাবাদিত্যর্থঃ ॥

যদি বল, জীব স্বভাবতঃ অপহতপাপ্মাদি গুণসম্পন্ন হইলেও যেমন দেহসম্বন্ধাদি নিবন্ধন তাহার পাপাদি দোষসম্বন্ধ হইয়াছে, তেমনি পরমেশ্বর স্বভাবতঃ নির্দোষ হইলেও অন্তর্য্যামিত্ব রূপ অবস্থাভেদ বশতঃ তাহার সদোষত্ব হইতে পারে। না,—তাহা হইতে পারে না ; কারণ, প্রত্যেক শ্রুতিতেই নির্দোষত্বের উক্তি রহিয়াছে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১২ ॥]

যথা জীবস্য প্রজাপতিবাক্যাবগতাপহতপাপ্মত্বাদ্যুভয়লিঙ্গস্যাপি দেবাদি-দেহযোগরূপাবস্থাভেদাদ্ অপুরুষার্থযোগঃ, তথান্তর্য্যামিনঃ পরস্যাপি স্বতোঽপহতপাপ্মত্বাদ্যুভয়লিঙ্গস্য তত্তদ্দেবাদিশরীরযোগরূপাবস্থাভেদাদ্ অপুরুষার্থযোগোঽবর্জনীয়ঃ, ইতি চেৎ ; তন্ন, প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ—"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্" "য আত্মনি তিষ্ঠন্" [বৃহদা০ ৫।৭।৩, ২২] ইত্যাদিষু

পরম পদ (জীবের গন্তব্য স্থান), তিনি সমস্ত হেয়-গুণবর্জ্জিত,' ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতি-শাস্ত্র হইতে ব্রহ্মকে উভয়বিধ লক্ষণবিশিষ্ট বলিয়াই জানা গিয়াছে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১১ ॥

যদি বল প্রজাপতিবাক্যে জীবের অপহত-পাপ্মত্বাদি উভয়বিধ ধর্ম্ম অবগত হইলেও যেমন দেবাদি দেহসম্বন্ধরূপ অবস্থাভেদানুসারে অপুরুষার্থের—দোষের সম্বন্ধ হইয়াছে, তেমনি অন্তর্যামী পরমেশ্বর স্বভাবতঃ উভয়লিঙ্গক হইলেও [অন্তর্যামীরূপে] দেবাদি বিশেষ বিশেষ শরীরের সহিত সম্বন্ধরূপ অবস্থাভেদ বশতঃ তাঁহার সম্বন্ধেও অপুরুষার্থত্ব দোষ-সংস্পর্শ অনিবার্য্য। না—তাহা নহে ; কারণ, কোন শ্রুতিতেই সেরূপ কথা নাই,—'যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করত,' 'যিনি আত্মাতে অবস্থান করত' ইত্যাদি প্রত্যেক পর্য্যায়েই (তুল্যার্থক বাক্যেই) 'তিনিই তোমার

করা। রাগ—সুখাভিলাষ, দ্বেষ—দুঃখবিষয়ে ত্যাগবুদ্ধি। অভিনিবেশ—মরণত্রাণ। 'ক্লেশাদি' এই 'আদি' শব্দে অন্যান্য হেয় গুণও বুঝিতে হইবে।

প্রতিপর্য্যায়ং "স ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ" [বৃহদা০ ৫।৮।৩৩] ইত্যন্তর্য্যামিনোঽমৃতত্ববচনেন তত্র তত্র স্বেচ্ছয়া নিয়মং কুর্ব্বতস্তত্তৎসম্বন্ধপ্রযুক্তাপুরুষার্থ-প্রতিষেধাৎ। জীবস্য তু তৎ স্বরূপং তিরোহিতম্, ইতি "পরাভিধ্যানাত্তু তিরোহিতম্" [ব্রহ্মসূ০ ৩।২।৪] ইত্যত্রোক্তম্।

নমু স্বেচ্ছয়া কুর্ব্বতোঽপি তত্তদ্বস্তুস্বভাবায়ত্তাপুরুষার্থসম্বন্ধোঽবর্জনীয়ঃ, ইত্যুক্তম্; নৈতদ্ যুক্তম্, ন হি অচিদ্‌বস্ত্বপি স্বভাবতোঽপুরুষার্থস্বরূপম্; কর্ম্ম-বশ্যানাং তু কর্ম্ম-স্বভাবানুগুণ্যেন পরমপুরুষসঙ্কল্পাদেকমেব বস্তু কালভেদেন পুরুষভেদেন চ সুখায় দুঃখায় চ ভবতি; বস্তুস্বরূপপ্রযুক্তে তু তাদ্রূপ্যে সর্ব্বং সর্ব্বদা সর্ব্বস্য সুখায়ৈব দুঃখায়ৈব বা স্যাৎ; নচৈবং দৃশ্যতে; তথাচোক্তম্—

"নরক-স্বর্গসংজ্ঞে বৈ পাপ-পুণ্যে দ্বিজোত্তম।
বস্ত্বেকমেব দুঃখায় সুখায়ের্য্যাগমায় চ।
কোপায় চ যতস্তস্মাদ্ বস্তু বস্ত্বাত্মকং কুতঃ।
তদেব প্রীতয়ে ভূত্বা পুনর্দুঃখায় জায়তে।

অন্তর্যামী অমৃতস্বরূপ আত্মা' এইরূপে অন্তর্যামীর 'অমৃতত্ব' নির্দ্দেশ দ্বারা তত্তৎস্থানে স্বেচ্ছাক্রমে নিয়মিতকারী পরমেশ্বরের বিশেষ বিশেষ দোষ সম্বন্ধের প্রতিষেধ করা হইয়াছে। অধিকন্তু জীবের সেই স্বাভাবিক রূপ যে, তিরোহিত বা আচ্ছাদিত রহিয়াছে, তাহাও "পরাভিধ্যানাত্তু তিরোহিতম্" এই সূত্রেই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

ভাল, পরমেশ্বর স্বেচ্ছাক্রমে কার্য্য করিলেও সেই সেই বস্তুর স্বভাব-সম্পাদিত অপুরুষার্থ-সম্বন্ধ যে, তাঁহার পক্ষেও অনিবার্য্য, এ কথাও ত বলা হইয়াছে। না—সে কথাও যুক্তিসঙ্গত হয় নাই; কেন না, অচিৎ জড় বস্তু যে, স্বভাবতই অপুরুষার্থস্বরূপ, তাহা নহে; পরন্তু যাহারা কর্ম্ম-বশ্য বা কর্ম্মাধীন, তাহাদেরই নিজ নিজ কর্ম্মের স্বভাবানুসারে পরমেশ্বরের সংকল্প বা ইচ্ছানুসারে একই বস্তু কালভেদে ও পুরুষভেদে সুখের ও দুঃখের কারণ হইয়া থাকে মাত্র। সেই সুখ দুঃখ যদি বস্তুর স্বভাবসিদ্ধই হইত, তাহা হইলে ত সকল বস্তুই সকলের পক্ষে সর্ব্বদা কেবলই সুখের বা কেবলই দুঃখের কারণ হইতে পারিত, অথচ সেরূপ ত কখনও দেখিতে পাওয়া যায় না। সেইরূপ কথিতও আছে—'হে দ্বিজোত্তম, পাপ ও পুণ্যই নরক ও স্বর্গ সংজ্ঞায় অভিহিত হয়; যেহেতু একই বস্তু সুখের কারণ হইয়াও আবার দুঃখের কারণ এবং ঈর্ষ্যা-কোপের কারণ হইয়া থাকে; সেই হেতু বস্তু আর বস্তুস্বরূপ হয় কিরূপে? অর্থাৎ কোন বস্তুই একাকার নহে। যেহেতু সেই বস্তুই প্রীতির কারণ হইয়া আবার দুঃখেরও কারণ হয়,

তদেব কোপায় যতঃ প্রসাদায় চ জায়তে।
তস্মাদ্ দুঃখাত্মকং নাস্তি ন চ কিঞ্চিৎ সুখাত্মকম্ ॥"

[বিষ্ণুপু০ ২।৬।৪৬—৪৮] ইতি।

অতো জীবস্য কর্ম্মবশ্যত্বাৎ তত্তৎকর্ম্মানুগুণ্যেন তত্তদ্বস্তুসম্বন্ধ এবাপুরুষার্থঃ স্যাৎ; পরস্য তু ব্রহ্মণঃ স্বাধীনস্য স এব সম্বন্ধস্তত্তদ্বিচিত্রনিয়মনরূপ-লীলারসায়ৈব স্যাৎ ॥৩॥২॥১২॥

অপি চৈবমেকে ॥৩॥২॥১৩॥

[পদচ্ছেদঃ—অপি চ (আরও) এবং (এই প্রকার) একে (কেহ কেহ)।]

[সরলার্থঃ—অপিচ, একে শাখিনঃ একস্মিন্ শরীরে শরীরিত্বেন অবস্থিতি-সাম্যেঽপি জীবস্য দোষসম্বন্ধিত্বং পরস্য চ তদসম্বন্ধিত্বং স্বশব্দেনৈব অধীয়তে—"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়াঃ সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি" ইতি ॥

আরও এক কথা, জীব ও পরমেশ্বর একই শরীরে শরীরিরূপে অবস্থান করিলেও জীবের দোষ-সম্বন্ধিত্ব, আর পরমেশ্বরের নির্দোষত্ব কোন কোন বেদশাখীরাও স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন—'সহচর ও সমানস্বভাব দুই দুইটি পক্ষী (জীব ও পরমাত্মা) একই বৃক্ষে অবস্থান করে। তন্মধ্যে একটি পক্ক কর্ম্মফল ভোগ করে, আর অপরটি (পরমাত্মা) ভোগ করে না, কেবল দর্শন করে মাত্র' ইতি ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১৩ ॥]

এবং সেই বস্তুই ক্রোধের কারণ হইয়া আবার প্রসন্নতারও কারণ হইয়া থাকে; অতএব সুখস্বভাবও কোন বস্তু নাই, এবং দুঃখ-স্বভাবও কোন বস্তু নাই।' অতএব, জীব শুভাশুভ কর্ম্মের বশীভূত বলিয়াই বিশেষ বিশেষ কর্ম্মানুসারে বিশেষ বিশেষ বস্তুর সহিত সম্বন্ধই তাহার পক্ষে অপুরুষার্থ হইয়া থাকে; কিন্তু সেই বস্তু-সম্বন্ধই আবার স্বাধীন পরব্রহ্মের সম্বন্ধে বিচিত্র নিয়মন বা শাসনরূপ লীলারসেরই কারণীভূত হইয়া থাকে (*) ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১২ ॥

(*) তাৎপর্য্য—জাগতিক কোন পদার্থই স্বভাবতঃ সুখাত্মক বা দুঃখাত্মক নহে; তবে কিনা, শুভাশুভ-কর্ম্মের অধীন জীবগণের নিজ নিজ পুণ্য ও পাপকর্ম্মই জাগতিক জড় বস্তু অবলম্বনে অনুরূপ সুখ ও দুঃখ সমুৎপাদন করিয়া থাকে; এই কারণেই—বাহ্য বস্তুতে স্বভাবসিদ্ধ সুখদুঃখের অভাব নিবন্ধনই একই বস্তু একই ব্যক্তির নিকট এক সময়ে সুখের কারণ হইয়া আবার সময়ান্তরে দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। কখনও একই সময়ে একই বস্তু এক ব্যক্তির পক্ষে সুখদায়ক হইয়া—আবার অপর ব্যক্তির পক্ষে দুঃখের নিদান হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে যে, সুখ দুঃখ কোন বস্তুরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে; জীবের কর্ম্মই সাময়িকভাবে সুখ দুঃখ সমুৎপাদন করিয়া থাকে মাত্র। পরমেশ্বরের পুণ্যপাপাত্মক কোন কর্ম্ম নাই; সুতরাং কোন বস্তুই তাঁহার সুখ দুঃখ সমুৎপাদক হয় না; কাজেই বস্তুসম্বন্ধ রূপ ভেদ সত্ত্বেও জীবের ন্যায় পরমেশ্বরের অপুরুষার্থ সম্বন্ধ হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই।

অপিচ, একে শাখিন একস্মিন্নেব দেহ-সংযোগে জীবস্যাপুরুষার্থং পরস্য তু তদভাবং নিয়মনরূপৈশ্বর্য্যায়ত্ত-দীপ্তিযোগঞ্চ স্বশব্দেনাধীয়তে—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে

তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি ॥" [মুণ্ড০ ৩।১।১] ইতি ॥৩॥২॥১৩॥

অথ স্যাৎ—"অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি" [ছান্দো০ ৬।৩।২] ইতি ব্রহ্মাত্মক-জীবানুপ্রবেশপূর্ব্বকং নাম-রূপব্যাকরণমিতি ব্রহ্মণোঽপি তদাত্মভূতস্য দেব-মনুষ্যাদিরূপত্বং তন্নামভাক্ত্বঞ্চাস্তি; ততশ্চ "ব্রাহ্মণো যজেত" ইত্যাদিবিধি-নিষেধশাস্ত্র-গোচরত্বেন কর্ম্ম-বশ্যত্বমবর্জ্জনীয়মিতি। তত্রাহ—

অপরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ ॥৩॥২॥১৪॥

[পদচ্ছেদঃ—অরূপবৎ (রূপরহিত) এব (নিশ্চয়) হি অবধারণ) তৎপ্রধানত্বাৎ (তাহারই প্রাধান্য হেতু)।]

[সরলার্থঃ—মনুষ্যাদি শরীরেষু শরীরিত্বেন অবস্থিতমপি তৎ পরং ব্রহ্ম অরূপবৎ—রূপরহিততুল্যমেব; কুতঃ? প্রধানত্বাৎ রূপাদিনির্ব্বাহকত্বাৎ রূপনামভাগিনো জীবস্য কর্ম্মফল-ভোক্তৃত্ব-নির্ব্বাহার্থমেব পরস্য ব্রহ্মণঃ তত্তচ্ছরীরে অবস্থানম্, নতু স্বস্য ভোক্তৃত্বার্থমিত্যর্থঃ ॥

পরব্রহ্ম মনুষ্যাদি শরীরে অবস্থান করিলেও স্বয়ং রূপরহিতেরই তুল্য; কারণ, তিনিই প্রধান, অর্থাৎ জীবের ভোগোপযোগী নামরূপের নির্ব্বাহক। অভিপ্রায় এই যে, নামরূপভোক্তা জীবের ভোগ-সম্পাদনার্থ ই ব্রহ্মের সর্ব্বশরীরে অবস্থান, কিন্তু নিজের ভোগার্থ নহে ॥৩॥২॥১৪॥]

বিশেষতঃ কোন কোন বেদশাখীরা একই দেহে সংযুক্ত থাকিলেও জীবের অপুরুষার্থ সম্বন্ধ, আর পরমেশ্বরের তদভাব (অপুরুষার্থের অভাব) এবং নিয়মন বা জগৎপরিচালনশক্তিরূপ ঐশ্বর্য্যাধীন দীপ্তি বা স্বপ্রকাশ ভাবও স্পষ্টাক্ষরেই পাঠ করিয়া থাকেন—'সহযোগী সমান-স্বভাব দুই দুইটি পক্ষী (জীবাত্মা ও পরমাত্মা) একই বৃক্ষে (দেহে) আলিঙ্গন (অস্থান) করেন। তন্মধ্যে একটি পক্ষ কর্ম্মফল ভোগ করে, অপরটি (পরমাত্মা) সাক্ষিরূপে দর্শন করে মাত্র' ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১৩ ॥

আপত্তি হইতে পারে যে, 'আমি এই জীবাত্মা রূপে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ (সংজ্ঞা ও আকৃতি) প্রকটিত করিব', এই শ্রুতিতে [দেখা যায়,] ব্রহ্মাত্মক জীবের অনুপ্রবেশ-দ্বারাই নাম ও রূপের প্রকটীকরণ হইয়াছে। সুতরাং জীবেরই আত্মস্বরূপ ব্রহ্মেরও দেব-মনুষ্যাদি রূপ ও নামভাগিত্ব অবশ্যই আছে। সেই কারণেই 'ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করিবে' ইত্যাদি বিধি ও নিষেধ শাস্ত্রের অধীন হওয়ায় ব্রহ্মেরও কর্ম্ম-বশ্যতা অপরিহার্য্য হইতেছে। এতদুত্তরে বলিতেছেন—"অরূপবদেব" ইত্যাদি।

দেবাদিশরীরানুপ্রবেশে তেন তেন রূপেণ যুক্তমপি অরূপবদেব তদ্ ব্রহ্ম রূপরহিততুল্যমেব; জীববৎ শরীরিত্বনিবন্ধনং কর্ম্মবশ্যত্বমস্য ন বিদ্যত-ইত্যর্থঃ। কুতঃ ? নির্ব্বাহকত্বেন প্রধানত্বাৎ। "আকাশো হ বৈ নাম-রূপয়োর্নির্বহিতা, তে যদন্তরা, তদ্‌ব্রহ্ম" [ছান্দো০ ৮।১৪।১] ইতি সর্ব্বানু-প্রবেশেঽপি নাম-রূপকার্য্যাস্পর্শেন নামরূপয়োর্নির্বোঢ়ৃত্বমেব ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদয়তি।

ননু তচ্ছরীরকত্বেন তদন্তর্য্যামিত্বে কথমরূপবদিতি—রূপসম্বন্ধরহিত-তুল্যত্বমুচ্যতে ? ইত্থম্—যথা জীবস্য তত্তজ্জন্য-সুখদুঃখভাক্ত্বেন তত্তদ্রূপ-সম্বন্ধঃ, তথা তদভাবাৎ পরস্যারূপবত্ত্বম্। বিধি-নিষেধশাস্ত্রাণ্যপি কর্ম্ম-বশ্যমেবাধিকুর্ব্বন্তি; তস্মাদরূপতুল্যমেব পরং ব্রহ্ম। ততশ্চান্তর্য্যামি-রূপেণাবস্থিতমপি ব্রহ্ম নিরস্তনিখিলদোষত্ব-কল্যাণগুণাকরত্বরূপোভয়-লিঙ্গমেব ॥৩॥২॥১৪॥

ননু চ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" [তৈত্তি০ আন০ ১।১] ইত্যাদিভি-র্নির্ব্বিশেষপ্রকাশৈকস্বরূপং ব্রহ্মাবগম্যতে, অন্যত্তু সর্ব্বজ্ঞত্ব-সত্যসঙ্কল্পত্ব-জগৎকারণত্ব-সর্ব্বান্তরাত্মত্ব-সত্যকামত্বাদিকং "নেতি নেতি" [বৃহদা০ ৪।৩।৬] ইত্যাদিভিঃ প্রতিষিধ্যমানত্বেন মিথ্যাভূতমিত্যবগন্তব্যম্; তৎ কথং

দেবাদি-শরীরের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করায় যদিও সেইরূপের সহিত সংযুক্তই বটে, তথাপি সেই ব্রহ্ম নিশ্চয়ই অরূপবৎ—রূপহীনেরই তুল্য। অভিপ্রায় এই যে, শরীরাধিষ্ঠান নিবন্ধন জীবের যেমন কর্ম্মবশ্যতা হয়, শরীরাধিষ্ঠান সত্ত্বেও ব্রহ্মের সেরূপ কর্ম্ম-বশ্যতা হয় না। কারণ ? যেহেতু [নাম-রূপের] নির্ব্বাহক বা প্রকাশক বলিয়া ব্রহ্মের প্রধানত্ব রহিয়াছে। 'আকাশই নাম ও রূপের নির্ব্বাহক, সেই নাম ও রূপ যাহার অভ্যন্তরে অবস্থিত, তিনিই ব্রহ্ম', এই শ্রুতি প্রতিপাদন করিতেছে যে, ব্রহ্ম সর্ব্বপদার্থের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট থাকিলেও নাম-রূপজনিত কোনপ্রকার কার্য্য দ্বারা সংস্পৃষ্ট নহে; সুতরাং তাহার নাম-রূপনির্ব্বাহকতাই সিদ্ধ হইতেছে।

ভাল, দেবাদি-শরীরে সম্বন্ধ নিবন্ধন অন্তর্য্যামিত্ব সত্ত্বেও 'অরূপবদেব' শব্দে রূপসম্বন্ধরহিতের তুল্য বলা হয় কিরূপে ? [উত্তর—] এইরূপে—সাময়িক বিশেষ বিশেষ সুখ দুঃখ ভজনা করে বলিয়া জীবের যেমন সেই সেই রূপের সহিত সম্বন্ধ সিদ্ধ হয়, পরব্রহ্মের সেরূপ দুঃখভাগিত্ব না থাকায় অরূপবত্ত্বাব সিদ্ধ হয়। আর বিধি ও নিষেধবোধক শাস্ত্রসমূহও কর্ম্ম-বশ্যেরই অধিকার-সম্পাদক; অতএব [অ-কর্ম্মবশ্য] ব্রহ্ম নিশ্চয়ই রূপরহিত; এবং সেই হেতুই ব্রহ্ম অন্তর্যামিরূপে অবস্থান করিলেও সর্ব্বপ্রকার দোষ-বিবর্জ্জিতত্ব ও কল্যাণময়গুণাকরত্বরূপে উভয় লক্ষণান্বিতই বটে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১৪ ॥

কল্যাণগুণাকরত্ব-নিরস্তনিখিলদোষত্বরূপোভয়লিঙ্গত্বং ব্রহ্মণঃ ? ইতি ; অত আহ—

প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যাৎ ॥৩॥২॥১৫॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রকাশবৎ (আলোকের ন্যায়) চ (ও) অবৈয়র্থ্যাৎ (সার্থকতা হেতু)।]

[সরলার্থঃ—যথা "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্" ইত্যাদিশ্রুতিবাক্যানাং সার্থকত্বরক্ষায়ৈ ব্রহ্মণঃ স্বপ্রকাশত্বং সিদ্ধম্, তথা "নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্", "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" ইত্যাদি বাক্যানাম্ অবৈয়র্থ্যাৎ "সার্থক্যরক্ষার্থং সর্ব্বজ্ঞত্বাদিকমপি ব্রহ্মণোঽভ্যুপগন্তব্যমিত্যর্থঃ ॥

"সত্যং জ্ঞানং" ইত্যাদি বাক্যের সার্থকতা রক্ষার জন্য যেমন ব্রহ্মের স্বপ্রকাশরূপতা স্বীকার করা হইয়া থাকে, তেমনি "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ" ইত্যাদি বাক্যের সার্থকতা রক্ষার জন্যও ব্রহ্মের উভয়-লিঙ্গত্ব স্বীকার করিতে হইবে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১৫ ॥]

যথা "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" [তৈত্তি० আন० ১।১] ইত্যাদিবাক্যা-বৈয়র্থ্যাৎ প্রকাশস্বরূপত্বং ব্রহ্মণোঽভ্যুপগম্যতে ; তথা সত্যসঙ্কল্পত্ব-সর্ব্ব-জ্ঞত্ব-জগৎকারণত্ব-সর্ব্বাত্মকত্ব-নিরস্তনিখিলাবিদ্যাদিদোষত্বাদ্যভিধায়িবাক্যা-বৈয়র্থ্যাদুভয়লিঙ্গমেব ব্রহ্ম ॥৩॥২॥১৫॥

আহ চ তন্মাত্রম্ ॥৩॥২॥১৬॥

[পদচ্ছেদঃ—আহ (বলিতেছেন) চ (ও) তন্মাত্রং (কেবলই তৎস্বরূপ)।]

[সরলার্থঃ—যত্তু "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি বাক্যম্, তদপি ব্রহ্মণঃ তন্মাত্রং জ্ঞানস্বরূপতামাত্রম্ আহ কথয়তি, নতু ধর্ম্মান্তরং বারয়তীত্যর্থঃ ॥

'ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান ও অনন্ত' ইত্যাদি বাক্যও ব্রহ্মের জ্ঞানস্বরূপতাই কেবল বুঝাইতেছে, কিন্তু ধর্ম্মান্তরের নিষেধ করিতেছে না ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১৬ ॥]

কিঞ্চ, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" [তৈত্তি० আন० ১।১] ইত্যাদি বাক্যং ব্রহ্মণঃ প্রকাশস্বরূপতামাত্রং প্রতিপাদয়তি, নান্যৎ সত্যসঙ্কল্পত্বাদিকং

"ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান ও অনন্ত" ইত্যাদি বাক্যের সার্থকতা বা প্রামাণ্য বশতঃ যেমন ব্রহ্মের প্রকাশরূপত্ব স্বীকার করা হইয়া থাকে ; তেমনি 'সত্যসংকল্পত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, জগৎকারণত্ব, সর্ব্বাত্মকত্ব, অবিদ্যাদিসর্ব্বদোষরহিতত্ব' প্রভৃতি বোধক বাক্যসমূহেরও অবৈয়র্থ্য হেতু অর্থাৎ প্রামাণ্য রক্ষার জন্যই উভয়লিঙ্গত্ব স্বীকার করিতে হইবে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১৫ ॥

অপিচ, 'সত্য জ্ঞান ও অনন্ত' ইত্যাদি বাক্যও ব্রহ্মের প্রকাশস্বরূপতাই কেবল প্রতিপাদন করিতেছে, কিন্তু বাক্যান্তর হইতে যে, সত্যসংকল্পত্বাদি ধর্ম্মের অবগতি হইয়াছে, তাহার বারণ

বাক্যান্তরাবগতং নিষেধতি। "নেতি নেতি" [বৃহদা০ ৪।৩।৬] ইতি চ নিষেধবিষয়োঽনন্তরমেব বক্ষ্যতে ॥৩॥২॥১৬॥

দর্শয়তি চাথো অপি স্মর্য্যতে ॥৩॥২॥১৭॥

[পদচ্ছেদঃ—দর্শয়তি (প্রদর্শন করিতেছে) চ (ও) অথো (বাক্যোপক্রমে) অপি (এবং) স্মর্য্যতে (স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত আছে)।]

[সরলার্থঃ—"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্" ইত্যাদি বেদান্তশাস্ত্রং চ ব্রহ্মণঃ কল্যাণগুণাকরত্বং নিত্যনির্দ্দোষত্বং চ দর্শয়তি; "যো মামজমনাদিং চ" ইত্যাদৌ তথা স্মর্য্যতে চ॥

'ঈশ্বরগণেরও পরম মহেশ্বর তাঁহাকে'—ইত্যাদি বেদান্তশাস্ত্রও ব্রহ্মের কল্যাণগুণাকরত্ব ও নিত্য-নির্দ্দোষত্ব প্রদর্শন করিতেছে, এবং 'যে লোক আমাকে অজ (জন্মরহিত), অনাদি ও লোক-মহেশ্বর বলিয়া জানে' ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যেও ঐরূপ অর্থই উক্ত হইয়াছে॥৩॥২॥১৭॥]

দর্শয়তি চ বেদান্তগণঃ কল্যাণগুণাকরত্বং নিরস্তনিখিলদোষত্বঞ্চ—

"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্, তং দৈবতানাং পরমং চ দৈবতম্।
স কারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ।
ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥"

[শ্বেতাশ্ব০ ৬।৭।৮],

"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।" [মুণ্ড০ ১।১।৯]

"ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ।

করিতেছে না। ইহার পরই "নেতি নেতি" নিষেধের বিষয় (নিষেধ্য ধর্ম্মের কথা) বলা হইবে॥৩॥২॥১৬॥

বেদান্ত-শাস্ত্রসমূহও ব্রহ্মের কল্যাণগুণাকরত্ব ও সর্ব্বদোষশূন্যত্ব প্রদর্শন করিতেছে— 'ঈশ্বরগণেরও পরম মহেশ্বর তাঁহাকে, দেবতাগণেরও পরম দৈবত স্বরূপ তাহাকে। তিনিই কারণ এবং দেহেন্দ্রিয়াধিপতির অধিপতি; তাঁহার জনকও কেহ নাই, এবং অধিপতিও কেহ নাই'। 'তাঁহার কার্য্য—দেহ ও করণ—ইন্দ্রিয় নাই; তাঁহার সমান বা অধিকও দৃষ্ট হয় না। তাঁহার নানাবিধ পরাশক্তি এবং স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানবল ও ক্রিয়া শ্রুত হইয়া থাকে'। 'যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ অর্থাৎ সামান্য ও বিশেষাকারে সমস্ত বিষয় জানেন, এবং জ্ঞানই যাঁহার তপস্যা' 'ইহাঁর ভয়ে বায়ু চলিতেছে, ইহার ভয়ে সূর্য্য উঠিতেছে,' 'তাহা (প্রজাপতির শত আনন্দ)

"স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ" [তৈত্তি০ আন০ ৮।৪]

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।"
[তৈত্তি০ আন০ ৯।১] ইতি

নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।"
[শ্বেতাশ্ব০ ৬।১৯] ইত্যাদি। স্মর্য্যতে চ—
"যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোক-মহেশ্বরম্।" [গীতা০ ১০।৩]
"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।" [গীতা০ ১০।৪২]
"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ধি পরিবর্ত্ততে॥" [গীতা০ ৯।১০]
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥" গীতা০ ১৫।১৭]
"সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বকৃৎ সর্ব্ব-শক্তিজ্ঞানবলর্দ্ধিমান্।
অন্যূনশ্চাপ্যবৃদ্ধিশ্চ স্বাধীনো নাদিমান্ বশী।
ক্লমতন্দ্রীভয়-ক্রোধ-কামাদিভিরসংযুতঃ।
নিরবদ্যঃ পরপ্রাপ্তের্নিরধিষ্ঠোঽক্ষরঃ ক্রমঃ॥" [বিষ্ণুপু০ ৫।১।৪৭-৪৯]
ইত্যাদিঃ। অতঃ সর্ব্বত্রাবস্থিতস্যাপি ব্রহ্মণ উভয়লিঙ্গত্বাৎ তত্তৎস্থান-প্রযুক্তা দোষা ন পরং ব্রহ্ম স্পৃশন্তি ॥৩॥২॥১৭॥

ব্রহ্মের একটি আনন্দস্বরূপ,' 'মনের সহিত বাক্যসমূহ যাঁহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আইসে; আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে জানিলে, সে লোক কোথা হইতেও ভীত হয় না,' 'ব্রহ্ম নিষ্কল (নিরংশ) শান্ত, নির্দ্দোষ, নিরঞ্জন (নির্লেপ),' ইত্যাদি। স্মৃতিতেও উক্ত আছে—'যিনি আমাকে অজ, অনাদি ও লোকমহেশ্বর বলিয়া জানে,' 'আমি একাংশে এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছি,' 'প্রকৃতি আমার অধ্যক্ষতায় বা নেতৃত্বে চরাচর-সমন্বিত জগৎ প্রসব করে; হে কুন্তিনন্দন, এই কারণেই এই জগৎ-চক্র চলিতেছে,' 'পরমাত্মা নামে কথিত উত্তম-পুরুষ কিন্তু ইহা হইতে পৃথক্ ও অব্যয়াত্মা, যিনি ঈশ্বররূপে অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক ত্রিলোক ধারণ করিতেছেন'। 'তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বশক্তি, জ্ঞান ও বলৈশ্বর্য্যবান্, হ্রাস-বৃদ্ধিরহিত, স্বাধীন, উৎপত্তিরহিত, বশী, ক্লেশ, আলস্য, ভয়, ক্রোধ, ও কামাদির সহিত অসম্বদ্ধ, নির্দ্দোষ, অপ্রাপ্য, অনাশ্রিত এবং নিত্যবিদ্যমান,' ইত্যাদি। অতএব ব্রহ্ম সর্ব্বত্র অবস্থিত হইলেও উভয়বিধ ধর্ম্মের সম্বন্ধ থাকায় বিশেষ বিশেষ স্থানগত দোষও পরব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১৭ ॥

পরিহরতি—

বৃদ্ধি-হ্রাসভাক্ত্বমন্তর্ভাবাদুভয়সামঞ্জস্যাদেবং দর্শনাচ্চ (*) ॥৩॥২॥২০॥

[পদচ্ছেদঃ—বৃদ্ধি-হ্রাসভাক্ত্বম্ (বৃদ্ধি ও হ্রাস সম্বন্ধ) [নিবারিত হইয়াছে]। অন্তর্ভাবাৎ (মধ্যে অবস্থান হেতু) উভয়সামঞ্জস্যাৎ (উভয় দৃষ্টান্তের সামঞ্জস্য রক্ষার্থ,) এবং (এইরূপ) দর্শনাৎ (যেহেতু দেখিতে পাওয়া যায়) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—পরিহারমাহ—বৃদ্ধি-হ্রাসেত্যাদি। পূর্ব্বসূত্রাৎ নেতি অনুবর্ত্ততে। নৈবং চোদ্যম্; পৃথিব্যাদিষু অন্তর্ভাবাৎ প্রসক্তং পরমাত্মনঃ তদ্গতবৃদ্ধি-হ্রাসভাক্ত্বং দৃষ্টান্তেন নিবার্য্যতে, ইতি উভয়-সামঞ্জস্যাৎ দৃষ্টান্ত-দ্বয়োপাদানসামঞ্জস্যাদ্ অবগম্যতে, অন্যত্র এবং দর্শনাদপি। "আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথগ্ভবেৎ।" ইত্যত্র বস্তুতঃ স্থিতমাকাশং, "জলাধারেম্বিবাংশুমান্" ইত্যত্র চ বস্তুতঃ অনবস্থিতং সূর্য্যাকাদিকম্, এতদুভয়মুপাদায় অনবস্থিতস্য যথা ন দোষসংস্পর্শঃ, তথা অবস্থিতস্যাপি দোষ-সংস্পর্শাভাবো জ্ঞাপিত ইতি ভাবঃ।

পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কার পরিহারার্থ বলিতেছেন,—না, এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না; কারণ, পরমাত্মা পৃথিবীপ্রভৃতির মধ্যে অবস্থিত হইলেও পৃথিব্যাদিগত বৃদ্ধি ও হ্রাস সম্বন্ধই উক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা নিবারিত হইতেছে; আকাশ ও জল-সূর্য্যাদি, এই উভয় দৃষ্টান্তের সামঞ্জস্য অনুসারে জানা যাইতেছে যে, সূর্য্যাদি যেমন জলাদিতে অবস্থিত না হইয়া দোষে লিপ্ত হয় না, পরমাত্মাও তেমনি বটে। কেন না, আকাশ যেমন সর্ব্বত্র অবস্থিত হইয়াও স্থান-দোষে লিপ্ত হয় না; পরমাত্মার সম্বন্ধেও সেই কথা। বিশেষতঃ এইরূপ দেখিতেও পাওয়া যায় ॥৩॥২॥২০॥]

পৃথিব্যাদিস্থানান্তর্ভাবাৎ স্থানিনঃ পরস্য ব্রহ্মণঃ স্বরূপতো গুণতশ্চ পৃথিব্যাদিস্থানগত-বৃদ্ধিহ্রাসাদিদোষভাক্ত্বমাত্রং সূর্য্যাদি-দৃষ্টান্তেন নিবর্ত্ত্যতে। কথমিদমবগম্যতে? উভয়-সামঞ্জস্যাদেবম্—উভয়দৃষ্টান্তসামঞ্জস্যাদেবমিতি নিশ্চীয়তে। "আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথগ্ভবেৎ" "জলাধারে-

---

পূর্ব্বোক্ত আপত্তির পরিহার করিতেছেন—"বৃদ্ধি-হ্রাস-ভাক্ত্বম্" ইত্যাদি।

পৃথিব্যাদি স্থানে অবস্থিত থাকায় তৎস্থানবর্ত্তী পরব্রহ্মের যে, স্বরূপতঃ এবং গুণতঃ পৃথিব্যাদি স্থানগত বৃদ্ধি ও হ্রাসাদি ধর্ম্মসংস্পর্শের সম্ভাবনা ছিল, তাহাই কেবল সূর্য্যাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা নিবারিত হইতেছে। কি হইতে ইহা জানা যাইতেছে? [উত্তর—] উভয় সামঞ্জস্য হইতে। অর্থাৎ ঐরূপে প্রদর্শিত দুইটি দৃষ্টান্তের সামঞ্জস্য বা অবিরোধ হইতেই এইরূপ অবধারিত হইতেছে। 'একই আকাশ যেমন ঘটাদি আধারভেদে পৃথক্ বা ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে',

---

(*) শঙ্করাদিভিস্তু "দর্শনাচ্চ" ইতি পৃথক্ সূত্রত্বেন পরিগৃহীতং ব্যাখ্যাতঞ্চ পৃথক্।

ম্বিবাংশুমাম্” [যাজ্ঞ্যবল্ক্য০ প্রায়শ্চিত্ত০ ১৪৪] ইতি দোষবৎস্বনেকেষু বস্তুষু বস্তুতোঽবস্থিতস্যাকাশস্য, বস্তুতোঽনবস্থিতস্যাংশুমতশ্চোভয়স্য দৃষ্টান্তস্য উপাদানং হি পরমাত্মনঃ পৃথিব্যাদিগতদোষভাক্ত্বনিবর্ত্তনমাত্রে প্রতিপাদ্যে সমঞ্জসং ভবতি। ঘটকরকাদিষু যথা বৃদ্ধি-হ্রাসভাক্ষু পৃথক্ পৃথক্ সংযুজ্যমানমপ্যাকাশং বৃদ্ধিহ্রাসাদিদোষৈর্ন স্পৃশ্যতে; যথা চ জলাধারেষু বিষমেষু দৃশ্যমানঃ অংশুমান্ তদ্‌গতবৃদ্ধি-হ্রাসাদিভির্ন স্পৃশ্যতে; তথায়ং পরমাত্মা পৃথিব্যাদিষু নানাকারেষ্বচেতনেষু চেতনেষু চ স্থিতস্তত্তদ্‌গত-বৃদ্ধিহ্রাসাদিদোষৈরসংস্পৃষ্টঃ সর্ব্বত্র বর্ত্তমানোঽপ্যেক এবাস্পৃষ্টদোষগন্ধঃ কল্যাণগুণাকর এব। এতদুক্তং ভবতি—যথা জলাদিষু বস্তুতোঽবস্থিতস্যাং-শুমতো হেত্বভাবাজ্জলাদিদোষানভিষ্বঙ্গঃ, তথা পৃথিব্যাদিষ্ববস্থিতস্যাপি পরমাত্মনো দোষপ্রত্যনীকাকারতয়া দোষহেত্বভাবান্ন দোযসম্বন্ধঃ—ইতি।

দর্শনাচ্চ—দৃশ্যতে চৈবং সর্ব্বাত্মনা সাধর্ম্যাভাবেঽপি বিবক্ষিতাংশ-সাধর্ম্যাদ্দৃষ্টান্তোপাদানম্—‘সিংহ ইব মাণবকঃ’ ইত্যাদৌ। অতঃ

‘বিভিন্ন জলাধারে একই সূর্য্য যেমন [পৃথক্ হন],’ এখানে দোষযুক্ত বহু বস্তুতে যথার্থরূপে অবস্থিত আকাশ, আর বাস্তবিক পক্ষে অনবস্থিত সূর্য্য, এই উভয় দৃষ্টান্তের উল্লেখই কেবল পরব্রহ্মের পৃথিব্যাদিগত দোষসংস্পর্শনিবারণরূপ মুখ্যপ্রতিপাদ্যাংশেই সামঞ্জস্য যুক্ত বা সুসঙ্গত হইতেছে। আকাশ যেরূপ হ্রাসবৃদ্ধি-ভাগী ঘট ও করকাদিতে (করকা অর্থ—শীল বা বরফ) পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সংযুক্ত হইয়াও তদ্‌গত বৃদ্ধি ও হ্রাসাদি দোষে স্পৃষ্ট হয় না, এবং জলাধারাদিতে প্রতিবিম্বমান সূর্য্য যেরূপ জলাধারাদিগত বৃদ্ধি ও হ্রাসাদি ধর্ম্ম দ্বারা সংবদ্ধ হয় না, তেমনি এই পরমাত্মাও পৃথিব্যাদি চেতনাচেতন বিবিধাকার পদার্থ মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়াও তদ্‌গত বৃদ্ধিহ্রাসাদি দোষে সংস্পৃষ্ট হয় না, এবং সর্ব্বত্র বর্ত্তমান থাকিয়াও এক ও সর্ব্বপ্রকার দোষ-সংস্পর্শরহিত এবং কেবলই কল্যাণময় গুণের আকার স্বরূপ।

ইহাই উক্ত হইতেছে যে, জলাদি মধ্যে প্রকৃতপক্ষে অবর্ত্তমান সূর্য্যের যেমন উপযুক্ত কারণ না থাকায় জলাদির দোষে সংস্পর্শ হয় না, তেমনি পরমাত্মা পৃথিব্যাদির মধ্যে অবস্থিত হইলেও তাঁহার আকার বা স্বরূপই দোষপ্রতিপক্ষ; সুতরাং কারণ না থাকায় দোষসম্বন্ধ হয় না।

বিশেষতঃ ব্যবহার-দর্শনও অপর হেতু,—সর্ব্বতোভাবে সাদৃশ্য না থাকিলেও এইরূপ কেবল অভিপ্রেত অংশের সাধর্ম্য বা সাদৃশ্য লইয়াই দৃষ্টান্তের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন ‘সিংহ সদৃশ বালক’ ইত্যাদি স্থলে। অতএব, স্বভাবতই অজ্ঞানাদি সর্ব্বপ্রকার দোষ-

অত এব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ ॥৩॥২॥১৮॥

[পদচ্ছেদঃ—অতঃ (এই হেতু) এব (নিশ্চয়ে) চ (সমুচ্চয়ে) উপমা (সাদৃশ্য) সূর্য্যকাদিবৎ (জলপ্রতিবিম্বিত সূর্য্যাদির ন্যায়)।]

[সরলার্থঃ—যতঃ সর্ব্বগতস্যাপি পরব্রহ্মণঃ নিত্যনির্দ্দোষত্বেন কল্যাণগুণাকরত্বেন চ উভয়লিঙ্গত্বাৎ তত্তৎস্থানপ্রযুক্ত-দোষৈরসংস্পর্শঃ ; অতএব চ হেতোঃ সূর্য্যকাদিবৎ জলপ্রতিবিম্বিত-সূর্য্যাদিবৎ ইত্যুপমা, "যথা হ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বান্ অপো ভিন্না বহুধৈকোঽনুগচ্ছন্। উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপঃ স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা," "আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথগ্‌ভবেৎ। তথাত্মৈকো হ্যনেকস্থো জলাধারেষ্বিবাংশুমান্" ইত্যাদিষু।

যেহেতু পর-ব্রহ্ম সর্ব্বগত হইয়াও তত্তৎ-স্থানবিশেষের দোষে কলুষিত হন না, সেই হেতুই শাস্ত্রে জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যাদি তাহার উপমারূপে উল্লেখিত হইয়াছে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১৮ ॥]

যতো নানাবিধেষু স্থানেষু স্থিতস্যাপি পরস্য ব্রহ্মণো ন তৎপ্রযুক্ত-দোষভাক্ত্বম্ ; অতএব জল-দর্পণাদিপ্রতিবিম্বিত-সূর্য্যাদিবৎ পরমাত্মা তত্র তত্রাবস্থিতোঽপি নির্দ্দোষঃ, ইতি শাস্ত্রেষূপমা ক্রিয়তে—

"আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথগ্‌ভবেৎ।
তথাত্মৈকো হ্যনেকস্থো জলাধারেষ্বিবাংশুমান্ ॥
এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ ॥" [যাজ্ঞবল্ক্য° প্রায়শ্চিত্ত° ১৪৪] ইত্যাদিষু ॥৩॥২॥১৮॥

অত্র চোদয়তি—

অম্বুবদগ্রহণাত্তু ন তথাত্বম্ ॥৩॥২॥১৯॥

[পদচ্ছেদঃ—অম্বুবৎ (জলের ন্যায়) অগ্রহণাৎ (গ্রহণ করা যায় না বলিয়া) তু (কিন্তু) ন (না) তথাত্বং (সেইরূপ ভাব)।]

যেহেতু পর-ব্রহ্ম নানাবিধ স্থানে অবস্থিত হইয়াও সেই সেই স্থানপ্রযুক্ত দোষভাগী হন না, এই হেতুই জল ও দর্পণাদিতে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যাদির ন্যায় পরমাত্মাও সেই সেই স্থানে অবস্থান করিয়াও নির্দ্দোষ থাকেন। শাস্ত্রেও এইরূপ উপমা বা সাদৃশ্য প্রদর্শন করা হইয়া থাকে,—'একই আকাশ যেমন বিভিন্ন ঘটাদিযোগে পৃথক্ পৃথক্ হয়, তেমনি বহু জলাধারে প্রতিবিম্বিত একই সূর্য্যের ন্যায় আত্মা এক হইয়াও অনেক প্রদেশস্থ হয়। সর্ব্বভূতের আত্মা পরমেশ্বর এক হইয়াও স্বভিন্ন-ভূতে অবস্থিত হওয়ায় জল-চন্দ্রের (জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের) ন্যায় একধা এবং বহুধাও দৃষ্ট হয়' ইত্যাদি স্থানে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১৮ ॥]

[শঙ্কতে—অম্বুবদগ্রহণাৎ—অম্বুনি জলে সূর্য্যো যথা পরমার্থতোঽবিদ্যমান এব ভ্রান্ত্যা তত্র স্থিত ইব গৃহ্যতে ; সুতরাং তত্র তদ্দোষানবকাশঃ ; পরমাত্মা তু ন তথা গৃহ্যতে ; অপি তু "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্" ইত্যাদিশ্রুতিপ্রামাণ্যাৎ পরমার্থত এব তত্রস্থো গৃহ্যতে ; সুতরামেব পরমাত্মনঃ ন তথাত্বং—সূর্য্যস্যেব ন তৎপ্রযুক্ত-দোষাসংস্পর্শিত্বং সম্ভবতীত্যর্থঃ।

এখন আশঙ্কা করিতেছেন যে, সূর্য্য যেরূপ প্রকৃতপক্ষে জলমধ্যে বিদ্যমান না থাকিলেও লোকে ভ্রান্তিবশতঃ জলস্থ বলিয়া মনে করে মাত্র ; সুতরাং জলাদিদোষে সূর্য্যের সম্বন্ধ না হওয়াই সম্ভবপর হয়, কিন্তু পরমাত্মার সম্বন্ধে যখন সেরূপ প্রতীতি হয় না ; পক্ষান্তরে 'যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করেন' ইত্যাদি শ্রুতি-প্রামাণ্যানুসারে পরমাত্মার সত্যসত্যই সর্ব্বত্র অবস্থিতি জানা যাইতেছে ; কাজেই জল-সূর্য্যাদির ন্যায় পরমাত্মার পক্ষে পৃথিব্যাদির দোষে অসংস্পৃষ্ট থাকা সম্ভবপর হইতেছে না ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১৯ ॥]

তু-শব্দশ্চোদ্যং দ্যোতয়তি। অম্বুবদিতি সপ্তম্যন্তাৎ বতিঃ। অম্বু-দর্পণাদিষু যথা সূর্য্যমুখাদয়ো গৃহ্যন্তে ; ন তথা পৃথিব্যাদিষু স্থানেষু পরমাত্মা গৃহ্যতে। অম্ব্বাদিষু হি সূর্য্যাদয়ো ভ্রান্ত্যা তত্রস্থা ইব গৃহ্যন্তে, ন পরমার্থতস্তত্রস্থাঃ। ইহ তু "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্" যোঽপ্সু তিষ্ঠন্" "য আত্মনি তিষ্ঠন্" [বৃহদা০ ৫।৭।৩,৪,২২] ইত্যেবমাদিনা পরমার্থত এব পরমাত্মা পৃথিব্যাদিষু স্থিতো গৃহ্যতে। অতঃ সূর্য্যাদেরম্বু-দর্পণাদিপ্রযুক্ত-দোষাননুষঙ্গস্তত্র তত্র স্থিত্যভাবাদেব। অতো ন তথাত্বং—দার্ষ্টান্তিকস্য ন দৃষ্টান্ততুল্যত্বমিত্যর্থঃ ॥৩॥২॥১৯॥

কথিত বিষয়ে দোষ উদ্ভাবন করিতেছেন—"অম্বুবদগ্রহণাৎ" ইত্যাদি সূত্রে। সূত্রস্থ তু-শব্দে দোষোদ্ভাবন সূচনা করিতেছে। 'অম্বুবৎ' এই স্থলে সপ্তমী বিভক্ত্যন্ত (অম্বুনি) পদের পর 'বৎ' প্রত্যয় হইয়াছে। জল ও দর্পণাদি পাত্রে যেরূপ সূর্য্য ও মুখ প্রভৃতি প্রতিবিম্বিত দৃষ্ট হয়, পৃথিবী প্রভৃতি স্থানে পরমাত্মা কিন্তু সেরূপভাবে দৃষ্ট হয় না। কেন না, ভ্রান্তিবশতই জলাদি পাত্রমধ্যে সূর্য্য প্রভৃতিকে দেখা যায়, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তাহারা তন্মধ্যে অবস্থিত নহে ; পরমাত্মার পক্ষে কিন্তু 'যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করেন,' 'যিনি জলের মধ্যে অবস্থান করেন' 'যিনি আত্মার মধ্যে অবস্থান করেন' এই জাতীয় শাস্ত্র দ্বারা প্রকৃতপক্ষেই পরমাত্মাকে পৃথিব্যাদির মধ্যে অবস্থিত বলিয়া জানা যাইতেছে। অতএব [বুঝিতে হইবে যে,] জল ও দর্পণাদির সম্বন্ধ-জনিত দোষ যে, সূর্য্য ও দর্পণাদিকে সংস্পর্শ করে না, সেই সকল স্থানে অবস্থিতির অভাবই তাহার প্রধান কারণ; অতএব তথাত্ব (সেইরূপ ভাব) নাই, অর্থাৎ দৃষ্টান্তের সহিত দার্ষ্টান্তিক পরমাত্মার তুল্যভাব হইতে পারে না ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১৯ ॥

স্বভাবতো নিরস্তনিখিলাজ্ঞানাদিদোষগন্ধস্য সমস্তকল্যাণগুণাকরস্য পৃথিব্যাদি-স্থানতোঽপি ন দোষসম্ভবঃ ॥৩॥২॥২০॥

অথ স্যাৎ—"দ্বে বাব ব্রাহ্মণো রূপে মূর্ত্তং চামূর্ত্তমেব চ" [বৃহদা০ ৪।৩।১] ইতি প্রকৃত্য সমস্তং স্থূলসূক্ষ্মরূপং প্রপঞ্চং ব্রহ্মণো রূপত্বেন পরামৃশ্য "তস্য হ বা এতস্য পুরুষস্য রূপং—যথা মাহারজনং বাসঃ" [বৃহদা০ ৪।৩।৬] ইত্যাদিনা (*) আকারবিশেষং চাভিধায় "অথাত আদেশো নেতি নেতি নহ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্তি" ইতি সর্ব্বং প্রকৃতং ব্রহ্মণঃ প্রকারম্ ইতি-শব্দেন পরামৃশ্য তৎ সর্ব্বং প্রতিষিধ্য সর্ব্ববিশেষাধিষ্ঠানং তন্মাত্রমেব ব্রহ্ম ; বিশেষাস্ত্বেবংবিধং স্বস্বরূপমজানতা ব্রহ্মণা কল্পিতা ইতি দর্শয়তি। অতঃ কথমুভয়লিঙ্গত্বং ব্রহ্মণ ইতি। অত্রাহ—

প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ ॥৩॥২॥২১॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রকৃতৈতাবত্ত্বং (প্রস্তাবিত ইয়ত্তা বা বিশেষাবস্থা মাত্র) হি (নিশ্চয়ে) প্রতিষেধতি (নিষেধ করিতেছেন), ততঃ (তদপেক্ষা) ব্রবীতি (বলিতেছেন) চ (ও) ভূয়ঃ (অধিকগুণ)।]

সম্বন্ধবর্জ্জিত এবং কল্যাণময় নিখিল সদ্‌গুণের আকর পরমাত্মার পৃথিব্যাদি স্থানের সহিত সম্বন্ধনিবন্ধনও দোষের সম্ভাবনা নাই ॥ ৬ ॥ ২ ॥ ২০ ॥

আপত্তি হইতে পার যে, 'ব্রহ্মের দুইটি রূপ প্রসিদ্ধ—মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত,' (মূর্ত্ত অর্থ স্থূল বা সাবয়ব, আর অমূর্ত্ত অর্থ সূক্ষ্ম নিরবয়ব)। এইরূপ ভূমিকা করিয়া স্থূল সূক্ষ্ম সমস্ত জগৎকে ব্রহ্মের রূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া 'সেই এই প্রসিদ্ধ পুরুষের (ব্রহ্মের) রূপটি—যেমন হরিদ্রা-রঞ্জিত বস্ত্র,' ইত্যাদি বাক্যে তাঁহার বিশিষ্ট আকৃতিরও উল্লেখ করিয়া 'অতঃপর উপদেশ এই যে, ইহা নহে, ইহা নহে, ইহা অপেক্ষা [উৎকৃষ্ট] নাই, ইহা হইতে পৃথক্‌ও অপর কিছু নাই,' এই শ্রুতি আবার ইতি-শব্দে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বিশেষ ধর্ম্মের উল্লেখ করত সে সমুদয়ের নিষেধ করিয়া সমস্ত বিশেষের আশ্রয়ভূত কেবলই সৎস্বরূপ ব্রহ্ম, এবং সেই বিশেষ ধর্ম্ম সমূহও আপনার স্বরূপানভিজ্ঞ ব্রহ্মকর্ত্তৃক কল্পিত মাত্র, ইহাই প্রদর্শন করিতেছেন। অতএব ব্রহ্মের উভয়লিঙ্গত্ব সিদ্ধ হয় কিরূপে? এতদুত্তরে বলিতেছেন—"প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি" ইত্যাদি।

(*) ইত্যাদিনা চ' ইতি 'ক' পাঠঃ।

[সরলার্থঃ—নন্ু "অথাত আদেশো নেতি নেতি" ইত্যাদিনা প্রপঞ্চমাত্রস্যৈব ব্রহ্মরূপত্ব-প্রতিষেধাৎ সন্মাত্রমেব ব্রহ্মাবগম্যতে, তৎ কথমুভয়লিঙ্গত্বম্? ইত্যাহ—"প্রকৃতৈতাবত্ত্বম্" ইত্যাদি।

"দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে" ইত্যত্র কৃৎস্নপ্রপঞ্চস্য ব্রহ্মরূপত্বেন উপদিষ্টতয়া তন্নিষেধাসম্ভবাৎ "নেতি নেতি" ইতি শ্রুতিঃ প্রকৃতৈতাবত্ত্বং প্রতিষেধতি—ইতঃপূর্ব্বং প্রকৃতাঃ যে বিশেষধর্ম্মাঃ, ব্রহ্মণঃ, তন্মাত্রবত্ত্বং নিবারয়তি নেতি নেতীত্যাদিকা শ্রুতিঃ; যস্মাৎ ততঃ তস্মাদপি ভূয়ঃ অধিকং গুণজাতং ব্রবীতি—"অথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যম্" ইত্যাদিকা শ্রুতিঃ। অতো ন প্রপঞ্চস্য ব্রহ্মরূপতাপ্রতিষেধঃ সিধ্যতীতি ভাবঃ॥

ভাল, "অথাত আদেশঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে জগৎপ্রপঞ্চের ব্রহ্মরূপতা প্রতিষিদ্ধ হওয়ায় বুঝা যাইতেছে যে, কেবল সন্মাত্রই ব্রহ্মের স্বরূপ; সুতরাং তাহার উভয়লিঙ্গত্ব সিদ্ধ হইতেছে কিরূপে? তদুত্তরে বলিতেছেন—"প্রকৃতৈতাবত্ত্বম্" ইত্যাদি।

[প্রথমে ব্রহ্মের মূর্ত্তামূর্ত্তরূপত্ব প্রভৃতি যে সমস্ত বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, তদ্দর্শনে লোকের ভ্রম হইতে পারে যে, কেবল ইহাই বুঝি ব্রহ্মের স্বরূপ, এতদতিরিক্ত আর কিছু রূপ নাই; সেই ভ্রম নিবারণের জন্য] "নেতি নেতি" শ্রুতি নিষেধ দ্বারা বুঝাইলেন যে, কেবল ইহাই তাহার রূপ নহে; আরও আছে। এই জন্যই শ্রুতি এতদতিরিক্ত আরও গুণবিশেষের উল্লেখ করিতেছেন॥ ৩॥ ২॥ ২১॥]

নৈতদুপপদ্যতে—যদ্ ব্রহ্মণঃ প্রকৃত-বিশেষবত্ত্বং "নেতি নেতি" [বৃহদা০ ৪।৩।৬] ইতি প্রতিষিধ্যতে ইতি; তথা সতি ভ্রান্তজল্পিতায়মানত্বাৎ। নহি ব্রহ্মণো বিশেষণতয়া প্রমাণান্তরাপ্রজ্ঞাতং সর্ব্বং তদ্বিশেষণত্বেনোপদিশ্য পুনস্তদেবানুন্মত্তঃ প্রতিষেধতি। যদ্যপি নির্দ্দিশ্যমানেষু কেচন পদার্থাঃ প্রমাণান্তরপ্রসিদ্ধাঃ; তথাপি তেষাং ব্রহ্মণঃ প্রকারত্বমপ্রজ্ঞাতমেব; ইতরেষাং তু স্বরূপং ব্রহ্মণঃ প্রকারত্বং চাজ্ঞাতম্।

না,—"নেতি নেতি" শ্রুতিতে যে, ব্রহ্মের প্রস্তাবিত বিশেষগুণ-সম্বন্ধই প্রত্যাখ্যাত হইতেছে, ইহা উপপন্ন হয় না; কারণ, তাহা হইলে ভ্রান্তের জল্পনার ন্যায় হইয়া পড়ে। কেন না, অন্য কোন প্রমাণ দ্বারা যাহা ব্রহ্মের বিশেষণ রূপে পরিজ্ঞাত ছিল না, সেই সমস্ত বিষয়কে ব্রহ্মের বিশেষণ বা ধর্ম্মরূপে উপদেশ করিয়া পুনর্ব্বার যে, তাহারই নিষেধ করা, ইহা কখনই উন্মত্ত ভিন্ন কেহ করিতে পারে না। যদিও পূর্ব্বোপদিষ্ট পদার্থগুলির মধ্যে কোন কোন পদার্থ প্রমাণান্তর-সিদ্ধও বটে, তথাপি সে সমুদয় পদার্থ যে, ব্রহ্মেরই বিশেষণীভূত, ইহা অপরিজ্ঞাতই বটে, এবং অপর পদার্থগুলির স্বরূপ এবং সেগুলি যে ব্রহ্মেরই বিশেষণ, এই উভয়ই জানা নাই; সুতরাং

অতস্তেষামনুবাদাসম্ভবাদ্ অত্রৈবোপদিশ্যন্তে ; অতস্তন্নিষেধো নোপপদ্যতে। যস্মাদেবম্, তস্মাৎ প্রকৃতৈতাবত্ত্বং ব্রহ্মণঃ প্রতিষেধতীদং বাক্যম্। যে ব্রহ্মণো বিশেষাঃ প্রকৃতাঃ ; তদ্বিশিষ্টতয়া ব্রহ্মণঃ প্রতীয়মানেয়ত্তা "নেতি নেতি" ইতি প্রতিষিধ্যতে। নেতি নেতি—নৈবম্—নৈবম্, উক্তপ্রকারমাত্রবিশিষ্টং ন ভবতি ব্রহ্ম। উক্তপ্রকারবিশিষ্টতয়া যা ব্রহ্মণ ইয়ত্তা প্রকৃতা, সা অত্র ইতি-শব্দেন পরামৃশ্যত ইত্যর্থঃ।

যতশ্চ নিষেধানন্তরং ব্রহ্মণো ভূয়ো গুণজাতং ব্রবীতি ; অতশ্চ প্রকৃত-বিশেষণযোগিত্বমাত্রং ব্রহ্মণঃ প্রতিষেধতি। ব্রবীতি হি ভূয়ো গুণজাতং "ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্তি, অথ নামধেয়ং—সত্যস্য সত্যমিতি। প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্" [বৃহদা০ ৪।৩।৬] ইতি। অয়মর্থঃ—'ইতি নেতি' যদ্ ব্রহ্ম প্রতিপাদিতম্, তস্মাদেতস্মাদন্যদ্ বস্তু পরং নহি অস্তি ;

সে সমুদয়ের উল্লেখ কখনই 'অনুবাদ' [প্রমাণান্তরসিদ্ধ বিষয়ের পুনরুল্লেখ করাকে 'অনুবাদ' বলে।] হইতে পারে না ; অতএব বুঝিতে হইবে যে, এখানেই (ঐ শ্রুতিতেই) সে সমুদয়ের প্রথম উপদেশ করা হইতেছে (*) ; সুতরাং সে সমুদয়ের নিষেধ হইতেই পারে না। যেহেতু এই প্রকার [অবস্থা], সেইহেতু [বলিতে হইবে,] উক্ত বাক্যটি ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রস্তাবিত এতাবত্ত্বেরই প্রতিষেধ করিতেছে। ব্রহ্মের সম্বন্ধে যে সমস্ত বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম প্রকৃত বা প্রস্তাবিত হইয়াছে ; সেই সমস্ত ধর্ম্মবিশিষ্টরূপে ব্রহ্মের যে ইয়ত্তা বা পরিচ্ছিন্নভাব প্রতীত হইয়াছিল, 'নেতি নেতি' বাক্যে তাহারই নিষেধ করা হইতেছে। 'নেতি নেতি' অর্থ—এরূপ নহে—এরূপ নহে, অর্থাৎ ব্রহ্ম কেবল কথিত বিশেষণেই বিশেষিত নহে। অভিপ্রায় এই যে, উক্তপ্রকার বিশেষণ-বিশিষ্টরূপে ব্রহ্মের যে ইয়ত্তা (তন্মাত্র-পরিচ্ছিন্নতা), এখানে ইতি-শব্দে তাহাই গৃহীত হইয়াছে।

বিশেষতঃ নিষেধের পরও, ব্রহ্মের আরও অধিক গুণরাশি প্রকাশ করিতেছেন ; সেই কারণেও [বুঝিতে হইবে যে,] ব্রহ্মের সম্বন্ধে সম্ভাবিত পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম-সম্বন্ধই কেবল প্রতিষিদ্ধ করিতেছেন। কারণ, [শ্রুতি] আরও অধিক গুণরাশির প্রতিপাদন করিতেছেন— "নহ্যেতস্মাদ্ ইতি নেতি" ইত্যাদি। ইহার অর্থ এই যে, "ইতি ন" (ইহা নহে) বলিয়া যে ব্রহ্মের নিরূপণ করা হইয়াছে, নিশ্চয়ই সেই এই ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত কোনও বস্তু নাই,

(*) তাৎপর্য্য—প্রমাণান্তরসিদ্ধ বিষয়ের পুনরুল্লেখের নাম 'অনুবাদ'। অনুবাদ বাক্যের প্রামাণ্য নাই, কিন্তু যে সমস্ত বিষয় প্রমাণান্তরসিদ্ধ নহে, সে সমস্ত বিষয়ের উপদেশক বাক্যের প্রামাণ্য অনিবার্য্য। "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে" ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মবিশেষণরূপে যে সমস্ত ধর্ম্মের উল্লেখ আছে, সে সমুদয়ের অধিকাংশই প্রমাণান্তরসিদ্ধ নহে। যে কয়েকটি ধর্ম্ম প্রমাণান্তর-সিদ্ধ, সে সমুদয়ও ব্রহ্মবিশেষণরূপে কোথাও প্রসিদ্ধ নাই ; অবিজ্ঞাত বলিয়াই শ্রুতি এখানে বিশেষ করিয়া সে সমুদায়ের উপদেশ করিয়াছেন ; সুতরাং পূর্ব্ববাক্যোক্ত কোন ধর্ম্মকেই 'অনুবাদ' বলিয়া উপেক্ষা করা যাইতে পারে না। অতএব শ্রুতি উপাদেয়ত্ব-বোধে যে সমস্ত ধর্ম্মের উপদেশ করিয়াছে, নিজেই আবার তাহার প্রত্যাখ্যান করিলে ত উহা উন্মত্ত-প্রলাপ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে॥

ব্রহ্মণোঽন্যৎ স্বরূপতো গুণতশ্চোৎকৃষ্টং নাস্তীত্যর্থঃ। তস্য চ ব্রহ্মণঃ সত্যস্য সত্যমিতি নামধেয়ম্। তস্য চ নির্ব্বচনং "প্রাণা বৈ সত্যং, তেষামেষ সত্যম্" [বৃহদা০ ৪।৩।৬] ইতি। প্রাণ-শব্দেন প্রাণসাহচর্য্যাজ্জীবাঃ পরামৃশ্যন্তে; তে তাবৎ সত্যম্, বিয়দাদিবৎ স্বরূপান্যথাভাবরূপ-পরিণামাভাবাৎ; তেষামেষ সত্যম্—তেভ্যোঽপ্যেষ পরমপুরুষঃ সত্যম্, জীবানাং কর্ম্মানুগুণ্যেন জ্ঞানসঙ্কোচ-বিকাশৌ বিদ্যেতে; পরমপুরুষস্য তু অপহতপাপ্মনস্তৌ ন বিদ্যেতে; অতস্তেভ্যোঽপ্যেষ সত্যম্। অতশ্চৈবং বাক্যশেষোদিতগুণজাতযোগাৎ (*) "নেতি নেতি" [বৃহদা০ ৪।৩।৬] ইতি ব্রহ্মণঃ সবিশেষত্বং ন প্রতিষিধ্যতে; অপি তু পূর্ব্বপ্রকৃতেয়ত্তামাত্রম্। অত উভয়লিঙ্গমেব পরং ব্রহ্ম ॥৩॥২॥২১॥

তথাচ (†) ব্রহ্মণঃ প্রমাণান্তরাগোচরত্বেন তৎসম্বন্ধিতয়া মূর্ত্তামূর্ত্তাদি-রূপানুবাদেন তন্নিষেধাসম্ভবাৎ প্রকৃতেয়ত্তা-প্রতিষেধ উক্তঃ; তদেব প্রমাণান্তরাগোচরত্বং দ্রঢ়য়তি—

অর্থাৎ স্বরূপতঃ বা গুণতঃ কোন অংশেই ব্রহ্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিছু নাই। সেই ব্রহ্মের নাম হইতেছে 'সত্যের সত্য', সেই নামের নির্ব্বাচন বা যৌগিকার্থ এই যে, প্রাণসমূহ হইতেছে সত্য, তিনি তাহাদেরও সত্য। জীবাত্মা স্বভাবতই প্রাণসহচর (প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে থাকে); এই জন্য এখানে জীবাত্মাই প্রাণ-শব্দে অভিহিত হইয়াছে। আকাশাদির ন্যায় তাহারও স্বরূপতঃ অন্যথাভাব বা বিকার হয় না বলিয়া প্রথমতঃ প্রাণসমূহ (জীবগণ) সত্য-পদবাচ্য, ইনি আবার তাহাদেরও সত্য, অর্থাৎ এই পরম পুরুষ পরমাত্মা তাহাদের অপেক্ষাও সত্যস্বরূপ; কেন না, নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে জীবাত্মসমূহের জ্ঞানে সংকোচ ও বিকাশ ঘটে, কিন্তু অপহতপাপ্মা পরমপুরুষের সম্বন্ধে তদুভয়ই নাই; এই জন্যই তিনি জীবগণ অপেক্ষাও সত্য। অতএব, উক্ত বাক্যের শেষাংশোক্ত গুণসমূহের যোগ থাকায়ই [বুঝিতে হইবে যে,] 'নেতি নেতি' কথায় ব্রহ্মের সবিশেষভাব নিষিদ্ধ হইতেছে না; পরন্তু পূর্ব্বপ্রস্তাবিত ইয়ত্তা বা পরিচ্ছিন্নভাবই—(প্রতিষিদ্ধ হইতেছে)। অতএব পরব্রহ্ম নিশ্চয়ই উভয়লিঙ্গ ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ২১ ॥

ব্রহ্ম যখন অপর কোনও প্রমাণগম্য নহেন, তখন তাহার মূর্ত্তামূর্ত্তরূপের অনুবাদ করিয়া তাহার নিষেধ করাও সম্ভবপর হয় না; সুতরাং তাহার প্রস্তাবিতরূপে আশঙ্কিত পরিচ্ছিন্নত্বই কেবল প্রতিষিদ্ধ হইতেছে, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এখন সেই প্রমাণান্তরাগোচরত্বই দৃঢ়তর করিবার জন্য বলিতেছেন—"তদব্যক্তম্" ইত্যাদি।

(*) গুণব্রাতযোগাৎ' ইতি 'ক' পাঠঃ।

(†) তথা চ' ইতি 'খ' পুস্তকে নাস্তি।

তদব্যক্তমাহ হি ॥৩॥২॥২২॥

[পদচ্ছেদঃ—তৎ (ব্রহ্ম) অব্যক্তং (প্রমাণের অগোচর) আহ (প্রতিপাদন করিতেছেন) হি (নিশ্চয়)।]

[সরলার্থঃ—ব্রহ্মণঃ প্রমাণান্তরাগোচরত্বমেব দ্রঢ়য়িতুমাহ—'তদব্যক্তম্' ইত্যাদি। তৎ ব্রহ্ম অব্যক্তম্—প্রত্যক্ষাদিভিঃ প্রমাণৈঃ ন ব্যজ্যতে নিরূপ্যতে ইত্যব্যক্তম্। শাস্ত্রং চ এতদাহ—"ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা" "ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্" ইত্যাদি।

উক্ত ব্রহ্ম প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা ব্যক্ত বা নিরূপিত হন না, এইজন্য অব্যক্ত। 'তাহার স্বরূপ দর্শনপথে থাকে না; কেহও তাহাকে চক্ষু দ্বারা দর্শন করে না।' 'তিনি চক্ষু দ্বারা গৃহীত হন না, এবং বাক্য দ্বারাও নহে।' ইত্যাদি শাস্ত্রও তাহাকে প্রমাণাগম্য বলিতেছেন ॥৩॥২॥২২॥]

তদ্ ব্রহ্ম প্রমাণান্তরেণ ন ব্যজ্যতে; আহ হি শাস্ত্রং "ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্" [তৈত্তি০ নারা০ ১।১০] "ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা" [মুণ্ড০ ৩।১।৮] ইত্যাদি ॥৩॥২॥২২॥

হেত্বন্তরঞ্চাহ—

অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ ॥৩॥২॥২৩॥

[পদচ্ছেদঃ—অপি (আরও) সংরাধনে (আরাধনায়) প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং (শ্রুতি ও স্মৃতি হইতে)।]

[সরলার্থঃ—তদেব দ্রঢয়ন্নাহ—অপি চ, সংরাধনে সম্যক্ আরাধনে ভক্তিরূপাপন্ন-নিদিধ্যাসনে ইতি যাবৎ, এব ব্রহ্মণঃ সাক্ষাৎকারো ভবতি, নত্বন্যত্র, ইতি প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং শ্রুতি-স্মৃতিভ্যাম্ অবগম্যতে। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ, যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ, তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।" "ততস্তু তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" ইত্যাদিকা শ্রুতিঃ। স্মৃতিরপি—

"নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।"
"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ ॥" ইত্যাদ্যা ॥

পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা সম্পাদনার্থ পুনশ্চ বলিতেছেন—অপি চ, সংরাধনে অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রীতিকর ভক্তিস্বরূপ নিদিধ্যাসনেই ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে, অন্যত্র হয় না; ইহা প্রত্যক্ষ—শ্রুতি ও অনুমান—স্মৃতি হইতে জানা যায় ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ২৩ ॥]

সেই ব্রহ্ম অপর কোনও প্রমাণে ব্যক্ত হন না; [অতএব অব্যক্ত]। শাস্ত্রও এ কথা বলিতেছেন—'ইহার স্বরূপ দৃষ্টিপথে অবস্থিত নহে; কেহই চক্ষু দ্বারা ইহাকে দেখিতে পায় না'; 'তিনি চক্ষু দ্বারা গৃহীত হন না, এবং বাক্য দ্বারাও হন না' ইত্যাদি ॥৩॥২॥২২॥

অপি চ, সংরাধনে—সম্যক্‌প্রীণনে ভক্তিরূপাপন্নে নিদিধ্যাসনে এবাস্য সাক্ষাৎকারঃ; নান্যত্রেতি শ্রুতিস্মৃতিভ্যামবগম্যতে।

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥"

[মুণ্ড০ ৩।২।৩]

"জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ"

[মুণ্ড০ ৩।১।৮] ইতি শ্রুতিঃ। স্মৃতিরপি—

"নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।"

"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।

জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ ॥" [গীতা০ ১১।৫৩।৫৪]

ইতি ভক্তিরূপাপন্নমেবোপাসনং সংরাধনম্—তস্য প্রীণনমিতি পূর্ব্বমেবোক্তম্। অতো নিদিধ্যাসনায় ব্রহ্মস্বরূপমুপদিশৎ "দ্বে বাব ব্রহ্মণঃ" ইত্যাদি শাস্ত্রং ব্রহ্মণো মূর্ত্তামূর্ত্তরূপদ্বয়াদিবিশিষ্টতাং প্রাগসিদ্ধাং নানুবদিতুং ক্ষমম্ ॥৩॥২॥২৩॥

অপি চ, সংরাধনে অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রীতিসাধন ভক্তিরূপে পরিণত নিদিধ্যাসনেই (*) ইঁহার (ভগবানের) সাক্ষাৎকার (প্রত্যক্ষ) হইয়া থাকে; অন্য প্রমাণে হয় না; ইহা শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্র হইতে জানা যাইতেছে। তন্মধ্যে শ্রুতি এই যে, 'এই আত্মাকে কেবল শাস্ত্র-ব্যাখ্যা দ্বারা লাভ করিতে পারা যায় না, মেধা অর্থাৎ ধারণাক্ষম বুদ্ধি দ্বারা পারা যায় না, বহু শাস্ত্রাভ্যাস দ্বারাও পারা যায় না, পরন্তু এই আত্মা যাহাকে বরণ করেন, অধিকারী বলিয়া মনে করেন, তিনিই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন। এই আত্মা তাহার নিকট স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করেন।' 'অগ্রে জ্ঞান-প্রসাদ দ্বারা চিত্তশুদ্ধ হয়, তাহার পর ধ্যান করিতে করিতে সেই নিষ্কল আত্মাকে দর্শন করে,' ইতি। স্মৃতিও এই যে, 'বেদাধ্যয়ন দ্বারা আমাকে এইরূপে দেখিতে পায় না, তপস্যা দ্বারা পায় না, দান দ্বারা পায় না, এবং যজ্ঞ দ্বারাও পায় না। হে পরন্তপ অর্জ্জুন, একমাত্র ভক্তি দ্বারাই এবংবিধ আমাকে যথাযথ রূপে জানিতে, দেখিতে এবং প্রবেশ করিতে পায়' ইতি। ভক্তিরূপাপন্ন উপাসনাই যে, সংরাধন অর্থাৎ তাঁহার প্রীতিসম্পাদক আরাধন, এ কথা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। অতএব "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে" ইত্যাদি শাস্ত্রও নিদিধ্যাসনের নিমিত্ত ব্রহ্মের স্বরূপ উপদেশ করিতে যাইয়া ইতঃপূর্ব্বে অবিজ্ঞাত মূর্ত্তামূর্ত্তভেদে ব্রহ্মের দ্বিবিধ রূপের অনুবাদ করিতে কখনই সমর্থ হয় না ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ২৩ ॥

(*) তাৎপর্য্য—নিদিধ্যাসন অর্থ—অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবর্ত্তিত মনোবৃত্তিবিশেষ। বিদ্যারণ্যস্বামী বলিয়াছেন—"তাভ্যাং নির্ব্বিচিকিৎসেঽর্থে চেতসঃ স্থাপিতস্য যৎ। একতানত্বমেতদ্ধি নিদিধ্যাসনমুচ্যতে ॥" (পঞ্চদশী), অর্থাৎ শ্রবণ ও মনন বা অনুকূল তর্কের সাহায্যে সন্দেহ অপনয়নপূর্ব্বক ধ্যেয় বিষয়ে স্থিরীভূত চিত্তের যে

প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যং প্রকাশশ্চ কর্ম্মণ্যভ্যাসাৎ ॥৩॥২॥২৪॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রকাশাদিবৎ (জ্ঞান ও আনন্দাদির ন্যায়) চ (ও) অবৈশেষ্যম্ (বৈলক্ষণ্যের অভাব) প্রকাশঃ (প্রকাশ) চ (ও) কর্ম্মণি (কর্ম্মেতে) অভ্যাসাৎ (পুনঃ পুনঃ অনুশীলন হইতে)।]

[সরলার্থঃ—যেষাং বামদেবাদীনাং কর্ম্মণি সংরাধনে অভ্যাসাৎ পুনঃ-পুনরনুশীলনাৎ ব্রহ্মণঃ স্বরূপদর্শনং জাতম্, তেষামেব দর্শনেপ্রকাশাদিবৎ জ্ঞানানন্দাদিস্বরূপবৎ মূর্ত্তামূর্ত্তবিশিষ্টতায়া অপি ব্রহ্মরূপত্বে অবৈশেষ্যং বৈশেষ্যাভাবঃ প্রজ্ঞাতম্ ইত্যর্থঃ ॥

আরাধনাত্মক কর্ম্মের পুনঃপুনঃ অনুশীলন বশতঃ বামদেব প্রভৃতি—যাহাদের প্রকাশ অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ দর্শন জন্মিয়াছে, তাহাদের সেই দর্শনেই ব্রহ্মের প্রকাশাদি স্বরূপের ন্যায় মূর্ত্তামূর্ত্তাদি-বিশিষ্ট রূপেরও কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য প্রতীত হয় না। অতএব "নেতি" বাক্যে মূর্ত্তামূর্ত্ত স্বরূপের নিষেধ করা হয় নাই ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ২৪ ॥]

ইতশ্চ প্রকৃতৈতাবত্ত্বমেব প্রতিষেধতি, ন মূর্ত্তামূর্ত্তাদিবিশিষ্টত্বম্; যতঃ সাক্ষাৎকৃতপরব্রহ্মস্বরূপাণাং বামদেবাদীনাং দর্শনে প্রকাশাদিবৎ—জ্ঞানানন্দাদিস্বরূপবৎ মূর্ত্তাদিপ্রপঞ্চবিশিষ্টতায়া অপি ব্রহ্মগুণত্বাবৈশেষ্যং প্রতীয়তে—"তদ্ধৈতৎ পশ্যন্ ঋষির্ব্বামদেবঃ প্রতিপেদে—অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ" [বৃহদা০ ৩।৪।১০] ইত্যাদি। ব্রহ্মস্বরূপভূতপ্রকাশানন্দাদিশ্চ তেষাং বামদেবাদীনাং সংরাধনাত্মকে কর্ম্মণি অভ্যাসাদুপলভ্যতে। তদ্বচ্চ অভ্যস্তসংরাধনানাং তেষাং মূর্ত্তামূর্ত্তাদিবিশিষ্টত্বমপ্যবিশেষেণ প্রতীয়ত-ইত্যর্থঃ ॥৩॥২॥২৪॥

এই কারণেও [বুঝিতে হইবে যে,] প্রস্তাবিত ইয়ত্তা বা পরিচ্ছেদই প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু ব্রহ্মের মূর্ত্তামূর্ত্ত রূপ প্রতিষিদ্ধ হয় নাই। কেন না, যেহেতু যাহারা পরব্রহ্মের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সেই বামদেব প্রভৃতি ঋষির দর্শনে (ব্রহ্মের স্বরূপোপলব্ধিতে) প্রকাশাদির ন্যায় অর্থাৎ জ্ঞান ও আনন্দাদি স্বরূপের ন্যায় মূর্ত্তামূর্ত্তাদিবিশিষ্টত্বও যে, ব্রহ্মের গুণরূপে প্রতিভাত হয়, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র বিশেষ বুঝা যাইতেছে না। যথা,—'বামদেব সেই এই ব্রহ্ম সন্দর্শন করত বুঝিয়াছিলেন যে, আমিই মনু হইয়াছিলাম, এবং সূর্য্যও হইয়াছিলাম' ইত্যাদি। প্রকাশ ও আনন্দাদি যে, ব্রহ্মেরই স্বরূপভূত, তাহাও সেই বামদেবাদির সংরাধন বা ঈশ্বর-প্রীণনাত্মক কর্ম্মের পুনঃপুনঃ অনুশীলন হইতেই উপলব্ধির বিষয় হয়। এইরূপে সংরাধনে অভ্যস্ত তাহাদের নিকটই মূর্ত্তামূর্ত্তাদি জগদাত্মভাব তুল্যরূপে অনুভূত হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ২৪ ॥

একাকারে প্রবৃত্ত চিন্তাপ্রবাহ, তাহার নাম নিদিধ্যাসন। রামানুজস্বামী এই নিদিধ্যাসনকেই ভক্তির চরম উৎকর্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥

উক্তং ব্রহ্মণ উভয়লিঙ্গত্বমুপসংহরতি—

অতোঽনন্তেন তথাহি লিঙ্গম্ ॥৩॥২॥২৫॥

[পদচ্ছেদঃ—অতঃ (এই সকল কারণে) অনন্তেন (অসংখ্যগুণে বিশিষ্ট), তথাহি (সেইরূপ হইলেই) লিঙ্গং (উভয় লিঙ্গত্ব) [সিদ্ধ হইতে পারে)।]

সরলার্থঃ—অতঃ অস্মাদেব হেতোঃ অনন্তেন অপরিসংখ্যেয়েন কল্যাণগুণসমূহেন বিশিষ্টত্বং ব্রহ্মণঃ সিদ্ধম্। তথাচ সতি উভয়লিঙ্গং ব্রহ্মেতি সিদ্ধম্॥

অতএব ব্রহ্মের অনন্ত কল্যাণময়গুণবিশিষ্টতাও সিদ্ধ হইতেছে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ২৫ ॥]

অতঃ—উক্তৈর্হেতুভিঃ ব্রহ্মণোঽনন্তেন কল্যাণগুণগণেন বিশিষ্টত্বং সিদ্ধম্। তথাহি সত্যুভয়লিঙ্গং ব্রহ্মোপপন্নং ভবতি ॥৩॥২॥২৫॥

[ইতি পঞ্চমং উভয়লিঙ্গাধিকরণম্ ॥৫॥]

অহিকুণ্ডলাধিকরণম্।] **উভয়ব্যপদেশাত্ত্বহি-কুণ্ডলবৎ ॥৩॥২॥২৬॥**

[পদচ্ছেদঃ—উভয়ব্যপদেশাৎ (উভয়রূপে নির্দ্দেশ হেতু) তু (কিন্তু) অহি-কুণ্ডলবৎ (সর্পের কুণ্ডলীভাবের ন্যায়)।]

[সরলার্থঃ—"ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্" "আত্মৈবেদং সর্ব্বম্" ইতি, "অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ" ইতি চ আত্মনো নানাত্বৈকত্বদর্শনাৎ ভবতি সংশয়ঃ—কিমাত্মনঃ স্বরূপমিতি। এতৎসংশয়-নিরাসার্থং তু-শব্দঃ। উভয়ব্যপদেশাৎ শ্রুতাবেব নানাত্বৈকত্বনির্দ্দেশাৎ "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে" ইত্যাদিশ্রুত্যুক্তম্ উভয়মেব ব্রহ্মণো রূপম্; অহিকুণ্ডলবৎ—যথা একস্যৈব অহেঃ সর্পস্য কুণ্ডলনাদিভেদেন প্রকারভেদঃ, ব্রহ্মণোঽপি তথেতি ভাবঃ॥

শ্রুতিতে একত্ব ও নানাত্ব উভয়রূপেই ব্রহ্মের নির্দ্দেশ থাকায় ব্রহ্মের উভয়বিধ রূপই সত্য; যেমন একই সর্পের কুণ্ডলাদি অবস্থাভেদে ভেদ, ব্রহ্মেরও তদ্রূপ ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ২৬ ॥]

মূর্ত্তামূর্ত্তাত্মকস্য অচিৎপ্রপঞ্চস্য ব্রহ্মণো রূপত্বং "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে" [বৃহদা০ ২।৩।১] ইত্যাদিনোপদিশ্যতে। "অথাত আদেশো নেতি নেতি"

ব্রহ্মের পূর্ব্বোক্ত উভয়লিঙ্গ বিচারের উপসংহার করিয়া বলিতেছেন—'অতঃ' ইত্যাদি। অতএব অর্থাৎ উল্লিখিত হেতুসমূহ দ্বারা ব্রহ্মের অনন্ত কল্যাণগুণবশিষ্টতাও সিদ্ধ হইতেছে। তাহা হইলেই ব্রহ্মের উভয়লিঙ্গত্বও উপপন্ন হইতেছে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ২৫ ॥

[ইতি পঞ্চম উভয়লিঙ্গাধিকরণ ॥ ৫ ॥]

'ব্রহ্মের দুইটি রূপ প্রসিদ্ধ,' ইত্যাদি শ্রুতিতে মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তাত্মক, অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্মরূপ জগৎ-প্রপঞ্চকে ব্রহ্মের রূপ বলিয়া উপদেশ করা হইতেছে। 'অতঃপর উপদেশ এই যে, ব্রহ্ম ইহা

[বৃহদা০ ২।৩।৬] ইতি মূর্ত্তামূর্ত্তাচিদ্বস্তুরূপতয়া ব্রহ্মণ ইয়ত্তা প্রতিষিধ্যতে। "নহ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্তি" [বৃহদা০ ২।৩।৬] ইতি ব্রহ্মণোঽন্যদুৎকৃষ্টং নহ্যস্তীতি প্রতিপাদিতম্। তদুপপাদনায় "অথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যমিতি, প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্" ইতি প্রাণ-শব্দনির্দ্দিষ্টেভ্যশ্চেতনেভ্যোঽপ্যেষ সত্যমিতি কদাচিদপি জ্ঞানাদি-সঙ্কোচাভাবাদুক্তম্। তথা "প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞপতিগুণেশঃ" [শ্বেতাশ্ব০ ৬।১৬] "পতিং বিশ্বস্যাত্মেশ্বরম্" [তৈত্তি০ নারা০ ৩] "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্" [শ্বেতাশ্ব০ ৬।১৩] ইত্যাদিশ্রুতেশ্চায়-মর্থোঽবগম্যতে। তস্যাচিদ্‌বস্তুনো ব্রহ্মরূপত্বপ্রকার ইদানীং চিন্ত্যতে ব্রহ্মণো নির্দ্দোষত্ব-সিদ্ধ্যর্থম্ ;—কিমস্যাচিদ্‌বস্তুনো ব্রহ্মরূপত্বম্ অহি-কুণ্ডলন্যায়েন? উত প্রভা-প্রভাবতোরিব একজাতিযোগেন? উত জীবস্যেব বিশেষণ-বিশেষ্যতয়াংশাংশিভাবেন? ইতি। ইহ স্থাপ্যমানং

নহে' এই শ্রুতিতেই আবার মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত জড় বস্তু দ্বারা ব্রহ্ম-রূপের ইয়ত্তা বা পরিচ্ছেদ প্রতিষিদ্ধ হইতেছে। তাহার পর "নহি এতস্মাৎ" ইত্যাদি শ্রুতিতেও প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছু নাই। ইহারই সমর্থনের জন্য আবার 'অতঃপর ব্রহ্মের নাম হইতেছে—"সত্যস্য সত্যম্" অর্থাৎ সত্যেরও সত্য; প্রাণই সত্য, তিনি তাহারও সত্য,' এই শ্রুতিতে আবার প্রাণ-শব্দবাচ্য চেতন—জীবসমূহ অপেক্ষাও আত্মার সত্যতা উক্ত হইয়াছে। কেন না, কস্মিন্ কালেও জীবগত জ্ঞান-শক্তির হ্রাস হয় না, (একরূপই থাকে)। সেইরূপ, 'প্রকৃতি ও পুরুষের ঈশ্বর এবং গুণাধিপতি', 'জগতের পতি ও আত্মার ঈশ্বরকে,' 'নিত্যের নিত্য চেতনের চেতন' ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও এই রূপ অর্থই জানা যাইতেছে। সেই অচেতন জড় বস্তু যে, কি প্রকারে ব্রহ্মের রূপ বা বিশেষণীভূত হয়, ব্রহ্মের নির্দ্দোষত্ব সমর্থনের জন্য এখন তাহা চিন্তা করা হইতেছে (*)—

এই অচেতন পদার্থ যে, ব্রহ্মের রূপ, তাহা কি অহি-কুণ্ডলের ন্যায়? অর্থাৎ একই সর্প যেমন সময়ে দীর্ঘাকার এবং সময়ে কুণ্ডলাকার হয়, অথচ ঐ উভয়ই সর্পের রূপ, ঠিক তেমনই কি? অথবা, প্রভা ও প্রভাবিশিষ্টের (অগ্নি ও তাহার প্রভার) ন্যায় একজাতীয় বলিয়া কি? কিংবা জীবের ন্যায় বিশেষণ-বিশেষ্যভাবাত্মক অংশাংশিভাবে? তন্মধ্যে বিশেষণ-বিশেষ্যভাবই

(*) তাৎপর্য্য—এই 'অহিকুণ্ডলাধিকরণ' টি ছাব্বিশ হইতে উনত্রিশ পর্য্যন্ত চারিসূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—অচিৎ পদার্থের ব্রহ্মরূপত্ববিষয়ে চিন্তা। (২) সংশয়—অচিৎ পদার্থসমূহ ব্রহ্মের কিরূপ রূপ?—ইহা কি অহিকুণ্ডলবৎ অভিন্ন? না এক জাতীয়? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—এক-জাতীয়ই বটে; অভিন্ন নহে। (৪) উত্তর—না জীবের ন্যায় অচেতন পদার্থও যখন ব্রহ্মেরই শরীর, তখন নিশ্চয়ই ব্রহ্মের অংশ। (৫) নির্ণয়—অতএব অচেতন পদার্থকেও ব্রহ্মরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে, তাঁহা হইতে পৃথক্ বস্তুরূপে নহে॥

বিশেষণ-বিশেষ্যভাবমঙ্গীকৃত্য "প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তানুপরোধাৎ" [ব্রহ্মসূ০ ১।৪।২৩], "তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" [ব্রহ্মসূ০ ২।১।৫] ইত্যত্র সূক্ষ্মচিদচিদ্‌বস্তুবিশিষ্টব্রহ্মণঃ স্থূলচিদচিদ্‌বস্তুবিশিষ্টস্যোৎপত্তিরনন্যত্বং চোক্তম্।

কিং যুক্তম্ ? অহি-কুণ্ডলবদিতি। কুতঃ ? উভয়ব্যপদেশাৎ "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্" [বৃহদা০ ৪।৫।১] "আত্মৈবেদং সর্ব্বম্" [ছান্দো০ ৭।২৫।২] ইতি তাদাত্ম্যব্যপদেশাৎ, "হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য" [ছান্দো০ ৬।৩।২] ইত্যাদিভেদব্যপদেশাচ্চ অহেঃ কুণ্ডলভাব-ঋজুভাববৎ (*) তস্যৈব ব্রহ্মণঃ সংস্থানবিশেষা এবাচিদ্‌বস্তূনি ॥৩॥২॥২৬॥

প্রকাশাশ্রয়বদ্বা তেজস্ত্বাৎ ॥৩॥২॥২৭॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রকাশাশ্রয়বৎ (প্রকাশাশ্রয় অগ্নি প্রভৃতির ন্যায়) বা (অথবা) তেজস্ত্বাৎ (তৈজসত্ব হেতু)।]

[সরলার্থঃ—বা-শব্দঃ পূর্ব্বোক্ত-পক্ষবারণার্থঃ। যথা প্রকাশ-তদাশ্রয়য়োঃ স্বরূপভেদে সত্যপি তেজস্ত্বাৎ—তেজোরূপেণ একজাতীয়ত্বাদভিন্নত্বম্, ভিন্নকার্য্যকারিত্বাদ্ ভিন্নত্বঞ্চ, তথা অচেতনবস্তু-ব্রহ্মণোরপি ভিন্নত্বমভিন্নত্বঞ্চ মন্তব্যমিত্যর্থঃ॥

সূত্রস্থ বা-শব্দ দ্বারা পূর্ব্বসূত্রোক্ত আশঙ্কার নিবৃত্তি করা হইল; প্রভা ও প্রভার আশ্রয় (অগ্নি প্রভৃতি) যেমন স্বরূপগত পার্থক্য সত্ত্বেও একই তেজস্ত্ব-জাতির সহিত সম্বদ্ধ থাকায় উভয়ে অভিন্নও বটে, তেমনি অচেতন পদার্থ ও ব্রহ্মের সম্বন্ধেও ভিন্নত্ব অভিন্নত্ব উভয়ই মানিতে হইবে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ২৭ ॥]

এখানে স্থাপন করি[illegible]হইবে; এই জন্য সেই পক্ষই অবলম্বন করিয়া—"প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তানুপরোধাৎ" ও "তদনন্যত্বমারম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ" এই স্থলে সূক্ষ্ম চেতনাচেতনবিশিষ্ট ব্রহ্ম হইতে স্থূল চেতনাচেতনবিশিষ্টের উৎপত্তি ও অনন্যত্ব (অভেদ) উক্ত হইয়াছে।

কোন পক্ষটি যুক্তিসম্মত? অহিকুণ্ডলের ন্যায় পক্ষই। কারণ? যেহেতু উভয়প্রকার ব্যপদেশ 'এ সমস্ত আত্মাই (ব্রহ্মস্বরূপই)', এইরূপে [জগৎ ও ব্রহ্মের] তাদাত্ম্য উপদেশ (অভেদোল্লেখ) রহিয়াছে, এবং যেহেতু 'আমি এই জীবাত্মরূপে এই তিন দেবতার (তেজ, জল ও পৃথিবীর) অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ প্রকাশিত করিব' ইত্যাদি ভেদনির্দ্দেশও রহিয়াছে। একই সর্পের যেরূপ কুণ্ডলভাব ও ঋজুভাব হইয়া থাকে, তদ্রূপ জড়বস্তুসমূহও সেই একই ব্রহ্মের অবস্থাবিশেষমাত্র, (তাহা হইতে পৃথক্ নহে) ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ২৬ ॥

(*) রজ্জুভাববৎ' ইতি প্রামাদিকঃ 'গ' পাঠঃ।

বা-শব্দঃ পক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ; ব্রহ্মস্বরূপস্যৈবাচিদ্রূপেণাবস্থানে ভেদ-শ্রুতয়ো ব্রহ্মণোঽপরিণামিত্ববাদিন্যোঽপি বাধিতা ভবেয়ুঃ; অতো যথা তেজস্ত্বেন প্রভা-তদাশ্রয়য়োরপি তাদাত্ম্যম্; এবমচিৎপ্রপঞ্চস্য ব্রহ্মণো রূপত্বমিত্যর্থঃ ॥৩।২।২৭॥

পূর্ব্ববদ্বা ॥৩॥২॥২৮॥

[পদচ্ছেদঃ—পূর্ব্ববৎ (পূর্ব্বের ন্যায়) বা (অথবা)।]

[সরলার্থঃ—বা-শব্দঃ প্রাগুক্তপক্ষদ্বয়-প্রতিষেধার্থঃ। অথবা যথা পূর্ব্বত্র "অংশো নানা ব্যপদেশাৎ" "প্রকাশাদিবত্তু নৈবং পরঃ" ইত্যুভয়থা ব্যপদেশোপপত্তয়ে পৃথক্‌সিদ্ধ্যনর্হ-বিশেষণতয়া জীবস্য ব্রহ্মাংশত্বমুক্তম্, এবম্ অচিদ্বস্তুনোঽপি, ইতি মন্তব্যম্ ॥

ইতঃপূর্ব্বে "অংশো নানাব্যপদেশাৎ" ইত্যাদি সূত্রে উভয়রূপে উল্লেখের সার্থকতা রক্ষার জন্য যেমন ব্রহ্মব্যতিরেকে থাকিতে পারে না বলিয়া জীবকে বিশেষণরূপে ব্রহ্মাংশ বলা হইয়াছে, তেমনি অচেতন পদার্থেরও বিশেষণরূপেই ব্রহ্মাংশত্ব বুঝিতে হইবে ॥৩॥২॥২৮॥]

বা-শব্দঃ পক্ষদ্বয়-ব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। একস্যৈব দ্রব্যস্য অবস্থাবিশেষযোগে ব্রহ্মস্বরূপস্যৈবাচিদ্দ্রব্যরূপত্বাদুক্তদোষাদনির্ম্মোক্ষঃ। অথ প্রভা-তদা-শ্রয়য়োরিব অচিদ্-ব্রহ্মণোর্ব্রহ্মত্বজাতিযোগমাত্রম্। এবং তর্হি অশ্বত্ব-গোত্ব-বদ্ ব্রহ্মাপি ঈশ্বরে চিদচিদ্বস্তুনোশ্চানুবর্ত্তমানং সামান্যমিতি সকলশ্রুতি-স্মৃতিব্যবহারবিরোধঃ। পূর্ব্ববদেব "অংশো নানাব্যপদেশাৎ" [ব্রহ্মসূ° ২।৩।৪২] "প্রকাশাদিবত্তু নৈবং পরঃ" [ব্রহ্মসূ° ২।৩।৪৫] ইতি জীববৎ

পূর্ব্বসূত্রোক্ত সিদ্ধান্ত বারণার্থ বা-শব্দ। স্বরূপতঃ ব্রহ্মই যদি অচেতন পদার্থরূপে অবস্থান করেন, তাহা হইলে ব্রহ্মের ভেদবোধক ও অপরিণামিত্ববোধক শ্রুতিসমূহ বাধিত (নিরর্থক) হইয়া যাইতে পারে; এই কারণে [বলিতে হইবে যে,] যেমন তেজস্ত্ব-জাতি লইয়া প্রভা ও প্রভাশ্রয়ের তাদাত্ম্য বা অভিন্নত্ব; অচেতন জগৎপ্রপঞ্চের ব্রহ্মরূপত্বও তেমনি বটে ॥৩॥২॥২৭॥

পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত দুইটি বারণের জন্য সূত্রে বা-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। একই দ্রব্যের যদি অবস্থা-বিশেষের সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ত প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মেরই অচেতনভাব ঘটিল; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত দোষের উদ্ধার হইল না। পক্ষান্তরে যদি বল, প্রভা ও তদাশ্রয়ের ন্যায় অচেতন ও ব্রহ্মের মধ্যে কেবল ব্রহ্মত্ব জাতিরই সম্বন্ধ হয় মাত্র; (কিন্তু তদ্রূপতা হয় না); এরূপ হইলেও, গোত্ব ও অশ্বত্ব প্রভৃতি জাতির ন্যায় ঈশ্বরে এবং চেতনাচেতন বস্তুতে অনুগত ব্রহ্মও একটি জাতিপদার্থ হইয়া পড়িলেন মাত্র; সুতরাং সমস্ত শ্রুতি ও স্মৃতি-শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তই বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে।

ইহাও পূর্ব্বেরই মত অর্থাৎ "অংশো নানাব্যপদেশাৎ" "প্রকাশাদিবত্তু নৈবং পরঃ" এই

পৃথক্সিদ্ধ্যনর্হ-বিশেষণত্বেন অচিদ্‌বস্তুনো ব্রহ্মাংশত্বম্; বিশিষ্টবস্ত্বেক-দেশত্বেনাভেদব্যবহারো মুখ্যঃ, বিশেষণ-বিশেষ্যয়োঃ স্বরূপ-স্বভাবভেদেন ভেদব্যবহারো মুখ্যঃ, ব্রহ্মণো নির্দ্দোষত্বঞ্চ রক্ষিতম্। তদেবং প্রকাশ-জাতি-গুণ-শরীরাণাং মণি-ব্যক্তি-গুণ্যাত্মনঃ প্রতি অপৃথক্-সিদ্ধিলক্ষণ-বিশেষণতয়া যথাংশত্বম্, তথেহ জীবস্যাচিদ্‌বস্তুনশ্চ ব্রহ্ম প্রত্যংশত্বম্ ॥৩॥২॥২৮॥

প্রতিষেধাচ্চ ॥৩॥২॥২৯॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রতিষেধাৎ (নিষেধ হেতু) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—"স বা এষ মহানজ আত্মা অজরোঽমরঃ" "নাস্য জরয়ৈতৎ জীর্য্যতি" ইত্যাদিভিঃ ব্রহ্মণো জড়ধর্ম্মত্ব-প্রতিষেধাদপি বিশেষণ-বিশেষ্যভাবেনৈব অংশাংশিভাবো মন্তব্য ইত্যর্থঃ। তত্র সূক্ষ্মচিদচিদ্বিশিষ্টং ব্রহ্ম কারণভূতম্, স্থূল-চিদচিদ্বিশিষ্টং ব্রহ্ম কার্য্যভূতমিতি বিভাগঃ ॥

'সেই এই আত্মা মহান্ ও অজ (জন্মরহিত), এবং জরামরণবর্জ্জিত, দৈহিক জরা দ্বারা আত্মা জীর্ণ হয় না' ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মে অচেতনধর্ম্ম জন্মাদি নিষিদ্ধ হওয়ায় বিশেষণ-বিশেষ্য-রূপেই অংশাংশিভাব বুঝিতে হইবে। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, সূক্ষ্ম চেতনাচেতনবিশিষ্ট ব্রহ্ম হইতেছেন—কারণরূপী, আর স্থূল চেতনাচেতনবিশিষ্ট ব্রহ্ম হইতেছেন—কার্য্যস্বরূপ ॥৩॥২॥২৯॥]

"স বা এষ মহানজ আত্মা অজরোঽমরঃ" [বৃহদা০ ৩।৪।২৫] "নাস্য জরয়ৈতজ্জীর্য্যতি" [ছান্দো০ ৮।১।৫] ইত্যাদিভির্ব্রহ্মণোঽচিদ্ধর্ম্ম-প্রতিষেধাচ্চ বিশেষণ-বিশেষ্যত্বেনৈবাংশাংশিভাব ইত্যর্থঃ। অতঃ সূক্ষ্ম-

---

সূত্রদ্বয়ে জীবের যেমন ব্রহ্মাংশত্বনিরূপিত হইয়াছে, তেমনি এখানেও ব্রহ্মব্যতিরেকে অবস্থান করিতে অক্ষম—অচিৎ বস্তুরও বিশেষণরূপে ব্রহ্মাংশত্ব সিদ্ধ হইতেছে। আর অচেতন পদার্থ-গুলি তদ্বিশিষ্ট বস্তুর একদেশ হওয়ায় উহাদেরও অভেদ-ব্যবহারই মুখ্য বা প্রধান; অথচ বিশেষণ ও বিশেষ্যের মধ্যে স্বরূপ ও স্বভাবগত ভেদ থাকায় ভেদ-ব্যবহারও মুখ্য; তাহার ফলে ব্রহ্মের নির্দ্দোষতাই রক্ষিত হইতেছে। অতএব, বুঝিতে হইবে যে, প্রকাশ, জাতি, গুণ ও শরীর যেমন মণি, ব্যক্তি, গুণী ও আত্মা ছাড়িয়া পৃথক্‌ভাবে থাকিতে পারে না বলিয়া সেই মণি প্রভৃতির বিশেষণরূপে অংশ হয়, অর্থাৎ মণির বিশেষণাংশ প্রকাশ; ব্যক্তির বিশেষণাংশ জাতি (মনুষ্যত্বাদি), গুণীর (গুণযুক্ত ঘটাদির) বিশেষণাংশ গুণ (নীল পীতাদি), এবং আত্মার (জীবের) বিশেষণাংশ তাহার শরীর, তেমনি এখানেও চেতন জীব ও অচেতন জড় পদার্থমাত্রই ব্রহ্মের অংশ ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ২৮ ॥

'সেই এই আত্মা মহৎ, অজ এবং জরামরণবর্জ্জিত,' 'দেহের জরা দ্বারা ইনি জীর্ণ হন না' ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্ম-সম্বন্ধে অচিৎ-ধর্ম্ম নিষিদ্ধ হওয়ায় বিশেষণ-বিশেষ্যভাবেই উভয়ের অংশাংশি-

চিদচিদ্বস্তুবিশিষ্টং কারণভূতং ব্রহ্ম, চিদচিদ্বস্তুবিশিষ্টং স্থূলকার্য্যভূতং ব্রহ্ম, ইতি কারণাৎ কার্য্যস্যানন্যত্বম্, কারণভূতব্রহ্মবিজ্ঞানেন কার্য্যস্য জ্ঞাততেত্যাদি সর্ব্বমুপপন্নম্, ব্রহ্মণো নির্দ্দোষত্বঞ্চ রক্ষিতম্। ব্রহ্মণো নির্দ্দোষত্বেন কল্যাণগুণাকরত্বেন চ উভয়লিঙ্গত্বমপি সিদ্ধম্ ॥৩॥২॥২৯॥

[ইতি ষষ্ঠম্ অহিকুণ্ডলাধিকরণম্ ॥৬॥]

পরাধিকরণম্।] **পরমতঃ সেতূন্মান-সম্বন্ধ-ভেদব্যপদেশেভ্যঃ ॥৩॥২॥৩০॥**

[পদচ্ছেদঃ—পরম্ (অতিরিক্ত) অতঃ (ইহা হইতে—জগৎকারণ ব্রহ্ম হইতে) সেতূন্মান-সম্বন্ধ-ভেদব্যপদেশেভ্যঃ (সেতু ব্যপদেশ, উন্মানব্যপদেশ, সম্বন্ধব্যপদেশ ও ভেদব্যপদেশ হেতু)।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং জগৎকারণতয়া প্রতিপাদিতাৎ পরস্মাদ্ ব্রহ্মণোঽতিরিক্ত-তত্ত্বান্তর-প্রতিষেধার্থং পূর্ব্বপক্ষত্বেন সূত্রমবতারয়তি—"পরমতঃ" ইত্যাদি।

"জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইত্যারভ্য "অতোঽনন্তেন তথাহি লিঙ্গম্" ইত্যন্তেন সূত্রজাতেন প্রতি-প্রাদিতাৎ জগজ্জন্মাদি-কারণাৎ পরস্মাদ্ ব্রহ্মণঃ পরমপি কিঞ্চিৎ তত্ত্বমস্তীতি কস্যচিৎ মতিঃ স্যাৎ। কুতঃ?—সেতূন্মান-সম্বন্ধ-ভেদব্যপদেশেভ্যঃ। 'অথ য আত্মা, স সেতুঃ * * * এতং সেতুং তীর্ত্বা" ইত্যত্র আত্মনঃ সেতুরূপেণ তরিতব্যতয়া ব্যপদেশঃ; "চতুষ্পাদ্ ব্রহ্ম," ষোড়শকলং" ইত্যাদৌ চতুষ্পাৎ-ষোড়শকলত্বাদিভিঃ উন্মানব্যপদেশঃ। উদ্ধৃত্য মানম্—উন্মানং পরিমিতত্বম্, তদুল্লেখঃ; "অমৃতস্যৈষ সেতুঃ ইত্যাদৌ চ প্রাপ্য-পাপকরূপসম্বন্ধব্যপদেশঃ; "তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্" ইতি ব্রহ্মণ উত্তরত্বেন ভেদব্যপদেশশ্চাস্তি; এভ্যঃ হেতুভ্যঃ জগজ্জন্মাদি-কারণা-দন্যদপি কিঞ্চিদস্তীতি প্রতীয়তে ইত্যর্থঃ।

জগজ্জন্মাদিকারণরূপে যে পরব্রহ্ম নিরূপিত হইয়াছেন, তদতিরিক্ত যে, আর কোনও তত্ত্ব বা বস্তু নাই, তাহা প্রতিপাদনের নিমিত্ত প্রথমতঃ পূর্ব্বপক্ষরূপে "পরমতঃ" ইত্যাদি সূত্র আরব্ধ হইতেছে—

"জন্মাদ্যস্য যতঃ" সূত্র দ্বারা যে ব্রহ্ম নিরূপিত হইয়াছেন, তদ্দতিরিক্ত আরও কোন তত্ত্ব থাকা সম্ভব। কারণ? যেহেতু সেতু, উন্মান, সম্বন্ধ ও ভেদ নির্দ্দেশ রহিয়াছে। সেতু নির্দ্দেশ এই যে, 'আত্মা সেতুস্বরূপ, সেই সেতু পার হইয়া' ইত্যাদি শ্রুতিতে আত্মাকে সেতু বলা হইয়াছে, এবং সেই সেতু অতিক্রম করিবারও উপদেশ রহিয়াছে। 'ব্রহ্ম চতুষ্পাদ্ ও ষোড়শ-কলাযুক্ত,' ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মের একটা পরিমাণও (উন্মানও) লিখিত আছে। 'তিনি অমৃতলাভের সেতুস্বরূপ', এখানে ব্রহ্ম-সেতুর সাহায্যে অপর কিছু প্রাপ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; সুতরাং প্রাপ্য-প্রাপকরূপ সম্বন্ধেরও প্রতীতি হইতেছে। তাহার পর, সেই পুরুষ দ্বারা এই সমস্ত পরিপূর্ণ, তাঁহা হইতেও যাহা পরবর্ত্তী', এখানে পুরুষ-পদবাচ্য ব্রহ্ম হইতে 'তদুত্তরতর' বলায় ভেদনির্দ্দেশ রহিয়াছে। এই সকল কারণে কেহ মনে করেন যে, জগৎকারণ ব্রহ্ম হইতেও অতিরিক্ত কোন বস্তু আছে ॥৩॥২॥৩০॥]

ইদানীমস্মাৎ পরস্মাৎ জগন্নিমিত্তোপাদানরূপ-পরমকারণাৎ পরব্রহ্মণঃ পরমপি কিঞ্চিৎ তত্ত্বমস্তীতি কৈশ্চিৎ হেত্বাভাসৈরাশঙ্ক্য নিরাক্রিয়তে অস্যোপাস্যস্য নির্দ্দোষত্বানবধিকাতিশয়াসঙ্খ্যেয়কল্যাণগুণাকরত্বস্থেম্নে।

তত্রেয়মাশঙ্কা—যদিদং পরং ব্রহ্মোভয়লিঙ্গম্; এতস্মান্নিখিলজগৎ-কারণাৎ পরমপি কিঞ্চিৎ তত্ত্বমস্তি। কথম্? "অথ য আত্মা, স সেতুর্বিধৃতিঃ" [ছান্দো০ ৮।৪।১] ইতি অস্য পরস্য সেতুত্বব্যপদেশাৎ। সেতু-শব্দস্য চ

ভাব বুঝিতে হইবে। অতএব, সূক্ষ্ম-চেতনাচেতনবিশিষ্ট ব্রহ্ম হইতেছেন কারণ স্বরূপ; আর স্থূল-চেতনাচেতনবস্তুবিশিষ্ট ব্রহ্ম হইতেছেন কার্য্যস্বরূপ; সুতরাং কারণ হইতে কার্য্যের যে, অনন্যত্ব (অভিন্নত্ব), এবং কারণ স্বরূপ ব্রহ্মবিজ্ঞানেই যে, কার্য্য-বস্তুর বিজ্ঞান হয়, ইত্যাদি সমস্ত কথাই সুসঙ্গত হইল, এবং ব্রহ্মের নির্দ্দোষত্বও রক্ষিত হইল। তাহার ফলে ব্রহ্মের নির্দ্দোষত্ব ও কল্যাণময়-গুণবত্ত্ব নিবন্ধন ব্রহ্মের উভয়লিঙ্গত্বও সিদ্ধ হইল ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ২৯ ॥

[ষষ্ঠ অহিকুণ্ডলাধিকরণ ॥ ৬ ॥]

কতকগুলি হেত্বাভাসদর্শনে (*) আশঙ্কা হইতেছে যে, এই 'পর' হইতেও অর্থাৎ জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণস্বরূপ পরব্রহ্ম হইতেও অতিরিক্ত কোন তত্ত্ব বা বস্তু থাকিতে পারে। এখন সেই আশঙ্কারই নিবৃত্তি করা হইতেছে। উদ্দেশ্য—তাহা হইলেই এই উপাস্য ব্রহ্মের নির্দ্দোষত্ব এবং অসীম ও সর্ব্বাতিশায়ী অসংখ্য কল্যাণগুণাকরত্ব স্থিরতর হইতে পারে (†)।

এ বিষয়ে আশঙ্কা এই যে, এই যে উভয়লিঙ্গ পরব্রহ্ম; বোধ হয়, নিখিল জগৎকারণ এই ব্রহ্ম হইতেও অতিরিক্ত কোন তত্ত্ব আছে। কেন?—যেহেতু 'এই যে আত্মা, তিনিই সর্ব্বলোক-বিধারক সেতু', এই স্থলে এই পরব্রহ্মেরই সেতুরূপে নির্দ্দেশ রহিয়াছে। যাহা দ্বারা অপর পার প্রাপ্ত

(*) তাৎপর্য্য—হেত্বাভাস অর্থ—যাহা আপাতদৃষ্টিতে হেতুর ন্যায় মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হেতু নহে, তাহাকে হেত্বাভাস বলে। হেত্বাভাস পাঁচপ্রকার, তাহারও আবার অনেকপ্রকার প্রভেদ আছে। তন্মধ্যে একটি মাত্র উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে। যথা—"পর্ব্বতঃ বহ্নিমান্ দ্রব্যত্বাৎ," অর্থাৎ এই পর্ব্বতে অগ্নি আছে; কারণ, ইহাতে দ্রব্যত্ব ধর্ম্ম রহিয়াছে। এখানে 'দ্রব্যত্ব' হেতু দ্বারা পর্ব্বতে অগ্নির অস্তিত্ব অনুমান করা হইতেছে সত্য, কিন্তু এই 'দ্রব্যত্ব' ধর্ম্মটি যখন অগ্নি-শূন্য জলহ্রদ প্রভৃতিতেও বিদ্যমান আছে, তখন ইহা অগ্নির সাধক বাস্তবিক হেতু হইতে পারে না; এইজন্য ইহাকে 'সাধারণ' হেত্বাভাস বলে।

(†) তাৎপর্য্য—ইহার নাম 'পরাধিকরণ'। ইহা ত্রিশ হইতে ছয়ত্রিশ পর্য্যন্ত সাতটি সূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—পরব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুর অসত্তা। (২) সংশয়—পরব্রহ্মের অতিরিক্তও কোন বস্তু আছে কি না? এবং যদি থাকে, তাহা কি? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—"অথ য আত্মা, স সেতুঃ" ইত্যাদি বাক্যানুসারে জানা যায় যে, পরব্রহ্মেরও পার বা শেষ আছে; অতএব নিশ্চয়ই ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুও অবশ্যই আছে। (৪) উত্তর—না—ব্রহ্মাতিরিক্ত অপর সমস্ত বস্তুর অস্তিত্ব "নেতি নেতি" শ্রুতি দ্বারা নিবারিত হইয়াছে। (৫) নির্ণয়—অতএব পরব্রহ্মই সর্ব্বশেষ, তদতিরিক্ত আর কোনও বস্তু নাই॥

লোকে কূলান্তরপ্রাপ্তিহেতৌ প্রসিদ্ধেঃ ইতোঽন্যদনেন প্রাপ্তব্যমস্তীতি গম্যতে। তথা "এতং সেতুং তীর্ত্বা অন্ধঃ সন্ অনন্ধো ভবতি" [ছান্দো০ ৮।৪।২] ইতি তরিতব্যতা চাস্যাভিধীয়তে; অতশ্চান্যৎ প্রাপ্যমস্তি। উন্মানব্যপদেশাচ্চ—উন্মিতং—পরিমিতম্ ইদং পরং ব্রহ্ম, "চতুষ্পাদ্ ব্রহ্ম" [ছান্দো০ ৩।১৮।২] "ষোড়শকলম্" [প্রশ্ন০ ৬।১] ইত্যুন্মানব্যপদেশাৎ। স চায়মুন্মানব্যপদেশস্তেন সেতুনা প্রাপ্যস্যানুন্মিতস্যাস্তিতাং দ্যোতয়তি। তথা সম্বন্ধব্যপদেশশ্চ সেতু-সেতুমতোঃ প্রাপকত্ব-প্রাপ্যত্ব-লক্ষণো দৃশ্যতে—"অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলম্" [শ্বেতাশ্ব০ ৬।১৯] "অমৃতস্যৈষ সেতুঃ" [মুণ্ড০ ২।২।৫] ইতি। অতশ্চ পরাৎ পরমস্তি। ভেদেন চ পরাৎপরং ব্যপদিশ্যতে—"পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি" [মুণ্ড০ ৩।২।৮] "পরাৎপরং যন্মহতো মহান্তম্" [তৈত্তি০ নারা০ ১।৫] ইতি চ। তথা "তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্," "ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্" [শ্বেতাশ্ব০ ৩।৯,১০] ইতি। অত এভ্যো হেতুভ্যঃ পরস্মাদ্ ব্রহ্মণঃ পরমপি কিঞ্চিদস্তীতি গম্যত ইতি ॥৩॥২॥৩০॥

হওয়া যায়, জগতে তাদৃশ পদার্থেই সেতু-শব্দ প্রসিদ্ধ; সুতরাং ইহা দ্বারা প্রাপ্তব্য অপর কোনও পদার্থ আছে বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। সেইরূপ 'এই সেতু পার হইয়া অন্ধ থাকিলেও অনন্ধ হয়', এখানে আবার ইহা পার হইবার কথাও বলা হইতেছে; কাজেই এতদতিরিক্ত অন্য কিছু প্রাপ্য আছে। ইহার উপর আবার উন্মানেরও নির্দ্দেশ আছে,—এই পরব্রহ্ম উন্মিত অর্থাৎ পরিমিতও বটে; কারণ, 'ব্রহ্ম চতুষ্পাদ্ ও ষোড়শকলাযুক্ত' এই স্থানে চতুষ্পাদ ও ষোড়শ অংশ দ্বারা পরিমাণ নির্দ্দেশ রহিয়াছে। কথিত এই উন্মানব্যপদেশই এই সেতু দ্বারা প্রাপ্য অনুন্মিত (অপরিমিত) বস্তুর অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। সেইরূপ সেতু ও সেতুযুক্তের প্রাপ্য-প্রাপকরূপ সম্বন্ধনির্দ্দেশও অপর একটি হেতু দৃষ্ট হইতেছে,—'দগ্ধেন্ধন (নির্ধূম) অনলের ন্যায় অমৃতের (মোক্ষের) সর্ব্বোৎকৃষ্ট সেতুস্বরূপ তাঁহাকে', 'ইনিই অমৃত-লাভের সেতু' ইতি; এই কারণেও [বলিতে হয় যে], এই 'পর' অপেক্ষাও পর আছে। বিশেষতঃ 'পর অপেক্ষাও পর পুরুষকে প্রাপ্ত হয়' 'যাহা পর হইতেও পর (শ্রেষ্ঠ) এবং মহৎ অপেক্ষাও মহৎ' এই শ্রুতিও পরাৎপরকে (পর অপেক্ষা পর বস্তুকে) ভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। সেইরূপ, 'সেই পুরুষ দ্বারা এ সমস্ত পরিপূর্ণ, তাহা অপেক্ষাও যাহা অতিশয় পরবর্ত্তী (দূরবর্ত্তী), তাহা নীরূপ ও নিরাময়'। অতএব এই সমস্ত কারণে মনে হয় যে, পরব্রহ্মের অতিরিক্তও কিছু পদার্থ আছে ॥৩॥২॥৩০॥

এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

সামান্যাত্তু ॥৩৷২৷৩১॥

[পদচ্ছেদঃ—সামান্যাৎ (সাদৃশ্যহেতু) তু (কিন্তু) ।]

[সরলার্থঃ—তু-শব্দঃ পূর্ব্বপক্ষনিরাসার্থঃ। নৈতদ্ যুক্তমুক্তম্; কুতঃ? সামান্যাৎ—জগদ্বিধারণরূপ-সেতুসাদৃশ্যাৎ পরব্রহ্মণঃ সেতুত্বোক্তিঃ, ন তু পারবত্ত্বাদি-প্রতিপাদনায়। "স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানাম্ অসম্ভেদায়" ইতি বাক্যশেষোঽপি জগদ্বিধারকত্বরূপং সেতুসাদৃশ্যমাহ; তথাচ ন কশ্চিদ্দোষ ইতি ভাবঃ॥

সূত্রস্থ তু-শব্দটি উক্ত আশঙ্কা বারণ করিতেছে। উক্ত আপত্তি যুক্তিসম্মত নহে; কারণ, সেতুর সহিত সাদৃশ্য আছে বলিয়াই পরব্রহ্মকে সেতু বলা হইয়াছে। তিনি যে, সেতুর ন্যায় জগতের পরস্পরগত ভেদ রক্ষা করিতেছেন, তাহা 'তিনিই এই সমস্ত জগতের সাংকর্য্য নিবারণের নিমিত্ত জগৎ-বিধারক সেতুস্বরূপ' এই শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিতেছেন। অতএব পরব্রহ্মের অতিরিক্ত কোন বস্তুর অস্তিত্ব কল্পনা করা যুক্তিযুক্ত হইতেছে না ॥৩৷২৷৩১॥]

তু-শব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি; যৎ তাবদুক্তং—সেতুব্যপদেশাৎ পরাৎ পরমস্তীতি; তন্নোপপদ্যতে। ন হ্যয়মত্র কিঞ্চিৎ প্রাপ্যং প্রতি সেতুরুচ্যতে, "এষাং লোকানামসম্ভেদায়" [ছান্দো° ৮৷৪৷১] ইতি সেতু-সামান্যেন সর্ব্বলোকাসঙ্করকরত্বশ্রুতেঃ। সিনোতি বধ্নাতি স্বস্মিন্ সর্ব্বং চিদচিদ্-বস্তুজাতম্ অসঙ্কীর্ণম্ ইতি সেতুরুচ্যতে। "এতং সেতুং তীর্ত্ত্বা" ইতি তরতিশ্চ প্রাপ্তিবচনঃ; যথা 'বেদান্তং তরতি' ইতি ॥৩৷২৷৩১॥

এইরূপ আশঙ্কায় বলিতেছেন—"সামান্যাত্তু" ইতি। সূত্রস্থ তু-শব্দ পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কা অপনয়ন করিতেছে। পূর্ব্বে যে কথিত হইয়াছে, সেতুরূপে উল্লেখ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, পরব্রহ্মের অতিরিক্তও বস্তু আছে, তাহা সঙ্গত হইতেছে না; কেন না, এখানে যে, কোনও প্রাপ্য বস্তু উদ্দেশ করিয়া ব্রহ্মকে সেতু বলা হইয়াছে, তাহা নহে; কারণ, 'এই সমস্ত জগতের অসম্ভেদ বা সাংকর্য্য পরিহারের নিমিত্ত', এই শ্রুতিতে সেতুর সাদৃশ্যানুসারে ব্রহ্মেতেও সর্ব্বলোকের সাংকর্য্যনিবারকতামাত্র উল্লেখিত হইয়াছে। [সেতু-পদটি 'ষি' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে; 'ষি' ধাতুর অর্থ—বন্ধন।] আপনাতে চেতনাচেতন বস্তুনিচয়কে অসঙ্কীর্ণভাবে (পরস্পরের পার্থক্য রক্ষার নিমিত্ত) বন্ধন করেন বলিয়া ব্রহ্মকে 'সেতু' বলা হইয়া থাকে। "এতং সেতুং তীর্ত্ত্বা" এই স্থলেও 'তৃ' ধাতুটি (তীর্ত্ত্বা পদটি) প্রাপ্তিবোধক; যেমন 'বেদান্তং তরতি' অর্থাৎ বেদান্তকে প্রাপ্ত হইতেছে—লাভ করিতেছে, ইত্যাদি ॥৩৷২৷৩১॥

বুদ্ধ্যর্থঃ পাদবৎ ॥৩॥২॥৩২॥

[পদচ্ছেদঃ—বুদ্ধ্যর্থঃ (অবগতির জন্য) পাদবৎ (পাদের ন্যায়)]

[সরলার্থঃ—যোঽয়ং "চতুষ্পাদ্ ব্রহ্ম" "ষোড়শকলম্" ইত্যাদৌ উন্মানব্যপদেশঃ পরিচ্ছিন্নত্বোক্তিঃ, সোঽপি "বাক্ পাদঃ প্রাণঃ পাদঃ" ইত্যাদিবৎ বুদ্ধ্যর্থ এব—উপাসনা-সৌকর্য্যায়ৈবেত্যর্থঃ ॥

আর 'চতুষ্পাদ্' ও 'ষোড়শকল' প্রভৃতি শ্রুতিতে যে, ব্রহ্মের উন্মান বা পরিচ্ছিন্নত্ব নির্দ্দেশ, তাহাও 'ব্রহ্মের বাগিন্দ্রিয় একটি পাদ, প্রাণ একটি পাদ' ইত্যাদি 'পাদ'-নির্দ্দেশের ন্যায় কেবল উপাসনার জন্যই বুঝিতে হইবে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ৩২ ॥]

যোঽয়ং "চতুষ্পাদ্ ব্রহ্ম" [ছান্দো০ ৩।১৮।২] "ষোড়শকলম্" [প্রশ্ন০ ৬।১] "পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি" [পুরুষ সূ০] ইত্যুন্মানব্যপদেশঃ; স বুদ্ধ্যর্থঃ—উপাসনার্থঃ; "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" [তৈত্তি০ আন০ ১০।১] ইত্যাদিভির্জগৎকারণস্য ব্রহ্মণোঽপরিচ্ছিন্নত্বাবগমাৎ স্বত উন্মিতত্বাসম্ভবাৎ। জগৎকারণত্বং হি তস্যৈব শ্রূয়তে—"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" [তৈত্তি০ আন০ ১।২] "সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি" [তৈত্তি০ আন০ ৬।২] ইতি। অতো যথা "বাক্ পাদঃ প্রাণঃ পাদঃ চক্ষুঃ পাদো মনঃপাদঃ [ছান্দো০ ৩।১৮।২] ইত্যাদিনা ব্রহ্মণো বাগাদিপাদ-ব্যপদেশ উপাসনার্থঃ; এবময়মপি ॥৩॥২॥৩২॥

স্বয়মনুন্মিতস্য কথমুপাসনার্থতয়াপ্যুন্মানসম্ভবঃ; তত্রাহ—

এই যে, 'চতুষ্পাদ্ ব্রহ্ম' 'ষোড়শকলাবিশিষ্ট ব্রহ্ম' 'সমস্ত জগৎ ইহার এক পাদ' ইত্যাদি স্থলে ব্রহ্মের উন্মান বা পরিচ্ছিন্নত্ব ব্যবহার; তাহাও বুদ্ধির জন্যই—উপাসনার নিমিত্তই। কেননা, 'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে জগৎকারণ পরব্রহ্মের অপরিচ্ছিন্নত্ব (অনন্তত্ব) অবধারিত হওয়ায় স্বরূপতঃ তাহার উন্মান সম্ভবপর হয় না। আর সেই জগৎ-কারণত্ব ধর্ম্মও সেই পরব্রহ্মের সম্বন্ধেই শ্রুত হইতেছে—'সেই এই আত্মা (ব্রহ্ম) হইতে আকাশ সম্ভূত হইল' 'তিনি কামনা করিলেন—বহু হইব—জন্মিব' ইতি। অতএব [বুঝিতে হইবে,] 'ব্রহ্মের বাগিন্দ্রিয় একটি পাদ (অংশ), প্রাণ একটি পাদ, চক্ষু একটি পাদ, মনঃ একটি পাদ' ইত্যাদি বাক্যে যেমন উপাসনার নিমিত্তই ব্রহ্মের বাগাদি পাদ নির্দ্দেশ হইয়াছে, ইহাও তদ্রূপই বটে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ৩২ ॥

স্থানবিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ ॥৩।২।৩৩॥

[পদচ্ছেদঃ—স্থানবিশেষাৎ (উপাধিবিশেষযোগে) প্রকাশাদিবৎ (যেমন প্রকাশ বা আলোক প্রভৃতির হয়)।]

[সরলার্থঃ—স্বতোঽপরিচ্ছিন্নস্যাপি পরস্য ব্রহ্মণঃ প্রকাশাদিবৎ স্থানবিশেষাৎ বাগাদিরূপোপাধিবিশেষসম্পর্কাৎ পরিচ্ছিন্নত্বানুসন্ধানং ন দোষায়। ইতস্ততঃ প্রসৃতস্যাপি সৌরালোকাদের্যথা ঘটরন্ধ্রাদিস্থানভেদেন ক্ষুদ্রত্বাদিপ্রতীতিঃ, তথাত্রাপীতি ভাবঃ ॥

প্রকাশ প্রভৃতির ন্যায় পরব্রহ্ম স্বভাবতঃ অপরিচ্ছিন্ন হইলেও উপাসনার জন্য উপাধিবিশেষযোগে যে, তাহার পরিচ্ছিন্নত্বচিন্তা, তাহা দোষাবহ হয় না। আলোক প্রভৃতি যেমন স্বভাবতঃ ব্যাপক হইলেও বাতায়ন ও ঘটাদি ছিদ্রের মধ্যগত হইয়া পরিচ্ছিন্নরূপে প্রতীত হয়, ব্রহ্মের পরিচ্ছিন্নত্বও তদ্রূপই বটে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ৩৩ ॥]

প্রতিপন্নবাগাদিস্থানবিশেষরূপোপাধিভেদাৎ তৎসম্বন্ধিতয়োন্মিতত্বানুসন্ধানং সম্ভবতি ; যথা প্রকাশাকাশাদের্বিততস্য বাতায়ন-ঘটাদিস্থানভেদৈঃ পরিচ্ছিন্নত্বানুসন্ধানসম্ভব ইত্যর্থঃ ॥৩।২।৩৩॥

উপপত্তেশ্চ ॥৩।২।৩৪॥

[পদচ্ছেদঃ—উপপত্তেঃ (যুক্তি অনুসারে) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—উপপত্তেশ্চ নৈষ দোষঃ প্রসরতীত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ—"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ, তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্' ইত্যাদিশ্রুত্যা স্বস্যৈব স্বপ্রাপকত্বসম্ভবাৎ 'অমৃতস্যৈষ সেতুঃ' ইতি সেতুত্বব্যপদেশশ্চ উপপদ্যত এবেতি ॥

উপপত্তি হয় বলিয়াও উক্ত আপত্তি সঙ্গত হইতেছে না। অভিপ্রায় এই যে, 'এই আত্মাকে শাস্ত্রব্যাখ্যা দ্বারা পাওয়া যায় না, মেধা দ্বারা, বহুশাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারাও পাওয়া যায় না ; পরন্তু, সাধক যাহাকে (যে আত্মাকে) প্রাপ্যরূপে বরণ করে—প্রার্থনা করে, তৎকর্তৃকই প্রাপ্ত হয় ; এই আত্মা তাহার নিকটই স্বীয় রূপ প্রকাশিত করেন' ইত্যাদি শ্রুতি আত্মাকেই আত্মার প্রাপ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করায় ব্রহ্মের সেতুত্ব ব্যপদেশও সঙ্গত হইতেছে ॥৩।২।৩৪॥]

আপত্তি হইতেছে যে, ব্রহ্ম স্বয়ং যখন অনুন্মিত অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন, তখন উপাসনার জন্যই বা তাহার উন্মান (পরিচ্ছেদ) সম্ভব হয় কি প্রকারে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—"স্থানবিশেষাৎ" ইত্যাদি।

অনুভবগোচর (সর্ব্বসম্মত) বাগিন্দ্রিয়াদি বিশেষ বিশেষ স্থানরূপ উপাধির ভেদানুসারে তৎসম্পর্কাধীন ব্রহ্ম সম্বন্ধেও উন্মান চিন্তা সম্ভবপর হয় ; যেমন প্রকাশাদি পদার্থ (আলোক প্রভৃতি) স্বভাবতঃ বিতত বা বিস্তৃতিসম্পন্ন হইলেও গবাক্ষ ও ঘটাদিরূপ স্থান-ভেদানুসারে পরিচ্ছিন্ন করিয়া—পৃথক্ পৃথক্ করিয়া চিন্তা করা সম্ভব হয়, [এখানেও তদ্রূপ] ॥৩।২।৩৩॥

যদুক্তম্—"অমৃতস্যৈষ সেতুঃ" [মুণ্ড০ ২।২।৫] ইতি প্রাপ্যপ্রাপক-সম্বন্ধব্যপদেশাৎ প্রাপকাৎ পরং প্রাপ্যমস্তীতি; তন্ন, প্রাপ্যস্য পরমপুরুষস্য স্বপ্রাপ্তৌ স্বস্যৈবোপায়ত্বোপপত্তেঃ।

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥"

[মুণ্ড০ ৩।২।৩] ইত্যনন্যোপায়ত্বশ্রবণাৎ ॥৩॥২॥৩৪॥

তথান্য-প্রতিষেধাৎ ॥৩॥২॥৩৫॥

[পদচ্ছেদঃ—তথা (সেইরূপ) অন্যপ্রতিষেধাৎ (যেহেতু তদতিরিক্ত বস্তুর নিষেধ রহিয়াছে)।]

[সরলার্থঃ—তথা "যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ, যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ" ইত্যাদৌ পরমপুরুষাদন্যস্য জ্যায়স্ত্বপ্রতিষেধাদপি ততোঽধিকং কিঞ্চিৎ নাস্তীতি জ্ঞায়তে। "ততো যদুত্তরতরম্" ইত্যস্য চায়মর্থঃ—যতঃ পুরুষাদন্যৎ পরতরং নাস্তি, ততঃ তস্মাৎ উত্তরতরং সর্ব্বোৎকৃষ্টতমম্ অনাময়ম্ অরূপঞ্চ তদিতি।

এইপ্রকার 'যাহা অপেক্ষা পর বা অপর কিছু নাই, এবং তদপেক্ষা অতিশয় অণু বা মহৎও নাই', এই শ্রুতিতে পরমপুরুষ অপেক্ষা মহত্তর তত্ত্বান্তরের প্রতিষেধ হওয়ায় বুঝা যাইতেছে যে, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কোনও তত্ত্ব নাই। "ততো যদুত্তরতরম্" ইহার অর্থও এরূপ নহে যে, পরমপুরুষ অপেক্ষা অপর কিছু উৎকৃষ্ট তত্ত্ব আছে; পরন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ এই যে, যেহেতু পরমপুরুষ অপেক্ষা অপর কোনও শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব নাই, সেই হেতু তিনিই রূপবর্জ্জিত ও অনাময় সর্ব্বোত্তম। সুতরাং ইহা হইতেও, পরব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুর অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে না ॥৩॥২॥৩৫॥]

আরও যে, বলা হইয়াছে—'ইনি অমৃতের সেতু' এই শ্রুতিতে প্রাপ্য-প্রাপকরূপ সম্বন্ধের উল্লেখ থাকায় [বুঝা যাইতেছে যে,] প্রাপকের (সেতুর) অতিরিক্ত কোনও প্রাপ্য বস্তু আছে। তাহাও নহে; কারণ, প্রাপ্তব্য পরমপুরুষের পক্ষে নিজেরই স্বপ্রাপ্তিতে উপায়ত্ব উপপন্ন হইতে পারে। যেহেতু 'এই আত্মা প্রবচন অর্থাৎ শাস্ত্রব্যাখ্যা দ্বারা লভ্য হন না, মেধা (ধারণা-ক্ষম বুদ্ধি) দ্বারা হন না, বহু শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারাও হন না; পরন্তু ইনি যাহাকে বরণ করেন, অর্থাৎ পাইতে প্রার্থনা করেন, তাহারই লভ্য হন; এই আত্মা তাহার নিকটই স্বীয় তনু (স্বরূপ) প্রকাশ করিয়া থাকেন', এই স্থলে অনন্যোপায়ত্ব-বোধক অর্থাৎ তাঁহাকে লাভ করিবার পক্ষে তিনি ভিন্ন অন্য উপায়ের নিষেধক শ্রুতি রহিয়াছে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ৩৪ ॥

যৎ পুনরুক্তম্—"ততো যদুত্তরতরম্" [শ্বেতাশ্ব০ ৩।১০], "পরাৎ পরং পুরুষম্" [মুণ্ড০ ৩।২।৮] "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" [মুণ্ড০ ২।১।২] ইত্যাদি-ভেদব্যপদেশাৎ পরাৎ পরমস্তীতি; তন্নোপপদ্যতে, তত্রৈব ততোঽন্যস্য পরস্য প্রতিষেধাৎ, "যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ, যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ" [শ্বেতাশ্ব০ ৩।৯] ইতি। যস্মাদপরং পরং নাস্তি কিঞ্চিৎ—ন কেনাপি প্রকারেণ পরমস্তীত্যর্থঃ। তথাঽন্যত্রাপি "ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্তি" [বৃহদা০ ৪।৩।৬] ইতি—ইতি নেতি নির্দ্দিষ্টাদেতস্মাদ্ ব্রহ্মণোঽন্যৎ পরং ন হ্যস্তীত্যর্থঃ। তথা "ন তস্যেশে কশ্চন তস্য নাম মহদ্ যশঃ" [তৈত্তি০ নারা০, ১।৯] ইতি। তদ্ধি জগদুপাদান-কারণতয়ানন্তরমুক্তম্ "সর্ব্বে নিমেষা জজ্ঞিরে বিদ্যুতঃ পুরুষাদধি" [তৈত্তি০ নারা০, ১।৮] "স আপঃ প্রদুঘে উভে ইমে" [তৈত্তি০ মহানারা০ ১।৯] ইত্যাদিনা। "অদ্ভ্যঃ সম্ভূতো হিরণ্যগর্ভ ইত্যষ্টৌ" [তৈত্তি০ নারা ১।১১]

পুনশ্চ যে, কথিত হইয়াছে,—"ততো যদুত্তরতরম্" "পরাৎ পরং পুরুষম্" "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" ইত্যাদি ভেদনির্দ্দেশ হইতে জানা যাইতেছে যে, পরমপুরুষ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ কিছু আছে; সে কথাও উপপন্ন হইতেছে না; কেন না, সেখানেই পরমপুরুষের অতিরিক্ত তত্ত্বের অস্তিত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে;—'যাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অপর কিছু নাই, এবং যাহা অপেক্ষা অতিসূক্ষ্ম বা বৃহৎ ও কিছু নাই' ইত্যাদি। 'যাহা অপেক্ষা অপর কিছু পর (শ্রেষ্ঠ) নাই,' একথার অর্থ এই যে, কোন প্রকারেও তদপেক্ষা অধিক কিছু নাই। সেইরূপ অন্যত্রও আছে—"নহি এতস্মাদ্ ইতি নেতি—অন্যৎ পরমস্তি," এই 'ইতি-নেতি' কথার অর্থ—পূর্ব্বকথিত এই ব্রহ্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। সেইরূপ 'কেহই তাহার শাসনকর্ত্তা নাই, তাহার নামই মহাযশঃ' ইতি। ইহার পরেও তাহাকেই আবার জগতের উপাদানকারণও বলা হইয়াছে, 'সেই পুরুষ হইতে সমস্ত নিমেষ (কাল) ও বিদ্যুৎ জন্মলাভ করিয়াছে'। 'সেই পরমেশ্বর এই উভয়ে (অন্তরিক্ষ ও স্বর্গে) অপ্ দোহন করিয়াছেন' (*); 'জল হইতে হিরণ্যগর্ভ সম্ভূত হইলেন', এই হইতে আটটি [মন্ত্র, কর্ম্ম-কাণ্ডে পঠিত আছে'] (†) ইত্যাদি

(* তাৎপর্য্য—নারায়ণকৃত 'দীপিকা' নামক টীকায় এই মন্ত্রটি এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে—'স আত্মা আপঃ কর্ম্মফলং প্রদুঘে পূরিতবান্। কে?—উভে ইমে; বিশেষমাহ—অন্তরিক্ষম্ অথো স্ববঃ (স্বঃ)। দুহির্দ্বিকর্ম্মকঃ। আপঃ অপঃ কর্ম্মফলম্ অন্তরিক্ষ-স্বর্লোকৌ প্রহিতবান্ ইত্যর্থঃ॥৯॥

অর্থাৎ সেই আত্মা কর্ম্মফল দোহন করিয়াছিলেন—তদ্দ্বারা পূরণ করিয়াছিলেন। কাহাকে? এই উভয়কে। সেই উভয়কে বিশেষ করিয়া বলিতেছেন—অন্তরিক্ষ ও স্বর্লোকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এরূপ অর্থ ভাষ্যকারের অভিপ্রেত কি না, তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না।

(†) তাৎপর্য্য—নারায়ণকৃত 'দীপিকা' নামক টীকায় ইহার অর্থ এইরূপ লিখিত আছে—'অদ্ভ্যঃ কর্ম্মফলেভ্যঃ হিরণ্যগর্ভঃ সম্ভূতঃ প্রাদুর্ভূতঃ। ইতি অষ্টাবিতি।—ইত্যারভ্য অষ্টৌ মন্ত্রাঃ পূর্ব্বকাণ্ডে পঠিতাঃ, অত্র পঠিতব্যাঃ।

ইতি চ জগৎকারণং পুরুষমেনং প্রত্যভিজ্ঞাপয়তি। "ততো যদুত্তরতরম্" [শ্বেতাশ্ব° ৩।১০] ইতি কিমুচ্যত ইতি চেৎ, পূর্ব্বত্র—

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥"

ইতি পরস্য ব্রহ্মণো মহাপুরুষস্য বেদনমেবামৃতত্বসাধনম্, নান্যোঽমৃতত্বস্য পন্থাঃ, ইত্যুপদিশ্য তদুপপাদনায়—

"যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ।
বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্ ॥"

[শ্বেতাশ্ব° ৩।৮।৯] ইতি পুরুষস্য পরত্বম্, তদ্ব্যতিরিক্তস্য পরত্বাসম্ভবঞ্চ প্রতিপাদ্য "ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্; য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্যথেতরে দুঃখমেবাপিযন্তি" [শ্বেতাশ্ব° ৩।১০] ইতি পূর্ব্বোক্তমর্থং হেতুতো নিগময়তি—যদুত্তরতরং পুরুষতত্ত্বম্, তদেবারূপমনাময়ং যতঃ, ততো য এতৎ পুরুষতত্ত্বং বিদুঃ, ত এবামৃতা ভবন্তি, অথ ইতরে দুঃখমেব অপিযন্তি ইতি; অন্যথা উপক্রম-বিরোধোঽনন্তরোক্তিবিরোধশ্চ। "পরাৎ

শ্রুতিও এই পুরুষকেই জগৎকারণ বলিয়া জ্ঞাপন করিতেছেন। যদি বল যে, তাহা হইলে "যদুত্তরতরম্" কথায় কিরূপ অর্থ প্রকাশ করা হইতেছে? [তদুত্তরে বলিতেছি যে,] ইতঃ পূর্ব্বে 'তমের অতীত আদিত্যের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় এই মহাপুরুষকে আমি জানি। জীবগণ তাহাকে অবগত হইয়াই মৃত্যু অতিক্রম করে, মোক্ষ-ধামে যাইবার আর অন্য কোন পথ নাই।' এই শ্রুতিতে পরব্রহ্ম পরমপুরুষের অবগতিই অমৃতত্ব-লাভের একমাত্র উপায়, তদ্ভিন্ন আর কোনও উপায় নাই, এইরূপ উপদেশ করিয়া তাহারই সমর্থনের জন্য 'যাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট আর কিছু নাই, এবং যাহা অপেক্ষা অতিসূক্ষ্ম বা মহৎও কিছু নাই। বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ (স্থির নিশ্চল) একজন স্বর্গে অবস্থান করিতেছেন, সেই পুরুষ দ্বারাই এই সমস্ত জগৎ পূর্ণ বা ব্যাপ্ত রহিয়াছে।' এইরূপে পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তদতিরিক্ত পদার্থের পরত্বে অসম্ভাবনাও প্রতিপাদন করিয়া "ততো যদুত্তরতরম্" ইত্যাদি বাক্যে আবার সেই পূর্ব্বোক্ত কথারই সমর্থনের জন্য পুনরুল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—'সকলেরশেষভূত যে পুরুষরূপ পরতত্ত্ব, যেহেতু তাহাই অনাময় (নিরাময়) ও অরূপ; সেই হেতু যাহারা এই পুরুষ-তত্ত্বকে অবগত হন, কেবল তাহারাই অমৃত (মুক্ত) হন, অপর সকলে কেবলই দুঃখভোগ করে' ইতি। এইরূপ অর্থ না করিলে বাক্যের

যথা, ইতি এবম্, অষ্টৌ—ব্যাপ্তৌ বিষ্ণোঃ স্বরূপং নিরূপিতম্। অশূ ব্যাপ্তৌ। অষ্টশব্দেন সমষ্টি-ব্যষ্টী দ্বে অপি গৃহীতে' ॥১২॥

অর্থাৎ অপ্ হইতে—কর্ম্মফল হইতে হিরণ্যগর্ভ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, ইত্যাদি আটটি মন্ত্র পূর্ব্বকাণ্ডে (কর্ম্মকাণ্ডে) পঠিত আছে, এখানেও তাহাদের পাঠ করিতে হইবে।

পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্" [মুণ্ড০ ৩।২।৮] ইতি পূর্ব্বত্র "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" ইতি অক্ষরাৎ—অব্যাকৃতাৎ যঃ পরঃ সমষ্টিপুরুষঃ, তস্মাৎ পরো যোঽদৃশ্যত্বাদিগুণকঃ সর্ব্বজ্ঞঃ পরমপুরুষঃ, স এবেহাপি 'পরাৎ পরঃ' ইতি সমষ্টি-পুরুষাৎ পরত্বেনোচ্যতে ॥৩॥২॥৩৫॥

অনেন সর্ব্বগতত্বমায়াম-শব্দাদিভ্যঃ ॥৩॥২॥৩৬॥

[পদচ্ছেদঃ—অনেন (এই ব্রহ্মের দ্বারা) ,সর্ব্বগতত্বং (সর্ব্বব্যাপিত্ব), আয়াম-শব্দাদিভ্যঃ (ব্যাপকত্ববোধক শব্দ প্রভৃতি হইতে)।]

[সরলার্থঃ—আয়াম-শব্দাদিভ্যঃ "নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং" "ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ" ইত্যাদিভ্যঃ ব্যাপ্তিবাচক-শব্দেভ্যঃ অনেন ব্রহ্মণা সর্ব্বগতত্বং স্বব্যতিরিক্তবস্তু ব্যাপ্তত্ব-মবগম্যতে ইত্যর্থঃ।

'নিত্য বিভু (ব্যাপক) সর্ব্বগত ও অতিশয় সূক্ষ্ম' 'নারায়ণ সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন' ইত্যাদি আয়ামাদিশব্দ অর্থাৎ ব্যাপকতাদিবোধক শব্দ হইতে জানা যাইতেছে যে, এই ব্রহ্মকর্ত্তৃকই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে ॥৩॥২॥৩৬॥]

অনেন ব্রহ্মণা সর্ব্বগতত্বম্—সর্ব্বস্য জগতো ব্যাপ্তত্বম্, আয়াম-শব্দাদিভ্যঃ সর্ব্বব্যাপ্তি-বাচিশব্দেভ্যোঽবগম্যমানম্ অস্মাৎ পরং নাস্তীত্যবগময়তি। আয়ামশব্দস্তাবৎ "তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্" [শ্বেতাশ্ব০ ৩।৯]।

"যচ্চ কিঞ্চিজ্জগত্যস্মিন্ দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা।
অন্তর্ব্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ॥" [পুরুষসূক্তম্]

"নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ।"

উপক্রম বিরুদ্ধ হয়, এবং পরবর্ত্তী বাক্যও বিরুদ্ধ হয়। আর "পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্" ইহার অর্থও এই যে, "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" এই পূর্ব্ববাক্যে অক্ষর-পদবাচ্য অব্যাকৃত (প্রকৃতি) অপেক্ষাও যাহা পর—সমষ্টি-পুরুষ; তদপেক্ষাও যাহা পর বা উৎকৃষ্ট—অদৃশ্যত্বাদিগুণবিশিষ্ট সর্ব্বজ্ঞ পরমপুরুষ (পরব্রহ্ম), তাঁহাকেই এখানে 'পরাৎ পর' কথায় সমষ্টিপুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হইতেছে ॥৩॥২॥৩৫॥

সর্ব্বব্যাপকতাবোধক আয়াম-প্রভৃতি শব্দ হইতে জানা যাইতেছে যে, সমস্ত জগৎই এই ব্রহ্মকর্ত্তৃক পরিব্যাপ্ত; এই সর্ব্বগতত্ব প্রতীতিই ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুর অভাব প্রতিপাদন করিতেছে।• আয়াম-শব্দ এই যে, 'সর্ব্বজগৎ সেই পুরুষ দ্বারা পূর্ণ' এবং 'এই জগতে যাহা কিছু দৃষ্ট বা শ্রুত হইয়া থাকে, নারায়ণ (পরব্রহ্ম) সে সমস্ত বস্তুর অন্তরে ও বাহিরে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন,' 'ধীর ব্যক্তিগণ নিত্য বিভু সর্ব্বগত এবং অতিসূক্ষ্ম যে ভূতযোনিকে

[মুণ্ড০ ১।১।৬] আদিশব্দাৎ "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্" [বৃহদা০ ৪।৫।১] "আত্মৈবেদং সর্ব্বম্" [ছান্দো০ ৭ ২৫।২] ইত্যাদয়ো গৃহ্যন্তে। অত ইদং পরং ব্রহ্মৈব সর্ব্বস্মাৎ পরম্ ॥৩॥২॥৩৬॥

[ইতি সপ্তমং পরাধিকরণম্ ॥৭॥]

ফলাধিকরণম্।] **ফলমত উপপত্তেঃ ॥৩॥২॥৩৭॥**

[পদচ্ছেদঃ—ফলং (ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগ ও মুক্তি) উপপত্তেঃ (উপপত্তি হেতু)।]

[সরলার্থঃ—জীবানাম্ ঐহিকম্ আমুষ্মিকং চ ফলং ভোগাপবর্গলক্ষণম্ অতঃ অস্মাৎ পরমপুরুষাদ্ এব ভবতি; কুতঃ? উপপত্তেঃ; উপপদ্যতে হি সর্ব্বজ্ঞস্য সর্ব্বশক্তের্মহামায়স্য পরমেশ্বরস্যৈব ঐহিকামুষ্মিক-ফলদানসামর্থ্যম্, নতু অচেতনস্য ক্ষণধ্বংসিনঃ কর্ম্মাদেরিত্যর্থঃ॥

জীবগণের ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগাপবর্গরূপ ফলও এই পরমেশ্বর হইতেই সম্পন্ন হইয়া থাকে; কারণ? যেহেতু সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি পরমেশ্বরের পক্ষেই ঐরূপ ফলদানের সামর্থ্য উপপন্ন হয়, কিন্তু ধ্বংসশীল অচেতন কর্ম্মাদির পক্ষে কখনও সম্ভব হয় না ॥৩॥২॥৩৭॥]

উক্তম্—উপাসিসিষোপজননার্থং জীবস্য সর্ব্বাবস্থাসু সদোষত্বম্, প্রাপ্যস্য চ পরমপুরুষস্য নির্দ্দোষত্বং, কল্যাণগুণাকরত্বং, সর্ব্বস্মাৎ পরত্বঞ্চ; অতঃপরম্ উপাসনং বিবক্ষন্ উপাসীনানাং পরস্মাদেবাস্মাৎ পুরুষাৎ তৎপ্রাপ্তিরূপমপবর্গাখ্যং ফলমিতি সম্প্রতি ব্রূতে। তুল্যন্যায়তয়া শাস্ত্রীয়-

---

(সর্ব্বভূতের কারণকে) সম্পূর্ণরূপে দর্শন করিয়া থাকেন।' 'শব্দাদি' এই 'আদি'-শব্দে 'ব্রহ্মই এই সমস্ত,' 'আত্মাই এই সমস্ত' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য পরিগৃহীত হইতেছে। অতএব এই পরব্রহ্মই সর্ব্বাপেক্ষা পর বা চরম সীমা (অন্য কিছু নহে) ॥৩॥২॥৩৬॥

[ইতি সপ্তম পরাধিকরণ ॥ ৭ ॥]

ব্রহ্মোপাসনায় উৎসাহ সমুৎপাদনার্থ জীবগণের সর্ব্বাবস্থাতেই সদোষত্ব, আর প্রস্তাবিত পরমপুরুষের নির্দ্দোষত্ব, কল্যাণগুণাকরত্ব এবং সর্ব্বাপেক্ষা পরত্বও কথিত হইয়াছে; অতঃপর উপাসনা প্রতিপাদনের উদ্দেশে এখন বলিতেছেন যে, উপাসকগণ ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষনামক ফলও এই পরম পুরুষ পরমেশ্বর হইতেই প্রাপ্ত হয়। (*)

(*) তাৎপর্য্য—ইহার নাম ফলাধিকরণ। ইহা সাইত্রিশ হইতে চল্লিশ পর্য্যন্ত চারিসূত্রে সমাপিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—জীবের কর্ম্মফল। (২) সংশয়—যাগাদি কর্ম্মই কি নিজ নিজ ফল প্রদান করে? কিংবা পরমেশ্বরই প্রদান করেন? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—কর্ম্মই যখন অপূর্ব্ব—পুণ্য ও পাপ সমুৎপাদন দ্বারা

মৈহিকামুষ্মিকমপি ফলম্ অত এব পরস্মাৎ পুরুষাদ্ভবতীতি সামান্যেন 'ফলমতঃ' ইত্যুচ্যতে। কুত এতৎ ? উপপত্তেঃ—স এব হি সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তির্ম্মহোদারো যাগ-দান-হোমাদিভিরুপাসনেন চারাধিত ঐহিকামুষ্মিকভোগজাতং স্বস্বরূপাবাপ্তিরূপমপবর্গং চ দাতুমীষ্টে; নহ্যচেতনং কর্ম্ম ক্ষণধ্বংসি কালান্তরভাবি-ফলসাধনং ভবিতুমর্হতি ॥৩॥২॥৩৭॥

শ্রুতত্বাচ্চ ॥৩॥২॥৩৮॥

[পদচ্ছেদঃ—শ্রুতত্বাৎ (শ্রুতিনির্দ্দেশ হইতে) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—"স বা এষ মহানজ আত্মা অন্নাদো বসুদানঃ, এষ হ্যেবানন্দয়াতি" ইত্যাদৌ পরমপুরুষস্যৈব ভোগাপবর্গলক্ষণ-ফলদাতৃত্বশ্রবণাদপি তথা অবগম্যতে ইত্যর্থঃ ॥

বিশেষতঃ যেহেতু 'সেই এই আত্মা মহান্, জন্মরহিত, অন্নদাতা, ধনপ্রদ এবং তিনিই আনন্দিত করিয়া থাকেন'; ইত্যাদি বাক্য হইতেও জানা যাইতেছে যে, পরমেশ্বরেরই সর্ব্বফলদাতৃত্ব, অন্যের নহে ॥৩॥২॥৩৮॥]

"স বা এষ মহানজ আত্মাঽন্নাদো বসুদানঃ" [বৃহদা০ ৬।৪।২৪], "এষ হ্যেবানন্দয়াতি" [তৈত্তি০ আন০, ৭।১] ইতি ভোগাপবর্গরূপং ফলময়মেব দদাতীতি হি শ্রূয়তে ॥৩॥২॥৩৮॥

সম্প্রতি পূর্ব্বপক্ষমাহ—

শাস্ত্রোক্ত ঐহিক ও আমুষ্মিক, উভয় ফলই এই পরম পুরুষ পরমেশ্বর হইতে লব্ধ হইয়া থাকে। তুল্যকক্ষ বলিয়া ঐহিক ও আমুষ্মিক উভয়বিধ ফলই গ্রহণ করিতে হইবে; এই জন্য সামান্যাকারে 'ফল' শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার কারণ কি ? যেহেতু সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, নিরতিশয় উদারপ্রকৃতি তিনি যোগ, দান ও হোম প্রভৃতি ক্রিয়া ও উপাসনা দ্বারা আরাধিত হইয়া ঐহিক ও পারলৌকিক বিবিধ সম্ভোগ ও তৎস্বরূপপ্রাপ্তিরূপ মুক্তি পর্য্যন্ত দান করিতে সমর্থ হন, কিন্তু অচেতন ক্ষণধ্বংসী কর্ম্ম কখনই কালান্তরভাবী ফল-সাধনে সমর্থ হইতে পারে না ॥৩॥২॥৩৭॥

'সেই এই মহান্ অজ আত্মাই অন্নাদ ও ধনদাতা; ইনিই [সকলকে] আনন্দিত করেন' এই স্থলে, ভোগ ও মোক্ষরূপ ফল যে, তিনিই প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা শ্রুত হইতেছে ॥৩॥২॥৩৮॥

ফল প্রদানে সমর্থ, তখন আর পরমেশ্বরের প্রয়োজন কি ? (৪) উত্তর—না—কর্ম্ম অচেতন ও ক্ষণবিনাশী; সুতরাং কালান্তরভাবী ফলপ্রদান করা তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। অতএব সর্ব্বশক্তি পরমেশ্বরকেই ফল প্রদানের কর্ত্তা বলিতে হইবে। (৫) প্রয়োজন—অতএব জীবগণের পরমেশ্বরারাধনায় যত্নপর হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য ॥

ধর্ম্মং জৈমিনিরত এব ॥৩॥২॥৩৯॥

[পদচ্ছেদঃ—ধর্ম্মং (ধর্ম্ম-পদবাচ্য যাগাদিকর্ম্মকে) জৈমিনিঃ (পূর্ব্বমীমাংসাপ্রণেতা), অত এব (এই হেতুই)।]

[সরলার্থঃ—অত্রার্থে আচার্য্য-বিপ্রতিপত্তিমাহ—"ধর্ম্মম্" ইত্যাদিভিঃ। জৈমিনির্নাম আচার্য্যঃ ধর্ম্মং যাগ-দান-হোমোপাসনাদিরূপমেব ফলদাতারম্ আহ; কুতঃ? অতএব—উপপত্তেঃ শ্রুতত্বাচ্চৈব। লোকে তাবৎ কৃষ্যাদেঃ দোনাদেশ্চ কর্ম্মণঃ সাক্ষাৎ পরম্পরয়া চ ফলদাতৃত্বং দৃষ্টম্, বেদেঽপি তথৈব কল্পয়িতুং যুক্তমিত্যুপপত্তিঃ। তথা 'যজেত স্বর্গকামঃ" ইতি কামিনঃ কর্ত্তব্যতয়া কর্ম্মবিধানস্য অন্যথানুপপত্ত্যা অপূর্ব্বদ্বারা কর্ম্মণ এব ফলসাধনত্বমবগম্যতে ইত্যর্থঃ॥

এখন কথিত বিষয়ে আচার্য্যগণের মতভেদ বলা হইতেছে—আচার্য্য জৈমিনি বলেন যে, যাগাদি ধর্ম্মই ফল প্রদান করিয়া থাকে, (ব্রহ্ম নহে); কারণ, যুক্তি ও শ্রুতি হইতে ঐরূপই জানা যায়। যুক্তি এই যে, জগতে ভূমি-কর্ষণ কর্ম্মকেই সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে ফল প্রদান করিতে দেখা যায়; সুতরাং বেদেও সেইরূপই স্বীকার করা উচিত। শ্রুতি এই যে, 'স্বর্গকামী পুরুষের পক্ষে বিহিত যাগাদি কর্ম্ম ফলসাধক না হইলে ঐ সমস্ত কর্ম্মবিধি নিরর্থক হইয়া পড়ে; কাজেই অদৃষ্ট দ্বারা ঐ সমস্ত কর্ম্মের ফল-সাধনতা স্বীকার করিতে হয় ॥৩॥২॥৩৯॥]

অতএব—উপপত্তেঃ, শাস্ত্রাচ্চ যাগদানহোমোপাসনরূপ-ধর্ম্মমেব ফলপ্রদং জৈমিনিরাচার্য্যো মন্যতে। লোকে হি কৃষ্যাদিকং (*) কর্ম্ম, দানাদিকং চ কর্ম্ম সাক্ষাদ্বা পরম্পরয়া বা স্বয়মেব ফলসাধনং দৃষ্টম্; এবং বেদেঽপি যাগদানহোমাদীনাং সাক্ষাৎফলসাধনত্বাভাবেঽপি পরম্পরয়া অপূর্ব্বদ্বারেণ ফলসাধনত্বমুপপদ্যতে। তথা "যজেত স্বর্গকামঃ" [যজুঃ০, ২।৫।৫] ইত্যাদি শাস্ত্রমপি সিসাধয়িষিত-স্বর্গস্য কর্ত্তব্যতয়া যাগাদ্যভিদধদ্ অন্যথানুপপত্ত্যা অপূর্ব্বদ্বারেণ ফলসাধনত্বমবগময়তি ॥৩॥২॥৩৯॥

আচার্য্য জৈমিনি কিন্তু পূর্ব্বোক্তপ্রকার যুক্তি ও শাস্ত্র প্রমাণ হইতে যাগ, দান, হোম ও উপাসনারূপ ধর্ম্ম-কর্ম্মকেই ফলপ্রদ বলিয়া মনে করেন। জগতে স্বয়ং কৃষ্যাদি কর্ম্মকে এবং দানাদি কর্ম্মকেই সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে ফল সম্পাদন করিতে দেখা যায়; তদনুসারে বেদেও যাগ, দান ও হোমাদি কর্ম্মেরই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না হউক, অন্ততঃ পরম্পরা সম্বন্ধেও পুণ্যরূপ অপূর্ব্ব-সমুৎপাদন দ্বারা ফলসাধনতা উপপন্ন হয়। সেইরূপ স্বর্গসাধনেচ্ছু পুরুষের পক্ষে কর্ত্তব্যতাবিধায়ক যাগাদিবিষয়ক 'স্বর্গকাম পুরুষ যাগ করিবে' ইত্যাদি শাস্ত্রের প্রকারান্তরে উপপত্তি বা সার্থকতা রক্ষা পায় না বলিয়া, ঐ বিধি শাস্ত্রও অপূর্ব্বদ্বারাই ফল-সাধনতা জ্ঞাপন করিতেছে ॥৩॥২॥৩৯॥

(*) কৃষ্যাদিকর্ম্ম, ইতি 'খ' পাঠঃ।

পূর্ব্বং তু বাদরায়ণো হেতুব্যপদেশাৎ ॥৩।২।৪০॥

[পদচ্ছেদঃ—পূর্ব্বং (প্রথমোক্ত সিদ্ধান্ত) তু (পূর্ব্বপক্ষনিবারক) বাদরায়ণঃ (তন্নামক আচার্য্য), হেতুব্যপদেশাৎ (ঈশ্বরের হেতুত্ব নির্দ্দেশ হেতু)।]

[সরলার্থঃ—তু-শব্দঃ পূর্ব্বপক্ষনিরাসার্থঃ। বাদরায়ণঃ তু আচার্য্যঃ পূর্ব্বোক্তং পরমেশ্বরস্যৈব ফলদাতৃত্বং মন্যতে। কুতঃ? হেতুব্যপদেশাৎ—"বায়ব্যং শ্বেতং ছাগলমালভেত ভূতিকামঃ; বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা, বায়ুমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি, স এবৈনং ভূতিং গময়তি" ইত্যাদিষু বায়্বাত্মনাবস্থিতস্য পরমেশ্বরস্যৈব কাম্যফলপ্রদান-হেতুত্বোপদেশাদিত্যর্থঃ॥

পূর্ব্বোক্ত জৈমিনিপক্ষ-নিরাসার্থ সূত্রে তু-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। বাদরায়ণনামক আচার্য্য পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তকেই (পরমেশ্বরের ফলদাতৃত্ব পক্ষকেই) সঙ্গত মনে করেন; কারণ? যেহেতু ফলপ্রদানে তাহারই হেতুত্ব উল্লেখিত হইয়াছে—'ঐশ্বর্য্যকামী পুরুষ বায়ুদেবতার উদ্দেশে শ্বেতবর্ণ ছাগল উৎসর্গ করিবে; বায়ু বড় ক্ষিপ্রগামিনী দেবতা; কর্ম্মকর্ত্তা স্বীয় ভাগ্যানুসারে বায়ুকেই প্রাপ্ত হয়, সেই বায়ুই ইহাকে ঐশ্বর্য্য লাভ করান', এই শ্রুতিতে বায়ুরূপে অবস্থিত পরমেশ্বরেরই ফলপ্রদানে কর্ত্তৃত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। অতএব স্বয়ং পরমেশ্বরই কর্ম্মফল প্রদান করেন, অচেতন কর্ম্ম নহে॥৩।২।৪০॥ [ইতি অষ্টম ফলাধিকরণ॥৮॥]

তু-শব্দঃ পক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ; পূর্ব্বোক্তং পরমপুরুষস্যৈব ফলপ্রদত্বং ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে। কুতঃ? হেতুব্যপদেশাৎ—"যজ-দেবপূজায়াম্" ইতি দেবতারাধনভূত-যাগাদ্যারাধ্যভূতাগ্নি-বায়্বাদিদেবতানামেব তত্তৎফল-হেতুতয়া তস্মিংস্তস্মিন্নপি বাক্যে ব্যপদেশাৎ—"বায়ব্যং শ্বেতমালভেত ভূতিকামঃ; বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা; বায়ুমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি; স এবৈনং ভূতিং গময়তি" [যজুঃ০ ২।১।১] ইত্যাদিষু কামিনঃ সিসাধয়িষিত-ফলসাধনত্বপ্রকারোপদেশোঽপি বিধ্যপেক্ষিত এবেতি নাতৎ-

---

পূর্ব্বপক্ষ নিবৃত্তির জন্য তু-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। ভগবান্ বাদরায়ণ আচার্য্য পূর্ব্বকথিত পরমেশ্বরের ফলদাতৃত্ব সিদ্ধান্তই [সঙ্গত] মনে করেন। কারণ কি? যেহেতু ঐরূপই ব্যপদেশ বা নির্দ্দেশ রহিয়াছে,—'যজ্' ধাতুর অর্থ দেবপূজা; যেহেতু দেবতার আরাধনস্বরূপ যাগাদি কর্ম্মের আরাধ্যভূত অগ্নি ও বায়ু প্রভৃতি দেবতাগণকেই তত্তৎফলের হেতুরূপে বিভিন্ন বাক্যে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যথা—'বায়ু-দৈবতক শ্বেতবর্ণ ছাগল উৎসর্গ করিবে; বায়ু ক্ষিপ্রগামিনী দেবতা বলিয়া প্রসিদ্ধ; স্বীয় ভাগ্যানুসারে বায়ুর নিকটই ধাবিত হয়; সেই বায়ুই ইহাকে ঐশ্বর্য্য লাভ করান', ইত্যাদি স্থলে ফলাভিলাষী ব্যক্তির অভীপ্সিত ফলের সাধনপ্রণালী উপদেশ করিবার জন্যও নিশ্চয়ই বিধির অপেক্ষা রহিয়াছে; কাজেই ইহার অন্যপ্রকার তাৎপর্য্য আশঙ্কা

পরত্বশঙ্কা যুক্তা। এবমপেক্ষিতেঽপি ফলসাধনত্বপ্রকারে শব্দাদেবাবগতে সতি তৎপরিত্যাগম্ অশ্রুতাপূর্বাদি-পরিকল্পনং চ প্রামাণিকা ন সহন্তে। লিঙাদয়োঽপি দেবতারাধনভূতযাগাদেঃ প্রকৃত্যর্থস্য কর্তৃব্যাপার-সাধ্যতাং ব্যুৎপত্তিসিদ্ধাং শব্দানুশাসনানুমতামভিদধতি, নান্যদলৌকিকম্, ইতি প্রাগেবোক্তম্।

তদেবং "বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা" ইত্যাদিশব্দাৎ বায়্বাদীনাং ফলপ্রদত্বমবগম্যতে। বায়্বাদ্যাত্মনা চ পরমপুরুষ এবারাধ্যতয়া ফল-প্রদায়িত্বেন চাবতিষ্ঠত ইতি শ্রূয়তে—

"ইষ্টাপূর্ত্তং বহুধা জাতং জায়মানং বিশ্বং বিভর্ত্তি ভুবনস্য নাভিঃ।
তদেবাগ্নিস্তদ্বায়ুস্তৎসূর্য্যস্তদু চন্দ্রমাঃ॥" [তৈত্তি০ নারা০ ১।৬] ইতি।

করাও যুক্তিযুক্ত হয় না (*)। এইরূপে অপেক্ষিত ফলসাধনতার প্রকার বা বিশেষাবধারণ প্রামাণিক শাস্ত্র হইতে অবধারিত সত্ত্বেও যে, তাহা পরিত্যাগ করা এবং অশ্রুত (যাহা কোন শব্দ হইতে পাওয়া যায় না, সেইরূপ) অপূর্ব্বের কল্পনা করা, বিবেচকগণ কখনই তাহা সহ্য করেন না। বিশেষতঃ, [যজেত ইত্যাদি বিধির মধ্যে দুইটি অংশ আছে; একটি লিঙ্ প্রভৃতি বিধিপ্রত্যয়, অপরটী প্রকৃতি 'যজ্' প্রভৃতি ধাতু; এইরূপ প্রকৃতি-প্রত্যয় সহযোগেই সমস্ত বিধি বিরচিত হয়;] কথিত লিঙ্ প্রভৃতি বিধিপ্রত্যয় সমূহও প্রকৃতিস্বরূপ যজ্ ধাতুর অর্থ— যাহা দেবতার আরাধনাত্মক যাগ প্রভৃতি, তাহাও যে, শব্দ-শাস্ত্রসম্মত যোগার্থানুসারে কর্তৃব্যাপার-সম্পাদনীয়তাই প্রতিপাদন করিতেছে, কিন্তু অলৌকিক আর কিছু প্রতিপাদন করিতেছে না, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

অতএব এইপ্রকারে "বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা" ইত্যাদি বাক্য হইতে বায়ুপ্রভৃতিরই ফলদান-কর্তৃত্ব জানা যাইতেছে। আবার সেই পরমপুরুষই যে, বায়ুপ্রভৃতি আকারে আরাধনীয়রূপে এবং ফলপ্রদরূপেও অবস্থান করেন, ইহাও শোনা যাইতেছে—'জগতের নাভিস্বরূপ (পরব্রহ্ম) ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্মের ফলে বহুপ্রকারে জাত ও জায়মান এই বিশ্বকে ধারণ করিতেছেন; তিনিই অগ্নি, তিনিই বায়ু, তিনিই সূর্য্য, এবং তিনিই চন্দ্রস্বরূপ।' অন্তর্যামিব্রাহ্মণেও—'যিনি

(*) তাৎপর্য্য—"বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা" ইত্যাদি শ্রুতিতে বায়ু হইতেই কর্ম্মকর্তার অভীষ্ট ফল লাভ কথিত হইয়াছে। স্বয়ং ব্রহ্মই যখন বিশেষ বিশেষ নাম ও আকৃতিযোগে বায়ু প্রভৃতিরূপেও পরিচিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতেছেন, তখন বলিতে হইবে যে, স্বয়ং ব্রহ্মই বায়ু প্রভৃতিরূপেও জীবের কর্ম্মফল প্রদান করিতেছেন; সুতরাং ব্রহ্মেরই ফলদাতৃত্ব প্রমাণিত হইতেছে, অচেতন কর্ম্মের নহে। বিশেষতঃ "বায়ুর্বৈ" ইত্যাদি শ্রুতিটি অর্থবাদ বা প্রশংসাসূচক বাক্য হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা "বায়ব্যং শ্বেতং ছাগলমালভেত" এই বিধিবাক্যের সহিত সম্বদ্ধ; কাজেই সেই বিধির অনুরূপ অর্থেই ইহার তাৎপর্য্য পরিকল্পনা করিতে হইবে॥

অন্তর্যামিব্রাহ্মণে চ "যো বায়ৌ তিষ্ঠন্ যস্য বায়ুঃ শরীরম্" "যোঽগ্নৌ তিষ্ঠন্" "য আদিত্যে তিষ্ঠন্" [বৃহদা০ ৫।৭।৭,৫,৯] ইত্যাদি শ্রূয়তে। স্মর্য্যতে চ—

"যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্হর্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥"

[গীতা০ ৭।২১।২২] ইতি,

"অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।" [গীতা০ ৯।২৪] ইতি। প্রভুরিতি ফলপ্রদায়ীত্যর্থঃ।

"দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥" [গীতা০ ৭।২৩]

"যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্" ইতি চ। লোকে চ কৃষ্যাদিভির্বিচিত্র-রূপান্ দ্রব্যবিশেষান্ সম্পাদ্য তৈরাজানং ভৃত্যদ্বারেণ সাক্ষাদ্বা অর্চয়ন্তি; অর্চিতশ্চ রাজা তত্তদর্চ্চনাণুগুণং ফলং প্রযচ্ছন্ দৃশ্যতে। বেদান্তাস্তু অতিপতিতসকলেতরপ্রমাণসম্ভাবনাভূমিং নিরস্তসমস্তাবিদ্যাদিদোষগন্ধং স্বাভাবিকানবধিকাতিশয়াপরিমিতোদারগুণসাগরং পুরুষোত্তমং প্রতিপাদ্য,

বায়ুতে অবস্থান করেন,' 'বায়ু যাঁহার শরীর,' 'যিনি অগ্নিতে অবস্থান করেন,' 'যিনি আদিত্যে অবস্থান করেন,' ইত্যাদি প্রকার উপদেশ শ্রুত হইতেছে। স্মৃতিতেও উক্ত আছে—'যে যে ভক্ত শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আমার যে যে মূর্ত্তি অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করে, আমি সেই সেই ব্যক্তিকে তদনুযায়ী অচলা শ্রদ্ধা প্রদান করি। সেই লোক তাদৃশ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া তাহার আরাধনায় যত্ন করে, তদনন্তর আমারই প্রদত্ত সেই অভীষ্ট কামসমূহ লাভ করিয়া থাকে' ইতি। 'আমিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু,' প্রভু অর্থ ফল প্রদাতা। আরও আছে—'দেবপূজকগণ দেবগণকে প্রাপ্ত হয়, এবং আমার ভক্তগণও আমাকে প্রাপ্ত হয়।' 'যাহারা আমার আরাধনা করে, তাহারাও আমাকে প্রাপ্ত হয়'। জগতেও দেখিতে পাওয়া যায়, লোক কৃষিকর্ম্মাদি দ্বারা নানাপ্রকার বিবিধ দ্রব্য উৎপাদন করিয়া নিজে কিংবা ভৃত্য দ্বারা সেই সমস্ত অর্জ্জিত দ্রব্যে রাজার অর্চ্চনা (আরাধনা) করিয়া থাকে; রাজাও অর্চ্চিত হইয়া অর্চ্চনার অনুরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকেন। বেদান্তশাস্ত্রসমূহ কিন্তু, 'যিনি শব্দ ভিন্ন অপর কোন প্রমাণের সম্ভাবনাক্ষেত্রও নহে, অবিদ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার দোষ সংস্পর্শশূন্য এবং স্বভাবসিদ্ধ সর্ব্বাতিশায়ী, নিরবধি ও অশেষ কল্যাণময় গুণের সাগরস্বরূপ সেই পুরুষোত্তমকে, তাহার আরাধনাত্মক যাগ, দান,

তদারাধনরূপাণি চ যাগদানহোমাত্মকানি, স্তুতি-নমস্কার-কীর্ত্তনার্চন-ধ্যানানি চ তদারাধনানি, আরাধিতাৎ পরস্মাৎ পুরুষাদ্ভোগাপবর্গরূপং ফলং চ বদন্তীতি সর্বং সমঞ্জসম্ ॥৩৷২॥৪০॥

[ইতি অষ্টমং ফলাধিকরণম্ ॥৮॥]

ইতি শ্রীভগবদ্‌রামানুজ-বিরচিতে শারীরকমীমাংসাভাষ্যে

তৃতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥৩॥২॥

হোম প্রভৃতি ক্রিয়া, এবং স্তুতি, নমস্কার, কীর্ত্তন, অর্চ্চনা ও ধ্যানরূপ তাহার আরাধনা, এবং আরাধিত সেই পরম পুরুষ হইতে ভোগ ও মোক্ষরূপ ফলও প্রতিপাদন করিতেছেন। অতএব এ সমস্তই সামঞ্জস্যপূর্ণ, (কোথাও অসামঞ্জস্য নাই) ॥৩॥২॥৪০॥

[ইতি অষ্টম ফলাধিকরণ ॥৮॥]

ইতি শ্রীভগবৎ রামানুজবিরচিত শারীরকমীমাংসাভাষ্যানুবাদে তৃতীয় অধ্যায়ের

দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥ ২ ॥

তৃতীয়ঃ পাদঃ।

সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়াধিকরণম্।] **সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ং চোদনাদ্যবিশেষাৎ ॥৩॥৩॥১॥**

[পদচ্ছেদঃ—সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ম্, সমস্ত বেদান্তে প্রতীয়মান [দহরাদি উপাসনা একই বটে], চোদনাদ্যবিশেষাৎ (যেহেতু বিধি ও ফলাদিগত কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই)।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং বিদ্যাভেদচিন্তনায় গুণোপসংহারাখ্যোঽয়ং তৃতীয়ঃ পাদ আরভ্যতে—সর্ব্বেষু বেদান্তেষু শ্রূয়মাণা দহরবিদ্যা কিমেকৈব ? উত ভিন্না, ইতি সংশয়নিরূপণায়াহ—"সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ম্" ইত্যাদি। সর্ব্বেষু বেদান্তেষু প্রতীয়মানং দহরাদ্যুপাসনম্ একমেব, নতু নানা ; কুতঃ ? চোদনাদ্যবিশেষাৎ—চোদনা নাম ক্রিয়াপ্রবর্ত্তকং বাক্যম্ ; আদি-শব্দেন স্বরূপ-ফলসংবন্ধাখ্যাদীনাং সংগ্রহঃ ; কর্ম্মবিধিষ্বিব তেষামবিশেষাদিতি ভাবঃ ॥

সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্রে কথিত দহরাদি উপাসনা একই বটে, পৃথক্ নহে ; কারণ, তদ্বিষয়ক বিধি, ফল ও নামাদিগত কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। অতএব, একই বিদ্যা বিভিন্নশাখায় ন্যূনাধিকভাবে পঠিত হইয়াছে মাত্র ॥ ৩ ॥ ৩ ॥ ১]

উক্তং ব্রহ্মোপাসিসিষোপজননায় বক্তব্যং ব্রহ্মণঃ ফলদায়িত্বপর্য্যন্তম্ ; ইদানীং ব্রহ্মোপাসনানাং গুণোপসংহার-বিকল্পনির্ণয়ায় বিদ্যাভেদচিন্তা প্রস্তূয়তে। প্রথমং তাবদেকস্যা বৈশ্বানরবিদ্যাদিকায়া অনেকশাখাসু শ্রূয়মাণায়াঃ কিমেকবিদ্যাত্বম্ ? উত বিদ্যাভেদঃ ? ইতি চিন্ত্যতে।

ব্রহ্মবিষয়ে উপাসনার ইচ্ছা-সমুৎপাদনার্থ অবশ্যবক্তব্য ব্রহ্মের ফলদাতৃত্ব পর্য্যন্ত কথিত হইয়াছে ; এখন নানাবিধ ব্রহ্মোপাসনাসম্বন্ধী গুণসমূহের উপসংহার (স্বীকার) ও বিকল্প নির্ণয়ের নিমিত্ত বিদ্যাভেদের চিন্তা আরব্ধ হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমতঃ চিন্তার বিষয় হইতেছে যে, বিভিন্নশাখায় শ্রূয়মাণ বৈশ্বানরাদি বিদ্যা কি একই বিদ্যা, অথবা বিভিন্ন বিদ্যা ? (*)

(*) তাৎপর্য্য—এই 'উপসংহার অর্থ'—অন্য স্থলে উক্ত বিষয়ের যে অন্যত্র স্বীকার বা প্রয়োগ। বিকল্প অর্থ—যেখানে যাহা উক্ত হইয়াছে, কেবল সেখানেই তাহার প্রয়োগ, অন্যত্র নহে। বিভিন্ন শাখায় একই নামে এবং একই ফলের উদ্দেশে বিহিত বিদ্যা যদি একই হয়, তাহা হইলে অন্যস্থানীয় গুণেরও অন্যত্র উপসংহার হইতে পারে ; আর বিদ্যা যদি পৃথক্ হয়, তাহা হইলে বিকল্প হইতে পারে। অভিপ্রায় এই যে, বিভিন্ন বেদান্তের মধ্যে এরূপ কতকগুলি উপাসনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের স্বরূপ, নাম, ফল ও উপাস্য, সমস্তই এক, কেবল গুণ বা উপাসনাঙ্গের সামান্য মাত্র ন্যূনাধিকভাব রহিয়াছে। এখন কথা হইতেছে যে, কর্ম্মকাণ্ডে পূর্ব্বমীমাংসায় যেমন 'শাখান্তর-প্রত্যয়' ন্যায়ানুসারে বিভিন্নশাখীয় একজাতীয় কর্ম্মের একত্ব ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, এখানেও সেরূপ নিয়ম চলিতে পারে কি না ? যদি চলিতে পারে, তাহা হইলে একনামীয় ঐ সমস্ত বিদ্যার ঐক্যও ঘটিতে পারে সত্য,

অবিশেষপুনঃশ্রবণস্য প্রকরণান্তরস্য চ ভেদকত্বাচ্ছাখান্তরে চোভয়োরবর্জনীয়ত্বাদ্ বিদ্যাভেদ ইতি প্রাপ্তম্। অত এব "তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত, শিরোব্রতং বিধিবদ্ যৈস্তু চীর্ণম্" [মুণ্ড০ ৩।২।১০] ইতি শিরোব্রতবতাম্ আথর্ব্বণিকানামেব বিদ্যোপদেশনিয়ম উপপদ্যতে। বিদ্যৈক্যে হি বিদ্যাঙ্গস্য শিরোব্রতস্যান্যেষামপি শাখিনাং প্রাপ্তের্নিয়মো নোপপদ্যতে। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে—

এইরূপ সংশয়স্থলে পাওয়া যাইতেছে যে, যেহেতু অবিশেষে পুনঃশ্রবণ অর্থাৎ কিছুমাত্র বিশেষ না করিয়া ঠিক পূর্ব্বের মত পুনরুল্লেখ ও প্রকরণভেদ, তাহা নিশ্চয়ই ভেদের কারণ হয়; এবং যেহেতু ভিন্ন বলিয়াই ভিন্ন শাখায় উভয়ের উল্লেখ আবশ্যক হয়, সেই হেতুই বুঝিতে হইবে যে, ঐ সমস্ত বিদ্যা [নামে এক হইলেও] বস্তুতঃ ভিন্নই বটে। বিশেষতঃ শাখাভেদে বিদ্যাভেদ হয় বলিয়াই শিরোব্রতনামক ব্রতধারী অথর্ব্ববেদীয়দিগের সম্বন্ধেই 'তাহাদিগকেই এই ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ দিবে, যাহারা যথাবিধি 'শিরোব্রত' আচরণ করিয়াছে', এই শ্রুতিতে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশের নিয়ম করা (যাহারা 'শিরোব্রত' আচরণ করিয়াছে, তাহাদিগকেই,—অন্যকে নহে, এইরূপ নিয়ম করা) সঙ্গত হইতেছে। কেননা, [সর্ব্বশাখীয় একনামক] সমস্ত বিদ্যাই যদি এক হইত, তাহা হইলে বিদ্যারই অঙ্গভূত শিরোব্রত যখন সকলের পক্ষেই অবশ্যানুষ্ঠেয়, তখন '[তাহাদিগকেই বলিবে]' এইরূপ নিয়ম করা যুক্তিসঙ্গত হইত না। এইরূপ সম্ভাবনায় বলা হইতেছে (*)—

কিন্তু মুণ্ডকোপনিষদে লিখিত আছে—'যাহারা শিরোব্রত' নামক ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছে, তাহাদিগকেই এই ব্রহ্মবিদ্যা দান করিবে, অন্যকে নহে।' এখন সমস্ত বিদ্যাই যদি এক হয়, তাহা হইলে ত 'গুণোপসংহার' নিয়মানুসারে সকলকেই 'শিরোব্রত' পালন করিতে হইবে; সুতরাং সকলেই উক্ত ব্রহ্মবিদ্যা গ্রহণে অধিকারী হইতে পারে; কাজেই 'অন্যকে দিবে না' বলিয়া বাদ দিবার কেহ থাকে না। অথচ শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে নিয়ম করিয়া দিয়াছেন যে, 'তাহাদিগকেই বলিবে, (অন্যকে নহে)', এইরূপ নিয়ম করা ব্যর্থ হইয়া পড়ে। দ্বিতীয় কথা—উক্ত 'শিরোব্রত'টি কি বিদ্যার অঙ্গ? অথবা অধ্যয়নের অঙ্গ? যদি বিদ্যাঙ্গ হয়, তাহা হইলে বিদ্যার ঐক্য হইতে পারে না; আর যদি কেবল বেদাধ্যয়নেরই অঙ্গ হয়, তাহা হইলেও বিদ্যাবিশেষের জন্যই ঐরূপ নিয়ম লিখিত হইতে পারে; সুতরাং বিদ্যার ঐক্যে কোনরূপ বাধা হইতে পারে না। প্রকৃত পক্ষে উক্ত 'শিরোব্রত টি অধ্যয়নেরই অঙ্গ, বিদ্যার অঙ্গ নহে; সুতরাং বিদ্যার ঐক্যই যুক্তিসম্মত; অতএব, শাখান্তরন্যায়ের ন্যায় বেদান্তেও গুণোপসংহার সম্পাদনার্থ এই তৃতীয় পাদ আরব্ধ হইতেছে॥

(*) তাৎপর্য্য—ইহার নাম 'সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়াধিকরণ'। ইহা প্রথম হইতে চারিটি সূত্রে সমাপিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তগত উপাসনা বা বিদ্যাভেদ। (২) সংশয়—বিভিন্ন শাখাগত একনামীয় সমস্ত বিদ্যাই কি এক? অথবা ভিন্ন ভিন্ন? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—প্রকরণ ও শাখার ভেদ থাকায় তদ্গত বিদ্যাও নিশ্চয়ই ভিন্ন ভিন্ন,—এক নহে। (৪) উত্তর—না—বিধি ও ফল প্রভৃতি সমস্তই যখন একপ্রকার, তখন প্রকরণাদি ভেদেও বিদ্যাভেদ হইতে পারে না। (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব সমস্ত বেদান্তে প্রতীয়মান একনামীয় কোন বিদ্যায় অশ্রুত থাকিলেও অন্য শাখোক্ত গুণ সমূহ আনীয়া পূরণ করিতে হইবে॥

[সিদ্ধান্তঃ—]

সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ম্ একমুপাসনমিতি। কুতঃ? চোদনাদ্যবিশেষাৎ—চোদনা তাবৎ "উপাসীত" [ছান্দো° ১।১।১, বৃহদা° ৩।৪।৫] "বিদ্যাৎ" [কঠ° ৬।১৭] ইত্যেবংজাতীয়কো ধাত্বর্থবিশেষবিধিঃ। আদি-শব্দেন "একং বা সংযোগ-রূপ-চোদনাখ্যাবিশেষাৎ।" [পূর্ব্বমী° ২।৪।৯] ইতি কর্ম্মকাণ্ড-শাখান্তরাধিকরণসূত্রোক্তাঃ সংযোগ-রূপাখ্যা গৃহ্যন্তে। এষাং চোদনাদীনামবিশেষাৎ সৈবেয়ং বিদ্যেতি শাখান্তরে প্রত্যভিজ্ঞায়তে। তথাহি—ছান্দোগ্য-বাজসনেয়কয়োঃ—"বৈশ্বানরমুপাস্তে" [ছান্দো° ৫। ১৮।১] ইতি চোদনা তাবদেকরূপা; বেদ্যৈকনিরূপণীয়স্বরূপস্য বিদিপর্য্যায়স্যোপাসেঃ বেদ্যভূত-বৈশ্বানরৈক্যাদ্ রূপমপ্যবিশিষ্টম্; অখ্যা চ বৈশ্বানরবিদ্যেত্যবিশিষ্টা; ফলসংযোগোঽপ্যুভয়ত্রাপি ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপোঽবিশিষ্টঃ। অত এভিঃ প্রত্যভিজ্ঞানাচ্ছাখান্তরেঽপি বিদ্যৈক্যম্ ॥৩।৩।১॥

সর্ব্ববেদান্ত-প্রত্যয় অর্থাৎ সমস্ত বেদান্তে প্রতীয়মান একই নামের যত উপাসনা আছে, তৎসমস্ত একই উপাসনা। কারণ? যেহেতু চোদনাপ্রভৃতির বিশেষ বা পার্থক্য নাই। চোদনা অর্থ—'উপাসনা করিবে', 'জানিবে', এইজাতীয় বিশেষ বিশেষ ধাত্বর্থঘটিত বিধিবাক্য। আদি-শব্দে ['ভিন্ন ভিন্ন শাখায় উক্ত কর্ম্ম সমূহ] একই বটে; কারণ, ফলসংযোগ, রূপ, বিধি ও নামের কোনও পার্থক্য নাই', এই কর্ম্মকাণ্ডীয় অর্থাৎ পূর্ব্বমীমাংসার 'শাখান্তরাধিকরণ' সূত্রোক্ত সংযোগ, স্বরূপ ও আখ্যার (নামের) গ্রহণ করা হইতেছে। (*) অতএব উক্ত বিধিপ্রভৃতির স্বরূপগত বিশেষ না থাকায় শাখান্তরেও 'ইহা সেই বিদ্যাই বটে' এইরূপেই প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে।

সেইরূপই [দেখিতেও পাওয়া যায়,] — ছান্দোগ্য ও বাজসনেয়ক, উভয় শাখাতেই 'বৈশ্বানরকে উপাসনা করিবে' এই বিধি একইরূপ; বিদি-পর্য্যায় অর্থাৎ বেদনের সমানার্থক উপাসনার স্বরূপটি একমাত্র বেদ্যপদার্থ (বিজ্ঞেয় পদার্থ) দ্বারাই নির্ণীত হইতে পারে; এখানে সেই বিজ্ঞেয় বৈশ্বানরপদার্থ টি যখন এক বা অভিন্ন, তখন তদধীন উপাসনারও স্বরূপতঃ অবিশিষ্ট বা একরূপ; ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফলসংযোগও উভয় স্থলেই সমান; অতএব এই সমস্ত কারণে প্রত্যভিজ্ঞা হওয়ায় [বুঝিতে হইবে যে,] শাখাভেদেও বিদ্যার ভেদ হয় না, (একত্বই ঘটে) ॥৩।৩।১॥

(*) তাৎপর্য্য—"একং বা" ইত্যাদি সূত্রটি জৈমিনিকৃত পূর্ব্বমীমাংসার দ্বিতীয়াধ্যায়ের নবম সূত্র। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, একটি বেদশাখায় যে সমস্ত কর্ম্মের (অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কর্ম্মের) উল্লেখ রহিয়াছে, শাখান্তরেও যদি সেই নামীয় কর্ম্মের পুনরুল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই বিভিন্নশাখোক্ত কর্ম্মগুলিকে কি একই কর্ম্ম বলিয়া ধরিতে হইবে? না পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে? এইরূপ সংশয় সমাধানার্থ বলিলেন যে, না—

যত্তূক্তম্—অবিশেষপুনঃশ্রবণাৎ প্রকরণান্তরাচ্চ বিধেয়-ভেদপ্রতীতেন বিদ্যৈক্যমিতি, তদনুভাষ্য পরিহরতি—

ভেদান্নেতি চেদেকস্যামপি ॥৩।৩।২॥

[পদচ্ছেদঃ—ভেদাৎ (উল্লেখের প্রভেদ হেতু) ন (না), ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), একস্যাং (এক বিদ্যাতে) অপি (ও)।]

[সরলার্থঃ—অবিশেষেণ পুনঃশ্রুত্যা প্রকরণান্তরত্বেন চ বিধেয়ভেদাৎ ন বিদ্যৈকত্বম্, ইতি চেৎ; তন্ন; যতঃ একস্যামপি বিদ্যায়াং শ্রোতৃভেদাৎ পুনঃশ্রুতিঃ প্রকরণভেদশ্চ সংগচ্ছতে। যত্র হি একস্মিন্নেব শ্রোতরি পুনঃশ্রুতিঃ প্রকরণভেদশ্চ বিদ্যতে, তত্রৈব বিদ্যাভেদঃ প্রতিপত্তব্য ইতি ভাবঃ॥

যদি বল, অবিশেষ বা একই প্রকার পুনরুল্লেখ ও প্রকরণভেদ থাকায় বিধেয় বিদ্যারও ভেদ হওয়াই উচিত। [তাহাও হইতে পারে না,] কারণ, এক বিদ্যাতেও উপদেশ্য শ্রোতার ভেদানুসারে ঐরূপ পুনরুল্লেখ ও প্রকরণভেদ হইতে পারে। অভিপ্রায় এই যে, যেখানে একই শ্রোতার জন্য প্রকরণভেদ ও পুনরুল্লেখ করা হয়, সেখানেই বিদ্যাভেদ বুঝিতে হয় ॥৩।৩।২॥]

অবিশেষপুনঃশ্রুত্যা প্রকরাণান্তরাচ্চ বিধেয়ভেদাৎ ন বিদ্যৈক্যমিতি চেৎ—একস্যামপি বিদ্যায়াং প্রতিপত্তৃভেদাৎ পুনঃশ্রুতিঃ প্রকরণান্তরং চোপপদ্যতে। যত্র হ্যেকস্মিন্ প্রতিপত্তরি পুনঃশ্রুতিঃ প্রকরণান্তরং চ

আরও যে, বলা হইয়াছিল, অবিশেষে পুনরুল্লেখ ও প্রকরণভেদনিবন্ধন যখন বিধেয় বিদ্যারও ভেদ প্রতীতি হইতেছে, তখন বিদ্যার একত্ব বা অভেদ হইতে পারে না; এখন তাহারই অনুবাদপূর্ব্বক পরিহার করিতেছেন "ভেদাৎ নেতি" ইত্যাদি।

যদি বল, অবিশেষে পুনঃশ্রুতি ও প্রকরণভেদ বশতঃ বিধেয় বিদ্যার প্রভেদ হেতু বিদ্যার একত্ব হইতে পারে না; [না, এ আপত্তি সঙ্গত হইতেছে না;] কারণ, যেখানে প্রতিপত্তা (বিদ্যাগ্রহীতা) ভিন্ন ভিন্ন হয়, (এক না হয়,) সেখানে এক বিদ্যাতেও পুনরুল্লেখ ও প্রকরণ-ভেদ উপপন্ন হয়। যেখানে প্রতিপত্তা (শ্রোতা) এক হইলেও পুনঃশ্রুতি ও প্রকরণভেদ থাকে,

একই নামীয় কর্ম্ম বিভিন্ন বেদশাখায় উক্ত হইলেও সেই সমস্ত কর্ম্মের নাম, স্বরূপ, দ্রব্য ও দেবতা, বিধি এবং উদ্দেশ্য বা ফল যখন এক, তখন সেই কর্ম্মগুলিকেও একই বুঝিতে হইবে। বলা আবশ্যক যে, কেবল নামের ঐক্য থাকিয়াও যদি অন্যাংশে বৈলক্ষণ্য থাকে, তাহা হইলে ঐ সমস্ত কর্ম্মকে পৃথক্ কর্ম্ম বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে।

বিদ্যতে; তত্রান্যথানুপপত্ত্যা বিধেয়ভেদাদ্বিদ্যাভেদঃ; প্রতিপত্তৃভেদে তু তৎপ্রতিপত্ত্যর্থতয়া পুনঃশ্রুত্যাদ্যুপপত্তেস্তত্র ন বিধেয়ান্তরসম্ভবঃ ॥৩॥৩॥২॥

যচ্চোক্তং শিরোব্রতবতামাথর্ব্বণিকানামেব বিদ্যোপদেশনিয়ম-দর্শনাদ্বিদ্যাভেদঃ প্রতীয়ত ইতি; তত্রাহ -

স্বাধ্যায়স্য তথাত্বে হি সমাচারেঽধিকারাচ্চ সববচ্চ তন্নিয়মঃ ॥৩॥৩॥৩॥

[পদচ্ছেদঃ স্বাধ্যায়স্য (বেদাধ্যয়নের) তথাত্বে (সেইরূপ বিষয়ে) হি (নিশ্চয়ে) সমাচারে (সমাচারনামক গ্রন্থে) অধিকারাৎ (অতিদেশ হইতে) চ (ও), সববৎ (যজ্ঞাঙ্গস্নানের ন্যায়) চ (ও) তন্নিয়মঃ (অনুষ্ঠানের নিয়ম)।]

[সরলার্থঃ—শিরোব্রতং ন বিদ্যাঙ্গম্, অপি তু স্বাধ্যায়স্য আথর্ব্বণবেদাধ্যয়নস্য তথাত্বে শিরোব্রতজন্যসংস্কারসিদ্ধ্যর্থং হি তন্নিয়মঃ শিরোব্রতানুষ্ঠানাবশ্যকত্বম্; কুতঃ? "নৈতদচীর্ণব্রতোঽধীয়ীত" ইত্যধ্যয়নসম্বন্ধাৎ, সমাচারে তদাখ্যে গ্রন্থে 'অধিকারাচ্চ "ইদমপি বেদব্রতেন ব্যাখ্যাতম্" ইতি বেদব্রতত্বেন ব্যাখ্যাতত্বাদপীত্যর্থঃ। "ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত" ইত্যত্র ব্রহ্মশব্দশ্চ বেদপরঃ, সববৎ; যথা আথর্ব্বণিকাঃ সবহোমাঃ আথর্ব্বণিকৈকাগ্নিযাগবিষয়ত্বেন তত্রৈব নিয়মান্তে, তথা ইদমপীতি ভাবঃ ॥

উক্ত শিরোব্রতটি বিদ্যাঙ্গ নহে; পরন্তু স্বাধ্যায়ের সম্বন্ধেই অর্থাৎ অথর্ব্ববেদাধ্যয়নের পক্ষেই ঐরূপ শিরোব্রতের নিয়ম, অন্যত্র নহে; কারণ, 'ব্রতানুষ্ঠানরহিত ব্যক্তি ইহা (অথর্ব্ববেদ) অধ্যয়ন করিবে না', এইরূপে অধ্যয়নেরই কথা রহিয়াছে। বিশেষতঃ সমাচারনামক গ্রন্থে ইহার বেদব্রতত্ব-ধর্ম্মও অতিদিষ্ট হইয়াছে। আর অথর্ব্ববেদোক্ত একাগ্নিযজ্ঞপ্রকরণীয় সবহোমগুলি যেমন ঐ যজ্ঞেই প্রযোজ্য, তেমনি এই শিরোব্রতও আথর্ব্বণবেদাধ্যয়নেই নিয়মিত, অন্যত্র নহে। বিশেষতঃ শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্ম-শব্দের অর্থও বেদ; সুতরাং তদ্বিষয়েই ব্রতের নিয়ম ॥৩॥৩॥৩॥]

সেখানেই কেবল ঐরূপ উল্লেখের অন্য কোন প্রকারে সঙ্গতি করা যায় না বলিয়া বিধেয়ের ভেদানুসারে বিদ্যার ভেদ হইয়া থাকে; কিন্তু বিদ্যাগ্রহীতার ভেদ থাকিলে তাহাদের বোধসৌকর্য্যার্থই ঐরূপ পুনরুল্লেখাদির সঙ্গতি হইতে পারে; সুতরাং সেখানে আর নূতন কিছু বিধান করা সম্ভবপর হয় না (*) ॥৩॥৩॥২॥

আরও যে, বলা হইয়াছে—'শিরোব্রত'-সম্পন্ন আথর্ব্বণিকদিগের সম্বন্ধেই বিদ্যোপদেশের নিয়ম দর্শনে বিদ্যাভেদই প্রতীতি হইতেছে। তদুত্তরে বলিতেছেন—"স্বাধ্যায়স্য তথাত্বে" ইত্যাদি।

(*) তাৎপর্য্য—ভিন্ন ভিন্ন লোককে উপদেশ দিতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণে একই বিষয়কে একইরূপে উপদেশ না করা আবশ্যক হইতে পারে; কারণ, সেখানে বিদ্যা এক হইলেও উপদেশের পাত্র (বিদ্যাগ্রহীতা) ভিন্ন

নৈতদস্তি—শিরোব্রতোপদেশনিয়মদর্শনং বিদ্যাভেদং দ্যোতয়তি ইতি, শিরোব্রতস্য বিদ্যাঙ্গত্বাভাবাৎ। স্বাধ্যায়স্য তথাত্বে হি তন্নিয়মঃ—স্বাধ্যায়স্য তথাত্বসিদ্ধ্যর্থং—তজ্জন্য সংস্কারভাক্ত্বসিদ্ধ্যর্থং হি শিরোব্রতোপদেশ-নিয়মঃ, ন বিদ্যায়াঃ। কুত এতৎ? "নৈতদচীর্ণব্রতোঽধীয়ীত" [মুণ্ড০ ৩।২।১১] ইতি তস্যাধ্যয়ন-সংযোগাৎ; সমাচারেঽধিকারাচ্চ—সমাচারাখ্যে গ্রন্থে "ইদমপি বেদব্রতেন (*) ব্যাখ্যাতম্" ইত্যতিদেশাৎ। "তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত" [মুণ্ড০ ৩।২।১০] বেদবিদ্যামিত্যর্থঃ। সববচ্চ তন্নিয়মঃ—যথাহি সব-হোমাঃ সপ্ত সূর্য্যাদয়ঃ শতোদনপর্য্যন্তা আথর্বণিকৈকাগ্নিসম্বন্ধিনস্তত্রৈব ভবন্তি; ন ত্রেতাগ্নিষু ॥৩॥৩॥৩॥

দর্শয়তি চ ॥৩॥৩॥৪॥

[পদচ্ছেদঃ—দর্শয়তি (প্রদর্শন করিতেছে) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—স্বয়ং শ্রুতিরপি বিদ্যায়াঃ সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ত্বং দর্শয়তি। তথাহি—ছান্দোগ্যে দহরবিদ্যায়াং "তস্মিন্ যদন্তঃ" ইতি অপহতপাপ্মত্বাদি-গুণাষ্টকমুক্তম্; তৈত্তিরীয়কে তু কেবলং "তস্মিন্ যদন্তঃ, তদুপাসিতব্যম্" ইত্যেবোক্তম্, নতু গুণাষ্টকমপি; তচ্চ বিদ্যৈক্যে সতি সংগচ্ছতে, ন পুনর্বিদ্যাভেদে ইত্যর্থঃ ॥

স্বয়ং শ্রুতিও বিভিন্নবেদান্তোক্ত একনামীয় বিদ্যার একত্ব প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ছান্দোগ্যোপনিষদে 'তাহার অভ্যন্তরে যাহা আছে', এই দহরবিদ্যায় আটটি গুণেরও উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তৈত্তিরীয়ক শ্রুতি কেবল তাঁহার উপাসনা মাত্র বিধান করিয়াছেন; গুণের নামও করেণ নাই। উভয় বিদ্যা এক হইলেই এইরূপ ব্যবস্থা সঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু বিদ্যাভেদে নহে ॥৩॥৩॥৪॥]

না,—শিরোব্রতের উপদেশ যে, বিদ্যাভেদ সূচনা করিতেছে, তাহা নহে; কেন না, যেহেতু শিরোব্রতের বিদ্যাঙ্গত্ব নাই। বিশেষতঃ স্বাধ্যায়ের (বেদাধ্যয়নের) 'তথাত্ব' সিদ্ধির নিমিত্তই তাহার নিয়ম, অর্থাৎ স্বাধ্যায়ের তথাত্বসিদ্ধির জন্যই—শিরোব্রতজন্য সংস্কারসম্পন্ন করিবার জন্যই শিরোব্রতের অবশ্যকর্ত্তব্যতার উপদেশ, কিন্তু বিদ্যার জন্য নহে। ইহার কারণ কি?

ভিন্ন; সুতরাং বিভিন্ন প্রসঙ্গ ক্রমে একই বিদ্যার বারংবার উল্লেখ করাও আবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু যেখানে উপদেশের পাত্র এক—অভিন্ন; সেখানে যদি পুনরুল্লেখাদি থাকে, তাহা হইলে সেই পুনরুল্লেখাদির সার্থকতা রক্ষার জন্যই বিদ্যাভেদ স্বীকার করিতে হইবে, নচেৎ একই লোকের নিকট একই বিদ্যার একইরূপে বারংবার উল্লেখের অন্য কোনও প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না; কাজেই সেরূপ স্থলে বিদ্যাভেদ কল্পনা করা আবশ্যক হইয়া পড়ে॥

(*) বেদব্রতত্ত্বেন' ইতি 'ক' পাঠঃ।

দর্শয়তি চ শ্রুতিরুপাসনস্য সর্ব্ববেদান্ত-প্রত্যয়ত্বম্। তথাহি—"তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যম্" [ছান্দো০ ৮।১।১] ইত্যুক্ত্বা "কিং তদত্র বিদ্যতে, যদন্বেষ্টব্যম্" [ছান্দো০ ৮।১।২] ইতি প্রশ্নপূর্ব্বকম্ অপহতপাপ্মত্বাদিগুণাষ্টকবিশিষ্টঃ পরমাত্মা তস্মিন্নুপাস্য ইত্যুক্তম্; তৈত্তিরীয়কে তু চ্ছান্দোগ্যস্থং প্রতিনির্দেশমুপজীব্য [তৈত্তি০ নারা০ ১০।২৩] "তত্রাপি দহরং গগনং বিশোকস্তস্মিন্ যদন্তস্তদুপাসিতব্যম্" ইতি গুণাষ্টকবিশিষ্টস্য পরমাত্মন উপাসনমুচ্যতে; তদুভয়ত্র বিদ্যৈকত্বেন গুণোপসংহারাদেবোপপদ্যতে ॥৩॥৩॥৪॥

তদেবং শাখান্তরাধিকরণন্যায়সিদ্ধং বিদ্যৈক্যং স্থিরীকৃত্য তৎপ্রয়োজনমাহ—

যেহেতু 'ব্রতানুষ্ঠানরহিত ব্যক্তি ইহা অধ্যয়ন করিবে না', এই শ্রুতিতে সেই শিরোব্রতের সহিত অধ্যয়নের সংযোগ বা সংবন্ধ রহিয়াছে। বিশেষতঃ যেহেতু সমাচারেও ইহার অধিকার হইয়াছে, অর্থাৎ 'সমাচার'-নামক গ্রন্থে 'ইহাও (শিরোব্রতও) বেদব্রতরূপে ব্যাখ্যাত' এইরূপে [ইহার অধ্যয়নাঙ্গত্ব] অতিদিষ্ট হইয়াছে। আর 'তাহাদিগকেই এই ব্রহ্মবিদ্যা বলিবে' এই 'ব্রহ্মবিদ্যা' অর্থও—বেদবিদ্যা। বিশেষতঃ উক্ত নিয়মটিও সববৎ—অর্থাৎ অথর্ব্ববেদোক্ত একাগ্নিযাগসম্বন্ধী সূর্য্যাদি-শতোদনপর্য্যন্ত সাতটি সবহোম যেরূপ সেই একাগ্নিযাগেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু ত্রেতাগ্নি প্রভৃতিতে হয় না; ইহাও তদ্রূপ, অর্থাৎ অথর্ব্ববেদাধ্যয়নেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে ॥৩॥৩॥৩॥

স্বয়ং শ্রুতিও উপাসনায় সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ত্ব অর্থাৎ বিভিন্ন বেদান্তোক্ত বিদ্যার একত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। দেখ—ছান্দোগ্যোপনিষদে 'তাহার মধ্যে যাহা, তাহা অন্বেষণ করিতে হইবে,' এই কথা বলিয়া 'এখানে এমন কি আছে, যাহা অন্বেষণ করিতে হইবে,' এইরূপ প্রশ্নপূর্ব্বক তাহার অভ্যন্তরে অপহতপাপ্মত্বাদি অষ্টবিধ-গুণবিশিষ্ট পরমাত্মার উপাস্যত্ব প্রতিপাদন করিয়াছে; আর তৈত্তিরীয়ক উপনিষদে কেবল ছান্দোগ্যোক্ত গুণসমূহের প্রতিনির্দেশ বা অনুকর্ষণ মাত্র করিয়া 'সেখানেও দহর (ক্ষুদ্র) আকাশ আছে, তাহার অভ্যন্তরে যাহা আছে, তাহার উপাসনা করিতে হইবে,' এইরূপে ছান্দোগ্যোক্ত অষ্টবিধ-গুণসম্পন্ন পরমাত্মার উপাসনামাত্র বলা হইয়াছে। উভয় শ্রুতিতে উক্ত বিদ্যা যদি এক হয়, তাহা হইলেই গুণোপসংহার করা সঙ্গত হইতে পারে, [কিন্তু বিদ্যাভেদে নহে] ॥৩॥৩॥৪॥

এইপ্রকার 'শাখান্তর'ন্যায়-সিদ্ধ বিদ্যৈকত্ব স্থির করিয়া এখন তাহার প্রয়োজন বলিতেছেন—"উপসংহারঃ" ইত্যাদি।

উপসংহারোঽর্থাভেদাদ্বিধি-শেষবৎ সমানে চ ॥৩।৩।৫॥

[পদচ্ছেদঃ—উপসংহারঃ (অন্যত্র উক্তধর্ম্মের অন্যত্র স্বীকার), অর্থাভেদাৎ (উদ্দেশ্যের ঐক্য হেতু) বিধিশেষবৎ (বিধির অঙ্গের ন্যায়) সমানে (সমানস্থানে) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং বিদ্যৈক্যব্যবস্থায়াঃ প্রয়োজনমাহ—"উপসংহারঃ" ইত্যাদিনা। এবঞ্চ সমানে দহরাদ্যুপাসনে একস্মিন্ সতি অর্থাভেদাৎ তদ্বিদ্যাঙ্গত্বেন উপকারাভেদাৎ বিধিশেষবৎ—যথা একস্মিন্ বেদান্তে বৈশ্বানর-বিদ্যাদিবিধি-শেষতয়া বিহিতস্য গুণস্যোপসংহারঃ, তথা বেদান্তান্তরেঽপি উপসংহারঃ কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ।

এখন বিদ্যৈকত্ব-ব্যবস্থার প্রয়োজন বলিতেছেন—যখন একই বেদান্তে দহরাদি উপাসনা সমান বা অভিন্ন বলিয়া নিশ্চিত হইল, তখন অর্থের—উদ্দেশ্যের (প্রয়োজনের) ঐক্য হেতু অন্য বেদান্তেও বিধিশেষের ন্যায় অর্থাৎ বিধির অঙ্গের ন্যায় গুণোপসংহার করিতে হইবে ॥৩।৩।৫]

এবং সর্ব্ববেদান্তেষু সমানে সত্যুপাসনে বেদান্তান্তরাম্নাতানাং গুণানাং বেদান্তান্তরে উপসংহারঃ কর্ত্তব্যঃ; কুতঃ? বিধিশেষবদর্থাভেদাৎ—যথা একস্মিন্ বেদান্তে শ্রুতো বৈশ্বানর-দহরাদিবিধিশেষো গুণস্তদ্বিদ্যাসম্বন্ধাৎ তদুপকাররূপপ্রয়োজনসিদ্ধ্যর্থমনুষ্ঠীয়তে; তথা বেদান্তান্তরোদিতোঽপি তদ্বিদ্যাসম্বন্ধিত্বেন তদুপকারাবিশেষাদুপসংহর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ। চ-শব্দোঽবধারণে ॥৩।৩।৫॥

[ইতি প্রথমং সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়াধিকরণম্ ॥১॥]

এইপ্রকারে সমস্ত বেদান্তে যখন উপাসনার ঐক্য হইল, তখন অপরাপর বেদান্ত-পঠিত গুণসমূহেরও অপর বেদান্তে উপসংহার করিতে হইবে। কারণ? যেহেতু বিধিশেষের ন্যায় অর্থের—প্রয়োজনের অভেদ রহিয়াছে। এক বেদান্তে শ্রুত বৈশ্বানরোপাসনা-বিধির অঙ্গস্বরূপ গুণ যেমন সেই বিদ্যার সহিত সম্বন্ধ থাকায় তাহার উপকাররূপ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তেমনি অপর বেদান্তে পঠিত গুণেরও সেই বিদ্যার উপকার-সাধক বলিয়া তাহার উপকারার্থই উপসংহার করা আবশ্যক হয়। সূত্রস্থ চ-শব্দের অর্থ অবধারণ ॥৩।৩।৫॥

[ইতি প্রথম সর্ব্ববেদান্ত-প্রত্যয়াধিকরণ ॥১॥]

[পূর্ব্বপক্ষঃ—]

অন্যথাত্বাধিকরণম্।] অন্যথাত্বং শব্দাদিতি চেন্না-
বিশেষাৎ ॥৩।৩।৬॥

[পদচ্ছেদঃ—অন্যথাত্বং (প্রকারান্তর) শব্দাৎ (শব্দানুসারে) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), ন (না) অবিশেষাৎ (যেহেতু বিশেষ কিছু নাই)।]

[সরলার্থঃ—বাজিনাং ছন্দোগানাঞ্চ উদ্গীথে প্রাণদৃষ্ট্যোপাসনং শত্রুপরাভব-ফলায় বিহিতমস্তি "অথ হেমমাসন্যং প্রাণমূচুঃ—ত্বং ন উদ্গায়েতি, তথেতি তেভ্য উদগায়ৎ" ইতি বাজিনাং ; "অথ য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে" ইতি চ ছন্দোগানাম্। তত্র বিদ্যৈক্যম্? উত ন? ইতি সংশয্য পূর্ব্বপক্ষ-সূত্রমাহ—"অন্যথাত্বম্" ইত্যাদি।

শব্দাৎ—বাজিনাম্, উদ্গীথকর্ত্তরি প্রাণদৃষ্ট্যা উপাসনম্, ছন্দোগানাং তু উদ্গীথকর্ম্মণি প্রাণদৃষ্ট্যা উপাসনম্। তথা বাজিনাম্ উদ্গীথে এব প্রাণদৃষ্ট্যা উপাসনম্, ছন্দোগানান্তু উদ্গীথাবয়বে প্রণবে, ইত্যেবং শব্দভেদাদ্ অন্যথাত্বং বিদ্যাভেদ ইতি চেৎ ; ন, ন বিদ্যাভেদ ইত্যর্থঃ। কুতঃ? অবিশেষাৎ শত্রুপরাভবফলকোপক্রমাবিশেষাদিত্যর্থঃ।

বৃহদারণ্যকে ও ছান্দোগ্যোপনিষদে প্রাণদৃষ্টিতে উদ্গীথোপাসনা বিহিত আছে। বৃহদারণ্যকে আছে—'দেবগণ মুখস্থিত মুখ্য প্রাণকে বলিলেন, তুমি আমাদের জন্য উদ্গীথোপাসনা কর, [মুখ্যপ্রাণ] 'তথাস্তু' বলিয়া তাহাদের উদ্দেশে গান করিলেন'। ছান্দোগ্যে আছে—'অতঃপর দেবগণ, যাহা মুখ্য বা প্রধান প্রাণ, তাহাকেই উদ্গীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন'। এই উভয় স্থলের উদ্গীথোপাসনা এক? কি ভিন্ন? এইরূপ সংশয় করিয়া প্রথমতঃ পূর্ব্বপক্ষ বলিতেছেন—"অন্যথাত্বম্" ইত্যাদি।

বৃহদারণ্যকে উদ্গীথকর্ত্তা প্রাণকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিতে বলা হইয়াছে, আর ছান্দোগ্যোপনিষদে উদ্গীথের কর্ম্মস্বরূপ প্রাণকে উদ্গীথজ্ঞানে উপাসনা করিতে বলা হইয়াছে ; বিশেতঃ বৃহদারণ্যকে সমস্ত উদ্গীথের উপাসনা বিহিত হইয়াছে, আর ছান্দোগ্যে কেবল উদ্গীথাংশ প্রণবকে প্রাণবুদ্ধিতে উপাসনা করিতে বলা হইয়াছে, এইপ্রকার উপদেশের প্রভেদ থাকায় উভয়স্থানীয় বিদ্যা এক নহে ; ইহা যদি বল ; না, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, উভয় স্থলেই কিছু মাত্র বিশেষ বা প্রভেদ নাই, অর্থাৎ উভয় স্থলেই শত্রুপরাভবরূপ একই ফলোদ্দেশে উপাসনার উপক্রম বা আরম্ভ হইয়াছে ; অতএব বিদ্যা-ভেদ হইতেই পারে না ॥৩।৩।৬॥]

এবং চোদনাদ্যবিশেষাদ্ বিদ্যৈকত্বম্, একত্বে চ গুণোপসংহারঃ কর্ত্তব্যঃ,

---

এইরূপে প্রতিপাদন করা হইল যে, বিধি প্রভৃতির পার্থক্য না থাকিলেই বিদ্যার একত্ব

ইত্যুক্তম্; অতঃপরং কাশ্চন বিদ্যা অধিকৃত্য প্রত্যভিজ্ঞাহেতুভূত-চোদনাদ্যবিশেষোঽস্তি, নেতি (*) নিরূপ্য নির্ণীয়তে—

অস্তি উদ্গীথবিদ্যা বাজিনাং ছন্দোগানাং চ। বাজিনাং তাবৎ—"দ্বয়া হ প্রাজাপত্যা দেবাশ্চাসুরাশ্চ" [বৃহদা০ ৩।৩।১] ইত্যারভ্য "তে হ দেবা উচুঃ—হন্তাসুরান্ যজ্ঞে উদ্গীথেনাত্যয়াম" ইত্যুদ্গীথেনাসুর-বিধ্বংসনং প্রতিজ্ঞায় উদ্গীথে বাগাদি-মনঃপর্য্যন্ত-দৃষ্টৌ অসুরৈরভিভবমুক্ত্বা, "অথ হেমমাসন্যং প্রাণমূচুঃ" ইত্যাদিনা উদ্গীথে প্রাণদৃষ্ট্যা অসুর-পরাভবমুক্ত্বা—"ভবত্যাত্মনা পরাস্য দ্বিষন্ ভ্রাতৃব্যো ভবতি, য এবং বেদ" ইতি শত্রু-পরাজয়ফলায়োদ্গীথে প্রাণদৃষ্টির্বিহিতা। এবং ছন্দোগানামপি

হইবে, এবং বিদ্যার একত্ব হইলেই গুণোপসংহার করিতে হইবে। অতঃপর কতকগুলি বিদ্যা অবলম্বন করিয়া [সেই সমস্ত বিদ্যায় একত্বের জ্ঞাপক] প্রত্যভিজ্ঞার হেতুভূত বিধিপ্রভৃতির অবিশেষ (সাম্য) আছে কি না, তাহা নিরূপণ করত সিদ্ধান্ত স্থির করা হইতেছে (†)।

বাজসনেয়ীদিগের এবং ছন্দোগদিগেরও উদ্গীথনামক একটি বিদ্যা (উপাসনা) আছে। তন্মধ্যে বাজীদিগের (যজুর্ব্বেদীদিগের) আছে,—'প্রজাপতির সন্তান দুইপ্রকার—দেবতা ও অসুর,' এই হইতে আরম্ভ করিয়া বলা হইয়াছে,—'সেই দেবতাগণ বলিয়াছিলেন—ভাল, আমরা যজ্ঞে 'উদ্গীথ' দ্বারা অসুরগণকে অতিক্রম (পরাজিত) করিব,' এই প্রকারে উদ্গীথের সাহায্যে অসুরবিনাশের প্রতিজ্ঞা করিয়া বাক্ হইতে মনঃপর্যন্ত প্রাণসমূহে উদ্গীথ দৃষ্টি করিলেও অসুরগণ তাহাদিগকে পরাভূত করিল, এই কথা বলিয়া 'অনন্তর এই আসন্য প্রাণকে বলিয়াছিলেন' ইত্যাদি বাক্যে উদ্গীথে প্রাণদৃষ্টি দ্বারা অসুরগণের পরাভবের কথা বলিয়া 'যে লোক এইরূপ জানে, তাহার দ্বেষকারী শত্রু আপনা হইতেই পরাভূত হইয়া থাকে,' এইরূপে শত্রুর পরাজয়রূপ ফলের উদ্দেশে উদ্গীথে প্রাণদৃষ্টির উপদেশ করিয়াছেন (‡)। এইরূপ ছন্দোগ-

(*) নেতীতি' ইতি 'ক' পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—এই 'অন্যথাত্ব' অধিকরণটি ষষ্ঠ হইতে নবম পর্য্যন্ত চারিটি সূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্যোপনিষদুক্ত 'উদ্গীথবিদ্যা।' (২) সংশয়—উভয়স্থানীয় উদ্গীথবিদ্যা কি একই বিদ্যা? অথবা পৃথক্ ভিন্নভিন্ন?। (৩) পূর্ব্বপক্ষ—উভয়স্থানেই যখন বিধি ও ফলাদি এক, তখন উভয়স্থানীয় বিদ্যাও একই বটে, ভিন্ন নহে। (৪) সিদ্ধান্ত—যদিও উভয়স্থানে উদ্গীথে প্রাণদৃষ্টিরূপে উপাসনা এক হউক, তথাপি বৃহদারণ্যকে সমস্ত উদ্গীথে প্রাণদৃষ্টি, আর ছান্দোগ্যে কেবল উদ্গীথাবয়ব ওঙ্কারে মাত্র প্রাণদৃষ্টি বিহিত হইয়াছে। বিশেষতঃ বৃহদারণ্যকে প্রাণকে উদ্গীথ-গানের কর্ত্তা বলা হইয়াছে; আর ছান্দোগ্যে প্রাণকে উদ্গীথ-গানের কর্ম্ম বলা হইয়াছে। এইরূপ প্রভেদ থাকায় উভয়স্থানীয় উদ্গীথোপাসনাকে এক বলা যাইতে পারে না॥

(‡) তাৎপর্য্য—যজ্ঞে পঠনীয় একটি বেদাংশের (স্তোত্রবিশেষের) নাম 'উদ্গীথ।' উদ্গীথের মধ্যে প্রণব অক্ষরটি সন্নিবিষ্ট আছে। বৃহদারণ্যকোপনিষদে সেই উদ্গীথে প্রাণদৃষ্টিপূর্ব্বক উপাসনা করিবার বিধান আছে;

"দেবাসুরা হ বৈ যত্র সংযেতিরে" [ছান্দো০ ১।২।১] ইত্যারভ্য— "তদ্ধ দেবা উদ্গীথমাজহ্রুরনেনৈনানভিহনিষ্যামঃ" ইত্যুদ্গীথেনাসুরপরাভবং প্রতিজ্ঞায় তদ্বদেবোদ্গীথে বাগাদিদৃষ্টৌ দোষমভিধায়—"অথ হ য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে" [ছান্দো০ ১।২।৭,৮] ইত্যাদিনা উদ্গীথে প্রাণদৃষ্ট্যা অসুরপরাভবমুক্ত্বা "যথাশ্মানমাখনমৃত্বা বিধ্বংসতে, এবং হৈব স বিধ্বংসতে, য এবংবিদি পাপং কাময়তে" ইতি শত্রুপরাভবায় উদ্গীথে প্রাণদৃষ্টির্বিহিতা। বেদন-বিষয়বিধিপ্রত্যয়াশ্রবণেঽপি ফল-সাধনত্ব-শ্রবণাৎ বেদনবিষয়ো বিধিঃ কল্প্যতে। উদ্গীথ-বিদ্যায়াঃ ক্রত্বর্থত্বেন ক্রতুসাদ্গুণ্যফলত্বেঽপ্যার্থবাদিকমপি ফলং তদবিরুদ্ধং গ্রাহ্যমেবেতি দেবতাধিকরণে প্রতিপাদিতম্।

তত্র সংশয্যতে—কিমত্র বিদ্যৈক্যম্? উত ন? ইতি। কিং যুক্তম্?

দিগের (ছান্দোগ্যোপনিষদেও) আছে—"দেবগণও অসুরগণ যেখানে সংগ্রাম করিয়াছিল।" এইরূপ উপক্রমের পর 'ইহা দ্বারাই ইহাদিগকে (অসুরগণকে) সর্ব্বতোভাবে পরাভূত করিব,' এইরূপ মনে করিয়া দেবতাগণ উদ্গীথ আহরণ (সংগ্রহ) করিয়াছিলেন।' এইরূপ উদ্গীথের সাহায্যে অসুর পরাভবের প্রতিজ্ঞা করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় উদ্গীথে বাগাদি-দৃষ্টির দোষ নির্দ্দেশ করিয়া, অতঃপর, যাহা এই মুখ্য প্রাণ, উদ্গীথরূপে তাহারই উপাসনা করিয়াছিলেন,' ইত্যাদি বাক্যে উদ্গীথে প্রাণ-দৃষ্টি দ্বারা অসুরপরাভবের কথা বলিয়া 'খনিত্র (খুন্তি) যেমন প্রস্তর খণ্ডকে প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ তাহাতে লাগিয়া বিধ্বস্ত হইয়া যায়, ঠিক এইরূপই উক্ত উদ্গীথজ্ঞ পুরুষের সম্বন্ধে যে লোক পাপাচরণ করে, সে লোকও বিধ্বস্ত হয়,' এইরূপ শত্রুপরাভবরূপ ফলসিদ্ধির জন্য উদ্গীথে প্রাণদৃষ্টির বিধান করিয়াছেন। [উদ্গীথ প্রকরণে] বেদন বা উপাসনা বিষয়ে বিধিপ্রত্যয় ('উপাসীত' 'বিদ্যাৎ' ইত্যাদি প্রকার বিধিবাক্য) না থাকিলেও ঐ উপাসনার ফল-সাধনতা বা ফলোৎপাদকতা শ্রবণ হইতেই উপাসনা বিষয়ে বিধি কল্পনা করা হইয়া থাকে। উদ্গীথ বিদ্যাটি যজ্ঞোপকারক; সুতরাং যজ্ঞোৎকর্ষ সাধনকরা তাহার ফল হইলেও, এইরূপ যাহা উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রতিকূল নহে, অর্থবাদবাক্যাবগত তাদৃশ ফলও যে, অবশ্যই গ্রহণীয়, ইহা দেবতাধিকরণে (প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয়পাদে ২৩—৩২ সূত্রে) নিরূপিত হইয়াছে।

ইহাতে সংশয় হইতেছে যে, এখানে কি বিদ্যার একত্ব? অথবা নানাত্ব? কোন পক্ষটি

ছান্দোগ্যেও সেইরূপ বিধান আছে। পার্থক্য এই যে, বৃহদারণ্যকে প্রাণকে উদ্গীথগানের কর্ত্তা বলা হইয়াছে। আর ছান্দোগ্যে ঐ প্রাণকে উদ্গীথগানের কর্ম্মরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উদ্গীথকে অবলম্বন করিয়া উপাসনা করিবার বিধান আছে বলিয়া ইহাকে উদ্গীথোপাসনা বলে। এ সম্বন্ধে আরও অধিক জানিতে হইলে বৃহদারণ্যকোপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় খণ্ড এবং ছান্দোগ্যোপনিষদের প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

বিদ্যৈক্যমিতি। কুতঃ? উভয়ত্রোদ্গীথস্যৈবাধ্যস্তপ্রাণভাবস্যোপাস্যত্ব-শ্রবণাচ্চোদনাদ্যবিশেষাৎ। ফলসংযোগস্তাবৎ শত্রুপরিভবরূপো ন বিশেষ্যতে। রূপমপি—অধ্যস্তপ্রাণভাবোদ্গীথাখ্যোপাস্যৈক্যাদবিশিষ্টম্। চোদনা চ— বিদি-ধাত্বর্থগতা অবিশিষ্টা। আখ্যা চ—উদ্গীথবিদ্যেত্য-বিশিষ্টা। অত্র রাদ্ধান্তি-চ্ছায়য়া পরিচোদ্য পরিহরতি—"অন্যথাত্বং শব্দাদিতি চেৎ, ন, অবিশেষাৎ"—ইতি।

যদুক্তং বিদ্যৈক্যমিতি, তন্নোপপদ্যতে, রূপভেদাৎ। রূপান্যথাত্বং হি শব্দাদেব প্রতীয়তে; বাজসনেয়কে হি "অথ হেমমাসন্যং প্রাণমূচুস্ত্বং ন উদ্গায়েতি, তথেতি তেভ্য এষ প্রাণ উদগায়ৎ" [বৃহদা০ ১।৩।৭] ইত্যুদ্গানস্য কর্ত্তরি প্রাণদৃষ্ট্যাঽসুরপরাভবমুক্ত্বা—"য এবং বেদ" ইতি কর্ত্তর্য্যেব প্রাণদৃষ্টিরেবং-শব্দাদবগম্যতে। ছান্দোগ্যে—"অথ হ য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে" [ছান্দো০ ১।২।৭,৮] ইত্যুদ্গানস্য কর্ম্মণ্যুদ্গীথে প্রাণদৃষ্ট্যা অসুরপরাভবমুক্ত্বা—"য এবংবিদি পাপং কাময়তে" ইতি এবং-শব্দাৎ কর্ম্মণ্যেবোদ্গীথে প্রাণদৃষ্টির্বিহিতা। একত্র

যুক্তিযুক্ত? বিদ্যার একত্বই [যুক্তিযুক্ত]; কারণ? যেহেতু উভয় স্থলেই প্রাণভাব আরোপণ-পূর্ব্বক এক উদ্গীথেরই উপাস্যত্ব শ্রুত হইতেছে, অথচ বিধিপ্রভৃতিরও কোন প্রকার প্রভেদ নাই। প্রথমতঃ শত্রুপরাভবরূপ যে ফলসংযোগ বা ফলসম্বন্ধ, তাহার কিছুমাত্র পার্থক্য দেখা যাইতেছে না; দ্বিতীয়তঃ প্রাণভাব যাহাতে আরোপিত হইয়াছে, সেই উদ্গীথাখ্য উপাস্যের ঐক্য থাকায় বিদ্যার স্বরূপগতও কোন পার্থক্য (বৈলক্ষণ্য) নাই; তৃতীয়তঃ বিদ্‌ধাতুর অর্থ—বেদনবিষয়ক বিধানও অবিশিষ্ট, এবং 'উদ্গীথ' এই নামও উভয় স্থলেই সমান। এবিষয়ে, সিদ্ধান্তের অনুকরণে অর্থাৎ সিদ্ধান্তের মত আপত্তি উত্থাপন করিয়া তাহার পরিহার করিতেছেন—"অন্যথাত্বং শব্দাদিতি চেৎ, ন, অবিশেষাৎ" ইতি।

বিদ্যার যে, একত্ব বলা হইয়াছে, তাহা উপপন্ন হইতেছে না; কারণ, যেহেতু স্বরূপগত পার্থক্য আছে। স্বরূপের যে, অন্যথাত্ব (পার্থক্য), তাহা শব্দ হইতেই প্রতীত হইতেছে। কেন না, বাজসনেয়কে 'অনন্তর এই মুখবর্ত্তী প্রাণকে বলিয়াছিলেন—তুমি আমাদের জন্য উদ্গীথ গান কর; 'তথাস্তু' বলিয়া প্রাণ তাহাদের জন্য উদ্গীথ গান করিয়াছিল', এইরূপে উদ্গীথগানের কর্ত্তাতে প্রাণদৃষ্টির ফলে অসুরপরাভবের কথা উক্ত হইয়াছে; এবং 'যিনি এইরূপ জানেন' এই 'এবং' শব্দ হইতেও গানকর্ত্তাতেই প্রাণদৃষ্টি প্রতীত হইতেছে। ছান্দোগ্যোপনিষদে—'অতঃপর যাহা এই মুখ্য প্রাণ, তাহাকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন', এই স্থলে উদ্গীথগানের কর্ম্মভূত উদ্গীথে প্রাণদৃষ্টি দ্বারা অসুরপরাভবের কথা বলিয়া, 'যে লোক এবংবিধ-জ্ঞানীর প্রতি অনিষ্ট কামনা করে' এই প্রকার 'এবং' শব্দ দ্বারা গানেরই

কর্ত্তরি প্রাণদৃষ্টি-শব্দাদন্যত্র কর্ম্মণি প্রাণদৃষ্টি-শব্দাচ্চ রূপান্যথাত্বং স্পষ্টম্। রূপান্যথাত্বে চ বিধেয়-ভেদে সতি কেবলচোদনাদ্যবিশেষোঽকিঞ্চিৎকর ইতি বিদ্যাভেদ ইতি চেৎ; তন্ন, অবিশেষাৎ—অবিশেষেণ হি উভয়ত্র উদ্‌গীথসাধনক-পরপরিভব উপক্রমে প্রতীয়তে; বাজসনেয়কে—[বৃহদা০ ৩।৩।১] "তে হ দেবা ঊচুর্হন্তাসুরান্ যজ্ঞে উদ্‌গীথেনাত্যয়াম" ইত্যুপক্রমে শ্রূয়তে। ছান্দোগ্যেপি—"তদ্ধ দেবা উদ্‌গীথমাজহ্রুরনেনৈনানভিহনিষ্যামঃ" [ছান্দো০ ১।২।১] ইতি। অত উপক্রমাবিরোধায়—"তেভ্য এষ প্রাণ উদগায়ৎ" [বৃহদা০ ৩।৩।৭] ইত্যধ্যস্তপ্রাণভাব উদ্‌গীথ উদ্‌গান-কর্মভূত এব পাকাদিষ্বোদনাদিবৎ সৌকর্য্যাতিশয়-বিবক্ষয়া কর্ত্তৃত্বেনোচ্যতে; অন্যথা উপক্রমগত উদ্‌গীথশব্দঃ কর্ত্তরি লাক্ষণিকঃ স্যাৎ; অতো বিদ্যৈক্যম্ ॥৩।৩।৬॥

কর্ম্মভূত (গেয়স্বরূপ) উদ্‌গীথে প্রাণদৃষ্টির বিধান করা হইয়াছে। অতএব একস্থলে কর্ত্তাতে প্রাণদৃষ্টি বিধায়ক শব্দ থাকায় এবং অন্যত্র কর্ম্মেতে প্রাণদৃষ্টি-বিধায়ক শব্দ থাকায়, [উভয় স্থানীয় বিদ্যার] অন্যত্ব বা ভেদ স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে। বিদ্যার স্বরূপগত অন্যথাত্ব সিদ্ধ হইলেই বিধেয় বা কর্ত্তব্যবিষয়েরও ভেদ সিদ্ধ হইল; বিধেয়ের ভেদ সিদ্ধ হইলে পর, কেবল বিধি-প্রভৃতির অবিশেষ বা একরূপতা কিছুই করিতে পারে না (অকিঞ্চিৎকর); সুতরাং [উভয়-স্থলের] বিদ্যা ভিন্ন—এক নহে; ইহা যদি বলিতে ইচ্ছাকর, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, যেহেতু কিছুই বিশেষ নাই—যেহেতু উভয় স্থানেই প্রারম্ভে উদ্‌গীথ-সাধনের শত্রু-পরাভবরূপ ফল শ্রুত হইতেছে,—বৃহদারণ্যকে উদ্‌গীথোপক্রমে 'সেই দেবতাগণ বলিয়াছিলেন—ভাল, আমরা যজ্ঞে উদ্‌গীথ দ্বারা অসুরগণকে পরাভূত করিব,' এইরূপ শ্রুত হইতেছে। ছান্দোগ্যেও [উদ্‌গীথোপক্রমে 'দেবতাগণ সেই উদ্‌গীথ আহরণ করিয়াছিলেন; উদ্দেশ্য ইহা দ্বারা আমরা এই অসুরগণকে নিহত করিব'। অতএব উপক্রমের বিরোধ-পরিহারার্থই [বলিতে হইবে যে,] 'এই প্রাণ তাহাদের জন্য উদ্‌গান করিয়াছিল', এই স্থলে প্রাণভাব অধ্যাসে উদ্‌গানের কর্ম্মস্বরূপ উদ্‌গীথকেই ক্রিয়াসৌকর্য্য জ্ঞাপনের অভিপ্রায়ে পাকাদি কার্য্যে যেমন ওদনাদির কর্ত্তৃত্ব ব্যবহার হইয়া থাকে, তেমনি উদ্‌গীথেরও কর্ত্তৃত্ব বলা হইতেছে। তাহা না হইলে, উপক্রম-স্থিত উদ্‌গীথ-শব্দটি লাক্ষণিক (গৌণার্থক) হইতে পারে; অতএব উভয়স্থানীয় বিদ্যাই এক, পৃথক্ নহে (*) ॥৩।৩।৬॥

(*) তাৎপর্য্য—প্রত্যেক প্রকরণেরই উপক্রম ও উপসংহার একরূপ হইয়া থাকে; সেই কারণে, উপক্রমগত বাক্যার্থে সংশয় উপস্থিত হইলে উপসংহারগত বাক্যের সাহায্যে তাহার প্রকৃতার্থ নিরূপণ করিতে হয়, এবং উপসংহারগত বাক্যে সংশয় হইলেও উপক্রমগত বাক্যানুসারে অর্থ বিশেষ নিরূপণ করিতে হয়। এই নিয়মানুসারে যদিও বৃহদারণ্যকের উপসংহারবাক্যে প্রাণের উদ্‌গীথকর্ত্তৃত্ব-বোধক শব্দ থাকুক, তথাপি উপক্রমে কর্ম্মত্ব নির্দেশ

ইতি প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

নবা প্রকরণভেদাৎ পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ ॥৩।৩।৭॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) বা (পূর্ব্বপক্ষনিবারক) প্রকরণভেদাৎ (যেহেতু প্রকরণের পার্থক্য), পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ (পরোবরীয়স্ত্বপ্রভৃতি গুণবিশেষের ন্যায়)।]

[সরলার্থঃ --সিদ্ধান্তমাহ —"নবা" ইত্যাদিনা। নবা-শব্দঃ পূর্ব্বপক্ষ-ব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। রূপৈক্যাদ্‌-বিদ্যৈক্যমিতি যদুক্তম্, তৎ নবা নৈব সংগচ্ছতে; কুতঃ? প্রকরণভেদাৎ—প্রকরণং হি উভয়ত্র ভিদ্যতে। তথাহি ছান্দোগ্যে তাবৎ—'ওম্' ইত্যেতদক্ষরমুদ্‌গীথমুপাসীত" ইতি উদ্‌গীথাবয়বভূতং প্রণবম্ উপাস্যত্বেনোপক্রম্য "উদ্‌গীথমাজহ্রুঃ" ইতি প্রণববিষয়মুপাসনমুক্তম্। বৃহদারণ্যকে তু "হন্তাসুরান্ যজ্ঞে উদ্‌গীথেনাত্যয়াম" ইতি কৃৎস্নোদ্‌গীথবিষয়কমুপাসনমুক্তম্। অত উদ্‌গীথে প্রাণদৃষ্ট্যবিশেষেঽপি রূপভেদাদ্বিদ্যাভেদো মন্তব্যঃ। পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ,—যথা হি একস্যামপি শাখায়াম্ উদ্‌গীথোপাসনে তুল্যেঽপি হিরণ্ময়-পুরুষদৃষ্টেঃ পরোবরীয়স্ত্বাদি-গুণবিশেষদৃষ্টির্ভিদ্যতে, তথা অত্রাপীত্যর্থঃ।

এখন সিদ্ধান্ত বলিতেছেন—রূপের ঐক্যনিবন্ধন যে, বিদ্যার ঐক্য বলা হইয়াছে, তাহা কখনই হইতে পারে না; কারণ, এখানে প্রকরণের প্রভেদ রহিয়াছে। বৃহদারণ্যকে সমস্ত উদ্‌গীথে প্রাণদৃষ্টিতে উপাসনা বিহিত হইয়াছে, আর ছান্দোগ্যে কেবল উদ্‌গীথাবয়ব প্রণবে মাত্রপ্রাণদৃষ্টিতে উপাসনা বিহিত হইয়াছে। অতএব স্বরূপগত পার্থক্য নিবন্ধনই পরোবরীয়স্ত্বাদিগুণের ন্যায় বিদ্যাভেদ বুঝিতে হইবে। অভিপ্রায় এই যে, একই শাখাগত উদ্‌গীথোপাসনায় যেমন হিরণ্ময়-পুরুষাদি দৃষ্টির নির্দ্দেশ থাকায় পরোবরীয়স্ত্বপ্রভৃতি গুণবিশেষের ভেদ হইয়া থাকে, এখানেও সেইরূপ ॥৩।৩।৭॥]

নবেতি পক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। নচৈতদস্তি, যদ্‌বিদ্যৈক্যমিতি; কুতঃ? প্রকরণভেদাৎ—"ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্‌গীথমুপাসীত" ইতি প্রকৃতমুদ্‌গীথাবয়ব-

---

এইরূপ প্রাপ্তি-সংভাবনায় বলিতেছি—"নবা" ইত্যাদি।

'নবা' শব্দে পূর্ব্বপক্ষ নিবারণ করিতেছে। বিদ্যার যে, একত্ব বলা হইয়াছে; তাহা নিশ্চয়ই হইতে পারে না; কারণ? যেহেতু প্রকরণ এক নহে। 'ওম্ এই উদ্‌গীথাক্ষরকে উপাসনা করিবে', এইরূপে প্রস্তাবিত উদ্‌গীথের অংশবিশেষ প্রণবের উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, 'এই অক্ষরের

[সিদ্ধান্ত— বিদ্যাভেদ স্থাপন।]

থাকায়, বিশেষতঃ ছান্দোগ্যে স্পষ্টাক্ষরে কর্ম্মত্ব নির্দ্দেশ থাকায় উপসংহারস্থ কর্তৃবাচী শব্দটিকে গৌণার্থবোধক বলিতে হইবে। পাকের কর্ম্মভূত তণ্ডুল অনায়াসে সিদ্ধ হইতেছে দেখিয়া যেমন 'তণ্ডুল স্বয়ংই সিদ্ধ হইতেছে' এইরূপে তণ্ডুলের কর্তৃত্ব নির্দ্দেশ হইয়া থাকে, তেমনি এখানেও কর্ম্মভূত প্রাণকেই তাহার অনায়াসসাধ্যত্ব-জ্ঞাপনের জন্য কর্তৃরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে॥

ভূতং প্রণবং প্রস্তুত্য—"এতস্য বা অক্ষরস্যোপব্যাখ্যানং ভবতি"—[ছান্দো০ ১।১।১,১০] "দেবাসুরা হ বৈ যত্র সংযেতিরে" ইত্যারভ্য—"অথ হ য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদ্‌গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে" [ছান্দো০ ১।২।১,৭] ইত্যুদ্‌গীথাবয়বভূত-প্রণববিষয়মুপাসনং ছন্দোগা অধীয়তে; বাজিনস্তু তাদৃশ-প্রাচীনপ্রকরণাভাবাৎ "হন্তাসুরান্ যজ্ঞ উদ্‌গীথেনাত্যয়াম" ইতি কৃৎস্ন-মুদ্‌গীথং প্রস্তুত্য—"অথ হেমমাসন্যং প্রাণমুচুস্ত্বং ন উদ্‌গায়" [বৃহদা০ ৩।৩।১,৭] ইত্যাদি কৃৎস্নোদ্‌গীথবিষয়মধীয়তে; অতঃ প্রকরণভেদেন বিধেয়ভেদঃ; বিধেয়ভেদে চ রূপভেদঃ, ইতি ন বিদ্যৈক্যম্।

কিঞ্চ, "অথ হ য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদ্‌গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে" ইতি পূর্ব্বপ্রকৃত উদ্‌গীথাবয়বভূতঃ প্রণব এবাধ্যস্তপ্রাণভাবশ্ছন্দোগানামুপাস্যঃ; বাজিনাং তু কৃৎস্নস্যোদ্‌গীথস্য কর্ত্তোদ্‌গাতা প্রাণদৃষ্ট্যোপাস্য ইতি। "অথ হেমমাসন্যং প্রাণমুচুস্ত্বং ন উদ্‌গায়েতি, তথেতি তেভ্য এষ প্রাণ উদগায়ৎ" ইত্যুদ্‌গাতরি প্রাণাধ্যাসং নির্দ্দিশ্য—"য এবং বেদ" ইত্যুদ্‌গাতৈবাধ্যস্ত-প্রাণভাব উপাস্যো বিধীয়তে; অতশ্চ রূপভেদঃ। নচোদ্‌গাতর্য্যুপাস্যে

(প্রণবের) উপব্যাখ্যান—ব্যাখ্যা হইতেছে'—'দেবতা ও অসুরগণ যেখানে সংগ্রাম করিয়াছিলেন।' এইরূপ উপক্রমের পর ছান্দোগ্যে (ছান্দোগ্যোপনিষদে) উদ্‌গীথের অংশস্বরূপ প্রণবের উপাসনা পাঠ করিয়াছেন—'অতঃপর, যাহা এই মুখ্য প্রাণ, তাহাকে উদ্‌গীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন' ইতি। বাজীদিগের (যজুর্বেদীদিগের বৃহদারণ্যকে) এইরূপ পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও প্রকরণ বা প্রস্তাব না থাকায়, 'ভাল, আমরা যজ্ঞাঙ্গ উদ্‌গীথ দ্বারা অসুরগণকে অতিক্রম করিব' এইরূপে সমস্ত উদ্‌গীথোপাসনার উপক্রম করিয়া 'অতঃপর, এই মুখ্য প্রাণকে বলিলেন—তুমি আমাদের জন্য উদ্‌গীথোপাসনা কর'; এই সম্পূর্ণ উদ্‌গীথের উপাসনা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব প্রকরণের ভেদ থাকায় বিষয়ের ভেদ, বিষয়ের ভেদে আবার আকৃতি বা স্বরূপেরও ভেদ হইতেছে; সুতরাং বিদ্যার একত্ব হইতে পারে না। অপিচ, 'অতঃপর, যাহা এই মুখ্য প্রাণ, তাহাকে উদ্‌গীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন', এই যে, পূর্ব্বপ্রস্তাবিত উদ্‌গীথাংশ প্রণব, যাহাতে প্রাণাত্মভাব আরোপিত হইয়াছে; তাহাই ছন্দোগদিগের উপাস্য, কিন্তু বাজসনেয়ীদিগের পক্ষে সম্পূর্ণ উদ্‌গীথের কর্ত্তা উদ্‌গাতাই (গানকর্ত্তাই) প্রাণবুদ্ধিতে উপাস্য। অভিপ্রায় এই যে, 'অতঃপর, এই আস্যবর্ত্তী প্রাণকে বলিলেন—তুমি আমাদের জন্য গান কর; তিনিও 'তথাস্তু' বলিয়া তাহাদের জন্য গান করিলেন', এইরূপে উদ্‌গীথগানের কর্ত্তাতে প্রাণভাবের আরোপ নির্দ্দেশ করিয়া 'যিনি এই প্রকার জানেন' এইরূপে প্রাণস্বরূপতা যাহাতে আরোপিত হইয়াছে, সেই

বিহিতে "উদ্‌গীথেনাত্যয়াম" [বৃহদা০ ৩৷৩৷১] ইত্যাখ্যায়িকোপক্রম-বিরোধঃ শঙ্কনীয়ঃ, উদ্‌গাতুরুপাসনে উদ্‌গীথস্যোদ্‌গানকর্মভূতস্যাবশ্যা-পেক্ষিতত্বাৎ তস্যাপি পরপরিভবাখ্যং ফলং প্রতি হেতুত্বাৎ। অতো রূপভেদাদ্ বিদ্যাভেদ ইতি চোদনাদ্যবিশেষেঽপি ন বিদ্যৈক্যম্। পরো-বরীয়স্ত্বাদিবৎ—যথৈকস্যামপি (*) শাখায়ামুদ্‌গীথাবয়বভূতে প্রণবে পরমাত্ম-দৃষ্টিবিধানসাম্যেঽপি হিরণ্ময়পুরুষদৃষ্টিবিধানাৎ পরোবরীয়স্ত্বাদিগুণবিশিষ্ট-দৃষ্টিবিধানমর্থান্তরভূতম্ ॥৩॥৩॥৭॥

সংজ্ঞাতশ্চেৎ, তদুক্তম্, অস্তি তু তদপি ॥৩॥৩॥৮॥

[পদচ্ছেদঃ—সংজ্ঞাতঃ (নাম হেতু) চেৎ (যদি), তৎ (তাহা) উক্তম্ (কথিত হইয়াছে), অস্তি (আছে), তৎ (তাহা) অপি (ও)।]

[সরলার্থঃ—উদ্‌গীথবিদ্যেতি সংজ্ঞায়া একত্বাৎ তৎ—বিদ্যৈক্যম্ উক্তম্ চেৎ ; তু পুনঃ তদপি—বিষয়ভেদেঽপি সংজ্ঞৈক্যম্ অস্তি ; যথা ছান্দোগ্যে প্রথমাধ্যায়োক্তাসু ভিন্নাস্বপি বহ্বীষু বিদ্যাসু উদ্‌গীথ-বিদ্যেতি সংজ্ঞৈক্যমস্তি, তথা অত্রাপীতি ভাবঃ ॥

উদ্‌গীথবিদ্যা এইরূপ নামের ঐক্যনিবন্ধন যদি বিধেয় বিদ্যারও একত্ব বলিতে চাও, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, সেরূপও আছে, অর্থাৎ বিধেয়ের ভেদসত্ত্বেও সংজ্ঞার অভেদ আছে। যেমন, ঐ ছান্দোগ্যোপনিষদেই প্রথম অধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন বহু বিদ্যাতেই একই 'উদ্‌গীথ' নাম দৃষ্ট হয়, ইহাও তদ্রূপ ॥৩॥৩॥৮॥]

উদ্‌গাতারই উপাস্যতা বিধান করিয়াছেন ; এই কারণেও বিদ্যার স্বরূপগত প্রভেদ হইতেছে। আর উদ্‌গাতারই উপাস্যত্ব বিহিত হইলে যে, 'উদ্‌গীথ দ্বারা অতিক্রম করিব' এই গল্পোপক্রমের বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে বলিয়া আশঙ্কা করা, তাহাও উচিত হয় না ; কেন না, উদ্‌গাতার উপাসনা বিহিত হইলেই তাহার কর্ম্মভূত উদ্‌গীথেরও অপেক্ষা হইয়া পড়ে ; সুতরাং শত্রুপরিভবরূপ ফল সিদ্ধিতে তাহারও কারণতা রহিয়াছে। অতএব, রূপভেদে যখন বিদ্যার ভেদ হয়, তখন বিধিপ্রভৃতির অভেদসত্ত্বেও কখনই বিদ্যার অভেদ বা একত্ব হইতে পারে না। পরোবরীয়স্ত্বাদির ন্যায়,—যেমন এক শাখাতেও (এক ছান্দোগ্যোপনিষদেও) উদ্‌গীথাংশ প্রণবে পরমাত্মদৃষ্টির সাম্য থাকিলেও হিরণ্ময় পুরুষদৃষ্টির বিশেষ বিধান থাকায় পরোবরীয়স্ত্বাদি-গুণ-বিশিষ্ট দৃষ্টির বিধানটি স্বতন্ত্র বিদ্যারূপে পরিগণিত হইয়াছে, ইহাও তদ্রূপ (†) ॥৩॥৩॥৭॥

(*) যথৈকস্যামেব' ইতি 'প' পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—ছান্দোগ্যোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে প্রথম হইতে সপ্তম খণ্ড পর্য্যন্ত একবার উদ্‌গীথোপাসনার কথা আছে ; পুনশ্চ অষ্টম খণ্ড হইতে আবার আখ্যায়িকাচ্ছলে উদ্‌গীথোপাসনা বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম সাত খণ্ডে উদ্‌গীথাবয়ব—ওঙ্কারে প্রাণদৃষ্টি আরোপ করিয়া উপাসনার বিধান হইয়াছে ; আর অষ্টম খণ্ড হইতে যে উদ্‌গীথোপানার কথা আছে, তাহাতে আকাশ-সংজ্ঞক ব্রহ্মদৃষ্টিতে উদ্‌গীথোপাসনার ব্যবস্থা হইয়াছে ; অধিকন্তু

উদ্গীথবিদ্যেতিসংজ্ঞৈক্যাৎ তৎ—বিদ্যৈক্যমুক্তং চেৎ, তৎ সজ্ঞৈক্যং বিধেয়ভেদেঽপ্যস্ত্যেব ; যথা অগ্নিহোত্রসংজ্ঞা নিত্যাগ্নিহোত্রে, কুণ্ডপায়িনামযনাগ্নিহোত্রে চ; যথাচ উদ্গীথবিদ্যেতি ছান্দোগ্যে প্রথমপ্রপাঠকোদিতাসু বহ্বীষু বিদ্যাসু ॥৩॥৩॥৮॥

ব্যাপ্তেশ্চ সমঞ্জসম্ ॥৩॥৩॥৯॥

[পদচ্ছেদঃ—ব্যাপ্তেঃ (সর্ব্বত্র সম্বন্ধ থাকায়) চ (ও) সমঞ্জসং (সঙ্গত হয়)।]

[সরলার্থঃ—প্রথমপ্রপাঠকে উপক্রমবৎ উত্তরাস্বপি উদ্গীথবিদ্যাসু উদ্গীথাবয়বস্য প্রণবস্যোপাস্যত্বব্যাপ্তেঃ মধ্যেঽপি "উদ্গীথমাজহ্রুঃ" ইতি 'উদ্গীথ'-শব্দস্য প্রণবপরত্বমেব সমঞ্জসং সুসঙ্গতমিত্যর্থঃ ॥

প্রথম অধ্যায়ে উপক্রমের ন্যায় পরবর্ত্তী বিদ্যাসমূহেও উদ্গীথাংশ প্রণবের উপাস্যত্ব ব্যাপ্ত থাকায় মধ্যবর্ত্তী 'উদ্গীথ' শব্দেরও প্রণবার্থ হওয়াই সঙ্গত হয় ॥৩॥৩॥৯॥]

ছান্দোগ্যে প্রথমপ্রপাঠকে উত্তরাস্বপি বিদ্যাসু উদ্গীথাবয়বস্য প্রণবস্য প্রথমপ্রস্তুতস্যোপাস্যত্বেন ব্যাপ্তেশ্চ তন্মধ্যগতস্য "তদ্ধ দেবা উদ্গীথমাজহ্রুঃ" [ছান্দো০ ১।২।১] ইত্যুদ্গীথ-শব্দস্য প্রণববিষয়ত্বমেব সমঞ্জসম্। অবয়বে চ সমুদায়শব্দঃ "পটো দগ্ধঃ" ইত্যাদিষু দৃশ্যতে। অতশ্চোদ্গীথাবয়বভূতঃ প্রণব এবোদ্গীথ-শব্দনির্দ্দিষ্ট ইতি স এব প্রাণ-

---

'উদ্গীথবিদ্যা' এই নামের ঐক্য নিবন্ধন যদি বিদ্যার ঐক্য বলা হইয়া থাকে ; [সে কথাও সঙ্গত হয় না ; কারণ,] বিধেয়ের ভেদসত্ত্বেও সংজ্ঞার একত্ব নিশ্চয়ই হইতে পারে। যেমন, নিত্যাগ্নিহোত্রে ও কুণ্ডপায়ীদিগের অগ্নিহোত্রেও একই 'অগ্নিহোত্র' সংজ্ঞা, এবং ছান্দোগ্যোপনিষদের প্রথম প্রপাঠকে অভিহিত বহু বিদ্যাতেই একই 'উদ্গীথ' সংজ্ঞা রহিয়াছে, [ইহাও তেমনি] ॥৩॥৩॥৮॥

ছান্দোগ্যোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে প্রথমবর্ণিত উদ্গীথাবয়ব প্রণবের উপাসনা পরবর্ত্তী বিদ্যাসমূহেও অনুগত থাকায় তন্মধ্যগত 'দেবতাগণ সেই উদ্গীথ আহরণ করিয়াছিলেন' এই 'উদ্গীথ'-শব্দেরও প্রাণবার্থতাই সমঞ্জস বা সঙ্গত হয়। আর 'বস্ত্র দগ্ধ' ইত্যাদি স্থলে দেখা যায়, সমুদায়বাচক (সমষ্টিবোধক) শব্দেরও তদবয়বে বা একদেশে প্রয়োগ হইয়া থাকে। এই কারণে বুঝিতে হইবে যে, এখানে উদ্গীথাংশ প্রণবার্থেই উদ্গীথ-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে ;

'পরোবরীয়ান্' ও 'অনন্ত' প্রভৃতি শব্দে পরোবরীয়স্ত্বাদিগুণেরও বিধান করা হইয়াছে ; কাজেই প্রথম সাত খণ্ডোক্ত উদ্গীথোপাসনা নামতঃ এক হইলেও ফলতঃ পৃথক্ দুইটি উপাসনা। এখানে একই শাখায় উক্ত একনামক উদ্গীথোপাসনা যেরূপ এক নহে, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকোক্ত উদ্গীথবিদ্যাও তদ্রূপ এক নহে ॥

দৃষ্ট্যোপাস্যঃ ছান্দোগ্যে প্রতিপত্তব্যঃ। বাজসনেয়কে তু কৃৎস্নোদ্গীথ-বিষয় উদ্গীথ-শব্দ ইতি কৃৎস্নোদ্গীথস্য কর্ত্তোদ্গাতা প্রাণদৃষ্ট্যোপাস্য ইতি বিদ্যানানাত্বং সিদ্ধম্ ॥৩।৩।৯॥

[ইতি দ্বিতীয়ম্ অন্যথাত্বাধিকরণম্ ॥২॥]

সর্ব্বাভেদাধিকরণম্।] **সর্ব্বাভেদাদন্যত্রেমে ॥৩।৩।১০॥**

[পদচ্ছেদঃ—সর্ব্বাভেদাৎ (সর্ব্বাংশের অভেদ হেতু) অন্যত্র (কৌষীতকীয় প্রাণবিদ্যায়) ইমে (এই সমস্ত গুণ)।]

[সরলার্থঃ—"যো হ জ্যেষ্ঠং চ শ্রেষ্ঠং বেদ, * * * প্রাণো বাব জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ" ইতি বাজিনাং ছন্দোগানাং কৌষীতকিনাঞ্চ প্রাণবিদ্যা সমাম্নাতা। তত্র যদ্যপি প্রাণস্য জ্যেষ্ঠ-শ্রেষ্ঠত্বাদিকং ত্রিষ্বপি সমানং, বাগাদিগতবশিষ্ঠত্বাদিকন্তু উভয়ত্র সমানমপি কৌষীতকিনাং তন্নাস্তি; তথাপি সর্ব্বাভেদাৎ জ্যেষ্ঠত্বোপপাদনপ্রকারস্য সর্ব্বস্য তুল্যরূপত্বাদ্ বিদ্যৈক্যমিতি অন্যত্র—কৌষীতকি-প্রাণবিদ্যায়ামপি ইমে বশিষ্ঠত্বাদয়ো ধর্ম্মা উপসংহর্ত্তব্যা এবেত্যর্থঃ ॥

বাজসনেয়ী ছান্দোগ্য ও কৌষীতকীদিগের উপনিষদে প্রাণবিদ্যা প্রকরণে কথিত আছে যে, 'যিনি জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ প্রাণকে জানেন, প্রাণই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ' ইত্যাদি। তন্মধ্যে যদিও প্রাণের জ্যেষ্ঠত্ব শ্রেষ্ঠত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মগুলি সর্ব্বত্রই সমান, কেবল বাগাদিগত বশিষ্ঠত্বাদি ধর্ম্মগুলিই কৌষীতকীদিগের নাই, তথাপি অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্মের ঐক্য থাকায় যখন বিদ্যার ঐক্য সিদ্ধ হইতেছে, তখন কৌষীতকীদিগের প্রাণবিদ্যায়ও জ্যেষ্ঠশ্রেষ্ঠত্বাদি সমস্ত ধর্ম্মেরই উপসংহার করিতে হইবে ॥৩।৩।১০॥]

ছান্দোগ্য-বাজসনেয়কয়োঃ প্রাণবিদ্যা আম্নায়তে—[ছান্দো৽ ৫।১।১] "যো হ বৈ জ্যেষ্ঠং চ শ্রেষ্ঠং চ বেদ, জ্যেষ্ঠশ্চ হ বৈ শ্রেষ্ঠশ্চ ভবতি; প্রাণো বাব জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ" ইত্যাদিঃ (*)। তত্র জ্যৈষ্ঠ্য-শ্রৈষ্ঠ্যগুণকং

সুতরাং ছান্দোগ্যে তাহাকেই প্রাণ-বুদ্ধিতে উপাস্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে; কিন্তু বৃহদারণ্যকে উদ্গীথ-শব্দ যখন সমস্তটা উদ্গীথেরই বোধক, তখন সমস্ত উদ্গীথকর্ত্তা—উদ্গাতাই প্রাণ-দৃষ্টিতে উপাস্য; কাজেই বিদ্যার নানাত্ব বা ভেদ সিদ্ধ হইতেছে ॥৩।৩।৯॥

[দ্বিতীয় অন্যথাত্বাধিকরণ ॥২॥]

ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক, উভয় উপনিষদেই 'প্রাণবিদ্যা' পঠিত আছে—'যে লোক জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠকে জানে, সে লোক নিজেও জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হয়। প্রাণই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ' ইত্যাদি। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব গুণসম্পন্ন প্রাণের উপাস্যত্ব প্রতিপাদনের পর বাক্, চক্ষুঃ, শ্রোত্র ও

(*) ইত্যাদি' ইতি 'ক খ' পাঠঃ।

প্রাণমুপাস্যং প্রতিপাদ্য বাক্‌চক্ষুঃশ্রোত্রমনঃসু বসিষ্ঠত্বপ্রতিষ্ঠাত্ব-সম্পদায়তনত্বাখ্যান্ গুণান্ প্রতিপাদ্য বাগাদীনাং দেহস্য চ প্রাণায়ত্তস্থিতিত্বেন দেহায়ত্ততত্তৎ-কার্য্যত্বেন চ প্রাণস্য শ্রৈষ্ঠ্যং প্রতিপাদ্য বাগাদিসম্বন্ধিতয়া শ্রুতান্ বসিষ্ঠত্বাদীন্ গুণাংশ্চ প্রাণসম্বন্ধিতয়া প্রতিপাদয়তি। এবং ছান্দোগ্য-বাজসনেয়কয়োঃ জ্যৈষ্ঠ্য-শ্রৈষ্ঠ্যগুণকো বসিষ্ঠত্বাদিগুণকশ্চ প্রাণ উপাস্যঃ প্রতিপাদ্যতে। কৌষীতকিনাং তু প্রাণবিদ্যায়াং তথৈব জ্যৈষ্ঠ্য-শ্রৈষ্ঠ্যগুণকঃ প্রাণ উপাস্যঃ প্রতিপাদিতঃ; ন পুনর্বসিষ্ঠত্বাদয়ো বাগাদিসম্বন্ধিনো গুণাঃ প্রাণসম্বন্ধিতয়া প্রতিপাদিতাঃ। তত্র সংশয়ঃ—কিমত্র বিদ্যা ভিদ্যতে, উত নেতি। কিং যুক্তম্? ভিদ্যত ইতি। কুতঃ? রূপভেদাৎ। যদ্যপ্যুভয়ত্র প্রাণ এব জ্যৈষ্ঠ্যশ্রৈষ্ঠ্যগুণক উপাস্যঃ; তথাপ্যেকত্র বসিষ্ঠত্বাদিভিরপি গুণৈর্যুক্তঃ প্রাণ উপাস্যঃ প্রতীয়তে, ইতরত্র তু তদ্বিধুর ইত্যুপাস্য-রূপভেদাদ্ বিদ্যাভেদঃ; ইতি প্রাপ্তে ক্রমঃ—সর্বাভেদাদন্যত্রেমে।

মনেতে যথাক্রমে বসিষ্ঠত্ব, প্রতিষ্ঠাত্ব, সম্পদ্‌রূপত্ব ও আয়তনত্ব নামক গুণসমূহ প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাহার পর, বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের এবং দেহের স্থিতি ও বিশেষ বিশেষ কার্য্যাবলী সমস্তই প্রাণের অধীন; এই কারণে প্রাণের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়া বাগাদির সম্বন্ধে শ্রুত বশিষ্ঠত্বাদি গুণসমূহকেও প্রাণসম্বন্ধী বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। এইরূপে ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকোপনিষদে জ্যেষ্ঠত্ব-শ্রেষ্ঠত্বগুণবিশিষ্ট এবং বসিষ্টত্বাদিগুণবিশিষ্ট প্রাণেরই উপাস্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, অথচ কোষীতকীদিগের প্রাণবিদ্যায়ও সেইরূপই জ্যেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব গুণবিশিষ্ট প্রাণকে উপাস্য বলা হইয়াছে, কিন্তু প্রাণের সম্বন্ধে বাগাদি ইন্দ্রিয়সম্পর্কিত বসিষ্টত্বাদিগুণসমূহের উল্লেখ করা হয় নাই। অতএব সংশয় হইতেছে যে, এখানে কি বিদ্যা ভিন্ন হইতেছে? অথবা বিদ্যার অভিন্নত্বই থাকিতেছে? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত? ভিন্ন হইতেছে পক্ষই। কারণ? রূপভেদই কারণ। যদিও উভয় স্থলেই জ্যেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব গুণবিশিষ্ট প্রাণই উপাস্য, তথাপি এক স্থলে প্রাণের বসিষ্ঠত্বাদি গুণবিশিষ্টরূপেও উপাস্যতা প্রতীত হইতেছে, অন্যস্থলে (কৌষীতকীদিগের উপনিষদে) কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ অভাব রহিয়াছে; সুতরাং উপাস্যের স্বরূপগত ভেদ থাকায় উপাসনারও ভেদসিদ্ধ হইতেছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় আমরা বলিতেছি (*)—

(*) তাৎপর্য্য - ইহার নাম সর্ব্বাভেদাধিকরণ। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—(১) ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক ও কৌষীতক্যুপনিষদুক্ত জ্যেষ্ঠত্ব-শ্রেষ্ঠত্বাদিগুণযুক্ত প্রাণবিদ্যা। (২) সংশয়—এই উপনিষৎত্রয়োক্ত প্রাণবিদ্যা কি একই? না ভিন্ন? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—যদিও জ্যেষ্ঠত্ব-শ্রেষ্ঠত্বাদিগুণ সম্বন্ধ সর্ব্বত্রই সমান, তথাপি ছান্দোগ্যে ও বৃহদারণ্যকোপনিষদে বাক্‌প্রভৃতি ইন্দ্রিয় গত বসিষ্ঠত্ব ও প্রতিষ্ঠাত্ব প্রভৃতি গুণযোগে প্রাণের উপাসনা বিহিত আছে; কিন্তু কৌষীতকিদিগের তাহা নাই; সুতরাং রূপভেদ থাকায় বিদ্যারও ভেদ সিদ্ধ হইতেছে। (৪) উত্তর—না - বিদ্যাভেদ হইতে পারে না; কারণ, যদিও কৌষীতকিদিগের উপাস্য প্রাণে বসিষ্ঠত্বাদিগুণযোগের

[সিদ্ধান্তঃ—]

নাত্র বিদ্যাভেদঃ ; অন্যত্র—কৌষীতকিনাং প্রাণবিদ্যায়ামপি ইমে—বসিষ্ঠত্বাদয়ো গুণা উপাস্যাঃ সন্তি ; কুতঃ ? সর্বাভেদাৎ—প্রতিজ্ঞাত-প্রাণজ্যৈষ্ঠ্যশ্রৈষ্ঠ্যোপপাদনপ্রকারস্য সর্বস্য তত্রাপ্যভেদাৎ। তথাহি—ছান্দোগ্য-বাজসনেয়িনাং প্রাণবিদ্যায়াম্—"এতা হ বৈ দেবতা অহংশ্রেয়সে ব্যূদিরে" [ছান্দো০ ৫।১।৬], "অহং শ্রেয়সে বিবদমানাঃ" [বৃহদা০ ৮।১।৭] ইতি চোপক্রম্য বাগাদ্যেকৈকাপক্রমণে অন্যেষাং সপ্রাণানামিন্দ্রিয়াণাং শরীরস্য চ স্থিতিং তত্তৎ কার্য্যং চাবিকলং প্রতিপাদ্য প্রাণোৎক্রমণে সর্বেষাং বিশরণমকার্য্যকরত্বং চাভিধায় সর্বেষাং প্রাণাধীন-স্থিতিত্ব-তদধীনকার্য্যত্বাভ্যাং প্রাণস্য জ্যৈষ্ঠ্যমুপপাদিতম্।

এবমুপপাদিতং বাগাদিকার্য্যস্য প্রাণাধীনত্বম্—"অথ হৈনং বাগুবাচ যদহং বসিষ্ঠাঽস্মি, ত্বং তদ্বসিষ্ঠোঽসি" [ছান্দো০ ৫।১।১৩] ইত্যাদিনা বাগাদিভিরনূদ্যতে। কৌষীতকিনাং প্রাণবিদ্যায়ামপি প্রাণজ্যৈষ্ঠ্য-শ্রৈষ্ঠ্য-প্রতিপাদনায় বাগাদিষু বসিষ্ঠত্বাদয়ঃ প্রতিপাদিতাঃ। "অথ হেমা দেবতাঃ

"সর্ব্বাভেদাদন্যত্রেমে"—না—এখানে বিদ্যা ভিন্ন নহে, (একই বটে) অন্যত্র অর্থাৎ কৌষীতকীদিগের প্রাণবিদ্যায়ও এই বসিষ্ঠত্বাদি গুণসমূহের উপাস্যতা রহিয়াছে। কারণ ? যেহেতু সমস্তেরই অভেদ রহিয়াছে, অর্থাৎ যেহেতু সেখানেও প্রতিজ্ঞাত (যাহা বর্ণনা করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে ; সেই) প্রাণের জ্যেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব গুণের সমর্থনপ্রণালী সমস্তই একরূপ। দেখ,—ছন্দোগ ও বাজসনেয়ীদিগের প্রাণবিদ্যায় 'এই দেবতাগণ (ইন্দ্রিয়গণ) নিজ নিজ প্রাধান্য খ্যাপনের নিমিত্ত বিবাদ করিয়াছিলেন।' 'নিজ নিজ শ্রেষ্ঠতার নিমিত্ত বিবাদ করিতে করিতে' এইরূপে আরম্ভ করিয়া বাক্ প্রভৃতি এক একটি ইন্দ্রিয়ের বহির্গমনেও প্রাণযুক্ত অপরাপর ইন্দ্রিয় ও শরীরের পূর্ব্ববৎ অবস্থান ও কার্য্যকারিতা প্রতিপাদন করিয়া; শেষে প্রাণের উৎক্রমণে (প্রাণের অভাবে) সমস্ত ইন্দ্রিয়ের শিথিলীভাব ও অকর্ম্মণ্যতা প্রতিপাদন করিয়া প্রাণের অধীনভাবেই সমস্তের অবস্থিতি ও কার্য্যকারিতা প্রদর্শন দ্বারা প্রাণেরই জ্যেষ্ঠত্ব সমর্থন করিয়াছেন।

[সিদ্ধান্ত—বিদ্যার একত্ব।]

এইরূপে সমর্থিত বাগাদি-ইন্দ্রিয়ের প্রাণাধীনত্বই—'অতঃপর বাক্ বলিল—আমার যে বসিষ্ঠত্ব গুণ আছে, তোমারও সেই বসিষ্ঠত্ব গুণ হউক' এইরূপে বাক্‌প্রভৃতিকর্ত্তৃক অনূদিত হইতেছে মাত্র। কৌষীতকীদের মতেও প্রাণের জ্যেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বপ্রতিপাদনের জন্য বাক্-

---

নাই সত্য, তথাপি প্রাণকেই বাগাদিগত বসিষ্ঠত্বাদি গুণলাভের হেতু বলায় প্রকারান্তরে প্রাণেরও ঐসকল গুণ-সম্বন্ধ স্বীকৃত হইয়াছে; অতএব রূপভেদ না থাকায় বিদ্যাভেদও হইতে পারে না। (৫) নির্ণয়—অতএব কৌষীতকীয় প্রাণোপাসনায়ও বসিষ্ঠত্বাদিগুণের উপসংহার করিতেই হইবে।

প্রজাপতিং পিতরমেত্যাব্রুবন্—কো বৈ নঃ শ্রেষ্ঠঃ" [কৌষী০ ৫।১।১] ইত্যাদিনা বাগাদিগতা গুণা বাগাদয়শ্চ দেহশ্চ প্রাণাধীনা ইতি প্রাণস্য জ্যৈষ্ঠ্যমুপপাদিতম্; বাগাদিভিঃ স্বস্বগুণানাং বসিষ্ঠত্বাদীনাং প্রাণাধীনত্বানুবাদমাত্রং তু ন কৃতম্। নৈতাবতা রূপভেদঃ, বাগাদীনাং বসিষ্ঠত্বাদিগুণান্বিতানাং প্রাণাধীনকার্য্যত্বোপপাদনেনৈব প্রাণস্য বাগাদিবসিষ্ঠত্বাদিগুণহেতুত্বস্য সিদ্ধত্বাৎ। তদেব হি প্রাণস্য বসিষ্ঠত্বাদিগুণযোগিত্বম্, যদ্ বাগাদি-বসিষ্ঠত্বাদিহেতুত্বম্। অতোঽত্রাপি বসিষ্ঠত্বাদি-গুণযোগাৎ প্রাণো জ্যেষ্ঠঃ প্রতিপন্নঃ, ইতি নাস্তি বিদ্যাভেদঃ ॥৩॥৩॥১০॥

[ইতি তৃতীয়ং সর্ব্বাভেদাধিকরণম্ ॥৩॥]

প্রাণবিদ্যাবিষয়মন্যদপি নিরূপণমনন্তরমেব করিষ্যতে যথা প্রাণস্য বসিষ্ঠত্বাদ্যনুসন্ধানেন বিনা জ্যৈষ্ঠ্য-শ্রৈষ্ঠ্যানুসন্ধানানুপপত্তেরনুক্তানামপি বসিষ্ঠত্বাদীনাং কৌষীতকিপ্রাণবিদ্যায়াং প্রাপ্তিঃ, তথা ব্রহ্মস্বরূপানুসন্ধানং যৈর্গুণৈর্বিনা নোপপদ্যতে, তে ব্রহ্মবিদ্যাসু সর্বাস্বপি অনুসন্ধেয়া ইত্যয়মর্থঃ প্রতিপাদ্যতে—

প্রভৃতির বসিষ্ঠত্বাদিগুণ প্রতিপাদিত হইয়াছে। 'অতঃপর এই দেবতাগণ পিতা প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন—আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?' ইত্যাদি বাক্যে বাক্প্রভৃতির গুণসমূহ এবং বাক্প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ ও শরীর, এ সমস্তই প্রাণাধীন; তন্নিবন্ধন প্রাণের শ্রেষ্ঠতা সমর্থিত হইয়াছে, কিন্তু বাক্প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ কেবল নিজনিজ গুণগণের প্রাণাধীনতা মাত্রের উল্লেখ করে নাই; সুতরাং কেবল তাহা হইতেই রূপভেদ কল্পিত হইতে পারে না। কেননা, একমাত্র প্রাণই যে, বাগাদি ইন্দ্রিয়গণের বসিষ্ঠত্বাদি গুণেরও হেতু বা কারণ, তাহাও সেই বসিষ্ঠত্বাদি গুণসম্পন্ন বাক্ প্রভৃতির প্রাণাধীনভাবে কার্য্যকারিতা প্রতিপাদন হইতেই প্রমাণিত হইয়াছে। কারণ, প্রাণের যে, বাগাদি-ইন্দ্রিয়গত বসিষ্ঠত্বাদিগুণ-সম্পাদকতা, প্রকৃতপক্ষে তাহাই তাহার বসিষ্ঠত্বাদিগুণযোগিতা, [ইহা ত পূর্ব্ববাক্য দ্বারাই সমর্থিত হইয়াছে]; অতএব, এখানেও বসিষ্ঠত্বাদি গুণের সম্বন্ধ থাকায় প্রাণের জ্যেষ্ঠত্বই প্রতীত হইতেছে; সুতরাং বিদ্যার স্বরূপতঃ কোনও ভেদ হইতেছে না ॥৩॥৩॥১০॥ [ইতি তৃতীয় সর্ব্বাভেদাধিকরণ ॥৩॥]

অব্যবহিত পরেই প্রাণবিদ্যার অঙ্গবিষয়ে আরও কিছু নিরূপণ করিতে হইবে। প্রাণের যেমন বসিষ্ঠত্বাদি গুণসম্বন্ধ ব্যতীত জ্যেষ্ঠত্ব শ্রেষ্ঠত্বাদির প্রতীতি হইতে পারে না বলিয়া, কথিত না থাকিলেও বসিষ্ঠত্বাদি গুণসমূহ কৌষীতকিদিগের প্রাণবিদ্যায় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তেমনি যে সমস্ত গুণ না জানিলে ব্রহ্মের স্বরূপই জানা যাইতে পারে না, সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যাতেই যে, সে সমস্ত গুণগুলির অনুসন্ধান বা উপসংহার করিতে হইবে, এই বিষয়টি এখন নিরূপিত হইতেছে—"আনন্দাদয়ঃ" ইত্যাদি।

আনন্দাদ্যধিকরণম্।] **আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য ॥৩॥৩॥১১॥**

[পদচ্ছেদঃ—আনন্দাদয়ঃ (আনন্দ প্রভৃতি) প্রধানস্য (প্রধানের—ব্রহ্মের)।]

[সরলার্থঃ—'অভেদাৎ' ইত্যনুবর্ত্ততে। আনন্দাদয়ঃ—আনন্দ-সত্য-জ্ঞানামলত্বাদয়ঃ ব্রহ্ম-স্বরূপলক্ষণা গুণাঃ সর্ব্বাসু পরবিদ্যাসু উপসংহর্ত্তব্যাঃ। কুতঃ? প্রধানস্য গুণিনঃ ব্রহ্মণঃ সর্ব্বত্রাভেদাদিত্যর্থঃ।

পূর্ব্বসূত্র হইতে 'অভেদাৎ' শব্দটি এখানে আসিতেছে। আনন্দ, সত্য, জ্ঞান ও অমলত্ব-প্রভৃতি যে সমস্ত গুণ ব্রহ্মের স্বরূপনিরূপক, সমস্ত পরবিদ্যাতেই (ব্রহ্মোপাসনাতেই) সে সমস্ত গুণের উপসংহার করা আবশ্যক; কারণ, প্রধানভূত গুণী—ব্রহ্ম সর্ব্বত্রই এক অভিন্ন-স্বরূপ ॥৩॥৩॥১১॥]

অত্র ব্রহ্ম-স্বরূপগুণানাং সর্ব্বাসু পরবিদ্যাসূপসংহারোঽস্তি নেতি বিচার্য্যতে। অপ্রকরণাধীনানামুপসংহারে প্রমাণাভাবাৎ প্রকরণশ্রুতানামেবোপসংহার ইতি। এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—

[সিদ্ধান্তঃ—]

আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য। অভেদাদিতি বর্ত্ততে; প্রধানস্য গুণিনো ব্রহ্মণঃ সর্ব্বেষূপাসনেষ্বভেদাৎ, গুণ্যপৃথগ্‌ভাবাদ্ গুণানাম্ সর্ব্বত্রানন্দাদয়স্তদ্‌গুণা উপসংহর্ত্তব্যাঃ ॥৩॥৩॥১১॥

এখানে বিচার্য্য বিষয় হইতেছে যে, সমস্ত পরবিদ্যাতেই ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণাত্মক গুণসমূহের উপসংহার আছে কি না? ভিন্নপ্রকরণে পঠিত গুণসমূহের উপসংহারবিষয়ে প্রমাণ না থাকায় [বুঝা যায় যে,] স্বপ্রকরণপঠিত গুণসমূহেরই উপসংহার করিতে হয়, (ভিন্নপ্রকরণীয় গুণের উপসংহার করিতে হয় না।) এইরূপ সিদ্ধান্তপ্রাপ্তিতে বলিতেছি (*)—"আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য" ইতি।

পূর্ব্বসূত্র হইতে 'অভেদাৎ' কথাটির অনুবৃত্তি হইয়াছে। প্রধানভূত গুণী ব্রহ্ম সমস্ত উপাসনায়ই অভিন্ন বা এক থাকায় এবং গুণসমূহও গুণী হইতে অপৃথক্ হওয়ায় আনন্দ প্রভৃতি ব্রহ্মগুণ সমূহের সর্ব্বত্রই উপসংহার করিতে হইবে ॥৩॥৩॥১১॥

(*) তাৎপর্য্য—ইহার নাম আনন্দাধিকরণ। ইহা একাদশ হইতে সপ্তদশ পর্য্যন্ত—সাত সূত্রে সমাপিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ প্রভৃতি ব্রহ্মগুণ সমূহ। (২) সংশয়—সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যায়ই আনন্দাদি ধর্ম্ম গুলির উপসংহার করিতে হইবে কি না? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—ভিন্ন প্রকরণস্থিত বলিয়া সমস্ত গুণের উপসংহার হইতে পারে না। (৪) সিদ্ধান্ত—জ্ঞান ও আনন্দ প্রভৃতি গুণসমূহ যখন ব্রহ্মেরই স্বরূপভূত; এবং সে সমস্ত গুণ ত্যাগ করিলে যখন ব্রহ্মচিন্তাই সম্ভবপর হয় না, তখন সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যাতেই আনন্দ প্রভৃতির উপসংহার করিতে হইবে। (৫) নির্ণয়—অতএব ভিন্নপ্রকরণস্থিত হইলেও আনন্দাদি ধর্ম্মের সর্ব্বত্রই উপসংহার করিয়া চিন্তা করিতে হইবে।

এবং তর্হি গুণ্যপৃথগ্‌ভাবাদেবানন্দাদিবৎ প্রিয়শিরস্ত্বাদয়োঽপি "তস্য প্রিয়মেব শিরঃ" [তৈত্তি° আন° ৫।২] ইত্যাদৌ ব্রহ্মগুণত্বেন শ্রুতাঃ সর্ব্বত্র প্রসজ্যেরন্। নেত্যাহ—

প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিরুপচয়াপচয়ৌ হি ভেদে ॥৩॥৩॥১২॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রিয়-শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিঃ (প্রিয়-শিরস্ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের অপ্রাপ্তি), উপচয়াপচয়ৌ (হ্রাস ও বৃদ্ধি) হি (নিশ্চয়ে) ভেদে (ভেদসত্ত্বে)।]

[সরলার্থঃ—ব্রহ্মণ আনন্দাদীনাং প্রাপ্তাবপি "তস্য প্রিয়মেব শিরঃ, মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ, প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ" ইতি প্রিয়শিরস্ত্বাদীনাম্ অপ্রাপ্তিঃ। কুতঃ? ব্রহ্মণঃ স্বরূপগুণত্বাভাবাৎ তেষাম্। ব্রহ্মণঃ প্রিয়শিরস্ত্বাদিস্বীকারে হি উপচয়াপচয়ৌ প্রসজ্যেয়াতাম্; ততশ্চ তস্য নির্ব্বিকারত্বং ব্যাহন্যেতেতি ভাবঃ। প্রিয়-মোদ-প্রমোদাঃ—ইষ্টদর্শন-লাভ-ভোগজন্যা আনন্দবিশেষাঃ।

ব্রহ্মের আনন্দাদি গুণের প্রাপ্তি সত্ত্বেও 'প্রিয়ই তাঁহার শিরঃ, মোদই দক্ষিণ পক্ষ, প্রমোদই বাম পক্ষ' ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত প্রিয়শিরস্ত্বপ্রভৃতি গুণের প্রাপ্তি বা উপসংহার হইবে না। কারণ, তাহা হইলে ব্রহ্মের হ্রাস ও বৃদ্ধিরূপ বিকার সম্ভাবিত হইয়া পড়ে। অভীষ্ট বস্তুর দর্শনে যে আনন্দ, তাহার নাম প্রিয়, লাভে যে আনন্দ, তাহার নাম মোদ, আর ভোগে যে আনন্দ, তাহার নাম প্রমোদ ॥৩॥৩॥১২॥]

ব্রহ্মস্বরূপগুণানাং প্রাপ্তাবুচ্যমানায়াং প্রিয়শিরস্ত্বাদীনামপ্রাপ্তিঃ, তেষাম্ অব্রহ্মগুণত্বাৎ; ব্রহ্মণঃ পুরুষবিধত্ব-রূপণমাত্রান্তর্গতত্বাৎ প্রিয়-

---

এরূপই যদি সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে গুণীর (ব্রহ্মের) পার্থক্য না থাকায় 'প্রিয়ই তাহার শিরঃ (মস্তক)' ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মগুণরূপে শ্রুত প্রিয়-শিরস্ত্বাদি গুণেরও সর্ব্বত্র ব্রহ্মবিদ্যায় উপসংহার হইতে পারে? না—হইতে পারে না। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—"প্রিয়-শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিঃ" ইত্যাদি।

ব্রহ্মের স্বরূপভূত গুণসমূহের প্রাপ্তি বা উপসংহার বলিলেও প্রিয়শিরস্ত্বাদি গুণসমূহের অপ্রাপ্তি হয়, অর্থাৎ উপসংহার করা সম্ভব হয় না; কারণ, সেগুলি ত ব্রহ্মগুণ নহে; কেননা, প্রিয়শিরস্ত্বাদি ধর্ম্মগুলি কেবল ব্রহ্মের পুরুষবিধস্বরূপ গুণেরই অন্তর্গত মাত্র, অর্থাৎ ব্রহ্মকে পক্ষী প্রভৃতি আকারে কল্পনা করিবার উদ্দেশ্যেই তাহার অঙ্গরূপে প্রিয় প্রভৃতিকে রূপক-কল্পিত ব্রহ্মের শির প্রভৃতিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। এরূপ কথাকে রূপককল্পনা না বলিলে—

শিরস্ত্বাদীনাম্। অন্যথা শিরঃপক্ষপুচ্ছাদ্যবয়বভেদে সতি ব্রহ্মণোঽপ্যু-পচয়াপচয়ৌ প্রসজ্যেয়াতাম্। তথাচ সতি "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" [তৈত্তি০ আন০ ১।১] ইত্যাদি বিরুধ্যতে ॥৩॥৩॥১২॥

নন্বেবমেব ব্রহ্মসম্বন্ধিনামৈশ্বর্য্যগাম্ভীর্য্যৌদার্য্যকারুণ্যাদীনাং গুণা-নামনন্তানাং গুণ্যপৃথক্স্থিতত্বমাত্রেণ তত্রাশ্রুতানামপ্যুপসংহারে সর্ব্বে সর্ব্বত্র প্রসজ্যেরন্, আনন্ত্যাদুপসংহারাশক্তিশ্চ। তত্রাহ—

ইতরে ত্বর্থ-সামান্যাৎ ॥৩॥৩॥১৩॥

[পদচ্ছেদঃ—ইতরে (অপর সমস্ত গুণ) তু (কিন্তু) অর্থসামান্যাৎ ব্রহ্মপদার্থের সমানার্থক বলিয়া)।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং প্রিয়-শিরস্ত্বাদিভ্য আনন্দাদীনাং বিশেষমাহ—ইতরে ত্বিতি ॥ তু-শব্দঃ পূর্ব্বোক্তামাশঙ্কামুচ্ছিনত্তি ; ইতরে আনন্দাদয়ঃ পুনঃ অর্থসামান্যাৎ ব্রহ্মস্বরূপসমত্বাৎ সর্ব্বাসু ব্রহ্মবিদ্যাসু অনুবর্ত্তন্তে ইত্যর্থঃ ॥

প্রিয়শিরস্ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম হইতে আনন্দাদি পদার্থগুলি ব্রহ্মেরই সমানার্থক ; এইজন্য সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যাতেই আনন্দাদির অনুবৃত্তি হইয়া থাকে ॥৩॥৩॥১৩॥]

তু-শব্দশ্চোদ্যং ব্যাবর্ত্তয়তি ; ইতরে তু আনন্দাদয়ঃ অর্থসামান্যাৎ সর্ব্বত্রানুবর্ত্তন্তে। যে তু অর্থসমানাঃ—অর্থস্বরূপনিরূপণধর্মত্বেনার্থপ্রতী-ত্যনুবন্ধিনঃ ; তেঽর্থস্বরূপবৎ সর্ব্বত্রানুবর্ত্তন্তে। তে চ গুণাঃ সত্যজ্ঞানানন্দা-

---

শিরঃ, পক্ষ ও পুচ্ছাদি অবয়বভেদ সত্য হইলে ফলতঃ ব্রহ্মের উপচয়াপচয় অর্থাৎ বৃদ্ধি ও হ্রাসের সম্ভাবনা হইতে পারে। অথচ তাহা হইলে 'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যও বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে ॥২॥৩॥১২॥

ভাল, এইরূপে, ব্রহ্মসম্পর্কিত ঐশ্বর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও করুণা প্রভৃতি অনন্ত গুণসমূহ গুণী 'ব্রহ্মকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না বলিয়াই নিজ নিজ প্রকরণে অশ্রুত গুণসমূহেরও উপসংহার করা যখন স্থির হইল, তখন সর্ব্বত্রই সমস্ত গুণের উপসংহার হইতে পারে। অথচ ব্রহ্মের গুণ যখন অনন্ত, তখন সমস্ত গুণের উপসংহার করাও সম্ভবপর হইতে পারে না। তদুত্তরে বলিতেছেন—"ইতরে তু" ইত্যাদি।

সূত্রস্থ তু-শব্দটি উক্ত আপত্তির বারণ করিতেছে। পদার্থ এক বলিয়া আনন্দ প্রভৃতি অপরাপর ধর্ম্মগুলিও সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যায়ই অনুবৃত্ত হইয়া থাকে। যে সমস্ত পদার্থ গুণীর সমানার্থক, অর্থাৎ গুণী পদার্থের স্বরূপনিরূপণের অনুকূল ভাবে পদার্থপ্রতীতির সহায় হয়, সে সমস্ত পদার্থগুলি গুণীরই মত সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যায়ই অনুবৃত্ত বা উপসংহৃত হইয়া থাকে। সত্য,

মলত্বানন্তত্বানি (*)। "যতো বা ইমানি" [তৈত্তি° ভৃগু° ১] ইত্যাদিনা জগৎকারণত্বয়োপলক্ষিতং ব্রহ্ম "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" [তৈত্তি° আন° ১।১] "আনন্দো ব্রহ্ম" [তৈত্তি° ভৃগু° ৬] ইত্যানন্দাদিভির্হি স্বরূপতো নিরূপ্যতে। অত উপাস্য-ব্রহ্মস্বরূপাবগমায় সর্ব্বাসু বিদ্যাস্বানন্দাদয়োঽনুবর্ত্তন্তে। যে তু নিরূপিতস্বরূপস্য ব্রহ্মণঃ কারুণ্যাদয়ো গুণাঃ প্রতিপন্নাঃ; তেষাং গুণ্যপৃথক্স্থিতিত্বেঽপি (†) প্রতীত্যনুবন্ধিত্বাভাবাৎ যে যত্র শ্রুতাঃ, তে তত্রোপসংহার্য্যাঃ, ইতি নিরবদ্যম্ ॥৩॥৩॥১৩॥

যত্তু উপচয়াপচয়প্রসঙ্গাৎ প্রিয়শিরস্ত্বাদয়ো ব্রহ্মণঃ পুরুষবিধত্বরূপণমাত্রার্থাঃ, ন তু ব্রহ্মগুণাঃ। তর্হি অতথারূপস্য ব্রহ্মণস্তথাত্বেন রূপণং কিমর্থং ক্রিয়তে? অতথাভূতস্য হি তথাত্বরূপণে কেনচিৎ প্রয়োজনেন ভবিতব্যম্; যথা "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি" [কঠ° ১ অনু° ৩।৩] ইত্যাদিনোপাসকস্য তদুপকরণানাং চ রথিরথাদিত্বরূপণম্ উপাসনোপকরণভূত-

---

জ্ঞান, আনন্দ, নির্ম্মলত্ব (নির্দ্দোষত্ব) ও অনন্তত্বই হইতেছে সেই সমস্ত গুণ। কেননা, 'যাঁহা হইতে জাগতিক ভূতসমূহ সমুৎপন্ন হয়' ইত্যাদি শ্রুতিতে জগৎকারণরূপে যে ব্রহ্ম বর্ণিত হইয়াছেন, 'ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান ও অনন্ত' 'ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ' ইত্যাদি শ্রুতিতে তিনিই আবার আনন্দাদি গুণবিশিষ্টরূপেও নিরূপিত হইয়াছেন। অতএব উপাস্য ব্রহ্মের স্বরূপ জানিবার জন্যই সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যাতে আনন্দাদি ধর্ম্মের অনুবৃত্তি করিতে হয়। উক্তপ্রকারে নিরূপিত ব্রহ্মের করুণা প্রভৃতি যে সমস্ত গুণ পরিজ্ঞাত আছে, সে সমস্ত গুণগুলি গুণাশ্রয় ব্রহ্মকে ছাড়িয়া পৃথক্ ভাবে অবস্থান করিতে অসমর্থ হইলেও স্বরূপপ্রতীতির নিয়তসহচর নয় বলিয়া, যেখানে যে সমস্ত গুণ পঠিত আছে, সেখানেই সেই সমস্ত গুণের উপসংহার করিতে হইবে। অতএব উক্ত সিদ্ধান্তটি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ॥৩॥৩॥১৩॥

আরও যে, বলা হইয়াছে—ব্রহ্মকে যে, পুরুষাকারে (পক্ষিরূপে) কল্পনা করা হইয়াছে, কেবল তাহারই নির্ব্বাহার্থ প্রিয়শিরস্ত্বাদি ধর্ম্মের কল্পনা করা হইয়াছে মাত্র; বস্তুতঃ ঐগুলি ব্রহ্মের গুণ নহে। [ভাল কথা,] তাহা হইলেও ব্রহ্ম যখন সেই প্রকার নহে, অর্থাৎ প্রিয়শিরস্ত্বাদি ধর্ম্ম যখন ব্রহ্মের গুণই নহে, তখন তাহাকে সেইরূপে কল্পিত করিবার উদ্দেশ্য কি?—যাহা যে প্রকার নহে, তাহাকে সেইরূপে কল্পনা করিতে হইলে নিশ্চয়ই তাহার কোনরূপ প্রয়োজন থাকা আবশ্যক হয়; যেমন—'আত্মাকে রথী বলিয়া জানিবে' ইত্যাদি বাক্যে উপাসনার উপযোগী শরীর ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে বশীভূত করিবার জন্য উপাসক ও তাহার

(*) সত্যজ্ঞানানন্দামলত্বাদয়ঃ' ইতি 'ক' পাঠঃ।

(†) গুণ্যপৃথক্স্থিতত্বেঽপি' ইতি 'খ' পাঠঃ।

শরীরেন্দ্রিয়াদি-বশীকরণার্থং ক্রিয়ত ইত্যুক্তম্। নচেহ তথাবিধং কিঞ্চিৎ প্রয়োজনং দৃশ্যতে, ইতি বলাদ্ ব্রহ্মগুণত্বং প্রিয়শিরস্ত্বাদীনামভ্যুপেত্যম্। তত্রাহ—

আধ্যানায় প্রয়োজনাভাবাৎ ॥৩।৩।১৪॥

[পদচ্ছেদঃ—আধ্যানায় (উপাসনার উদ্দেশে), প্রয়োজনাভাবাৎ (যেহেতু অন্য কোনও প্রয়োজন নাই)।]

[সরলার্থঃ—প্রয়োজনাভাবাৎ প্রিয়শিরস্ত্বাদিকল্পনায়াঃ প্রয়োজনান্তরানুপলব্ধেঃ আধ্যানায় অনুচিন্তনার্থমেব ব্রহ্মণঃ প্রিয়শিরস্ত্বাদি-ধর্ম্মোপদেশো মন্তব্য ইত্যর্থঃ ॥

প্রিয়-শিরস্ত্বাদি কল্পনার যখন অন্য কোনরূপ প্রয়োজন পরিলক্ষিত হইতেছে না, তখন ইহাকে কেবল ব্রহ্মচিন্তার সাহায্যার্থই রূপক-কল্পনা মাত্র বুঝিতে হইবে ॥৩।৩।১৪॥]

প্রয়োজনান্তরাভাবাদাধ্যানায় অয়ং রূপণোপদেশঃ ক্রিয়তে। আধ্যানং অনুচিন্তনম্—উপাসনমুচ্যতে। "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" [তৈত্তি০ আন০ ১] ইত্যত্রোপদিষ্টাধ্যানরূপ-বেদনসিদ্ধয়ে হ্যানন্দময়-ব্রহ্মপ্রতিপত্ত্যর্থমানন্দময়ং ব্রহ্ম প্রিয়মোদাদিরূপেণ বিভজ্য শিরঃপক্ষাদিত্বেন রূপয়িত্বোপদিশ্যতে। যথা অন্নময়ঃ পুরুষোঽয়ং দেহঃ শিরঃপক্ষাদিভিঃ "তস্যেদমেব শিরঃ" [তৈত্তি০ আন০ ১, অনু০ ১] ইত্যাদিনা বুদ্ধাবারোপ্যতে; যথা চ প্রাণময়-মনোময়-বিজ্ঞানময়াঃ "তস্য প্রাণ এব শিরঃ" [তৈত্তি০ আন০ ২, অনু০ ৩] ইত্যাদিনা প্রাণাদ্যবয়বৈর্ব্বুদ্ধাবারোপ্যন্তে, এবমেভ্যো-

ইন্দ্রিয় প্রভৃতি কার্য্যোপকরণ সমূহকে রথী ও রথাদিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। এখানে কিন্তু সেরূপ কোনও প্রয়োজন দৃষ্ট হইতেছে না; অতএব অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রিয়শিরস্ত্বাদিকে ব্রহ্ম-গুণ বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—"আধ্যানায়" ইত্যাদি।

অন্য কোনও প্রয়োজন না থাকায় [বুঝিতে হইবে,] ধ্যানের জন্যই এইরূপ রূপকের উপদেশ করা হইতেছে। আধ্যান-শব্দে অনুচিন্তন—উপাসনা অভিহিত হইয়া থাকে। 'ব্রহ্মবিৎ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন' এই স্থলে ধ্যানরূপ বেদন (জ্ঞান) উপদিষ্ট হইয়াছে, তৎসিদ্ধির অনুকূলভাবে আনন্দময় ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিবার জন্য আনন্দময় ব্রহ্মকেই প্রিয়, মোদ ও প্রমোদাদিরূপে পৃথক্ পৃথক্—মস্তক ও পক্ষ প্রভৃতিরূপে রূপিত করিয়া উপদেশ করা হইতেছে। যেমন পুরুষ-পদবাচ্য এই অন্নময় স্থূল দেহকে 'ইহাই তাহার শিরঃ' ইত্যাদি বাক্যে শির ও পক্ষাদি বিশিষ্টরূপে বুদ্ধ্যারূঢ় করান হইয়া থাকে, এবং 'প্রাণই তাহার শিরঃ' ইত্যাদি স্থলে যেমন প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় পুরুষকে প্রাণাদি-অবয়বযোগে বুদ্ধিগোচর করান হইয়া থাকে; ঠিক তেমনি উক্ত অন্নময়াদি হইতে স্বতন্ত্র অথচ তাহাদেরই অন্তরাত্মা

হ্যর্থান্তরভূতস্তদন্তরাত্মা আনন্দময়োঽপি প্রিয়মোদাদিভিরেকদেশৈঃ শিরঃ-প্রভৃতিত্বেন রূপিতৈরাধ্যানায় বুদ্ধাবারোপ্যতে। এবমানন্দময়োপলক্ষণত্বাৎ প্রিয়শিরস্ত্বাদীনাং ন সর্ব্বদা আনন্দময়-প্রতীতাবনুবর্ত্ততে ॥৩॥৩॥১৪॥

আত্ম-শব্দাচ্চ ॥৩॥৩॥১৫॥

[পদচ্ছেদঃ—আত্ম-শব্দাৎ (আত্মা শব্দের প্রয়োগ হেতু) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—"অন্যোঽন্তর আত্মা আনন্দময়ঃ" ইত্যাত্ম-শব্দাদপি শিরঃপক্ষাদয়ো ন ব্রহ্মগুণাঃ ॥

'ইহা অপেক্ষাও অন্তরস্থ অন্য আনন্দময় আত্মা আছে', এখানে আত্মশব্দ থাকায়ও বুঝিতে হইবে যে, শিরঃ ও পক্ষ প্রভৃতি অঙ্গগুলি ব্রহ্মের স্বাভাবিক গুণ নহে, পরন্তু আত্মারই গুণ ॥৩॥৩॥১৫॥]

"অন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ" [তৈত্তি° ৫।২] ইত্যাত্ম-শব্দেন নির্দ্দেশাৎ আত্মনশ্চ শিরঃপক্ষপুচ্ছাসম্ভবাৎ প্রিয়শিরস্ত্বাদয়স্তস্য সুখপ্রতিপত্ত্যর্থং রূপণমাত্রমিতি গম্যতে ॥৩॥৩॥১৫॥

আনন্দময়কেও শিরঃপ্রভৃতিরূপে রূপিত তদেকদেশ প্রিয়মোদাদি ধর্ম্মসহযোগে কেবল উপাসনার জন্যই বুদ্ধ্যারূঢ় করান হইতেছে। যেহেতু এইরূপে বুদ্ধ্যারূঢ় করিবার জন্যই আনন্দময়ের প্রিয়-শিরস্ত্বাদিরূপ কল্পনা, সেই হেতুই আনন্দময়ের অনুভূতি সময়ে সর্ব্বদা প্রিয়-শিরস্ত্বাদি ধর্ম্মের অনুবৃত্তি হয় না (*) ॥৩॥৩॥১৪॥

'অপর একটি অভ্যন্তরস্থ আত্মা—আনন্দময়' এই শ্রুতিতে আত্ম-শব্দের নির্দ্দেশ থাকায় এবং প্রকৃতপক্ষে আত্মার মস্তক ও পক্ষ পুচ্ছাদিরও সম্ভাবনা না থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্ম-বিষয়ে জ্ঞানোৎপত্তির সুবিধার নিমিত্তই ব্রহ্মের প্রিয়-শিরোবিশিষ্ট রূপ কল্পিত হইয়াছে মাত্র, (প্রকৃতপক্ষে উহা তাহার বাস্তবিক রূপ নহে) ॥৩॥৩॥১৫॥

(*) তাৎপর্য্য—তৈত্তিরীয় উপনিষদে ব্রহ্মানন্দ-বল্লীর প্রথমে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" বলিয়া ব্রহ্মের স্বরূপ নিরূপণ করা হইয়াছে। পরে "স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ" বলিয়া অন্নরসের পরিণতিভূত স্থূলদেহের উল্লেখ করিয়া তাহাকেই আবার শিরঃ, দক্ষিণ পক্ষ, উত্তর পক্ষ, দেহ ও পুচ্ছাদিভাবে পক্ষিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। তাহার পর প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় আত্মার স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া তাহাদিগকেও আবার শিরঃ, পক্ষ ও পুচ্ছাদি যোগে পক্ষীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। অবশেষে আনন্দময়ের স্বরূপ নিরূপণ করিবার পর বলা হইয়াছে যে, "অয়ং পুরুষবিধঃ, তস্য প্রিয়মেব শিরঃ, মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ, প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ, আনন্দ আত্মা, ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা।" অর্থাৎ এই আনন্দময় ব্রহ্ম একটি পুরুষের মত (পক্ষীর ন্যায়)। প্রিয় (অভীষ্ট বস্তুর দর্শনজ প্রীতি) তাহার মস্তক, মোদ (অভীষ্ট লাভজ সুখ) তাহার দক্ষিণ পক্ষ, প্রমোদ (অভীষ্ট ভোগজ সুখ) তাহার বাম পক্ষ, আনন্দ তাহার দেহপিণ্ড, এবং ব্রহ্ম তাহার আশ্রয়স্বরূপ পুচ্ছ। লোকের প্রতীতি-সৌকর্য্যার্থ এখানে ব্রহ্মকে একটি দেহবিশিষ্ট পক্ষিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে; দেহী হইলেই তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থাকা আবশ্যক হয়; এই জন্য শিরঃ প্রভৃতি অবয়বের কল্পনা করা হইয়াছে মাত্র; বস্তুতঃ ঐ সমস্ত ব্রহ্মের স্বরূপভূত অবয়ব নহে; কাজেই সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যায় উহাদের সম্বন্ধও হইতে পারে না।

ননু "অন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ" [তৈত্তি০ আন০ ২।১] "অন্যোঽন্তর আত্মা মনোময়ঃ [তৈত্তি০ আন০ ৩।২] ইত্যাত্মশব্দস্যানাত্মস্বপি পূর্ব্ববৎ প্রযুক্তত্বাৎ "অন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ" [তৈত্তি০ আন০ ৫।২] ইত্যাত্ম-শব্দস্য পরমাত্মবিষয়ত্বং কথং নিশ্চীয়তে ? তত্রাহ—

আত্মগৃহীতিরিতরবদুত্তরাৎ ॥৩॥৩॥১৬॥

[পদচ্ছেদঃ—আত্মগৃহীতিঃ (পরমাত্মার গ্রহণ) ইতরবৎ (যেমন অন্যত্র) উত্তরাৎ (বাক্যশেষ হইতে)।]

[সরলার্থঃ—"অন্যোঽন্তর আত্মা আনন্দময়ঃ" ইত্যত্র আত্ম-শব্দেন পরমাত্মন এব গৃহীতিঃ গ্রহণম্, ইতরবৎ—"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ" ইত্যত্র যথা আত্ম-শব্দেন পরমাত্মনো গ্রহণম্, অত্রাপি তথা। কুতঃ ? উত্তরাৎ—"সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইত্যানন্দময়-বিষয়কাদুত্তরবাক্যাদয়মর্থো নিরূপ্যতে ইত্যর্থঃ ॥

"অন্যোঽন্তর আত্মা" এই স্থলে 'আত্মা' শব্দে আনন্দময় পরমাত্মারই গ্রহণ হইয়াছে, 'সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ আত্মস্বরূপই ছিল' এই শ্রুতিতে আত্ম-শব্দে যেরূপ পরমাত্মার গ্রহণ হইয়াছে, এখানেও তদ্রূপ। ইহার কারণ এই যে, 'তিনি কামনা করিয়াছিলেন' এই পরবর্ত্তী বাক্যটি আনন্দময়কে লক্ষ্য করিয়াই প্রবৃত্ত হইয়াছে ॥৩॥৩॥১৬॥]

"অন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ" ইত্যত্রাত্মশব্দেন পরমাত্মন এব গ্রহণম্ ; ইতরবৎ—যথেতরত্র "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ, স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজৈ" [ঐতরেয়০ ১০ ১।১] ইত্যাদিম্বাত্মশব্দেন পরমাত্মন এব গ্রহণম্ ; তদ্বৎ। কুত এতৎ ? উত্তরাৎ—"সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়" [তৈত্তি০ আন০ ৬।২] ইত্যানন্দময়বিষয়াদুত্তরা-দ্বাক্যাৎ ॥৩॥৩॥১৬॥

অন্যত্র যেরূপ অর্থাৎ 'এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে একমাত্র আত্মারূপেই ছিল ; সেই আত্মা ইচ্ছা করিলেন—লোকসমূহ সৃষ্টি করিব' ইত্যাদি স্থলে যেরূপ আত্মা শব্দে পরমাত্মার গ্রহণ হইয়াছে, 'ইহা হইতে ভিন্ন অন্তরস্থ আত্মা হইতেছে আনন্দময়', এখানেও তদ্রূপ আত্মা-শব্দে পরমাত্মারই গ্রহণ হইয়াছে। এরূপ অর্থের হেতু কি ? পরবর্ত্তী বাক্যই হেতু—'তিনি কামনা করিলেন—আমি বহু হইব, জন্মিব', আনন্দময়বিষয়ক এইরূপ পরবর্ত্তী বাক্যই উক্তপ্রকার অর্থের সমর্থন করিতেছে ॥৩॥৩॥১৬॥

অন্বয়াদিতি চেৎ, স্যাদবধারণাৎ ॥৩।৩।১৭॥

[পদচ্ছেদঃ—অন্বয়াৎ (সম্বন্ধ হেতু) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), স্যাৎ (হইতে পারে) অবধারণাৎ (অবধারণ হইতে)।]

[সরলার্থঃ—পূর্ব্বোক্ত প্রাণময়াদিষু অনাত্মসু আত্মশব্দস্যান্বয়াৎ—সম্বন্ধদর্শনাৎ ন কেবলং বাক্যশেষবশাৎ পরমাত্মপরত্বমস্য নিশ্চেতুং শক্যমিতি চেৎ; বাঢ়ম্; স্যাৎ—নিশ্চয়ো ভবেদেব। কুতঃ? অবধারণাৎ—"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ" ইত্যত্র আত্ম-শব্দস্য পরমাত্মপরত্বনিশ্চয়াদিত্যর্থঃ। পরমাত্মনি বুদ্ধ্যারোহায়ৈব অন্নময়াদীনামনাত্মনামুপন্যাস ইতি ভাবঃ॥

যদি বল, প্রথমে অন্নময়াদি অনাত্মপদার্থে আত্ম-শব্দের প্রয়োগ থাকায় আনন্দময়ের স্থলেও আত্মাশব্দ পরমাত্মবিষয়ক হইতে পারে না। হাঁ, নিশ্চয়ই পরমাত্মবিষয়ক হইতে পারে; যেহেতু "তস্মাৎ বা এতস্মাৎ" বাক্যেও আত্ম-শব্দের পরমাত্মা অর্থ ই নিশ্চিত হইয়াছে ॥৩।৩।১৭॥]

পূর্ব্বত্র প্রাণময়াদিষ্বনাত্মস্বাত্মশব্দান্বয়দর্শনাৎ নোত্তরাৎ নিশ্চেতুং শক্যত-ইতি চেৎ; স্যাদবধারণাৎ—স্যাদেব নিশ্চয়ঃ। কুতঃ? অবধারণাৎ পূর্ব্বত্রাপি "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" [তৈত্তি° আন° ১।২] ইতি পরমাত্মন এব বুদ্ধ্যাবধারিতত্বাৎ অন্নময়াদনন্তরে প্রাণময়ে প্রথমং পরমাত্ম-বুদ্ধিরবতীর্ণা; তদনন্তরং চ প্রাণময়াদনন্তরে মনোময়ে; তত আনন্দময়ে প্রক্রান্তা পরমাত্মবুদ্ধিস্তদনন্তরাভাবাদুত্তরাচ্চ "সোঽকাময়ত" [তৈত্তি° আন° ৬।২] ইতি বাক্যাৎ প্রতিষ্ঠিতেত্যুপক্রমেঽপ্যপরমাত্মনি পরমাত্ম-বুদ্ধ্যা আত্মশব্দান্বয় ইতি নিরবদ্যম্ ॥৩।৩।১৭॥

[ইতি চতুর্থম্ আনন্দাদ্যধিকরণম্ ॥৪॥]

যদি বল, প্রথমোক্ত অন্নময়াদি অনাত্ম-পদার্থে আত্ম-শব্দের প্রয়োগ থাকায় কেবল উত্তর বাক্যানুসারেই নিশ্চয় করা যাইতে পারে না। না,—অবধারণ হেতু হইতে পারে, অর্থাৎ অবশ্যই ঐরূপ নিশ্চয় হইতে পারে। কারণ? যেহেতু এইরূপই অবধারণ রহিয়াছে, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত 'সেই এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল' এই বাক্যে পরমাত্মা অর্থ ই নিশ্চিত হওয়ায় প্রথমতঃ 'অন্নময়ের' অব্যবহিত পরবর্ত্তী 'প্রাণময়ে' পরমাত্মবুদ্ধি আরোপিত হইয়াছে; তাহার পর 'প্রাণময়ের' পরবর্ত্তী 'মনোময়ে', তাহার পর 'বিজ্ঞানময়ে' [পরমাত্মবুদ্ধি আরোপিত হইয়াছে]; অবশেষে 'আনন্দময়ে' সেই পরমাত্মবুদ্ধি স্থিরীকৃত হইয়াছে। কেননা, ইহার পর এবিষয়ে আর কোন কথাই নাই, এবং ইহাই সকলের শেষ সিদ্ধান্ত; সুতরাং 'তিনি কামনা করিয়াছিলেন' এই বাক্যে আত্ম-শব্দের পরমাত্মার্থ নিশ্চিত হওয়ায় [বুঝিতে হইবে যে,] উপক্রমবাক্যেও অ-পরমাত্মাতে (অন্নময়াদিতে) পরমাত্মবুদ্ধির জন্যই আত্মশব্দের সম্বন্ধ করা হইয়াছে,—অতএব এ সিদ্ধান্তটি নির্দ্দোষ (*) ॥৩।৩।১৭॥]

(*) তাৎপর্য্য—কোনও দুর্ব্বিজ্ঞেয় সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝাইতে হইলে, আচার্য্যগণ প্রথমেই তাহার উপদেশ করেন না, তাহারা প্রথমতঃ সেই দুর্ব্বিজ্ঞেয় বিষয়টির উল্লেখমাত্র করিয়া তদপেক্ষা স্থূল তত্ত্ব—যাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়,

কার্য্যাখ্যানাধিকরণম্ ।] **কার্য্যাখ্যানাদপূর্ব্বম্ ॥৩।৩।১৮॥**

[পদচ্ছেদঃ —কার্য্যাখ্যানাৎ (কর্ত্তব্যতোপদেশ হেতু) অপূর্ব্বং (প্রথমোপদেশ)।]

[সরলার্থঃ—পূর্ব্বোক্তপ্রাণবিদ্যাশেষং চিন্তয়িতুমিদমারভ্যতে—কার্য্যাখ্যানাদিত্যাদি। ছান্দোগ্যে বৃহদারণ্যকে চ প্রাণবিদ্যাপ্রকরণে অশনাৎ প্রাক্ পশ্চাচ্চ আচমনম্, আচমনীয়ানাঞ্চ অপাং প্রাণবাসস্ত্বম্ উক্তম্। তত্র স্মৃত্যাচারপ্রাপ্তাদাচমনাদন্যদেব বিদ্যাঙ্গম্ আচমনং বিধীয়তে? উত প্রাণবাসস্ত্বমাত্রম্? ইতি সংশয্যাহ—কার্য্যাখ্যানাৎ শাস্ত্রস্য অপ্রাপ্তার্থোপদেশপরত্বাৎ অপূর্ব্বং প্রমাণান্তরাপ্রাপ্তং প্রাণবাসস্ত্বমেবাত্র বিধীয়তে, ন তু স্মৃতিপ্রাপ্তম্ আচমনমপীত্যর্থঃ ॥

ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকোপনিষদে প্রাণবিদ্যা-প্রকরণে ভোজনের পূর্ব্বে ও পরে আচমন এবং ঐ আচমনীয় জলে প্রাণবাসস্ত্ব অর্থাৎ আচমনীয় জলকে প্রাণের আচ্ছাদন বস্ত্র বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে। সেখানে আচমন যখন স্মৃতি ও সদাচার হইতেই প্রাপ্ত আছে, এবং অপ্রাপ্ত বিষয়ের উপদেশ করাই যখন শাস্ত্রের স্বভাব, তখন স্মৃতি ও সদাচারলব্ধ আচমনীয় জলে অনন্যলব্ধ প্রাণবাসস্ত্বচিন্তাই বিদ্যাঙ্গরূপে বিহিত হইয়াছে, আচমন নহে ॥৩।৩।১৮॥]

পূর্ব্বপ্রস্তুত-প্রাণবিদ্যাশেষভূতমিদানীং চিন্ত্যতে। ছান্দোগ্য-বাজসনেয়কয়োঃ জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠং চ প্রাণমুপাস্যমুক্ত্বা প্রাণস্য বাসস্ত্বেনাপোঽভিধীয়ন্তে। ছান্দোগ্যে তাবৎ "স হোবাচ কিং মে বাসো ভবিষ্যতীতি, আপ ইতি হোচুঃ, তস্মাদ্বা এতদশিষ্যন্তঃ পুরস্তাচ্চোপরিষ্টাচ্চাদ্ভিঃ পরিদধতি লম্ভুকো হ বাসো ভবত্যনগ্নো ভবতি" [ছান্দো০ ৫।২।২] ইতি। বাজসনেয়কে "কিং মে বাসঃ" [বৃহদা০ ৮।১।১৪] ইতি প্রাণেন পৃষ্টা বাগাদয় ঊচুঃ

এখন পূর্ব্বকথিত প্রাণবিদ্যারই অঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে—ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকোপনিষদে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ প্রাণের উপাসনা বিধানের পর প্রাণের বাসরূপে (আচ্ছাদন বস্ত্ররূপে) আচমনীয় জলের কথা উক্ত হইয়াছে। ছান্দোগ্যে আছে—সেই প্রাণ বলিল কোন বস্তু আমার বস্ত্র হইবে? [ইন্দ্রিয়গণ বলিল—] জল। এইজন্যই ভোজন করিবার পূর্ব্বে ও পরে জল দ্বারা পরিবেষ্টন করে; [তাহা দ্বারাই প্রাণ] বস্ত্র লাভ করে এবং অনগ্ন হইয়া থাকে' ইতি। বৃহদারণ্যকোপনিষদে আছে—'আমার (প্রাণের) বস্ত্র কি?' প্রাণ-কর্ত্তৃক বাক্প্রভৃতি ইন্দ্রিয় এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিল যে, 'জলই [তোমার] বস্ত্র; এই

সেরূপ বিষয়ের উপদেশ করিতে থাকেন। তাহার পর যখন দেখেন যে, শ্রোতা এখন সূক্ষ্ম তত্ত্ব গ্রহণে সমর্থ হইয়াছে, তখন সেই প্রকৃত তত্ত্বের স্বরূপ নির্দ্দেশ করেন। আলোচ্য স্থলে লোকহিতৈষিণী শ্রুতিও প্রথমে পরমাত্মার উল্লেখমাত্র করিয়া অন্নময় স্থূল দেহ প্রভৃতি অনাত্ম-পদার্থগুলিকেই পরমাত্মা বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন; সুতরাং অন্নময় ও প্রাণময় প্রভৃতি পরমাত্মা না হইলেও প্রকৃত পক্ষে পরমাত্ম-বুদ্ধিতেই আত্ম-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

"আপো বাস ইতি, তদ্বিদ্বাংসঃ শ্রোত্রিয়া অশিষ্যন্ত আচামন্ত্যশিত্বা চাচামন্ত্যেতমেব তদনমনগ্নং কুর্ব্বন্তো মন্যন্তে" [বৃহদা০ ৮।১।১৪] "তস্মাদেবংবিদ্ অশিষ্যন্নাচামেদশিত্বা চাচামেদ্ এতমেব তদনমনগ্নং কুরুতে" [বৃহদা০ ৮।১।১৪] ইতি। তত্র সংশয়ঃ—কিমত্রাচমনং বিধীয়তে, উতাপাং প্রাণবাসস্ত্বানুসন্ধানমিতি। "অশিষ্যন্নাচামেদশিত্বা চাচামেৎ" [বৃহদা০ ৮।১।১৪] ইত্যাচমনে বিধিপ্রত্যয়শ্রবণাৎ, "এতমেব তদনমনগ্নং কুরুতে" [বৃহদা০ ৮।১।১৪] ইতি বেদনে বিধিপ্রত্যয়াভাবাদনগ্নতা-সংকীর্ত্তনস্য স্তুত্যর্থতয়ান্বয়োপপত্তেশ্চ, ভোজনাঙ্গস্যাচমনস্য স্মৃত্যাচার-প্রাপ্তত্বেন বিধিপ্রত্যয়বলাৎ প্রাণ-বিদ্যাঙ্গমাচমনান্তরং বিধীয়তে, ইতি প্রাপ্তে ক্রমঃ—

কারণে বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা ভোজন করিবার অগ্রে এবং ভোজন করিবার পশ্চাৎ আচমন করিয়া থাকেন, এইরূপে তাহারা 'প্রাণকে অনগ্ন (বস্ত্রপরিহিত) করিতেছি' বলিয়া মনে করেন 'অতএব এই প্রকার তত্ত্বাভিজ্ঞ লোক ভোজন করিবার পূর্ব্বে আচমন করিবে, এবং ভোজনের পরেও আচমন করিবে, [তাহা দ্বারা] এই প্রাণকেই অনগ্ন করিয়া থাকে' ইতি। এখানে সংশয় এই যে, এখানে কি আচমনেরই বিধান হইতেছে? অথবা [আচমনীয়] জলে প্রাণবাসঃ মাত্রের (প্রাণাচ্ছাদকত্বমাত্রের) চিন্তা বিহিত হইতেছে? ভোজনের পূর্ব্বে আচমন করিবে এবং ভোজন করিবার পরেও আচমন করিবে' এইরূপে আচমনে বিধিপ্রত্যয় (আচামেৎ) শ্রুত হওয়ায় এবং 'ইহাকেই (প্রাণকেই) অনগ্ন করিয়া থাকে' এই স্থলে উপাসনায় বিধিপ্রত্যয় না থাকায়, বিশেষতঃ অনগ্নতাসম্পাদনের কথাটি স্তুতিবাদরূপেও উপপত্তি করা যাইতে পারে, এবং ভোজনাঙ্গ আচমন যখন স্মৃতিশাস্ত্র ও সদাচার হইতেই প্রাপ্ত আছে, তখন "আচামেৎ" এই বিধি-প্রত্যয় হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, এখানে প্রাণবিদ্যার অঙ্গভূত স্বতন্ত্র আচমনই বিহিত হইয়াছে (*)। এইরূপ সিদ্ধান্তের সম্ভাবনায় আমরা বলিতেছি—

(*) তাৎপর্য্য—ইহার নাম কার্য্যাখ্যানাধিকরণ। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকোপনিষদুক্ত জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠত্বগুণবিশিষ্ট প্রাণবিদ্যাঙ্গ আচমন ও আমনীয় জলে প্রাণবাসস্ত্ব চিন্তা। (২) সংশয়—সেখানে কি প্রাণবিদ্যার অঙ্গরূপে স্বতন্ত্র আচমনই বিহিত? কিংবা স্মৃতি ও সদাচারপ্রাপ্ত আচমনীয় জলেই প্রাণবাসস্ত্ব চিন্তামাত্র বিহিত? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—অভিনব কোনপ্রকার ক্রিয়াজ্ঞাপন করাই যখন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, এবং এখানেও যখন "আচামেৎ" পদে বিধিপ্রত্যয় বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন প্রধানতঃ আচমনই বিধেয়। (৪) উত্তর—না—আচমন বিধেয় নহে; কেবল প্রাণবাসস্ত্ব চিন্তাই বিধেয়; কেন না, যাহা প্রমাণান্তরপ্রাপ্ত, সেই আচমনের বিধান করা অনাবশ্যক। (৫) প্রয়োজন—অতএব স্মৃতিশাস্ত্র ও সদাচারপ্রাপ্ত প্রসিদ্ধ আচমনীয় জলেই প্রাণবাসস্ত্বচিন্তা করিতে হইবে।

[সিদ্ধান্তঃ—]

আচমনীয়ানামপাং প্রাণস্য বাসস্ত্বানুসন্ধানমেবেহ অপূর্ব্বম্—অপ্রাপ্তং বিধীয়তে, কার্য্যাখ্যানাৎ—অপ্রাপ্তাখ্যানাৎ, অপ্রাপ্তাখ্যানে শব্দস্যার্থবত্ত্বাদিত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি "কিং মে বাসঃ" "আপো বাসঃ" [বৃহদা০ ৮।১।১৪] "অদ্ভিঃ পরিদধতি" [ছান্দো০ ৫।২।২] "এতমেব তদনমনগ্নং কুরুতে" [বৃহদা০ ৮।১।১৪] ইত্যুপক্রমোপসংহারয়োর্বাক্যস্যাপাং প্রাণবাসোদৃষ্টিপরত্বপ্রতীতেরাচমনস্য স্মৃত্যাচারপ্রাপ্তত্বাদাচমনম্ অনূদ্যাচমনীয়াস্বপ্সু প্রাণবাসস্ত্বানুসন্ধানং বিধীয়তে ইতি। অতএব চ্ছান্দোগ্যে "তস্মাদ্বা এতদশিষ্যন্তঃ পুরস্তাচ্চোপরিষ্টাচ্চাদ্ভিঃ পরিদধতি [ছান্দো০ ৫।২।২] ইত্যদ্ভিঃ পরিধানমেবোক্তম্, নাচমনম্ ॥৩॥৩॥১৮॥

[ইতি পঞ্চমং কার্য্যাখ্যানাধিকরণম্ ॥৫॥]

সমানাধিকরণম্।] **সমান এবং চাভেদাৎ ॥৩॥৩॥১৯॥**

[পদচ্ছেদঃ—সমানঃ (সমান—এক) এবং (এইরূপে) চ (ও) অভেদাৎ (ঐক্য হেতু)।]

[সরলার্থঃ—বাজসনেয়কে বৃহদারণ্যকে চ শাণ্ডিল্যবিদ্যা নাম কাচিদ্বিদ্যা পঠিতা; তয়োশ্চ একত্র—"স আত্মানমুপাসীত মনোময়ং প্রাণশরীরম্" ইত্যাদি; অন্যত্র চ "মনোময়োঽয়ং পুরুষো ভারূপঃ সত্যম্" ইত্যাদি। এবমুভয়ত্র মনোময়ত্বাদিকে সমানে সতি বশিত্বাদেরপি সত্যসংকল্পত্বগুণাভেদাৎ ন রূপভেদঃ; অতো বিদ্যৈক্যমিত্যর্থঃ ॥

বাজসনেয়কের অগ্নিরহস্যে এবং বৃহদারণ্যকোপনিষদে 'শাণ্ডিল্যবিদ্যা' নামে একটি বিদ্যার উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে অগ্নিরহস্যে আছে—'সেই লোক মনোময় প্রাণশরীরধারী + + + আত্মার উপাসনা করিবে' ইত্যাদি; বৃহদারণ্যকে আছে—'এই পুরুষ মনোময় দীপ্তিস্বরূপ ও সত্যরূপ' ইত্যাদি। এইরূপে উভয় স্থলে মনোময়ত্বাদি গুণের সাম্য থাকিলেও বশিত্বাদি গুণের ভেদ না থাকায় অর্থাৎ ঐক্য থাকায় বিদ্যার স্বরূপগত ভেদ নাই, স্বরূপভেদ না থাকায় নিশ্চয়ই বিদ্যার ঐক্য সিদ্ধ হইতেছে ॥৩॥৩॥১৯॥]

আচমনীয় জলে যে, কেবল প্রাণবাসস্ত্ব চিন্তা, ইতঃপূর্ব্বে অন্য কোনও প্রমাণে তাহা প্রাপ্ত না হওয়ায়—অপূর্ব্বত্ব হেতু তাহাই এখানে বিহিত হইয়াছে। কেন না, যেহেতু কার্য্যাখ্যানে—অপ্রাপ্ত বিষয়ের কথনে অর্থাৎ প্রমাণান্তরে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, তাদৃশ বিষয় প্রকাশনেই শব্দের সার্থকতা বা প্রামাণ্য। এই কথা বলা হইতে যে, বাক্যের উপক্রম ও উপসংহারস্থ 'আমার আচ্ছাদন কি?' 'জল দ্বারা বেষ্টন করিয়া থাকে' 'তাহাতে এই প্রাণকেই অনগ্ন বা আচ্ছাদিত করা হয়' ইত্যাদি স্থলে 'প্রাণবাসস্ত্ব' চিন্তায়ই বাক্যের তাৎপর্য্য পর্য্যবসিত

বাজসনেয়কে অগ্নিরহস্যে শাণ্ডিল্যবিদ্যাম্নাতা "সত্যং ব্রহ্মেত্যুপাসীত, অথ খলু ক্রতুময়োঽয়ং পুরুষঃ" ইত্যারভ্য "স আত্মানমুপাসীত—মনোময়ং প্রাণশরীরং ভারূপং সত্যসঙ্কল্পমাকাশাত্মানম্" ইতি। তথা তস্মিন্নেব বৃহদারণ্যকে পুনরপি শাণ্ডিল্যবিদ্যাম্নায়তে "মনোময়োঽয়ং পুরুষো ভাঃ সত্যং তস্মিন্নন্তর্হৃদয়ে যথা ব্রীহির্ব্বা যবো বা স এষ সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ সর্ব্বমিদং প্রশাস্তি যদিদং কিঞ্চ" [বৃহদা° ৫।৬।১] ইতি। তত্র সংশয়ঃ—কিমত্র বিদ্যা ভিদ্যতে, উত নেতি। সংযোগ-চোদনাখ্যানামবিশেষেঽপি বশিত্বাদ্যুপাস্য-গুণভেদেন রূপভেদাদ্বিদ্যাভেদঃ, ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে—সমান এবমিতি।

হওয়ায় বুঝা যাইতেছে যে, স্মৃতিশাস্ত্রও সদাচারপ্রাপ্ত আচমনীয় জলের অনুবাদ বা উল্লেখ মাত্র করিয়া সেই জলেই প্রাণবাসস্ত্ব-চিন্তার বিধান করা হইতেছে। এই কারণেই 'সেই হেতুই ভোক্তৃবর্গ ভোজন করিবার পূর্ব্বে ও পরে জল দ্বারা পরিধাপন করিয়া থাকেন' এই ছান্দোগ্য বাক্যে কেবল পরিধানের কথাই বলা হইয়াছে, আচমনের কোন কথাই বলা হয় নাই ॥৩॥৩॥১৮॥ [পঞ্চম কার্য্যাখ্যানাধিকরণ ॥৫॥]

বাজসনেয়কে (শুক্লযজুর্ব্বেদে) অগ্নিরহস্যনামক প্রকরণে 'সত্যসংজ্ঞক ব্রহ্মের উপাসনা করিবে, এই পুরুষ (জীব) নিশ্চয়ই ক্রতুময়, অর্থাৎ সংকল্প-প্রধান' এই হইতে আরম্ভ করিয়া—'সে লোক মনোময় প্রাণশরীর, জ্যোতির্ময়, সত্যসংকল্প ও আকাশাত্মক অর্থাৎ আকাশতুল্য এই আত্মার উপসনা করিবে' এইরূপে 'শাণ্ডিল্যবিদ্যা' নামে একটি বিদ্যা বা উপাসনা অভিহিত আছে। সেই বৃহদারণ্যকেই আবার পুনশ্চ 'শাণ্ডিল্যবিদ্যা' পঠিত হইয়াছে, 'সেই অন্তঃকরণের অভ্যন্তরে জ্যোতিঃ ও সত্যস্বরূপ এই মনোময় পুরুষ (জীব) বর্ত্তমান আছেন, যেমন ব্রীহি (ধান্য বিশেষ) কিংবা যব, তদ্রূপ। সেই এই পুরুষই সকলকে বশীভূত রাখেন, সকলের শাসনকারী, সকলের অধিপতি, এবং এই যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তকে যথাযথরূপে শাসন করেন', ইত্যাদি। এখানে সংশয় এই যে, এখানে কি বিদ্যা ভিন্ন ? অথবা এক ? ফল-সংযোগ, বিধি-বাক্য ও সংজ্ঞার বিশেষ বা পার্থক্য না থাকিলেও উপাস্যগত বশিত্বাদিগুণের প্রভেদ থাকায় বিদ্যাও ভিন্ন হইতেছে, (এক নহে)। এইরূপ প্রাপ্তিসম্বন্ধে বলা হইতেছে—"সমান এবম্" ইতি (*)।

(*) তাৎপর্য্য—ইহার নাম সমানাধিকরণ। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—শাণ্ডিল্যবিদ্যা। (২) সংশয়—অগ্নিরহস্য ও বৃহদারণ্যকোক্ত শাণ্ডিল্যবিদ্যা কি এক ? না—ভিন্ন ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—উপাস্যগত বশিত্বাদি গুণ যখন পৃথক, তখন উভয় স্থানের বিদ্যাও নিশ্চয়ই ভিন্ন, এক নহে। (৪) উত্তর—না—উপাস্যগত মনোময়ত্বাদি গুণ যখন উভয় স্থানেই সমান এবং বশিত্বাদিগুণসমূহও যখন বস্তুগত্যা সত্যসংকল্পত্বাদিগুণ হইতে ভিন্ন নহে ; তখন স্বরূপগত ভেদ নাই ; সুতরাং বিদ্যারও ভেদ নাই। (৫) প্রয়োজন—অতএব অগ্নিরহস্য ও বৃহদারণ্যকোক্ত শাণ্ডিল্য-বিদ্যাকে এক বলিয়াই চিন্তা করিবে।

[সিদ্ধান্তঃ—]

যথা অগ্নিরহস্যে মনোময়-প্রাণশরীর-ভারূপ-সত্যসঙ্কল্পত্বগুণগণঃ শ্রুতঃ; এবং বৃহদারণ্যকেঽপি মনোময়ত্বাদিকে সমানে সত্যধিকস্য বশিত্বাদেশ্চ সত্যসঙ্কল্পত্বগুণাভেদাৎ ন রূপভেদঃ; অতো বিদ্যৈক্যম্ ॥৩॥৩॥১৯॥

[ইতি ষষ্ঠং সমানাধিকরণম্ ॥৬॥]

সম্বন্ধাধিকরণম্।] **সম্বন্ধাদেবমন্যত্রাপি ॥৩॥৩॥২০॥**

[পদচ্ছেদঃ—সম্বন্ধাৎ (সম্বন্ধ হেতু) এবং (এই প্রকার) অন্যত্র (অন্য স্থলে) অপি (ও)।]

[সরলার্থঃ—"য এষ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষো যশ্চায়ং দক্ষিণেঽক্ষিন্" ইত্যুপক্রম্য আদিত্য-মণ্ডলে অক্ষিণি চ সত্যাখ্যস্য ব্রহ্মণো ব্যাহৃতি-শরীরত্বেনোপাস্যত্বমুক্ত্বা "তস্যোপনিষদহরিত্যধি-দৈবতম্" "তস্যোপনিষদহমিত্যধ্যাত্মম্" ইতি রহস্যনামদ্বয়ম্ উপাসনাঙ্গতয়া পঠিতমস্তি; তত্র সংশয়ঃ—কিমিদং নামদ্বয়মুভয়সাধারণম্? উত তত্তৎস্থাননিয়তম্? ইতি। অত্রোচ্যতে—যথা মনোময়ত্বাদি-গুণবিশিষ্টস্যৈকস্যৈবোপাস্যত্বেন বিদ্যৈক্যম্, এবম্ অন্যত্রাপি—অক্ষ্যাদিত্যাধার-স্যাপি একস্যৈব সত্যস্য ব্রহ্মণঃ স্থানদ্বয়সম্বন্ধাৎ নাস্তি রূপভেদঃ, অতো বিদ্যৈক্যমিত্যর্থঃ॥

বৃহদারণ্যকোপনিষদে সত্য-ব্রহ্মের উপাসনা প্রকরণে 'এই যে আদিত্যমণ্ডলে ও অক্ষিমধ্যে পুরুষ, + + + তাহার অধিদৈবত নাম অহঃ, আর অধ্যাত্ম নাম অহম্', এইরূপ দুইটি নাম—উপাসনার অঙ্গরূপে পঠিত আছে। এখন সংশয় হইতেছে যে, উক্ত নামদ্বয় কি বিভিন্ন-স্থানীয় উপাসনায় পৃথক্ রূপে প্রযোজ্য? অথবা উভয় স্থলেই উভয় নাম অবিশেষে প্রযোজ্য? তদুত্তরে বলিতেছেন—পূর্বে যেমন মনোময়ত্বাদিগুণবিশিষ্ট উপাস্যের ঐক্যনিবন্ধন বিদ্যার ঐক্য, এবং তন্নিবন্ধন গুণোপসংহারও সিদ্ধ হইয়াছে, তেমনি অন্যত্রও—অক্ষি ও আদিত্য সম্বন্ধী উপাস্য সত্যব্রহ্মেরও একত্বনিবন্ধন উভয় স্থলেই উভয় নামের উপসংহার করিতে হইবে ॥৩॥৩॥২০॥]

বৃহদারণ্যকে শ্রূয়তে—"সত্যং ব্রহ্ম" [বৃহদা০ ৭।৪।২] ইত্যুপক্রম্য "তদ্‌যৎ সত্যমসৌ স আদিত্যঃ, য এষ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষো যশ্চায়ং

অগ্নিরহস্যে যেমন মনোময় প্রাণশরীর, ভারূপ ও সত্যসংকল্পত্ব প্রভৃতি গুণ সমূহ শ্রুত আছে; তেমনি বৃহদারণ্যকেও যখন মনোময়ত্বাদি গুণ-সমূহ সমানই রহিয়াছে, এবং তদতিরিক্ত বশিত্বাদি গুণসমূহও যখন সত্যসংকল্পত্বাদি গুণগণ হইতে অভিন্নই বটে, তখন স্বরূপগত ভেদ সিদ্ধ হইতেছে না; সুতরাং উভয়স্থানীয় বিদ্যারই ঐক্য বা অভিন্নতাও সিদ্ধ হইতেছে ॥ ৩ ॥ ৩ ॥ ১৯ ॥ [ষষ্ঠ সমানাধিকরণ ॥ ৬ ॥]

বৃহদারণ্যকোপনিষদে শোনা যায়—'সত্য-ব্রহ্ম' এইরূপ কথার পর 'সেই যে সত্য, তাহা এই প্রসিদ্ধ আদিত্য; যিনি এই আদিত্যমণ্ডলে ও অক্ষি-মধ্যে অবস্থিত পুরুষ,' এইরূপ

দক্ষিণেঽক্ষিন্" [বৃহদা০ ৭।৫।১] ইত্যুপক্রম্য আদিত্যমণ্ডলেঽক্ষিণি (*) চ সত্যস্য ব্রহ্মণো ব্যাহৃতি-শরীরত্বেনোপাস্যত্বমুক্ত্বা "তস্যোপনিষদহরিত্যধিদৈবতম্" [বৃহদা০ ৭।৫।৩] "তস্যোপনিষদহমিত্যধ্যাত্মম্" ইতি দ্বে উপনিষদৌ—রহস্যনামনী উপাসনশেষতয়াম্নায়েতে। তে কিং যথাশ্রুত-স্থানবিশেষনিয়তত্বেন ব্যবস্থিতে? উতোভয়ত্রোভে অনিয়মেন? ইতি সংশয়ে সতি অস্য ব্যাহৃতি-শরীরস্যৈবোপাস্যস্য ব্রহ্মণো দ্বয়োঃ স্থানয়োঃ সম্বন্ধাদুপাস্যৈক্যেন রূপাভেদাৎ সংযোগাদ্যভেদাচ্চ বিদ্যৈক্যাদনিয়মেনেতি প্রাপ্তম্। তদিদমুচ্যতে—সম্বন্ধাদেবমন্যত্রাপীতি।

যথা মনোময়ত্বাদিগুণবিশিষ্টস্যৈকত্বাদুপাস্যৈক্যেন রূপাভেদাদ্ বিদ্যৈক্যাদ্ গুণোপসংহারঃ; এবমন্যত্রাক্ষ্যাদিত্যসম্বন্ধিনো ব্রহ্মণঃ সত্যস্যৈকত্বেন বিদ্যৈক্যাদুভয়োরুভয়ত্রোপসংহারঃ ॥৩॥৩॥২০॥

ভূমিকার পর আদিত্যমণ্ডলে ও অক্ষিমধ্যে সত্যাখ্য ব্রহ্মের ব্যাহৃতিশরীরবিশিষ্টরূপে উপাসনার কথা বলিয়া, সেই উপাসনারই অঙ্গরূপে দুইটি উপনিষৎ অর্থাৎ রহস্যনাম (যাহা কেবল শাস্ত্রৈকগম্য,) উল্লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে তাহার অধিদৈবত নাম হইতেছে—'অহঃ,' আর অধ্যাত্ম নাম হইতেছে—'অহম্'। এখন সংশয় হইতেছে যে, উক্ত নাম দুইটির মধ্যে যেখানে যে নাম পঠিত আছে, কেবল সেখানেই কি সেই নামটি ব্যবহার্য্য? অথবা তাহার কোন নিয়ম নাই, অর্থাৎ উভয়স্থানেই উভয় নামের সম্বন্ধ হইতে পারে? এইরূপ সংশয়ে পাওয়া যাইতেছে যে, ব্যাহৃতি-শরীরবিশিষ্ট সত্যাখ্য উপাস্য ব্রহ্মের সহিত উভয়স্থানেরই সম্বন্ধ থাকায় উপাস্যের ঐক্য রহিয়াছে; উপাস্যের ঐক্য থাকায় বিদ্যারও স্বরূপগত ভেদ নাই, এবং সংযোগাদিরও ভেদ নাই; অতএব বিদ্যার একত্ব নিবন্ধন্ উভয়স্থলেই নামদ্বয়ের সম্বন্ধ হইতে পারে। তদুত্তরে বলা হইতেছে—"সংবন্ধাদেবমন্যত্রাপি" ইতি (†)।

পূর্ব্বসূত্রস্থ উদাহরণে যেরূপ মনোময়ত্বাদি-গুণবিশিষ্টের ঐক্য নিবন্ধন উপাস্যের ঐক্য থাকায় বিদ্যার স্বরূপগত ভেদাভাব হেতু বিদ্যার একত্ব এবং তাহার ফলে গুণেরও উপসংহার করা হইয়াছে; তেমনি অন্যত্র অক্ষি ও আদিত্যসংসৃষ্ট সত্যব্রহ্মেরও একত্ব নিবন্ধন বিদ্যার একত্ব বা অভেদ সিদ্ধ হওয়ায় উভয়স্থানেই উভয় নামের উপসংহার [করিতে হইবে] ॥৩।৩।২০॥

(*) অক্ষণি' ইতি 'ঘ' পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—ইহার নাম সম্বন্ধাধিকরণ। বিশ হইতে বাইশ পর্য্যন্ত তিনটি সূত্র লইয়া এই অধিকরণটি বিরচিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—অক্ষি ও আদিত্যমণ্ডলাধিষ্ঠিত সত্য ব্রহ্মের 'অহঃ' ও 'অহম্' নামদ্বয়। (২) সংশয়—উক্ত নামদ্বয় কি অক্ষি ও আদিত্যমণ্ডলাধিষ্ঠিত উভয় পুরুষের সাধারণ? অথবা নিয়মিত অর্থাৎ যেখানে যাহার উল্লেখ, সেখানেই তাহার প্রয়োগ বা ব্যবহার, (অন্যত্র নহে)। (৩) পূর্ব্বপক্ষ—

এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

ন বা বিশেষাৎ ॥৩।৩।২১॥

[পদচ্ছেদঃ —ন বা (নিশ্চয়ই নহে) বিশেষাৎ (যেহেতু প্রভেদ আছে)।]

[সরলার্থঃ—যৎ বিদ্যৈকত্বাদুভয়োর্নাম্নোরুভয়ত্রাবিশেষেণ উপসংহারঃ কর্ত্তব্য ইতি ; তৎ ন বা নৈব সংগচ্ছতে। কুতঃ ? বিশেষাৎ—উভয়ত্র হি উপাস্যরূপং বিশিষ্যতে বিভিদ্যতে—একত্র আদিত্যস্থানসম্বন্ধি, অন্যত্র চ অক্ষিস্থানসম্বন্ধীতি ; ততশ্চ বিদ্যাভেদাৎ নাম্নোরপি নিয়তত্বমিত্যর্থঃ ॥

বিদ্যার একত্ব বা অভেদনিবন্ধন যে উভয় নামের উভয়স্থানে উপসংহারের কথা বলা হইয়াছে, নিশ্চয়ই তাহা সংগত হইতে পারে না ; কারণ, আদিত্য ও অক্ষিরূপ স্থানভেদে উপাস্যেরও স্বরূপ পৃথক্ হইতেছে ; সুতরাং তৎসম্পর্কিত নামদ্বয়েরও পার্থক্যনিবন্ধন উপসংহার হইতে পারে না ॥ ৩। ৩। ২১ ॥]

ন বৈতদস্তি—যদ্বিদ্যৈক্যাদুপসংহারঃ—ইতি। কুতঃ? বিশেষাৎ—উপাস্যরূপ-বিশেষাৎ। ব্রহ্মণ একত্বেঽপ্যেকত্র আদিত্যমণ্ডলস্থতয়া উপাস্যত্বম্, ইতরত্রাক্ষ্যাধারতয়োপাস্যত্বমিতি স্থানসম্বন্ধিত্বভেদেন রূপ-ভেদাদ্বিদ্যাভেদঃ। নৈবং শাণ্ডিল্যবিদ্যায়াঃ উপাস্যস্থানং ভিদ্যতে, উভয়ত্র হৃদয়াধারত্বেনোপাস্যত্বাৎ। অতো ব্যবস্থিতে ইতি ॥৩।৩।২ ॥

দর্শয়তি চ ॥৩।৩।২২॥

[পদচ্ছেদঃ—দর্শয়তি (প্রদর্শন করিতেছেন) চ (ও)।]

এইরূপ আশঙ্কায় আমরা বলিতেছি—"নবা বিশেষাৎ" ইতি। নিশ্চয়ই এরূপ হইতে পারে না যে, বিদ্যার একত্ব নিবন্ধন গুণোপসংহার করিতেই হইবে। কারণ? যেহেতু বিশেষ—উপাস্যের রূপগত বিশেষ রহিয়াছে। উপাস্য ব্রহ্ম স্বরূপতঃ এক হইলেও এক স্থলে আদিত্যমণ্ডলগতরূপে উপাস্য; অন্যত্র অক্ষিগতরূপে উপাস্য; এইরূপ বিভিন্ন স্থান-সম্বন্ধ নিবন্ধন উপাস্যের রূপভেদ বশতঃ বিদ্যারও ভেদ সিদ্ধ হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত শাণ্ডিল্যবিদ্যায় কিন্তু এরূপ রূপভেদ নাই ; কারণ, সেখানে উভয়স্থানেই হৃদয়স্থিতরূপে ব্রহ্মের উপাস্যত্ব রহিয়াছে। অতএব উক্ত নাম দ্বয় নিশ্চয়ই ব্যবস্থিত, অর্থাৎ যেখানে যে নাম পঠিত, সেখানেই তাহার প্রয়োগ, অন্যত্র নহে ॥ ৩। ৩। ২১ ॥

অক্ষি ও আদিত্যরূপ অধিষ্ঠানের ভেদ সত্ত্বেও উপাস্য যখন এক, তখন উভয় স্থানেই উক্ত নামদ্বয়ের সম্বন্ধ হইবে। (৪) উত্তর—না—স্থানভেদে উপাস্যেরও স্বরূপভেদ হওয়ায় বিদ্যারও ভেদ এবং তন্নিবন্ধন নামদ্বয়েরও উভয় স্থানে অনুপসংহার। (৫) নির্ণয়—অতএব নির্দ্দিষ্ট স্থানেই উপাসনার অঙ্গরূপে উক্ত নামদ্বয়ের চিন্তা করিতে হইবে।

[সরলার্থঃ—"তস্যৈতস্য তদেব রূপং, যদমুষ্য রূপম্" ইত্যাদিনা স্বয়ং শ্রুতিরপি অক্ষ্যাদিত্যাধারয়োঃ রূপাদ্যতিশয়েন গুণানুপসংহারং দর্শয়তি। বিষৈকত্বে হি অতিদেশো নাপেক্ষ্যতে।

বিশেষতঃ 'সেই আদিত্যপুরুষের যাহা রূপ, এই পুরুষেরও তাহাই রূপ' ইত্যাদি শ্রুতিই অক্ষিপুরুষে আদিত্যপুরুষীয় রূপবিশেষের অতিদেশ দ্বারাও উভয়ের গুণোপসংহারের অভাব প্রদর্শন করিতেছে॥ ৩। ৩। ২২॥] [সপ্তম সম্বন্ধাধিকরণ॥ ৭॥]

দর্শয়তি চাক্ষ্যাধারাদিত্যাধারয়োর্গুণানুপসংহারং "তস্যৈতস্য তদেব রূপং, যদমুষ্য রূপম্" [ছান্দো০ ১।৭।৫] ইত্যাদিনা রূপাদ্যতিদেশেন। স্বতো হ্যপ্রাপ্তাবতিদেশেন প্রাপ্ত্যপেক্ষা॥৩॥৩॥২২॥

[সপ্তমং সম্বন্ধাধিকরণম্॥৭॥]

সম্ভৃত্যধিকরণম্।] **সম্ভৃতি-দ্যুব্যাপ্ত্যপি চাতঃ॥৩॥৩॥২৩॥**

[পদচ্ছেদঃ—সম্ভৃতিদ্যুব্যাপ্তি (সম্যক্ভরণ ও দ্যুলোকব্যাপকতা) অপি (ও) চ (এবং) অতঃ (এই হেতু)।]

সরলার্থঃ—"ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠা বীর্য্যা সম্ভৃতানি, ব্রহ্মাগ্রে জ্যেষ্ঠং দিবমাততান" ইত্যত্র ব্রহ্মণি জ্যেষ্ঠানাং গুণানাং সম্ভৃতিঃ দ্যুব্যাপ্তিশ্চেত্যাদি গুণজাতং পঠিতমস্তি, তৎ পুনঃ উপাসনাবিশেষাঙ্গত্বেনাপ্রাপ্তমপি সর্ব্বেষূপাসনেষু উপসংহর্ত্তব্যম্, নবা? ইতি সংশয়ে আহ—অতএব স্থানভেদাদেরবস্থাভেদসিদ্ধান্তাদেব সম্ভৃতি-দ্যুব্যাপ্তি অপি তত্তৎস্থান এব চিন্তনীয়ং; নতু সর্ব্বত্র ইত্যর্থঃ॥

"ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠা বীর্য্যা" ইত্যাদি শ্রুতিতে যে সম্ভৃতি ও দ্যুলোকব্যাপ্তি প্রভৃতি গুণের উল্লেখ রহিয়াছে, তাহাও এই কারণে তত্তৎস্থানেই চিন্তনীয়, কিন্তু সর্ব্বত্র নহে॥৩॥৩॥২৩॥]

[অষ্টম সম্ভৃত্যধিকরণ॥ ৮॥]

'সেই এই অক্ষিপুরুষের তাহাই রূপ, যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী আদিত্যপুরুষের রূপ' ইত্যাদি বাক্যে রূপাদির অতিদেশ দ্বারা, অর্থাৎ অক্ষিপুরুষে আদিত্যপুরুষীয় রূপের আরোপ দ্বারা স্বয়ং শ্রুতিও অক্ষিস্থ ও আদিত্যস্থ পুরুষদ্বয়ের সম্বন্ধে গুণোপসংহারের অভাব প্রদর্শন করিতেছেন। কারণ, যেখানে স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই, সেখানেই অতিদেশের আবশ্যক হইয়া থাকে। [কিন্তু রূপভেদ না থাকিলে আপনা হইতেই উভয়স্থলে সমস্ত গুণের উপসংহার হইতে পারিত, তজ্জন্য আর অতিদেশের আবশ্যক হইত না]॥ ৩। ৩।২২॥

[সপ্তম সম্বন্ধাধিকরণ॥ ৭॥]

তৈত্তীরিয়কে নারায়ণীয়ানাং (*) খিলেষু চ—

"ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠা বীর্য্যা সম্ভৃতানি ব্রহ্মাগ্রে জ্যেষ্ঠং দিবমাততান।
ব্রহ্ম ভূতানাং প্রথমোত জজ্ঞে তেনার্হতি ব্রহ্মণা স্পর্দ্ধিতুং কঃ॥"

ইতি ব্রহ্মণি জ্যেষ্ঠানাং বীর্য্যাণাং সম্ভৃতিঃ দ্যুব্যাপ্তিশ্চেত্যাদিগুণজাতমাম্নাতম্। তেষামুপাসনবিশেষমনারভ্যাধীতানাং গুণানাং সর্ব্বাসুবিদ্যাসূপসংহারে প্রাপ্ত উচ্যতে—"সম্ভৃতি-দ্যুব্যাপ্ত্যপি" ইতি।

[সিদ্ধান্তঃ—]

সম্ভৃতি-দ্যুব্যাপ্তীতি সমাহারদ্বন্দ্বত্বাদেকবদ্ভাবঃ। সম্ভৃত্যাদিকমনারভ্যাধীতমপি অতএব স্থানভেদাদ্ব্যবস্থাপ্যম্; ন সর্ব্বত্রোপসংহর্ত্তব্যম্। কথম্ অনারভ্যাধীতানাং স্থানবিশেষনিয়তত্বম্? স্বসামর্থ্যাদিতি ব্রূমঃ। দ্যুব্যাপ্তিস্তাবৎ হৃদয়াদ্যল্পস্থানগোচরাসু বিদ্যাসু নোপসংহর্ত্তুং শক্যা;

তৈত্তিরীয়কে এবং নারায়ণীয় খিলকাণ্ডে 'ব্রহ্মেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বীর্য্যসমূহ সঞ্চিত ছিল, এবং আদিভূত ব্রহ্মই প্রথমে দ্যুলোকে ব্যাপ্ত ছিলেন; ব্রহ্মই সর্ব্বভূতের অগ্রে জন্মিয়াছিলেন; সেই হেতু ব্রহ্মের সহিত স্পর্দ্ধা করিতে কে সমর্থ হয়'? এইরূপে উৎকৃষ্ট বীর্য্যরাশির সঞ্চিতভাব ও দ্যুলোক-ব্যাপ্তি প্রভৃতি গুণসমূহ পঠিত আছে; কিন্তু কোনও উপাসনাবিশেষের প্রসঙ্গক্রমে পঠিত হয় নাই; অতএব সমস্ত বিদ্যায়ই সেই সমস্ত গুণের উপসংহার সম্ভবপর হয় কি না, এই আশঙ্কায় বলা হইতেছে—"সম্ভৃতি-দ্যুব্যাপ্ত্যপি" ইত্যাদি (†)।

'সম্ভৃতি-দ্যুব্যাপ্তি' পদটিতে সমাহার দ্বন্দ্ব হওয়ায় একবচন হইয়াছে, (নচেৎ দ্বিবচনে 'সম্ভৃতি-দ্যুব্যাপ্তী' হইতে পারিত)। সম্ভৃতি প্রভৃতি গুণসমূহ প্রকরণবিশেষে পঠিত না হইলেও অর্থাৎ সামান্যভাবে পঠিত হইলেও, এই কারণেই—পূর্ব্বোক্ত স্থানভেদ বশতই তাহাদের পৃথক্ ব্যবস্থা করিতে হইবে, কিন্তু সর্ব্বত্র উপসংহার করিতে হইবে না। ভাল, যে সমস্ত গুণ কোনও প্রকরণবিশেষে পঠিত হয় নাই, সে সমস্ত গুণ স্থানবিশেষে (কোন এক বিশেষ উপাসনা মধ্যে) নিবদ্ধ থাকিবে কেন? আমরা বলি—স্বীয় যোগ্যতানুসারেই থাকিবে।

প্রথমতঃ হৃদয়াদি অল্পস্থানবিষয়ক যে সমস্ত বিদ্যা আছে, সে সমস্ত বিদ্যায় ত দ্যুব্যাপ্তিগুণের উপসংহার করা একেবারেই অসম্ভব। তাহার পর সম্ভৃতি প্রভৃতি গুণনিচয়ও যখন

(*) নারাণায়ণীয়ানাম্' ইতি 'ক' পাঠো ন সমীচীনঃ।

(†) তাৎপর্য্য—এই সম্ভৃত্যধিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—"ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠা" ইত্যাদি বাক্যোক্ত সম্ভৃত্যাদি গুণ। (২) সংশয়—সামান্যাকারে উল্লিখিত ঐ গুণদ্বয়ের অন্যত্রও উপসংহার আছে কি না? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—ইহা যখন কোনও বিশেষ প্রকরণে পঠিত হয় নাই, তখন অবশ্যই অন্যত্র উপসংহার হইতে পারে। (৪) উত্তর—না—সামান্যাকারে পঠিত হইলেও এই স্থানভেদরূপ হেতুতেই উহাদের অন্যত্র উপসংহার হইতে পারে না। (৫) নির্ণয়—অতএব ক্ষুদ্র স্থানাবলম্বী কোন বিদ্যায়ই উহাদের উপসংহার নাই।

সম্ভৃত্যাদয়োঽপি তৎসহচারিণস্তত্তুল্যদেশা ইত্যল্পস্থানবিষয়াসু বিদ্যাস্বনুপসংহার্য্যাঃ। শাণ্ডিল্যদহরাদিবিদ্যাস্বল্পস্থান-বিষয়াসু "জ্যায়ান্ পৃথিব্যাঃ" [ছান্দো০ ৩।১৪।৩] "যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ" [ছান্দো০ ৮।১।৩] ইত্যাদয়স্তত্র তত্রাশক্যোপসংহারাঃ মনোময়ত্বাপহতপাপ্মত্বাদিবিশিষ্টস্যোপাস্যস্য মাহাত্ম্যপ্রতিপাদনপরাঃ ॥৩॥৩॥২৩॥

[অষ্টমং সম্ভৃত্যধিকরণম্ ॥৮॥]

পুরুষবিদ্যাধিকরণম্।] **পুরুষবিদ্যায়ামপি চেতরেষামনাম্নানাৎ ॥৩॥৩॥২৪॥**

[পদচ্ছেদঃ—পুরুষবিদ্যায়াম্ (পুরুষবিদ্যানামক উপাসনায়) অপি (ও) চ (এবং) ইতরেষাং (অপরাপর গুণের) অনাম্নানাৎ (যেহেতু পাঠ নাই)।]

[সরলার্থঃ—ছান্দোগ্যে তৈত্তিরীয়কে চ পঠিতা পুরুষবিদ্যা ভিন্নৈব; কুতঃ? যজমান পত্ন্যাদীনাং যজ্ঞাবয়বানাম্ ইতরেষাং সবনত্রয়াণাং চ একত্র পঠিতানাম্ অন্যত্র অনাম্নানাং অপঠিতত্বাদিত্যর্থঃ। চকারাৎ ফলভেদসমুচ্চয়ঃ। তৈত্তিরীয়কে ব্রহ্মমহিমপ্রাপ্তিঃ ফলং, ছান্দোগ্যে তু 'শতং জীবতি'ইতি শতবর্ষজীবিত্বং ফলম্, তস্মাদপি ন বিদ্যৈকত্বমিতি ভাবঃ ॥

ছান্দোগ্য ও তৈত্তিরীয়কোপনিষদে পুরুষবিদ্যা নামে একটি বিদ্যার উল্লেখ আছে। উক্ত উভয় শ্রুতির পুরুষ স্বতন্ত্র—এক নহে। কারণ, এক স্থলে যজমানপত্নী ও সবনত্রয়াদি যে সমস্ত যজ্ঞাঙ্গ পঠিত আছে, অন্য স্থানে সে সমুদয়ের উল্লেখ নাই। বিশেষতঃ ফলেরও প্রভেদ রহিয়াছে—তৈত্তিরীয়কে ব্রহ্মমহিমা প্রাপ্তি বিদ্যাফল, আর ছান্দোগ্যে শতবর্ষজীবন বিদ্যাফল। কাজেই বলিতে হইবে যে, উভয়স্থানীয় বিদ্যা এক নহে—সম্পূর্ণ ভিন্ন ॥৩॥৩॥২৪॥

তৈত্তিরীয়কে পুরুষবিদ্যাম্নায়তে—"তস্যৈবংবিদুষো যজ্ঞস্যাত্মা যজমানঃ,

---

তাহারই সহচর, তখন বুঝিতে হইবে যে, ঐ সমস্ত গুণও দ্যুব্যাপ্তি-গুণেরই তুল্যদেশবর্ত্তী; সুতরাং সে সমস্ত গুণেরও অল্পস্থানাবলম্বী বিদ্যাসমূহে উপসংহার হইতে পারে না। আর 'পৃথিবী অপেক্ষা বৃহৎ' 'এই বাহ্য আকাশ যে পরিমাণ, এই হৃদয়ান্তর্বর্ত্তী আকাশও সেই পরিমাণ' ইত্যাদি গুণসমূহ যদিও ক্ষুদ্রস্থানাবলম্বী শাণ্ডিল্যবিদ্যা ও দহরাদিবিদ্যায় উপসংহারযোগ্য না হউক, তথাপি মনোময়ত্ব ও অপহতপাপ্মত্বাদি গুণাবিশিষ্ট উপাস্য বস্তুর মহিমা-প্রকাশনেই উহাদের তাৎপর্য্য; (সুতরাং এরূপ অবস্থায় উপসংহারে কোনও দোষ হইতেছে না) ॥৩॥৩॥২৩॥

[অষ্টম সম্ভৃত্যধিকরণ ॥৮॥]

তৈত্তিরীয়কোপনিষদে 'পুরুষবিদ্যা' নামে একটি উপাসনা কথিত আছে। যথা—'এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন সেই যজ্ঞপুরুষের আত্মাই যজমান (যজ্ঞকর্ত্তা), শ্রদ্ধা তাহার পত্নী, শরীর তাহার

শ্রদ্ধা পত্নী, শরীরমিধ্মমুরো বেদির্লোমানি বর্হিঃ” [তৈত্তি° নারায়ণ° ৫২] ইত্যাদিকা। ছান্দোগ্যেঽপি পুরুষবিদ্যা আম্নায়তে—“পুরুষো বাব যজ্ঞস্তস্য যানি চতুর্বিংশতিবর্ষাণি” [ছান্দো° ৩।১৬।১] ইত্যাদিকা। তত্র সংশয়ঃ—কিমত্র বিদ্যা ভিদ্যতে, উত নেতি। পুরুষ-বিদ্যেতি নামৈক্যাৎ পুরুষাবয়বেষু যজ্ঞাবয়বকল্পনসাম্যেন রূপৈক্যাৎ তৈত্তিরীয়কে ফলসংযোগাশ্রবণাৎ “প্র হ ষোড়শং বর্ষশতং জীবতি” [ছান্দো° ৩।১৬।৭] ইতি চ্ছান্দোগ্যে শ্রুতস্যৈব পুরুষবিদ্যাফলত্বাৎ ফল-সংযোগস্যাপ্যবিশেষাদ্বিদ্যৈক্যম্; ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

উভয়ত্রাম্নাতয়োর্বিদ্যয়োঃ পুরুষবিদ্যাত্বেঽপি বিদ্যাভেদোঽস্ত্যেব; কুতঃ? ইতরেষামনাম্নানাৎ—একস্যাং শাখায়ামাম্নাতানাং গুণানা-মন্যত্রানাম্নানাৎ। তথাহি—“যৎ সায়ং প্রাতর্মধ্যন্দিনং চ, তানি সবনানি” [তৈত্তি° নারায়ণ° ৫২ অনু] ইত্যাদয়স্তৈত্তিরীয়কে আম্নাতাঃ, ছান্দোগ্যে

কাষ্ঠ (যজ্ঞীয় সমিধ্), বক্ষঃস্থল বেদি, লোম সমূহ বর্হিস্ (কুশ)’, ইত্যাদি। ছান্দোগ্যো-পনিষদেও পুরুষবিদ্যা পঠিত আছে। যথা—‘প্রসিদ্ধ পুরুষই হইতেছে—যজ্ঞ, তাহার যে চতুর্বিংশতি বর্ষ আয়ুঃ’ ইত্যাদি। এখানে সংশয় এই যে, উক্ত উভয় স্থলে বিদ্যা ভিন্ন ভিন্ন কি না।

[পূর্ব্বপক্ষ—] ‘পুরুষবিদ্যা’ এই নামের ঐক্য থাকায় এবং পুরুষের অবয়বে যজ্ঞাবয়ত্ব কল্পনার সাম্য নিবন্ধন স্বরূপগতও ঐক্য থাকায়, বিশেষতঃ তৈত্তিরীয়কে বিদ্যাফলের উল্লেখ না থাকায়, ছান্দোগ্যোক্ত—‘সে লোক ষোড়শ শত বর্ষ জীবিত থাকে,’ এই ফলই পুরুষ-বিদ্যার ফলরূপে গৃহীত হওয়ায় ফলসম্বন্ধেরও কিছুমাত্র বিশেষ বা প্রভেদ নাই; সুতরাং উভয়-স্থানীয় পুরুষবিদ্যাই এক। এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—(*)

[সিদ্ধান্ত—বিদ্যাভেদ।]

তৈত্তিরীয়কে ও ছান্দোগ্যে পঠিত বিদ্যাদ্বয়ের (‘পুরুষবিদ্যা’ এই) নামতঃ ঐক্য থাকিলেও নিশ্চয়ই উভয় বিদ্যার ভেদ বা পার্থক্য আছে। কারণ? যেহেতু নামের ঐক্য থাকিলেও অপর কোন ধর্ম্মেরই উল্লেখ নাই, অর্থাৎ এক শাখায় পঠিত গুণ সমূহের অপর শাখায় উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে না। দেখ;—‘এই যে, সায়ং প্রাতঃ ও মধ্যাহ্নকাল, তাহাই ত্রিসবন।’ ইত্যাদি ধর্ম্মসমূহ কেবল তৈত্তিরীয়কেই পঠিত আছে,

---

(*) তাৎপর্য্য—এই পুরুষবিদ্যাধিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—তৈত্তিরীয় ও ছান্দোগ্যোপ-নিষদুক্ত পুরুষবিদ্যা। (২) সংশয়—উভয় শ্রুতির পুরুষবিদ্যা কি ভিন্ন? না, এক? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—‘পুরুষবিদ্যা’ নামের যখন ঐক্য রহিয়াছে, তখন উভয় বিদ্যাই এক। (৪) উত্তর—না—সবনত্রয়-কল্পনার প্রভেদ থাকায়, এবং যজমান ও পত্নী প্রভৃতি-কল্পনারও পার্থক্য থাকায় রূপ ভেদ ঘটিতেছে; কাজেই বিদ্যারও ভেদ হইতেছে। (৫) নির্ণয়—অতএব উভয় বিদ্যার ভেদ নিবন্ধন নামোপসংহার হইবে না।

সবনত্বেন নাম্নায়ন্তে; ত্রেধা বিভক্তং পুরুষায়ুষং ছান্দোগ্যে সবনত্বেন কল্প্যতে; ছান্দোগ্যে শ্রুতানামশিশিষাদীনাং দীক্ষাদিত্বকল্পনং তৈত্তিরীয়কে ন কৃতম্; যজমানপত্ন্যাদিপরিকল্পনং চান্যথা। অতো রূপমুভয়ত্র ভিদ্যতে। তথা ফলসংযোগোঽপি ভিদ্যতে; তৈত্তিরীয়কে হি পূর্ব্বানুবাকে "ব্রহ্মণে ত্বা মহস ওমিত্যাত্মানং যুঞ্জীত" [তৈত্তি০ নারায়ণ০ ৭৯ অনু] ইতি ব্রহ্মবিদ্যামভিধায় তৎফলত্বেন "ব্রহ্মণো মহিমানমাপ্নোতি" [তৈত্তি০ নারায়ণ০ ৫২ অনু] ইত্যুক্ত্বা "তস্যৈবং বিদুষঃ" ইত্যাদিনা আম্নাতা পুরুষবিদ্যা—অস্যৈব ব্রহ্মবিদুষো যজ্ঞত্বকল্পনমিতি গম্যতে। অতো ব্রহ্মবিদ্যাঙ্গত্বাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তিরেবাত্র ফলম্; "ফলবৎসন্নিধাবফলং তদঙ্গম্" [পূর্ব্বমীমাংসা ন্যায়ঃ] ইতি ন্যায়াৎ তৈত্তিরীয়কাম্নাতা পুরুষবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যাঙ্গমিতি গম্যতে। ছান্দোগ্যে তু আয়ুঃপ্রাপ্তিফলা পুরুষবিদ্যেত্যুক্তম্। অতো রূপ-সংযোগয়োর্ভেদাৎ বিদ্যাভেদঃ, ইত্যেকত্রাম্নাতানাং গুণানামিতরত্রানুপসংহারঃ ॥৩॥৩॥২৪॥

[নবমং পুরুষবিদ্যাধিকরণম্ ॥৯॥]

ছান্দোগ্যে কিন্তু এ সমস্ত কাল সবনরূপে পঠিত হয় নাই, পরন্তু তিনভাগে বিভক্ত পুরুষের আয়ু বা জীবিত কালই সবনত্রয়রূপে কল্পিত হইয়াছে। ছান্দোগ্যে অশিশিষাদিকে (ভোজনেচ্ছাপ্রভৃতিকে) দীক্ষাদিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে; পত্নী প্রভৃতির কল্পনাও অন্যপ্রকার করা হইয়াছে; অতএব উভয় স্থানেই বিদ্যার স্বরূপ ভিন্ন হইতেছে। এইরূপ ফলসংযোগও (ফলোল্লেখও) উভয় স্থলে একরূপ নহে। দেখ, তৈত্তিরীয়কে ইহারই পূর্ব্বানুবাকে 'জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মের উদ্দেশে 'ওঁম্' ইত্যাকারে স্বীয় আত্মাকে সংযোজিত বা সমাহিত করিবে' এইরূপে ব্রহ্মবিদ্যার উল্লেখ করিয়া তাহার ফলরূপে আবার 'ব্রহ্মের মহিমা প্রাপ্ত হয়' এই কথা বলিয়া "তস্য এবংবিদুষঃ" বাক্যে যে পুরুষ-বিদ্যার উল্লেখ করিয়াছেন; বুঝা যাইতেছে যে, তাহা এই ব্রহ্মবিদেরই যজ্ঞত্ব কল্পনা মাত্র, (স্বতন্ত্র নহে)। অতএব ইহা যখন ব্রহ্মবিদ্যারই অঙ্গ, তখন ব্রহ্মপ্রাপ্তিই ইহার ফল। বিশেষতঃ 'সফল ক্রিয়ার সন্নিধানে উক্ত ফলরহিত ক্রিয়া সেই সফল কার্য্যেরই অঙ্গরূপ' এই নিয়মানুসারেও বুঝা যাইতেছে যে, তৈত্তিরীয়কে পঠিত পুরুষবিদ্যাটি ব্রহ্মবিদ্যারই অঙ্গস্বরূপ, (স্বতন্ত্র নহে)। ছান্দোগ্যে কিন্তু দীর্ঘজীবন লাভই পুরুষবিদ্যার ফল বলিয়া কথিত হইয়াছে। অতএব স্বরূপ ও ফলসংযোগ ভিন্ন হওয়ায় বিদ্যাও ভিন্ন (এক নহে); সুতরাং একস্থানে পঠিত গুণ সমূহের অপর বিদ্যায় উপসংহার হইতে পারে না ॥৩॥৩॥২৪॥

[নবম পুরুষবিদ্যাধিকরণ ॥৯॥]

বেধাদ্যধিকরণম্।] **বেধাদ্যর্থভেদাৎ ॥৩।৩।২৫॥**

[পদচ্ছেদঃ—বেধাদি (বেধাদি মন্ত্রের) অর্থভেদাৎ (যেহেতু প্রয়োজনের ভেদ আছে)।]

[সরলার্থঃ—আথর্ব্বণিকাদ্যুপনিষদারম্ভে পঠিতাঃ 'শুক্রং প্রবিধ্য হৃদয়ং প্রবিধ্য" ইত্যাদয়ো মন্ত্রা ন বিদ্যাঙ্গভূতাঃ, অপিতু অধ্যয়নাঙ্গভূতা এব। কুতঃ? অর্থভেদাৎ প্রয়োজনভেদাদিত্যর্থঃ। মন্ত্রাণাঞ্চ প্রয়োজনমন্যৎ, বিদ্যায়াশ্চান্যদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥৩।৩।২৫॥

আথর্ব্বণিকা উপনিষদারম্ভে "শুক্রং প্রবিধ্য, হৃদয়ং প্রবিধ্য" ইত্যাদীন্ মন্ত্রানধীয়তে; সামগাশ্চ রহস্যব্রাহ্মণারম্ভে "দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞং প্রসুব" [সাম০ রহস্যব্রাহ্মণে০] ইত্যাদ্যামনন্তি; কাঠকাস্তৈত্তিরীয়কাশ্চ "শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ" [তৈত্তি০ শী০ ১ অনু০] ইত্যাদিকম্; শাট্যায়নিনশ্চ "শ্বেতোঽশ্বো হরিনীলোঽসি" ইত্যাদিকম্; ঐতরেয়িণস্তু মহাব্রতব্রাহ্মণমধীয়তে—"ইন্দ্রো হ বৈ বৃত্রং হত্বা মহানভবৎ" ইত্যাদি; কৌষীতকিনোঽপি মহাব্রতব্রাহ্মণমেব "প্রজাপতির্ব্বৈ সম্বৎসরস্তস্যৈষ আত্মা—যন্মহাব্রতম্" ইতি; বাজসনেয়িনস্তু প্রবর্গ্যব্রাহ্মণম্ "দেবা হ বৈ সত্রং নিষেদুঃ" ইত্যাদি। তত্র সংশয়ঃ—কিমুপনিষদারম্ভেষ্বধীতাঃ "শুক্রং প্রবিধ্য" "শং নো মিত্রঃ" ইত্যাদয়ো মন্ত্রাঃ প্রবর্গ্যাদীনি চ কর্ম্মাণি বিদ্যাঙ্গম্, উত নেতি। কিং যুক্তম্? বিদ্যাঙ্গমিতি। কুতঃ? সন্নিধিসমাম্নানাৎ

অথর্ব্ববেদীয়গণ উপনিষৎ প্রারম্ভে 'শুক্র বিদ্ধ করিয়া এবং হৃদয় প্রবিদ্ধ করিয়া' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন; সামবেদীয়গণ রহস্যব্রাহ্মণের প্রারম্ভে 'হে প্রকাশমান সূর্য্য, যজ্ঞ প্রসব কর (যজ্ঞ সম্পাদনে অনুকূল হও)' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন; কাঠক ও তৈত্তিরীয়গণ আবার 'সূর্য্য আমাদের মঙ্গল করুন, বরুণ আমাদের কল্যাণ করুন' ইত্যাদি পাঠ করিয়া থাকেন, শাট্যায়ন-শাখীরাও পাঠ করিয়া থাকেন যে, 'তুমি হইতেছ হরিনীল শ্বেত অশ্ব' ইত্যাদি। ঐতরেয়, শাখীরা আবার—'ইন্দ্র বৃত্রকে নিহত করিয়া বড় হইয়াছিলেন' ইত্যাদি মহাব্রত ব্রাহ্মণ পাঠ করিয়া থাকেন। কৌষীতকীরাও 'প্রজাপতিই সংবৎসর; ইহাই তাহার আত্মা, যাহার নাম মহাব্রত,' এইরূপে মহাব্রত ব্রাহ্মণই অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। বাজসনেয়ীরা কিন্তু 'দেবগণ সত্রে (যাগে,) নিমগ্ন ছিলেন' ইত্যাদি প্রবর্গ্য-ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। এখানে সংশয় এই যে, উপনিষৎ প্রারম্ভে পঠিত "শুক্রং প্রবিধ্য" "শং নো মিত্রঃ" ইত্যাদি মন্ত্র সমূহ এবং প্রবর্গ্য প্রভৃতি কর্ম্মনিচয় বিদ্যারই অঙ্গভূত কি না? কোন্ পক্ষটি যুক্তিসম্মত? বিদ্যাঙ্গপক্ষই। কারণ? যেহেতু বিদ্যার সন্নিধানে পঠিত হওয়ায় বিদ্যাঙ্গত্বই প্রতীত হইতেছে। যদিও [সন্নিধান অপেক্ষা] বলবান্ শ্রুতি, লিঙ্গ ও

বিদ্যাঙ্গত্বপ্রতীতেঃ। যদ্যপি "শুক্রং প্রবিধ্য" [তৈত্তি° আন° ১ অনু°] ইত্যাদীনাং মন্ত্রাণাং প্রবর্গ্যাদেশ্চ কর্ম্মণঃ শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্যৈর্বলবদ্ভির্যথাযথং কর্ম্মসু বিনিয়োগোঽবগম্যতে, তথাপি "শং নো মিত্রঃ" [তৈত্তি° শী° ১ অনু°] "সহ নাববতু" [তৈত্তি° আন° ১ অনু°] ইত্যাদের্মন্ত্রস্যান্যত্র বিনিয়োগাভাবাৎ বিদ্যাধিকারাচ্চ বিদ্যাঙ্গত্বমবর্জ্জনীয়মিতি সর্ব্বাসু বিদ্যাসু ইমে মন্ত্রা উপসংহর্ত্তব্যাঃ। এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

বেধাদ্যর্থভেদাৎ—"শুক্রং প্রবিধ্য হৃদয়ং প্রবিধ্য" "ঋতং বদিষ্যামি, সত্যং বদিষ্যামি" [তৈত্তি° শী° ১ অনু°] "ঋতমবাদিষং সত্যমবাদিষম্" [তৈত্তি° শী° ১২ অনু° ১] "তেজস্বিনাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ"

বাক্যানুসারে (*) "শুক্রং প্রবিধ্য" ইত্যাদি মন্ত্রের ও প্রবর্গ্যাদি কর্ম্ম সমূহের যজ্ঞাদি কর্ম্মে বিনিয়োগই বুঝা যাইতেছে সত্য, তথাপি "শং নো মিত্রঃ" "সহ নাববতু" ইত্যাদি মন্ত্রের অন্য কোথাও যখন বিনিয়োগ বা প্রয়োগ নাই, অথচ বিদ্যাধিকারেই (উপনিষদে) পঠিত, তখন কিছুতেই ইহাদের বিদ্যাঙ্গত্ব বারণ করা যাইতে পারে না; অতএব সমস্ত উপাসনাতেই উক্ত মন্ত্রসমূহের উপসংহার করিতে হইবে। এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় আমরা বলিতেছি— "বেধাদ্যর্থভেদাৎ" ইতি।

[সিদ্ধান্ত—উক্ত মন্ত্র সমূহের বিদ্যাঙ্গত্ব খণ্ডন।]

"শুক্রং প্রবিধ্য হৃদয়ং প্রবিধ্য", 'ঋত (সত্য প্রিয় বাক্য, অথবা ব্রহ্ম) বলিব, সত্য বলিব, ঋত বলিয়াছি, সত্য বলিয়াছি,' 'আমাদের (গুরু ও শিষ্যের) অধ্যয়ন বীর্য্যসম্পন্ন হউক, আমরা যেন বিদ্বেষসম্পন্ন না হই'

(*) তাৎপর্য্য—মীমাংসা দর্শনে এইরূপ একটি সূত্র আছে, "শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্য-প্রকরণ-স্থান-সমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্বল্যমর্থ-বিপ্রকর্ষাৎ" (মীমা° ৩,৩।১৪)। ইহার অর্থ এই যে, শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা (সংজ্ঞা বা নাম), ইহাদের মধ্যে যখন একই বিষয়ে বিরোধ উপস্থিত হয়, তখন পূর্ব্ব পূর্ব্ব হেতু অপেক্ষা পরবর্ত্তী হেতুগুলি দুর্ব্বল হইয়া থাকে। যেমন শ্রুতি অপেক্ষা লিঙ্গ দুর্ব্বল; আবার লিঙ্গ অপেক্ষাও বাক্য দুর্ব্বল; এইরূপ বাক্য অপেক্ষাও প্রকরণ দুর্ব্বল ইত্যাদি। বিলম্বে অর্থপ্রতিপাদনই এই দুর্ব্বলতার কারণ; অপেক্ষাকৃত প্রথমে যাহার সাহায্যে অর্থ নিশ্চয় করা যায়, অন্যাপেক্ষা তাহারই বলবত্তা, অর্থাৎ তদনুসারেই অর্থ বিশেষ অবধারণ করিতে হয়। শ্রুতি লিঙ্গাদির পরিচয় এইরূপ—

"শ্রুতির্দ্বিতীয়া ক্ষমতা চ লিঙ্গং বাক্যং পদান্যেব তু সংহতানি।
সা প্রক্রিয়া যা কথম্?—ইত্যপেক্ষা স্থানং ক্রমো যোগবলং সমাখ্যা॥"

অর্থাৎ দ্বিতীয়া প্রভৃতি কারকবিভক্ত্যন্ত পদের নাম শ্রুতি; লিঙ্গ অর্থ ক্ষমতা অর্থবোধনোপযোগী সামর্থ্য; বাক্য অর্থ—সম্মিলিত পদসমূহ। কথম্? (ইহা কিপ্রকারে?) এইরূপ আকাঙ্ক্ষা বা আকাঙ্ক্ষোত্থাপিত পদ-

[তৈত্তি০ ভৃগু০ ১ অনু০ ১] ইত্যাদিভির্লিঙ্গৈরভিচারাধ্যয়নাদিষ্বেষাং বিনিয়োগাবগমাৎ ন বিদ্যাঙ্গত্বম্। এতদুক্তং ভবতি—যথা "হৃদয়ং প্রবিধ্য" ইত্যাদিমন্ত্রসামর্থ্যাৎ "শুক্রং প্রবিধ্য" ইত্যাদীনামভিচারাদি-শেষত্বমবগম্যতে, এবমেব "ঋতং বদিষ্যামি" "তেজস্বিনাবধীতমস্তু" ইত্যাদিমন্ত্রসামর্থ্যাদেব স্বাধ্যায়-শেষত্বং "শং নো মিত্রঃ" ইত্যাদিমন্ত্রাণামবগম্যতে; অতো ন তেষাং বিদ্যাঙ্গত্বম্ ইতি। "শুক্রং প্রবিধ্য" ইত্যাদীনাং প্রবর্গ্যাদিব্রাহ্মণানাং চেহ পাঠো দিবাকীর্ত্যত্বারণ্যেঽনুবাক্যত্বকৃতঃ ॥৩॥৩॥২৫॥

[ইতি দশমং বেধাদ্যধিকরণম্ ॥১০॥]

ইত্যাদি মন্ত্রলিঙ্গেও যখন উক্ত মন্ত্রসমূহের আভিচারিক (*) অধ্যয়নাঙ্গত্বই জানা যাইতেছে, তখন আর ইহাদের বিদ্যাঙ্গত্ব হইতে পারে না।

এই কথা বলা হইতেছে যে, "হৃদয়ং প্রবিধ্য" এই মন্ত্রানুসারে "শুক্রং প্রবিধ্য" ইত্যাদি অংশেরও যেমন আভিচারিক ক্রিয়াঙ্গত্ব জানা যাইতেছে, ঠিক তেমনি "ঋতং বদিষ্যামি", "তেজস্বিনাবধীতমস্তু" ইত্যাদি মন্ত্রের তাৎপর্য্যানুসারেও "শং নো মিত্রঃ" ইত্যাদি মন্ত্রের অধ্যয়নাঙ্গত্বই প্রতীত হইতেছে; (†) সুতরাং সে সমুদয় মন্ত্রের বিদ্যাঙ্গত্ব হইতেই পারে না। তবে "শুক্রং প্রবিধ্য" ইত্যাদি মন্ত্রের এবং প্রবর্গ্যাদি ব্রাহ্মণের যে, এখানে পাঠ করা হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য এই যে, দিবসে ইহার পাঠ করিতে হয় না, এবং অরণ্যমধ্যেই পাঠ করিতে হয়, (এই কারণে উপনিষদের মধ্যে ইহার পাঠ করা হইয়াছে, কিন্তু বিদ্যাঙ্গ বলিয়া নহে) ॥৩॥৩॥২৫॥　　[দশম বেধাদ্যধিকরণ ॥১০॥]

সমূহের নাম প্রকরণ। স্থান অর্থ—পাঠক্রম; সমাখ্যা অর্থ—যোগবল—যৌগিকার্থ। আলোচ্যস্থলে "শুক্রং প্রবিধ্য" ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতি—দ্বিতীয়া বিভক্তি রহিয়াছে; এবং অর্থজ্ঞাপনে সমর্থপদও রহিয়াছে; সুতরাং বলবত্তর শ্রুতি-লিঙ্গাদি প্রমাণের সাহায্যে "শুক্রং প্রবিধ্য" মন্ত্রের কর্ম্মে বিনিয়োগই আপাতসিদ্ধান্ত বটে।

(*) তাৎপর্য্য—বেদে এমন কতকগুলি ক্রিয়ার বিধান আছে, যে সমস্ত ক্রিয়া দ্বারা শত্রুর সংহার সাধন করা যাইতে পারে। শত্রু-সংহারোদ্দেশে বিহিত সেই ক্রিয়াগুলিকে অভিচার বা আভিচারিক ক্রিয়া বলে; যেমন 'শ্যেনযাগ' প্রভৃতি। 'হৃদয়-চ্ছেদনাদি বোধক' মন্ত্রগুলি ঐরূপ আভিচারিক ক্রিয়াতেই পঠনীয়, অন্যত্র নহে।

(†) তাৎপর্য্য—"শুক্রং প্রবিধ্য" এই মন্ত্রাংশের ঐরূপ অর্থও করা যাইতে পারিত সত্য, কিন্তু "হৃদয়ং প্রবিধ্য" কথা দ্বারা প্রথমাংশের আভিচারিক-ক্রিয়াঙ্গত্ব অবধারিত হওয়ায় তাহার বাধা ঘটাইতেছে। ঠিক সেইরূপ, "ঋতং বদিষ্যামি" ইত্যাদি কথায় যখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ঐ সমস্ত বাক্য অধ্যয়নেরই অঙ্গ—শান্তি পাঠমাত্র, তখন ঐ জাতীয় "শং নো মিত্রঃ" ইত্যাদি মন্ত্র গুলিকেও অধ্যয়নের অঙ্গ—শান্তিপাঠরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে; সুতরাং বিদ্যার সহিত উহাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ কল্পনা করা সঙ্গত হইতে পারে না।

হাশ্যধিকরণম্।। **হানৌ তূপায়নশব্দ-শেষত্বাৎ কুশা-চ্ছন্দঃ-স্তুত্যুপগানবৎ, তদুক্তম্ ॥৩।৩।২৬॥**

[পদচ্ছেদঃ— হানৌ (পুণ্যপাপবিমোচনে) তু (কিন্তু) উপায়ন-শব্দশেষত্বাৎ (যেহেতু উপায়ন-শব্দের শেষভূত ; উপায়ন অর্থ—প্রবেশন), কুশা-চ্ছন্দঃস্তুত্যুপগানবৎ (কুশা, ছন্দঃ, স্তুতি ও উপগানের ন্যায়) তৎ (তাহা) উক্তম্ [পূর্ব্বমীমাংসায়] (কথিত আছে)।]

[সরলার্থঃ—'তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" ইত্যত্র কেবলং পুণ্যপাপবিমোচনং পঠিতম্। "তস্য পুত্রা দায়মুপযন্তি, সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাং, দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যাম্" ইত্যত্র কেবলপ্রবেশঃ ; "তৎ সুকৃতদুষ্কৃতে ধূনুতে, তস্য প্রিয়া জ্ঞাতয়ঃ সুকৃতমুপযন্তি, অপ্রিয়া দুষ্কৃতম্" ইত্যত্র চ হানম্ উপায়নঞ্চ। তদত্র সন্দিহ্যতে—কিং সর্ব্বাসু বিদ্যাসু এতদন্যতমচিন্তনং বিকল্পেনানুষ্ঠেয়ম্? উত সমুচ্চয়েন? ইতি। তত্রাহ—হানাবিত্যাদি।

তু-শব্দঃ সংশয়নিরাকরণার্থঃ। হানিঃ—পুণ্যপাপবিমোচনম্। উপায়নঞ্চ প্রবেশনম্। "হানৌ" ইতি উদাহরণপ্রদর্শনমাত্রার্থম্। হানৌ—কেবলে বিমোচনে কেবলে বোপায়নে শ্রূয়মাণেঽপি তয়োঃ সর্ব্বত্র সমুচ্চয়ঃ কর্ত্তব্যঃ। কুতঃ? উপায়ন-শব্দশেষত্বাৎ—উপায়নশব্দস্য হানি-বাক্য-শেষত্বাৎ। কুশা-চ্ছন্দঃস্তুত্যুপগানবৎ, যথা "বানস্পত্যাঃ কুশাঃ" ইত্যত্রাম্নাতস্য বাক্যস্য তদ্বিশেষ-বাচি—"ঔদুম্বর্য্যঃ কুশাঃ" ইত্যেতৎপ্রদেশান্তরস্থত্বম্। যথা—"দেবাসুরাণাং ছন্দোভিঃ" ইতি সামান্যতঃ পঠিতস্য তৎক্রমবিশেষবাচক-"দেবচ্ছন্দাংসি পূর্ব্বম্" ইত্যেতৎপ্রদেশান্তরস্থত্বম্। যথা, "হিরণ্যেন ষোড়শিনস্তোত্রমুপাকরোতি" ইতি প্রদেশান্তরস্থস্য তৎ-কালবিশেষবাচি—"সময়াবিষিতে সূর্য্যে ষোড়শিনস্তোত্রমুপাকরোতি" ইতি প্রদেশান্তরস্থত্বম্ ; যথা চ "ঋত্বিজ উপগায়ন্তি" ইতি প্রদেশান্তরস্থস্য "নাধ্বর্য্যুরুপগায়েৎ" ইতি তৎপর্য্যুদাসরূপং প্রদেশান্তরস্থত্বম্ ; এবমেব উপায়নবাক্যস্য হানিবাক্যশেষতয়া সর্ব্বত্র সমুচ্চয়ঃ, ন তু বিকল্প ইত্যর্থঃ ॥

'তখন বিদ্বান্ পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিরঞ্জন (নির্ম্মল) হইয়া নিরতিশয় ব্রহ্মসাম্য লাভ করেন,' এখানে কেবল পুণ্যপাপ পরিত্যাগের কথা আছে, কিন্তু গ্রহণের কথা নাই। 'তাহার (জ্ঞানীর) পুত্রগণ সম্পত্তি লাভ করে, আর সুহৃদ্‌গণ পুণ্য ও শত্রুগণ পাপ গ্রহণ করে', এখানে কেবল গ্রহণের কথা আছে, কিন্তু ত্যাগের কথা নাই ; 'সে তখন পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগ করে, তাহার প্রিয় জ্ঞাতিগণ পুণ্য ও অপ্রিয় জ্ঞাতিগণ পাপ লাভ করে', এখানে আবার ত্যাগ ও গ্রহণ, উভয়েরই উল্লেখ আছে। এখন সংশয় হইতেছে যে, সমস্ত বিদ্যাতেই কি ত্যাগ ও গ্রহণের চিন্তা করিতে হইবে? অথবা যেখানে যাহার উল্লেখ আছে, কেবল সেখানেই তাহার চিন্তা করিতে হইবে? এইরূপ সংশয়ে বলিতেছেন—"হানৌ তু" ইত্যাদি।

তু-শব্দটি পূর্ব্বোক্ত সংশয়বারণার্থ প্রদত্ত হইয়াছে। বাক্যশেষে যখন উপায়নের—পরিত্যক্ত পুণ্য ও পাপগ্রহণের কথা আছে, তখন হানিতেও (ত্যাগেও) উপায়নের (গ্রহণের) এবং উপায়নেও হানির চিন্তা করিতে হইবে ; যেমন ভিন্ন স্থানে পঠিত 'কুশা' 'ছন্দঃ,' 'স্তুতি' ও 'উপগানে'রও ভিন্ন স্থানে গ্রহণ হইয়া থাকে, ইহাও তেমনি। এ কথা মীমাংসাশাস্ত্রেও উক্ত আছে ॥৩।৩।২৬॥]

[একাদশ হান্যধিকরণ ॥১১॥]

ছন্দোগা আমনন্তি—"অশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় পাপং, চন্দ্র ইব রাহোর্মুখাৎ প্রমুচ্য। ধূত্বা শরীরমকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবানি" [ছান্দো০ ৮।১৩।১] ইতি; আথর্ব্বণিকাশ্চ "তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" [মুণ্ড০ ৩।১।৩] ইতি; শাট্যায়নিনস্তু "তস্য পুত্রা দায়মুপযন্তি, সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাং, দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যাম্" ইত্যাদি; কৌষীতকিনস্তু "তৎ সুকৃতদুষ্কৃতে ধূনুতে, তস্য প্রিয়া জ্ঞাতয়ঃ সুকৃতমুপযন্তি, অপ্রিয়া দুষ্কৃতম্" [কৌষী০ ১ অনু০ ৪] ইতি। এবং ক্বচিৎ পুণ্যপাপয়োর্হানিঃ, ক্বচিৎ প্রিয়াপ্রিয়েষু তৎপ্রাপ্তিঃ, ক্বচিদুভয়ঞ্চ শ্রুতম্। তদুভয়মেকৈকবিদ্যায়াং শ্রুতমপি সর্ব্ববিদ্যাঙ্গমাস্থেয়ম্, সর্ব্বব্রহ্মবিদ্যানিষ্ঠস্যাপি ব্রহ্ম প্রাপ্নুবতঃ পুণ্যপাপপ্রহাণস্যাবশ্যম্ভাবিত্বাৎ প্রহীণবিষয়ত্বাচ্চোপায়নস্য। তচ্চিন্তনঞ্চ বিধীয়মানং সর্ব্ববিদ্যাঙ্গং ভবিতুমর্হতি।

তত্রেদং বিচার্য্যতে—হানিচিন্তনম্ উপায়নচিন্তনম্ উভয়চিন্তনঞ্চ

ছন্দোগণ পাঠ করিয়া থাকেন—'অশ্ব যেমন রোম সমূহ কম্পিত করিয়া ধূলি ত্যাগ করে, এবং চন্দ্র যেমন রাহুর গ্রাস হইতে বিমুক্ত হইয়া (নির্ম্মল হয়), তেমনি আমি পাপপূর্ণ শরীর বিধূত করিয়া শুদ্ধচিত্ত হইয়া ব্রহ্মলোক লাভ করিব' ইতি। অথর্ব্ববেদীরাও বলেন—"বিদ্বান্ পুরুষ তখন পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগ করিয়া নির্ম্মল হইয়া নিরতিশয় ব্রহ্মসাম্য লাভ করেন, ইতি। শাট্যায়ন-শাখীরা পাঠ করেন—'তাহার পুত্রগণ সম্পত্তি লাভ করে; সুহৃদ্গণ পুণ্যকর্ম্ম ও শত্রুগণ পাপকর্ম্ম লাভ করে' ইত্যাদি। কৌষীতকীরা পাঠ করেন যে, 'জ্ঞানী পুরুষ তখন পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগ করেন, তাহার প্রিয় জ্ঞাতিগণ শুভ কর্ম্মফল লাভ করে, আর অপ্রিয়গণ অশুভ কর্ম্মফল লাভ করে' ইতি। এইরূপে কোথাও পুণ্য ও পাপের ত্যাগ, কোথাও বা প্রিয় ও অপ্রিয়গণকর্ত্তৃক যথাক্রমে সেই পুণ্য ও পাপের গ্রহণ, কোথাও আবার তদুভয়েরই উল্লেখ রহিয়াছে। বিদ্যাবিশেষে ত্যাগ ও গ্রহণ শ্রুত হইলেও সমস্ত বিদ্যাতেই তাহা স্বীকার করিতে হয়; কারণ, সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যায় নিষ্ঠাপ্রাপ্ত পুরুষই যখন ব্রহ্ম লাভে সমর্থ, তখন তাহার পক্ষে সর্ব্বপ্রকার পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগও অবশ্যম্ভাবী। বিশেষতঃ পরিত্যক্ত বিষয়েরই উপায়ন বা গ্রহণ হইতে পারে; [সুতরাং ত্যাগ ও গ্রহণ উভয়ই চিন্তনীয়]। অতএব তদ্বিষয়ে যে, চিন্তার বিধান আছে, তাহা সমস্ত বিদ্যারই অঙ্গ হইতে পারে।

এখন এবিষয়ে এইরূপ বিচার করা যাইতেছে যে, হানিচিন্তা (ত্যাগচিন্তা), উপায়নচিন্তা,

বিকল্প্যেরন্, উপসংহ্রিয়েরন্ বা। কিং যুক্তম্? বিকল্প্যেরন্নিতি। কুতঃ? পৃথগাম্নানসামর্থ্যাৎ। সমুচ্চয়ে হি সর্ব্বত্রোভয়ানুসন্ধানং স্যাৎ, তচ্চ কৌষীতকীবাক্যেনৈব সিদ্ধমিত্যন্যত্রাম্নানমনর্থকমেব স্যাৎ। অতোঽনেকত্রাম্নানস্য বিকল্প এব প্রয়োজনম্। নচাধ্যেতৃভেদেন পরিহর্ত্তুং শক্যমনেকত্রাম্নানম্; অবিশেষ-পুনঃশ্রবণং হ্যধ্যেতৃভেদপরিহার্য্যম্; অত্র তু হানিরেব দ্বয়োঃ শাখয়োঃ, উপায়নমেব চৈকস্যাম্। ন চ বিদ্যাভেদেন ব্যবস্থাপয়িতুং শক্যম্, সর্ব্বশেষভূতমিদমনুসন্ধানমিত্যুক্তত্বাৎ। অত্রেদমুচ্যতে—

(গ্রহণচিন্তা) এবং উভয়চিন্তা, এ সমস্তের বিকল্প (*) হইবে? কিংবা সমস্তেরই উপসংহার হইবে? কোন পক্ষটি যুক্তিসঙ্গত? বিকল্পিত হইবে, এই পক্ষই। কারণ? বিভিন্ন স্থলে পৃথক্ পৃথক্ পাঠই কারণ। উক্ত চিন্তায় যদি সমুচ্চয়ই অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে সর্ব্বত্রই পাপবিমোচন ও তাহার গ্রহণ, এতদুভয়েরই চিন্তা হইতে পারিত সত্য, কিন্তু তাহা ত সিদ্ধ হইতেছে না। কেন না, সমুচ্চয় অভিপ্রেত হইলে কৌষীতকী বাক্যেই যখন তাহার উল্লেখ রহিয়াছে, তখন অন্যত্র তাহার পুনরুল্লেখ করা অনর্থক হইয়া যায়; অতএব বুঝিতে হইবে যে, ভিন্ন ভিন্ন স্থলে পাঠের ইহাই একমাত্র প্রয়োজন যে, বিকল্পবিধান করা। অধ্যয়নের কর্ত্তৃভেদেও যে, পুনঃ পুনঃ উল্লেখের উপপত্তি করিতে পারা যায়, তাহা নহে; কেন না, অবিশেষে বা একই প্রকারে যে, পুনঃপাঠ, অধ্যেতৃভেদে কেবল তাহারই পরিহার হইতে পারে সত্য, কিন্তু এখানে ত সেরূপও সম্ভব হয় না। এখানে আছে—দুইটি শাখাতে কেবল উপায়নের (গ্রহণের) শ্রবণ; [সুতরাং সর্ব্বত্র অবিশেষ-শ্রবণ বলা যাইতে পারে না।] বিশেষতঃ উক্তপ্রকার অনুসন্ধান বা চিন্তাকে যখন সর্ব্বশেষভূত অর্থাৎ সমস্ত বিদ্যারই অঙ্গ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তখন বিদ্যাভেদেও ইহার ব্যবস্থা (বিকল্প) করা সম্ভবপর হইতে পারে না। এতদুত্তরে বলা হইতেছে—"হানৌ তু" ইত্যাদি (†)।

(*) তাৎপর্য্য—একাধিক বিষয়ের যদি একইস্থানে একই রকমে প্রয়োগ হয়, তাহাকে বলে 'সমুচ্চয়,' আর বিষয়গুলিকে যদি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিভিন্ন রকমে প্রয়োগ করা হয়, তাহাকে বলে 'বিকল্প।' এখানেও পুণ্য-পাপ ত্যাগ ও তাহাদের অন্যত্র প্রবেশন, এই উভয় বিষয়কে যদি একত্র করিয়া সমস্ত বিদ্যাতেই চিন্তা করিতে হয়, তাহা হইলে, তাহা হইবে সমুচ্চয়, আর যদি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে যেখানে যাহার উল্লেখ আছে, কেবল সেখানেই তাহার চিন্তার ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে হইবে বিকল্প॥

(†) তাৎপর্য্য—এই 'হান্যধিকরণের' পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—বিদ্বানের ব্রহ্মপ্রাপ্তি-সমকালীন পুণ্যপাপ ত্যাগ এবং প্রিয় ও অপ্রিয় ব্যক্তিতে তদুভয়ের প্রবেশ চিন্তা। (২) সংশয়—পুণ্য ও পাপের ত্যাগ ও গ্রহণের চিন্তা কি সমস্ত বিদ্যাতেই কর্ত্তব্য, অথবা বিকল্প, অর্থাৎ যেখানে যাহার উল্লেখ, কেবল সেখানেই তাহার চিন্তা। (৩) পূর্ব্বপক্ষ—পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখের সার্থকতা রক্ষার জন্য বিকল্প হওয়াই উচিত। (৪) উত্তর—না—অন্যত্র একস্থানের কুশা ও ছন্দঃ প্রভৃতি প্রতিপাদক বাক্য যেমন অন্যস্থানীয় বাক্যের অঙ্গভূত হইয়া একার্থ-প্রতিপাদক হইয়াছে, ইহাও সেইরূপ। (৫) নির্ণয়—অতএব সমস্ত বিদ্যাতেই হানি ও উপায়নের (ত্যাগের ও গ্রহণের) সমুচ্চয়রূপে চিন্তা করিতে হইবে॥

[সিদ্ধান্তঃ—]

'হানৌ তুপায়ন-শব্দশেষত্বাৎ' ইতি। তু-শব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। হানাবিতি প্রদর্শনার্থম্। কেবলায়াং হানৌ কেবলে চোপায়নে শ্রূয়মাণে তয়োরিতরেতরসমুচ্চয়োঽবশ্যম্ভাবী। কুতঃ ? উপায়নশব্দ-শেষত্বাৎ —উপায়নশব্দস্য হানিবাক্যশেষত্বাৎ। উপায়নবাক্যস্য হি হানিবাক্য-শেষত্বমেবোচিতম্, বিদুষা ত্যক্তয়োঃ পুণ্যপাপয়োঃ প্রবেশস্থানবাচিত্বা-দুপায়নবাক্যস্য।

প্রদেশান্তরাম্নাতস্য বাক্যস্য প্রদেশান্তরাম্নাতবাক্যশেষত্বে দৃষ্টান্তা উপন্যস্যন্তে—কুশাচ্ছন্দঃস্তুত্যুপগানবদিতি। কালাপিনঃ (*) "কুশা বানস্পত্যাঃ" [—০?] ইত্যামনন্তি; শাট্যায়নিনাং তু "ঔদুম্বর্য্যঃ কুশাঃ" [—০?] ইতিবাক্যং সামান্যেন বানস্পত্যত্বেনাবগতাঃ কুশাঃ ঔদুম্বর্য্য ইতি বিশিংষৎ তদ্বাক্যশেষতামাপদ্যতে; তথা "দেবাসুরাণাং ছন্দোভিঃ" [—?] ইত্যাদিনা অবিশেষেণ দেবাসুরাণাং ছন্দসাং প্রসঙ্গে

সিদ্ধান্ত – সমস্ত বিদ্যায় হানোপায়ন চিন্তা।]

সূত্রস্থ তু-শব্দটি উক্ত আপত্তির খণ্ডন সূচনা করিতেছে। 'হানৌ' এই কথাটি কেবল উদাহরণ প্রদর্শনার্থ মাত্র প্রযুক্ত হইয়াছে। বুঝিতে হইবে, কেবলই হানি বা কেবলই উপায়ন বা গ্রহণ শ্রুত হইলেও উভয়স্থানেই তদুভয়ের উপসংহার করা অবশ্যকর্ত্তব্য। কারণ ? যেহেতু উপায়ন-শব্দটি হানি বাক্যেরই শেষ বা অধীন; কেন না, ত্যাগ-বোধক 'হানি' বাক্যের অধীন হওয়াই উপায়ন-বাক্যের পক্ষে সঙ্গত হয়; কারণ, উক্ত উপায়ন-বাক্যটি জ্ঞানিকর্তৃক পরিত্যক্ত পুণ্য ও পাপের প্রবেশস্থানের প্রতিপাদক মাত্র, অর্থাৎ জ্ঞানী পুরুষ যে সমস্ত পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগ করেন, সে সমস্ত কোথায় যাইয়া আশ্রয় লাভ করে, উপায়ন-বাক্য তাহাই প্রকাশ করিয়াদিতেছে।

এক স্থানে পঠিত বাক্য ও যে, অন্য স্থানীয় বাক্যের শেষ বা অঙ্গভূত হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত সমূহ উপন্যস্ত হইতেছে—কুশা, ছন্দঃ, স্তুতি ও উপগানের ন্যায়। কলাপশাখীরা পাঠকরিয়া থাকেন—'বানস্পত্য (বনস্পতি—বৃক্ষ, তৎসম্বন্ধী—বানস্পত্য) কুশসমূহ'। আবার শাট্যায়নশাখীরা বলেন 'ঔদুম্বরী কুশসমূহ', এখানে কালাপ-বাক্যে 'কুশসমূহের বানস্পত্যতা মাত্র জানাগিয়াছে, কিন্তু শাট্যায়নীদিগের 'ঔদুম্বরী' বাক্যে ঐ কুশকে বিশেষ করিয়া 'ঔদুম্বরী' বলিয়া নির্দ্দেশ করায়, শাট্যায়নীদিগের বাক্যটিকে ঐ কালাপ-বাক্যেরই শেষ বা বিশেষকমাত্র বুঝিতে হইবে। এইরূপ 'দেবতা ও অসুরগণের ছন্দঃ সমূহ দ্বারা' ইত্যাদি বাক্যে সামান্যাকারে দৈব ও আসুর ছন্দের উল্লেখ থাকিলেও ক্রম বা পৌর্ব্বাপর্য্যবোধক

(*) কৌষীতকিনঃ' ইতি 'ক' পাঠঃ।

"দেবচ্ছন্দাংসি পূর্ব্বম্" ইতি বচনং ক্রমবিশেষং প্রতিপাদয়ৎ তদ্বাক্যশেষতাং গচ্ছতি; তথা "হিরণ্যেন ষোড়শিনঃ স্তোত্রমুপাকরোতি" [—?] ইত্যবিশেষেণ প্রাপ্তে "সময়াবিষিতে সূর্য্যে ষোড়শিনঃ স্তোত্রমুপাকরোতি" [৬ কা০ ৬ প্র০ ২১ অনু০] ইতি বিশেষবিষয়ং বাক্যং তদ্বাক্যশেষতাং ভজতে; তথা "ঋত্বিজ উপগায়ন্তি" [—?] ইত্যবিশেষপ্রাপ্তস্য "নাধ্বর্য্যুরুপগায়েৎ" [৬ কা০ ৩ প্র০ ১ অনু০] ইতি বাক্যমনধ্বর্য্যুবিষয়তামবগময়ৎ তদ্বাক্যশেষত্বমৃচ্ছতি। এবং সামান্যেনাবগতমর্থং বিশেষে ব্যবস্থাপয়িতুং ক্ষমস্য বাক্যস্য তচ্ছেষত্বমনভ্যুপগচ্ছদ্ভিস্তয়োরর্থয়োর্বিকল্পঃ সমাশ্রয়িতব্যঃ; স চ সম্ভবন্ত্যাং গতৌ ন যুজ্যতে। তদুক্তং পূর্ব্বস্মিন্ কাণ্ডে "অপি তু বাক্যশেষঃ স্যাদন্যায্যত্বাদ্বিকল্পস্য বিধীনামেকদেশঃ স্যাৎ" [পূর্ব্বমী০ ১০।৮।৪] ইতি। তদেবং কেবলহানোপায়নবাক্যয়োরেকবাক্যত্বাৎ কেবলস্য হানস্য, কেবলস্য চোপায়নস্যাভাবাদ্বিকল্পো নোপ-

'দৈব ছন্দঃসমূহ প্রথম' এই বাক্যটি পূর্ব্ববাক্যের সহিত সম্বদ্ধ হইতেছে। সেইরূপ, 'হিরণ্য দ্বারা ষোড়শীনস্তোত্র গানকরিবে' এই স্থলে স্তোত্রপাঠের কোনও সময় বিশেষ উল্লিখিত না থাকিলেও, বিশেষ সময় বোধক 'সূর্য্য উদিতপ্রায় হইলে ষোড়শি-স্তোত্র সংস্কার করিবে' এই বাক্যটি ঐ সামান্যবাক্যেরই অঙ্গত্ব ভজনা করিতেছে। এই প্রকার 'ঋত্বিক্‌গণ গান করেন' এইবাক্যে সাধারণতঃ সমস্ত ঋত্বিকেরই গানকরা পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু 'অধ্বর্য্যু (যজুর্ব্বেদী) উপগান করিবে না', অধ্বর্য্যু ভিন্ন ঋত্বিক্‌গণের গানকর্ত্তৃত্ববোধক এই বাক্যটি ঐ সামান্য বাক্যটিকে বিশেষিত করিয়া তাহারই শেষভূত হইয়াছে। এই প্রকারে, সামান্যাকারে অবগত বিষয়কে বিশেষার্থে নিরূপিত করণে সমর্থ বাক্যকে যাহারা সামান্যমুখী বাক্যের শেষভূত বলিয়া স্বীকার না করেন, তাহাদের মতে উভয় বাক্যার্থের বিকল্প পক্ষ গ্রহণ করাই সঙ্গত হয় সত্য, কিন্তু উপায়সত্ত্বে ত সেরূপ করা উচিত হয় না। পূর্ব্বমীমাংসায় সে কথা উক্ত হইয়াছে—'বৈধ কর্ম্মের বিকল্প গ্রহণকরা যখন অনুচিত, তখন (বিভিন্ন-স্থানবর্ত্তী সামান্য-বিশেষাত্মক বাক্যদ্বয়ের মধ্যে একটি বাক্য অন্য বাক্যের শেষ বা অধীন হইবে; নচেৎ বিধির সম্পূর্ণতা রক্ষা পায় না' ইতি। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, কেবল হানি ও কেবল বিমোচন বোধক বাক্যদ্বয়ের একবাক্যতা অর্থাৎ একার্থ-বোধনে তাৎপর্য্য হেতু, কেবলই বিমোচন বা কেবলই গ্রহণ যখন হইতে পারে না, তখন কোনরূপেই বিকল্প কল্পনাও উপপন্ন হইতে পারে না। তবে কৌষীতকীদিগের যে, পুণ্য-পাপবিমোচন ও তাহার গ্রহণের উল্লেখ, তাহা যখন উভয় স্থলেই অবিশেষ বা সমান, তখন বুঝিতে হইবে যে, শ্রোতৃ-ভেদানুসারে

পদ্যতে। কৌষীতকিনামুভয়াম্নানমবিশেষপুনঃশ্রবণত্বেন প্রতিপত্তৃভেদাদ-বিরুদ্ধম্ ॥৩॥৩॥২৬॥ [একাদশং হান্যধিকরণম্ ॥১১॥]

সাম্পরায়াধিকরণম্।] **সাম্পরায়ে তর্ত্তব্যাভাবাৎ তথা হ্যন্যে ॥৩॥৩॥২৭॥**

[পদচ্ছেদঃ—সাম্পরায়ে (দেহ হইতে বহির্গমন সময়ে) তর্ত্তব্যাভাবাৎ (ভোক্তব্য না থাকায়), তথা (সেই প্রকার) হি (নিশ্চয়ে) অন্যে (অপর সকলে)।]

[সরলার্থঃ—বিদুষঃ সুকৃত-দুষ্কৃতহানিঃ কিং দেহোৎক্রান্তিসময়ে অধ্বনি চ ক্রমশো ভবতি ? উত দেহোৎক্রান্তিসময়ে এব যুগপৎ ? ইত্যাহ—সাম্পরায়ে" ইত্যাদি।

সাম্পরায়ে দেহাৎ সমুৎক্রান্তিসময়ে এব নিরবশেষং সুকৃতদুষ্কৃতহানির্ভবতি। কুতঃ ? তর্ত্তব্যাভাবাৎ। ভোগার্থং হি সুকৃত-দুষ্কৃতাপেক্ষা, নতু বিদুষঃ ব্রহ্মপ্রাপ্তিব্যতিরেকেণ কিঞ্চিৎ ভোক্তব্যমস্তি; তস্মাৎ নাস্তি তদানীং তদপেক্ষা ইত্যর্থঃ। অন্যে শাখিনঃ তথৈব অধীয়তে—"তস্য তাবদেব চিরং, যাবৎ ন বিমোক্ষ্যে, অথ সম্পৎস্যে "ইত্যাদি।

জ্ঞানী পুরুষ যে, পুণ্য-পাপ পরিত্যাগ করেন, তাহা কোন সময় ?—তাহা দেহত্যাগের সময়ে কতক, আর গন্তব্য পথে কতক ? অথবা দেহ হইতে বহির্গমনের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত ত্যাগ করেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন—

সাম্পরায়ে—দেহ হইতে বহির্গমনের সমকালেই সমস্ত পুণ্য-পাপ ত্যাগকরেন ; কেন না, তাহার অন্য কোনপ্রকার ভোগ না থাকায় পুণ্য-পাপেরও কোন প্রয়োজন হয় না। 'তাঁহার সেই পর্য্যন্তই বিলম্ব, যাবৎ দেহ হইতে বিমুক্ত না হন, তাহার পরই ব্রহ্ম লাভ করেন' ইত্যাদি শ্রুতিতে অন্যশাখীরা স্পষ্টাক্ষরেই সেইরূপ বলিয়াছেন ॥ ৩॥৩॥২৭ ॥]

সুকৃতদুষ্কৃতয়োর্হানমুপায়নঞ্চ সর্ব্বাসু বিদ্যাসু চিন্তনীয়মিত্যুক্তম্ ; তদ্ধানং কিং দেহবিয়োগকালে দেহাদুৎক্রান্তস্যাধ্বনি চ, উত দেহবিয়োগকাল-এব, ইতি বিশয়ে উভয়ত্রেতি যুক্তম্, উভয়থা শ্রুতত্বাৎ। এবং হি কৌষীত-

---

অর্থাৎ শ্রোতা ভিন্ন ভিন্ন বলিয়াই ঐরূপ উপদেশ-ভেদ হইয়াছে ; সুতরাং উহাও বিরুদ্ধ হইতেছে না ॥ ৩॥৩॥২৬ ॥　　[একাদশ হান্যধিকরণ ॥ ১১ ॥]

পুণ্য ও পাপের হানি ও গ্রহণের যে, সমস্ত বিদ্যাতেই চিন্তা করিতে হইবে, এ কথা ইতঃপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। এখন বিচার্য্য-বিষয় হইতেছে যে, সেই পরিত্যাগ কি দেহত্যাগের সময়ে এবং দেহ হইতে বহির্গত হইবার পর পথিমধ্যেও হয় ? অথবা কেবল দেহত্যাগের সময়েই হয় ? এইরূপ সংশয়ে, মনে হয়, যেন উভয় স্থানে হওয়াই যুক্তিযুক্ত। কেন না, শ্রুতিতে উভয়প্রকার ত্যাগেরই কথা শোনা যায়। কৌষীতকীরা এইরূপ পাঠ করিয়া

কিনঃ সমামনন্তি "স এতং দেবযানং পন্থানমাপদ্যাগ্নিলোকং গচ্ছতি" [কৌষী০ ১।৩।৪] ইত্যুপক্রম্য "স আগচ্ছতি বিরজাং নদীং, তাং মনসা-হত্যেতি, তৎ সুকৃত-দুষ্কৃতে ধূনুতে" ইতি [কৌষী০ ১।৩।৪]। অত্র বাক্যে অধ্বনি সুকৃতদুষ্কৃতহানিঃ প্রতীয়তে। তাণ্ডিনস্তু "অশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় পাঁপং, চন্দ্র ইব রাহোর্মুখাৎ প্রমুচ্য। ধূত্বা শরীরমকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবানি" ইতি। অত্রতু দেহবিয়োগকাল ইতি প্রতীয়তে; শাট্যায়নকেঽপি "তস্য পুত্রা দায়মুপযন্তি, সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাং, দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যাম্" ইতি পুত্রেষু দায়সক্রান্তিসমকালং সুকৃতদুষ্কৃত-সংক্রমণং শ্রূয়মাণং দেহবিয়োগকাল ইতি গম্যতে। অতঃ সুকৃতদুষ্কৃতয়োরেক-দেশো দেহবিয়োগকালে হীয়তে, শেষস্ত্বধ্বনি; ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে — "সাম্পরায়ে" ইতি।

থাকেন যে, 'তিনি এইরূপে দেবযান-পথ প্রাপ্ত হইয়া অগ্নি-লোকে গমন করেন,' এইপ্রকারে আরম্ভ করিয়া বলিয়াছেন 'তিনি বিরজা নদীর নিকট আগমন করেন, মনে মনে সেই নদীকে অতিক্রম করেন (পার হন), তখন স্বীয় পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগ করেন'। কথিত শ্রুতিবাক্য হইতে পথিমধ্যেই পুণ্যপাপ পরিত্যাগ প্রতীত হইতেছে। আবার তাণ্ড্যশাখীরা বলেন, 'অশ্ব যেমন রোম সমূহ কম্পিত করিয়া ধূলিত্যাগ করে, এবং চন্দ্র যেমন রাহুর গ্রাস হইতে বিমুক্ত হইয়া [নির্ম্মল হয়], তেমনি আমিও এই শরীর পরিত্যাগ করিয়া পাপবিমোচন-পূর্ব্বক শুদ্ধবুদ্ধি হইয়া ব্রহ্মলোক লাভকরিব' ইতি। এখানে কিন্তু দেহত্যাগের সমকালেই [পাপ-ত্যাগ] প্রতীত হইতেছে। 'তাহার পুত্রগণ ধন লাভ করে, সুহৃদগণ শুভ কর্ম্ম, আর শত্রুগণ অশুভ কর্ম্ম [গ্রহণ করে]', এই শাট্যায়ন শ্রুতিতেও পুত্রেতে ধন-সংক্রমণের সময়ই অর্থাৎ পুত্রগণ যে সময় ধনাধিকার লাভ করে, ঠিক সেই সময়েই পুণ্য ও পাপের সংক্রমণ-শ্রুত থাকায়, বেশ বুঝাযাইতেছে যে, দেহ-বিয়োগের সময়েই পুণ্য-পাপ পরিত্যাগ হইয়াথাকে। অতএব [বলিতে হইবে যে,] পুণ্য ও পাপের কিয়দংশ দেহত্যাগের সময়ে নষ্ট হয়, আর অপরাংশ পথিমধ্যে নষ্ট হয়। এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলিতেছেন "সাম্পরায়ে" ইত্যাদি। (*)

(*) তাৎপর্য্য—এই সাম্পরায়াধিকরণটি ২৭—৩১শ পর্য্যন্ত পাঁচ সূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে। তাহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) ব্রহ্মলোকগামী বিদ্বানের পুণ্যপাপ-বিমোচনের উপযুক্ত সময়। (২) সংশয়—দেহ হইতে বহির্গমনের সময় কতক, আর ব্রহ্মলোকের পথে অবশিষ্ট পুণ্য পাপ ক্ষয় হয়? অথবা দেহ হইতে বহির্গমনের সময়েই সমস্ত পুণ্য পাপ পরিত্যক্ত হয়? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—শ্রুতিতে যখন বহির্গমনের সময়ে এবং পথেও পুণ্যপাপ-বিমোচনের কথা আছে, তখন বুঝিতে হইবে, দেহত্যাগের সময়েই কতক, আর পথিমধ্যে অবশিষ্ট পুণ্য পাপ পরিত্যক্ত হয়। (৪) উত্তর—না—দেহ হইতে বহির্গমনের সময়েই সমস্ত পুণ্য পাপ পরিত্যক্ত হয়, পথিমধ্যে ত্যাগের আর কিছু থাকে না। (৫) নির্ণয়—অতএব উপাসক ব্যক্তি দেহ হইতে বহির্গমনের সময়েই সমস্ত পুণ্য পাপ ক্ষয়ের চিন্তা করিবে॥

সাম্পরায়ে—দেহাদপক্রমণকালে এব বিদুষঃ সুকৃতদুষ্কৃতে নিরবশেষং হীয়েতে। কুতঃ ? তর্ত্তব্যাভাবাৎ—বিদুষো দেহবিয়োগাৎ পশ্চাৎ সুকৃত-দুষ্কৃতাভ্যাং তরিতব্য-ভোগাভাবাৎ। বিদ্যাফলভূত-ব্রহ্মপ্রাপ্তিব্যতিরেকেণ হি সুকৃত-দুষ্কৃতাভ্যাং ভোক্তব্যে সুখ-দুঃখে ন বিদ্যেতে। তথা হি অন্যে দেহবিয়োগাদূর্দ্ধং ব্রহ্মপ্রাপ্তিব্যতিরিক্ত-সুখদুঃখোপভোগাভাবমধীয়তে—"অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ" [ছান্দো৹ ৮।১২।১-২] "এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভি-নিষ্পদ্যতে" [ছান্দো৹ ৮।১২।১-২], "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে" [ছান্দো৹ ৬।৴৪।২] ইতি ॥৩॥৩॥২৭॥

ছন্দত উভয়াবিরোধাৎ ॥৩॥৩॥২৮॥

[পদচ্ছেদঃ—ছন্দতঃ (ইচ্ছানুসারে) উভয়াবিরোধাৎ (শ্রুতি ও বস্তুস্বভাবের অবিরোধে)।]

[সরলার্থঃ—দেহবিয়োগকাল এব নিরবশেষকর্ম্মক্ষয়ে নিশ্চিতে উভয়াবিরোধাৎ—"অশ্ব ইব রোমাণি" "তস্য তাবদেব চিরম্" ইত্যুভয়শ্রুত্যোর্বস্তুস্বভাবস্য চাবিরোধেন "তৎ সুকৃত-দুষ্কৃতে ধুনুতে" ইতি শ্রুতিখণ্ডঃ ছন্দতঃ ইচ্ছানুসারেণ—যথা কুত্রাপি বিরোধো ন ভবতি, তথা নেতব্যঃ,—"এতং দেবযানং পন্থানম্" ইত্যস্যাঃ শ্রুতেঃ প্রাক্ পঠনীয় ইত্যভিপ্রায়ঃ।

জ্ঞানীর দেহত্যাগের সময়েই যখন পুণ্যপাপ বিমোচন স্থিরসিদ্ধান্ত হইল, তখন উভয়ের অর্থাৎ শ্রুতি ও বস্তুস্বভাবের যাহাতে বিরোধ না ঘটে, সেইরূপেই ইচ্ছানুসারে বাক্যের সমন্বয় করিতে হইবে ॥৩॥৩॥২৮॥]

সাম্পরায়ে অর্থাৎ দেহ হইতে বহির্গমন সময়েই জ্ঞানীর পুণ্য ও পাপ নিঃশেষে পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। কারণ ? যেহেতু তর্ত্তব্য নাই—জ্ঞানীর দেহত্যাগের পরে পুণ্য ও পাপের সাহায্যে লব্ধব্য কোনও ভোগের সম্ভাবনা নাই। অভিপ্রায় এই যে, বিদ্বানের পক্ষে ব্রহ্মপ্রাপ্তিই একমাত্র চরম ফল; তদ্ভিন্ন পুণ্য ও পাপের ফলে ভোগযোগ্য সুখ-দুঃখ সম্বন্ধ তাহার থাকে না; [কাজেই সে সময়ে আর পুণ্য-পাপ থাকিবারও কিছুমাত্র আবশ্যক হয় না]। দেখ, অপর বেদ-শাখীরা জ্ঞানীর দেহ বিয়োগের পর, একমাত্র ব্রহ্মপ্রাপ্তি ভিন্ন আর যে, সুখ দুঃখ ভোগ থাকে না, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন,—'অশরীর (শরীরবিযুক্ত) হইলে পর, প্রিয় বা অপ্রিয় অর্থাৎ সুখ ও দুঃখ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।' 'এই সম্প্রসাদ (জীব) এই শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া অর্থাৎ শরীর পরিত্যাগ করিয়া পরজ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া স্ব স্বরূপে পরিনিষ্পন্ন হন'। 'তাঁহার সেই পর্য্যন্তই বিলম্ব, যাবৎ সে বিমুক্ত (দেহবিযুক্ত) না হয়; তহার পর প্রকৃত মুক্তিলাভ করে' ইতি ॥ ৩॥৩॥২৭ ॥

এবমর্থস্বাভাব্যাৎ সুকৃতদুষ্কৃতহানিকালেঽবধৃতে সত্যুভয়াবিরোধেন—শ্রুতেরর্থস্বভাবস্য চাবিরোধেন ছন্দতঃ—যথেষ্টং পদানামন্বয়ো বর্ণনীয়ঃ। কৌষীতকীবাক্যে "তৎ সুকৃত-দুষ্কৃতে ধুনুতে" [কৌষী ১ অনু° ৪,৩] ইতি চরমশ্রুতো বাক্যাবয়বঃ "এতং দেবযানং পন্থানমাপদ্য" ইতি প্রথম শ্রুতাবয়বাৎ প্রাগনুগময়িতব্য ইত্যর্থঃ ॥৩॥৩॥২৮॥

অত্র পূর্ব্বপক্ষী প্রত্যবতিষ্ঠতে—

গতেরর্থবত্ত্বমুভয়থাঽন্যথা হি বিরোধঃ ॥৩॥৩॥২৯॥

[পদচ্ছেদঃ—গতেঃ (পরলোকগমনের) অর্থবত্ত্বং (সার্থকতা) উভয়থা (উভয় প্রকারে), অন্যথা (অন্যপ্রকারে—তাহা না হইলে) হি (নিশ্চয়ে) বিরোধঃ (বিরোধ হয়)।]

[সরলার্থঃ—অত্র শঙ্কতে—উভয়থা দেহ-বিয়োগকালে দেবযানপথে চ ভাগশঃ কর্ম্মক্ষয়ে সত্যেব গতেঃ বিদুষো দেবযান-গতিশ্রুতেঃ অর্থবত্ত্বং সফলত্বমুপপদ্যতে ; অন্যথা হি বিরোধঃ ; দেহবিয়োগসমকালমেব সর্ব্বকর্ম্মক্ষয়ে হি কর্ম্মফলোপভোগোপযোগি-সূক্ষ্মশরীরস্যাপি অবশ্যং বিনাশঃ স্যাৎ ; ততশ্চ কেবলস্যাত্মনো গতির্নোপপদ্যতে ইত্যর্থঃ ॥

যদি দেহ বিয়োগ সময়ে কিয়দংশ পুণ্য ও পাপ বিনষ্ট হয়, আর অবশিষ্ট অংশ যদি পথিমধ্যে বিনষ্ট হয়, তাহা হইলেই দেবযানপথে গতিবোধক শ্রুতির অর্থ সুসঙ্গত হইতে পারে। নচেৎ, নির্গমনকালেই সমস্ত কর্ম্মক্ষয় হইয়া গেলে কর্ম্মাধীন সূক্ষ্মশরীরও বিনষ্ট হইয়া যাইবে ; সুতরাং সূক্ষ্মশরীরের অভাবে সর্ব্বব্যাপী আত্মার গমনই অসম্ভব হইয়া পড়ে ॥৩॥৩॥২৯॥]

সুকৃতদুষ্কৃতয়োরেকদেশস্য দেহবিয়োগকালে হানিঃ, শেষস্য চ পশ্চাৎ, ইতি উভয়থা কর্ম্মক্ষয়ে সত্যেব গতেরর্থবত্ত্বম্—দেবযান-গতিশ্রুতে-

---

এই প্রকার শ্রুত্যর্থ পর্য্যালোচনার ফলে সুকৃত-দুষ্কৃতহানির সময় অবধারিত হইল। এখন উভয়ের অবিরোধে—যাহাতে শ্রুতি ও বস্তুস্বভাবের বিরোধ না হয়, সেইরূপে ইচ্ছানুসারে পদসমূহের অন্বয় বা সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে হইবে। কৌষীতকী শ্রুতিতে 'তখন সুকৃত ও দুষ্কৃত পরিত্যাগ করেন' এই পরবর্ত্তী বাক্যাংশকে 'এই দেবযান পথ লাভ করিয়া' এই প্রথম-পঠিত শ্রুতি বাক্যের অগ্রে লইয়া যাইতে হইবে। [তাহা হইলেই কোন বাক্যেরই বিরোধ থাকে না।] ॥৩॥৩॥২৮॥

পূর্ব্বপক্ষবাদী এই সিদ্ধান্তের উপর আপত্তি করিতেছেন—

যদি পুণ্য ও পাপের একাংশ দেহ বিয়োগকালে বিনষ্ট হয়, আর অবশিষ্ট অংশ দেবযান পথে বিনষ্ট হয়, এই উভয় প্রকারে কর্ম্মক্ষয় হইলেই গতির অর্থবত্ত্ব দেবযান-পথে গতিপ্রতিপাদক শ্রুতির অর্থ উপপন্ন হইতে পারে। এরূপ না হইলে নিশ্চয়ই বিরোধ উপস্থিত হয়,

রর্থবত্ত্বমিত্যর্থঃ। অন্যথা হি বিরোধঃ,—দেহবিয়োগকাল এব সর্ব্বকর্ম্মক্ষয়ে সূক্ষ্মশরীরস্যাপি বিনাশঃ স্যাৎ; তথাসতি কেবলস্যাত্মনো গমনং নোপপদ্যতে। অত উৎক্রান্তিসময়ে বিদুষো নিঃশেষকর্ম্মক্ষয়ো নোপপন্নঃ ॥৩॥৩॥২৯॥

অত্রোত্তরম্—

উপপন্নস্তল্লক্ষণার্থোপলব্ধের্লোকবৎ ॥৩॥৩॥৩০॥

[পদচ্ছেদঃ—উপপন্নঃ (সঙ্গত হয়) তল্লক্ষণার্থোপলব্ধেঃ (যেহেতু ঐ জাতীয় বিষয় দৃষ্ট হয়), লোকবৎ (যেমন লোক ব্যবহারে দেখা যায়, তেমনি)।]

[সরলার্থঃ—অত্রোত্তরমাহ—"উপপন্নঃ" ইত্যাদিনা। দেহবিয়োগকালে এব সর্ব্বকর্ম্মক্ষয়েঽপি বিদুষো দেবযানপথ উপপন্ন এব। কুতঃ? তল্লক্ষণার্থোপলব্ধেঃ—তল্লক্ষণঃ—তজ্জাতীয়ঃ অর্থঃ—অকর্ম্মলভ্যোঽর্থঃ, তস্যোপলব্ধেঃ "স স্বরাড্‌ভবতি, তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি" ইত্যাদৌ হি কর্ম্মাভাবেঽপি বিদুষো দেহসম্বন্ধরূপোঽর্থ উপলভ্যতে। লোকবৎ—যথা লোকে সস্যাদিবৃদ্ধীচ্ছয়া প্রারব্ধমপি তড়াগাদিকং তদিচ্ছাবিয়োগেঽপি স্নানপানাদৌ উপযুজ্যতে, তদ্বদিত্যর্থঃ ॥

উক্ত আপত্তির উত্তরে বলিতেছেন—জ্ঞানীর দেহ-বিয়োগ সময়ে সমস্ত কর্ম্ম বিনষ্ট হইলেও তাহার দেবযানপথে গতি উপপন্ন হয়; কারণ, 'তিনি স্বরাট্ হন, সমস্ত লোকে তাঁহার স্বেচ্ছাপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে,' ইত্যাদি স্থলে এই জাতীয় অর্থ ই, অর্থাৎ কর্ম্মাভাবেও দেহ-সম্বন্ধরূপ অর্থ ই দেখিতে পাওয়া যায়। লোকব্যবহারও ইহার দৃষ্টান্ত—যেমন সস্যবৃদ্ধির ইচ্ছায় যে পুষ্করিণী খনিত হইয়াছে, সেই ইচ্ছার বিনষ্ট হইয়া গেলেও তাহাতে স্নান-পানাদি কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে থাকে, ইহাও তেমনি ॥৩॥৩॥৩০॥]

উপপন্ন এবোৎক্রান্তিকালে সর্ব্বকর্ম্মক্ষয়ঃ। কথম্? তল্লক্ষণার্থোপলব্ধেঃ—ক্ষীণকর্ম্মণোঽপ্যাবির্ভূতস্বরূপস্য দেহসম্বন্ধলক্ষণার্থোপলব্ধেঃ।

অর্থাৎ দেহ বিয়োগের সমকালেই সমস্ত কর্ম্মরাশির ক্ষয় হইলে তদধীন সূক্ষ্ম শরীরেরও অবশ্যই বিনাশ হইতে পারে। তাহা হইলে ত শরীরবিযুক্ত কেবল আত্মার কোথাও গমন উপপন্ন হইতে পারে না; [কারণ, আত্মা সর্ব্বব্যাপী ও নিষ্ক্রিয়]। অতএব নিষ্ক্রমণের সময়েই বিদ্বানের সর্ব্ব কর্ম্মের ক্ষয় যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না ॥৩॥৩॥২৯॥

ইহার উত্তরে বলিতেছেন—"উপপন্নঃ" ইত্যাদি।

দেহ বিয়োগকালেও সর্ব্বকর্ম্মের ধ্বংস নিশ্চয়ই উপপন্ন হয়; কিপ্রকারে? যেহেতু তল্লক্ষণার্থের উপলব্ধি হইয়া থাকে; [তল্লক্ষণার্থ অর্থ—তজ্জাতীয় অর্থ], অর্থাৎ কর্ম্মক্ষয়ের পরই যাহার নিজ স্বরূপ আবির্ভূত হইয়াছে, তাহারও দেহসম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়।

"পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" [ছান্দ্যো০ ৮।১২।২,৩] "স স্বরাড্ ভবতি তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি" [ছান্দো০ ৭।২৫।২] "স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি" [ছান্দো০ ৭।২৬।২] ইত্যাদিষু দেহসম্বন্ধাখ্যোঽর্থো হ্যুপলভ্যতে। অতঃ ক্ষীণকর্ম্মাণোঽপি সূক্ষ্মশরীর-যুক্তস্য দেবযানেন গমনমুপপদ্যতে।

কথং সূক্ষ্মশরীরমপ্যারম্ভককর্ম্ম-বিনাশেঽবতিষ্ঠত ইতি চেৎ ? বিদ্যা-মাহাত্ম্যাদিতি ব্রুমঃ। বিদ্যা হি স্বয়ং সূক্ষ্মশরীরস্যানারম্ভিকাপি প্রাকৃতসুখদুঃখোপভোগসাধন-স্থূলশরীরস্য সর্ব্বকর্ম্মণাঞ্চ নিরবশেষক্ষয়েঽপি স্বফলভূত-ব্রহ্মপ্রাপ্তিপ্রদানায় দেবযানেন পথৈনং গময়িতুং সূক্ষ্মশরীরং স্থাপয়তি ; লোকবৎ—যথা লোকে সস্যাদিসমৃদ্ধ্যর্থমারব্ধে তটাকাদিকে তদ্ধেতুষু তদিচ্ছাদিষু বিনষ্টেষ্বপি তদেব তটাকাদিকমশিথিলং কুর্ব্বন্তস্তত্র পানীয়পানাদি কুর্ব্বন্তি ; তদ্বৎ ॥৩॥৩॥৩০॥

অথ স্যাৎ—জ্ঞানিনাং সাক্ষাৎকৃতপরতত্ত্বানাং দেহপাতসময়ে কর্ম্মণো নিরবশেষক্ষয়াৎ দেহপাতাদূর্দ্ধং সূক্ষ্মশরীরমাত্রং গত্যর্থমনুবর্ত্ততে, সুখ-

---

[যথা—] 'পর জ্যোতিঃ (পরমেশ্বরকে) প্রাপ্ত হইয়া স্বীয়রূপে প্রকাশিত হন', 'তিনি সেখানে হাস্য, ক্রীড়া ও রমণ করত পরিভ্রমণ করেন,' 'তিনি স্বরাট্ হন', সমস্ত লোকে তাঁহার কামচার (স্বেচ্ছাবিহার) হইয়া থাকে' 'তিনি এক প্রকার হন, তিনপ্রকার হন', ইত্যাদি শ্রুতিতে দেহ-সম্বন্ধরূপ অর্থই প্রতীত হইতেছে। অতএব কর্ম্মক্ষয় হইলেও সূক্ষ্ম শরীরযোগে দেবযান পথে গমন উপপন্ন হইতেছে।

যদি বল, কর্ম্মই যখন সূক্ষ্ম-শরীরোৎপত্তির কারণ, তখন সেই কর্ম্মের অভাবে সূক্ষ্ম শরীরই বা থাকে কিরূপে ? আমরা বলি—বিদ্যার (ব্রহ্মজ্ঞানের) মহিমায় [থাকে]। বিদ্যা নিজে সূক্ষ্মশরীরের উৎপাদিকা না হইলেও প্রাকৃতিক সুখদুঃখোপভোগের সাধনস্বরূপ স্থূল শরীর ও সমস্ত কর্ম্মের সম্পূর্ণরূপে বিনাশের পরেও ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ আপনার (বিদ্যার) ফল প্রদানের সাহায্যার্থ দেবযানপথে ইহাকে (বিদ্বান্‌কে) প্রেরণ করিবার নিমিত্ত সূক্ষ্ম শরীরটি রক্ষা করিয়া থাকে। লোকবৎ—জগতে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, সস্যাদি বৃদ্ধির উদ্দেশে জলাশয় খনিত হইলে পর, তড়াগাদি সৃষ্টির হেতুভূত সেই পূর্ব্বতন ইচ্ছা বা অভিপ্রায় নষ্ট হইয়া গেলেও অবিকৃত ভাবে রক্ষিত সেই তড়াগাদিতে জনসমূহ যথাযথভাবে জলপানাদি কার্য্য করিয়া থাকে ; ইহাও তদ্রূপ ॥৩॥৩॥৩০॥

আপত্তি হইতে পারে, যাহারা জ্ঞানী—পরতত্ত্ব পরমেশ্বরের স্বরূপ সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, দেহপাত সময়ে তাহাদের কর্ম্মরাশি নিঃশেষরূপে বিনষ্ট হওয়ায় দেহপাতের পর, দেবযানপথে গতির নিমিত্ত কেবল সূক্ষ্ম শরীরমাত্রই অনুগত থাকে, কিন্তু সুখ-দুঃখ-ভোগ থাকে না;

দুঃখানুভবো ন বিদ্যতে—ইতি যদুক্তম্, তন্নোপপদ্যতে; বসিষ্ঠাপান্তর-তপঃপ্রভৃতীনাং সাক্ষাৎকৃত-পরতত্ত্বানাং দেহপাতাদূর্দ্ধং দেহান্তরসঙ্গমঃ, পুত্রজন্মবিপত্ত্যাদিনিমিত্ত-সুখদুঃখানুভবশ্চ দৃশ্যত ইতি। অত উত্তরং পঠতি—

যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণাম্ ॥৩॥৩॥৩১॥

[পদচ্ছেদঃ—যাবদধিকারং (অধিকার সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত) অবস্থিতিঃ (অবস্থান), আধিকারিকাণাম্ (অধিকার বা ক্ষমতাবিশেষ প্রাপ্ত জীবদিগের)।]

[সরলার্থঃ—আধিকারিকাণাং অধিকারবিশেষে নিযুক্তানাং যাবদধিকারং স্বাধিকার-সমাপ্তিপর্য্যন্তং তদ্ধেতুভূত প্রারব্ধকর্ম্মণামবিনাশাৎ তৎফলভোগায়ৈব দেহেষু অবস্থিতির্ভবতি। অতঃ বসিষ্ঠাদীনাং জ্ঞানিনামপি সুখাদ্যনুভবো ন দোষায়; তেষাং প্রারব্ধকর্ম্মক্ষয়াভাবাদিতি ভাবঃ ॥

যাহারা অধিকার-বিশেষ সমাপনের নিমিত্ত দেহধারণ করিয়াছেন, জ্ঞানী হইলেও তাহাদের নিজ নিজ অধিকার সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রারব্ধ-কর্ম্মানুরোধে সুখ-দুখানুভব ও দেহ-পরিগ্রহ করা দোষাবহ হয় না। অতএব জ্ঞানসম্পন্ন বসিষ্ঠাদিরও সুখদুঃখাদি ভোগ দোষাবহ হইতেছে না ॥৩॥৩॥৩১॥]   [দ্বাদশ সাম্পরায়াধিকরণ ॥ ১২ ॥]

নাস্মাভিঃ সর্ব্বেষাং জ্ঞানিনাং দেহপাতসময়ে সুকৃত-দুষ্কৃতয়োর্বিনাশ উক্তঃ; অপি তু যেষাং জ্ঞানিনাং দেহপাতানন্তরমর্চ্চিরাদিকা গতিঃ প্রাপ্তা, তেষাং দেহপাতসময়ে সুকৃতদুষ্কৃতহানিরুক্তা। বসিষ্ঠাদীনাং ত্বাধিকারি-কাণাং ন দেহপাতানন্তরমর্চ্চিরাদিগতিপ্রাপ্তিঃ, প্রারব্ধস্যাধিকারস্যা-সমাপ্তত্বাৎ। তেষাং কর্ম্মবিশেষেণাধিকারবিশেষং প্রাপ্তানাং যাবদধিকার-

---

এই যে কথা বলা হইয়াছে, তাহা উপপন্ন হইতেছে না। কারণ, পরতত্ত্ব-প্রত্যক্ষকারী বসিষ্ঠ ও অপান্তরতপাঃ প্রভৃতি ঋষিগণকে দেহপাতের পরেও দেহান্তর প্রাপ্তি এবং পুত্রজন্ম ও বিপৎ-প্রভৃতি নিমিত্ত সন্দর্শনে সুখ-দুঃখানুভব করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব উত্তর বলিতেছেন—"যাবদধিকারম্" ইত্যাদি।

আমরা যে, সমস্ত জ্ঞানীরই দেহপাত সময়ে পুণ্য-পাপের বিনাশ বলিয়াছি, তাহা নহে; পরন্তু যে সমস্ত জ্ঞানীর দেহপাতের পর অর্চ্চিরাদি পথে গতি হয়, দেহপাত সময়ে কেবল তাহাদেরই পুণ্য-পাপধ্বংসের কথা বলিয়াছি। আধিকারিক অর্থাৎ কার্য্যবিশেষ-সম্পাদনে অধিকারপ্রাপ্ত বসিষ্ঠপ্রভৃতির কিন্তু দেহপাতের পর আর অর্চ্চিরাদি পথে (দেবযান পথে) গমন হয় নাই; কারণ, তখনও তাহাদের প্রারব্ধ অধিকার সমাপ্ত হয় নাই, (তখনও অসমাপ্ত রহিয়াছে)। তাহারা যে কর্ম্মের ফলে অধিকার বিশেষ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই অধিকার সমাপ্ত

সমাপ্তি তদারম্ভকং কর্ম্ম ন ক্ষীয়তে। প্রারব্ধস্য হি কর্ম্মণো ভোগাদেব ক্ষয়ঃ। অত আধিকারিকাণাং তদারম্ভকং কর্ম্ম যাবদধিকারমবতিষ্ঠতে। অতস্তেষাং ন দেহপাতাদনন্তরমর্চ্চিরাদিগতিপ্রাপ্তিঃ ॥৩॥৩॥৩১॥

[দ্বাদশং সাম্পরায়াধিকরণম্ ॥১২॥]

অনিয়মাধিকরণম্।] **অনিয়মঃ সর্ব্বেষামবিরোধঃ শব্দানুমানাভ্যাম্ ॥৩॥৩॥৩২॥**

[পদচ্ছেদঃ—অনিয়মঃ (নিয়মের অভাব) সর্ব্বেষাং (ব্রহ্মোপাসনাপরায়ণ সকলের) শব্দানুমানাভ্যাং (শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রের সহিত)।]

[সরলার্থঃ—যেষু যেষু উপাসনেষু দেবযানগতিঃ পঠিতা, তন্নিষ্ঠানামেব তচ্চিন্তনমিতি নিয়মো নাস্তি; কিন্তু সর্ব্বেষামেব ব্রহ্মোপাসননিষ্ঠানামিতি। কুতঃ? যত এবং সত্যেব শব্দানুমানাভ্যাম্ শ্রুতি-স্মৃতিভ্যাম্ অবিরোধঃ সম্পদ্যতে ইত্যর্থঃ।

যে যে উপাসনাকাণ্ডে দেবযান পথের উল্লেখ আছে, কেবল যে, সেই সমুদয় উপাসনানিষ্ঠদিগের সম্বন্ধেই দেবযানগতি চিন্তনীয়, এরূপ নিয়ম নাই; পরন্তু সমস্ত উপাসকগণের পক্ষেই চিন্তনীয়; কারণ? তাহা হইলেই শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রের সহিত অবিরোধ বা সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে ॥৩॥৩॥৩২॥]

না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের সেই প্রারব্ধ কর্ম্মেরও ক্ষয় হয় না। কেন না, একমাত্র ভোগ দ্বারাই প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হইয়া থাকে। এই জন্যই আধিকারিক পুরুষদিগের সেই অধিকারসম্পাদক প্রারব্ধ কর্ম্ম অধিকার সমাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত বিদ্যমানই থাকে; সেই হেতুই তাহাদের দেহপাতের পরও অর্চ্চিরাদি পথে (দেবযান পথে) গমন হয় না (*) ॥৩॥৩॥৩১॥

[দ্বাদশ সাম্পরায়াধিকরণ ॥১২॥]

(*) তাৎপর্য্য -যাহারা পরতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—জ্ঞানী, তাহারা সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত,—(১) সাধারণ, (২) আধিকারিক, অর্থাৎ বিষয়বিশেষে অধিকার প্রাপ্ত। তন্মধ্যে যাহারা সাধারণ জ্ঞানী, দেহপাতের সময়ই তাহাদের সমস্ত কর্ম্মরাশি বিনষ্ট হইয়া যায়, এবং দেবযান পথে ঊর্দ্ধগতি হয়। আর যাহারা কর্ম্মফলে অধিকারবিশেষ লাভ করিয়াছেন, তাহারা প্রারব্ধ কর্ম্ম বিদ্যমান থাকায় নিজের সম্পাদনীয় কার্য্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত দেহেই অবস্থান করেন, এবং আবশ্যক হইলে দেহান্তরেও প্রবেশ করেন। তাই ঋষিগণ বলিয়াছেন—

"মা ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটীশতৈরপি।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্ ॥"

অর্থাৎ স্বকৃত প্রারব্ধ কর্ম্ম শুভই হউক, আর অশুভই হউক, অবশ্যই তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে। কেন না, ভোগ ব্যতিরেকে শতকোটী কল্পেও প্রারব্ধ কর্ম্ম (যাহার ফল-ভোগার্থ দেহধারণ করা হইয়াছে,) কিছুতেই ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। এই কারণেই মহারাজ ভরতকে (প্রারব্ধ ভোগার্থ) হরিণ জন্মের পরেও আবার মনুষ্য দেহ ধারণ করিতে হইয়াছিল ॥

উপকোসলাদিষু যেষূপাসনেষ্বর্চ্চিরাদিগতিঃ শ্রূয়তে; কিং তন্নিষ্ঠানামেব তয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ, উত সর্ব্বেষাং ব্রহ্মোপাসননিষ্ঠানাম্? ইতি সংশয়ে—ইতরেষ্বনাম্নানাৎ, "যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে" [ছান্দো০ ৫।১০।১] "শ্রদ্ধাং সত্যমুপাসতে" [বৃহদা০ ৮।২।১৫] ইতীতরসকলব্রহ্মবিদ্যোপস্থাপকত্বে প্রমাণাভাবাচ্চ তন্নিষ্ঠানামেব,—ইতি প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—অনিয়মঃ—ইতি।

[সিদ্ধান্তঃ—]

সর্ব্বেষাং সর্ব্বোপাসননিষ্ঠানাং তয়ৈব গন্তব্যত্বাৎ তন্নিষ্ঠানামেবেতি নিয়মো নাস্তি। সর্ব্বেষাং তয়ৈব গমনে হি সতি শব্দানুমানাভ্যাম্—শ্রুতিস্মৃতিভ্যামবিরোধঃ, অন্যথা বিরোধ এবেত্যর্থঃ। শ্রুতিস্তাবৎ—ছান্দোগ্য-

উপকোসলাদি যে সমস্ত উপাসনাকাণ্ডে অর্চ্চিরাদি-পথে গতি-শ্রুতি আছে, কেবল সেই সমস্ত উপাসনা-তৎপর লোকদিগেরই সেই পথে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়? অথবা ব্রহ্মোপাসনাপরায়ণ সমস্ত লোকেরই সেই পথে গতি হয়? এইরূপ সংশয়ে মনে হইতেছে যে, অপরাপর উপাসনায় দেবযানপথের উল্লেখ না থাকায়, এবং 'এই যাহারা অরণ্যমধ্যে শ্রদ্ধাকে তপঃ বলিয়া উপাসনা করেন এবং শ্রদ্ধাকে সত্য-জ্ঞানে উপাসনা করেন' ইত্যাদি অপর সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যায় অর্চ্চিরাদি পথে গমনের বিষয়ে প্রমাণও না থাকায় [বুঝিতে হইবে যে,] কেবল উপকোসলাদি-কাণ্ডীয় উপাসকগণেরই [অর্চ্চিরাদি-পথে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়]। এইরূপ প্রাপ্তিসম্ভাবনায় বলা হইতেছে—"অনিয়মঃ" ইত্যাদি। (*)

সকলেরই অর্থাৎ ব্রহ্মোপাসনাতৎপর সমস্ত লোকের পক্ষেই যখন ব্রহ্মলোক অবশ্যগন্তব্য; তখন কেবল যে, উপকোসলাদি-উপাসনানিষ্ঠদিগেরই [ঐরূপ গতি হয়,] এরূপ নিয়ম হইতে পারে না। বিশেষতঃ সকলের পক্ষেই ঐ পথে গতি নিশ্চিত হইলেই শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রের সহিতও অবিরোধ রক্ষিত হয়; নচেৎ বিরোধই উপস্থিত হয়। প্রথমতঃ শ্রুতি—ছান্দোগ্য ও

(*) তাৎপর্য্য—এই 'অনিয়মাধিকরণে'র পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—ব্রহ্মোপাসকদিগের অর্চ্চিরাদি-পথে ব্রহ্মপ্রাপ্তি। (২) সংশয়—উপকোসলবিদ্যা প্রভৃতি যে সমস্ত উপাসনায় অর্চ্চিরাদি গতির উল্লেখ আছে, কেবল সেই সমস্ত বিদ্যোপাসক দিগেরই অর্চ্চিরাদি পথে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়, কিংবা সাধারণতঃ ব্রহ্মোপাসকমাত্রেরই হয়? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—অন্যের সম্বন্ধে যখন কোন প্রমাণ নাই, অথচ উপকোসলাদি বিদ্যায়ই বিশেষ করিয়া অর্চ্চিরাদি পথের উল্লেখ রহিয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, উপকোসলাদি বিদ্যোপাসকদিগেরই অর্চ্চিরাদিপথে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়, অন্যের হয় না। (৪) উত্তর—না,—যে সমস্ত বিদ্যায় অর্চ্চিরাদি পথের উল্লেখ আছে, কেবল যে, তদুপাসকদিগেরই অর্চ্চিরাদি পথে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই; পরন্তু ব্রহ্মোপাসকমাত্রেরই হইবে; কারণ, পঞ্চাগ্নিবিদ্যা প্রভৃতিতে সামান্যতঃ ব্রহ্মোপাসক মাত্রেরই অর্চ্চিরাদিপথে ব্রহ্মপ্রাপ্তির কথা লিখিত আছে। (৫) নির্ণয়—অতএব সামান্যতঃ ব্রহ্মোপাসক মাত্রেরই অর্চ্চিরাদিপথে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইবে, কিছুমাত্র বিশেষ নাই॥

বাজসনেয়কয়োঃ পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়ামর্চ্চিরাদিমার্গেণ সর্ব্বব্রহ্মোপাসননিষ্ঠানাং (*) গমনমাহ—"য এবমেতদ্বিদুর্যে চামী অরণ্যে শ্রদ্ধাং সত্যমুপাসতে, তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তি" [বৃহদা০ ৮।২।১৫] ইতি বাজসনেয়কে; "তদ্ য ইত্থং বিদুর্যে চেমে (†) হরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে, তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তি" [ছান্দো০ ৫।১০।১] ইতি চ্ছান্দোগ্যে; "য ইত্থং বিদুঃ" ইতি পঞ্চাগ্নিবিদ্যানিষ্ঠান্ "যে চেমে" ইত্যাদিনা শ্রদ্ধাপূর্ব্বকং ব্রহ্মোপাসীনাং-শ্চোদ্দিশ্য অর্চ্চিরাদিকা গতিরুপদিশ্যতে, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" [তৈত্তি০ আন০ ১ অনু০] "সত্যং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্" [ছান্দো০ ৭।১৬।১] ইতি সত্যশব্দস্য ব্রহ্মণি প্রসিদ্ধেঃ। তপঃশব্দস্যাপি তেনৈকার্থ্যাৎ সত্য-তপঃশব্দাভ্যাং ব্রহ্মৈবাভিধীয়তে। "শ্রদ্ধাপূর্ব্বকং ব্রহ্মোপাসনঞ্চান্যত্র শ্রুতং "সত্যং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্" [ছান্দো০ ৭।১৬।১] ইত্যুপক্রম্য "শ্রদ্ধা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যা" [ছান্দো০ ৭।১৯।১] ইতি। স্মৃতিরপি—

"অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥" [গীতা০ ৮।২৪]

ইতি সর্ব্বেষাং ব্রহ্মবিদামনেনৈব মার্গেণ গমনমিত্যাহ। এবংজাতীয়কাঃ

বৃহদারণ্যকোপনিষদে পঞ্চাগ্নিবিদ্যায় সমস্ত ব্রহ্মোপাসকদিগেরই অর্চ্চিরাদি পথে গমনের কথা বলিতেছেন। বৃহদারণ্যকে আছে 'যাহারা এইরূপে ইহা অবগত হন, এবং এই যাহারা অরণ্যে শ্রদ্ধাকে সত্য-ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তাহারা অর্চ্চি অর্থাৎ দেবযান পথ প্রাপ্ত হন'। ছান্দোগ্যে আছে—'যাহারা এইরূপে তাহা জানেন, এবং এই যাহারা অরণ্যমধ্যে তপোরূপে শ্রদ্ধার উপাসনা করেন, তাহারা অর্চ্চিকে (দেবযান-পথ) প্রাপ্ত হন'। "যে ইত্থং বিদুঃ" বাক্যে 'পঞ্চাগ্নিবিদ্যানিষ্ঠদিগকে, আর "যে চেমে" কথায় শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসনাকারীদিগকে উল্লেখ করিয়া তাহাদের সম্বন্ধেই আর্চ্চিরাদি গতির উপদেশ করিতেছেন। কেন না, 'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত' 'সত্যকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিবে' ইত্যাদি শ্রুতিতে 'সত্য' শব্দটি ব্রহ্মার্থেই প্রযুক্ত; 'তপঃ' শব্দটিও যখন উহারই সমানার্থক, তখন বুঝিতে হইবে, সত্য ও তপঃ-শব্দে ব্রহ্মই অভিহিত হইতেছেন। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসনার কথা অন্য শ্রুতিতেও শ্রুত আছে; যথা 'সত্যকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিবে' এইরূপ উপক্রমের পর 'শ্রদ্ধাকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিবে' ইতি। ব্রহ্মবিৎ লোক 'অগ্নি, জ্যোতিঃ, অহঃ, শুক্লপক্ষ ও উত্তরায়ণ ষণ্মাস, এই দেবযান-পথে গমন করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন।' এই স্মৃতিশাস্ত্রও (ভগবদ্গীতা-বাক্যও) সমস্ত ব্রহ্মবিদেরই ঐ পথে গতি নির্দ্দেশ করিতেছেন। এ বিষয়ে এই জাতীয় আরও

(*) সর্ব্বোপাসননিষ্ঠানাম্' ইতি 'ক' পাঠঃ। (†) যে চামী' ইতি কচিৎ পাঠঃ।

শ্রুতিস্মৃতয়ো বহ্ব্যঃ সন্তি। এবং সর্ব্ববিদ্যাসাধারণীয়ং গতিঃ প্রাপ্তৈবোপ-কোসলবিদ্যাদাবনূদ্যতে ॥৩॥২॥৩২॥ [ত্রয়োদশম্ অনিয়মাধিকরণম্ ॥১৩॥]

অক্ষরধ্যধিকরণম্।] **অক্ষরধিয়াং ত্ববরোধঃ সামান্য-তদ্ভাবা-ভ্যামৌপসদবৎ, তদুক্তম্ ॥৩॥৩॥৩৩॥**

[পদচ্ছেদঃ—অক্ষরধিয়াং (অক্ষর-ব্রহ্মোপাসকদিগের) তু (কিন্তু) অবরোধঃ (সংগ্রহ—সর্ব্ববিদ্যাতে গ্রহণ) সামান্য-তদ্ভাবাভ্যাম্ (যেহেতু সমান সম্বন্ধ এবং ঐ সমস্তই ব্রহ্মচিন্তার অন্তর্গত) ঔপসদবৎ (যজ্ঞীয় উপসদ্‌গুণের ন্যায়), তৎ (তাহা), উক্তম্ [পূর্ব্বমীমাংসায়] (উক্ত আছে)।]

[সরলার্থঃ—বৃহদারণ্যকে শ্রূয়তে "এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি, ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি—অস্থূলমনণু" ইত্যাদি, মুণ্ডকে চ "অথ পরা, যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে * * * যৎ তদদ্রেশ্যম্" ইত্যাদি। কিম্ এষামস্থূলত্বাদীনাং সর্ব্বাসু ব্রহ্মবিদ্যাসু উপসংহারো ন বেতি সংশয়ে, আহ—"অক্ষরধিয়াম্" ইত্যাদি।

অক্ষরধিয়াং—অক্ষরব্রহ্মসম্বন্ধ্যস্থূলত্বাদিবুদ্ধীনাং তু সর্ব্বাসু ব্রহ্মবিদ্যাসু অবরোধঃ—উপসংহারঃ কর্ত্তব্যঃ। কুতঃ? সামান্য-তদ্ভাবাভ্যাম্—সর্ব্ববিদ্যাসু ব্রহ্মণঃ সামান্যতঃ সম্বন্ধাৎ, ব্রহ্মানুসন্ধানাব-সানত্বাচ্চ তাসাম্। ঔপসদবৎ—যথা জামদগ্ন্যচতুরাত্র-পুরোডাশ্যুপসদ্‌গুণভূতঃ সামবেদীয়ঃ "অগ্নির্ব্বৈ হোত্রং বেতু" ইত্যাদিকো মন্ত্রঃ যজুর্ব্বেদীয়োপসদনুগততয়া যজুর্ব্বেদিকোপাংশু-রূপেণ প্রযুজ্যতে, তথেত্যর্থঃ। তদুক্তং পূর্ব্বমীমাংসায়াম্—"গুণমুখ্যব্যতিক্রমে তদর্থত্বান্মুখ্যেন বেদসংযোগঃ" ইতি॥

বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে—'হে গার্গি, ব্রহ্মবিদ্‌গণ এই অক্ষরকে অস্থূল ও অনণু (অসূক্ষ্ম) [বলিয়া থাকেন]' ইত্যাদি। মুণ্ডকোপনিষদে আছে—'অতঃপর পরা বিদ্যা কথিত হইতেছে, যাহা দ্বারা সেই অক্ষর ব্রহ্মকে জানা যায়; * * * যাহা সেই অস্থূল ও অনণু' ইত্যাদি। অক্ষরসম্বন্ধে এই অস্থূলত্বাদি চিন্তা কি সমস্ত বিদ্যাতেই গ্রহণকরিতে হইবে? অথবা যেখানে পঠিত আছে, কেবল সেখানেই? তদুত্তরে বলিতেছেন—অক্ষর ব্রহ্মসম্বন্ধী অস্থূলত্বাদি চিন্তা সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যাতেই সংগৃহীত হইবে; কারণ? যেহেতু সমস্ত বিদ্যাতেই ব্রহ্মের তুল্য সম্বন্ধ রহিয়াছে, এবং প্রকৃতপক্ষে অস্থূলত্বাদি ধর্ম্মগুলিও ব্রহ্মচিন্তারই অন্তর্ভূত; সুতরাং সেগুলি ত্যাগ করিলে ব্রহ্মচিন্তাই সম্পূর্ণ হয় না। ঔপসদ মন্ত্র ইহার দৃষ্টান্ত স্থল; সেখানে ঔপসদ মন্ত্রটি সামবেদীয় হইলেও উপসদ্ যখন যজুর্ব্বেদীয়, তখন তদঙ্গভূত ঐ মন্ত্রটিকেও যজুর্ব্বেদীয় উপাংশুরূপেই গ্রহণ করা হইয়া থাকে। এইরূপ গ্রহণের ব্যবস্থা পূর্ব্বমীমাংসাতেও উক্ত আছে ॥৩॥৩॥৩৩॥]

বহুতর শ্রুতি স্মৃতি প্রমাণ রহিয়াছে। সর্ব্ববিদ্যার সম্বন্ধেই সাধারণভাবে প্রাপ্ত এইরূপ গতি উপকোসলাদিবিদ্যাতে কেবল অনূদিত বা পুনরুল্লেখিত হইয়াছে মাত্র ॥৩॥৩॥৩২॥

[চতুর্দ্দশ অনিয়মাধিকরণ ॥১৪॥]

বৃহদারণ্যকে শ্রূয়তে "এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি —অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়মতমোঽবায়্বনাকাশমসঙ্গমরসমগন্ধমচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাগমনোঽতেজস্কমপ্রাণমসুখমমাত্রমনন্তরমবাহ্যম্, ন তদশ্নাতি কিঞ্চন; এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যা-চন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ" [বৃহদা০ ৫।৮।৮] ইতি। তথা আথর্ব্বণে "অথ পরা, যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে, যৎ তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদম্" [মুণ্ড০ ১।১।৫] ইতি। তত্র সংশয়ঃ—কিমিমে অক্ষর-শব্দ-নির্দ্দিষ্টব্রহ্মসম্বন্ধিতয়া শ্রুতা অস্থূলত্বাদয়ঃ প্রপঞ্চপ্রত্যনীকতাস্বরূপাঃ সর্ব্বাসু ব্রহ্মবিদ্যাসু অনুসন্ধেয়াঃ? উত যত্র শ্রূয়ন্তে, তত্রৈব? ইতি। কিং যুক্তম্? যত্র শ্রুতাস্তত্রৈবেতি। কুতঃ? বিদ্যান্তরস্য রূপভূতানাং গুণানাং বিদ্যান্তরস্য রূপত্বে প্রমাণাভাবাৎ, প্রতিষেধরূপাণামেষামানন্দাদিবৎ স্বরূপাবগমোপায়ত্বাভাবাচ্চ। আনন্দাদিভিরবগতস্বরূপে হি ব্রহ্মণি স্থূল-

বৃহদারণ্যকোপনিষদে শোনা যায়—'হে গার্গি, ব্রহ্মবিদ্‌গণ এই অক্ষরকে (ব্রহ্মকে) বলিয়া থাকেন যে, তিনি অস্থূল (স্থূল নয়) অনণু (অণু নয়) অহ্রস্ব, অদীর্ঘ, অলোহিত, স্নেহশূন্য (চর্ব্বি রহিত), ছায়ারহিত, অতমঃ (অন্ধকার-বিলক্ষণ), বায়ু ও আকাশ রহিত, অসঙ্গ বা অনাসক্ত এবং রস গন্ধ চক্ষুঃ শ্রোত্র বাক্ মনঃ তেজঃ প্রাণ সুখ ও মাত্রা (পরিমাণ) রহিত, এবং অন্তর ও বাহ্যশূন্য; তিনি কিছুমাত্র ভোজন করেন না; হে গার্গি, সূর্য্য ও চন্দ্র এই অক্ষর ব্রহ্মের শাসনেই বিশেষরূপে ধৃত হইয়া রহিয়াছে' ইতি। এইরূপ অথর্ব্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষদেও শোনা যায়—'অতঃপর পরা বিদ্যা কথিত হইতেছে, যাহা দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে লাভ করা যায়,—যে অক্ষর পুরুষ দর্শনের অযোগ্য, গ্রহণের অবিষয়, গোত্র, বর্ণ, চক্ষুঃ ও শ্রোত্র শূন্য এবং হস্ত পদ রহিত' ইতি। ইহাতে সংশয় এই যে, অক্ষর-শব্দবাচ্য ব্রহ্ম সম্বন্ধে শ্রুত জগদ্বিলক্ষণ এই অস্থূলত্বাদি ধর্ম্মসমুদয় কি সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যাতেই চিন্তা করিতে হইবে? অথবা যেখানে শ্রুত, কেবল সেখানেই? কোন পক্ষটি যুক্তিসম্মত? যেখানে শ্রুত, সেখানেই [চিন্তনীয়], এই পক্ষই। কারণ? যেহেতু এক বিদ্যার স্বরূপভূত গুণসমূহ যে, অন্য বিদ্যারও স্বরূপভূত হইবে, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। বিশেষতঃ স্থূলত্বাদির নিষেধাত্মক অস্থূলত্বাদি ধর্ম্ম-সমূহ আনন্দ ও জ্ঞানাদির ন্যায় ব্রহ্মস্বরূপাবগতির উপায়ও হইতে পারে না। [প্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকিলে,] যখন নিরালম্বন বা নির্ব্বিষয়ক প্রতিষেধ হইতে পারে না, তখন বুঝিতে হইবে যে, আনন্দাদি গুণবিশিষ্টরূপে অবগত ব্রহ্মের

ত্বাদয়ঃ প্রপঞ্চধর্ম্মাঃ প্রতিষিধ্যন্তে, নিরালম্বনপ্রতিষেধাযোগাৎ। এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—"অক্ষরধিয়াং ত্ববরোধঃ" ইতি।

অক্ষরব্রহ্মসম্বন্ধিনামস্থূলত্বাদিধিয়াং সর্ব্বব্রহ্মবিদ্যাস্ববরোধঃ—সংগ্রহণমিত্যর্থঃ। কুতঃ? সামান্য-তদ্ভাবাভ্যাং—সর্ব্বেষূপাসনেষূপাস্যস্যাক্ষরস্য ব্রহ্মণঃ সমানত্বাৎ, অস্থূলত্বাদীনাং তৎস্বরূপ-প্রতীতৌ ভাবাচ্চ। এতদুক্তং ভবতি—অসাধারণাকারেণ গ্রহণং হি বস্তুনো গ্রহণম্। নচ কেবলমানন্দাদি ব্রহ্মণোঽসাধারণমাকারমুপস্থাপয়তি, প্রত্যগাত্মন্যপ্যানন্দাদের্বিদ্যমানত্বাৎ। হেয়প্রত্যনীকো হি আনন্দাদির্ব্রহ্মণোঽসাধারণং রূপম্। প্রত্যগাত্মনস্তু স্বতো হেয়বিরহিণোঽপি হেয়মসম্বন্ধযোগ্যতাস্তি; হেয়প্রত্যনীকত্বঞ্চ চিদচিদাত্মক-প্রপঞ্চধর্ম্মভূত-স্থূলত্বাদিবিপরীতরূপম্। অতোঽসাধারণা-

---

স্বরূপ বিষয়েই জাগতিক স্থূলত্বাদি ধর্ম্মের নিষেধ করা হইতেছে। এইরূপ সিদ্ধান্তসম্ভাবনায় বলিতেছি - "অক্ষরধিয়াং" ইতি (*)।

সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যাতেই, অক্ষর ব্রহ্ম-সম্বন্ধে শ্রুত অস্থূলত্বাদি ধর্ম্ম-চিন্তার অবরোধ—গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ? সামান্য ও তদ্ভাবই কারণ; যেহেতু এক অক্ষর ব্রহ্মই সমস্ত উপাসনায় উপাস্য, এবং যেহেতু অক্ষর ব্রহ্মের স্বরূপ-চিন্তার মধ্যেও অস্থূলত্বাদি-ধর্ম্মের অন্তর্ভাব রহিয়াছে; [কারণ, ব্রহ্মের স্বরূপ চিন্তা করিতে হইলে, যেমন আনন্দাদি ধর্ম্মের চিন্তা করিতে হয়, তেমনি অস্থূলত্বাদি ধর্ম্মেরও চিন্তা করা আবশ্যক হয়]। এই কথা উক্ত হইতেছে যে, কোন বস্তুর গ্রহণ বা জ্ঞান করা অর্থ—তাহাকে অসাধারণ বা বিশেষাকারে গ্রহণকরা। প্রত্যগাত্মা—জীবেও যখন আনন্দাদি ধর্ম্ম বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন কেবল অনন্দাদি ধর্ম্ম ও ব্রহ্মের অসাধারণ বা বিশেষ আকার (স্বরূপ) প্রতীতি-গোচর করিতে পারে না। হেয় গুণের বিপরীত আনন্দাদিই হইতেছে—ব্রহ্মের অসাধারণ বা অন্যবিলক্ষণ রূপ; কিন্তু প্রত্যগাত্মা (জীব) প্রকৃতপক্ষে হেয়গুণ বিবর্জ্জিত হইলেও হেয়গুণের সহিত সম্বদ্ধ হইবার অযোগ্য নহে। হেয়-প্রত্যনীকত্ব (হেয়-প্রতিকূলত্ব) অর্থ—চেতনাচেতনাত্মক প্রপঞ্চের ধর্ম্ম—স্থূলত্বাদির বৈপরীত্য; অত এব অসাধারণ

[সিদ্ধান্তে অস্থূলত্বাদি ধর্ম্মের গ্রহণ।]

(*) তাৎপর্য্য—ইহার নাম 'অক্ষরধী' অধিকরণ। ইহা ৩৩—৩৪শ পর্য্যন্ত দুইটি সূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—অক্ষর ব্রহ্মোপাসনায় অভিহিত অস্থূলত্বাদি ধর্ম্ম। (২) সংশয়—অক্ষরোপাসনায় অভিহিত অস্থূলত্বাদির চিন্তা কি সমস্ত ব্রহ্মোপাসনায়ই গ্রহণ করিতে হইবে? অথবা যেখানে পঠিত আছে, কেবল সেখানেই? (৩) পূর্ব্বপক্ষ -অক্ষর সম্বন্ধে আশঙ্কিত স্থূলত্বাদি ধর্ম্মের নিষেধার্থই যখন অস্থূলত্বাদি ধর্ম্মের উপন্যাস, তখন সমস্ত বিদ্যাতেই তাহারগ্রহণ করা অনাবশ্যক। (৪) উত্তর—না, এ কথা সত্য নহে; কারণ, অক্ষর ব্রহ্ম যখন সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যায়ই উপাস্য; এবং অস্থূলত্বাদি চিন্তাও যখন ব্রহ্মের স্বরূপ-চিন্তায় অবর্জ্জনীয়, তখন আনন্দাদির ন্যায় অস্থূলত্বাদি ধর্ম্মেরও সর্ব্বত্র উপসংহার করিতে হইবে। (৫) নির্ণয়—অতএব সমস্ত ব্রহ্ম-বিদ্যাতেই অস্থূলত্বাদি ধর্ম্মের চিন্তা করিতে হইবে॥

কারেণ ব্রহ্মানুসন্ধেয়তা অস্থূলত্বাদিবিশেষিতজ্ঞানানন্দাদ্যাকারং ব্রহ্মানুসন্ধেয়মিতি অস্থূলত্বাদীনামানন্দাদিব্রহ্মস্বরূপপ্রতীত্যন্তর্ভাবাৎ সর্ব্বাসু ব্রহ্মবিদ্যাসু তথৈব ব্রহ্মানুসন্ধেয়মিতি।

গুণানাং প্রধানানুবর্ত্তিত্বে দৃষ্টান্তমাহ—ঔপসদবৎ ইতি। যথা জামদগ্ন্যচতূরাত্র-পুরোডাশ্যুপসদ্গুণভূতঃ (*) সামবেদপঠিতঃ "অগ্নির্বৈ হোত্রং বেতু" [০—?] ইত্যাদিকো মন্ত্রঃ প্রধানানুবর্ত্তিতয়া যাজুর্ব্বেদিকেনোপাংশুত্বেন প্রযুজ্যতে। তদুক্তং প্রথমে কাণ্ডে "গুণমুখ্যব্যতিক্রমে তদর্থত্বান্ মুখ্যেন বেদসংযোগঃ।" [পূর্ব্বমীমাংসা] ইতি ॥৩॥৩॥৩৩॥

বা ইতর-বিলক্ষণাকারে যিনি ব্রহ্মের অনুসন্ধান বা চিন্তা করেন, তাহাকে অবশ্যই অস্থূলত্বাদি রূপে বিশেষিত আনন্দাদি স্বরূপেই ব্রহ্মের চিন্তা করিতে হইবে। অতএব আনন্দাদি ধর্ম্মের ন্যায় অস্থূলত্বাদিও ব্রহ্মস্বরূপোপলব্ধির অন্তর্ভূত হওয়ায় সেইরূপে অর্থাৎ অস্থূলত্বাদিরূপে সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যাতেই ব্রহ্মচিন্তা করিতে হইবে।

গুণ বা অঙ্গ সমূহ যে, প্রধানের (গুণীর) অনুগামী হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—'ঔপসদবৎ' ইতি। জমদগ্নিকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত (জামদগ্ন্য) চতূরাত্রনামক যাগে যেমন পুরোডাশের (একপ্রকার হবনীয় দ্রব্যের) সংস্কারক ঔপসদ (উপসদের অঙ্গীভূত) "অগ্নির্বৈ হোত্রং বেতু" ইত্যাদি মন্ত্রটি সামবেদোক্ত হইলেও, অঙ্গমাত্রই প্রধানের (অঙ্গীর) অনুগত হয়, এইকারণে যজুর্ব্বেদীয় উপাংশুরূপেই উচ্চারিত হইয়া থাকে; [ইহাও সেইরূপ]। প্রথম কাণ্ডেও (কর্ম্ম-মীমাংসায়) একথা উক্ত আছে—'যেখানে গুণ ও মুখ্যের অর্থাৎ অঙ্গ ও প্রধানের বিরোধ উপস্থিত হইয়া থাকে, সেখানে প্রধানের সহিতই বেদ-সংযোগ বা বৈদিক মন্ত্র ও ক্রিয়ার সম্বন্ধ হইয়া থাকে; কেন না, প্রধানের উপকারার্থই ত অঙ্গের ব্যবস্থা' (†) ॥৩॥৩॥৩৩॥

(*) পুরোডাশাদ্যুপসদ্গুণভূতঃ' ইতি 'ক' পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—'চতূরাত্র' একটি যজ্ঞের নাম। মহাতপা জমদগ্নি পুনঃ পুনঃ সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন বলিয়া উহা 'জামদগ্ন্য চতূরাত্র' নামে প্রসিদ্ধ। ঐ যজ্ঞে পুরোডাশ-সংস্কারের জন্য বিহিত একটি কর্ম্মের নাম উপসদ্। ঐ উপসদ্ কর্ম্মে পঠনীয় "অগ্নির্বৈ হোত্রং বেতু" ইত্যাদি মন্ত্রটি সামবেদীয়; "উচ্চৈঃ সাম" এই বাক্যানুসারে ঐ মন্ত্রটি উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করা উচিত, কিন্তু 'উপসদ্' কর্ম্মটি যখন যজুর্ব্বেদীয়, এবং ঐ মন্ত্রটি যখন তাহারই অঙ্গ; অঙ্গমাত্রই যখন প্রধানের অনুগামী, তখন মন্ত্রটি সামবেদীয় হইলেও যজুর্বেদীয় উপসদ্-কর্ম্মের অনুরোধে, "উপাংশু যজুষা" অর্থাৎ যজুর্ব্বেদীয় মন্ত্র মৃদুস্বরে পাঠ করিবে, এই বিধান অনুসারে ঐ মন্ত্রটিকে উপাংশুরূপেই পাঠ করিতে হয়। অঙ্গমাত্রই যখন প্রধানের অনুগামী হইয়া থাকে, তখন অস্থূলত্বাদি চিন্তাও ব্রহ্মের স্বরূপ-চিন্তারই অঙ্গ; সুতরাং যেখানে যেখানে ব্রহ্মের স্বরূপ-চিন্তার বিধান আছে, সেই সমস্ত স্থানেই অস্থূলত্বাদি ধর্ম্মের চিন্তা করিতে হইবে॥

নন্বেবং সর্ব্বাসু ব্রহ্মবিদ্যাসু ব্রহ্মণ এব গুণিত্বাদ্গুণানাং চ প্রধানানু-বর্ত্তিত্বাৎ "সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ" [ছান্দো০ ৩।১৪।৪] ইত্যাদে-র্গুণজাতস্য প্রতিবিদ্যং ব্যবস্থিতস্যাপ্যব্যবস্থা স্যাৎ। তত্রাহ—

ইয়দামননাৎ ॥৩॥৩॥৩৪॥

[পদচ্ছেদঃ—ইয়ৎ (এই পরিমাণ), আমননাৎ (আভিমুখ্যে চিন্তা হেতু)।]

[সরলার্থঃ—আমননাৎ—আভিমুখ্যেন ব্রহ্মানুসন্ধানাৎ হেতোঃ ইয়দেব—যেন বিনা ব্রহ্মানু-সন্ধানমেব ন সম্ভবতি, তাদৃশমেব গুণজাতং সর্ব্বত্র ব্রহ্মবিদ্যাসু উপসংহর্ত্তব্যম্। তচ্চ অস্থূলত্বাদি-বিশেষিতম্ আনন্দাদ্যেব, ন পুনঃ "সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ" ইত্যাদিকমিত্যর্থঃ ॥

যেহেতু ব্রহ্মবিষয়ে, একাগ্রচিত্তে তাহার ধ্যান করিতে হইবে, সেই হেতু, যাহার অভাবে ব্রহ্মচিন্তা হইতে পারে না, সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যাতেই সেই অস্থূলত্বাদিসমেত আনন্দাদি ধর্ম্মের উপসংহার করিতে হইবে, কিন্তু "সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ" ইত্যাদি ধর্ম্মসমূহের নহে; কারণ, ঐ সমস্ত ধর্ম্ম ব্রহ্মের স্বরূপচিন্তায় অব্যভিচারী উপায় নহে ॥৩॥৩॥৩৪॥]

আমননম্—আভিমুখ্যেন মননম্—অনুচিন্তনম্। আমননাৎ হেতোরিয়-দেব গুণজাতং সর্ব্বত্রানুসন্ধেয়ত্বেন প্রাপ্তম্, যদস্থূলত্বাদিবিশেষিতমানন্দা-দিকম্। যেন গুণজাতেন বিনা ব্রহ্মস্বরূপস্যেতরব্যাবৃত্তস্যানুসন্ধানং ন সম্ভবতি, তদেব সর্ব্বত্রানুবর্ত্তনীয়ম্; তচ্চেয়দেবেত্যর্থঃ। ইতরে তু

ভাল কথা, ব্রহ্মই যখন সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যায় গুণী বা প্রধান, এবং গুণ বা অঙ্গমাত্রই যখন প্রধানের অনুগামী হইয়া থাকে, তখন "সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ" ইত্যাদি গুণসমূহ প্রত্যেক বিদ্যায় ব্যবস্থিত বা পৃথগ্‌ভূত থাকিলেও এখন ত সে সমস্ত গুণের অব্যবস্থা বা অনিয়ম হইতে পারে। অভিপ্রায় এই যে, অঙ্গ বলিয়া যদি সর্ব্বত্রই ঐ সমস্ত গুণের অনুবৃত্তি করিতে হয়, তাহা হইলে একাধিক বিদ্যায় সে সমস্ত গুণের উল্লেখেরই আবশ্যক হইত না? তদুত্তরে বলিতেছেন—"ইয়দামননাৎ"।

আমনন অর্থ—আভিমুখ্যে—তদ্গতভাবে নিরন্তর চিন্তা। আমনন হেতু সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যায়ই অনুসন্ধান বা চিন্তার জন্য এই সমস্ত গুণই—অস্থূলত্বাদি সহকৃত আনন্দাদি গুণই সমস্ত ব্রহ্ম-বিদ্যায় অনুসন্ধানের জন্য প্রাপ্ত হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, যে সমস্ত গুণ ব্যতিরেকে ব্রহ্মের স্বরূপ চিন্তাই সম্ভবপর হয় না, কেবল সেই সমস্ত গুণেরই সর্ব্বত্র অনুবৃত্তি বা গ্রহণ করিতে হইবে; সেই গুণসমূহও এই অস্থূলত্বাদি গুণ হইতে ভিন্ন নহে; তদ্ভিন্ন সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মসমূহ

সর্ব্বকর্ম্মত্বাদয়ঃ প্রধানানুবর্ত্তিনোঽপি চিন্তনীয়ত্বেন প্রতিবিদ্যং ব্যবস্থিতাঃ ॥৩॥৩॥৩৪॥ [চতুর্দ্দশম্ অক্ষরধ্যধিকরণম্ ॥১৪॥]

অন্তরত্বাধিকরণম্।] **অন্তরা ভূতগ্রামবৎস্বাত্মনোঽন্যথা ভেদানুপপত্তিরিতি চেন্নোপদেশবৎ ॥৩॥৩॥৩৫॥**

[পদচ্ছেদঃ—অন্তরা (এষ ত আত্মা সর্ব্বান্তরঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে) ভূতগ্রামবৎস্বাত্মনঃ (সর্ব্বপ্রাণিবিশিষ্ট প্রত্যক্ আত্মার), অন্যথা (তাহা না হইলে) ভেদানুপপত্তিঃ (পৃথক্ উপদেশের সার্থকতা থাকে না), ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), ন (না), উপদেশবৎ (সদ্বিদ্যায় যেমন [পুনঃ পুনঃ] উপদেশ হইয়াছে)।]

[সরলার্থঃ—বৃহদারণ্যকে "য আত্মা সর্ব্বান্তরঃ, তং মে ব্যাচক্ষ্ব" ইত্যুষস্তপ্রশ্নস্য প্রতিবচনে—"যঃ প্রাণেন প্রাণিতি, স তে আত্মা সর্ব্বান্তরঃ * * * অতোঽন্যদার্ত্তম্" ইত্যাদি উক্তম্, অনন্তরং কহোলপ্রশ্নস্য প্রতিবচনেঽপি "যোঽশনায়াপিপাসে শোকং মোহং জরাং মৃত্যুমত্যেতি, এতং বৈতমাত্মানং বিদিত্বা * * * অতোঽন্যদার্ত্তম্" ইত্যস্তমুক্তম্। তত্র সংশয়ঃ—কিমুভয়ত্র বিদ্যৈক্যম্? উত বিদ্যাভেদঃ? ইতি। পূর্ব্বত্র প্রাণনাদিহেতুভূতঃ প্রত্যগাত্মা, উত্তরত্র তু অশনায়াপিপাসাদ্যতীতঃ পরমাত্মা উপাস্যঃ, ইত্যতো বিদ্যাভেদপ্রাপ্তাবুচ্যতে—"অন্তরা" ইত্যাদি।

অন্তরা—"য আত্মা সর্ব্বান্তরঃ" ইত্যুষস্তপ্রশ্নঃ ভূতগ্রামবৎস্বাত্মনঃ—কৃৎস্নপ্রাণিপ্রাণনহেতুভূত-প্রত্যাগত্মন এব, অন্যথা প্রত্যাগত্মবিষয়ত্বং বিনা প্রতিবচনভেদানুপপত্তিরিতি চেৎ; ন; উপদেশবৎ—যথা "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যেকস্যামেব সদ্বিদ্যায়াং "ভগবাংস্ত্বেব মে ব্রবীতু" "ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু" ইত্যেকাধিকঃ প্রশ্নো দৃষ্টঃ, তথা অত্রাপি সম্ভবতীতি ভাবঃ ॥

বৃহদারণ্যকোপনিষদে 'যাহা সর্ব্বান্তর, তাহার কথা আমাকে বল,' এই উষস্তপ্রশ্নের প্রত্যুত্তরে বলা হইয়াছে—'যাহা প্রাণ দ্বারা প্রাণন—শ্বাসপ্রশ্বাসাদি কার্য্য করে, তাহা তোমার সর্ব্বান্তর আত্মা, * * * তদ্ভিন্ন সমস্তই ধ্বংসশীল' ইত্যাদি। তাহার পর কহোলপ্রশ্নের উত্তরেও বলা হইয়াছে যে, 'যিনি পান ও ভোজনেচ্ছা প্রভৃতির অতীত, সেই আত্মাকে অবগত হইয়া * * *, তদ্ভিন্ন সমস্তই ধ্বংসশীল' ইত্যাদি। উভয়স্থলে একই পরমাত্মা উপাস্য? কিংবা ভিন্ন? তদুত্তরে বলিতেছেন—"অন্তরা" ইত্যাদি।

যদি বল, 'যিনি সর্ব্বান্তর আত্মা' এই উষস্তপ্রশ্নের প্রতিবচনে প্রাণিদিগের শ্বাসপ্রশ্বাসাদি-কার্য্যের হেতুভূত প্রত্যগাত্মাই (জীবই) প্রতিপাদ্য; (পরমাত্মা নহে); কারণ, তাহা না হইলে প্রত্যুত্তরের পার্থক্য হইতে পারে না। না,—সে কথাও বলা যায় না; কারণ, ছান্দোগ্যোপনিষদের সদ্বিদ্যাপ্রকরণে যেরূপ একই ব্রহ্মবিষয়ে বারংবার প্রশ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, এখানেও সেই প্রকার ॥৩॥৩॥৩৫॥]

প্রধানানুগত হইলেও চিন্তার জন্যই প্রত্যেক বিদ্যায় পৃথক্ রূপে নিরূপিত হইয়াছে, [সুতরাং অন্যত্র সে সমুদয়ের উপসংহার করিবার আবশ্যক নাই] ॥৩॥৩॥৩৪॥

[চতুর্দ্দশ 'অক্ষরধী' অধিকরণ ॥১৪॥]

বৃহদারণ্যকে উষস্তপ্রশ্নে এবমাম্নায়তে—"যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্‌ব্রহ্ম, য আত্মা সর্ব্বান্তরঃ, তন্মে ব্যাচক্ষ্ব" [বৃহদা০ ৫।৪।১] ইতি। তস্য প্রতিবচনম্—"যঃ প্রাণেন প্রাণিতি, স ত আত্মা সর্ব্বান্তরঃ, যোঽপানেনাপানিতি, স ত আত্মা" [বৃহদা০ ৫।৪।১] ইত্যাদি। অতুষ্টেন তেন পুনঃ পৃষ্ট আহ—"ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং পশ্যেঃ, ন শ্রুতেঃ শ্রোতারং শৃণুয়াঃ, ন মতের্মন্তারং মন্বীথাঃ, ন বিজ্ঞাতের্বিজ্ঞাতারং বিজানীয়াঃ, এষ ত আত্মা সর্ব্বান্তরোঽতোঽন্যদার্ত্তম্" [বৃহদা০ ৫।৪।২] ইতি। তথা তদনন্তরং কহোলপ্রশ্নে চৈবমাম্নায়তে—"যদেব সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম, য আত্মা সর্ব্বান্তরঃ, তন্মে ব্যাচক্ষ্ব" [বৃহদা০ ৫।৫।১] ইতি। প্রতিবচনঞ্চ—"যোঽশনায়াপিপাসে শোকং মোহং জরাং মৃত্যুমত্যেতি, এবং হৈতমাত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ" [বৃহদা০ ৫।৫।১] ইত্যাদি "অতোঽন্যদার্ত্তম্" ইত্যন্তম্। তত্র সংশয্যতে—কিমনয়োর্বিদ্যাভেদোঽস্তি

বৃহদারণ্যকোপনিষদে উষস্তের এইরূপ একটি প্রশ্ন পঠিত আছে—'যাহা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষস্বরূপ ব্রহ্ম, যাহা সর্ব্বান্তর আত্মা, আমাকে তাহার স্বরূপ বল' ইতি। ইহার প্রত্যুত্তর এইরূপ—'যাহা প্রাণের সাহায্যে প্রাণন (শ্বাসপ্রশ্বাদি কার্য্য) করে, তাহাই তোমার সর্ব্বান্তরভূত আত্মা; যাহা অপানের সাহায্যে অপানাদি কার্য্য করে, তাহাই তোমার আত্মা' ইত্যাদি। উষস্ত এ কথায় পরিতুষ্ট না হইয়া পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিলে পর, তদুত্তরে বলিলেন—'দৃষ্টির (জ্ঞানের) দ্রষ্টাকে দর্শন করিবে না, শ্রুতির (শ্রবণের) শ্রোতাকে শ্রবণ করিবে না, মতির মননকর্ত্তাকেও মনন করিবে না, এবং জ্ঞানের জ্ঞাতাকেও জানিবে না, ইহাই তোমার সর্ব্বান্তর আত্মা, এতদতিরিক্ত সমস্তই আর্ত্ত—ধ্বংসশীল' ইতি। তাহার পরে, কহোলের প্রশ্নও ঠিক এই প্রকারই পঠিত আছে—'নিশ্চয়ই যাহা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষস্বরূপ ব্রহ্ম, এবং যাহা সর্ব্বান্তর আত্মা, তাহা আমার নিকট ব্যাখ্যা কর' ইতি। ইহার প্রত্যুত্তরও—'যাহা ভোজনেচ্ছা, পানেচ্ছা এবং শোক মোহ জরা ও মৃত্যু অতিক্রম করিয়া আছে, সেই এই আত্মাকে অবগত হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি পুত্রাভিলাষ ও বিত্তাভিলাষ হইতে [মুক্তিলাভ করেন]', এই হইতে 'এতদ্ভিন্ন সমস্তই আর্ত্ত '(বিনাশশীল)' এই পর্য্যন্ত (*)। এখানে সংশয় হইতেছে যে, এই

(*) তাৎপর্য্য—ইহার নাম 'অন্তরত্বাধিকরণ'। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—"এষ আত্মা সর্ব্বান্তরঃ" ইত্যাদি বাক্যোক্ত সর্ব্বান্তর আত্মা। (২) সংশয়—এই সর্ব্বান্তর কি প্রত্যগাত্মা (জীব)? অথবা পরমাত্মা? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—সর্ব্বান্তর পদার্থ কখনই পরমাত্মা হইতে পারে না, ইহা নিশ্চয়ই জীব। (৪) উত্তর—না; এই উভয় বাক্যোক্ত আত্মাই পরমাত্মা, জীব নহে। কারণ, জীবের পক্ষে উভয় বাক্যের উপক্রম ও উপসংহার সুসঙ্গত হয় না। (৫) নির্ণয়—অতএব উপক্রম ও উপসংহারানুসারে উপাস্যের ঐক্য সিদ্ধ হওয়ায় বিদ্যারও ঐক্য বুঝিতে হইবে।

নেতি। কিং যুক্তম্? ভেদ ইতি। কুতঃ? রূপভেদাৎ,—প্রতিবচনভেদাদ্ রূপং ভিদ্যতে। প্রশ্নস্যৈকরূপ্যেঽপি প্রতিবচনপ্রকারো হি ভেদেনোপলভ্যতে। পূর্ব্বত্র প্রাণনাদীনাং কর্ত্তা সর্ব্বান্তরাত্মত্বেনোচ্যতে, পরত্রাশনায়া-পিপাসাদিরহিতঃ। অতঃ পূর্ব্বত্র প্রাণিতাদেহেন্দ্রিয়বুদ্ধিমনঃ-প্রাণব্যতিরিক্তঃ প্রত্যগাত্মোচ্যতে; পরত্র তু তদতিরিক্তোঽশনায়া-পিপাসাদিরহিতঃ পরমাত্মা; অতো রূপং ভিদ্যতে। ভূতগ্রামবতশ্চ প্রত্যগাত্মনস্তস্য ভূতগ্রামস্য সর্ব্বস্যান্তরত্বেন (*) সর্ব্বান্তরত্বমপ্যুপপন্নম্। যদ্যপি প্রত্যগাত্মনঃ সর্ব্বান্তরত্বং ভূতগ্রামমাত্রাপেক্ষত্বেনাপেক্ষিকম্, তথাপি তদেব গ্রাহ্যম্; অন্যথা মুখ্যান্তরাত্মপরিগ্রহলোভাৎ পরমাত্মস্বীকারে প্রতিবচনভেদো নোপপদ্যতে। প্রতিবচনং হি পূর্ব্বত্র প্রত্যগাত্মবিষয়ম্, পরমাত্মনঃ প্রাণিতৃত্বাপানিতৃত্বাদ্যসম্ভবাৎ। পরঞ্চ পরমাত্মবিষয়ম্, অশনায়া-পিপাসাদ্যতীতত্বাৎ।

তদিদমাশঙ্কতে—অন্তরা ভূতগ্রামবৎস্বাত্মনোঽন্যথা ভেদানুপপত্তি-

উভয় বাক্যে বিদ্যার ভেদ আছে কি না? কোন্ পক্ষটি যুক্তিযুক্ত? ভেদপক্ষই। কি কারণে? যে হেতু রূপভেদ রহিয়াছে। প্রতিবচনের ভেদেই উপাস্য বিষয়ের স্বরূপভেদ ঘটিতেছে। কেন না, প্রশ্ন একরূপ হইলেও প্রত্যুত্তর কিন্তু একাকার দৃষ্ট হইতেছে না। প্রথম প্রতিবচনে প্রাণনাদি চেষ্টার কর্ত্তাকে সর্ব্বান্তর আত্মা বলা হইয়াছে; আর দ্বিতীয় প্রতিবচনে অশনায়াদি ধর্ম্মরহিতকে সর্ব্বান্তর আত্মা বলা হইয়াছে। অতএব বুঝিতে হইবে যে, প্রথমে প্রাণিগণের দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, মনঃ ও প্রাণ হইতে অতিরিক্ত প্রত্যগাত্মাই (জীবই) অভিহিত হইয়াছে, আর দ্বিতীয় বাক্যে জীব হইতে পৃথক্ ও অশনায়া-পিপাসারহিত পরমাত্মাই উক্ত হইয়াছেন; অতএব উহা স্বরূপতই ভিন্ন হইতেছে। আর জীবভাবাপন্ন প্রত্যাগাত্মা যখন সমস্ত ভূতেরই অভ্যন্তরস্থ; তখন তাহার সর্ব্বান্তরত্ব-নির্দ্দেশও অসঙ্গত নহে। যদিও প্রত্যগাত্মার সর্ব্বান্তরভাব ভূতগ্রাম-সাপেক্ষ হওয়ায় আপেক্ষিক হউক, তথাপি এখানে জীবাত্মারই গ্রহণ করিতে হইবে; নচেৎ 'অন্তরাত্মা' শব্দের মুখ্যার্থ গ্রহণের লোভে এখানে পরমাত্মা-অর্থ স্বীকার করিলে প্রতিবচনের পার্থক্য উপপন্ন হয় না। প্রাণন ও অপাননের হেতুত্ব পরমাত্মার সম্বন্ধে সম্ভবপর না হওয়ায় প্রথম প্রশ্নের উত্তর বাক্যটি প্রত্যক্-আত্মবিষয়ে, আর পরবর্ত্তী প্রতিবচনটি পরমাত্ম-বিষয়ে বুঝিতে হইবে; কেন না, তাহাকে অশনায়া-পিপাসাদির অতীত বলা হইয়াছে। "অন্তরা ভূতগ্রামবৎ" বাক্যেও এই প্রকার

(*) সর্ব্বস্যান্তরাত্মত্বেন' ইতি 'ক' পাঠঃ।

রিতি চেৎ—ইতি। অন্তরা—সর্ব্বান্তরত্বেন প্রথমপ্রতিবচনং ভূতগ্রামবৎ-স্বাত্মনঃ—ভূতগ্রামবান্—তদন্তরঃ স্বাত্মা—প্রত্যগাত্মা সর্ব্বান্তর ইত্যুচ্যত-ইত্যর্থঃ। অন্যথা "যঃ প্রাণেন প্রাণিতি" [বৃহদা০ ৫।৪।১] "যোঽশনায়া-পিপাসাদ্যতীতঃ" ইতি প্রতিবচনভেদানুপপত্তিরিতি চেৎ, অত্রোত্তরম্—

[সিদ্ধান্তঃ—]

নেতি। ন বিদ্যাভেদ ইত্যর্থঃ; উভয়ত্র পরবিষয়ত্বাৎ প্রশ্ন-প্রতি-বচনয়োঃ। তথাহি—"যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ব্রহ্ম য আত্মা সর্ব্বন্তরঃ" [বৃহদা০ ৫।৪।১] ইতি প্রশ্নস্তাবৎ পরমাত্মবিষয় এব, ব্রহ্মশব্দস্য পরমাত্মা-সাধারণত্বেঽপি প্রত্যগাত্মন্যপি কদাচিদুপচরিতপ্রয়োগদর্শনাৎ তদ্ব্যাবৃত্ত্যা পরমাত্মপ্রতিপত্ত্যর্থং "যৎ সাক্ষাদ্ব্রহ্ম" [তৈত্তী০ আন০ ১।১] ইতি বিশেষণং ক্রিয়তে। অপরোক্ষত্বমপি সর্ব্বদেশ-সর্ব্বকালসম্বন্ধিত্বং "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" [তৈত্তি০ আন০ ১।১] ইত্যনন্তত্বেনাবগতস্য পরমাত্মন এবোপপদ্যতে। সর্ব্বান্তরত্বমপি "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরঃ" [বৃহদা০ ৫।৭।৩] ইত্যারভ্য "য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোঽন্তরঃ"

আশঙ্কাই প্রকটিত হইয়াছে। অন্তরা অর্থ—সর্ব্বান্তরত্ব-প্রতিপাদক প্রতিবচন; 'ভূতগ্রামবৎ-স্বাত্মনঃ' অর্থ—ভূতগ্রামবান্—ভূত সমূহের অভ্যন্তরস্থ স্বাত্মা—প্রত্যক্ আত্মা (জীব) সর্ব্বান্তর বলিয়া কথিত হইতেছেন। এরূপ অর্থ না হইলে 'যিনি প্রাণের দ্বারা প্রাণন করেন', এবং 'যিনি অশনায়া ও পিপাসাদির অতীত' এইরূপ বিভিন্নাকার উত্তর প্রদান সঙ্গত হইতে পারে না; ইহা যদি বল, তাহার উত্তর—'ন' ইতি।

'ন' অর্থ—বিদ্যাভেদ নাই। কেন না, যেহেতু উভয়স্থানীয় প্রশ্ন ও প্রতিবচনেরই বিষয় হইতেছে পরমাত্মা; (অতএব বিদ্যাভেদ হইতে পারে না)। দেখ, 'যাহা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ-স্বরূপ ব্রহ্ম, যাহা সর্ব্বান্তর আত্মা' এই প্রশ্ন ত পরমাত্মবিষয়েই বটে; কেন না, ব্রহ্ম-শব্দটি বিশেষরূপে পরমাত্মার বাচক হইলেও, কখন কখন প্রত্যক্-আত্মাতেও গৌণভাবে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়; এই কারণে প্রত্যক্-আত্মার ব্যাবৃত্তি বা প্রতিষেধ করিয়া পরমাত্মা-অর্থ বুঝাইবার জন্যই "যৎ সাক্ষাৎ ব্রহ্ম" (যাহা সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, অর্থাৎ গৌণ বা উপচরিত নহে), কথায় বিশেষিত করা হইয়াছে। আর সর্ব্বদেশ ও সর্ব্বকাল-সম্বন্ধিত্বরূপ যে, অপরোক্ষত্ব তাহাও 'ব্রহ্ম—সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত' এই শ্রুতি হইতে অনন্তরূপে অবগত পরমাত্মার সম্বন্ধেই সঙ্গত হয়। সর্ব্বান্তরত্ব ধর্ম্মও 'যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করেন, অথচ পৃথিবীর অন্তর' এই হইতে আরম্ভ করিয়া 'যিনি আত্মাতে অবস্থান করেন, অথচ আত্মার অন্তর' এই শ্রুতিপ্রতিপাদিত সর্ব্বান্তর্যামী

ইতি সর্ব্বান্তর্যামিণঃ পরমাত্মন এব সম্ভবতি। প্রতিবচনমপি তথৈব পরমাত্মবিষয়ম্। "যঃ প্রাণেন প্রাণিতি" [বৃহদা০ ৫।৪।১] ইতি—নিরুপাধিকং প্রাণনস্য কর্ত্তৃত্বং পরমাত্মন এব, প্রত্যগাত্মনঃ সুষুপ্তৌ প্রাণনং প্রতি কর্ত্তৃত্বাভাবাৎ। এবমজানতোষস্তেন প্রাণনে কর্ত্তৃত্বমাত্রমুক্তং মন্বানেন প্রত্যগাত্মনোঽপি সাধারণত্বং প্রতিবচনস্য মত্বা অতুষ্টেন পুনঃ পৃষ্টস্তং প্রতি প্রত্যগাত্মনো ব্যাবৃত্তং নিরুপাধিকত্বেন প্রাণনস্য কর্ত্তারং পরমাত্মানমাহ—"ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং পশ্যেঃ" [বৃহদা০ ৫।৪।২] ইত্যাদিনা। ইন্দ্রিয়াধীনানাং দর্শনশ্রবণমননবিজ্ঞানানাং কর্ত্তারং প্রত্যগাত্মানং প্রাণনস্য কর্ত্তৃত্বেনোক্ত ইতি ন মন্বীথাঃ; তস্য সুষুপ্তিমূর্চ্ছাদৌ প্রাণনাদেরকর্ত্তৃত্বাৎ। "কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ, যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ" [তৈত্তি০ আন০ ৭।১] ইতি সর্ব্বপ্রাণিপ্রাণনহেতুত্বং হি পরমাত্মন এবান্যত্র শ্রুতম্। অতঃ পূর্ব্বপ্রশ্ন-প্রতিবচনে পরমাত্মবিষয়ে, এবমুত্তরে অপি, অশনায়াদ্যতীতত্বস্য পরমাত্মাসাধারণত্বাৎ। উভয়ত্র "অতোঽন্যদার্ত্তম্" ইত্যুপসংহারশ্চৈকরূপঃ।

পরমাত্মার সম্বন্ধেই সম্ভবপর হয়। সেইরূপ প্রতিবচনও ঠিক পরমাত্মবিষয়েই সঙ্গত হয়—সুষুপ্তি সময়ে প্রত্যগাত্মার যখন প্রাণন ব্যাপারে কোনরূপ কর্ত্তৃত্বই থাকে না, তখন অব্যাহতভাবে প্রাণনকর্ত্তৃত্ব ধর্ম্মও পরমাত্মার সম্বন্ধেই সঙ্গত হয়। এই প্রকারে স্বীয় অজ্ঞতা বশতঃ উষস্ত মনে করিলেন যে, এখানে বোধ হয়, কেবল প্রাণন-ব্যাপারের কর্ত্তৃত্বই বলা হইয়াছে, তাহা হইলে ত এই প্রত্যুত্তর জীবাত্মার পক্ষেও সম্ভব হইতে পারে। এইরূপ মনে করিয়া উষস্ত আগ্রহ সহকারে পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিলে পর, "ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং পশ্যেঃ" ইত্যাদি বাক্যে তাহাকে প্রত্যক্ আত্মা হইতে পৃথগ্‌ভূত এবং প্রাণন ব্যাপারের নিরুপাধিক (অনাপেক্ষিক—সর্ব্বকালীন) কর্ত্তা পরমাত্মার কথা বলিলেন। ইন্দ্রিয়াধীন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে, শ্রবণ-মননাদি জ্ঞান সম্পাদিত হয়, তাহার কর্ত্তৃভূত জীবকে এখানে প্রাণন-ব্যাপারের কর্ত্তা বলিয়া মনে করিবে না; কারণ, সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি অবস্থায় জীবের কোনরূপ কর্ত্তৃত্বই থাকে না। বিশেষতঃ 'যদি এই আনন্দস্বরূপ আকাশ না থাকিত, তাহা হইলে কেই বা প্রাণন করিত, কেই বা চেষ্টা করিত' ইত্যাদি অপর শ্রুতিতেও পরমাত্মাকেই সর্ব্বপ্রাণীর প্রাণন-হেতু বলিয়া শোনা গিয়াছে। অতএব বুঝিতে হইবে, প্রথমোক্ত প্রশ্ন ও প্রতিবচন, উভয়ই পরমাত্মবিষয়ক। এইরূপ পরবর্ত্তী প্রশ্ন প্রতিবচনও নিশ্চয়ই পরমাত্মবিষয়ক; কেন না, অশনায়াদি বৃত্তিকে যে অতিক্রম করা (অশনায়াদিরাহিত্য), তাহা কেবল পরমাত্মারই অসাধারণ বা বিশেষ ধর্ম্ম, (জীবের নহে)। তাহার পর, উভয় স্থানেই 'এতদ্ভিন্ন সমস্তই আর্ত্ত বা বিনাশশীল' এই উপসংহার-বাক্যও উভয় স্থানেই একরূপ; [সুতরাং উভয় স্থানের প্রতিপাদ্য বিষয়ও একই বটে]। তবে যে, প্রশ্ন ও প্রতিবচনের আবৃত্তি

প্রশ্ন-প্রতিবচনাবৃত্তিস্তু কৃৎস্নপ্রাণি-প্রাণনহেতোঃ পরস্য ব্রহ্মণোঽশনায়াদ্যতীতত্বপ্রতিপাদনায়। তত্র দৃষ্টান্তমাহ—উপদেশবদ্ ইতি। যথা সদ্বিদ্যায়াম্ "উত তমাদেশমপ্রাক্ষ্যঃ" [ছান্দো০ ৬।১।৩] ইতি প্রক্রান্তে সদুপদেশে "ভগবাংস্ত্বেব মে তদ্‌ব্রবীত্বিতি" [ছান্দো০ ৬।১।৭] "ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু" [ছান্দো০ ৬।৫।৪] ইতি প্রশ্নস্য "এষোঽণিমা ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যম্" [ছান্দো০ ৬।৯।৪] ইতি প্রতিবচনস্য চ ভূয়োভূয় আবৃত্তিঃ সতো ব্রহ্মণস্তত্তন্মাহাত্ম্যবিশেষপ্রতিপাদনায় দৃশ্যতে; তদ্বৎ। অত একস্যৈব সর্ব্বান্তরভূতস্য ব্রহ্মণঃ কৃৎস্নপ্রাণি-প্রাণনহেতুত্বাশনায়াদ্যতীতত্বপ্রতিপাদনেন রূপৈক্যাদ্বিদ্যৈক্যম্ ॥৩।৩॥৩৫॥

অথ স্যাৎ—যদ্যপ্যুভে প্রশ্ন-প্রতিবচনে পরব্রহ্মবিষয়ে, তথাপি বিদ্যাভেদোঽবর্জ্জনীয়ঃ; একত্র সর্ব্বপ্রাণি-প্রাণনহেতুত্বেনোপাস্যম্, ইতরত্র অশনায়াদ্যতীতত্বেন, ইত্যুপাস্যগুণভেদেন রূপভেদাৎ। প্রষ্টৃভেদাচ্চ,—পূর্ব্বত্র উষস্তঃ প্রষ্টা; উত্তরত্র কহোলঃ—ইতি। তত্রাহ—

বা পুনরুল্লেখ রহিয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য—পরব্রহ্ম যে, নিখিল প্রাণীর প্রাণধারণের হেতুভূত হইয়াও অশনায়াদির অতীত, তাহা প্রতিপাদন করা। এবিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—"উপদেশবৎ" ইতি। ছান্দোগ্যোপনিষদে সদ্বিদ্যা-প্রকরণে 'তুমি কি সেই উপদেশ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে?' এইরূপে ব্রহ্মবিদ্যার উপক্রম করা হইলে পর, 'পূজনীয় আপনিই আমাকে তাহা বুঝাইয়া দিন', 'পূজনীয় আপনিই পুনর্ব্বার বলুন,' এই প্রশ্নের এবং 'ইহা অতিশয় অণুস্বরূপ, সমস্ত জগৎই তদাত্মক, তিনিই সত্যস্বরূপ' এই প্রতিবচনে যেমন ব্রহ্ম ও তাহার মহিমাবিশেষ প্রতিপাদনের জন্য পুনরাবৃত্তি দৃষ্ট হয়, ইহাও তেমনই বটে। অতএব, ব্রহ্ম যে, নিখিল প্রাণীর প্রাণধারণের হেতুভূত হইয়াও অশনায়াদি ধর্ম্মের অতীত, তৎপ্রতিপাদনেই ঐ বাক্যদ্বয়ের তাৎপর্য্য; সুতরাং উপাস্য পদার্থের ঐক্য থাকায় বিদ্যারও ঐক্য বুঝিতে হইবে॥৩।৩॥৩৫॥

এখানে আপত্তি হইতেপারে যে, যদিও প্রশ্ন ও প্রতিবচন, উভয়ই পরব্রহ্মবিষয়ক হউক, তথাপি এখানে—কিছুতেই বিদ্যাভেদ পরিত্যাগ করা যাইতে পারে না। কেন না, ব্রহ্ম একস্থানে হইতেছেন—সর্ব্বপ্রাণীর প্রাণধারণের হেতু, আর অন্য স্থানে হইতেছেন—অশনায়াদির অতীত; সুতরাং গুণভেদ থাকায় বিদ্যারও স্বরূপগত ভেদ হইতেছে। বিশেষতঃ প্রশ্নকর্ত্তার ভেদও বিদ্যাভেদের অপর হেতু—প্রথম প্রশ্নের কর্ত্তা—উষস্ত, আর দ্বিতীয় প্রশ্নের কর্ত্তা হইতেছেন—কহোল। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—

ব্যতিহারো বিশিংষন্তি হীতরবৎ ॥৩।৩।৩৬॥

[পদচ্ছেদঃ—ব্যতিহারঃ (পরস্পর গ্রহণ—বিনিময়) বিশিংষন্তি (বিশেষরূপে বলিতেছেন) হি (নিশ্চয়ে) ইতরবৎ (যেমন—সদ্বিত্তায় হইয়াছে)।]

[সরলার্থঃ—এবং চ, দ্বয়োরেব প্রশ্নকর্ত্রোঃ প্রশ্নবিষয়ৈক্যে নিশ্চিতে সতি ব্যতিহারঃ—যথোক্তধর্ম্মাণাং বিনিময়ঃ কার্য্যঃ—কহোলেন প্রাণনাদিহেতুত্ববুদ্ধিঃ সর্ব্বান্তরাত্মবিষয়ে কার্য্যা, তথা উষস্তেনাপি অশনায়াদ্যতীতত্ববুদ্ধিঃ কার্য্যেত্যর্থঃ। যথা ইতরত্র সদ্বিদ্যায়াং সর্ব্বাণি প্রতিবচনানি পরমাত্মপরাণি, তথা অত্র উভয়ত্রাপি সর্ব্বাণি যাজ্ঞবল্ক্যবচনানি একমেব সর্ব্বান্তরত্বেন পরমাত্মানং বিশিংষন্তি বিশেষেণ কথয়ন্তীত্যর্থঃ ॥

এইরূপে এক পরমাত্মাই যখন উভয় প্রশ্নের জিজ্ঞাস্য বলিয়া নিশ্চিত হইতেছেন, তখন উভয়স্থানীয় গুণসমূহেরও ব্যতিহার বা বিনিময় করিতে হইবে, অর্থাৎ কহোলকে গ্রহণ করিতে হইবে—প্রাণনাদি-হেতুত্ববুদ্ধি, আর উষস্তকে গ্রহণ করিতে হইবে—অশনায়াদি-অতীতত্ববুদ্ধি। কেন না, অন্যত্র—ছান্দোগ্যোপনিষদের সদ্বিদ্যাতে যেমন সমস্ত উত্তরবাক্যই ব্রহ্মবোধক, তেমনি এখানেও যাজ্ঞবল্ক্যের উভয় বাক্যই পরব্রহ্ম-প্রতিপাদক; অতএব উভয়কেই উভয়স্থানীয় গুণসমূহ চিন্তা করিতে হইবে ॥৩।৩।৩৬॥]

নাত্র বিদ্যাভেদঃ, প্রশ্নপ্রতিবচনাভ্যামেকরূপার্থ-বিষয়াভ্যামেকেন চ বিধিপদেনৈকবাক্যত্বপ্রতীতেঃ। প্রশ্নদ্বয়ং তাবৎ সর্ব্বান্তরাত্মত্ববিশিষ্ট-ব্রহ্ম-বিষয়ম্। দ্বিতীয়ে প্রশ্নে "যদেব সাক্ষাদপরোক্ষাদ্‌ব্রহ্ম য আত্মা সর্ব্বান্তরঃ" [বৃহদা০ ৫।৫।১] ইত্যেবকারশ্চ পূর্ব্বত্রোষস্তেন পৃষ্টগুণবিশিষ্ট-ব্রহ্ম-বিষয়ত্বং কহোলপ্রশ্নস্যাবধারয়তি। প্রতিবচনং চোভয়ত্র "স ত আত্মা সর্ব্বান্তরঃ" [বৃহদা০ ৫।৪।১] ইতি সর্ব্বান্তরাত্মত্ববিশিষ্ট-ব্রহ্মবিষয়মেক-রূপমেব। বিধিপ্রত্যয়শ্চোত্তরত্রৈব দৃশ্যতে—"তস্মাদ্‌ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং

"ব্যতিহারঃ" ইত্যাদি। একই বিষয়ের প্রতিপাদক প্রশ্ন ও তাহার উত্তর বাক্য দ্বারা এবং উপাসনাবিধায়ক পদের সমন্বয় দ্বারাও যখন একই বস্তুর উপাস্যত্ব প্রতীত হইতেছে, তখন নিশ্চয়ই এখানে বিদ্যাভেদ হইতে পারে না।

প্রশ্ন দুইটিও সর্ব্বান্তর আত্ম-স্বরূপ ব্রহ্মবিষয়ক। প্রথম প্রশ্নে উষস্তকর্তৃক যাদৃশ গুণবিশিষ্ট ব্রহ্মবিষয়ে প্রশ্ন করা হইয়াছিল, কহোল-প্রশ্নের বিষয়ও যে, তাহাই (অন্য নহে), ইহাই দ্বিতীয় প্রশ্নস্থিত "যৎ এব" ইত্যাদি শ্রুতিগত 'এব' শব্দে অবধারিত হইতেছে। আর উভয়স্থানীয় যে, প্রতিবচন—'তাহাই তোমার সর্ব্বান্তর' ইত্যাদি, তাহাও সর্ব্বান্তরাত্মত্ববিশিষ্ট ব্রহ্মবিষয়ক—একই প্রকার। উপাসনাবিধায়ক বিধিপ্রত্যয়ও পরবর্ত্তী বাক্যেই দৃষ্ট হয়; যথা—'সেই হেতু ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি পাণ্ডিত্য সমাপ্ত করিয়া বাল্যভাবে অবস্থান করিবে', এই প্রকারে

নির্ব্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ” [বৃহদা০ ৫।৫।১] ইতি। এবং সর্ব্বান্তরাত্মত্ব-বিশিষ্ট-ব্রহ্মৈকবিষয়ত্বে দ্বয়োরবগতে সতি একস্মিন্নেব সর্ব্বান্তরাত্মত্ব-বিশিষ্টে ব্রহ্মণ্যুপাস্যে উষস্ত-কহোলয়োরিতরেতর-বুদ্ধিব্যতিহারঃ কর্ত্তব্যঃ,—উষস্তস্য যা সর্ব্বান্তরাত্মনো ব্রহ্মণঃ সর্ব্বপ্রাণি-প্রাণনহেতুত্ববিষয়া বুদ্ধিঃ, সা কহোলেনাপি প্রষ্ট্রা কার্য্যা ; যা চ কহোলস্য তস্যৈব ব্রহ্মণোঽশনায়াদ্যতীতত্ববিষয়া বুদ্ধিঃ, সা উষস্তেনাপি কার্য্যা। এবং ব্যতিহারে কৃতে উভাভ্যাং সর্ব্বান্তরস্য ব্রহ্মণো জীব-ব্যাবৃত্তিরবগতা ভবতি। এনং সর্ব্বান্তরাত্মানং প্রত্যগাত্মনো ব্যাবৃত্তমবগময়িতুং সর্ব্বপ্রাণি-প্রাণনহেতুত্বা-শনায়াদ্যতীতত্ব-প্রতিপাদনেন বিশিংষন্তি হি যাজ্ঞবল্ক্যস্য প্রতিবচনানি। অতো ব্রহ্মণঃ সর্ব্বান্তরাত্মত্বমেবোপাস্যগুণঃ ; প্রাণনহেতুত্বাদয়স্তু তস্যোপ-পাদকাঃ, নোপাস্যাঃ।

ননু উপাস্যগুণঃ সর্ব্বান্তরাত্মত্বমেব চেৎ, প্রাণনহেতুত্বস্য অশনায়াদ্য-তীতত্বস্য চ প্রষ্ট্রোঃ ব্যতিহৃত্যানুসন্ধানং কিমর্থম্ ? তদুচ্যতে—সর্ব্বপ্রাণি-প্রাণনহেতুত্বেন সর্ব্বান্তরাত্মনি জাবাদ্ ব্যাবৃত্তে ব্রহ্মণ্যুষস্তেনাবগতে সতি কহোলেন জীবস্য সর্ব্বাত্মনা অসম্ভাবিতেন স্বভাববিশেষেণ সর্ব্বান্তরাত্মা

যখন সর্ব্বান্তরত্ব ও আত্মত্ববিশিষ্ট এক ব্রহ্মবিষয়েই উভয়ের প্রশ্ন ও প্রতিবচন অবধারিত হইল, তখন সর্ব্বান্তরাত্মত্ববিশিষ্ট উপাস্য ব্রহ্মবিষয়ে উষস্ত ও কহোলের পরস্পর বুদ্ধি-ব্যতিহার বা চিন্তার বিনিময় স্বীকার করিতেই হইবে। উষস্তের যে, সর্ব্বান্তরাত্মা ব্রহ্মবিষয়ে সর্ব্বপ্রাণি-প্রাণধারণত্ব চিন্তা, প্রশ্নকর্ত্তা কহোলের পক্ষেও সেইরূপ চিন্তা অবশ্য কর্ত্তব্য। আবার কহোলেরও যে, সেই ব্রহ্মবিষয়েই অশনায়াদ্যতীতত্ব চিন্তা, উষস্তকেও সে চিন্তা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তাহারা উভয়ে এই প্রকার ব্যতিহার বা চিন্তার বিনিময় করিলেই সর্ব্বান্তর ব্রহ্ম যে, জীব হইতে পৃথক্, তাহাও সম্পূর্ণরূপে অবগত হইতে পারিবে। এইপ্রকারে জীব হইতে পৃথগ্‌ভূত পরমাত্মাকে বুঝাইবার নিমিত্তই যাজ্ঞবল্ক্যের বাক্যসমূহ সমস্ত প্রাণীর প্রাণ-ধারণহেতুত্ব ও অশনায়াদি-অতীতত্ব প্রতিপাদন দ্বারা বিশেষিত করিতেছেন। অতএব এখানে ব্রহ্মের সর্ব্বান্তরাত্মত্বই উপাস্য গুণ, অর্থাৎ সর্ব্বান্তরত্ব-গুণবিশিষ্টরূপেই ব্রহ্মের উপাসনা করিতে হইবে ; আর প্রাণন-হেতুত্ব প্রভৃতি গুণসমূহ কেবল তাহারই সমর্থক মাত্র, কিন্তু উপাস্য গুণ নহে।

প্রশ্ন হইতেছে—যদি বল, এখানে সর্ব্বান্তরত্বই উপাস্য গুণ হউক ; তাহা হইলে ত উভয় প্রষ্টাকেই (জিজ্ঞাসুকেই) আর উভয় স্থলে সর্ব্বান্তরত্ব ও অশনায়াদি-অতীতত্ব গুণের ব্যতিহারে অনুসন্ধান করিতে হয় না ? তাহার উত্তরে বলা হইতেছে—উষস্ত যখন বুঝিতে পারিলেন যে, সর্ব্বপ্রাণীর প্রাণধারণের হেতু বলিয়াই উক্ত সর্ব্বান্তরাত্মা বস্তুটি জীববিলক্ষণ ব্রহ্মস্বরূপ ; তাহার পরই কহোল মনে করিলেন, জীবের পক্ষে যাহা একেবারে অসম্ভব, তাদৃশ বিশিষ্টগুণযোগেই

ব্যাবৃত্তোঽনুসন্ধেয় ইতি কৃত্বা পুনঃ প্রশ্নঃ কৃতঃ। যাজ্ঞবল্ক্যোঽপি তদভিপ্রায়মভিজ্ঞায় প্রত্যগাত্মনোঽসম্ভাবিতম্ অশনায়াদি-প্রত্যনীকত্বমুক্তবান্। অতশ্চোপাস্যস্য ব্যাবৃত্তি-প্রতীতিসিদ্ধ্যর্থমুভাভ্যাং পরস্পরবুদ্ধি-ব্যতিহারঃ কর্ত্তব্যঃ। ইতরবৎ—যথা ইতরত্র—সদ্বিদ্যায়াং ভূয়োভূয়ঃ প্রশ্নৈঃ প্রতিবচনৈশ্চ তদেব সদ্ ব্রহ্ম ব্যবচ্ছিদ্যতে; ন পুনঃ পূর্ব্বপ্রতিপন্নাদ্ গুণাদ্ গুণান্তরবিশিষ্টতয়োপাস্যং প্রতিপাদ্যতে; তদ্বৎ ॥৩।৩।৩৬॥

তত্রাপি প্রশ্ন-প্রতিবচনভেদে সতি কথমৈক্যমবগম্যতে? ইতি চেৎ, তত্রাহ—

সৈব হি সত্যাদয়ঃ ॥৩।৩।৩৭॥

[পদচ্ছেদঃ—সা (তাহা—পরমাত্মা) হি (নিশ্চয়) সত্যাদয়ঃ (সত্যাদি গুণসমুদয়)।]

[সরলার্থঃ—সদ্বিদ্যায়ামপি "সেয়ং দেবতৈক্ষত" ইতি যা পরা দেবতা প্রকৃতা, "যথা সোম্য মধু মধুকৃতো নিস্তিষ্ঠন্তি" ইত্যাদিষু পর্য্যায়েষপি সৈব প্রতিপাদ্যতে। হি যতঃ "তৎ সত্যং স আত্মা" ইতি প্রথমপর্য্যায়োক্তা এব সত্যত্বাদয়ো ধর্ম্মা উত্তরত্রাপি সর্ব্বত্র উপসংহ্রিয়ন্তে; অতঃ প্রশ্ন-প্রতিবচনভেদেঽপি বিদ্যৈক্যমবগম্যতে ইত্যর্থঃ॥

ছান্দোগ্যোপনিষদের সদ্বিদ্যাপ্রকরণে 'সেই পরাদেবতা (ব্রহ্ম) ইচ্ছা করিলেন' এই বলিয়া প্রথমে যে পরা দেবতার প্রস্তাব করা হইয়াছে, পরেও তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। কারণ, প্রথম বাক্যে সত্যাদি যে সমস্ত ধর্ম্ম উক্ত আছে, পরবর্ত্তী সমস্ত বাক্যে সেই সমস্ত সত্যাদি ধর্ম্মেরই উল্লেখ রহিয়াছে। অতএব প্রশ্ন ও প্রতিবচন বিভিন্ন হইলেও সেখানে বিদ্যা একই বটে ॥৩।৩।৩৭॥]

সর্ব্বান্তরাত্মার চিন্তা করা আবশ্যক। তাহারই ফলে, তিনি পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিলেন এবং [উত্তরদাতা] যাজ্ঞবল্ক্যও তাহার অভিপ্রায় অবগত হইয়াই, জীবাত্মার পক্ষে যাহা সম্ভবপর হয় না, সেই অশনায়াদি ধর্ম্মাতীতত্ব গুণের উল্লেখ করিয়াছেন; এই কারণেও উপাস্যের জীবব্যাবৃত্তি বা জীব-বৈলক্ষণ্য সিদ্ধির জন্যই উষস্ত ও কাহোলের পক্ষে পরস্পর বুদ্ধিব্যতিহার করা আবশ্যক হইতেছে। [এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে—] ইতরবৎ; অন্যত্র—সদ্বিদ্যাপ্রকরণে যেমন বারংবার বহুতর প্রশ্ন ও প্রতিবচন দ্বারা সেই একই সৎ-ব্রহ্মকে বিশেষিত করা হইয়াছে, কিন্তু প্রথমাবগত গুণ হইতে পৃথক্ গুণবিশিষ্টরূপে স্বতন্ত্র উপাস্যের নির্দ্দেশ করা হয় নাই, ইহাও তদ্রূপ ॥৩।৩।৩৬॥

যদি বল, প্রশ্ন ও প্রতিবচনের পার্থক্য থাকায় সেখানেই বা বিদ্যার ঐক্য জানা যায় কি প্রকারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—"সৈব হি সত্যাদয়ঃ" ইতি।

সৈব হি—সচ্ছব্দাভিহিতা পরমকারণভূতা পরা দেবতৈব "সেয়ং-দেবতৈক্ষত" [ছান্দো০ ৬।৩।২] "তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্" [ছান্দো০ ৬।৮।৬] ইতি প্রকৃতা "যথা সোম্য মধু মধুকৃতো নিস্তিষ্ঠন্তি" [ছান্দো০ ৬।৯।১] ইত্যাদিষু পর্য্যায়েষু সর্ব্বেষূপপাদ্যতে।

যতঃ "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা" [ছান্দো০ ৬।৮।৭] ইতি প্রথমপর্য্যায়োদিতাঃ সত্যাদয়ঃ সর্ব্বেষু পর্য্যায়েষূপপাদ্যোপসংহ্রিয়ন্তে।

কেচিত্তু—'ব্যতিহারো বিশিংষন্তি হীতরবৎ ॥' 'সৈব হি সত্যাদয়ঃ ॥' ইতি সূত্রদ্বয়মধিকরণদ্বয়ং বর্ণয়ন্তি। তত্র পূর্ব্বেণ "ত্বং বা অহমস্মি ভগবো দেবতে, অহং বৈ ত্বমসি ভগবো দেবতে; তদ্ যোঽহং সোঽসৌ, যোঽসৌ সোঽহম্" [০—?] ইতি বাক্যে জীব-পরয়োর্ব্যতিহারানুসন্ধানং প্রতিপাদ্যত ইতি উচ্যতে, ইত্যাহুঃ। তৎ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" [ছান্দো০ ৩।১৪।১] "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" "তত্ত্বমসি" [ছান্দো০ ৬।১৬।৩] ইত্যবগতসর্ব্বাত্মভাববিষয়ত্বাদস্য বাক্যস্য, নাত্র প্রতিপাদনীয়মপূর্ব্বমস্তীত্যনাদরণীয়ম্। তত্তু বক্ষ্যতে—"আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ" [ব্রহ্মসূ০ ৪।১।৩] ইতি।

'সেই পরা দেবতা (পরব্রহ্ম) ইচ্ছা করিলেন' 'তেজঃ পরা দেবতায় লীন হয়' ইত্যাদি স্থলে, যে পরা দেবতা পরব্রহ্ম বর্ণিত হইয়াছেন, তৎপরবর্ত্তী 'হে সোম্য, মধুকর (ভ্রমর) সমূহ যেমন মধুতে স্থিরতা লাভকরে' ইত্যাদি উপদেশ পরম্পরায়ও তিনিই সমর্থিত হইয়াছেন। কারণ, যে হেতু 'এ সমস্তই তদাত্মক, তাহাই সত্য, তাহাই আত্মা', এই প্রথম উপদেশ স্থলে যে সত্যত্বাদি ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, পরবর্ত্তী সমস্ত উপদেশ স্থলেও সেই সত্যাদি ধর্ম্মই সংগৃহীত হইয়াছে।

কেহ কেহ "ব্যতিহারো বিশিংষন্তি হীতরবৎ," "সৈব হি সত্যাদয়ঃ" এই সূত্র দুইটিকে পৃথক্ অধিকরণরূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে প্রথম সূত্র দ্বারা 'হে ভগবন্, তুমি হইতেছ আমি, আর আমি হইতেছি তুমি' এই বাক্যোক্ত জীব ও পরমাত্মার অভেদ চিন্তার বিনিময় প্রতিপাদিত হইতেছে, বলেন। কিন্তু 'এ সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ' 'এ সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক' 'তুমি সেই ব্রহ্মস্বরূপ' ইত্যাদি বাক্যে যে সর্ব্বাত্মভাব অবগত হওয়া গিয়াছে, তাহাই যখন "ত্বং বা অহম্" ইত্যাদি বাক্যেরও বিষয়, তখন এই বাক্যে আর নূতন করিয়া জ্ঞাপন করিবার কিছুই নাই; সুতরাং এরূপ ব্যাখ্যায় আদর করা উচিত হয় না। বিশেষতঃ "আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি, গ্রাহয়ন্তি চ" সূত্রেই এ বিষয় ব্যাখ্যাত হইবে।

ন চ সর্ব্বাত্মত্বানুসন্ধানাতিরেকেণ পরস্মিন্ ব্রহ্মণি জীবত্বানুসন্ধানম্, জীবে চ পরব্রহ্মত্বানুসন্ধানং তথ্যং সম্ভবতি। উত্তরেণ চ সূত্রেণ "স যো হ বৈ তন্মহদ্ যক্ষং প্রথমজং বেদ সত্যং ব্রহ্ম" [বৃহদা০ ৭।৪।১] ইত্যাদি-বাক্যপ্রতিপাদিতস্য সত্যোপাসনস্য "তদ যৎ সত্যমসৌ স আদিত্যঃ, য এষ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ যশ্চায়ং দক্ষিণেঽক্ষিন্" [বৃহদা০ ৭।৫।১] ইত্যাদিবাক্য-প্রতিপাদিতোপাসনস্য চৈক্যং প্রতিপাদ্যত ইতি; তদপ্যযুক্তম্, উত্তরবাক্যে অক্ষ্যাদিত্যস্থানভেদেন বিদ্যাভেদস্য পূর্ব্বমেব "নবা বিশেষাৎ" [ব্রহ্মসূ০ ৩।৩ ২১] ইত্যনেন প্রতিপাদিতত্বাৎ। ন চ দ্বয়োরনয়োর্ব্যাহৃত্যাদি-শরীরকত্বেন রূপবতোঃ "হন্তি পাপ্মানং জহাতি চ, য এবং বেদ" [বৃহদা০ ৭।৫।২] ইতি পৃথক্‌সংযোগ-চোদনাবতোর্দ্বয়োরুপা-সনয়োঃ—"স যো হ বৈ তন্মহদ্ যক্ষং প্রথমজং বেদ সত্যং ব্রহ্মেতি, জয়তী-মান্ লোকান্" [বৃহদা০ ৭।৪।১] ইতি সংযোগ-রূপাদিমত্তয়া নিরপেক্ষেণ পূর্ব্বেণৈকেনোপাসনেনাভেদঃ সম্ভবতি। ন চ "হন্তি পাপ্মানং জহাতি" [বৃহদা০ ৭।৫।২] ইতি গুণ-ফলাধিকারত্বম্, প্রমাণাভাবাৎ। পূর্ব্বেণৈক-

বিশেষতঃ অগ্রে সর্ব্বাত্মভাব জ্ঞান না থাকিলে পরব্রহ্মে জীবভাব চিন্তা, এবং জীবেও পরব্রহ্ম চিন্তা কখনই সত্য হইতে পারে না। [তাঁহারা আরও বলেন যে,] দ্বিতীয় সূত্রে 'যিনি সেই প্রথমজাত অতীব রমণীয় সত্য ব্রহ্মকে জানেন,' এই বাক্যোক্ত সত্য ব্রহ্মোপাসনা আর 'সেই যে সত্য, এই আদিত্যই তাহা,—যিনি এই আদিত্য-মণ্ডলের মধ্যগত পুরুষ, এবং এই যিনি এই দক্ষিণ চক্ষুর মধ্যগত পুরুষ' ইত্যাদি বাক্যোক্ত উপাসনার ঐক্য প্রতিপাদিত হইতেছে। কিন্তু সেকথাও যুক্তিযুক্ত হয় না। কারণ, পরবাক্যে অক্ষি ও আদিত্য-রূপ স্থানভেদ থাকায়, বিদ্যা যে এক নহে, তাহা পূর্ব্বেই "ন বা বিশেষাৎ" সূত্রে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। বিশেষতঃ ব্যাহৃতি প্রভৃতিকে শরীররূপে কল্পনা করায় এবং 'যিনি এই প্রকার জানেন, তিনি পাপকে বিধ্বংস ও পরিত্যাগ করেন', এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ ফলসংযোগ ও বিধি থাকায় বিভিন্নরূপ উপাসনাদ্বয়ের মধ্যে কখনই 'সেই যে লোক সেই মহারমণীয় প্রথমজ সত্য ব্রহ্মকে জানেন, তিনি এই সমস্ত লোক অর্থাৎ ভোগস্থান জয় করেন' এইরূপ পৃথক্ ফলোল্লেখ থাকায়, অথচ পূর্ব্ব বাক্য হইতে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য থাকায় কোনরূপেই পূর্ব্বের সহিত পরবর্ত্তী উপাসনার ঐক্য সংঘটিত হইতে পারে না। আর 'পাপধ্বংস ও পাপ বিমোচন যে, উপাসনার গুণ-ফল অর্থাৎ গৌণ ফল, তাহাও নহে; কারণ, তদ্বিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই। যদি বল, পূর্ব্ববিদ্যা ও পর বিদ্যার একত্বই প্রমাণ; না,—তাহাও বলিতে পার না;

বিদ্যাত্বং প্রমাণমিতি চেৎ ; ন ; ইতরেতরাশ্রয়ত্বাৎ। একবিদ্যাত্বে নিশ্চিতে পূর্ব্বফলস্যৈব প্রধানফলত্বেনোত্তরয়োঃ ফলয়োর্গুণফলত্বম্, তয়োর্গুণ-ফলত্বে নিশ্চিতে সতি সংযোগ-ভেদাভাবাৎ পূর্ব্বেণ বিদ্যৈক্যম্, ইতি ইতরে-তরাশ্রয়ত্বমিতি, এবমাদিভির্যথোক্তপ্রকারমেব সূত্রদ্বয়ম্ ॥৩॥৩॥৩৭॥

[পঞ্চদশম্ অন্তরত্বাধিকরণম্ ॥১৫॥]

কামাদ্যধিকরণম্।]

কামাদীতরত্র তত্র চায়তনাদিভ্যঃ ॥৩॥৩॥৩৮॥

[পদচ্ছেদঃ—কামাদি (সত্যকামত্বাদি গুণসমূহ), ইতরত্র (অন্যস্থলে) তত্র (সেখানে) চ (ও), আয়তনাদিভ্যঃ (হৃদয়ায়তনত্ব—প্রভৃতি হেতুতে) ।]

[সরলার্থঃ—ছান্দোগ্যে পঠ্যতে—"দহরো ঽস্মিন্নন্তর আকাশঃ, তস্মিন্ যদন্তঃ, তদন্বেষ্টব্যম্" ইত্যুপক্রম্য "সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ" ইতি। বাজসনেয়কে চ "য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ, তস্মিন্ শেতে সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ" ইতি। তত্র সংশয়ঃ—কিমুভয়ত্র বিদ্যৈক্যম্ ? অথবা বিদ্যাভেদ ইতি। যদ্যপি উভয়ত্র পরমাত্মৈবোপাস্যঃ, তথাপি একত্র আকাশ-শব্দাভিধেয়ত্বাদ্ অন্যত্র চ আকাশে শয়ানত্বাভিধানাদ্ উপাস্য-রূপং ভিদ্যতে ; রূপভেদাচ্চ বিদ্যাভেদো ন্যায্যঃ। তত্রাহ—ইতরত্র তত্র চ—ছান্দোগ্যে বাজসনেয়কে চ কামাদি—সত্যকামত্বাদ্যেব রূপম্ ; কুতঃ ? আয়তনাদিভ্যঃ—হৃদয়ায়তনত্ব-সত্যসংকল্পত্বাদিভ্যো হেতুভ্যঃ তৎ সহচারিণঃ সত্য-কামত্বাদেঃ প্রত্যভিজ্ঞানাৎ ; অতো ন বিদ্যাভেদ ইত্যর্থঃ।

ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে—'ইহার মধ্যে যে ক্ষুদ্র আকাশ, তাহার অভ্যন্তরে যাহা আছে, তাহার অন্বেষণ করিতে হইবে', এই হইতে আরম্ভ করিয়া কথিত আছে যে, 'তিনি সত্যকাম ও সত্যসংকল্প' ইত্যাদি। আবার বাজসনেয়কোপনিষদে আছে—'তাহার অভ্যন্তরে যে এই আকাশ, সর্ব্বনিয়ামক ও সর্ব্বেশ্বর তাহার মধ্যে বাস করেন', উভয় স্থানেই হৃদয়ায়তনত্ব ও সত্যসংকল্পত্বাদি গুণের উল্লেখ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, উভয় স্থানেই উপাস্য এক ; সুতরাং বিদ্যাও এক ; কাজেই উভয়স্থলে উভয় স্থানীয় গুণের উপসংহার করিতে হইবে ॥৩॥৩॥৩৮॥]

কারণ, তাহা হইলে ইতরেতরাশ্রয় দোষ উপস্থিত হয়। অভিপ্রায় এই যে, অগ্রে যদি উভয়ের একবিদ্যাত্ব নির্ণীত হয়, তাহা হইলেই পূর্ব্ব-ফলের প্রাধান্য নিবন্ধন পশ্চাৎকথিত ফল-দ্বয়ের গুণত্ব বা অপ্রাধান্য হইতে পারে ; পক্ষান্তরে পশ্চাদুক্ত ফলদ্বয়ের গৌণ-ফলত্ব নিশ্চিত হইলেই, ফলসংযোগের পার্থক্য না থাকায় প্রথমোক্ত বিদ্যার সহিত পরোক্ত বিদ্যার ঐক্য কল্পনা করিতে পারা যায় ; কাজেই উক্ত সিদ্ধান্তে ইতরেতরাশ্রয় দোষ ঘটিতেছে ; ইত্যাদি বহু কারণে সূত্রদ্বয়ের প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাই সঙ্গত হইতেছে ॥৩॥৩॥৩৭॥

[পঞ্চদশ অন্তরত্বাধিকরণ ॥১৫॥]

ছান্দোগ্যে শ্রূয়তে "অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম, দহরোঽস্মিন্নন্তর আকাশঃ, তস্মিন্ যদন্ত স্তদন্বেষ্টব্যম্" [ছান্দো০ ৮।১।১] ইত্যাদি; বাজসনেয়কে চ "স বা এষ মহান্ অজ আত্মা, যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু, য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিন্ শেতে সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ" [বৃহদা০ ৬।৪।১২] ইত্যাদি। তত্র সংশয়ঃ—কিমনয়োর্বিদ্যাভেদঃ, উত নেতি। কিং যুক্তম্? ভেদ ইতি। কুতঃ? রূপভেদাৎ; অপহত-পাপ্মত্বাদি-গুণাষ্টকবিশিষ্ট আকাশঃ ছান্দোগ্যে উপাস্যঃ প্রতীয়তে; বাজসনেয়কে তু আকাশে শয়ানো বশিত্বাদিগুণবিশিষ্ট উপাস্যঃ প্রতীয়তে; অতো রূপভেদাদ্ বিদ্যাভেদঃ, ইতি প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

ন ভেদ ইতি। কুতঃ? রূপাভেদাৎ—ইতরত্র তত্র চ কামাদ্যেব হি রূপং

ছান্দোগ্যোপনিষদে শোনা যায়—'এই ব্রহ্মপুর শরীরের অভ্যন্তরে যে, দহর (ক্ষুদ্র) পুণ্ডরীক (হৃৎপদ্মরূপ) গৃহ আছে, ইহার অভ্যন্তরে দহর আকাশ আছে, তাহার অভ্যন্তরে যাহা, তাহার অন্বেষণ করিবে' ইত্যাদি। বাজসনেয়কোপনিষদেও শোনা যায়—'ইহাই সেই মহান্ অজ আত্মা, যাহা প্রাণের মধ্যস্থিত এই বিজ্ঞানময়; হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ যে আকাশ, তন্মধ্যে যিনি অবস্থান করেন—সর্ব্বনিয়ামক ও সর্ব্বাধিপতি' ইত্যাদি। এখানে সংশয় এই যে, এই উভয়-স্থলীয় বিদ্যা কি ভিন্ন ভিন্ন? অথবা এক? কোন পক্ষটি যুক্তিসঙ্গত? ভেদ পক্ষই; কারণ? যেহেতু উভয় স্থানগত উপাস্যের স্বরূপগত ভেদ রহিয়াছে। ছান্দোগ্যোপনিষদে অপহত-পাপ্মত্বাদি অষ্টবিধ গুণবিশিষ্ট আকাশ উপাস্যরূপে প্রতীত হইতেছে; আর বাজসনেয়কোপনিষদে বশিত্বাদি-গুণবিশিষ্ট হৃদয়াকাশ উপাস্যরূপে বিজ্ঞাত হইতেছে; সুতরাং উভয় স্থলগত উপাস্যের স্বরূপগত ভেদ রহিয়াছে; রূপভেদ থাকায়ই বিদ্যারও ভেদ সিদ্ধ হইতেছে। এইরূপ সম্ভাবনায় বলিতেছি—(*)

না—ভেদ সিদ্ধ হইতেছে না। কারণ, যেহেতু উপাস্যের রূপভেদ নাই; এখানেও সেখানে উভয় স্থানেই কামাদি গুণই উপাস্যের প্রকৃত রূপ; অর্থাৎ ছান্দোগ্য ও বাজসনেয়-

(*) তাৎপর্য্য—ইহার নাম 'কামাদি অধিকরণ' ইহা আটত্রিশ হইতে চল্লিশ পর্য্যন্ত তিন সূত্রে সমাপিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—ছান্দোগ্য ও বাজসনেয়োক্ত কামাদি গুণ। (২) সংশয়—উভয় উপনিষদুক্ত বিদ্যা কি এক? অথবা স্বতন্ত্র? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—উপদেশে যখন স্বরূপগত প্রভেদ রহিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই উভয় স্থানীয় বিদ্যাও স্বতন্ত্র। (৪) উত্তর—হৃদয়ায়তনত্ব, সত্যকামত্ব ও সত্যসংকল্পত্বাদি গুণ যখন উভয় স্থলেই সমান, তখন বিদ্যার স্বরূপতঃ ভেদ নাই, উভয়ত্রই বিদ্যা এক। (৫) নির্ণয়—অতএব উভয় স্থানেই উভয় স্থানীয় গুণগণের উপসংহার করিতে হইবে।

বাজসনেয়কে ছান্দোগ্যে চ সত্যকামাদি-বিশিষ্টমেব ব্রহ্মোপাস্যমিত্যর্থঃ। কুত এতদবগম্যতে ? আয়তনাদিভ্যঃ—হৃদয়ায়তনত্ব-সেতুত্ব-বিধরণত্বাদিভিস্তাবদুভয়ত্র সৈব বিদ্যেতি প্রত্যভিজ্ঞায়তে; বশিত্বাদয়শ্চ বাজসনেয়কে শ্রুতাঃ—ছান্দোগ্যশ্রুতস্য গুণাষ্টকান্যতমভূতস্য সত্যসঙ্কল্পত্বস্য বিশেষা এব, ইতি সত্যসঙ্কল্পত্বসহচারিণাং সত্যকামত্বাদীনাম্ অপহতপাপ্মত্বপর্য্যন্তানাং সদ্ভাবমবগময়ন্তি;অতো রূপং ন ভিদ্যতে। সংযোগোঽপি--"পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে।"[ছান্দো০ ৮৷৩৷৪]"অভয়ং বৈ ব্রহ্ম ভবতি" [বৃহদা০৬৷৪৷২৫] ইতি ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপো ন ভিদ্যতে। আকাশ-শব্দঃ ছান্দোগ্যে পরমাত্মবিষয় ইতি "দহর উত্তরেভ্যঃ" [ব্রহ্মসূ০১৷৩৷১৩] ইত্যত্র নির্ণীতম্। বাজসনেয়কে তু আকাশে শয়ানস্য বশিত্বাদিশ্রবণাৎ তস্যাকাশ-শব্দস্য "তস্যান্তে সুষিরং সূক্ষ্মম্" [তৈত্তী০ নারা০ ১১ অনু০] ইতি হৃদয়ান্তর্গতস্য সুষির-শব্দবাচ্যস্যাকাশস্যাভিধায়কত্বমবগম্যতে; অতো বিদ্যৈক্যম্ ॥৩৷৩॥৩৮॥

অথ স্যাৎ—যদুক্তং বাজসনেয়কে বশিত্বাদিভিঃ সহ সত্যকামত্বাদি-সদ্ভাবোঽবগম্যতে ইতি। তন্নোপপদ্যতে, বশিত্বাদীনামেব তত্র

কোপনিষদে সত্যকামাদি-গুণবিশিষ্ট এক ব্রহ্মই উপাস্য। কি হইতে ইহা জানা যাইতেছে ?—আয়তনাদি হেতু হইতে [জানা যাইতেছে];—হৃদয়ায়তনত্ব, সেতুত্ব ও বিধারণত্বাদি গুণদর্শনে প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে যে, উভয় স্থানে সেই একই বিদ্যা বিহিত হইয়াছে। আর বাজসনেয়কে যে, বশিত্বাদি গুণনিবহ শ্রুত আছে, সে সমস্তও ছান্দোগ্যে শ্রুত অষ্টবিধ গুণের অন্যতম সত্যসংকল্পত্ব-গুণেরই বিশেষ বা প্রকারভেদ মাত্র; সুতরাং ঐ সমস্ত গুণই এখানে তৎসহচর সত্য-কামত্ব হইতে—অপহতপাপ্মত্ব পর্য্যন্ত গুণরাশির সদ্ভাব সূচনা করিতেছে; কাজেই স্বরূপগত প্রভেদ থাকিতেছে না। ফলসংযোগও ভিন্ন হইতেছে না; কেন না, 'পর জ্যোতি পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় স্বাভাবিক রূপে অভিনিষ্পন্ন হয়', 'অভয় ব্রহ্মস্বরূপ হয়' এই যে, ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফল, তাহা উভয় স্থলেই সমান। "দহর উত্তরেভ্যঃ" এই সূত্রেই অবধারণ করা হইয়াছে যে, ছান্দোগ্যোপনিষদের আকাশ-শব্দটি পরমাত্মার বাচক। আর বাজসনেয়কেও বশিত্বাদিগুণের উল্লেখ থাকায় দহরাকাশে অবস্থিত পদার্থটি যখন পরমাত্মা বলিয়াই নিশ্চিত হইয়াছে, তখন তদাধেয়-বোধক আকাশ শব্দও যে, 'তাহার প্রান্তে সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে' এই শ্রুত্যুক্ত হৃদয়মধ্যগত 'সুষির' শব্দবাচ্য আকাশেরই অভিধায়ক, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। অতএব এখানে বিদ্যা একই বটে ॥৩৷৩॥৩৮॥

আপত্তি হইতেছে,—বাজসনেয়কে যে, বশিত্বাদি গুণের সহিত সত্যকামত্বাদি গুণের সদ্ভাব বুঝা যাইতেছে, বলা হইল; তাহা সঙ্গত হইতেছে না। কেন না, প্রকৃতপক্ষে সেখানে

পরমার্থতঃ সদ্ভাবাভাবাৎ। তদভাবশ্চ "মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।" "একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রমেয়ং ধ্রুবম্" ইতি প্রকৃতেন বাক্যেন "স এষ নেতি নেত্যাত্মা" [বৃহদা০ ৬।৪।১৯।২০,২২] ইত্যুত্তরেণ চোপাস্যস্য ব্রহ্মণো নির্ব্বিশেষত্বপ্রতীতেরবগম্যতে; অতো বশিত্বাদয়োঽপি স্থূলত্বাণুত্ববৎ নিষেধ্যা ইতি প্রতীয়ন্তে; অতএব ছান্দোগ্যেঽপি সত্যকামত্বাদয়ো ন ব্রহ্মণঃ পারমার্থিকা গুণা উচ্যন্তে; অতোঽপারমার্থিকত্বাদেবংজাতীয়কানাং গুণানাং মোক্ষার্থেষূপাসনেষু লোপ ইতি। তত্রাহ—

আদরাদলোপঃ ॥৩॥৩॥৩৯॥

[পদচ্ছেদঃ—আদরাৎ (প্রতিপাদনে শ্রুতির আগ্রহ হেতু) অলোপঃ (অনিষেধ—নিষেধ নহে)।]

[সরলার্থঃ—নন্বু "স এষ নেতি নেত্যাত্মা" ইত্যাদিনা প্রাগুক্তস্য বশিত্বাদের্নিষিদ্ধতয়া ব্রহ্মস্বরূপত্বাভাবাৎ কথং সত্যকামত্বাদেরুপাস্যরূপত্বম্? ইত্যাহ—আদরাদিতি।

আদরাৎ—প্রমাণান্তরানধিগতস্য বশিত্বাদেঃ শ্রুত্যা আদরেণ প্রতিপাদনাৎ হেতোঃ অলোপঃ—"নেতি নেতি" ইতি শ্রুত্যা অপ্রতিষেধোঽবগন্তব্য ইত্যর্থঃ॥

ভাল কথা, 'সেই আত্মা ইহা নহে, ইহা নহে' এই শ্রুতিতে ব্রহ্ম সম্বন্ধে বশিত্বাদি গুণসমূহ নিষিদ্ধ হওয়ায়, তৎসহচর কামাদি গুণসমূহ উপাসনাঙ্গরূপে গৃহীত হয় কিরূপে? তদুত্তরে বলিতেছেন—আদরাৎ" ইত্যাদি।

যেহেতু শ্রুতি, প্রমাণান্তরে অবিজ্ঞাত বশিত্বাদি গুণসমূহ আদর বা আগ্রহ সহকারে প্রতিপাদন করিতেছেন, সেই হেতুই বুঝিতে হইবে যে, "নেতি নেতি" শ্রুতিতে বশিত্বাদি গুণের নিষেধ করা হয় নাই। অভিপ্রায় এই যে, নিষেধ করাই অভিপ্রেত হইলে, প্রথমে প্রতিপাদন না করাই উচিত ছিল ॥৩॥৩॥৩৯॥]

বশিত্বাদি গুণের সদ্ভাব বা অস্তিত্বই নাই। 'মনের দ্বারাই তাঁহাকে জানিতে হইবে, জগতে নানা বস্তু কিছু নাই; যে লোক নানার মত দর্শন করে, সে লোক মৃত্যুর পরও মৃত্যু লাভ করে', 'অপ্রমেয় ও ধ্রুব (নিত্য) এই ব্রহ্মকে একপ্রকারেই দর্শন করিবে' এই প্রস্তাবিত বাক্য দ্বারা এবং পরবর্তী 'সেই এই আত্মা ইহা নহে—ইহা নহে' এই বাক্য দ্বারাও উপাস্য ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে; তাহা হইতেই বশিত্বাদি গুণের অসদ্ভাবও জানা যাইতেছে; অতএব, স্থূলত্ব ও অণুত্ব গুণের ন্যায় বশিত্বাদি গুণসমূহও নিষেধের বিষয় বলিয়াই বোধ হইতেছে। এই কারণেই ছান্দোগ্যোপনিষদেও সত্যকামত্বাদি ধর্ম্মসমূহ ব্রহ্মের পারমার্থিক গুণ বলিয়া কথিত হইতেছে না, বুঝিতে হইবে; সুতরাং অপারমার্থিক বা অবাস্তবিকত্ব নিবন্ধনই এইজাতীয় গুণসমূহের মোক্ষ-সাধন উপাসনায় লোপ বা অভাব নিশ্চিত হইতেছে। তদুত্তরে বলিতেছেন—"আদরাৎ" ইত্যাদি।

ব্রহ্ম-গুণত্বেন প্রমাণান্তরাপ্রাপ্তানাং গুণানামেষাং সত্যকামত্বাদীনাং "তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যম্" [ছান্দো০ ৮।১।১], "এষ আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ" [ছান্দো০ ৮।১।৫] "সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ" "এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়" [বৃহদা০ ৬।৪।২২] ইত্যাদিভিরনয়োঃ শ্রুত্যোরন্যাসু চ মোক্ষার্থোপাসনোপাস্য-ব্রহ্মগুণত্বেন সাদরমুপদেশাদেষামলোপঃ; অপি তু উপসংহার এব কার্য্যঃ। ছান্দোগ্যে তাবৎ "তদ্ য ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামান্, তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি" [ছান্দো০ ৮।১।৬] ইতি সত্যকামত্বাদি-গুণবিশিষ্টস্য ব্রহ্মণো বেদনমভিধায় "অথ য ইহাত্মানমননুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামান্, তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষ্বকামচারো ভবতি" [ছান্দো০ ৮।১।৬] ইত্যবেদন-নিন্দা ক্রিয়মাণা গুণ-বিশিষ্ট-বেদনস্যাদরং দর্শয়তি। তথা বাজসনেয়কে"সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ" "এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপালঃ" [বৃহদা০ ৬।৪।২২]

সত্যকামত্বাদি যে সমস্ত গুণ অন্য কোনও প্রমাণে ব্রহ্ম-গুণরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, সেই সত্যকামত্বাদি গুণ সমূহ যখন—'তন্মধ্যে যাহা আছে, তাহা অন্বেষণীয়' 'এই আত্মা নিষ্পাপ, জরা মরণ শোক বুভুক্ষা ও পিপাসা বর্জ্জিত এবং সত্যকাম ও সত্যসংকল্প', 'সকলের নিয়ন্তা ও সর্ব্বেশ্বর', 'ইনি সকলের ঈশ্বর, ইনিই ভূতগণের অধিপতি, ইনিই ভূতগণের পালক, এবং ইনিই ভূতগণের শৃঙ্খলা রক্ষার নিমিত্ত লোক-ধারক সেতুস্বরূপ' ইত্যাদি শ্রুতির সহিত উক্ত দুই শ্রুতিতে এবং অন্যান্য শ্রুতিতেও মোক্ষসাধক উপাসনায় উপাস্য ব্রহ্মের গুণরূপে আদরের সহিত উপদিষ্ট হইয়াছে, তখন এই বশিত্বাদিগুণের কিছুতেই লোপ অর্থাৎ নিষেধ হইতে পারে না; পরন্তু এ সমস্ত গুণের উপসংহারই করিতে হইবে। প্রথমতঃ ছান্দোগ্যোপনিষদে 'যাহারা এই আত্মতত্ত্ব ও সত্যকামাদি-গুণসমূহ অবগত হইয়া প্রয়াণ করেন, সর্ব্বলোকে তাহাদের কামচার (স্বাতন্ত্র্যলাভ) হইয়া থাকে' এইরূপ সত্যকামত্বাদিগুণবিশিষ্ট ব্রহ্মের উপাসনার কথা বলিয়া, 'যাহারা ইহলোকে আত্মা ও সত্যকামত্বাদি গুণসমূহ না জানিয়া প্রয়াণ করে, সমস্ত লোকেই তাহাদের সমাচার বা স্বাতন্ত্র্যের ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে' এই শ্রুতিতে অবেদনের (আত্মা ও সত্যকামাদি গুণের উপলব্ধি না করার) নিন্দা হইতে নিশ্চয়ই বুঝা যাইতেছে যে, উল্লিখিত গুণবিশিষ্টের উপাসনায় আদর প্রদর্শন করিতেছেন। সেইরূপ বাজ-সনেয়কেও 'ইনিই সকলকে বশীভূত রাখেন, এবং সকলের ঈশ্বর, ভূতগণের অধিপতি ও পালক'

ইতি ভূয়োভূয় ঐশ্বর্য্যোপদেশাদ্ গুণেম্বাদরঃ প্রতীয়তে; এবমন্যত্রাপি।

ন চ মাতাপিতৃসহস্রেভ্যোঽপি বৎসলতরং শাস্ত্রং প্রতারকবদপারমার্থিকান্ নিরসনীয়ান্ গুণান্ প্রমাণান্তরাপ্রতিপন্নান্ আদরেণোপদিশ্য সংসারচক্রপরিবর্ত্তনেন পূর্ব্বমেব বংভ্রম্যমাণান্ মুমুক্ষূন্ ভূয়োঽপি ভ্রময়িতুমলম্। "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"[বৃহদা০৬।৪।১৯]"একধৈবানুদ্রষ্টব্যম্"[বৃহদা০৬।৪।২০]ইতি তু সর্ব্বস্য ব্রহ্মকার্য্যত্বেন তদাত্মকত্বাদেকধানুদর্শনং বিধায় অব্রহ্মাত্মকত্বেন পূর্ব্বসিদ্ধ-নানাত্বদর্শনং নিষেধতীতি অয়মর্থঃ প্রাগেব প্রপঞ্চিতঃ। "স এষ নেতি নেত্যাত্মা" [বৃহদা০ ৬।৪।২২] ইত্যত্র চ 'ইতি' শব্দেন প্রমাণান্তরপ্রতিপন্নং প্রপঞ্চাকারং পরামৃশ্য, ন তথাবিধং ব্রহ্মেতি সর্ব্বাত্মভূতস্য ব্রহ্মণঃ প্রপঞ্চ-বিলক্ষণত্বং প্রতিপাদ্যতে; তদেব চানন্তরমুপপাদয়তি—"অগ্রাহ্যো নহি গৃহ্যতে, অশীর্য্যো নহি শীর্য্যতে, অসঙ্গো নহি সজ্যতে, অব্যথিতো নহি ব্যথতে ন রিষ্যতি" [বৃহদা০ ৬।৪।২২] ইতি প্রমাণান্তরগ্রাহ্য-বিসজাতীয়ত্বাৎ প্রমাণান্তরেণ ন গৃহ্যতে; বিশরণীয়-বিসজাতীয়ত্বাৎ ন

এইরূপে বারংবার ঐশ্বর্য্যোল্লেখ করায় গুণ-বিষয়ে আদরই বুঝা যাইতেছে। অন্যত্রও এই প্রকারই উল্লেখ রহিয়াছে।

বিশেষতঃ সহস্র সহস্র পিতা মাতা অপেক্ষাও বৎসল বা হিতৈষী শাস্ত্র যে, প্রতারকের ন্যায় প্রমাণান্তরে অপ্রাপ্ত অবাস্তবিক, কাজেই বর্জ্জনযোগ্য কতকগুলি গুণের সাগ্রহে উপদেশ করিয়া, পূর্ব্বেই সংসারচক্রের আবর্ত্তনে অনবরত পরিভ্রাম্যমাণ মুমুক্ষু মানবমণ্ডলীকে পুনর্ব্বার উদ্‌ভ্রান্ত করিবেন, ইহা ত হইতেই পারে না। তাহার পর, ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়া সমস্ত পদার্থই ব্রহ্মাত্মক অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে; এই জন্য 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ও "একধৈবানুদ্রষ্টব্যম্" এই শ্রুতিদ্বয় একত্ব দর্শনের বিধান করিয়া, জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী ভেদ দর্শনের নিষেধ করিতেছেন; এ কথা পূর্ব্বেই বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। আর "স এষ নেতি নেত্যাত্মা" এই স্থলেও 'ইতি' শব্দ দ্বারা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে পরিজ্ঞাত স্থূল সূক্ষ্ম জগতের উল্লেখ দ্বারাও ব্রহ্মের তথাবিধ স্বভাব নিষেধপূর্ব্বক সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মের প্রপঞ্চ-বিলক্ষণত্বই প্রতিপাদন করা হইতেছে; এবং অব্যবহিত পরেই 'ব্রহ্ম গ্রহণের অযোগ্য, এই জন্য কোন প্রমাণে গৃহীত হন না; শীর্ণ হইবার অযোগ্য, তাই শীর্ণ হন না; অসঙ্গ, এই কারণে আসক্ত হন না; ব্যথার অযোগ্য, সেই জন্য ব্যথিত (দুঃখিত) হন না, এবং স্বরূপ হইতে প্রচ্যুত হন না', এই শ্রুতিও ঐরূপ অর্থেরই সমর্থন করিতেছে। [উল্লিখিত শ্রুতিটির তাৎপর্য্যার্থ এইরূপ—] শব্দাতিরিক্ত প্রমাণ দ্বারা যে সমস্ত বস্তু বুঝিতে পারা যায়, তিনি তদ্বিজাতীয়; সুতরাং শ্রুতি ভিন্ন কোন প্রমাণেই তাহাকে জানা যায় না।

বিশীর্য্যতে ; এবমুত্তরত্রানুসন্ধেয়ম্। ছান্দোগ্যেঽপি "নাস্য জরয়ৈতজ্জীর্য্যতি, ন বধেনাস্য হন্যতে, এতৎ সত্যং ব্রহ্মপুরম্, অস্মিন্ কামাঃ সমাহিতাঃ" [ছান্দো০ ৮।১।৫] ইতি সর্ব্ব-বিসজাতীয়ত্বং ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদ্য তস্মিন্ সত্যকামত্বাদয়ো বিধীয়ন্তে ॥৩॥৩॥৩৯॥

নন্বেবমপি "তদ্ য ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামান্, তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি ; স যদি পিতৃলোককামো ভবতি" [ছান্দো০ ৮।১।৬] ইত্যাদিনা সত্যকামাদিগুণবিশিষ্ট-বেদনস্য সাংসারিক-ফলসম্বন্ধশ্রবণাৎ মুমুক্ষোর্ব্রহ্মপ্রেপ্সোর্ন সগুণং ব্রহ্মোপাস্যম্ ; পরবিদ্যাফলঞ্চ "পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" [ছান্দো০ ৮।৩।৪ ইতীদমেব। অতঃ সত্যকামত্বাদয়ো ব্রহ্মপ্রেপ্সোর্নোপসংহার্য্যা ইতি। অত উত্তরং পঠতি—

উপস্থিতেঽতস্তদ্বচনাৎ ॥৩॥৩॥৪০॥

[পদচ্ছেদঃ—উপস্থিতে (ব্রহ্মরূপাপন্ন আত্মাতে) অতঃ (এই কারণেই) তদ্বচনাৎ (জ্ঞাতি প্রভৃতির পুণ্যাদি প্রাপ্তির কথা থাকায়)।]

যে সমস্ত পদার্থ শীর্ণ হয়, তিনি তদ্বিজাতীয় ; এই জন্য তিনি শীর্ণ হন না। পরবর্ত্তী কথাগুলিরও এইরূপই অর্থ বুঝিতে হইবে। ছান্দোগ্যোপনিষদেও 'এই শরীরের জরা দ্বারা ইহা জীর্ণ হয় না, এবং ইহার বধেও হত হয় না ; ইহাই সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম-পুর, সমস্ত কাম ইহার মধ্যে নিহিত আছে' এইরূপে ব্রহ্মের সর্ব্বপদার্থ-বৈলক্ষণ্য প্রতিপাদন করিয়া—তাঁহাতেই আবার সত্য-কামত্বাদি গুণসমূহের বিধান (জ্ঞাপন) করিয়াছেন ॥৩॥৩॥৩৯॥

ভাল, এরূপ হইলেই বা কি হইল? 'ইহলোকে যাহারা আত্মা ও তদ্গত সত্যকামাদি গুণ-সমূহ অবগত হইয়া প্রয়াণ করেন, তাহাদের সমস্ত লোকে স্বাতন্ত্র্য হইয়া থাকে ; তিনি যদি পিতৃলোকাভিলাষী হন' ইত্যাদি বাক্যে সত্যকামত্বাদি-গুণবিশিষ্ট ব্রহ্মোপাসনায় সাংসারিক (পিতৃলোকপ্রাপ্তি প্রভৃতি) ফলের উল্লেখ থাকায় ব্রহ্মপ্রেপ্সু মুমুক্ষুর পক্ষে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করা কখনও উচিত হয় না ; আর পরাবিদ্যার যাহা ফল, তাহাও 'পরজ্যোতিঃ পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় প্রকৃত রূপে পরিনিষ্পন্ন হয়' এই শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে। অতএব যে লোক ব্রহ্মকে পাইতে চাহেন—মুমুক্ষু, তাহার পক্ষে ব্রহ্মোপাসনায় সত্যকামত্বাদি গুণসমূহের উপ-সংহার করা উচিত নহে। এই আশঙ্কায় উত্তর বলিতেছেন—"উপস্থিতে ঽতস্তদ্বচনাৎ" ইতি।

[সরলার্থঃ—নন্থ "স যদি পিতৃলোককামী" ইত্যাদৌ সগুণোপাসনস্ত সাংসারিক-ফলশ্রবণাৎ ন মোক্ষসাধনত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—"উপস্থিতে" ইত্যাদি।

উপস্থিতে ব্রহ্মসম্পন্নে প্রত্যগাত্মনি, অতঃ—ব্রহ্মসম্পত্তেরেব হেতোঃ, তদ্বচনাৎ - "জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ" ইত্যাদিনা স্বচ্ছন্দতঃ ভোগাগুভিধানাৎ সাক্ষাৎ মোক্ষ এব ফলং, নতু সাংসারিকং কিঞ্চিদিত্যর্থঃ॥

ভাল কথা, 'তিনি যদি পিতৃলোকাভিলাষী হন' ইত্যাদি স্থলে সগুণোপাসনায় যখন সাংসারিক ফলের উল্লেখ রহিয়াছে, তখন মোক্ষপ্রাপ্তি তাহার ফল হইতে পারে না; তদুত্তরে বলিতেছেন—"উপস্থিতে" ইত্যাদি।

উপস্থিত হইলে অর্থাৎ জীব ব্রহ্মভাব লাভ করিলে, এই হেতুই—ব্রহ্মভাব লাভ হেতুই, 'তিনি ভক্ষণ করেন' ইত্যাদি শ্রুতিতে তাহার ইচ্ছানুরূপ ভোগাদি প্রাপ্তির কথা থাকায় বুঝিতে হইবে যে, সাক্ষাৎ মুক্তিই সগুণোপাসনার ফল, সংসারভোগ নহে॥৩॥৩॥৪০॥]

উপস্থিতিঃ—উপস্থানম্, ব্রহ্মোপসম্পন্নে সর্ব্ববন্ধবিনির্ম্মুক্তে স্বেন রূপেণাভিনিষ্পন্নে প্রত্যগাত্মনি, অতএব—উপসম্পত্তেরেব হেতোঃ সর্ব্বেষু লোকেষু কামচার উচ্যতে—"পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভি-নিষ্পদ্যতে, স উত্তমঃ পুরুষঃ, স তত্র পর্য্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্ব্বা যানৈর্ব্বা জ্ঞাতিভির্ব্বা, নোপজনং স্মরন্নিদং শরীরম্, স স্বরাড়্ ভবতি, তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি" [ছান্দো০ ৮।৩।৪] ইতি। তদেতৎ চতুর্থে নিপুণতরমুপপাদয়িষ্যতে। অতঃ সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারস্য মুক্তো-পভোগ্যফলত্বাৎ মুমুক্ষোঃ সত্যকামত্বাদয়ো গুণা উপসংহার্য্যাঃ॥৩॥৩॥৪০॥

[ইতি ষোড়শং কামাদ্যধিকরণম্॥১৬॥]

উপস্থিতে অর্থ—উপস্থান (প্রাপ্তি); যে আত্মা ব্রহ্মসম্পন্ন—ব্রহ্মকে লাভ করিয়াছে—সমস্ত বন্ধ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়াছে, এবং সম্পূর্ণরূপে স্বস্বরূপে নিষ্পন্ন হইয়াছে, সেই আত্মাতে,—অতএব—এই ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্তি হেতুই সর্ব্বলোকে কামচারের কথা বলা হইয়া থাকে। যথা—'মুমুক্ষু পুরুষ পরজোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া, স্বীয় যথার্থরূপে অভিব্যক্ত হন, তিনিই উত্তম পুরুষ। তিনি উপজন অর্থাৎ আত্ম-সমীপবর্ত্তী এই স্থূল শরীর স্মরণ করেন না; তিনি ভক্ষণ করেন, এবং মনোময় স্ত্রী, যান (অশ্বাদি) অথবা জ্ঞাতিগণের সহিত ক্রীড়া করত রমণ করেন। তিনি স্বরাট্ (স্বাধীন) হন, সমস্ত জগতে তাঁহার কামচার (স্বেচ্ছাবিহার) হইয়া থাকে', ইতি। এই বিষয়টি চতুর্থ পাদে অতি উত্তমরূপে প্রতিপাদন করা হইবে। অতএব সর্ব্বলোকে কামচার প্রাপ্তিও যখন মুক্তপুরুষেরই উপভোগ্য ফল, তখন মুমুক্ষুগণকেও অবশ্যই সত্যকামত্বাদি গুণের উপসংহার করিতে হইবে॥৩॥৩॥৪০॥

[ষোড়শ কামাদ্যধিকরণ॥১৬॥]

তন্নির্ধারণানিয়মাধিকরণম্ ।] **তন্নির্ধারণানিয়মস্তদ্দৃষ্টেঃ পৃথগ্ হ্যপ্রতিবন্ধঃ ফলম্ ॥৩।৩।৪১॥**

[পদচ্ছেদঃ—তন্নির্ধারণানিয়মঃ (কর্ম্মেতে উদ্গীথাদি উপাসনার অবশ্যকর্ত্তব্যতা নাই), তদ্দৃষ্টেঃ (যেহেতু উপাসনার অনিয়ম দৃষ্ট হয়), পৃথক্ (স্বতন্ত্র) হি (যেহেতু) অপ্রতিবন্ধঃ (কর্ম্মফলের কোন প্রকার বাধা না হওয়া) ফলং (ফল) ।]

[সরলার্থঃ—ছান্দোগ্যে "ওঁম্' ইত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত" ইত্যাদি কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতমুদ্গীথাদ্যুপাসনং শ্রূয়তে ; তৎ কিং তেষু কর্ম্মসু নিয়মেনোপাদেয়ম্ ? উত অনিয়মেন ? ইতি বিশয়ে আহ—"তন্নির্ধারণানিয়মঃ" ইত্যাদি ।

নির্ধারণং নাম নিশ্চয়েনাবধারণম্. তস্য—উদ্গীথাদ্যুপাসনস্য যৎ অবশ্যকর্ত্তব্যতয়া গ্রহণং, তস্য অনিয়মঃ ব্যভিচারঃ অবশ্যকর্ত্তব্যতাভাব ইত্যর্থঃ । কুতঃ ? তদ্দৃষ্টেঃ—"তেনোভৌ কুরুতঃ যশ্চৈতদেবং বেদ, যশ্চ ন বেদ" ইত্যুভয়থাদর্শনাৎ । হি যতঃ প্রবলকর্ম্মান্তরফলেন যঃ প্রতিবন্ধঃ প্রকৃতকর্ম্মফলোদয়ে বিলম্বনম্, তস্যাভাব এব পৃথক্—প্রকৃতকর্ম্মফলাদন্যৎ ফলম্, নতু কর্ম্মোপাসনয়োরেকমেব ফলমিতি ভাবঃ ॥

ছান্দোগ্যে যে, যজ্ঞাদি-কর্ম্মের অঙ্গসমূহ অবলম্বনে উদ্গীথাদি উপাসনা বিহিত আছে, সেই উপাসনা কি সমস্ত কর্ম্মেই অবশ্য কর্ত্তব্য ? অথবা কর্ত্তার ইচ্ছাধীন মাত্র ? এতদুত্তরে বলিতেছেন—কর্ম্মেতে যে, অবশ্যই উপাসনা করিতে হইবে, এরূপ নিয়ম নাই ; কারণ, "যাহারা এইরূপ জানে (উপাসনা করে), এবং যাহারা এইরূপ উপাসনা করে না, তাহারা উভয়েই কর্ম্ম করিয়া থাকে', এইরূপে উভয়প্রকারই কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধান দেখিতে পাওয়া যায় । ঐরূপ উপাসনা দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্ম্মগুলি কেবল সমধিক শক্তি লাভ করে মাত্র ; তাহার ফলে অন্যান্য বলবত্তর কর্ম্মফলে এই কর্ম্মফলের প্রতিবন্ধ ঘটাইতে পারে না । ইহা হইতেছে প্রকৃত কর্ম্মফল হইতে পৃথক্ বা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ফল ; কাজেই কর্ম্মেতে উপাসনার একান্তকর্ত্তব্যতা নাই ॥৩।৩।৪১॥]

[সপ্তদশ তন্নির্ধারণানিয়মাধিকরণ ॥১৭॥]

"ওঁম্ ইত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত" [ছান্দো° ১।১।১] ইত্যাদীনি কর্ম্মাঙ্গাশ্রয়াণ্যুপাসনানি কর্ম্মাঙ্গভূতোদ্গীথাদিমুখেন জুহ্বাদিমুখেন পর্ণতাদিবৎ কর্ম্মাঙ্গত্বেন নিরূঢ়ানুষ্ঠানানীতি—উদ্গীথাদ্যুপাসন-সম্বন্ধিনঃ "যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা, তদেব বীর্যবত্তরং ভবতি" [ছান্দো°

কর্ম্মাঙ্গ 'জুহূ' প্রভৃতির যেমন পত্রময়তা বিহিত আছে, তেমনি কর্ম্মাঙ্গ উদ্গীথাদি অবলম্বন করিয়াও 'উদ্গীথাবয়ব 'ওম্' অক্ষরকে উপাসনা করিবে' ইত্যাদি উপাসনার বিধান করা হইয়াছে, এবং ঐ সমস্ত উপাসনা 'কর্ম্মাঙ্গ উপাসনা' বলিয়াই প্রসিদ্ধ ; অধিকন্তু উদ্গীথোপাসনা সম্বন্ধে 'বিদ্যা বা উপাসনা সহকারে যে কোন কর্ম্ম করা হয়, তাহাই সমধিক বীর্য্যবান্ হয়'

১।১।১০] ইতি বর্ত্তমান-নির্দ্দেশস্য পর্ণতাদিসম্বন্ধ্যপাপ-শ্লোকশ্রবণবৎ পৃথক্-ফলত্বকল্পনাযোগাৎ ক্রতুষু নিয়মেনোপসংহার্য্যানীতি। এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—তন্নির্ধারণানিয়মঃ—ইতি।

[সিদ্ধান্তঃ—]

নির্ধারণং নিশ্চয়েন মনসোঽবস্থাপনম্—ধ্যানমিত্যর্থঃ; তন্নির্দ্ধারণা-নিয়মঃ—কর্ম্মসু উদ্গীথাদ্যুপাসনানামনিয়মঃ; কুতঃ? তদ্দৃষ্টেঃ—উপলভ্যতে হি উপাসনানুষ্ঠানানিয়মঃ—"তেনোভৌ কুরুতঃ—যশ্চৈতদেবং বেদ, যশ্চ ন বেদ" [ছান্দো° ১।১।১০] ইত্যবিদুষোঽপ্যনুষ্ঠানবচনাৎ। ন চাঙ্গত্বে সত্যুপাসনস্যানুষ্ঠানানিয়ম উপপদ্যতে। এবমুপাসনস্যানঙ্গত্বে নিশ্চিতে সত্যুপাসনবিধেঃ ফলাকাঙ্ক্ষায়াং 'রাত্রিসত্রন্যায়েন' বীর্য্যবত্তরত্বং কর্ম্ম-ফলাৎ পৃথগ্ভূতং ফলমিত্যবগম্যতে।

এইরূপে বর্ত্তমানকালীন ক্রিয়া পদের ('করোতি' পদের) নির্দ্দেশ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, পর্ণময়ী জুহূর স্থলে যেমন পাপশ্লোক (অমঙ্গল কথা) শ্রবণের অভাবই পৃথক্ ফলরূপে কল্পিত হইয়াছে, এখানে ত সেরূপ পৃথক্ ফল কল্পনা করিবার উপায় নাই; সুতরাং যজ্ঞকার্য্যে অবশ্যই ঐ সমস্ত উপাসনার উপসংহার করিতে হইবে। এইরূপ প্রাপ্তি সম্ভাবনায় আমরা বলিতেছি—"তন্নির্ধারণানিয়মঃ" ইত্যাদি (৭২)।

নির্ধারণ অর্থ—নিশ্চয়রূপে মনঃস্থাপন, অর্থাৎ ধ্যান। তন্নির্ধারণানিয়ম অর্থ—কর্ম্মেতে উদ্গীথাদি উপাসনার অবশ্যকর্ত্তব্যতার অভাব; কারণ? যেহেতু সেইরূপই দেখিতে পাওয়া যায়। কেন না, 'যে লোক এইরূপ জানে, এবং যে লোক এইরূপ জানে না, তাহারা উভয়েই কর্ম্ম করে' এই শ্রুতিতে অবিদ্বানের পক্ষেও কর্ম্মানুষ্ঠানের কথা থাকায় উপাসনানুষ্ঠানের অনিয়মই (অবশ্যকর্ত্তব্যতার অভাবই) দেখিতে পাওয়া যায়। আর উপাসনা যদি কর্ম্মাঙ্গই হইত, তাহা হইলে কস্মিন্‌কালেও তদনুষ্ঠানের অনিয়ম হইতে পারিত না।

পক্ষান্তরে, উপাসনাবিধি যদি কর্ম্মাঙ্গই না হয়, তাহা হইলে উপাসনাবিধির ফল জানিতে গেলে 'রাত্রিসত্র' ন্যায়ানুসারে কর্ম্মফল হইতে স্বতন্ত্র অধিক-বীর্য্যবত্তাই তাহার ফল বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে (৭৩)।

---

(৭২) তাৎপর্য্য—এই 'তন্নির্ধারণানিয়মাধিকরণের' পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত উদ্গীথোপাসনা। (২) সংশয়—কর্ম্মানুষ্ঠানে উদ্গীথোপাসনা অবশ্যকর্ত্তব্য কি না? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—উদ্গীথোপাসনা যখন কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত, তখন কর্ম্মানুষ্ঠানমাত্রেই উদ্গীথোপাসনা অবশ্য কর্ত্তব্য। (৪) উত্তর—উদ্গীথোপাসনা কর্ম্মাঙ্গ হইলেও যখন উহার ফল কর্ম্মফল হইতে স্বতন্ত্র—বীর্য্যলাভ মাত্র, তখন কর্ম্মানুষ্ঠানে উদ্গীথোপাসনার একান্ত আবশ্যকতা নাই। (৫) নির্ণয়—অতএব, কর্ম্মফলের বীর্য্যবত্তা সম্পাদনের ইচ্ছা থাকিলেই উদ্গীথোপাসনা করিবে।

(৭৩) তাৎপর্য্য—'রাত্রি-সত্র' ন্যায়টি এই প্রকার,—"প্রতিতিষ্ঠন্তি হ বা এতে, য এতা রাত্রী-রুপয়ন্তি" এই 'অর্থবাদ' বাক্য হইতেও কর্ম্মাঙ্গের পৃথক্ ফল কল্পনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে

কিমিদং বীর্য্যবত্তরত্বম্ ? কর্ম্মফলস্যৈবাপ্রতিবন্ধঃ। প্রতিবধ্যতে হি কর্ম্মফলং প্রবলকর্ম্মান্তর-ফলেন তাবন্তং কালম্; তদভাবোঽপ্রতিবন্ধঃ। স হ্যপ্রতিবন্ধঃ কর্ম্ম-ফলাৎ স্বর্গাদি-লক্ষণাৎ পৃথগ্‌ভূতমেব ফলম্। তদিদমুচ্যতে—পৃথগ্ হ্যপ্রতিবন্ধঃ ফলমিতি। অতঃ কর্ম্মাঙ্গাশ্রয়াণামপি পৃথক্‌ফলত্বাদ্ গোদোহনাদিবৎ কর্ম্মসূদ্‌গীথাদ্যুপাসনানাম্ অনিয়মেনোপসংহারঃ ॥৩॥৩॥৪১॥]

[ইতি সপ্তদশং তন্নির্দ্ধারণানিয়মাধিকরণম্ ॥১৭॥]

প্রদানাধিকরণম্।] **প্রদানবদেব তদুক্তম্ ॥৩॥৩॥৪২॥**

[পদচ্ছেদঃ—প্রদানবৎ (ইন্দ্রাদিদেবতা উদ্দেশে হবিঃপ্রদানের ন্যায়) এব (নিশ্চয়) তদুক্তম্ (তাহা কথিত আছে)।]

এখন জিজ্ঞাসা হইতেছে যে, এই 'বীর্য্যবত্তরত্ব' কথার অর্থ কি ? [উত্তর -] কর্ম্মফলের অপ্রতিবন্ধ অর্থাৎ বাধা না থাকা। অভিপ্রায় এই যে, সাধারণতঃ বলবত্তর অপর কর্ম্ম-ফল যত কাল উপস্থিত থাকে, ততকাল সেই প্রবল কর্ম্মফল দ্বারা যে, তদপেক্ষা দুর্ব্বল কর্ম্ম-ফল গুলি প্রতিরুদ্ধ থাকে, তাহা না হওয়াই অপ্রতিবন্ধ, (এবং তাহাই বীর্য্যবত্তরত্ব)। সেই যে, অপ্রতিবন্ধ, তাহা নিশ্চয়ই স্বর্গাদি কর্ম্মফল (কর্ম্ম-লভ্য স্বর্গাদি ফল) অপেক্ষা পৃথক্ বা স্বতন্ত্র ফল। ইহাই সূত্রস্থ "পৃথক্ হি অপ্রতিবন্ধঃ ফলম্' কথায় প্রকাশ করা হইয়াছে। অতএব উদ্গীথাদি উপাসনা কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত হইলেও, উহাদের যখন পৃথক্ ফলশ্রুতি রহিয়াছে, তখন কর্ম্মাঙ্গ গো-দোহনাদির ন্যায় (*) কর্ম্মমাত্রেই উদ্গাথাদি উপাসনারও উপসংহার করা একান্ত আবশ্যক নহে ॥৩॥৩॥৪১॥

[ইতি সপ্তদশ তন্নির্ধারণানিয়মাধিকরণ ॥১৭॥]

অর্থবাদ বাক্যে যে, প্রতিষ্ঠালাভের কথা আছে, ইহা যজ্ঞ হইতে পৃথক্ বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা অন্যত্র ক্রিয়াঙ্গের স্বতন্ত্র ফল কল্পনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তদনুসারে এখানেও ক্রিয়াঙ্গ উপাসনার অধিক বীর্য্যলাভ-রূপ ফল কল্পনা করিতে হইবে।

(*) তাৎপর্য্য—যজ্ঞে যে চরুপাকের ব্যবস্থা আছে, তৎসম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন—"গোদোহেন পশুকামস্য প্রণয়েৎ", অর্থাৎ যে ব্যক্তির পশু-সমৃদ্ধি লাভের অভিলাষ আছে, তাহাকে গোদোহন করিয়া চরুপ্রস্তুত করিতে হইবে। এখানে যজ্ঞীয় চরুপাকের নিত্যতা থাকিলেও তদঙ্গ গোদোহনের নিত্যতা নাই; যাহার ঐরূপ ফলেচ্ছা আছে, তাহার পক্ষেই গোদোহন কর্ত্তব্য, অন্যের পক্ষে নহে। এখানেও তদ্রূপ যজ্ঞাঙ্গাশ্রিত উপাসনায় যখন পৃথক্ ফলশ্রুতি রহিয়াছে, তখন উহারও নিত্যকর্ত্তব্যতা নাই, কর্ম্মফলের বীর্য্যবত্তা লাভে যাহার অভিলাষ আছে, তাহার পক্ষেই উপাসনার আবশ্যকতা, অন্যের পক্ষে নহে ॥

[সরলার্থঃ—দহরবিদ্যায়াং "তদ্ য ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামান্" ইত্যত্র পরমাত্মচিন্তনবৎ অপহত-পাপ্মত্বাদিগুণানামপি পৃথক্ চিন্তনং বিহিতম্। গুণচিন্তনে চ তদ্গুণ-বিশিষ্টতয়া পরমাত্মচিন্তনমপি তত্র করণীয়ম্, নবা? ইতি সংশয়ে আহ—"প্রদানবদেব" ইত্যাদি।

গুণিনঃ পরমাত্মনঃ স্বরূপত ঐক্যেঽপি তত্তদ্গুণবিশিষ্টাকারস্য ভেদাৎ প্রদানবৎ তচ্চিন্তনম্ আবর্ত্তনীয়মেবেত্যর্থঃ। যথা "ইন্দ্রায় রাজ্ঞে পুরোডাশমেকাদশকপালম্, ইন্দ্রায়াধিরাজায়েন্দ্রায় স্বরাজ্ঞে" ইত্যত্র ইন্দ্রস্যৈকত্বেঽপি রাজত্বাদি-বিশিষ্টতয়া আকারভেদাৎ দেবতাভেদঃ, তেন চ তদুদ্দেশ্যক-হবিঃপ্রদানাবৃত্তিঃ, অত্রাপি তথেত্যর্থঃ। তদুক্তং মীমাংসা-সংকর্ষণকাণ্ডে "নানা বা দেবতা পৃথক্ত্বাৎ" ইতি।

দহরবিদ্যাতে আছে—'যাহারা এই আত্মাকে এবং তদীয় এই সত্যকামত্বাদি গুণসমুদয় অবগত হইয়া প্রয়াণ করেন' ইতি। এখানে সংশয় হইতেছে যে, প্রত্যেক গুণচিন্তার সঙ্গেই গুণবিশিষ্ট পরমাত্মারও চিন্তা করিতে হইবে কি না। তদুত্তরে বলিতেছেন—দেবরাজ ইন্দ্র স্বরূপতঃ এক হইলেও যেমন বিভিন্নগুণযোগে তাহার উদ্দেশ্যে পৃথক্ পৃথক্ হবিঃপ্রদানের বিধান আছে, তেমনি এখানেও উপাস্য পরমাত্মা এক হইলেও গুণভেদে যখন তাঁহার আকারগত বৈচিত্র্য ঘটিতেছে, তখন প্রত্যেক গুণচিন্তার সঙ্গেই পরমাত্মারও চিন্তা করিতে হইবে। গুণভেদে যে, দেবতারও স্বরূপভেদ হয়, মীমাংসার সংকর্ষণকাণ্ডে তাহা উক্ত আছে ॥৩॥৩॥৪২॥] [অষ্টাদশ প্রদানাধিকরণ ॥১৮॥]

দহরবিদ্যায়াং "তদ্ য ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামান্" [ছান্দো০ ৮।১।৬] ইতি দহরাকাশস্য পরমাত্মন উপাসনমুক্ত্বা "এতাংশ্চ সত্যান্ কামান্" ইতি গুণানামপি পৃথগুপাসনং বিহিতম্। তত্র সংশয়ঃ—গুণচিন্তনেঽপি তদ্গুণবিশিষ্টতয়া দহরস্যাত্মনশ্চিন্তনমাবর্ত্তনীয়ম্, উত ন, ইতি। দহরাকাশস্যৈব অপহতপাপ্মত্বাদীনাং গুণিত্বাৎ তস্য চ সকৃদেবানু-

ছান্দোগ্যোপনিষদের দহরবিদ্যাপ্রকরণে পঠিত আছে—'যাহারা ইহলোকে এই আত্মাকে এবং তদীয় সত্যকামাদি গুণসমূহ অবগত হইয়া প্রয়াণ করে' ইত্যাদি। এই স্থলে প্রথমতঃ দহরাকাশ-পদবাচ্য পরমাত্মার উপাসনা বলিয়া "এতান্ চ সত্যান্ কামান্" কথায় আবার তদীয় গুণসমূহেরও পৃথক্ উপাসনার বিধান করিয়াছেন। তাহাতে সংশয় হইতেছে যে, গুণ-চিন্তাকালে কি সেই সেই গুণযুক্ত দহর-আত্মারও পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে হইবে, অথবা করিতে হইবে না। কিন্তু এক দহরাকাশ-পদবাচ্য পরমাত্মাই যখন অপহতপাপ্মত্বাদি গুণগণের আশ্রয়—গুণী, তখন তাহাকে একবার চিন্তা করিলেই চলিতে পারে; সুতরাং

সন্ধাতুং (*) শক্যত্বাদ্ গুণার্থং তচ্চিন্তনং নাবর্ত্তনীয়ম্ ; (†) ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

"প্রদানবদেব" ইতি। প্রদানবদাবর্ত্তনীয়মেবেত্যর্থঃ। যদ্যপি দহরাকাশ এক এবাপহতপাপ্মত্বাদিগুণানাং গুণী ; স চ প্রথমং চিন্তিতঃ ; তথাপি স্বরূপমাত্রাদ্ গুণবিশিষ্টাকারস্য ভিন্নত্বাৎ "অপহতপাপ্মা বিজরঃ" [ছান্দো০ ৮।১।৫] ইত্যাদিনা গুণবিশিষ্টতয়া চোপাস্যত্বেন বিহিতত্বাৎ পূর্ব্বং স্বরূপেণানুসংহিতস্য অপহতপাপ্মত্বাদিবিশিষ্টতয়া অনুসন্ধানার্থমা-

গুণের অনুরোধে বারংবার তাহার চিন্তা করা অনাবশ্যক। এইরূপ সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—"প্রদানবদেব" ইত্যাদি (‡)।

প্রদানের ন্যায় নিশ্চই বারংবার চিন্তা করিতে হইবে। যদিও এক দহরাকাশই অপহতপাপ্মত্বাদি গুণসমূহেরও আশ্রয়—গুণী হউক, এবং যদিও প্রথমেই তাহার চিন্তা সম্পন্ন হইয়া থাকুক, তথাপি, দহরাকাশের যাহা স্বাভাবিক রূপ, গুণবিশিষ্ট রূপটি নিশ্চই তাহা হইতে ভিন্ন ; সুতরাং 'তিনি নিষ্পাপ ও জরারহিত' ইত্যাদি বাক্যে গুণবিশিষ্ট রূপেও তাহার উপাসনা বিহিত হওয়ায় বুঝিতে হইবে যে, দহরাকাশ প্রথমে অবিশেষিতভাবে উপাসিত হইলেও, অপহতপাপ্মত্বাদি গুণবিশিষ্টরূপে পুনরপি তাহার উপাসনা করিতেই হইবে (§)। রাজত্বাদি-গুণবিশিষ্ট ইন্দ্র প্রকৃতপক্ষে এক হইলেও যেমন, 'রাজা ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে একাদশ

(*) সদৈবানুসন্ধাতুম্' ইতি 'ক' পাঠঃ।

(†) নানুবর্ত্তনীয়ম্' ইতি 'ক' পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য—এই 'প্রদানাধিকরণের' পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—অপহতপাপ্মত্বাদিবিশিষ্ট দহরাকাশের উপাসনা। (২) সংশয়—ভিন্ন ভিন্ন গুণচিন্তার সঙ্গে সঙ্গে বারংবার দহরাকাশেরও চিন্তা করিতে হইবে কি না? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—অপহতপাপ্মত্বাদি গুণগুলি পৃথক্ হইলেও সেই সমস্ত গুণের আশ্রয় গুণী যখন এক, অথচ তাহারও যখন স্বতন্ত্ররূপে চিন্তা বিহিত হইয়াছে, তখন প্রত্যেক গুণের সঙ্গে সঙ্গে তাহার আর চিন্তা করিবার আবশ্যক হয় না। (৪) উত্তর না,—দহরাকাশ স্বরূপতঃ এক হইলেও বিশেষ বিশেষ গুণযোগে যখন তাহার স্বরূপেরও বৈচিত্র্য ঘটিতেছে, তখন প্রত্যেক গুণের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার চিন্তা করিতে হইবে। (৫) নির্ণয়—অপহতপাপ্মত্বাদি গুণবিশিষ্টরূপে দহরাকাশের চিন্তারও আবৃত্তি করিতে হইবে॥

(§) তাৎপর্য্য—কোন কোন দার্শনিকের সিদ্ধান্ত এই যে, বিশেষণের ভেদে বিশিষ্টেরও ভেদ হইয়া থাকে। কেন না, বিশেষণযুক্ত বস্তুটি স্বরূপতঃ এক হইলেও তাহার বিশেষণগুলি যখন ভিন্ন ভিন্ন, এবং এক বিশেষণে বিশেষিত অবস্থায় বস্তুটিকে যেরূপ মনে করা হয়, অপর বিশেষণযোগে কখনই সেরূপ মনে করা হয় না ; তখন বিশেষণের ভেদে বিশিষ্টেরও ভেদ স্বীকার করা অনুচিত হইতে পারে না। এই নিয়মানুসারে বুঝিতে হইবে যে, দহরাকাশ স্বরূপতঃ এক অভিন্ন হইলেও অপহতপাপ্মত্বাদি বিভিন্ন বিশেষণযোগে নিশ্চয়ই বিভিন্নাকারে প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে ; সুতরাং বিভিন্নাকার বস্তুর একবার মাত্র চিন্তায় কখনই সকল রূপের চিন্তা সিদ্ধ হইতে পারে না ; কাজেই প্রত্যেক গুণের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকবারই দহরাকাশের চিন্তা করিতে হইবে॥

বৃত্তিঃ কর্ত্তব্যা ; যথা "ইন্দ্রায় রাজ্ঞে পুরোড়াশমেকাদশকপালং নির্বপেৎ" "ইন্দ্রায়াধিরাজায়" "ইন্দ্রায় স্বরাজ্ঞে" [যজু০ ২ কা০ ৩ প্র০ ৬ অনু০] ইতীন্দ্রস্যৈব রাজত্বাদিগুণবিশিষ্টত্বেঽপি তত্তদ্‌গুণসম্বন্ধ্যাকারস্য ভিন্নত্বাৎ প্রদানাবৃত্তিঃ ক্রিয়তে। তদুক্তং সাঙ্কর্ষণে "নানা বা দেবতা পৃথক্‌ত্বাৎ" [মীমা০] ইতি ॥৩॥৩॥৪২॥] [অষ্টাদশং প্রদানাধিকরণম্ ॥১৮॥]

লিঙ্গভূয়স্ত্বাধিকরণম্।] **লিঙ্গভূয়স্ত্বাৎ তদ্ধি বলীয়স্তদপি ॥৩॥৩॥৪৩॥**

[পদচ্ছেদঃ—লিঙ্গভূয়স্ত্বাৎ (তদ্‌গ্রাহক হেতুর বাহুল্য বশতঃ) তৎ (তাহা) হি (নিশ্চয়ে) বলীয়ঃ (সমধিক বলবান্), তৎ (তাহা) অপি (ও)।]

[সরলার্থঃ—তৈত্তিরীয়ে দহরবিদ্যানন্তরং "সহস্রশীর্ষং দেবম্ বিশ্বাক্ষং বিশ্বশম্ভুবম্। বিশ্বং-নারায়ণং দেবমক্ষরং পরমং প্রভুম্।" ইত্যারভ্য "সোঽক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্" ইত্যন্তং পঠিতমস্তি। অত্র কিং প্রকৃতদহরবিদ্যোপাস্যমেব উপাস্যত্বেন বিধীয়তে? উত সর্ব্ববিদ্যাসূপাস্যম্? ইতি সংশয়ে, আহ—অত্র হি নারায়ণশব্দেন প্রাকরণিক-দহরবিদ্যোপাস্যমাত্রং ন বিধীয়তে, অপিতু পরবিদ্যাসু সর্ব্বাসূপাস্যম্। কুতঃ? লিঙ্গভূয়স্ত্বাৎ তদ্‌গ্রাহক-বাক্যবাহুল্যাদিত্যর্থঃ। তৎ হি বাক্যং প্রকরণাৎ বলীয়ঃ, বলবত্তরমিত্যর্থঃ। তদপি -প্রকরণাদ্ বাক্যবলীয়স্ত্বমপি পূর্ব্বমীমাংসায়াং "শ্রুতিলিঙ্গ-বাক্যপ্রকরণস্থানসমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্ব্বল্যমর্থবিপ্রকর্ষাৎ" ইত্যুক্তম্।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে দহরবিদ্যার পরেই 'সহস্র মস্তকযুক্ত দীপ্তিমান্, বিশ্বদর্শী, বিশ্বকারণ, বিশ্বাত্মক, নির্ব্বিকার পরম প্রভু নারায়ণকে [ভজনা করিবে]' এই হইতে আরম্ভ করিয়া' 'তিনি পরম অক্ষর (অব্যয়) ও স্বপ্রকাশ'. এই পর্য্যন্ত পঠিত আছে। এখানে নারায়ণ-শব্দে কেবল দহরবিদ্যার উপাস্যমাত্রই বুঝিতে হইবে না, পরন্তু নিখিল পরবিদ্যায় যিনি উপাস্য, তাহারই উপাসনা বুঝিতে হইবে। কারণ? তাহারই গ্রাহক প্রচুরপরিমাণে বাক্য রহিয়াছে; প্রকরণ অপেক্ষাও যে. বাক্যই বলবান্, একথা পূর্ব্বমীমাংসায়ও কথিত আছে ॥৩॥৩॥৪৩॥]

[উনবিংশ লিঙ্গভূয়স্ত্বাধিকরণ ॥১৯॥]

পাত্রে নিষ্পাদিত পুরোডাশ (একপ্রকার হবনীয় দ্রব্য) প্রদান করিবে,' 'অধিরাজ ইন্দ্র উদ্দেশে' 'স্বরাজ ইন্দ্র উদ্দেশে [হবিঃপ্রদান করিবে,'] ইত্যাদি বিভিন্নপ্রকার গুণসম্বন্ধ বশত. ইন্দ্রের রূপভেদ হওয়ায় বারংবার হবিঃপ্রদান করিতে হয়, [ইহাও তদ্রূপ]। মীমাংসার সংকর্ষণকাণ্ড নামক অংশেও এ কথা উক্ত আছে; যথা—'অথবা বিশেষ বিশেষ আকারগত পার্থক্য নিবন্ধন দেবতাই ভিন্ন ভিন্ন,' অতএব বিভিন্ন, গুণবিশিষ্ট দেবতা উদ্দেশ্যে পৃথক পৃথক্ হবিঃ প্রদান করিতে হইবে' ॥৩॥৩॥৪২॥ [অষ্টাদশ প্রদানাধিকরণ ॥ ১৮ ॥]

তৈত্তিরীয়া দহরবিদ্যানন্তরমধীয়তে—

"সহস্রশীর্ষং দেবং বিশ্বাক্ষং বিশ্বশম্ভুবম্ (*)।

বিশ্বং নারায়ণং দেবমক্ষরং পরমং প্রভুম্॥" [তৈত্তি° নারা° ১]

ইত্যারভ্য "সোঽক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্" ইত্যন্তম্। তত্র সংশয়ঃ—কিং পূর্ব্বপ্রকৃত-বিদ্যয়ৈকবিদ্যাত্বেন তদুপাস্যবিশেষনির্দ্ধারণমনেন ক্রিয়তে, উত সর্ব্ববেদান্তোদিত-পরবিদ্যোপাস্যবিশেষনির্দ্ধারণম্—ইতি। কিং যুক্তম্? দহরবিদ্যোপাস্য-বিশেষনির্দ্ধারণমিতি। কুতঃ? প্রকরণাৎ। পূর্ব্বস্মিন্ অনুবাকে দহরবিদ্যা হি প্রকৃতা—

"দহং বিপাপ্মং পরবেশ্মভূতং যৎ পুণ্ডরীকং পুরমধ্যসংস্থম্।

তত্রাপি দহং গগনং বিশোকস্তস্মিন্ যদন্তস্তদুপাসিতব্যম্॥"

[তৈত্তি° নারা° ১০ অনু°] ইতি। অস্মিংশ্চানুবাকে "পদ্মকোশপ্রতীকাশং হৃদয়ং চাপ্যধোমুখম্" [তৈত্তি° নারা° ১১ অনু°] ইত্যাদিনা হৃদয়-পুণ্ডরীকাভিধানমস্য নারায়ণানুবাকস্য দহরবিদ্যোপাস্য-নির্দ্ধারণার্থত্বমুপোদ্বলয়তীতি। এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—লিঙ্গভূয়স্ত্বাৎ—ইতি।

তৈত্তিরীয় শাখীরা দহরবিদ্যা সমাপ্তির পরে,'সহস্র শিরোবিশিষ্ট বিশ্বদর্শী বিশ্বকারণ, বিশ্বাত্মক পরম প্রভু ও নির্ব্বিকার দেব নারায়ণকে' ইত্যাদি —'তিনিই নিরতিশয় প্রকাশমান্ অক্ষর' ইত্যন্ত উপাসনার বিষয় পাঠ করিয়াথাকেন। তাহাতে সংশয় এই যে, এখানে কি পূর্ব্বপ্রস্তাবিত দহরবিদ্যার সহিত সম্মিলিত ভাবে তৎসম্বন্ধেই উপাস্যগত কিঞ্চিৎ বিশেষ নির্ধারণ করা হইতেছে? অথবা সমস্ত পর বিদ্যাতে যিনি উপাস্যরূপে অবধারিত আছেন, তদ্বিষয়েই বিশেষ কিছু নিরূপণ করা হইতেছে? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত? দহরবিদ্যায় যিনি উপাস্য, তৎসম্বন্ধে বিশেষ নির্দ্ধারণ পক্ষই। কারণ? যেহেতু এখানে তাহারই প্রকরণ বা প্রস্তাব রহিয়াছে। কেন না, পূর্ব্ব অনুবাকে (পরিচ্ছেদে) দহরবিদ্যাই বর্ণিত হইয়াছে—'নিষ্পাপ দহ অর্থাৎ ক্ষুদ্র হৃদয়ই পরমেশ্বরের বাসগৃহ অর্থাৎ অভিব্যক্তিস্থান, যাহা দেহমধ্যস্থ 'পুণ্ডরীক' নামে পরিচিত; তাহারও মধ্যে ক্ষুদ্র আকাশ আছে, তন্মধ্যে যাহা অবস্থিত, তাহারই উপাসনা করিতে হইবে' ইতি। বিশেষতঃ 'পদ্মকোশসদৃশ অধোমুখে অবস্থিত হৃদয়' ইত্যাদি বাক্যে যে, হৃদয়-পুণ্ডরীকের নাম করা হইয়াছে, তাহা দ্বারাও সমর্থিত হইয়াছে যে, দহরবিদ্যার উপাস্যই এই 'নারায়ণ' অনুবাকেও (পরিচ্ছেদেও) উপাসনীয়, (অন্য কিছু নহে)। এইরূপ সম্ভাবনায় বলিতেছি—"লিঙ্গ-ভূয়স্ত্বাৎ" ইতি (+)।

(*) সম্ভবম্' ইতি 'ক' পাঠঃ।

(+) তাৎপর্য্য—এই 'লিঙ্গভূয়স্ত্বাধিকরণে'র পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—নারায়ণানুবাকে পঠিত নারায়ণোপাসনা। (২) সংশয়—ইহা কি পূর্ব্ববর্ত্তী দহরবিদ্যার উপাস্য বস্তুরই উপাসনা-প্রকাশক? অথবা

অস্য নিখিলপরবিদ্যোপাস্য-বিশেষনির্দ্ধারণার্থত্বে ভূয়াংসি লিঙ্গানি দৃশ্যন্তে। তথাহি—পরবিদ্যাসু অক্ষর-শিব-শম্ভু-পরব্রহ্ম-পরজ্যোতিঃ-পরতত্ত্ব-পরমাত্মাদিশব্দনির্দ্দিষ্টমুপাস্যং বস্তু ইহ তৈরেব শব্দৈরনূদ্য তস্য নারায়ণত্বং বিধীয়তে; ভূয়সীষু বিদ্যাসু শ্রুতাননূদ্য নারায়ণত্ববিধানভূয়স্ত্বং—নারায়ণ এব সর্ব্ববিদ্যাসূপাস্যম্ অস্থূলত্বাদি-বিশেষিতানন্দাদিগুণকং পরং ব্রহ্মেতি বিশেষনির্ণয়ে ভূয়ঃ বহুতরং লিঙ্গং ভবতি।

অত্র লিঙ্গ-শব্দঃ চিহ্নপর্য্যায়ঃ; চিহ্নভূতং বাক্যং বহুতরমস্তীত্যর্থঃ। তদ্ধি প্রকরণাদ্ বলীয়ঃ। তদপ্যুক্তং প্রথমকাণ্ডে "শ্রুতিলিঙ্গবাক্যপ্রকরণ-স্থানসমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্ব্বল্যমর্থবিপ্রকর্ষাৎ" [পূর্ব্বমী০ ৩।৩।১৪] ইতি।

সমস্ত পরবিদ্যার উপাস্যগত বিশেষ নির্দ্ধারণেই যে, ইহার তাৎপর্য্য, তদ্বিষয়ে প্রভূত-পরিমাণে চিহ্ন বা অনুকূল বাক্য দেখিতে পাওয়া যায়। দেখ, সাধারণতঃ পর বিদ্যার উপাস্য বস্তুটি (উপাস্য পদার্থটি) অক্ষর, শিব, শম্ভু, পর ব্রহ্ম, পরজ্যোতিঃ, পরতত্ত্ব ও পরমাত্মা প্রভৃতি শব্দেই সর্ব্বত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, এখানেও ঠিক সেই সমস্ত শব্দেই তাহার পুনরুল্লেখ করিয়া, তাহার সম্বন্ধে কেবল নারায়ণত্ব-ধর্ম্মেরই বিধান করা হইতেছে মাত্র। পরবিদ্যাপ্রতিপাদক বহুতর শ্রুতিতে, যে সমস্ত গুণ পঠিত আছে, এখানে যে, সেই গুণসমূহেরই অনুবাদ বা পুনঃকথনপূর্ব্বক একমাত্র নারায়ণত্বেরই বিধান করা হইয়াছে, অর্থাৎ সমস্ত পরবিদ্যার উপাস্য নারায়ণই যে, এখানে অস্থূলত্বাদি বিশেষণে বিশেষিত ও আনন্দাদি গুণসম্পন্ন পরব্রহ্মস্বরূপ, এরূপ অর্থবিশেষ নির্দ্ধারণের পক্ষে প্রভূত পরিমাণে 'লিঙ্গ' আছে।

এখানে 'লিঙ্গ' শব্দটি 'চিহ্ন' শব্দের সমানার্থক; বুঝিতে হইবে যে, চিহ্নভূত বহুতর বাক্য আছে। বাক্য ত প্রকরণ বা প্রস্তাব অপেক্ষাও বলবান্। এ কথা প্রথম কাণ্ডেও (পূর্ব্বমীমাংসায়ও) কথিত আছে,—'শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা, এ সমস্ত হেতুগুলির একত্র সম্ভাবনা হইলে, ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা পর পর হেতুগুলি বিলম্বে অর্থপ্রতীতি জন্মায় বলিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল' ইতি।

সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যায় উপাস্য বস্তুর উপাসনা-প্রকাশক? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—পূর্ব্বে যখন দহরবিদ্যার প্রসঙ্গ গিয়াছে, তখন প্রকরণানুসারে এই উপাসনাও দহরবিদ্যায় উপাস্যেরই উপাসনা-প্রকাশক। (৪) উত্তর—না, প্রকরণ অপেক্ষাও বাক্যই বলবান্, অথচ পরবর্ত্তী বাক্যে যখন স্পষ্টই নারায়ণের কথা রহিয়াছে, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে যে, ইহা সমস্ত পরবিদ্যায় উপাস্য ব্রহ্মেরই উপাসনা-প্রকাশক। (৫) নির্ণয়—অতএব নারায়ণ-শব্দে কেবল দহর-বিদ্যোপাস্য ব্রহ্মই বুঝিতে হইবে না, সমস্ত পরবিদ্যার উপাস্যকেই বুঝিতে হইবে॥

যত্তূক্তং "পদ্মকোশ-প্রতীকাশম্" [তৈত্তি° নার° ১১ অনু°] ইত্যাদিবচনং দহরশেষত্বমস্যোপোদ্বলয়তি—ইতি; তন্ন; বলীয়সা প্রমাণেন সর্ব্ববিদ্যোপাস্য-নির্দ্ধারণার্থত্বেঽবধৃতে সতি দহরবিদ্যায়ামপি তস্যৈব নারায়ণস্যোপাস্যত্বেন তদ্বচনোপপত্তেঃ। নচ "সহস্রশীর্ষম্" ইত্যাদি-দ্বিতীয়ানির্দ্দেশেন পূর্ব্বানুবাকোদিতোপাসিনা সম্বন্ধঃ শঙ্কনীয়ঃ; "তস্মিন্ যদন্তস্তদুপাসিতব্যম্" [তৈত্তি° নারা° ১০ অনু°] ইত্যু-পাসি-গতেন কৃৎপ্রত্যয়েনোপাস্যস্য কর্ম্মণোঽভিহিতত্বাৎ তদুপাস্যে দ্বিতীয়ানুপপত্তেঃ। "বিশ্বমেবেদং পুরুষঃ" "তত্ত্বং নারায়ণঃ পরঃ" [তৈত্তি° নারা° ১১ অনু°] ইত্যাদিপ্রথমানির্দ্দেশাচ্চ প্রথমার্থে দ্বিতীয়া বেদিতব্যা।

"অন্তর্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ।"
"তস্যাঃ শিখায়া মধ্যে পরমাত্মা ব্যবস্থিতঃ।
স ব্রহ্মা স শিবঃ সেন্দ্রঃ সোঽক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্॥"

[তৈত্তি° নারা° ১১ অনু°]

আর যে, বলা হইয়াছে—"পদ্মকোশপ্রতীকাশং" বাক্যই উক্ত বাক্যের দহরাধীনতা সমর্থন করিতেছে। তাহাও হইতে পারে না; কেন না, অপেক্ষাকৃত বলবান্ প্রমাণ দ্বারা যদি সমস্ত পরবিদ্যোপাস্যের উপাসনাই নির্দ্ধারিত হয়, তাহা হইলে ত সেই দহরবিদ্যাতেও নারায়ণের উপাসনা স্বীকার করিলেই সেই "পদ্মকোশ" বাক্যেরও অর্থ-সঙ্গতি হইতে পারে। আর যে "সহস্রশীর্ষং" পদে দ্বিতীয়া নির্দ্দেশ থাকায় ইহার সহিত পূর্ব্বানুবাকস্থ উপাসনা-বিধায়ক ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে; এরূপ শঙ্কা করাও সঙ্গত হয় না; কারণ, পূর্ব্বানুবাকে আছে—"তস্মিন্ যদন্তঃ, তদুপাসিতব্যম্", এখানে 'উপাসিতব্য' পদে কৃত্য-প্রত্যয় (তব্য) দ্বারা কর্ম্মভূত (প্রথমান্ত) উপাস্যের নির্দ্দেশ থাকায়, তাহার কর্ম্মপদেও ('সহস্রশীর্ষং' শব্দেও) আর দ্বিতীয়া বিভক্তি হইতে পারে না। বিশেষতঃ "বিশ্বমেবেদং পুরুষঃ" (পুরুষই এই সমস্ত জগৎ), "তত্ত্বং নারায়ণঃ পরঃ" (নারায়ণই একমাত্র পর তত্ত্ব), ইত্যাদি বাক্যে প্রথমা বিভক্তি থাকায় "সহস্রশীর্ষং" পদেও প্রথমা বিভক্তির অর্থেই দ্বিতীয়া বিভক্তি বুঝিতে হইবে। বিশেষতঃ 'নারায়ণই সর্ব্ব বস্তুর অন্তর ও বাহির ব্যাপিয়া রহিয়াছেন', 'তাহার শিখার মধ্যে অর্থাৎ সেই জ্যোতির উপরে পরমাত্মা অবস্থিত আছেন,' তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই শিব, তিনিই ইন্দ্র, তিনিই অক্ষর এবং তিনিই স্বরাট্ অর্থাৎ স্বপ্রকাশ,' এই সমস্ত

ইতি-নির্দ্দেশৈঃ সর্ব্বস্মাৎ পরো নারায়ণ এব সর্ব্বত্রোপাস্য ইতি নির্ণীয়মানত্বাচ্চ প্রথমার্থে দ্বিতীয়েতি নিশ্চীয়তে ॥৩॥৩॥৪৩॥

[ঊনবিংশম্ লিঙ্গভূয়স্ত্বাধিকরণম্ ॥১৯॥]

[পূর্ব্বপক্ষঃ—]

পূর্ব্ববিকল্পাধিকরণম্।] **পূর্ব্ববিকল্পঃ প্রকরণাৎ স্যাৎ ক্রিয়া মানসবৎ ॥৩॥৩॥৪৪॥**

[পদচ্ছেদঃ—পূর্ব্ববিকল্পঃ (পূর্ব্বপ্রস্তাবিত অগ্নির সহিত বিকল্প—পাক্ষিক অনুষ্ঠান) প্রকরণাৎ (যেহেতু তাহারই প্রকরণ বা প্রসঙ্গ), স্যাৎ (হইতে পারে) ক্রিয়া (অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম), মানসবৎ (যেমন দ্বাদশাহ-যাগাঙ্গ মানস গ্রহের হয়)।]

[সরলার্থঃ—বাজসনেয়কেঽগ্নিরহস্যে "মনশ্চিতো বাক্‌চিতঃ প্রাণচিতশ্চক্ষুশ্চিতঃ" ইত্যাদিনা মনশ্চিত প্রভৃতয়োঽগ্নয়ো বিদ্যাত্মকাঃ সমাম্নায়ন্তে। তত্র সংশয়ঃ—কিমেতে ক্রিয়াত্মক-যাগাঙ্গভূতাঃ? উত জ্ঞানময়-যাগাঙ্গভূতাঃ? ইতি। তত্রাহ—"পূর্ব্ববিকল্পঃ" ইত্যাদি।

পূর্ব্বস্যৈব ইষ্টক-চিতাগ্নের্বিকল্পঃ—প্রকারভেদেনোপদেশোঽয়ং ক্রিয়াঙ্গভূতঃ স্যাৎ; কুতঃ? প্রকরণাৎ; প্রকরণং হি তস্যেষ্টকচিতাগ্নের্বিততং বর্ত্ততে। তত্র 'মানসবৎ' ইতি দৃষ্টান্তোপ-ন্যাসঃ;—যথা দ্বাদশাহযাগে গ্রহস্য মানসত্বেঽপি ক্রিয়াঙ্গত্বম্, তথাত্রাপীত্যর্থঃ ॥

বাজসনেয়কোপনিষদের অগ্নিরহস্যে 'বাক্‌চিত মনশ্চিত' প্রভৃতি বিদ্যাত্মক অগ্নির কথা উল্লিখিত আছে। সেখানে সংশয় এই যে, ঐ সমস্ত অগ্নি কি ক্রিয়াত্মক যাগেরই অঙ্গভূত? অথবা কেবল জ্ঞানাত্মক যাগের অঙ্গভূত? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, ইহা পূর্ব্বোক্ত ইষ্টকচিত অগ্নিরই বিকল্প অর্থাৎ প্রকারভেদ মাত্র; সুতরাং ইহা ক্রিয়া—ক্রিয়াত্মক যাগেরই অঙ্গস্বরূপ। কারণ? যেহেতু ইহা তাহারই প্রকরণ, অর্থাৎ যেহেতু ক্রিয়াময় যাগেরই প্রকরণে পঠিত; অতএব দ্বাদশাহ যাগের 'গ্রহ' (হবনীয় দ্রব্যাধার পাত্রবিশেষ) যেরূপ মানস বা মনঃকল্পিত হইলেও ক্রিয়াঙ্গ মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই মনশ্চিতাদি অগ্নিসমূহও নিশ্চয়ই ক্রিয়াঙ্গ হইবে ॥৩॥৩॥৪৪॥] [পূর্ব্ববিকল্পাধিকরণ ॥২০॥]

বাজসনেয়কে অগ্নিরহস্যে মনশ্চিতাদয়োঽগ্নয়ঃ শ্রূয়ন্তে—"মনশ্চিতো

নির্দ্দেশ থাকায় স্থির হইতেছে যে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নারায়ণই সমস্ত বিদ্যার একমাত্র উপাস্য; সুতরাং ইহা হইতেও "সহস্রশীর্ষং" শব্দে প্রথমাবিভক্তিস্থানে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়াছে বুঝা যাইতেছে ॥৩॥৩॥৪৩॥ [ঊনবিংশ লিঙ্গভূয়স্ত্বাধিকরণ ॥১৯॥]

বাজসনেয়কোপনিষদের 'অগ্নিরহস্য' নামক প্রকরণে মনশ্চিতাদি অগ্নির উল্লেখ আছে।

বাক্‌চিতঃ প্রাণচিতশ্চক্ষুশ্চিতঃ কর্ম্মচিতোঽগ্নিচিতঃ” [তৈত্তি০ নারা০ ১১ অনু০] ইতি। তত্র সংশয়ঃ—কিমেতে মনশ্চিতাদয়ঃ সাম্পাদিকত্বেন বিদ্যারূপাগ্নয়ঃ ক্রিয়াময়-ক্রত্বনুপ্রবেশেন ক্রিয়ারূপাঃ, আহোস্বিৎ বিদ্যাময়-ক্রত্বনুপ্রবেশেন বিদ্যারূপা এব, ইতি বিশয়ে ক্রিয়ারূপত্বং তাবদাহ—পূর্ব্ববিকল্পঃ—ইত্যাদিনা।

চিত্যাগ্নিত্বেন সম্পাদিতানামেষাং মনশ্চিতাদীনাং ক্রত্বনুপ্রবেশ-সাকাঙ্ক্ষাণাং স্বদেশে ক্রতুবিধ্যভাবাৎ পূর্ব্বত্র “অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ” [তৈত্তি০ নারা০ ১১ অনু০] ইত্যাদিনা ইষ্টকচিতস্যাগ্নেঃ প্রকৃতত্বাৎ, তস্য চ ক্রিয়াময়-ক্রত্বব্যভিচারিত্বেন তত্র ক্রতুসন্নিধানাৎ তৎপ্রকরণগৃহীতা মনশ্চিতাদয়ঃ তেনেষ্টকচিতেনাগ্নিনা বিকল্প্যমানাঃ ক্রিয়ারূপা এব স্যুঃ।

যথা—‘মনশ্চিত (যাহা মানস চিন্তা দ্বারা সম্পাদিত), বাক্‌চিত (বাক্য দ্বারা সম্পাদিত), প্রাণচিত, চক্ষুশ্চিত, শ্রোত্রচিত, কর্ম্মচিত ও অগ্নিচিত’ ইতি। তাহাতে সংশয় এই যে, মানস সংকল্প-সম্পাদিত বলিয়া বিদ্যাস্বরূপ এই মনশ্চিতাদি অগ্নি সমূহও কি ক্রিয়াত্মক যজ্ঞ-সম্বন্ধী ক্রিয়া স্বরূপ? অথবা জ্ঞানময় ক্রতুর অন্তর্ভূ্তরূপে বিদ্যাস্বরূপই বটে? এইরূপ সংশয় স্থলে, “পূর্ব্ববিকল্পঃ” ইত্যাদি সূত্রে ইহার ক্রিয়ারূপত্বই প্রতিপাদন করিতেছেন (*)।

অভিপ্রায় এই যে, চয়নযোগ্য (যজ্ঞে যাহা গ্রহণ করিতে হইবে, সেই] অগ্নিরূপে পরিকল্পিত মনশ্চিতাদি অগ্নিসমূহও নিশ্চয়ই কোনও যজ্ঞবিশেষেরই অন্তর্ভুক্ত হইবে, এই প্রকার আশঙ্কা হইয়া থাকে, অথচ ইহাদের স্বপ্রকরণে কোন প্রকার যজ্ঞবিধির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ ইতঃপূর্ব্বে যখন ‘অগ্রে এই জগৎ অসৎ (নাম-রূপে অনভিব্যক্ত) ছিল’ ইত্যাদি বাক্যেও ইষ্টকচিত (প্রকৃত যজ্ঞে যাহা গৃহীত হয়, সেই) অগ্নিরই প্রসঙ্গ রহিয়াছে; সুতরাং ক্রিয়াত্মক যজ্ঞের সহিতই সেই অগ্নির অব্যভিচারী সম্বন্ধের নিয়ম থাকায়, সন্নিহিত বা প্রস্তাবিত ক্রিয়াময় ক্রতুরই (যজ্ঞেরই) গ্রহণ করিতে হইবে; অতএব সেই প্রকরণাধীন মনশ্চি-তাদি অগ্নিও নিশ্চয়ই সেই যজ্ঞীয় অগ্নির সহিত বিকল্প্যমান অর্থাৎ প্রকারভেদরূপে কল্পিত

(*) তাৎপর্য্য—ইহার নাম ‘পূর্ব্ববিকল্পাধিকরণ। ইহা ৪৪শ হইতে ৫০শ পর্য্যন্ত সাত সূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—বাজসনেয়কে অগ্নিরহস্যোক্ত ‘মনশ্চিত-বাক্‌চিত’ প্রভৃতি অগ্নি সমূহ। (২) সংশয়—এ সমস্ত অগ্নি কি মনঃকল্পিত জ্ঞানাত্মক? অথবা ক্রিয়াময় যজ্ঞের অঙ্গস্বরূপ ক্রিয়াত্মক? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—যদিও এ সমস্ত অগ্নি জ্ঞানময়ই বটে, তথাপি পূর্ব্ব প্রকরণোক্ত ক্রিয়াত্মক যজ্ঞ-সম্পর্কিত অগ্নির বিকল্প বা প্রকারভেদ—ক্রিয়া-সম্বন্ধীই বটে। (৪) উত্তর—না, ইহা পূর্ব্বপ্রকরণোক্ত যজ্ঞাঙ্গ অগ্নির প্রকারভেদ নহে; এ সমস্ত শুদ্ধ জ্ঞানাত্মকই বটে। (৫) নির্ণয়—অতএব মনশ্চিতাদি অগ্নিসমূহকে স্বতন্ত্র বিদ্যাময় যজ্ঞেরই অঙ্গরূপে গ্রহণ করিতে হইবে॥

বিদ্যারূপাণামপি ক্রিয়াময়-ক্রত্বনুপ্রবেশেন ক্রিয়ারূপত্বং মানসগ্রহ-বদ্ উপপদ্যতে। যথা দ্বাদশাহে অবিবাক্যে দশমেঽহনি মানস-গ্রহস্য মনোনিষ্পাদ্য-গ্রহণাসাদন-স্তোত্র-শস্ত্র-প্রত্যাহরণ-ভক্ষণত্বেন বিদ্যারূপস্যাপি ক্রিয়াময়-ক্রত্বঙ্গতয়া ক্রিয়ারূপত্বম্ ; তথেহাপি ॥৩৷৩৷৪৪॥

অতিদেশাচ্চ ॥৩৷৩৷৪৫॥

[পদচ্ছেদঃ—অতিদেশাৎ (মনশ্চিতাদি অগ্নিতে ইষ্টকচিত অগ্নি ধর্ম্মের অতিদেশ করায়) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—"তেষামেকৈক এব তাবান্, যাবানসৌ পূর্ব্বঃ" ইতি তেষু পূর্ব্বোক্তেষ্টকচিতাগ্নি-ধর্ম্মাতিদেশাদপি তেন সহৈতেষাং বিকল্পঃ প্রতীয়ত ইত্যর্থঃ।

'সেই মনশ্চিতাদি অগ্নিসমূহের প্রত্যেকটিই সেই পরিমাণ, এই পূর্ব্বোক্ত অগ্নির যাহা পরিমাণ' এইরূপে পূর্ব্বোক্ত ইষ্টকচিত (যজ্ঞাঙ্গ) অগ্নি-ধর্ম্মের অতিদেশ করাতেও বুঝাযাইতেছে যে, মনশ্চিতাদি অগ্নিসমূহ যজ্ঞাঙ্গ অগ্নিরই বিকল্প বা প্রকার-ভেদ মাত্র ॥৩৷৩৷৪৫॥]

ইতশ্চ ইষ্টক-চিতেনাগ্নিনা মনশ্চিতাদীনাং বিকল্পঃ ক্রিয়ারূপত্বং চাবগম্যতে; "তেষামেকৈক এব তাবান্ যাবানসৌ পূর্ব্বঃ" ইতি

ক্রিয়াত্মকই হইবে। মানস বা চিন্তাময় গ্রহের ন্যায় (*) মনশ্চিতাদি অগ্নিসমূহ জ্ঞানাত্মক হইলেও ক্রিয়াত্মক যজ্ঞের সহিত সম্বদ্ধ হওয়ায় ক্রিয়ারূপেই পর্য্যবসিত হইতে পারে। যেমন দ্বাদশাহ (দ্বাদশদিন-নিষ্পাদ্য) যাগে দশমদিবসীয় মানস গ্রহের (হবনীয় দ্রব্যাধার পাত্রবিশেষের) কোন স্পষ্ট বিধি না থাকিলেও কেবল মনে মনেই উহার গ্রহণ, উৎপাদন, স্তোত্র, শস্ত্র (সূক্ত বিশেষ), প্রত্যাহরণ ও ভক্ষণ সম্পাদন করিতে হয় বলিয়া, উহা বিদ্যাময়, অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ হইলেও যেমন ক্রিয়াময় যজ্ঞের অঙ্গস্বরূপ বলিয়া ক্রিয়াস্বরূপ হইয়াছে, এখানেও তেমনি প্রকরণীয় যজ্ঞের অঙ্গসম্বদ্ধ হওয়ায় মনশ্চিতাদি অগ্নিরও ক্রিয়ারূপত্বই সিদ্ধ হইতেছে ॥৩৷৩৷৪৪॥

এই কারণেও মনশ্চিতাদি অগ্নিসমূহকে পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞাঙ্গ অগ্নির বিকল্প ও ক্রিয়াত্মক বলিয়া বুঝাযাইতেছে; যেহেতু 'সেই মনশ্চিতাদি অগ্নির এক একটিই সেই পরিমাণ, যাহা

(*) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ যজ্ঞ ক্রিয়ায় যে অগ্নির চয়ন বা সংগ্রহ করিতে হয়, তাহাকে 'ইষ্টকাচিত' অগ্নি কহে; আর কেবল মনে মনে যে অগ্নিচয়নের চিন্তা করিতে হয়, তাহাকে 'সাম্পাদিক' বা মানস অগ্নি কহে। এই মনশ্চিতাদি অগ্নিও সেই সাম্পাদিক অগ্নিরই অন্তর্ভূত। এখন পূর্ব্বপক্ষে বলা হইল যে, ইহা যখন ক্রিয়াত্মক যজ্ঞেরই প্রকরণ, এবং যজ্ঞে যখন অগ্নিচয়নের ব্যবস্থা নিয়তই রহিয়াছে, তখন মনশ্চিতাদি অগ্নিগুলি মনঃকল্পিত বিদ্যাত্মক হইলেও অগ্নিরূপে কল্পিত হওয়ায়, বুঝিতে হইবে যে, এ সমস্ত অগ্নি পূর্ব্বপ্রকরণস্থ যজ্ঞাগ্নিরই স্থানবর্ত্তী—ক্রিয়াসম্বন্ধী, কেবলই বিদ্যারূপী নহে। সিদ্ধান্তে বলা হইবে যে, যদিও ক্রিয়াময় যজ্ঞপ্রকরণে মনশ্চিতাদি অগ্নির পাঠ থাকুক, তথাপি পূর্ব্বপ্রকরণীয় যজ্ঞাগ্নির ধর্ম্ম ইহাতে অতিদিষ্ট হওয়ায় এবং স্বতন্ত্রভাবে নির্দ্ধারণও থাকায় বুঝিতে হইবে যে, ইহা নিশ্চয়ই স্বতন্ত্র বিদ্যারূপ অগ্নি, ক্রিয়াঙ্গ অগ্নি নহে।

পূর্ব্বস্যেষ্টক-চিতস্যাগ্নের্বীর্য্যং মনশ্চিতাদিষ্বতিদিশ্যতে ; তেন তুল্য-কার্য্যত্বাদ্বিকল্পঃ। ততশ্চেষ্টকচিতবৎ তৎক্রতু-নির্বর্ত্তনেন তদঙ্গভূতা মন-শ্চিত্তাদয়ঃ (ক্রিয়াময়-ক্রত্বনুপ্রবেশেন (*)) ক্রিয়ারূপা এবেতি ॥৩॥৩॥৪৫॥

এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

বিদ্যৈব তু নির্দ্ধারণাদ্ দর্শনাচ্চ ॥৩॥৩॥৪৬॥

[পদচ্ছেদঃ—বিদ্যা এব (নিশ্চয়ই বিদ্যা স্বরূপ) তু (পূর্ব্বপক্ষনিবারক) নির্দ্ধারণাৎ (যেহেতু নির্দ্ধারণ আছে), দর্শনাৎ (যেহেতু দেখিতেও পাওয়া যায়) চ (এবং)।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং সিদ্ধান্ত উচ্যতে—মনশ্চিতাদয়ঃ বিদ্যৈব জ্ঞানাত্মকক্রত্বঙ্গভূতা এব ; কুতঃ ? নির্দ্ধারণাৎ,—স্বত এব তেষাং বিদ্যারূপত্বে সিদ্ধেঽপি "তে হৈতে বিদ্যাচিত এব" ইতি বিশেষ্য নির্দ্ধারণং হি তেষাং বিদ্যারূপত্বং সূচয়তি ; দর্শনাচ্চ—"মনসৈষু গ্রহা অগৃহ্যন্ত" ইত্যাদৌ চ ক্রতোর্বিদ্যাময়ত্বমপি হি দৃশ্যতে।

আলোচ্য মনশ্চিতাদি অগ্নি যে, নিশ্চয়ই বিদ্যাস্বরূপ—কেবলই জ্ঞানাত্মক, কিন্তু ক্রিয়াময় যজ্ঞাঙ্গ অগ্নির বৈকল্পিক নহে, তাহা 'এই সমস্ত অগ্নি নিশ্চয়ই বিদ্যাচিত' এই নির্দ্ধারণ-বাক্য হইতেও প্রমাণিত হইতেছে। বুঝিতে হইবে যে, মনশ্চিতাদি অগ্নির ক্রিয়াঙ্গত্ব নিবৃত্তির জন্যই ঐরূপে বিশেষ করিয়া অবধারণ করা হইয়াছে ; নচেৎ মনশ্চিতাদি অগ্নির স্বভাবসিদ্ধ বিদ্যাত্মকতাসত্ত্বেও আবার বিদ্যারূপত্ব বলিবার আবশ্যক হইত না। বিশেষতঃ 'মনে মনে গ্রহসমূহ গ্রহণ করিয়াছিলেন' ইত্যাদি স্থলে যেমন মানস যজ্ঞাঙ্গেরও অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় ; এখানেও তেমনি অগ্নির মানসত্ব বুঝিতে হইবে ॥৩॥৩॥৪৬॥]

তু-শব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। যদুক্তম্—মনশ্চিতাদয়ঃ ক্রিয়াময়-ক্রত্বনু-প্রবেশেন ক্রিয়ারূপা এবেতি ; নৈতদস্তি। বিদ্যারূপা এবৈতে—বিদ্যারূপ-

---

সেই পূর্ব্বোক্ত অগ্নির পরিমাণ', এখানে মনশ্চিতাদি অগ্নিতে পূর্ব্ববর্ত্তী যজ্ঞাঙ্গ অগ্নির বীর্য্য বা ফলসাধন-শক্তি অতিদিষ্ট (আরোপিত) হইতেছে। অতএব, উভয়েরই কার্য্য যখন একরূপ, তখন অবশ্যই বিকল্প হইবে। অতএব ইষ্টকচিত অগ্নি যেরূপ যজ্ঞনির্ব্বাহক, মনশ্চিতাদি অগ্নিও তেমনি যজ্ঞনির্ব্বাহক ; সুতরাং মনশ্চিতাদি অগ্নিসমূহও নিশ্চয়ই ক্রিয়াত্মক যজ্ঞসম্বন্ধী বিদ্যাস্বরূপ ॥৩॥৩॥৪৫॥

সূত্রস্থ তু-শব্দটি পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ নিবারণ করিতেছে। মনশ্চিতাদি অগ্নিসমূহ ক্রিয়াময় ক্রতুর সহিত সম্বদ্ধ হওয়ায় যে, ক্রিয়া স্বরূপই হইবে, বলা হইয়াছে ; বস্তুতঃ সেরূপ হইতে পারে না ;

(*) অয়মংশঃ কচিৎ পুস্তকে নোপলভ্যতে।

ক্রত্বন্বয়িন ইত্যর্থঃ। কুতঃ? নির্দ্ধারণাৎ দর্শনাচ্চ। নির্দ্ধারণং তাবৎ—"তে হৈতে বিদ্যাচিত এব, বিদ্যয়া হৈবৈতে এবংবিদশ্চিতা ভবন্তি" ইতি; বাঙ্মনশ্চক্ষুরাদি-ব্যাপারাণাম্ ইষ্টকাদিবৎ চয়নানুপপত্তের্ম্মনসা সম্পাদিতাগ্নিত্বেন বিদ্যারূপত্বে সিদ্ধেঽপি "বিদ্যাচিতা এব, বিদ্যয়া হৈবৈতে" ইতি চাবধারণং বিদ্যাময়-ক্রত্বন্বয়েন বিদ্যারূপত্ব-জ্ঞাপনার্থমিতি নিশ্চীয়তে। দৃশ্যতে চ—অত্রৈবৈষাং শেষী বিদ্যারূপঃ ক্রতুঃ—"তে মনসৈবাধীয়ন্ত মনসৈবাচীয়ন্ত মনসৈষু গ্রহা অগৃহ্যন্ত মনসাশংসন্, যৎ কিঞ্চ যজ্ঞে কর্ম্ম ক্রিয়তে, যৎ কিঞ্চ যজ্ঞীয়ং কর্ম্ম, মনসৈব তেষু মনোময়েষু মনশ্চিৎসু মনোময়মক্রিয়ত" [?] ইতি। ইষ্টকচিতেষ্বগ্নিষু যৎ ক্রিয়াময়ং যজ্ঞীয়ং কর্ম্ম ক্রিয়তে, তৎ মনোনির্বর্ত্ত্যেষু মনশ্চিতাদ্যগ্নিষু মনোময়মেবাক্রিয়তেতি বচনাৎ ক্রতুরপি বিদ্যাময়োঽত্র প্রতীয়তে ॥৩॥৩॥৪৬॥

নন্বত্র বিধিপদাশ্রবণাৎ ফলসম্বন্ধাপ্রতীতেশ্চ ইষ্টক-চিতাগ্ন্যুপস্থাপিত-

---

পরন্তু সে সমস্ত অগ্নি বিদ্যাস্বরূপই—বিদ্যাময় যজ্ঞসম্বন্ধই বটে। কারণ? যেহেতু এইরূপই নির্দ্ধারণ (অবধারণ) রহিয়াছে, এবং অন্যত্রও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে নির্দ্ধারণ এই যে, 'সেই এই অগ্নিসমূহ বিদ্যাচিতই বটে; কেন না, এসমস্ত অগ্নি এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ-কর্ত্তৃক সমাহৃত হইয়া থাকে' ইতি। বাক্য, মনঃ ও চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারসমূহের কখনই যজ্ঞীয় অগ্নির ন্যায় চয়ন করা সম্ভবপর হয় না; সুতরাং ঐ সমস্ত অগ্নিকে মনঃকল্পিত (মানস) অগ্নিরূপেই বুঝিতে হয়; অতএব উহাদের বিদ্যারূপতা নিশ্চিত সত্ত্বেও যে, পুনর্ব্বার বিদ্যারূপত্ব অবধারিত করা হইয়াছে, তাহা কেবল ঐ অগ্নিসমূহের বিদ্যাময় যজ্ঞসম্বন্ধ নিবন্ধন বিদ্যারূপত্বেরই জ্ঞাপক বলিয়া বুঝিতে হইবে। বিশেষতঃ এইপ্রকরণেই উক্ত অগ্নিসমূহের অঙ্গীস্বরূপ বিদ্যাত্মক ক্রতুরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—'তাহারা মনের দ্বারাই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, মনের দ্বারাই চয়ন করিয়াছিলেন, মনের সাহায্যেই গ্রহসমূহ (হবনীয় দ্রব্যাধার সমূহ) সংগ্রহ করিয়াছিলেন, মনে মনেই স্তব করিয়াছিলেন, এবং মনে মনেই আশংসা করিয়াছিলেন, অধিক কি, যজ্ঞে যে কিছু কর্ম্ম করিতে হয়, এবং যে কিছু যজ্ঞীয় কর্ম্ম আছে, মনোময় অর্থাৎ মানসিক চিন্তাত্মক সেই সমস্ত মনশ্চিত-যজ্ঞেও তৎ সমস্তই মনোময় করা হইয়াছিল' ইতি। এখানে প্রসিদ্ধ যজ্ঞীয় অগ্নিতে ক্রিয়াত্মক যে কিছু কর্ম্ম করা হইয়া থাকে, মনঃসম্পাদ্য মনশ্চিতাদি অগ্নিতেও তৎসমস্তই মনোময় করা হইয়াছিল; এই কথা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, অত্রত্য যজ্ঞটিও নিশ্চয়ই বিদ্যাময় যজ্ঞ ভিন্ন আর কিছুই নহে ॥৩॥৩॥৪৬॥

আপত্তি হইতেছে যে, এখানে যখন কোনও বিধিবোধক পদের উল্লেখ নাই, এবং স্বতন্ত্র ফলেরও নির্দ্দেশ নাই; অথচ ক্রিয়াত্মক যজ্ঞের প্রকরণেই পঠিত হইয়াছে; অতএব ক্রিয়ার

ক্রিয়াময়-ক্রতুপ্রকরণাদ্ বিদ্যাময়-ক্রত্বন্বয়েন বিদ্যারূপতৈষাং বাধ্যতে। নেত্যাহ—

শ্রুত্যাদি-বলীয়স্ত্বাচ্চ ন বাধঃ ॥৩।৩।৪৭॥

[পদচ্ছেদঃ—শ্রুত্যাদিবলীয়স্ত্বাৎ (প্রকরণ অপেক্ষা শ্রুতি, লিঙ্গ ও বাক্যের বলবত্তা হেতু) চ (ও) ন (না), বাধঃ (বিদ্যারূপত্বের বাধা)।]

[সরলার্থঃ—"শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্য-প্রকরণ-স্থান-সমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্ব্বল্যমর্থবিপ্রকর্ষাৎ" ইতি প্রকরণাপেক্ষয়া শ্রুত্যাদীনাং বলীয়স্ত্বাৎ—বলবত্তরত্বাদপি ন প্রকরণেন বিদ্যাময়-ক্রতু-সম্বন্ধস্য বাধঃ। শ্রুতিস্তাবৎ—"তে হৈতে বিদ্যাচিত এব, বিদ্যয়া হৈবৈতে এবংবিদশ্চিতা ভবন্তি" ইত্যাদ্যা। 'আদি'-শব্দেন বিদ্যারূপত্বগ্রাহিকে লিঙ্গ-বাক্যে অপি পরিগৃহীতে ইত্যর্থঃ।

'শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান বা পাঠক্রম, সমাখ্যা ও যৌগিকার্থ, ইহাদের একই বিষয়ে সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে, তন্মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা পরপরটি দুর্ব্বল,' এই নিয়মানুসারে প্রকরণ অপেক্ষাও শ্রুতির (সাক্ষাৎ বাক্যার্থের) বলবত্তা হেতু, ক্রিয়াময় যজ্ঞের প্রকরণ দ্বারা সাক্ষাৎ শ্রুতিকথিত মনশ্চিতাদির বিদ্যারূপত্ব কখনই বাধিত হইতে পারে না। সূত্রস্থ 'আদি' শব্দে 'লিঙ্গ' ও 'বাক্য' নামক অপর হেতুদ্বয়ের গ্রহণ করিতে হইবে ॥৩।৩।৪৭]

শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্যানাং প্রকরণাদ্বলীয়স্ত্বেন শ্রুত্যাদ্যবগতঃ ক্রতুরেষাং তদন্বয়শ্চ দুর্ব্বলেন প্রকরণেন বাধিতুং ন শক্যতে। শ্রুতিস্তাবৎ "তে

সঙ্গেই উহার সম্বন্ধ হইতেছে; সুতরাং তাহা দ্বারাই ত এ সমস্তের বিদ্যারূপতা বাধিত হইতেছে? না—বাধিত হইতেছে না; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—"শ্রুত্যাদি-বলীয়স্ত্বাৎ" ইত্যাদি।

প্রকরণ অপেক্ষাও শ্রুতি, লিঙ্গ ও বাক্যের সমধিক বলবত্তা হেতু, শ্রুতি প্রভৃতি প্রমাণ হইতে অবগত যজ্ঞত্ব ও মনশ্চিতাদির সহিত তৎসম্বন্ধ কখনই তদপেক্ষা দুর্ব্বল 'প্রকরণ' দ্বারা বাধিত হইতে পারে না (*)। তন্মধ্যে শ্রুতি এই যে, 'নিশ্চয়ই তাহারা বিদ্যাচিত বটে' ইত্যাদি;

(*) তাৎপর্য্য—যে সমস্ত উপায়ে বাক্যের—বিশেষতঃ বেদবাক্যের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে হয়, পূর্ব্বমীমাংসার একটি সূত্রে সে সমস্ত উপায়গুলি সংকলিত হইয়াছে। সূত্রটি এই—"শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্য-প্রকরণ-স্থান-সমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্ব্বল্যম্, অর্থবিপ্রকর্ষাৎ।" শ্রুতি অর্থ—প্রমাণান্তর নিরপেক্ষ (স্পষ্টার্থক) বাক্য, লিঙ্গ অর্থ—অর্থ-বিশেষ সমর্থনের ক্ষমতা; বাক্য অর্থ—অর্থবোধক পদসমষ্টি; প্রকরণ অর্থ—প্রসঙ্গ; স্থান অর্থ—উল্লেখের ক্রম; সমাখ্যা অর্থ—নাম বা প্রকৃতি-প্রত্যয় সংযোগজ শব্দসামর্থ্য। ইহাদের মধ্যে, পরবর্ত্তী উপায়সমূহ কোন অর্থ প্রকাশ করিবার অগ্রেই পূর্ব্ববর্ত্তী উপায়গুলি অর্থবিশেষ নিরূপণ করিয়া থাকে; এই জন্য পূর্ব্বাপেক্ষা পরবর্ত্তী উপায়গুলি দুর্ব্বল। মনে করুন, কোনও সন্দিগ্ধ স্থলে বাদীর অভিমত তাৎপর্য্যের অনুকূল লিঙ্গ অর্থাৎ সমর্থনক্ষম কোনও চিহ্ন আছে কি না, এইরূপ অনুসন্ধান করিতে যত সময় লাগে, তাহার বহুপূর্ব্বেই অন্য-নিরপেক্ষ 'বাক্য' আপনার অভিমত অর্থ জ্ঞাপন করিয়া ফেলে; কাজেই লিঙ্গ ও প্রকরণ অপেক্ষা বাক্যের বলবত্তা অধিক; অধিক বলিয়াই ভাষ্যকার লিঙ্গ ও প্রকরণানুযায়ী অর্থ গ্রহণ না করিয়া সাক্ষাৎ বাক্যলব্ধ অর্থেরই গ্রহণ করিয়াছেন; সূত্রকারেরও তাহাই অভিপ্রেত।

হৈতে বিদ্যাচিত এব" ইতি। তাং বিবৃণোতি—"বিদ্যয়া হৈবৈতে এবংবিদশ্চিতা ভবন্তি" [?] ইতি। বিদ্যয়া—বিদ্যাময়েন ক্রতুনা সম্বদ্ধা মনশ্চিতাদয়শ্চিতা ভবন্তীত্যর্থঃ। "তান্ হৈবৈতান্ এবংবিদে সর্ব্বদা সর্ব্বাণি ভূতানি চিন্বন্ত্যপি স্বপতে" [?] ইতি লিঙ্গম্। বাক্যং চ—"এবংবিদে চিন্বন্তি" ইতি। সমভিব্যাহারো বাক্যম্। এবংবিদে বিদ্যাময়-ক্রতুমতে সর্ব্বদা সর্ব্বাণি ভূতানি চিন্বন্তীত্যর্থঃ। সর্ব্বভূতকর্ত্তৃকং সর্ব্বকালব্যাপি চয়নং মনসা সম্পাদিতং পরিমিতকর্ত্তৃ-কাল-ক্রিয়াময়েষ্টকচিতকার্য্যদ্বারেণ ক্রত্বনুপ্রবেশসম্ভবমলভমানং বিদ্যাময়ক্রত্বনুপ্রবেশে লিঙ্গং ভবতি ॥৩॥৩॥৪৭॥

যচ্চেদমুক্তম্—বিধি-প্রত্যয়াশ্রবণাৎ ফলসম্বন্ধাপ্রতীতেশ্চ ক্রিয়াময়াৎ ক্রতোরন্যোঽত্র বিদ্যাময়ঃ ক্রতুর্ন সম্ভবতি—ইতি; তত্রাহ—

অনুবন্ধাদিভ্যঃ প্রজ্ঞান্তর-পৃথক্ত্ববদ্ দৃষ্টশ্চ; তদুক্তম্ ॥৩॥৩॥৪৮॥

[পদচ্ছেদঃ—অনুবন্ধাদিভ্যঃ (অনুবন্ধাদি হেতু বশতঃ) প্রজ্ঞান্তর-পৃথক্ত্ববং (অপরাপর জ্ঞানময় যজ্ঞের পার্থক্যের ন্যায়) দৃষ্টঃ (দেখাও গিয়াছে) চ (ও), তদুক্তং (সে কথা কথিত আছে)।]

এই কথাই বিবৃত করিয়া বলিতেছেন যে, 'এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরা এ সমস্ত অগ্নিকে জ্ঞান দ্বারাই চয়ন করিয়া থাকেন'। এ কথার অর্থ এই যে, বিদ্যার সহিত, অর্থাৎ জ্ঞানময় যজ্ঞের সহিত সম্বদ্ধ মনশ্চিত প্রভৃতি অগ্নিও উক্ত মানস চিন্তা দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। উক্ত প্রকার অর্থের গ্রাহক 'লিঙ্গ' হইতেছে এই যে, 'যথোক্ত জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির নিমিত্ত, সমস্ত ভূতবর্গ সর্ব্বদা এই সমস্ত অগ্নি চয়ন করত নিদ্রা যায়'; [অভিপ্রায় এই যে, এই শ্রুতিবাক্যও মনশ্চিত প্রভৃতি অগ্নির জ্ঞান-সম্পাদ্যতাই জ্ঞাপন করিতেছে।] "এবংবিদে চিন্বন্তি" এই বাক্যটিও উক্তপ্রকার সিদ্ধান্তেরই গ্রাহক বা অনুকূল। বাক্য অর্থ—পদসমষ্টি; উক্ত শ্রুতিবাক্যের অর্থ এই যে, এবংবিদের অর্থাৎ উক্তপ্রকার যজ্ঞবিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তির উদ্দেশে সমস্ত ভূতগণ সর্ব্বদা এই সমস্ত অগ্নি চয়ন করিয়া থাকে। এখানে, সর্ব্বদা সর্ব্ব ভূতকর্ত্তৃক যে, মনে মনে অগ্নি চয়ন করা, তাহা কখনই ক্রিয়াময় যজ্ঞাগ্নি হইতে পারে না; কারণ, তাহার কর্ত্তা, কাল ও ক্রিয়া প্রভৃতি সমস্তই পরিমিত অর্থাৎ নির্দ্দিষ্টরূপে বিহিত; কাজেই মনঃসম্পাদিত এই চয়নই মনশ্চিতাদির বিদ্যারূপত্বের লিঙ্গ বা গ্রাহক ॥৩॥৩॥৪৭॥

আরও যে, বলা হইয়াছিল, এখানে কোন প্রকার বিধি-প্রত্যয় শ্রুত না থাকায় এবং ফল-বিশেষেরও উল্লেখ না থাকায় ইহা কখনই ক্রিয়াত্মক যজ্ঞের অতিরিক্ত বিদ্যাময় ক্রতু হইতে পারে না; তদুত্তরে বলা হইতেছে,—"অনুবন্ধাদিভ্যঃ" ইত্যাদি।

[সরলার্থঃ—ক্রিয়াত্মকাদিষ্টকচিতাৎ ক্রতোর্বিদ্যাময়স্যাস্য ক্রতোঃ অনুবন্ধাদিভ্যঃ পৃথক্ত্বমবগম্যতে। অনুবন্ধাঃ—যজ্ঞসাধকাঃ গ্রহ-স্তোত্র-শস্ত্রাদয়ঃ; আদি-শব্দেন পূর্ব্বোক্তাঃ শ্রুত্যাদয়ো গ্রাহ্যাঃ। প্রজ্ঞান্তরপৃথক্ত্ববৎ—ইতি দৃষ্টান্তঃ; যথাহি—প্রজ্ঞান্তরং দহরবিদ্যাদি ক্রিয়াময়াৎ ক্রতোঃ পৃথক্, তথা অয়মপীত্যর্থঃ। দৃষ্টশ্চ—অনুবাদ-সমানরূপেঽপি বিধিঃ; যথা—"যদেব বিদ্যয়া করোতি" ইত্যাদৌ। তদুক্তম্ "বচনানি ত্বপূর্ব্বত্বাৎ" ইতি॥

এই বিদ্যাময় ক্রতুটি যে, পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়াময় ক্রতু হইতে পৃথক্, তাহা অনুবন্ধাদি হেতু হইতেও বুঝা যাইতেছে। অনুবন্ধ অর্থ—যজ্ঞসম্পর্কিত গ্রহ, স্তোত্র ও শস্ত্র প্রভৃতি। সূত্রস্থ 'আদি' পদে পূর্ব্বোল্লেখিত 'শ্রুতি' প্রভৃতি হেতুগুলির গ্রহণ করিতে হইবে। 'দহরবিদ্যা' প্রভৃতি অন্যান্য প্রজ্ঞা বা উপাসনা যেরূপ ক্রিয়াময় ক্রতু হইতে পৃথক্, ইহাও ঠিক তদ্রূপ। বিশেষতঃ 'জ্ঞানপূর্ব্বক যাহা করা যায়, তাহাই বীর্য্যবান্ হয়' ইত্যাদি স্থলে বিধিপ্রত্যয় না থাকিলেও বিধি কল্পনা দৃষ্ট হয়; একথা মীমাংসা শাস্ত্রেও উক্ত আছে ॥৩৷৩৷৪৮॥]

ইষ্টকচিতান্বয়িনঃ ক্রিয়াময়াৎ ক্রতোর্বিদ্যাময়োঽয়ং ক্রতুঃ পৃথক্ত্বেন অনুবন্ধাদিভ্যঃ পৃথক্ত্বহেতুভ্যোঽবগম্যতে। অনুবন্ধা যজ্ঞানুবন্ধিনঃ গ্রহ-স্তোত্র-শস্ত্রাদয়ঃ—"মনসৈষু গ্রহা অগৃহ্যন্ত মনসাস্তুবন্ত মনসাশংসন্" ইত্যাদিনা প্রতিপাদিতাঃ। আদিশব্দেন শ্রুত্যাদয়ঃ পূর্ব্বোক্তা গৃহ্যন্তে। শ্রুত্যাদিভিঃ সানুবন্ধৈঃ ক্রিয়াময়ঃ ক্রতুঃ পৃথগবগম্যত ইত্যর্থঃ। প্রজ্ঞান্তর-পৃথক্ত্ববৎ—যথা প্রজ্ঞান্তরং দহরবিদ্যাদি ক্রিয়াময়াৎ ক্রতোঃ পৃথগ্ভূতং শ্রুত্যাদিভিরবগম্যতে, এবময়মপি। এবং চ অনুবন্ধাদিভিঃ পৃথগ্ভূতে বিদ্যাময়ে যজ্ঞেঽবগতে সতি বিধিঃ পরিকল্প্যতে। দৃষ্টশ্চ অনুবাদস্বরূপেষু

ইষ্টকচিত ক্রিয়াত্মক যজ্ঞ হইতে এই বিদ্যাময় ক্রতু যে, পৃথক্, তাহা পার্থক্যজ্ঞাপক অনুবন্ধাদি কারণনিচয় হইতেও জানা যাইতেছে। অনুবন্ধ অর্থ—যজ্ঞসম্বন্ধী গ্রহ, স্তোত্র ও শস্ত্র প্রভৃতি, যাহাদের কথা—'মনে মনেই গ্রহসমূহ গৃহীত হইয়াছিল, মনে মনেই স্তব করিয়াছিল; মনের দ্বারাই আশংসা করিয়াছিল' ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে। 'অনুবন্ধাদি' এই 'আদি' শব্দে পূর্ব্বোল্লিখিত 'শ্রুতি' প্রভৃতি হেতু সমূহ গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অনুবন্ধ ও শ্রুতি-লিঙ্গাদি হেতু হইতে বিদ্যাময় ক্রতুর পার্থক্য জানা যাইতেছে। প্রজ্ঞান্তর-পৃথক্ত্ব, ইহার দৃষ্টান্তস্থল। অভিপ্রায় এই যে, শ্রুতি লিঙ্গাদি প্রমাণের সাহায্যে দহর-বিদ্যা প্রভৃতি অপরাপর বিদ্যার যেরূপ ক্রিয়াময় ক্রতু হইতে পার্থক্য জানা যায়, ইহাও তদ্রূপ। এই প্রকারে অনুবন্ধাদি কারণে বিদ্যাময় যজ্ঞের পার্থক্য অবধারিত হইলে পর, তদ্বিষয়ে বিধিকল্পনাও করা যাইতে পারে (*); অন্যত্রও অনুবাদের সমানজাতীয় বাক্যে বিধিকল্পনা-

(*) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ 'কুর্য্যাৎ, ক্রিয়েত, যজেত, কর্ত্তব্যম্,' ইত্যাদি কর্ত্তব্যতাবিধায়ক বাক্যকেই বিধিবাক্য বলে; এবং তাদৃশ বাক্যানুযায়ী কার্য্য হইতেই লোকের অপূর্ব্ব বা পুণ্যাদি ফল সমুৎপন্ন হইয়া থাকে।

কল্প্যমানো বিধিঃ। তদুক্তং "বচনানি ত্বপূর্ব্বত্বাৎ" [পূর্ব্ব মীমা° ৩।৫।২১] ইতি। ফলঞ্চ "তেষামেকৈক এব তাবান্, যাবানসৌ পূর্ব্বঃ" [?] ইত্যতিদেশাৎ স্বক্রতুদ্বারেণেষ্টকচিতস্যাগ্নের্যৎ ফলম্, তদেব মনশ্চিতাদীনামপি স্বক্রতুদ্বারেণ ফলমিত্যবগম্যতে ॥৩॥৩॥৪৮॥

যৎ পুনরতিদেশেন তুল্যকার্য্যত্বাবগমাৎ (*) ক্রিয়াময়-ক্রত্বনুপ্রবেশোঽবগম্যত ইত্যুক্তম্, তত্রাহ—

ন, সামান্যাদপ্যুপলব্ধের্মৃত্যুবন্নহি লোকাপত্তিঃ ॥৩॥৩॥৪৯॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) সামান্যাৎ (সজাতীয়তানিবন্ধন) অপি (ও) উপলব্ধেঃ (যেহেতু উপলব্ধি হয়), মৃত্যুবৎ (যেমন মৃত্যুশব্দের প্রয়োগ), নহি (নিশ্চয়ই নহে) লোকাপত্তিঃ যথার্থ মৃত্যু স্থান প্রাপ্তি)।]

দেখিতে পাওয়া যায়। মীমাংসা শাস্ত্রে সে কথাও উক্ত হইয়াছে—'অপূর্ব্ব বা প্রমাণান্তরাসিদ্ধ বিষয়ের জ্ঞাপক হইলে সামান্য বচনও বিধিরূপে কল্পিত হয়' ইতি। 'সেই পূর্ব্ববর্ত্তী ক্রতু যে পরিমাণে ফলদায়ক, এই মনশ্চিতাদির এক একটিই সেই পরিমাণে ফলপ্রদান করে', এই শ্রুতিতে পূর্ব্বোক্ত ক্রতুফলের অতিদেশ করাতেও বুঝা যাইতেছে যে, ইষ্টকচিত অগ্নি স্বকীয় যজ্ঞ দ্বারা যে পরিমাণে ফলপ্রদান করে, মনশ্চিতাদি অগ্নিও তৎসম্পর্কিত ক্রতু দ্বারা সেই পরিমাণেই ফল প্রদান করে,' ইহাও মনশ্চিতাদি অগ্নির ইষ্টকচিত অগ্নি হইতে পার্থক্যেরই জ্ঞাপক ॥৩॥৩॥৪৮॥

আর যে, বলা হইয়াছে,—অতিদেশের ফলে উভয়ের তুল্যকার্য্যকারিত্ব প্রতীত হওয়ায় মনশ্চিতাদিরও ক্রিয়াময় ক্রতুসম্বন্ধই প্রতীতি হইতেছে; তদুত্তরে বলা হইতেছে—"ন, সামান্যাদপি" ইত্যাদি।

কিন্তু যে সমস্ত বাক্য বিধিপ্রত্যয় রহিত, কেবল প্রসিদ্ধার্থ-প্রকাশকমাত্র; সে সমস্ত বাক্য অনুবাদ মাত্র; ঐ জাতীয় বাক্যের সাহায্যে কাহারো কোন বিষয়ে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি হইতে পারে না। এখানে মনশ্চিতাদি বাক্যেও কোনপ্রকার বিধিপ্রত্যয় নাই, কেবল প্রসিদ্ধার্থের প্রকাশ করা হইয়াছে মাত্র, এমত অবস্থায় ঐ বাক্যানুসারে কাহারো প্রবৃত্তি হইতে পারে না; এইরূপ আশঙ্কা অপনয়নের নিমিত্ত ভাষ্যকার 'বিধিঃ পরিকল্প্যতে' বলিয়াছেন। অভিপ্রায় এই যে, মীমাংসা শাস্ত্রের সিদ্ধান্তানুসারে জানা যায় যে, আবশ্যক হইলে অনুবাদের তুল্যজাতীয় বাক্যেও যখন বিধি কল্পনা দেখিতে পাওয়া যায়, তখন মনশ্চিতাদি বাক্যেও অনুবন্ধাদি হেতুর সাহায্যে বিধি কল্পনা করা দোষাবহ হইতে পারে না ॥

(*) তুল্যবীর্য্যত্বাবগমাৎ' ইতি 'ক' পাঠঃ।

[সরলার্থঃ—অতিদেশমাত্রেণ মনশ্চিতাদীনাং ক্রিয়াময়-ক্রত্বনুপ্রবেশো ন যুক্তঃ; কুতঃ? সামান্যাদপি—যতঃ কুতশ্চিৎ সামান্যধর্ম্মাদপি অতিদেশোপলব্ধেঃ। মৃত্যুবৎ—ইতি দৃষ্টান্তোপাদানম্; যথা হি "স এষ এব মৃত্যুর্য এষ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ" ইত্যাদিষু হি সংহর্ত্তৃত্বাদি-সামান্যধর্ম্মমাত্রাদতিদেশঃ; ন হি তত্র লোকাপত্তিঃ—মৃত্যুস্থানপ্রাপ্তিরিত্যর্থঃ; অত্রাপি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥

কেবল যে, শুধু অতিদেশের বলেই মনশ্চিতাদি অগ্নির ক্রিয়াময় ক্রতুসম্বন্ধ হইতে পারে, তাহা নহে; কারণ? যে কোনরূপ সামান্য-ধর্ম্ম লইয়াও ঐরূপ অতিদেশ করা যাইতে পারে। 'এই যে, সূর্য্যমণ্ডলাধিষ্ঠিত পুরুষ, ইনিই মৃত্যু অর্থাৎ উদয়াস্ত ক্রিয়া দ্বারা জগৎসংহারক'; ইত্যাদি স্থলে যেরূপ কেবল সংহারকর্ত্তৃত্বরূপ সাধারণ ধর্ম্মটি লইয়াই সূর্য্যমণ্ডলগত পুরুষে মৃত্যু-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ঐ পুরুষ মৃত্যু-লোকে অধিকার লাভ করেন না, ইহাও তদ্রূপ ॥৩॥৩॥৪৯॥]

নাবশ্যমতিদেশাদবান্তর-ব্যাপারস্যাপি তুল্যতয়া ভবিতব্যম্, যেন ক্রিয়াময়-ক্রত্বনুপ্রবেশ এষাং স্যাৎ। যস্মাৎ কস্মাচ্চিৎ সামান্যমাত্রাদতি-দেশোপলব্ধেঃ। উপলভ্যতে হি "স এষ এব মৃত্যু র্য এষ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ" ইত্যাদিষু সংহর্ত্তৃত্বাদি-সামান্যমাত্রাদতিদেশঃ। নহি তত্র মণ্ডলপুরুষস্য মৃত্যুবৎ তল্লোকাপত্তিঃ—তদ্দেশপ্রাপ্তিরপি ভবতি; এব-মিহাপি মনশ্চিতাদীনামিষ্টকচিতাগ্নিদেশরূপ-ক্রিয়াময়ক্রত্বনুপ্রবেশেনাপি ন ভবিতব্যম্। অত ইষ্টকচিতাগ্নেঃ স্বক্রতুদ্বারেণ যৎ ফলম্, তদেব-মনশ্চিতা-দীনামপি বিদ্যাময়-ক্রতুদ্বারেণ ফলমিত্যতিদেশাদবগম্যতে ॥৩॥৩॥৪৯॥

অতিদেশের ফলে প্রধান কার্য্যেরই তুল্যতা হইতে পারে, কিন্তু তা' বলিয়া তদন্তর্ভূত কার্য্যেরও যে, নিশ্চয়ই তত্তুল্যতা হইবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই, যাহার দরুণ এই মনশ্চিতা-দিরও ক্রিয়াময় ক্রতুসম্বন্ধ কল্পনা করা যাইতে পরে। কেন না, যেহেতু যে কোনও সামান্য বা সাদৃশ্যানুসারেই অতিদেশ (একের ধর্ম্ম অন্যত্র আরোপ) হইতে পারে। দেখিতে পাওয়া যায়, 'এই যে, আদিত্যমণ্ডলাধিষ্ঠিত পুরুষ, ইনিই সেই মৃত্যু' ইত্যাদি স্থলে কেবল সংহারকর্ত্তৃত্ব ধর্ম্মেরই সাদৃশ্য লইয়া মৃত্যুরূপত্বের অতিদেশ করা হইয়াছে; বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু, মৃত্যুর যাহা দেশ বা কাল, মণ্ডল-পুরুষের তৎপ্রাপ্তি হয় না। ঠিক তদ্রূপ এখানেও মনশ্চিতাদি অগ্নিতে ইষ্টকচিত অগ্নির সাধর্ম্ম্যমাত্রের অতিদেশ করাতেই যে, ইষ্টকচিত অগ্নি যে স্থানে আশ্রিত, সেই স্থানীয় ক্রিয়াময় ক্রতুরও অন্তর্ভূত হইয়া যাইবে, তাহা নহে। অতএব বুঝিতে হইবে যে, প্রসিদ্ধ অগ্নি-সাধ্য যজ্ঞের যাহা ফল, মনশ্চিতাদি অগ্নিরও বিদ্যাময় ক্রতু সম্বন্ধ দ্বারা সেইরূপ ফলই হইয়া থাকে, ইহাই উক্ত অতিদেশের উদ্দেশ্য, (কিন্তু ক্রিয়াময় ক্রতুর অন্তর্নিবিষ্ট করা উদ্দেশ্য নহে) ॥৩॥৩॥৪৯॥

পরেণ চ শব্দস্য তাদ্বিধ্যম্, ভূয়স্ত্বাৎত্বনুবন্ধঃ ॥৩॥৩॥৫০॥

[পদচ্ছেদঃ—পরেণ (পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ দ্বারা) চ (ও) শব্দস্য (মনশ্চিত প্রভৃতি শব্দের) তাদ্বিধ্যং (তথাবিধ ভাব—বিদ্যাময়ক্রত্বঙ্গত্ব), ভূয়স্ত্বাৎ (ক্রিয়াময় যাগাঙ্গ অগ্নির বাহুল্য হেতু) অনুবন্ধঃ (নির্দ্দেশ)।]

[সরলার্থঃ—কিঞ্চ, পরেণ ব্রাহ্মণেন "অয়ং বাব লোক এষোঽগ্নিচিতঃ, তস্যাপ এব" ইত্যাদিনা ফলবিধায়কেন বাক্যেন শব্দস্য মনশ্চিতাদিবাচকস্য পদস্য তাদ্বিধ্যং তথাবিধার্থত্বং বিদ্যাময়-ক্রতুবোধকত্বং চেদবগম্যতে, তর্হি ক্রিয়াময়প্রকরণে কথমেষাং সন্নিবেশঃ? ইত্যত আহ—ভূয়স্ত্বাৎ ক্রিয়াময়যাগ্যঙ্গানামত্র বাহুল্যাৎ তু অনুবন্ধঃ তথা নির্দ্দেশঃ কৃত ইত্যর্থঃ ॥

অপি চ, পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণবাক্যে ক্রিয়াময় ক্রতুর ফল হইতে ইহার পৃথক্ ফলের নির্দ্দেশ থাকাতেও মনশ্চিতাদিপ্রতিপাদক শব্দগুলিরও তাদৃশ বিদ্যাময় যাগাঙ্গত্বই বুঝিতে হইবে। কেবল ক্রিয়াময় যাগাঙ্গ অগ্নির বাহুল্য থাকায় এখানে প্রসঙ্গ ক্রমে মনশ্চিতাদির উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র ॥৩॥৩॥৫০॥] [বিংশতিতমম্ পূর্ব্ববিকল্পাধিকণ ॥২০॥]

পরেণ চ ব্রাহ্মণেন অস্যাপি মনশ্চিতাদ্যভিধায়িনঃ শব্দস্য তাদ্বিধ্যম্—তথাবিধত্বম্—বিদ্যাময়প্রতিপাদিত্বমবগম্যতে। পরেণ হি ব্রাহ্মণেন "অয়ং বাব লোক এষোঽগ্নিচিতঃ, তস্যাপ এব পরিশ্রিতাঃ" [?] ইত্যাদিনা "স যো হৈতদেবং বেদ, লোকং পৃণানামেনং ভূতমেতৎ সর্ব্ব-মভিসম্পদ্যতে" [?] ইতি পৃথক্‌ফলা বিদ্যৈব বিধীয়তে; তথা বৈশ্বানর-বিদ্যাদৌ বিদ্যৈব বিধীয়তে। অতোঽগ্নিরহস্যস্য ক্রিয়ৈকবিষয়ত্বং নাস্তি। এবং তর্হি বিদ্যাময়া মনশ্চিতাদয়ো বৃহদারণ্যকেঽনুবন্ধব্যাঃ, কিমর্থমিহানু-

---

পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণবাক্য দ্বারাও এই মনশ্চিতাদিবোধক শব্দের তাদ্বিধ্য—তথাবিধত্ব, অর্থাৎ বিদ্যাময় ক্রতুপ্রতিপাদকত্ব জানা যাইতেছে। কারণ, 'এই লোকই অগ্নিচিত, জল তাহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে' ইত্যাদি পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ—'সেই যে ব্যক্তি এই অগ্নিকে উক্তপ্রকারে অবগত হন, তিনি জগৎতৃপ্তিকারীদিগের সমস্ত-লোক সম্পদ্ লাভ করেন', এইরূপ পৃথক্ ফলজনক বিদ্যারই বিধান করিতেছে, (ক্রিয়ার নহে)। এইরূপ 'বৈশ্বানর বিদ্যা' প্রভৃতিতেও স্বতন্ত্র বিদ্যাই বিহিত হইতেছে (ক্রিয়া নহে)। অতএব বুঝিতে হইবে যে, ক্রিয়ানুষ্ঠানই যে, আলোচ্য অগ্নিরহস্য কাণ্ডের একমাত্র বিষয়, তাহা নহে, [বিদ্যাও তাহার বিষয়।] ভাল কথা, তাহা হইলে ত বিদ্যাময় মনশ্চিতাদি বিষয়গুলি জ্ঞানকাণ্ড—বৃহদারণ্যকেই সন্নিবেশিত করা উচিত ছিল, এখানে সে সমুদয়ের উল্লেখ করা হইতেছে কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—

বধ্যন্তে ? তত্রোচ্যতে—'ভূয়স্ত্বাৎ তু অনুবন্ধঃ' ইতি। মনশ্চিতাদিষু সম্পাদনীয়ানাম্ অগ্ন্যঙ্গানাং ভূয়স্ত্বাৎ সন্নিধাবিহানুবন্ধঃ কৃতঃ ॥৩॥৩॥৫০॥

[ইতি বিংশং পূর্ব্ববিকল্পাধিকরণম্ ॥২০॥]

শরীরে ভাবাধিকরণম্।; **এক আত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ ॥৩॥৩॥৫১॥**

[পদচ্ছেদঃ—একে (কেহ কেহ), আত্মনঃ (আত্মার) শরীরে (শরীরে) ভাবাৎ (সদ্ভাব হেতু)।]

[সরলার্থঃ—পরমাত্মা হি উপাসকস্য আত্মস্বরূপতয়া উপাস্যঃ, উপাসকস্য স্বরূপমপি পরমাত্মবদেবোপাস্যমিতি উক্তম্। তত্র সংশয়ঃ—কিং শরীরে বর্ত্তমানস্যাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি-বিশিষ্টং স্বরূপমুপাস্যম্ ? অথবা অপহতপাপ্মত্বাদিগুণবিশিষ্টং যথার্থরূপম্ ? ইতি। তত্র একে মন্যন্তে—কর্ত্তৃত্বাদিবিশিষ্টমেব আত্মনঃ স্বরূপমনুসন্ধেয়ম্; কুতঃ ? শরীরে ভাবাৎ—শরীরে বর্ত্তমানস্য উপাসিতুরাত্মনঃ তদ্ভাবাৎ—কর্ত্তৃত্বাদিবিশিষ্টরূপত্বাদিত্যর্থঃ॥

উপাসক জীবের আত্মস্বরূপ বলিয়া পরমাত্মার উপাসনা করিতে হইবে, এবং আপনার স্বরূপও জানিতে হইবে, বলা হইয়াছে। এখন সংশয় হইতেছে যে, জীবের কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিবিশিষ্ট রূপই কি চিন্তনীয় ? অথবা অপহতপাপ্মত্বাদিবিশিষ্ট প্রকৃত স্বরূপই চিন্তনীয় ? এ বিষয়ে কেহ কেহ মনে করেন যে, শরীরে অবস্থিত জীবাত্মার যখন কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিই যথার্থ রূপ, তখন তদ্রূপেই তাহাকে চিন্তা করিতে হইবে ॥৩॥৩॥৫১॥]

সর্ব্বাসু পরবিদ্যাসূপাস্যোপাসনস্বরূপবদ্ উপাসকস্বরূপস্যাপি জ্ঞাতব্যত্ব-মুক্তম্—"ত্রয়াণামেব চৈবমুপন্যাসঃ প্রশ্নশ্চ" ইতি। বক্ষ্যতি চাস্য প্রত্য-গাত্মনঃ পরমাত্মাত্মকত্বেনানুসন্ধানম্—"আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ" ইতি। কিময়ং প্রত্যগাত্মা জ্ঞাতা কর্ত্তা ভোক্তেহামুত্র সঞ্চারক্ষমোঽনু-

---

"ভূয়স্ত্বাৎ তু অনুবন্ধঃ" ইতি, অর্থাৎ মনশ্চিতাদি অগ্নিতেও যাগাঙ্গ অগ্নির বহুলাংশ বিদ্যমান থাকায় তাহার সন্নিধানে অর্থাৎ সেই প্রকরণেই মনশ্চিতাদিরও উল্লেখ করা আবশ্যক হইয়াছে মাত্র ॥৩॥৩॥৫০॥　　[বিংশতিতমম্ পূর্ব্ববিকল্পাধিকরণম্ ॥২০॥]

সমস্ত পরবিদ্যাতে উপাস্য ও উপাসনার স্বরূপ চিন্তার কথা যেমন বলা হইয়াছে, তেমনি উপাসকের স্বরূপ চিন্তার কথাও উক্ত হইয়াছে; যথা "ত্রয়াণামেব চৈবমুপন্যাসঃ প্রশ্নশ্চ" ইতি। পরবর্ত্তী "আত্মেতি তূপযন্তি, গ্রাহয়ন্তি চ" এই সূত্রেও পরমাত্মস্বরূপ বলিয়া জীবাত্মারও স্বরূপ-চিন্তার কথা বলিবেন। এখন সংশয় হইতেছে যে, এই চিন্তনীয় আত্মা কি কর্ত্তা, ভোক্তা এবং

সন্ধেয়ঃ, উত প্রজাপতিবাক্যোদিতাপহতপাপ্মত্বাদিস্বরূপঃ ? কি যুক্তম্ ? জ্ঞাতৃত্বাদ্যাকারমাত্র ইত্যেকে মন্যন্তে; কুতঃ ? অস্যোপাসকস্যাত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ; শরীরে বর্ত্তমানস্য তাদৃশমেব রূপম্; তাবতৈবানুসন্ধানেন তৎফলসিদ্ধ্যুপপত্তেশ্চ। ন হি কর্ম্মস্বধিকৃতানাং স্বর্গাদিফলার্থিনাং জ্ঞাতৃত্বা-দ্যতিরেকেণ, ফলানুভবদশায়াং যাদৃশং রূপম্, তাদৃশং রূপং সাধনানুষ্ঠান-দশায়ামনুসন্ধাতব্যম্; তাবতৈব সাধনানুষ্ঠান-তৎফলয়োঃ সিদ্ধেরতি-রিক্তানুসন্ধানে প্রয়োজনাভাবাৎ; তদবিশেষাদিহাপি তথৈব।

ননু চাত্র "যথাক্রতুরস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি, তথেতঃ প্রেত্য ভবতি" ইতি বিশেষবচনাদপহতপাপ্মত্বাদ্যাকার এবানুসন্ধাতব্য ইত্যবগম্যতে; নৈবম্, "তং যথাযথোপাসতে" ইত্যুপাস্যবিষয়ত্বাৎ তস্য ॥৩॥৩॥৫১॥

ইহলোক-পরলোকসঞ্চরণক্ষম জীবাত্মা ? অথবা প্রজাপতির কথিত অপহত-পাপ্মত্বাদি স্বরূপ ? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ?

[এতদুত্তরে] কেহ কেহ বলেন যে. প্রত্যক্-আত্মা এখানে জ্ঞাতৃত্বাদিবিশিষ্টরূপেই বিবক্ষিত; কেন না, এই উপাসকের শরীরে তাহারই সদ্ভাব রহিয়াছে; অর্থাৎ শরীরে বর্ত্তমান জীবের স্বরূপটি ঐ প্রকারই বটে; এবং সেই জ্ঞাতৃত্বাদি ধর্ম্মের অনুসন্ধানেই তাদৃশ ফলসিদ্ধিও উপপন্ন হইতে পারে। কারণ, যাহারা কর্ম্মানুষ্ঠানে অধিকারী এবং স্বর্গাদি-ফলাভিলাষী, তাহাদের পক্ষে জ্ঞাতৃত্বাদি ধর্ম্ম ছাড়া,—ফলানুভবকালে যাদৃশ স্বরূপ অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, সাধনানুষ্ঠানকালে তাদৃশ স্বরূপের অনুসন্ধান করা আবশ্যক হয় না; কেন না, ঐ পর্যান্ত চিন্তা দ্বারাই যখন তাহাদের সাধনানুষ্ঠান ও তাহার ফল লাভ সুসিদ্ধ হইতে পারে, তখন তদতিরিক্ত চিন্তার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই; আর এখানেও যখন তদপেক্ষা কিছুমাত্র বিশেষ নাই, তখন এখানেও সেই প্রকারই, অর্থাৎ কেবল জ্ঞাতৃত্বাদিবিশিষ্ট আত্মার স্বরূপ চিন্তাই করিতে হইবে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, 'পুরুষ (সাধক) ইহলোকে যাদৃশ চিন্তাপরায়ণ হন, এখান হইতে প্রয়াণের পরও তাদৃশ অবস্থাই প্রাপ্ত হন', এই শ্রুতিতে বিশেষ ভাবে উল্লেখ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, অপহত-পাপ্মত্বাদি গুণবিশিষ্টরূপেই চিন্তা করিতে হইবে। না,—এরূপও হইতে পারে না; কেন না, 'তাহাকে যে যে প্রকারে উপাসনা করে', এই শ্রুতি অনুসারে বুঝা যাইতেছে যে, উপাস্য-বিষয়ক সংকল্পই ঐ শ্রুতির বিষয়, (কিন্তু উপাসকবিষয়ক সংকল্প নহে) (*) ॥৩॥৩॥৫১॥

(*) তাৎপর্য্য—এই 'শরীরে ভাবাধিকরণ'টি ৫১—৫২ পর্য্যন্ত দুই সূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১)বিষয়—উপাস্যের ন্যায় তদভিন্ন উপাসকেরও স্বরূপ চিন্তা। (২) সংশয়—উপাসককেও কি কর্ত্তা ভোক্তাপ্রভৃতি রূপেই চিন্তা করিতে হইবে? অথবা উপাস্যের ন্যায় অপহতপাপ্মত্বাদি-বিশিষ্টরূপেই চিন্তা করিতে

এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—

ব্যতিরেকস্তদ্ভাবভাবিত্বাৎ, ন তূপলব্ধিবৎ ॥৩॥৩॥৫২॥

[পদচ্ছেদঃ—ব্যতিরেকঃ (পার্থক্য) তদ্ভাবভাবিত্বাৎ (যেহেতু পরমেশ্বরের সদ্ভাবে তাহার সদ্ভাব)।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং সিদ্ধান্তমাহ—"ব্যতিরেকঃ" ইত্যাদিনা। নতু এতৎ সম্ভবতি, যৎ জ্ঞাতৃত্বাদ্যাকার এবানুসন্ধেয় ইতি; যতঃ অস্যাত্মনঃ সংসারাবস্থাতো মোক্ষাবস্থায়াং যো ব্যতিরেকঃ—অপহতপাপ্মত্বাদিলক্ষণঃ বিলক্ষণভাবঃ, স এব মোক্ষার্থিভিরুপাস্যঃ, নতু জ্ঞাতৃত্বাদিবিশিষ্টাকারঃ। কুতঃ? তদ্ভাবভাবিত্বাৎ—যো হি যেন ভাবেন ভাবিতঃ ভবতি, স হি তদ্ভাবমেব আপদ্যতে; "তং যথাযথোপাসতে, তথৈব ভবতি" ইতি হি যথোপাসনমেব রূপাপত্তিঃ শ্রূয়তে। অত্র দৃষ্টান্তমাহ—উপলব্ধিবৎ—ব্রহ্মোপলব্ধিবৎ; ব্রহ্মোপলব্ধির্যথা যথাবস্থিত-ব্রহ্মস্বরূপবিষয়ঃ, তথা আত্মোপলব্ধিরপি যথাবস্থিতাত্মস্বরূপবিষয়ৈব ইত্যর্থঃ॥

না—এরূপও হইতে পারে না যে, জ্ঞাতৃত্বাদি-বিশিষ্টরূপেই আত্মার চিন্তা করিতে হইবে, অপহতপাপ্মত্বাদিবিশিষ্ট রূপে নহে। কেন না, সংসার দশা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ যে, অপহতপাপ্মত্বাদিবিশিষ্ট রূপ, সেইরূপেই তাহার উপাসনা করিতে হইবে; কারণ, 'তাহাকে যে যে ভাবে উপাসনা করে, সেই ভাবেই তাহাকে লাভ করিয়া থাকে' এই শ্রুতিতে উপাসনানুরূপ ফল-প্রাপ্তিরই উপদেশ রহিয়াছে। ব্রহ্মোপলব্ধি ইহার দৃষ্টান্ত স্থল; অর্থাৎ ব্রহ্মোপলব্ধির উপদেশ যেমন ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপবিষয়ক, আত্মোপলব্ধির বিধিকেও তেমনি আত্মার যথার্থ স্বরূপ বিষয়েই বুঝিতে হইবে ॥৩॥৩॥৫২॥]

নত্বেতদস্তি—যৎ জ্ঞাতৃত্বাদ্যাকার এবানুসন্ধেয় ইতি; অস্যাত্মনঃ সংসারদশায়া মোক্ষদশায়াং যো ব্যতিরেকঃ, সোঽপহতপাপ্মত্বাদিকোঽনু

না, এরূপও সিদ্ধান্ত হইতে পারে না; কারণ, 'তাঁহাকে যে যে ভাবে উপাসনা করে' এই শ্রুতিটি উপাস্য বিষয়েই প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু উপাসক বিষয়ে নহে; এইরূপ প্রাপ্তি সম্ভাবনায় বলিতেছি—'ব্যতিরেকঃ' ইত্যাদি।

না, এরূপ কথা নাই যে, জ্ঞাতৃত্বাদিবিশিষ্টরূপেই তাহার চিন্তা করিতে হইবে; পরন্তু এই আত্মার সংসারদশা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ যে, মোক্ষকালীন বিশেষ ভাবে—অপহতপাপ্মত্বাদি ধর্ম্ম,

হইবে? (২) পূর্ব্বপক্ষ—কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বই যখন উপাসকের প্রকৃত স্বরূপ, এবং তাহার অধিক চিন্তা করা যখন অনাবশ্যকও বটে, তখন কর্ত্তা ভোক্তা প্রভৃতিরূপেই তাহার চিন্তা করিতে হইবে। (৪) উত্তর—না—কর্ত্তৃত্বাদি বিশিষ্টরূপে চিন্তা করিতে হইবে না; পরন্তু অপহতপাপ্মত্বাদি রূপেই চিন্তা করিতে হইবে। (৫) নির্ণয় অতএব উপাসকের পক্ষে আপনাকেও উপাস্যবৎ চিন্তা করিতে হইবে না॥

সন্ধেয়ঃ; অস্য মোক্ষদশায়াং যাদৃশং রূপম্, তাদৃগ্রূপ এবোপাসন-বেলায়ামাত্মা অনুসন্ধেয় ইত্যর্থঃ। কুতঃ? তদ্ভাবভাবিত্বাৎ তদ্রূপাপত্তেঃ, "যথাক্রতুরস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি, তথেতঃ প্রেত্য ভবতি" "তং যথা-যথোপাসতে তথৈব ভবতি" ইতি যথোপাসনমেব হি প্রাপ্তিঃ শ্রূয়তে। ন চ পরস্বরূপমাত্রবিষয়মেবেদমিতি বক্তুং শক্যতে, প্রত্যগাত্মনোঽপ্যুপাস্য-ভূত-পরব্রহ্মশরীরতয়োপাস্যকোটিনিক্ষিপ্তত্বাৎ। অতঃ প্রজাপতিবাক্যো-দিতাপহতপাপ্মত্বাদিগুণক-প্রত্যগাত্মশরীর-পরমাত্মোপাসনস্য তথারূপমেব প্রাপ্যম্—ইত্যুক্তং ভবতি। অতএব "এবংক্রতুর্হামুং (*) লোকং প্রেত্যাভি-সম্ভবিতাস্মি" ইত্যুচ্যতে, তস্মাৎ প্রত্যগাত্মা প্রাপ্যাকার এবানুসন্ধেয়ঃ।

উপলব্ধিবৎ—ব্রহ্মোপলব্ধিবৎ; যথা ব্রহ্মোপলব্ধির্বিহিতা যথাবস্থিত-ব্রহ্মস্বরূপবিষয়া, তথা আত্মোপলব্ধিরপি যথাবস্থিতাত্মস্বরূপবিষয়েত্যর্থঃ। কর্ম্মস্বাত্মস্বরূপানুসন্ধানং কর্ম্মাঙ্গম্; "যজেত স্বর্গকামঃ" ইতি কর্ম্মানুষ্ঠান-

---

তদ্রূপেই তাহার উপাসনা করিতে হইবে। অভিপ্রায় এই যে, এই আত্মার মুক্তিকালে যাদৃশ-রূপ অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, উপাসনাকালেও তাদৃশ রূপবিশিষ্ট আত্মারই অনুসন্ধান (চিন্তা) করিতে হইবে। কারণ? যেহেতু ঐরূপ অনুসন্ধান বা চিন্তার সদ্ভাবেই সেই অপহতপাপ্মত্বাদি রূপ লব্ধ হইয়া থাকে; কেন না, 'পুরুষ ইহলোকে যাদৃশ সংকল্প সম্পন্ন হয়, এখান হইতে প্রয়াণের পরও তাদৃশ ভাবই প্রাপ্ত হয়।' 'তাঁহাকে যে যে ভাবে উপাসনা করে, সেই সেইরূপই প্রাপ্ত হইয়া থাকে' এই সমস্ত শ্রুতিতে উপাসনার অনুরূপ ফলই শ্রুত হইতেছে। আর উক্ত বাক্য যে, কেবল পরমাত্মার স্বরূপ বিষয়েই প্রযুক্ত হইয়াছে, (জীব বিষয়ে নহে), এ কথাও বলিতে পারা যায় না; কারণ, প্রকৃতপক্ষে জীবাত্মাও ত উপাসনীয় পরমাত্মারই শরীর; সুতরাং তাহাকেও উপাস্যশ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত বুঝিতে হইবে। অতএব [বলিতে হইবে যে,] প্রজাপতিবাক্যে যাহার অপহতপাপ্মত্বাদিগুণগণ অভিহিত হইয়াছে, এবং জীবাত্মা যাঁহার শরীর, সেই পরমাত্মার উপাসনায় তাদৃশ রূপই প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই কথাই প্রতিপাদিত হইল। এই কারণেই বলা হইয়া থাকে যে, 'আমি এখানে যেরূপ সংকল্পসম্পন্ন; পরলোকে যাইয়াও সেইরূপই হইব'। অতএব বুঝিতে হইবে যে, জীবাত্মা উপাসনাফলে ভবিষ্যতে যে রূপটী লাভ করিবে, শ্রুতিতে সেই রূপেরই উল্লেখ করা হইয়াছে।

'উপলব্ধি' অর্থাৎ ব্রহ্মোপলব্ধি ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। শ্রুতিবিহিত ব্রহ্মোপলব্ধি যেমন ব্রহ্মের যথাযথ স্বরূপ বিষয়েই প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তেমনি আলোচ্য আত্মোপলব্ধিও আত্মার যথার্থ স্বরূপ বিষয়েই প্রযোজ্য হইবে। আর ক্রিয়াবিধিতে যে, আত্মার স্বরূপ নির্দ্দেশ রহিয়াছে, তাহাও কর্ম্মেরই অঙ্গ স্বরূপ; এবং 'স্বর্গাভিলাষী পুরুষ যজ্ঞ করিবে' এই স্থলে শুদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠানই

(*) এবং ক্রতুরিহামুম্' ইতি 'ক' পাঠঃ।

মেব হি ফলায় চোদ্যতে। দেহাতিরিক্ত-জ্ঞাতৃত্বাদ্যাকারাত্মাবগতিঃ কালান্তরভাবিফল-সাধনকর্ম্মাধিকারার্থেতি তাবন্মাত্রমেব তত্রাপেক্ষিতমিতি ন কিঞ্চিদপহীনম্ ॥৩॥৩॥৫২॥

[ইতি একবিংশম্ শরীরেভাবাধিকরণম্ ॥২১॥]

অঙ্গাববদ্ধাধিকরণম্।]

অঙ্গাববদ্ধাস্তু ন শাখাসু হি প্রতিবেদম্ ॥৩॥৩॥৫৩॥

[পদচ্ছেদঃ—অঙ্গাববদ্ধাঃ (যজ্ঞাঙ্গের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত) তু (পুনঃ) ন (না) শাখাসু (বহু শাখায়) হি (সেইরূপই) প্রতিবেদম্ (প্রত্যেক বেদে)।]

[সরলার্থঃ—"ওঁম্ ইত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত" "লোকেষু পঞ্চবিধং সামোপাসীত" ইত্যেবমাদ্যা যজ্ঞাঙ্গাশ্রয়া বহ্ব্য উপাসনাঃ সন্তি ; তাঃ কিং যাসু শাখাসু শ্রূয়ন্তে, তাস্বেব ব্যবস্থিতাঃ ? উত সর্ব্বাসু শাখাসু উপসংহর্ত্তব্যাঃ ? এবমাশঙ্কায়ামাহ—"অঙ্গাববদ্ধাস্তু" ইত্যাদি।

অঙ্গাববদ্ধাঃ যজ্ঞাঙ্গাশ্রয়াঃ উদ্গীথাদ্যুপাসনাঃ ন শাখাসু ন তত্তচ্ছাখাসু নিয়মিতাঃ, অপিতু প্রতিবেদং সর্ব্বাসু শাখাস্বিত্যর্থঃ। হি যস্মাৎ উদ্গীথাদ্যঙ্গমাত্রাশ্রিতাঃ তা উপাসনাঃ, তস্মাৎ যত্র যত্র উদ্গীথাদীনি অঙ্গানি, তত্রৈব তত্তদুপাসনা অনুসর্ত্তব্যা ইত্যর্থঃ॥

'ওঁম্' এই উদ্গীথাক্ষরের উপাসনা করিবে'. 'লোকবিষয়ে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করিবে' যজ্ঞাঙ্গাশ্রিত এইরূপ বহু উপাসনার কথা আছে। এখন শঙ্কা হইতেছে যে, উক্ত উদ্গীথাদি-কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত উপাসনাসমূহ যে যে শাখাতে উল্লিখিত আছে, কেবল সেই সেই শাখাতেই কি নিবদ্ধ থাকিবে ? অথবা সমস্ত বেদশাখার উদ্গীথাদিস্থলেই অনুসৃত হইবে ? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"অঙ্গাববদ্ধাস্তু" ইত্যাদি।

কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত উদ্গীথাদি উপাসনাগুলি যে যে শাখায় পঠিত আছে, কেবল সেই সেই শাখাতেই নিবদ্ধ থাকিবে না, পরন্তু সমস্ত শাখাতেই অনুসৃত হইবে ; অর্থাৎ যেখানে যেখানে উদ্গীথাদির উল্লেখ আছে, সেখানে সেখানেই উদ্গীথাদির উপাসনা করিতে হইবে। যেহেতু ঐসমস্ত উপাসনা কোন কর্ম্মবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া অভিহিত হয় নাই, পরন্তু কর্ম্মাঙ্গ উদ্গীথাদি অবলম্বন করিয়াই বিহিত হইয়াছে। অতএব সর্ব্বত্রই উপসংহারযোগ্য ॥৩॥৩॥৫৩॥]

ফলোৎপাদনার্থ বিহিত হইতেছে ; আর দেহাতিরিক্ত জ্ঞাতৃত্বাদিবিশিষ্ট আত্মার যে, অবগতি বা অনুভূতির কথা আছে, তাহাও কালান্তরভাবী ফলেরই সাধন বা উপায় স্বরূপ কর্ম্মাধিকারের দ্যোতক মাত্র ; কারণ, সেখানে ঐটুকুই কেবল অপেক্ষিত রহিয়াছে ; [সুতরাং সেইটুকু জ্ঞাপন করিলেই সমস্ত উপপন্ন হইতে পারে ;] অতএব এ পক্ষে কিছুমাত্র ন্যূনতা হইতেছে না ॥৩॥৩॥৫২॥　　　[একবিংশতিতম শরীরে ভাবাধিকরণ ॥২১॥]

"ওঁমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথম্ উপাসীত", "লোকেষু পঞ্চবিধং সামোপাসীত", "উক্থমুক্থমিতি বৈ প্রজা বদন্তি, তদিদমেবোক্থম্, ইয়মেব পৃথিবী" "অয়ং বাব লোক এষোঽগ্নিচিতঃ" ইত্যেবমাদ্যাঃ ক্রত্বঙ্গাশ্রয়া উপাসনা ভবন্তি ; তাঃ কিং যাসু শাখাসু শ্রূয়ন্তে, তাস্বেব নিয়তাঃ, উত সর্ব্বাসু শাখাসূদ্গীথাদিষু সম্বধ্যন্তে ? ইতি বিচারঃ।

সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ত্বে স্থিতেঽপি প্রতিবেদং স্বরভেদাদুদ্গীথাদয়ো ভিদ্যন্তে, ইতি তত্র তত্র ব্যবতিষ্ঠেরন্ ইতি যুক্তা শঙ্কা। কিং যুক্তম্? ব্যবতিষ্ঠেরন্নিতি। কুতঃ? "উদ্গীথমুপাসীত" ইতি সামান্যেনোদ্গীথসম্বন্ধিতয়া শ্রুতায়াস্তস্যামেব শাখায়াং স্বরবিশেষযুক্তস্যোদ্গীথবিশেষস্য সন্নিধানাৎ তস্মিন্নেব বিশেষে পর্য্যবসানং যুক্তমিতি। এবমাদ্যাস্তাস্বেব শাখাসু ব্যবতিষ্ঠেরন্নিতি। এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—

'ওম্' এই অক্ষরকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিবে', 'লোকে পঞ্চপ্রকার সামের উপাসনা করিবে', 'প্রজাগণ 'উক্থ উক্থ বলিয়া থাকে, ইহাই উক্থ, ইহাই পৃথিবী, ইহাই লোক, এবং অগ্নিচিত' ইত্যাদি প্রকার যজ্ঞাঙ্গ-উদ্গীথাদি অবলম্বনে বহুতর উপাসনা বিহিত আছে। এখন বিবেচ্য বিষয় হইতেছে এই যে, ঐ সমস্ত উপাসনা, যে সকল বেদশাখায় পঠিত আছে, কেবল সেইসমস্ত শাখাতেই নিবদ্ধ থাকিবে ? অথবা যে যে শাখাতে উদ্গীথাদির উল্লেখ আছে, সেই সমস্ত শাখাতেই অনুসৃত হইবে।

যদিও [তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের প্রথম সূত্রেই] সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ত্ব, অর্থাৎ একস্থানে উক্ত উপাসনার অন্যত্রও উপসংহারের সিদ্ধান্ত সাব্যস্ত হইয়াছে, তথাপি প্রত্যেক বেদে উচ্চারণ ও স্বরগতভেদ থাকায় যেখানে যাহার উল্লেখ, ঠিক সেখানেই তাহার প্রয়োগ হইতে পারে ; এই কারণে এখানে ঐ প্রকার আশঙ্কা করা অসঙ্গত হইতেছে না। কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ? নির্দ্দিষ্ট স্থলে নিবদ্ধ থাকিবে, এই পক্ষই যুক্তিযুক্ত ; কারণ ? যেহেতু 'উদ্গীথের উপাসনা করিবে' এইরূপে যদিও সামান্যতঃ উদ্গীথের সম্বন্ধানুসারেই উপাসনা শ্রুত হউক, তথাপি সেই শাখাতেই আবার যখন বিভিন্নপ্রকার স্বরসংযুক্ত স্বতন্ত্র উদ্গীথেরও উল্লেখ রহিয়াছে, তখন সান্নিধ্য বশতঃ সেই শাখাগত সেই উদ্গীথবিশেষেই উপাসনার পরিসমাপ্তি হওয়া উচিত ; এইরূপ অপরাপর উপাসনারও নিজ নিজ শাখাতেই নিবদ্ধ থাকা সম্ভব। এইরূপ প্রাপ্তি সম্ভাবনায় আমরা বলিতেছি (*)—

(*) তাৎপর্য্য—ইহার নাম 'অঙ্গাববদ্ধাধিকরণ। ৫৩ ও ৫৪ সূত্র লইয়া এই অধিকরণটি রচিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—কর্ম্মাঙ্গ উদ্গীথাদি বিষয়ক উপাসনা। (২) সংশয়—ঐ সমস্ত উপাসনা কি কেবল নির্দ্দিষ্ট শাখাতেই নিবদ্ধ থাকিবে ? অথবা যে যে বেদশাখায় উদ্গীথাদির উল্লেখ আছে, সেই সমস্ত বেদশাখাতেই অনুসৃত হইবে ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—যে শাখায় যাহার উল্লেখ আছে, সেই শাখাতেই তাহার ব্যবহার

[সিদ্ধান্তঃ—]

"অঙ্গাববদ্ধাস্তু"—ইতি। তু-শব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি ; নহ্যুদ্গীথাদ্যঙ্গাববদ্ধা উপাসনাঃ তাস্বেব শাখাসু ব্যবতিষ্ঠেরন্ ; অপি তু প্রতিবেদং সম্বধ্যেরন্, সর্ব্বাসু শাখাস্বিত্যর্থঃ। হি-শব্দো হেতৌ। যস্মাৎ শ্রুত্যৈবোদ্গীথাদ্যঙ্গমাত্রাববদ্ধাঃ, তস্মাদ্ যত্রোদ্গীথাদয়ঃ, তত্র সর্ব্বত্র সম্বধ্যেরন্। যদ্যপি স্বরভেদেন উদ্গীথ-ব্যক্তয়ো ভিদ্যন্তে ; তথাপি সামান্যেন উদ্গীথশ্রুত্যা সর্ব্বা ব্যক্তয়ঃ সন্নিহিতাঃ, ইতি ন ক্বচিৎ ব্যবস্থায়াং প্রমাণমস্তি। 'সর্ব্বশাখা-প্রত্যয়'ন্যায়েন চ সর্ব্বাসু শাখাসু ক্রতুরেকঃ ; অতঃ সর্ব্বাসু শাখাসু একস্য ক্রতোঃ সন্নিধানাৎ ক্রত্বঙ্গভূতোদ্গীথাদয়োঽপি সন্নিহিতাঃ, ইতি নৈকস্য সন্নিধিবিশেষোঽস্তীতি ন ব্যবস্থা ॥৩॥৩॥৫৩॥

মন্ত্রাদিবদ্বাঽবিরোধঃ ॥৩॥৩॥৫৪॥

[পদচ্ছেদঃ—মন্ত্রাদিবৎ (মন্ত্রপ্রভৃতির ন্যায়) বা (এবং) অবিরোধঃ (বিরোধ নাই)।]

[সিদ্ধান্তঃ—]

"অঙ্গাববদ্ধাস্তু ইতি।" সূত্রস্থ তু-শব্দটি পূর্ব্বপক্ষের বারণ করিতেছে। কেন না, কর্ম্মাঙ্গ উদ্গীথাদি অবলম্বনে যে সমস্ত উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে, সে সমস্ত উপাসনা কেবল নিজ নিজ শাখাতেই নিবদ্ধ থাকিবে না; পরন্তু প্রত্যেক বেদে অর্থাৎ প্রত্যেক বেদশাখাতেই অনুসৃত হইবে। হি-শব্দটি হেতুত্ব বোধক ; যে হেতু শ্রুতিই ঐ সমস্ত উপাসনাকে কেবল উদ্গীথাদি অঙ্গমাত্রের সহিত সম্বদ্ধ করিয়াছেন, সেই হেতু [বুঝিতে হইবে,] যেখানে যেখানে উদ্গীথাদির উল্লেখ আছে,সেই সমস্ত স্থানেই ঐ সমস্ত উপাসনার সম্বন্ধ হইবে। যদিও স্বরগত প্রভেদ থাকায় প্রত্যেক শাখাগত উদ্গীথই ভিন্ন ভিন্ন হউক, তথাপি সামান্যাকারে (সাধারণভাবে) কেবল উদ্গীথ-শব্দের শ্রুতি থাকায় প্রত্যেক উদ্গীথই উপাসনার সন্নিহিত হইতেছে; সুতরাং উপাসনার ব্যবস্থা বিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই। বিশেষতঃ 'সর্ব্ব-শাখাপ্রত্যয়' নিয়মানুসারে জানা যায় যে, সমস্ত শাখাগত যজ্ঞই এক ; অতএব সমস্ত বেদশাখাতে একই ক্রতুর সান্নিধ্য থাকায় সেই ক্রতুরই অঙ্গস্বরূপ উদ্গীথাদিও স্বভাবতই সন্নিহিত বা উপস্থিত হইয়া থাকে ; সুতরাং স্বতন্ত্র অপর কোনও উপাসনার যে, সান্নিধ্য আছে, তাহাও নহে ; কাজেই শাখাভেদেও উপাসনার প্রভেদ হইতে পারে না ॥৩॥৩॥৫৩॥

হওয়া উচিত, সর্ব্বশাখাতে অনুসরণ করা উচিত হয় না। (৪) উত্তর—না, কোনও নির্দ্দিষ্ট শাখায় ঐ সমস্ত উপাসনা আবদ্ধ থাকিতে পারে না ; কারণ, সামান্যতঃ যেখানে উদ্গীথাদি কর্ম্মাঙ্গের উল্লেখ আছে, তাহার সর্ব্বত্রই ঐ জাতীয় উপাসনার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। (৫) নির্ণয়—অতএব সর্ব্বশাখাতেই কর্ম্মাঙ্গ উদ্গীথাদি উপাসনা প্রয়োজ্য হইবে।

[সরলার্থঃ—যথা খলু শাখাবিশেষে পঠিতানামপি কর্ম্মাঙ্গভূতানাং মন্ত্রাদীনাং তদঙ্গিনঃ ক্রতোঃ একত্বে সর্ব্বাস্বেব শাখাসু বিনিয়োগো ন বিরুধ্যতে, তথা অত্রাপীত্যর্থঃ। মন্ত্রাদীত্যাদি-পদেন জাতি-গুণ-সংখ্যা-সাদৃশ্য-ক্রম-দ্রব্য-কর্ম্মণাং পরিগ্রহঃ।

মন্ত্র প্রভৃতি যেমন কোন এক শাখাবিশেষে পঠিত হইলেও প্রধানভূত যজ্ঞের ঐক্যনিবন্ধন সমস্ত শাখাতেই বিনিযুক্ত হইয়া থাকে, তেমনি এখানেও উদ্গীথাদির একত্ব নিবন্ধন তন্মূলক উপাসনারও সর্ব্ব-শাখায় উপসংহার করা বিরুদ্ধ হইতে পারে না। ॥৩॥৩॥৫৪॥]

[ইতি দ্বাবিংশ অঙ্গাববদ্ধাধিকরণ ॥২২॥]

বা-শব্দশ্চার্থে; আদিশব্দেন জাতি-গুণ-সংখ্যা-সাদৃশ্য-ক্রম-দ্রব্যকর্ম্মাণি গৃহ্যন্তে; যথা মন্ত্রাদীনামেকৈকশাখাস্বাম্নাতানামপি শেষিণঃ ক্রতোঃ সর্ব্বশাখাস্বেকত্বেন যথাযথং শ্রুত্যাদিভিঃ সর্ব্বাসু শাখাসু বিনিয়োগো ন বিরুধ্যতে; তদ্বদিহাপ্যবিরোধঃ ॥৩॥৩॥৫৪॥

[ইতি দ্বাবিংশম্ অঙ্গাববদ্ধাধিকরণম্ ॥২২॥]

ভূমজ্যায়স্ত্বাধিকরণম্।] **ভূম্নঃ ক্রতুবজ্জ্যায়স্ত্বং, তথাহি দর্শয়তি ॥৩॥৩॥৫৫॥**

[পদচ্ছেদঃ—ভূম্নঃ (ভূমার) ক্রতুবৎ (কর্ম্মকাণ্ডোক্ত যজ্ঞের ন্যায়) জ্যায়স্ত্বং (প্রাধান্য), তথাহি (সেইরূপই) দর্শয়তি (প্রদর্শন করিতেছেন)।]

[সরলার্থঃ—বৈশ্বানরবিদ্যায়াং স্বর্লোক-বায্বাকাশাদ্যবয়বো বৈশ্বানর আত্মা উপাস্যত্বেন শ্রুতঃ। তত্র কিং সমস্তস্য ব্যস্তস্য বা অবয়বশ উপাসনং কার্য্যম্, ইতি সংশয়ে আহ—"ভূম্নঃ" ইত্যাদি।

ভূম্নঃ সমস্তস্য স্বর্লোকাদ্যবয়বোপেতস্য বৈশ্বানরস্য উপাসনং কার্য্যম্। কুতঃ? যতঃ ক্রতুবৎ তস্যৈব জ্যায়স্ত্বং শ্রেষ্ঠত্বম্। ক্রতুবচ্চৈতদ্ দ্রষ্টব্যম্,—যথা "বৈশ্বানরং দ্বাদশকপালং নির্ব্বপেৎ পুত্রে জাতে" ইতি বিহিতস্যৈব 'যদষ্টাকপালো ভবতি" ইত্যনেন অনুবাদঃ কৃতঃ, তথা অত্রাপীত্যর্থঃ। তথাহি সমস্তস্যোপাসনং ব্রুবতী শ্রুতিরপ্যেবমেবাহ—"মূর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যৎ, যন্মাং নাগমিষ্যঃ" ইত্যাদ্যা।

বৈশ্বানরবিদ্যায় যে, দ্যুলোক ও বায়ু প্রভৃতি অবয়বসমন্বিত বৈশ্বানরের উপাসনা পঠিত আছে, সেখানে দ্যুলোকাদি অবয়ববিশিষ্ট সমস্তের উপাসনাই কর্ত্তব্য, কিন্তু এক একটি অংশের নহে। কেন না, 'পুত্র জন্মিলে দ্বাদশকপালে সম্পাদিত বৈশ্বানর যাগ করিবে,' এই প্রসঙ্গে পঠিত "অষ্টাকপাল' যাগ স্থলে যেমন সমস্ত অঙ্গেরই অনুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে, তেমনি এখানেও সমস্ত অবয়বেরই উপাসনা বিহিত হইয়াছে। 'তুমি যদি আমার নিকট না আসিতে, তাহা হইলে তোমার মস্তক পড়িয়া যাইত,' ইত্যাদি শ্রুতিও ঐরূপ অভিপ্রায়ই জ্ঞাপন করিতেছে ॥৩॥৩॥৫৫॥] [ইতি ত্রয়োবিংশ ভূমজ্যায়স্ত্বাধিকরণ ॥২৩॥]

"প্রাচীনশাল ঔপমন্যবঃ" [ছান্দো০ ৫।১১।১] ইত্যারভ্য বৈশ্বানর-বিদ্যা আম্নাতা ; তত্র বৈশ্বানরঃ পরমাত্মা ত্রৈলোক্যশরীর উপাস্যঃ শ্রুতঃ স্বর্লোকাদিত্যবায়্বাকাশপৃথিব্যবয়বঃ ; তত্র চ দ্যৌর্মূর্দ্ধা, আদিত্যশ্চক্ষুঃ, বায়ুঃ প্রাণঃ, আকাশঃ সন্দেহঃ, মধ্যকায় ইত্যর্থঃ ; আপো বস্তিঃ, পৃথিবী পাদাবিত্যবয়ববিশেষাঃ। তত্র সংশয়ঃ—কিমস্য ত্রৈলোক্যশরীরস্য ব্যস্তস্যোপাসনং কর্ত্তব্যম্, উত ব্যস্তস্য সমস্তস্য চ, অথ সমস্তস্যৈবেতি। কিং যুক্তম্ ? ব্যস্তস্যেতি ; কুতঃ ? উপক্রমে ব্যস্তোপাসনোপদেশাৎ। তথাহি উপদিশ্যতে—ঔপমন্যবাদয়ঃ কিলোদ্দালকষষ্ঠাঃ কেকয়মশ্বপতি-মুপসদ্য "আত্মানমেবেমং বৈশ্বানরং সম্প্রত্যধ্যেষি, তমেব নো ব্রূহি" [ছান্দো০ ৫। ১১।৬] ইতি পপ্রচ্ছুঃ। স চ তেভ্যঃ প্রত্যেকং স্বোপাস্যান্ দ্যুপ্রভৃতীন্ উক্তবদ্ভ্যো মূর্দ্ধাদিষু ব্যস্তেষূপাসনং তত্র তত্র ফলঞ্চোক্তবান্—

সূত্রের বা-শব্দটি চ-কারের অর্থে প্রযুক্ত। সূত্রস্থ 'আদি'পদে জাতি, গুণ, সংখ্যা, সাদৃশ্য, ক্রম (পৌর্ব্বাপর্য্য,) দ্রব্য ও কর্ম্মের গ্রহণ করা হইয়াছে। মন্ত্র প্রভৃতি যেমন শাখাবিশেষে পঠিত হইলেও তাহাদের অঙ্গী বা প্রধানভূত কর্ম্ম (ক্রতু) সমস্ত শাখাতে এক হওয়ায় শ্রুত্যাদি প্রমাণের বলে সমস্ত শাখাতেই সে সমুদয়ের বিনিয়োগ করা বিরুদ্ধ হয় না, এখানেও ঠিক সেইরূপই অবিরোধ বুঝিতে হইবে।৩।৩।৫৪॥

[দ্বাবিংশ অঙ্গাববদ্ধাধিকরণ ॥২২॥]

[ছান্দোগ্যোপনিষদে] "প্রাচীনশাল ঔপমন্যবঃ" এই হইতে আরম্ভ করিয়া বৈশ্বানর বিদ্যানামে একটি বিদ্যা বা উপাসনাপদ্ধতি পঠিত আছে। সেখানে স্বর্গলোক, আদিত্য, বায়ু, আকাশ, জল ও পৃথিবী যাঁহার শরীরাবয়ব এবং ত্রিজগৎ যাহার শরীর, সেই বৈশ্বানর-সংজ্ঞক পরমাত্মা উপাস্যরূপে শ্রুত হইয়াছে। তন্মধ্যেও বিশেষ এই যে, দ্যুলোক তাহার মস্তক, আদিত্য তাহার চক্ষু, বায়ু, তাহার প্রাণ, আকাশ তাহার সংদেহ অর্থাৎ দেহমধ্যভাগ, জল তাহার বস্তি (মূত্রাশয়), এবং পৃথিবী তাহার পাদদ্বয়। এস্থলে সংশয় এই যে, ত্রৈলোক্য-শরীরাত্মক এই বৈশ্বানরের প্রত্যেক অংশেরই কি পৃথক্ পৃথক্ উপাসনা করিতে হইবে? অথবা ব্যস্ত সমস্ত—উভয় রূপের ? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ? প্রত্যেক অংশের উপাসনা পক্ষই। কারণ ? যেহেতু বাক্যের উপক্রমে ব্যস্তোপাসনারই কথা রহিয়াছে। দেখ, সেইরূপই উপদেশ আছে ;—উদ্দালক ঋষিকে লইয়া ঔপমন্যবাদি ছয় জন ঋষি কেকয়াধিপতি অশ্বপতিনামক রাজার সমীপে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'সম্প্রতি আপনিই বৈশ্বানর আত্মাকে জানেন,আমাদিগকে তাহারই স্বরূপ উপদেশ করুন' ইতি। অনন্তর তাহারা প্রত্যেকে নিজেদের উপাস্য দ্যুলোক প্রভৃতির উল্লেখ করিলে পর, তিনিও ঐ সমস্ত উপাসনাকে বৈশ্বানরের মস্তকাদি এক একটি অংশাবলম্বী উপাসনা এবং সেই সেই উপাসনার ফলও বলিয়াছিলেন,—'তিনিও

"অত্ত্যন্নং পশ্যতি প্রিয়ং ভবত্যস্য ব্রহ্মবর্চসং কুলে, য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে, মূর্দ্ধা ত্বেষ আত্মন ইতি, এষ বৈ সুতেজা আত্মা বৈশ্বানরঃ" [ছান্দো০ ৫।১২।১] ইত্যাদিনা। তেষু তেষূপাসনেষূপাস্যস্য বৈশ্বানরত্বং চাহ। অতো ব্যস্তস্যোপাসনং কর্ত্তব্যম্। পরত্র "যস্ত্বেতমেবং প্রাদেশমাত্র-মভিবিমানমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে" [ছান্দো০ ৫।১৮।১] ইতি দ্যুপ্রভৃতি-প্রদেশাবচ্ছিন্নমাত্রে বৈশ্বানরে উক্তস্য মূর্দ্ধাদ্যুপাসনস্য সমাসেনোপসংহার ইত্যবগন্তব্যম্।

অপর আহ—এবমেব সমস্তস্যাপ্যুপাসনং কার্য্যমিতি; পৃথক্ফল-নির্দ্দেশাৎ—"যস্ত্বেতমেবং প্রাদেশমাত্রমভিবিমানমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে, স সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বেস্বাত্মস্বন্নমত্তি" [ছান্দো০ ৫।১৮।১] ইতি। নচৈতাবতা বাক্যভেদঃ; যথা ভূমবিদ্যোপক্রমে নামাদ্যুপাসনং তত্তৎফলঞ্চাভিধায় "এষ তু বা অতিবদতি" [ছান্দো০ ৭।১৬।১] ইত্যাদিনা ভূমবিদ্যামুপদিশ্য "স স্বরাড়্ ভবতি, তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি" [ছান্দো০ ৭।২৫।২] ইতি তৎফলঞ্চ ব্যপদিশতি; তত্র ভূম-

---

(উপাসকও) অন্ন ভোগ করেন, প্রিয়দর্শন করেন এবং তাহার বংশে ব্রাহ্মণ্যতেজঃসম্পন্ন লোক জন্মধারণ করেন, যিনি এইরূপ বৈশ্বানর আত্মার উপাসনা করেন; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু ইহা হইতেছে আত্মার মস্তক মাত্র 'সুতেজা'নামক বৈশ্বানর আত্মা, অর্থাৎ ইহাই প্রকৃত বৈশ্বানর আত্মা নহে, তাহার অংশমাত্র' ইত্যাদি। বিশেষতঃ ঐ প্রত্যেক অংশের উপাসনায় যিনি উপাস্য, তাহারও বৈশ্বানরত্ব বলিয়াছেন। অতএব ব্যস্তের (ভিন্ন ভিন্ন অংশের) উপাসনা করাই কর্ত্তব্য। ইতঃ পরেও, 'কিন্তু যিনি প্রাদেশমাত্র প্রদেশ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন এই বৈশ্বানর আত্মার উপাসনা করেন' ইত্যাদি বাক্যে দ্যুলোকাদি প্রদেশ-পরিচ্ছিন্ন বৈশ্বানরের সম্বন্ধে যে, উপাসনা উক্ত আছে, তাহারই সংক্ষেপে উপসংহার করা হইয়াছে মাত্র।

অপরে বলেন—ব্যষ্টি উপাসনার ন্যায় সমষ্টির উপাসনাও করিতে হইবে; কারণ, 'যে ব্যক্তি প্রাদেশপরিমিত প্রদেশে অর্থাৎ হৃদয়-ক্ষেত্রে অভিব্যক্ত বৈশ্বানর আত্মার এইরূপে উপাসনা করে, সে ব্যক্তি সর্ব্বজগতে, সর্ব্বভূতে এবং সমস্ত আত্মাতে অন্ন ভোগ করে,' এই শ্রুতিতে স্বতন্ত্র ফলের নির্দ্দেশ রহিয়াছে, [পৃথগ্‌ভাবে সমস্তের উপাসনা বিহিত না হইলে, পৃথক্ পৃথক্ ফল নির্দ্দেশ কখনই উপপন্ন হইতে পারে না।] আর সমস্ত ও ব্যস্ত উভয়ের উপাসনা স্বীকার করিলে যে, বাক্যভেদের সম্ভাবনা আছে, তাহাও নহে; কেন না, 'ভূমবিদ্যার' প্রকরণে যেমন নাম প্রভৃতির স্বতন্ত্র উপাসনা ও তাহার ফল কথনের পর 'যিনি সত্য-বাদী, তিনিই 'অতিবাদী' ইত্যাদি বাক্যে ভূমবিদ্যার উপদেশ করিয়া 'তিনি স্বরাজ্ হন, এবং সর্ব্বজগতে তাঁহার কামচার বা স্বাধীনবৃত্তি হয়' এইরূপে ভূমবিদ্যার স্বতন্ত্র ফলও নির্দ্দেশ

বিদ্যাপরত্বেঽপি বাক্যস্থ নামাদ্যবান্তরোপাসনং তৎফলঞ্চাঙ্গীক্রিয়তে, তথা ইহাপীতি। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

ভূম্নো জ্যায়স্ত্বমিতি। ভূম্নঃ বিপুলস্য সমস্তস্যৈব, জ্যায়স্ত্বং প্রামাণিকত্ব-মিত্যর্থঃ; একবাক্যত্বাবগতেঃ। তথা হি "প্রাচীনশাল ঔপমন্যবঃ" ইত্যুপ-ক্রম্য "উদ্দালকো হ বৈ ভগবন্তোঽয়মারুণিঃ সম্প্রতীমমাত্মানং বৈশ্বানর-মধ্যেতি, তং হন্তাভ্যাগচ্ছাম" [ছান্দো০ ৫।২১।৬] ইতি বৈশ্বানরাত্ম-বুভুৎসয়া ঔপমন্যবাদয়ঃ পঞ্চ মহর্ষয়ঃ তমুদ্দালকমুপেত্য তত্র বৈশ্বানরাত্মবেদনমলভ-মানাঃ তেন চ সহাশ্বপতিং কেকয়ং বৈশ্বানরাত্মবেদিনমুপসঙ্গম্য "আত্মানমে-বেমং বৈশ্বানরং সম্প্রত্যধ্যেষি, তমেব নো ব্রূহি" [ছান্দো০ ৫।১১।৬] ইতি

করিয়াছেন। সেখানে ভূমবিদ্যা নিরূপণে বাক্যের তাৎপর্য্য হইলেও যেমন তদানুসঙ্গিক নামাদিরও পৃথক্ উপাসনা ও তাহার পৃথক্ ফল স্বীকৃত হইয়া থাকে, এখানেও ঠিক তেমনই হইবে, (কিছুমাত্র বিশেষ নাই)। এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে (*)—

[সিদ্ধান্ত :—]

'ভূম্নো জ্যায়স্ত্বম্' ইতি। 'ভূম্নঃ' অর্থ বিপুলের, অর্থাৎ যেহেতু পূর্ব্বাপর সমস্ত বাক্যের মধ্যে একবাক্যতা (একার্থবোধকতা) বুঝা যাইতেছে, সেই হেতু সমস্তেরই (মূর্দ্ধাদি সর্ব্বাবয়বেরই) জ্যায়স্ত্ব অর্থাৎ প্রমাণসিদ্ধত্ব প্রতীত হইতেছে। দেখ, 'উপমন্যুনন্দন প্রাচীনশাল' ইত্যাদি বাক্যোপক্রমের পর, 'হে পূজনীয়গণ, সম্প্রতি অরুণনন্দন সেই উদ্দালক ঋষিই এই বৈশ্বানর আত্মাকে জানেন; ভাল, আমরা তাঁহার নিকটই গমন করি', এইরূপে সেই ঔপমন্যব প্রভৃতি পাঁচ জন ঋষি বৈশ্বানর আত্মবিদ্যা লাভের আশায় উদ্দালকের নিকট উপস্থিত হইলেন, কিন্তু তাঁহার নিকটও বৈশ্বানরাত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিলেন না; তখন তাঁহারা উদ্দালককে সঙ্গে লইয়া বৈশ্বানর-আত্মতত্ত্বজ্ঞ অশ্বপতিনামক কেকয়রাজের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করি-লেন যে, 'বর্ত্তমান সময়ে আপনিই বৈশ্বানর আত্মার তত্ত্ব অবগত আছেন, আমাদিগকে তাহাই

(*) তাৎপর্য্য—এই 'ভূমজ্যায়স্ত্ব'অধিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—'বৈশ্বানর বিদ্যা' প্রকরণে দ্যুলোকাদি অবয়ববিশিষ্ট বৈশ্বানরোপাসনা। (২) সংশয়—এখানে কি প্রত্যেক অবয়বের পৃথক্ পৃথক্ উপাসনা, অথবা সমস্ত অবয়বসম্পন্ন একের উপাসনা করিতে হইবে? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—দ্যুলোকাদি প্রত্যেক অবয়বের যখন পৃথগ্‌ভাবে উপাসনা ও তাহার ফলোল্লেখ আছে, তখন সমষ্টির ন্যায় ব্যষ্টির উপাসনাও বিহিত বলিয়া মনে হয়। (৪) উত্তর—না, এখানে ভূমার অর্থাৎ সমস্ত অবয়বসম্পন্ন বৈশ্বানরের উপাসনাই অভিপ্রেত; তদবয়বের যে, উপাসনা ও তাহার ফলোল্লেখ, তাহা উহারই অন্তর্গত আনুষঙ্গিকমাত্র। (৫) নির্ণয়—অতএব এখানে সমস্ত অবয়ববিশিষ্ট বৈশ্বানরের উপাসকই কর্ত্তব্যরূপে বিহিত ॥

পৃষ্ট্বা, তৎসকাশাৎ পরমাত্মানং বৈশ্বানরং স্বর্লোকাদি-পৃথিব্যন্তশরীরমুপাস্য-মবগম্য, তৎফলং চ সর্ব্বলোক-সর্বভূত-সর্ব্বাত্মান্নভূত-ব্রহ্মানুভবমবগতবন্তঃ, ইত্যুপসংহারতো বাক্যস্যৈকত্বমবগম্যতে। এবমেকবাক্যত্বেঽবগতে সত্যবয়ববিশেষেষূপাস্তিবচনং ফলনির্দ্দেশশ্চ সমস্তোপাসনৈকদেশানুবাদমাত্র-মিতি নিশ্চীয়তে। ক্রতুবৎ—যথা "বৈশ্বানরং দ্বাদশকপালং নির্বপেৎ পুত্রে জাতে" [যজু০ ২।২।৫ অনু০] ইতি বিহিতস্যৈব ক্রতোরেকদেশাঃ "যদষ্টাকপালো ভবতি" [যজু০ ২।২।৫ অনু] ইত্যাদিভিরনূদ্যন্তে, তথা সমস্তোপাসনমেব ন্যায্যম্, ন ব্যস্তোপাসনম্। তথা হি দর্শয়তীয়ং শ্রুতিঃ ব্যস্তোপাসনেঽনর্থং ব্রুবতী—"মূর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যদ্ যন্মাং নাগমিষ্যঃ" [ছান্দো০ ৫।১২।২] ইতি, "অন্ধোঽভবিষ্যো যন্মাং নাগমিষ্যঃ" [ছান্দো০ ৫।১৩।২] ইত্যাদিকা।

অত ইদমপ্যপাস্তম্,—যন্নামাদ্যুপাসনসাম্যমুক্তম্। তত্র হি নামাদ্যুপাসনেষ্বনর্থো ন শ্রুতঃ, নামাদ্যুপাসনেভ্যো ভূমোপাসনস্যাতিশয়িতফলত্বং

বলুন'। তাহার পর, সেই অশ্বপতির নিকট হইতে, স্বর্গলোক হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবী পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ যাহার শরীর, সেই বৈশ্বানর পরমাত্মাকে উপাস্যরূপে অবগত হইয়া, তাহার ফলস্বরূপ—সর্ব্বলোক, সর্ব্বভূত ও সর্ব্বাত্মাতে অন্নস্বরূপ (ভোগ্য) ব্রহ্মানুভূতিও অবগত হইয়াছিলেন; প্রকরণের এইপ্রকার উপসংহার হইতেও বাক্যের একত্ব (একবাক্যতা) জানা যাইতেছে। এইরূপে একবাক্যত্ব অবধারিত হইলে পর, প্রধানভূত বৈশ্বানরের অবয়বসমূহের যে, পৃথক্ উপদেশ ও ফলবিশেষ নির্দ্দেশ, তাহাও কেবল সমস্ত বৈশ্বানরোপাসনারই একাংশ মাত্রের অনুবাদ বা পুনরুল্লেখমাত্র বলিয়া নিশ্চিত হইতেছে। বৈশ্বানর ক্রতু ইহার দৃষ্টান্ত স্থল; 'পুত্র জন্মিলে পর, দ্বাদশ পাত্রে কৃতসংস্কার বৈশ্বানর যাগ অনুষ্ঠান করিবে', এই পূর্ব্ববিহিত ক্রতুরই একদেশ সমূহ যেমন "যদষ্টাকপালো ভবতি" ইত্যাদি বাক্যে অনূদিত হইয়াছে, তেমনি এখানেও সমস্তের উপাসনাই ন্যায্য, কিন্তু ব্যস্তের উপাসনা সঙ্গত নহে। ব্যস্তোপাসনে অনিষ্ট-প্রকাশক বক্ষ্যমাণ শ্রুতিও এইরূপ অভিপ্রায়ই প্রদর্শন করিতেছেন—'তুমি যদি আমার নিকট না আসিতে, তাহা হইলে তোমার মস্তক খসিয়া পড়িত' ইতি, এবং 'যদি আমার নিকট না আসিতে, তাহা হইলে তুমি অন্ধ হইয়া পড়িতে' ইত্যাদি।

পূর্ব্বে যে, নামাদি উপাসনার সহিত সাম্য কথিত হইয়াছিল, ইহা দ্বারা তাহাও নিরস্ত হইল। কারণ, সেখানে যে, নামাদির উপাসনা উক্ত হইয়াছে, তাহাতে কোন প্রকার অনিষ্ট ফল শ্রুত হয় নাই, পরন্তু নামাদির উপাসনা অপেক্ষা ভূমার উপাসনায় ফলাধিক্যের

শ্রুতম্—"এষ তু বা অতিবদতি" [ছান্দো০ ৭।১৩।১] ইতি। তত এব তত্র ভূমবিদ্যাপরত্বেঽপি বাক্যস্য নামাদ্যুপাসনানাং সফলানাং বিবক্ষিতত্বম্ ; অন্যথা অতিশয়িতফলত্বনিমিত্তাতিবাদেন ভূমবিদ্যাস্তুত্যনুপপত্তেঃ ; অতঃ সমস্তোপাসনমেব ন্যায্যম্ ॥৩॥৩॥৫৫॥

[ইতি ত্রয়োবিংশং ভূমজ্যায়স্ত্বাধিকরণম্ ॥২৩॥]

শব্দাদিভেদাধিকরণম্।] **নানা শব্দাদিভেদাৎ ॥৩॥৩॥৫৬॥**

[পদচ্ছেদঃ—নানা (বিদ্যা ভিন্ন ভিন্ন), শব্দাদিভেদাৎ (যেহেতু তৎপ্রতিপাদক শব্দ প্রভৃতি এক নহে)।]

[সরলার্থঃ—একস্যৈব ব্রহ্মণ উপাস্যত্বে তৎপ্রাপ্তেরেব চ ফলত্বেঽপি তদ্বিষয়কাঃ সদ্বিদ্যা-ভূমবিদ্যাদয়ো বিদ্যাভেদাঃ নানা—ভিন্না এব ; কুতঃ ? শব্দাদিভেদাৎ ;—সদ্-ভূমাপহতপাপ্মত্বাদি-শব্দভেদাদিত্যর্থঃ। শব্দভেদাচ্চ উপাস্যস্য প্রকারভেদঃ, প্রকারভেদেচ সতি উপাসনাভেদঃ প্রতীয়তে। আদি-শব্দাৎ অভ্যাস-গুণ-প্রক্রিয়া-নামধেয়াদিভেদাঃ পরিগৃহ্যন্তে ॥

একই ব্রহ্ম উপাস্য হইলেও এবং ব্রহ্ম প্রাপ্তিই সমস্ত উপাসনার ফল হইলেও সৎ, ভূমা ও অপহতপাপ্মত্ব প্রভৃতি শব্দভেদ থাকায় সদ্বিদ্যা ও দহরবিদ্যা প্রভৃতি বিদ্যার নানাত্ব বা ভেদ সিদ্ধ হইতেছে। আদিশব্দে অভ্যাস, গুণ, প্রক্রিয়া ও নাম প্রভৃতির গ্রহণ হইয়াছে ॥৩॥৩॥৫৬॥]

[চতুর্বিংশ শব্দাদিভেদাধিকরণ ॥২৪॥]

ইহ ব্রহ্মবিদ্যাঃ সর্ব্বা ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ-মোক্ষৈকফলাঃ সদ্বিদ্যা-ভূমবিদ্যা-দহরবিদ্যোপকোসলবিদ্যা--শাণ্ডিল্যবিদ্যা--বৈশ্বানরবিদ্যানন্দময়বিদ্যাক্ষরবিদ্যা-দিকা একশাখাগতাঃ শাখান্তরগতাশ্চোদাহরণম্ ; অন্যাঃ প্রাণাদ্যেকবিষয়-ফলাশ্চ। কিমত্র বিদ্যৈক্যম্, উত বিদ্যাভেদঃ, ইতি সংশয্যতে। অত্রৈবাসাং

কথামাত্র শ্রুত হইয়াছে। যথা,—'ইনিই অতিবাদী—যিনি সত্য বলেন' ইতি। সেই কারণেই সেখানে ভূমবিদ্যা প্রতিপাদনে বাক্যের তাৎপর্য্য হইলেও নামাদির উপাসনা ও উপাসনা-ফলই বিবক্ষিত বা শ্রুতির অভিপ্রেত ; নচেৎ অন্যাপেক্ষা অধিকতর ফলের নিমিত্তীভূত 'অতিবাদ' দ্বারা যে, ভূমবিদ্যার স্তুতি সম্পাদন, তাহা ত সঙ্গত হয় না ; অতএব সমস্তের উপাসনাই যুক্তি-যুক্ত, ব্যস্তোপাসনা নহে ॥৩॥৩॥৫৫॥　[ইতি ত্রয়োবিংশ ভূমজ্যায়স্ত্বাধিকরণ ॥২৩॥]

সদ্বিদ্যা, ভূমবিদ্যা, দহরবিদ্যা, উপকোসলবিদ্যা, শাণ্ডিল্যবিদ্যা, বৈশ্বানরবিদ্যা, আনন্দময়বিদ্যা ও অক্ষরবিদ্যা প্রভৃতি যে সমস্ত বিদ্যার একমাত্র ফল হইতেছে—ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ, সেই সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যা এক শাখাগতই হউক, আর ভিন্ন শাখাগতই হউক, সে সমুদয়কে এই সূত্রের উদাহরণ রূপে গ্রহণ করিতে হইবে ; তদ্ভিন্ন একই বিষয়ে একই ফলের জন্য বিহিত প্রাণবিদ্যা প্রভৃতিও গ্রহণ করিতে হইবে। এই স্থলে, প্রমাণান্তর দ্বারা উক্ত বিদ্যাসমূহের পরস্পর ভেদ

পরস্পরভেদে সমর্থিতে সত্যেকস্যা দহরবিদ্যাদিকায়াঃ সর্ববেদান্তপ্রত্যয়-ন্যায়ঃ। কিং যুক্তম্? বিদ্যৈক্যমিতি। কুতঃ? বেদ্যস্য ব্রহ্মণ একত্বাৎ; বেদ্যং হি বিদ্যায়া রূপম্; অতো রূপৈক্যাদ্বিদ্যৈক্যমিতি। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

নানা ইতি। নানাভূতা বিদ্যাঃ; কুতঃ? শব্দাদিভেদাৎ—আদি-শব্দেন অভ্যাস-সংখ্যা-গুণ-প্রক্রিয়া-নামধেয়ানি গৃহ্যন্তে; শব্দান্তরাদিভিরত্র বিধেয়-ভেদহেতবোঽনুবন্ধভেদা দৃশ্যন্তে। যদ্যপি বেদোপাসীতেত্যাদয়ঃ শব্দাঃ প্রত্যয়াবৃত্ত্যভিধায়িনঃ; প্রত্যয়াশ্চ ব্রহ্মৈকবিষয়াঃ; তথাপি তত্তৎ-প্রকরণোদিত-জগদেক-কারণত্বাপহত-পাপ্মত্বাদি-বিশেষণবিশিষ্ট-ব্রহ্মবিষয়-প্রত্যয়াবৃত্ত্যববোধিনঃ প্রত্যয়াবৃত্তিরূপা বিদ্যা ভিন্দন্তি। ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ-ফল-

---

সমর্থিত হইলে, দহরবিদ্যা প্রভৃতি প্রত্যেক বিদ্যার সম্বন্ধেই [প্রথম সূত্রোক্ত] 'সর্ব্ববেদান্ত-প্রত্যয়' ন্যায়টি প্রযোজ্য হইতে পারে। কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত? না, বিদ্যার একত্ব পক্ষই। কারণ? যেহেতু উপাস্য ব্রহ্ম সর্ব্বত্রই এক; কেন না, বেদ্য বা উপাস্যই হইতেছে বিদ্যার প্রকৃত স্বরূপ; অতএব স্বরূপের ঐক্য থাকায় বিদ্যারও একত্ব সিদ্ধ হইতেছে। এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে (*) "নানা" ইত্যাদি।

বিদ্যা নানা—ভিন্নই বটে; কারণ? যেহেতু শব্দাদির ভেদ রহিয়াছে। 'শব্দাদি' এই 'আদি' শব্দে অভ্যাস, সংখ্যা, গুণ, প্রক্রিয়া (উপাসনা প্রণালী) ও নামের গ্রহণ হইয়াছে। শব্দভেদাদি কারণেও উপাস্যের ভেদ-গ্রাহক অনুবন্ধভেদ (ভেদ-গ্রাহক ধাত্বর্থাদিভেদ) দেখিতে পাওয়া যায়।

'বেদ' (জানিবে) ও 'উপাসীত' (উপাসনা করিবে) প্রভৃতি শব্দগুলি যদিও জ্ঞানাত্মক উপাসনারই পৌনঃপুন্যবোধক হউক, এবং যদিও ব্রহ্মই উক্ত জ্ঞানসমূহের একমাত্র বিষয় (উপাস্য) হউক, তথাপি বিশেষ বিশেষ প্রকরণোক্ত জগদেককারণত্ব ও অপহতপাপ্মত্ব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণ-বিশিষ্ট ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানানুশীলনবোধক জ্ঞানাবৃত্তিস্বরূপ বিদ্যার ভেদ জন্মাইয়া থাকে। বিশেষতঃ ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফল-সম্পাদক উপাসনার বোধক যে সমস্ত বাক্য

(*) তাৎপর্য্য—এই শব্দাদিভেদাদিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—একই ব্রহ্মবিষয়ে এবং একই মুক্তি ফলের উদ্দেশ্যে বিহিত বিভিন্ন নামীয় সদ্বিদ্যা ও দহরবিদ্যা প্রভৃতি। (২) সংশয়—ঐ সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যাই কি এক? না—ভিন্ন ভিন্ন? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—উপাস্য ও ফল যখন সর্ব্বত্রই এক, তখন ঐ সমস্ত বিদ্যাও এক। (৪) উত্তর—না, এক হইতে পারে না; কারণ; বিদ্যাবিষয়ক শব্দ, গুণ ও প্রকরণাদি যখন এক নহে, তখন ঐ সমস্ত বিদ্যাও এক হইতে পারে না। (৫) নির্ণয়—অতএব ভিন্ন ভিন্ন শাখা ও প্রকরণগত ঐ সমস্ত বিদ্যাকে পৃথক্ পৃথক্ রূপেই চিন্তা করিতে হইবে।

সম্বন্ধ্যুপাসনবিশেষাভিধায়ীনি চ নিরাকাঙ্ক্ষাণি বাক্যানি প্রতিপ্রকরণং বিলক্ষণবিদ্যাভিধায়ীনীতি নিশ্চীয়তে। অস্মিন্নর্থে "শব্দান্তরে কর্ম্মভেদঃ" [পূর্ব্বমী০ ২।২।২] ইত্যাদিভিঃ পূর্ব্বকাণ্ডোদিতৈঃ সূত্রৈঃ সিদ্ধেঽপি পুনরিহ প্রতিপাদনং বেদান্তবাক্যানি অবিধেয়-জ্ঞানপরাণীতি কুদৃষ্টি-নিরসনায়। অতো বিদ্যাভেদ ইতি স্থিতম্ ॥৩॥৩॥৫৬॥

[ইতি চতুর্ব্বিংশং শব্দাদিভেদাধিকরণম্ ॥২৪॥]

বিকল্পাধিকরণম্ ।] **বিকল্পোঽবিশিষ্টফলত্বাৎ ॥৩॥৩॥৫৭॥**

[পদচ্ছেদঃ—বিকল্পঃ (পাক্ষিক অনুষ্ঠান) অবিশিষ্টফলত্বাৎ (যেহেতু উভয়েরই ফল এক অভিন্ন)।]

[সরলার্থঃ—সদ্বিদ্যা-ভূমবিদ্যা-দহরবিদ্যাদিনামকা বহ্ব্যঃ বিদ্যাঃ সন্তি; একস্মিন্নেব পুরুষে তাসাং সমুচ্চয়ঃ (সহানুষ্ঠানং) অস্তি, নাস্তীতি বিচার্য্যতে।

ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপৈকফলজনকতয়া বিহিতানাং সদ্বিদ্যাপ্রভৃতীনাং একস্মিন্ পুরুষে বিকল্পঃ—পৃথগনুষ্ঠানমেব ন্যায্যঃ, নতু সমুচ্চয়ঃ; কুতঃ? অবিশিষ্টফলত্বাৎ—যতঃ সর্ব্বাসামেব হি সদ্বিদ্যাদীনাং ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপং ফলং অবিশিষ্টম্ একরূপমেব; তচ্চেৎ একয়ৈব বিদ্যয়া নিষ্পদ্যতে, তর্হি তদর্থং পুনর্ব্বিদ্যান্তরানুষ্ঠানং নোপযুজ্যতে ইতি ভাবঃ॥

সদ্বিদ্যা ও ভূমবিদ্যা প্রভৃতি বহুতর ব্রহ্মবিদ্যা আছে; প্রত্যেক ব্যক্তিকেই কি সেই সমস্ত গুলির অনুশীলন করিতে হইবে? অথবা না? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, ঐ জাতীয় সমস্ত উপাসনারই যখন ফল অবিশিষ্ট, অর্থাৎ একই প্রকার, অথচ একটি মাত্র উপাসনা দ্বারাই যখন সেই ফল সিদ্ধ হইতে পারে, তখন সেই একই ফলের জন্য সমস্ত বিদ্যার অনুশীলনে প্রয়োজন নাই; কাজেই প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সমস্ত বিদ্যার অনুশীলন করিতে হইবে না ॥৩॥৩॥৫৭॥]

আছে, প্রত্যেক প্রকরণেই সে সমস্ত বাক্য যখন নিরাকাঙ্ক্ষ অর্থাৎ অপর কোনও বিদ্যার অপেক্ষা রাখে না, তখন সে সমস্ত বাক্য যে, বিলক্ষণ বা সর্ব্বতোভাবে নূতন স্বতন্ত্রভূত বিদ্যার বিধায়ক, তাহাই নিশ্চিত হয়। যদিও কর্ম্মকাণ্ডোক্ত 'শব্দভেদে কর্ম্মভেদ হয়' ইত্যাদি সূত্র দ্বারাই এই বিষয়টি সিদ্ধান্তিত হইয়া গিয়াছে, তথাপি, বেদান্তবাক্যসমূহ বিধিপর বা বিধায়ক নহে, এইরূপ অসদ্বুদ্ধি নিরাকরণের জন্য এখানে পুনশ্চ তাহারই প্রতিপাদন করা আবশ্যক হইয়াছে। অতএব আলোচ্য বিদ্যা সকল যে, এক নহে—ভিন্ন ভিন্ন, তাহা স্থির হইল (*) ॥৩॥৩॥৫৬॥　　[চতুর্বিংশ শব্দাদিভেদাধিকরণ ॥২৪॥]

(*) তাৎপর্য্য—এই তৃতীয় পাদের প্রথম সূত্রে 'সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়' ন্যায় দ্বারা স্থাপন করা হইয়াছে যে, কোন এক শাখায় বিহিত উপাসনার অন্য সমস্ত শাখাতেও উপসংহার করিতে হয়। আর এখানে স্থাপন করা হইতেছে যে, যেখানে নাম, রূপ ও শব্দাদি ভিন্ন ভিন্ন থাকে, সেখানে উপাস্য ও উপাসনার ফল এক হইলেও সেই সমস্ত বিদ্যা বা উপাসনা বস্তুতঃ পৃথক্; সুতরাং পৃথক্ভাবেই সে সমুদয়ের অনুশীলন করিতে হইবে॥

ব্রহ্মপ্রাপ্তিফলানাং সদ্বিদ্যা-দহরবিদ্যাদীনাং নানাত্বমুক্তম্ ; ইদানীমাসাং বিদ্যানামেকস্মিন্ পুরুষে প্রয়োজনবত্ত্বেন সমুচ্চয়োঽপি সম্ভবতি, উত প্রয়োজনাভাবাৎ বিকল্প এব,—ইতি বিশয়ে—কিং যুক্তম্ ? সমুচ্চয়োঽপি সম্ভবতীতি ; কুতঃ ? একফলানাং ভিন্নশাস্ত্রার্থানামপি সমুচ্চয়দর্শনাৎ। দৃশ্যতে হি একস্যৈব স্বর্গাদেঃ সাধনানামগ্নিহোত্র-দর্শপূর্ণমাসাদীনাং তস্যৈব স্বর্গস্য ভূয়স্ত্বাপেক্ষয়ৈকত্র পুরুষে সমুচ্চয়ঃ ; এবমিহাপি ব্রহ্মানুভব-ভূয়স্ত্বাপেক্ষয়া সমুচ্চয়োঽপি সম্ভবতীতি। এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

বিকল্প এব ; ন সমুচ্চয়ঃ সম্ভবতীতি। কুতঃ ? অবিশিষ্টফলত্বাৎ— সর্ব্বাসাং হি ব্রহ্মবিদ্যানামনবধিকাতিশয়ানন্দ-ব্রহ্মানুভবফলম্ অবিশিষ্টং

ইতঃপূর্ব্বে একই ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফলসাধক সদ্বিদ্যা, দহরবিদ্যা প্রভৃতির নানাত্ব বা স্বরূপগত পার্থক্য উক্ত হইয়াছে ; এখন সংশয় হইতেছে যে, একই ব্যক্তির পক্ষে ঐ সমস্ত বিদ্যার সমুচ্চয়ানুষ্ঠানে প্রয়োজন আছে কি না ; প্রয়োজন থাকিলে অনুষ্ঠান করিতে হইবে, আর না থাকিলে করিতে হইবে না। কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ? না, সমুচ্চয় পক্ষই ; কারণ ? যেহেতু বিভিন্ন শাস্ত্রোপদিষ্ট এক-ফলসাধন বিষয়েও সমুচ্চয় বা সহানুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন, একই স্বর্গাদি ফল-সাধন 'অগ্নিহোত্র' ও 'দর্শ-পূর্ণমাস' প্রভৃতি যজ্ঞ-সমূহেরও স্বর্গফলের প্রাচুর্য্য সম্পাদনের প্রত্যাশায় একই পুরুষকে বারংবার অনুষ্ঠান করিতে দেখা যায়, সেইরূপ এখানেও ব্রহ্মানুভূতিরূপ ফলের আধিক্য সাধনের জন্য ঐ সমস্ত বিদ্যারও সহানুষ্ঠান সম্ভবপর হইতে পারে। এইরূপ সম্ভাবনায় আমরা বলিতেছি (*)—

এখানে বিকল্পেরই সম্ভব হয় সমুচ্চয়ের সম্ভব হয় না ; কারণ ? যেহেতু ফলের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই। কেন না, তারতম্যবিহীন নিরতিশয় ব্রহ্মানন্দানুভূতিরূপ ফল যে, ঐ জাতীয়

(*) তাৎপর্য্য—এই বিকল্পাধিকরণটি ৫৭—৫৮—এই দুইটি সূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপই (১) বিষয়—সদ্বিদ্যা, ভূমবিদ্যা ও দহর-বিদ্যা প্রভৃতি ব্রহ্ম-প্রাপ্তিফলক বিদ্যাসমূহ। (২) সংশয়—উক্ত বিদ্যাগুলি কি একই পুরুষের অনুষ্ঠেয় ? অথবা প্রয়োজন না থাকায় এক পুরুষের অনুষ্ঠেয় নহে ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—একই স্বর্গাদি ফলের নিমিত্ত বিহিত 'দর্শপৌর্ণমাস' ও 'অগ্নিহোত্র' প্রভৃতি যাগের যখন একই ব্যক্তি সমুচ্চয়ে অনুষ্ঠান করিতে পারে, তখন উক্ত বিদ্যাসমূহেরই বা সমুচ্চয়ানুষ্ঠান হইবে না কেন ? (৪) উত্তর—না, সমুচ্চয় হইতে পারে না ; কারণ, যাগ-ফল স্বর্গাদির তারতম্য আছে ; সুতরাং ক্রিয়ার আধিক্যে ফলেরও আধিক্য হইতে পারে ; কিন্তু বিদ্যাফল ব্রহ্মানুভব যখন সকলের পক্ষেই সমান, এবং হ্রাস-বৃদ্ধিবিহীন, তখন বহুবার অনুশীলনেও ফলাধিক্যের সম্ভাবনা না থাকায় সমুচ্চয়ানুষ্ঠান নিষ্প্রয়োজন—অনাবশ্যক। (৫) নির্ণয়—অতএব যে কোন ব্যক্তি উক্ত বিদ্যাসমূহের মধ্যে যে কোন একটি বিদ্যাগ্রহণ করিলেই হইবে, উহাদের সমুচ্চয়ে অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই।

শ্রূয়তে—"ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" [তৈত্তি০ আন০ ১ অনু০ ১] "স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য" [তৈত্তি০ আন০ ৮ অনু০]

"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।

তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥"

[মুণ্ড০ ৩।১।৩] ইত্যাদিভ্যঃ। ব্রহ্ম হি স্বস্য পরস্য চ স্বয়মনুভূয়মানমনবধিকাতিশয়ানন্দং ভবতি। স চ তাদৃশো ব্রহ্মানুভব একয়া বিদ্যয়া অবাপ্যতে চেৎ, কিমন্যয়া? ইতি ন সমুচ্চয়সম্ভবঃ। স্বর্গাদির্হি দেশতঃ কালতঃ স্বরূপতশ্চ পরিমিতত্বেন তত্র দেশাদ্যপেক্ষয়া ভূয়স্ত্বসম্ভবাৎ তদর্থিনঃ সমুচ্চয়ঃ সম্ভবতি; ইহ তু তদ্বিপরীতস্বরূপে ব্রহ্মণি তন্ন সম্ভবতি। সর্ব্বাশ্চ বিদ্যা ব্রহ্মানুভববিরোধ্যনাদিকর্ম্মাবিদ্যা-নিরসনমুখেন ব্রহ্মপ্রাপ্তিফলা,—ইত্যবিশিষ্টফলত্বাৎ সর্ব্বাসাং বিকল্প এব ॥৩॥৩॥৫৭॥

ব্রহ্মপ্রাপ্তি-ব্যতিরিক্তফলাস্তু বিদ্যাঃ স্বর্গাদিফল-কর্ম্মবদ্ যথেষ্টং বিকল্প্যেরন্, সমুচ্চীয়েরন্ বা, তাসাং পরিমিতফলত্বেন ভূয়স্ত্বাপেক্ষাসম্ভবাৎ। তদাহ—

সমস্ত বিদ্যার সম্বন্ধেই তুল্য; তাহা 'ব্রহ্মবিদ্ পুরুষ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন' 'তাহা আবার ব্রহ্মজ্ঞ ও অকামহত অর্থাৎ নিষ্কাম শ্রোত্রিয়ের পক্ষে একই আনন্দ'। 'দিব্যদর্শী পুরুষ যখন সুবর্ণবর্ণ, জগৎকর্ত্তা ও বেদপ্রসূ পুরুষ জগদীশ্বরকে (ব্রহ্মকে) দর্শন করেন, তখন সেই বিদ্বান্ পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্দ্দোষ হইয়া অনির্ব্বচনীয় সর্ব্বোত্তম ব্রহ্ম-সাম্য লাভ করেন' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতেও জানা যায়। নিজে অথবা অপরেই ব্রহ্মবস্তু অনুভব করুক না কেন, অনুভবসময়ে সকলের নিকটই ব্রহ্ম নিরতিশয় আনন্দস্বরূপে অনুভূত হইয়া থাকেন; যদি একই বিদ্যার সাহায্যে সেই ব্রহ্ম বস্তুটি লাভ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে আর অপরাপর বিদ্যার অনুশীলনে প্রয়োজন কি? কাজেই সমুচ্চয় পক্ষ সম্ভব হইতেছে না। আর স্বর্গাদি ফল যখন দেশ, কাল এবং স্বরূপতঃও পরিমিত বা সীমাবদ্ধ; তখন দেশ কালাদির তুলনায় তাহার পরিমাণেও হ্রাস-বৃদ্ধির সম্ভাবনা রহিয়াছে; কাজেই স্বর্গাদি ফলার্থীর পক্ষে ক্রিয়াসমুচ্চয় সম্ভবপর হইয়া থাকে, কিন্তু এখানে স্বর্গাদির সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ দেশ-কালাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মস্বরূপ ফলে ত কখনই ঐরূপ ব্যবস্থা সম্ভবপর হইতে পারে না। বিশেষতঃ উল্লিখিত বিদ্যাসমূহের প্রত্যেকটিই যখন ব্রহ্মানুভূতির প্রতিবন্ধক অজ্ঞান-সমুৎসারণপূর্ব্বক ব্রহ্মপ্রাপ্তি-ফলের সাধক, তখন ফলগত কিছুমাত্র প্রভেদ না থাকায় উক্ত বিদ্যাসমূহের কখনই সমুচ্চয় হইতে পারে না, পরন্তু বিকল্পই ॥৩॥৩॥৫৭॥

কাম্যাস্তু যথাকামং সমুচ্চীয়েরন্ নবা পূর্ব্বহেত্বভাবাৎ ॥৩৷৩৷৫৮॥

[পদচ্ছেদঃ—কাম্যাঃ (কাম্য বিদ্যা সকল) তু (কিন্তু) যথাকামং (ইচ্ছানুসারে) সমুচ্চীয়েরন্ ন বা (সমুচ্চিতও হইতে পারে, নাও হইতে পারে), পূর্ব্বহেত্বভাবাৎ (যেহেতু পূর্ব্বোক্ত কারণ সেখানে নাই)।]

[সরলার্থঃ—কাম্যাঃ ব্রহ্মপ্রাপ্তীতরফলা বিদ্যাঃ পুনঃ যথাকামং কামানুসারেণ সমুচ্চীয়েরন্, বিকল্প্যেরন বা ; কুতঃ ? পূর্ব্বহেত্বভাবাৎ—তৎফলস্য অবিশিষ্টত্বাভাবাৎ পরিমিতত্বাদিত্যর্থঃ।

যে সমস্ত বিদ্যা কাম্য অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তিভিন্ন ফলসাধক, ইচ্ছানুসারে সে সমস্ত বিদ্যা সমুচ্চিতও হইতে পারে, আর বিকল্পিতও হইতে পারে ; কেন না, সে সবস্থলে, পূর্ব্বোক্ত ফলগত অপরিমিতত্ব হেতু নাই। অভিপ্রায় এই যে, যদি অধিক ফলের আশা থাকে, তবে কাম্যবিদ্যার সমুচ্চয়ানুষ্ঠান করিবে, নচেৎ করিবে না ॥৩৷৩৷৫৮॥]

[পঞ্চবিংশ বিকল্পাধিকরণ ॥২৫॥]

অপরিমিতফলত্বাভাবাদিত্যর্থঃ ॥৩৷৩৷৫৮॥

[ইতি পঞ্চবিংশং বিকল্পাধিকরণম্ ॥২৫॥]

যথাশ্রয়-ভাবাধিকরণম্।] **অঙ্গেষু যথাশ্রয়ভাবঃ ॥৩৷৩৷৫৯॥**

[পদচ্ছেদঃ—অঙ্গেষু (যাগাঙ্গাশ্রিত উপাসনাতে) যথাশ্রয়ভাবঃ (আশ্রয়ানুযায়ী ব্যবস্থা হইবে)।]

[সরলার্থঃ—উদ্গীথাদ্যঙ্গেষু আশ্রিতানাং "উদ্গীথমুপাসীত" ইত্যাদীনাং বিদ্যানাং যথাশ্রয়ভাবঃ—উদ্গীথাদিবৎ ক্রত্বঙ্গভাবঃ প্রতিপত্তব্য ইত্যর্থঃ।

কর্ম্মাঙ্গ উদ্গীথাদি অবলম্বনে, যে সমস্ত উপাসনা-বিহিত আছে, সে সমস্ত উপাসনা তদাশ্রয়ভূত-উদ্গীথাদির ন্যায়, অর্থাৎ উদ্গীথাদি যেরূপ যাগাঙ্গ, ঐ সমস্ত উপাসনাও তদ্রূপ যাগাঙ্গ বলিয়া গৃহীত হইবে ॥৩৷৩৷৫৯॥]

উদ্গীথাদি-ক্রত্বঙ্গেষ্বাশ্রিতাঃ "ওঁমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত" [ছান্দো০ ১৷১৷১] ইত্যাদিকা বিদ্যাঃ কিমুদ্গীথাদিবৎ ক্রত্বর্থতয়া ক্রতুষু নিয়মে-

---

[কাম্যবিদ্যাগুলির ইচ্ছানুসারে সমুচ্চয় বা বিকল্পানুষ্ঠান করিবে ;] কারণ, [উহাদের সম্বন্ধে] অপরিমিতফলত্ব রূপ পূর্ব্বোক্ত হেতু বিদ্যমান নাই ॥৩৷৩৷৫৮॥

[ইতি পঞ্চবিংশ বিকল্পাধিকরণ ॥২৫॥]

যজ্ঞাঙ্গ উদ্গীথাদি অবলম্বনে 'ওঁম্' এই অক্ষরকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিবে' ইত্যাদি বহু উপাসনা বিহিত আছে ; সেখানে সংশয় এই যে, উদ্গীথাদির ন্যায় ঐ সমস্ত উপাসনাগুলিও কি

নোপাদেয়াঃ, উত গোদোহনাদিবৎ পুরুষার্থতয়া যথাকামম্,—ইতি বিশয়ে—নিয়মেনোপাদেয়া ইতি যুক্তম্।

নন্বু চাসাং পুরুষার্থত্বেনানিয়মঃ প্রতিপাদিতঃ "তন্নির্দ্ধারণানিয়মস্তদ্দৃষ্টেঃ পৃথগ্‌ হ্যপ্রতিবন্ধঃ ফলম্" [ব্রহ্মসূ° ৩।৩।৪১] ইত্যত্র। সত্যম্ ; তদেব দ্রঢ়য়িতুং কৈশ্চিৎ লিঙ্গদর্শনৈর্যুক্ত্যা চাক্ষিপ্যতে। তত্র হি "তেনোভৌ কুরুতঃ" [ছান্দো° ১।১।১০] ইত্যনিয়মদর্শনাৎ পৃথক্‌ফলত্বমুক্তম্ ; উপাসনাশ্রয়ভূতোদ্‌গীথাদিবদুপাসনানামপ্যঙ্গতয়া উপাদাননিয়মে বহবো হেতব উপলভ্যন্তে; নহ্যত্র "গোদোহনেন পশুকামস্য প্রণয়েৎ" [—০ ?] ইত্যাদিবদুপাসনাবিধিবাক্যে ফলসম্বন্ধঃ শ্রূয়তে; "উদ্‌গীথমুপাসীত" [ছান্দো° ১।১।১] ইত্যুদ্‌গীথাদিসম্বন্ধিতয়ৈবোপাসনং প্রতীয়তে। "যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা, তদেব বীর্য্যবত্তরম্" [ছান্দো° ১।১।১০]

যজ্ঞোপকারকরূপে প্রত্যেক যজ্ঞেই গ্রহণ করিতে হইবে ? অথবা যজ্ঞাঙ্গ গোদোহনাদির ন্যায় ইচ্ছানুসারে গ্রহণ করিতে হইবে ? এইরূপ সংশয় স্থলে সর্ব্বত্র গ্রহণকরাই যুক্তিযুক্ত মনে হয় (*)।

ভাল কথা, পুরুষার্থ সাধনে যে, সমস্ত বিদ্যারই নিয়ত আবশ্যক হয় না, তাহা ত "তন্নির্দ্ধারণানিয়মঃ" "তদ্দৃষ্টেঃ পৃথগ্‌হ্যপ্রতিবন্ধঃ ফলম্" এই দুই সূত্রেই প্রতিপাদিত হইয়াছে ; [তবে আর এখানে তাহা প্রতিপাদনের আবশ্যক কি ?], হাঁ, যদিও সেখানেই ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে সত্য, তথাপি সেই পূর্ব্বোক্ত বিষয়েরই দৃঢ়তা সম্পাদনার্থ এই অধিকরণে আরও কতিপয় বিরুদ্ধ হেতু দর্শনে আপত্তি উত্থাপন করা হইয়াছে মাত্র। সেখানে কেবল "তেনোভৌ কুরুতঃ" এই শ্রুতির সাহায্যেই উপাসনার অনিয়ম বা নিয়ত আবশ্যকতার অভাব দর্শনে পৃথক্ পৃথক্ ফলসাধকতা মাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে ; কারণ, উপাসনার আশ্রয় বা অবলম্বন স্বরূপ উদ্গীথাদির ন্যায় উপাসনাগুলিও যখন অঙ্গ, তখন উহাদেরও অবশ্য-গ্রহণ পক্ষে বহুতর হেতু দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ পশু-সমৃদ্ধিকামী ব্যক্তি গোদোহনপূর্ব্বক চরু পাক করিবে' ইত্যাদি স্থলে যেমন কাম্য পশুরূপ ফলবিশেষের উল্লেখ শ্রুত আছে, এখানে ত সেরূপ কোনও ফলবিশেষের উল্লেখ দেখা যাইতেছে না। 'উদ্গীথের উপাসনা করিবে', এই বাক্য হইতে ঐ সমস্ত উপাসনাকে কেবল উদ্গীথ সম্পর্কিত বলিয়াই প্রতীতি হইতেছে মাত্র।

'বিদ্যা, শ্রদ্ধা ও বিজ্ঞানসহকারে যাহা করা হয়, তাহাই সমধিক বীর্য্যশালী হয়,' বর্ত্তমানতা-

---

(*) তাৎপর্য্য—এই যথাশ্রয়ভাবাধিকরণটি ৫৯—৬০—পর্য্যন্ত ছয় সূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—ক্রিয়াঙ্গ উদ্গীথাদি অবলম্বনে বিহিত উদ্গীথাদি-উপাসনা। (২) সংশয়—গোদোহনাদির ন্যায় ঐ সমস্ত উপাসনারও সর্ব্বত্র উপসংহার করা আবশ্যক হয় কি না। (৩) পূর্ব্বপক্ষ—সর্ব্বত্র উপাদান করা আবশ্যক হয় না। (৪) উত্তর—না, - এসমস্ত উপাসনার উপসংহার অবশ্যকর্ত্তব্য হইতে পারে না ; কারণ, "যদেব বিদ্যয়া করোতি" ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, ক্রতুর বীর্য্যাধিক্য সাধনই উপাসনার সাক্ষাৎ ফল ; সেই উপাসনার কেবল অবলম্বনরূপেই সন্নিহিত উদ্গীথ প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ ঘটিয়াছে। (৫) নির্ণয়—অতএব উদ্গীথের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বত্রই যে, উপাসনাও করিতে হইবে, তাহা নহে ; পরন্তু যেখানে ক্রতুরবীর্য্যাধিক্য-সাধনে ইচ্ছা থাকে, কেবল সেই সমস্ত স্থানেই ঐরূপ উপাসনার আবশ্যক হয়, অন্যত্র নহে।

ইতি বর্ত্তমানাপদেশরূপ-বাক্যান্তরাদ্ধি ফলসম্বন্ধো জ্ঞায়তে ; স্ববাক্যেনৈবাব্যভিচরিতক্রতুসম্বন্ধ্যুদ্গীথাদিসম্বন্ধেন নির্জ্ঞাত-ক্রত্বঙ্গভাবস্য বাক্যান্তরস্থ-বর্ত্তমানফল-সম্বন্ধনির্দ্দেশোঽর্থবাদমাত্রং স্যাৎ, অপাপশ্লোকশ্রবণাদিবৎ। অতো যথা উদ্গীথাদয় উপাসনাশ্রয়াঃ ক্রত্বঙ্গতয়া প্রয়োগ-বিধিনা নিয়মেনোপাদীয়ন্তে ; তথা তদাশ্রিতাশ্চোপাসনাস্তন্মুখেন ক্রত্বঙ্গভূতাঃ, ইতি নিয়মেনোপাদেয়া এব ॥৩॥৩॥৫৯॥

শিষ্টেশ্চ ॥৩॥৩॥৬০॥

[পদচ্ছেদঃ—শিষ্টেঃ (শাসন—বিধান হেতু) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—শিষ্টিঃ—শাসনম্—বিধানমিত্যর্থঃ। "উদ্গীথমুপাসীত" ইতি বিধানাচ্চ হেতোঃ—"যদেব বিদ্যয়া করোতি" ইতি বর্ত্তমান-নির্দ্দেশাবগত-ফলসম্বন্ধলাভাৎ প্রাগেব উপাসনস্য উদ্গীথসম্বন্ধঃ প্রতীয়তে ; তস্মাদপি হেতোঃ তদঙ্গতয়া উপাদাননিয়মঃ সিধ্যতীত্যর্থঃ ॥

বিশেষতঃ 'উদ্গীথের উপাসনা করিবে' এইরূপ বিধি থাকায়, বিধিরহিত কেবলই বর্ত্তমানতাবোধক "যদেব বিদ্যয়া করোতি", এই বাক্যাবগত ফলপ্রতীতির পূর্ব্বেই ইহার উপাসনাঙ্গতা সিদ্ধ হইতেছে ; কাজেই তাহার উপসংহারেরও আবশ্যকতা হইতেছে ॥৩॥৩॥৬০॥]

শিষ্টিঃ শাসনম্, বিধানমিত্যর্থঃ। "উদ্গীথমুপাসীত" [ছান্দো° ১।১।১] ইত্যুদ্গীথাঙ্গতয়োপাসনবিধানাচ্চোপাদাননিয়মঃ। "গোদোহনেন

মাত্রবোধক এই বাক্যান্তর হইতেও উপাসনার সফলতা জানা যাইতেছে ; অতএব, উপাসনা-বিধায়ক বাক্যে কেবল ক্রতুসম্বন্ধ শ্রুত থাকাতেই, ঐ উপাসনার ক্রত্বঙ্গত্ব জানা যাইতেছে ; সুতরাং অন্যবাক্যে যে, বর্ত্তমানকালীন ফল সম্বন্ধের উল্লেখ আছে, তাহা নিশ্চয়ই অপাপ-শ্লোক-শ্রবণের ন্যায় শুধুই 'অর্থবাদ' মাত্র হইবে, [কখনও ফলবিধায়ক হইবে না।] অতএব, উপাসনার আশ্রয় বা আলম্বনস্বরূপ উদ্গীথ প্রভৃতি যেমন প্রয়োগবিধি অনুসারে (*) যজ্ঞাঙ্গরূপে নিয়তই পরিগৃহীত হইয়া থাকে, তেমনি সেই উদ্গীথাশ্রিত উপাসনাগুলিও উদ্গীথের সহযোগে নিয়তই যজ্ঞাঙ্গভাব প্রাপ্ত হইবে ; সুতরাং কর্ম্মাঙ্গরূপে সে সমুদয়ের গ্রহণকরাও অবশ্যই উচিত ॥৩॥৩॥৫৯॥

শিষ্টি অর্থ—শাসন অর্থাৎ বিধান। 'উদ্গীথের উপাসনা করিবে' এই শ্রুতিতে উদ্গীথাঙ্গরূপে উপাসনার বিধান থাকায়, উপাসনারও আবশ্যকতা প্রতীতি হইতেছে। বিশেষতঃ 'পশুকাম ব্যক্তি গোদোহন দ্বারা চরু প্রস্তুত করিবে', এই শ্রুতিতে যেরূপ অন্য ক্রিয়ায় অধিকারীর

(*) তাৎপর্য্য—বিধি অনেকপ্রকার আছে, বিনিয়োগ বিধি তাহার মধ্যে অন্যতম। যে বিধির সাহায্যে মন্ত্রাদির ক্রিয়া-বিশেষে ব্যবহার বিজ্ঞাপিত হয়, তাহাকে বিনিয়োগ-বিধি বলে।

পশুকামস্য প্রণয়েৎ” ইত্যাদিবৎ বিধিবাক্যেঽধিকারান্তরাশ্রবণাত্তুদ্গীথাঙ্গ-ভাব এব হি বিধেয় ইতি গম্যতে ॥৩॥৩॥৬০॥

সমাহারাৎ ॥৩॥৩॥৬১॥

[পদচ্ছেদঃ—সমাহারাৎ [উদ্গীথ দুষ্ট হইলে] অন্য দ্বারা সমাধানের উপদেশ হেতু)।]

[সরলার্থঃ—“হোতৃ-ষদনাদ্ হৈব দুরুদ্গীথমনুসমাহরতি” ইত্যত্র উপাসনস্য সমাহারনিয়মো দৃশ্যতে, তস্মাদপি উপাসনস্য নিয়মেনোপাদানং প্রতীয়তে। দুরুদ্গীথং—বেদনবিহীনম্ উদ্গীথম্; বেদনহানৌ চ অন্যেন তৎসমাধানং কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ ॥

“হোতৃ-ষদনাৎ” ইত্যাদি শ্রুতিতে কথিত আছে যে, উদ্গীথ যদি দুষ্ট হয় অর্থাৎ উপাসনা-বিহীন হয়, তাহা হইলে অন্য ক্রিয়া দ্বারা তাহার প্রতীকার করিতে হইবে। এইরূপ বিধান হইতেও বুঝা যাইতেছে যে, নিশ্চয়ই উপাসনার আবশ্যকতা আছে ॥৩॥৩॥৬১॥]

“হোতৃ-ষদনাদ্ধৈবাপি দুরুদ্গীথমনুসমাহরতি” [ছান্দো০ ১।৫।৫] ইত্যুপাসনস্য সমাহারনিয়মো দৃশ্যতে। দুরুদ্গীথং বেদনবিহীনমদ্গীথম্। বেদনহানাবন্যেন সমাধানং ব্রুবৎ তস্য নিয়মেনোপাদানং দর্শয়তি ॥৩॥৩॥৬১॥

গুণসাধারণ্যশ্রুতেশ্চ ॥৩॥৩॥৬২॥

[পদচ্ছেদঃ—গুণসাধারণ্যশ্রুতেঃ (উপাসনার অঙ্গভূত গুণের সাধারণভাব শ্রুতি হইতে) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—“তেনেয়ং ত্রয়ী বিদ্যা বর্ত্ততে, ওঁম্ ইতি আশ্রাবয়তি” ইত্যাদৌ গুণস্য প্রণবাঙ্গো-পাসনস্য সাধারণ্যেন শ্রুতেরপি উপাসনোপাদাননিয়মোঽবগম্যতে ইত্যর্থঃ। সোপাসনস্যৈব প্রণ-বস্য সর্ব্বত্র অনুবৃত্তিদর্শনাৎ তৎসহচরস্যোপাসনস্যাপি উপাদাননিয়মঃ প্রতীয়তে ইতিভাবঃ ॥

‘এই প্রণবসহযোগেই সমস্ত বেদবিদ্যা প্রবৃত্ত হইয়া থাকে’ ইত্যাদি শ্রুতিতে উপাসনাসমন্বিত প্রণবের সাধারণ্য বা সর্ব্বত্রানুবৃত্তির শ্রুতি থাকায় প্রণবাঙ্গ উপাসনারও সর্ব্বত্র গ্রহণের আবশ্যকতা অবধারিত হইতেছে ॥৩॥৩॥৬২॥]

সম্বন্ধেই গোদোহনাধিকার শ্রুত আছে, এখানেত সেরূপ কোনও অধিকারান্তরের উল্লেখ শোনা যাইতেছে না; অতএব এখানে বুঝা যাইতেছে যে, উক্ত উপাসনায় উদ্গীথাঙ্গত্বই বিধেয় বা বিধির বিষয়, (অতএব তাহাই প্রধান) ॥৩॥৩॥৬০॥

‘হোতৃ-ষদন হইতে দুরুদ্গীথের পরিপূরণ করিবে’ এই শ্রুতিতে উপাসনা-গ্রহণের আবশ্য-কতা পরিলক্ষিত হইতেছে। দুরুদ্গীথ অর্থ—উপাসনাবিহীন উদ্গীথ। উক্ত শ্রুতিটি উপাসনার অভাবে অন্য দ্বারাও তাহার পরিপূরণের উপদেশ দিয়া, সেই উপাসনার অবশ্য-গ্রহণীয়তাই জ্ঞাপন করিতেছেন ॥৩॥৩॥৬১॥

উপাসনগুণস্য উপাসনাশ্রয়স্য প্রণবস্য সোপাসনস্য "তেনেয়ং ত্রেয়ী বিদ্যা বর্ত্ততে, ওমিত্যাশ্রাবয়ত্যোমিতি শংসত্যোমিত্যুদ্গায়তি" [ছান্দো০ ১।১।৯] ইতি সাধারণ্যশ্রুতেশ্চোপাসন-সমাহারো গম্যতে। "তেন" ইতি প্রকৃতপরামর্শাৎ সোপাসন এব প্রণবঃ সর্ব্বত্র সঞ্চরতি। অত উপাসনস্য প্রণবসহভাব-নিয়মদর্শনাচ্চ উদ্গীথাদ্যুপাসনানামুদ্গীথাদিবৎ নিয়মেনোপাদনম্ ॥৩॥৩॥৬২॥

ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

নবা তৎসহভাবাশ্রুতেঃ ॥৩॥৩॥৬৩॥

[পদচ্ছেদঃ—নবা (নিশ্চয়ই নহে) তৎসহভাবাশ্রুতেঃ (যেহেতু তাহার সহিত ইহার অঙ্গভাব-শ্রুতি নাই)।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং সিদ্ধান্ত উচ্যতে—নবা নৈব উপাদাননিয়মঃ ; কুতঃ ? তৎসহভাবাশ্রুতেঃ —উদ্গীথাদ্যঙ্গভাবাশ্রবণাদিত্যর্থঃ। ক্রত্বঙ্গভাবো হি অঙ্গভাবঃ, "যদেব বিদ্যয়া করোতি, * * * তদেব বীর্য্যবত্তরম্" ইতি বীর্য্যবত্তরত্ব-সাধনতয়া শ্রুতায়া বিদ্যায়াঃ ক্রত্বঙ্গরূপতয়া বিনিয়োগা-সম্ভবাৎ তদঙ্গভাবো নৈব শ্রূয়তে। যত্র সাক্ষাৎ ফলসাধনত্বং প্রতিপাদ্যতে, তত্র ফলসাধনত্বস্য প্রাক্প্রতিপাদিতত্বাৎ ক্রত্বঙ্গতয়া তস্য বিনিয়োগো নৈব সম্ভবতীত্যাশয়ঃ ॥

এখন সিদ্ধান্ত বলা হইতেছে—যেহেতু শ্রুতিতে তৎসহভাব অর্থাৎ উদ্গীথাদ্যঙ্গভাবের উল্লেখ নাই, সেই হেতু নিশ্চয়ই উপাদানেরও নিয়ম হইতে পারে না। সহভাব অর্থ—ক্রতুর অঙ্গভাব ; 'বিদ্যার সহিত যাহা করা হয়' ইত্যাদি শ্রুতিতে বিদ্যার কেবল বীর্য্যবত্তরত্ব-সাধনতাই প্রতিপাদিত হইয়াছে ; সুতরাং ক্রতুর অঙ্গরূপে তাহার বিনিয়োগ সম্ভবপর হয় না বলিয়া ক্রত্বঙ্গতাও তাহার সিদ্ধ হইতেছে না। অতএব সর্ব্বত্র উপাদানের আবশ্যকতা নাই ॥৩॥৩॥৬৩॥]

'তাহা (তেন) দ্বারাই এই বেদবিদ্যা প্রবৃত্ত হয় ; ওঁম্ বলিয়া শ্রবণ করে, ওঁম্ বলিয়া আশংসা করে, ওঁম্ বলিয়া উদ্গান করে', এখানে উপাসনান্বিত—উপাসনার আশ্রয়ভূত অর্থাৎ উপাসনাসহকৃত প্রণবের সামানাধিকরণ্য (সর্ব্বত্র সম্বন্ধ) শ্রুতি থাকায় উপাসনারও অনুবৃত্তি বুঝা যাইতেছে। শ্রুতির 'তেন' শব্দে প্রস্তাবিত বিষয়ের সম্বন্ধ হওয়ায় উপাসনাসহকৃত প্রণবেরই সর্ব্বত্র অনুবৃত্তি বুঝাইতেছে, কেবলই প্রণবের নহে। অতএব প্রণবের সহিত উপাসনার সাহচর্য্য নিয়ম দর্শনেও বুঝা যাইতেছে যে, উদ্গীথাদির ন্যায় উদ্গীথাদি-উপাসনারও সর্ব্বত্র গ্রহণ করিতে হইবে ॥৩॥৩॥৬২॥

ন চৈতদস্তি—যদুদ্গীথাদ্যুপাসনানাং ক্রতুষু উদ্গীথাদিবদুপাদাননিয়ম ইতি। কুতঃ ? তৎসহভাবাশ্রুতেঃ—উদ্গীথাঙ্গভাবাশ্রুতেরিত্যর্থঃ। অঙ্গভাবে হি সহভাবনিয়মো ভবতি। যদ্যপি "উদ্গীথমুপাসীত" [ছান্দো° ১।১।১]ইত্যস্মিন্ পদসমুদায়েঽধিকারান্তরং ন প্রতীয়তে ; তথাপি তদনন্তরমেব "যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা, তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি" [ছান্দো° ১।১।১০] ইতি বিদ্যায়াঃ ক্রতুবীর্য্যবত্তরত্বং প্রতি সাধনভাবঃ প্রতিপাদ্যতে। তেন ক্রতুফলাৎ পৃথগ্ভূতফল-সাধনভূতা বিদ্যা "উদ্গীথম্ উপাসীত" ইতি কর্ত্তব্যতয়া বিধীয়তে। ক্রতুফলাৎ পৃথগ্-ভূত-ফলসাধনতয়াবগতস্যোপাসনস্য ক্রত্বঙ্গভূতোদ্গীথাঙ্গতয়া বিনিয়োগো

এইরূপ সিদ্ধান্ত-প্রাপ্তিতে বলা হইতেছে—'নবা' ইত্যাদি। ক্রতুতে উদ্গীথাদি ক্রিয়ার যেরূপ অবশ্য গ্রহণের নিয়ম আছে, উদ্গীথাদি-উপাসনাতেও যে, সেইরূপই গ্রহণের আবশ্যকতা আছে, তাহা নহে ; কারণ ? যেহেতু, তৎসহভাব শ্রুত হয় হয় নাই, অর্থাৎ উপাসনাও যে, উদ্গীথাদির অঙ্গ, এরূপ কথা শ্রুতিতে নাই। অঙ্গভাব থাকিলেই সহভাব—একসঙ্গে সর্ব্বত্র অনুবৃত্তির নিয়ম হইতে পারে। যদিও "উদ্গীথমুপাসীত" এই শ্রুতিতে অন্যাধিকার (অপর কোনও বিষয়ের) সম্বন্ধ প্রতীত হইতেছে না সত্য, তথাপি অব্যবহিত পরেই 'বিদ্যা, শ্রদ্ধা ও উপনিষদ্ সহযোগে যাহাই করা যায়, তাহাই সমধিক বীর্য্যবান্ হয়' এই শ্রুতিতে বিদ্যাকে ক্রতুর বীর্য্যবত্তরত্বসাধন বলিয়াই প্রতিপাদন করা হইয়াছে ; সেই জন্যই "উদ্গীথমুপাসীত" এই শ্রুতিতে আবার ক্রতু-ফল হইতে সম্পূর্ণ পৃথগ্ভূত ফলের সাধনভূত বিদ্যাটীও উহারই অঙ্গরূপে বিহিত হইয়াছে।

যজ্ঞে উদ্গীথাদির ন্যায় উদ্গীথাদি বিষয়ক উপাসনারও যে, অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে, সেরূপ কোনও নিয়ম নাই ; কারণ ? যেহেতু তৎসহভাবের শ্রুতি নাই, অর্থাৎ উদ্গীথ যেমন যজ্ঞাঙ্গ, তেমনি উপাসনাও যে, উদ্গীথাদির অঙ্গ, তদ্বোধক কোনও শ্রুতি নাই। অঙ্গভাব হইলেই (উদ্গীথাদির সহিত) সাহচর্য্য নিয়ম সম্ভবপর হইতে পারে, (নচেৎ নহে)। যদিও "উদ্গীথম্ উপাসীত" এই বাক্যে অপর কোনও বিষয়ের অধিকার বা সম্বন্ধ প্রতীত হইতেছে না, (কেবল উদ্গীথাধিকারই প্রতীত হইতেছে সত্য), তথাপি ইহার অব্যবহিত পরেই যখন 'বিদ্যাপূর্ব্বক যাহা কিছু করা যায়, তাহাই সমধিক বীর্য্যশালী হয়,' এই শ্রুতিতে বিদ্যাকে যজ্ঞের সমধিক বীর্য্যসাধক বলিয়া প্রতিপাদন করা হইতেছে, তখন বেশ বুঝা যাইতেছে যে, "উদ্গীথম্ উপাসীত" শ্রুতিতে যজ্ঞফল হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ফলসাধনার্থই বিদ্যার কর্ত্তব্যতা বিহিত হইতেছে। অতএব ক্রতু-ফল হইতে পৃথক্ ফলের সাধনরূপেই যখন উপাসনার প্রতীতি হইতেছে, তখন উদ্গীথাঙ্গরূপে সেই উপাসনার প্রয়োগ কখনই সঙ্গত হইতে পারে

নোপপদ্যতে। অতঃ (*) উপাসনস্যাশ্রয়াপেক্ষায়াং সন্নিহিত উদ্গীথ আশ্রয়মাত্রং ভবতি।

উদ্গীথশ্চ ক্রত্বঙ্গভূতঃ, ইতি ক্রতুপ্রযুক্তোদ্গীথাদ্যাশ্রয়ে উপাসনে ক্রত্বধিকারিণ এব ক্রতোর্বীর্য্যবত্তরত্বেচ্ছানিমিত্তমিদমধিকারান্তরম্, ইতি ন ক্রতুষু তদুপাদাননিয়মঃ। বীর্য্যবত্তরত্বঞ্চ ক্রতুফলস্য প্রবলকর্ম্মান্তরফলেনা-প্রতিবন্ধ ইত্যুক্তম্; ক্রতোরবিলম্বিতফলত্বমিত্যর্থঃ। পর্ণতাদীনান্তু "যদেব বিদ্যয়া করোতি, তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি" [ছান্দো০ ১।১।১০] ইতি বিদ্যায়াঃ ফলসাধনত্ববদ্ অপাপশ্লোকশ্রবণাদিফলং প্রতি সাক্ষাৎ সাধন-ভাবো ন শ্রুতঃ, ইতি ক্রত্বঙ্গভূত-জুহ্বাদ্যঙ্গতয়া বিনিয়োগাবিরোধাৎ তদঙ্গ-ভূতানাং ফলান্তর-সাধনভাবকল্পনানুপপত্তেঃ তত্র ফলশ্রুতিরর্থবাদমাত্রং স্যাৎ ॥৩॥৩॥৬৩॥

না। অতএব, বুঝিতে হইবে যে, উপাসনা মাত্রই একটি আশ্রয় বা আলম্বনের অপেক্ষা করে; সুতরাং উদ্গীথোপাসনাতেও একটি আশ্রয় বা আলম্বনের আবশ্যক আছে; এইজন্য সন্নিহিত 'উদ্গীথই' উপাসনার সেই আশ্রয়ভাব বা আলম্বনত্ব প্রাপ্ত হইতেছে মাত্র; (কিন্তু অঙ্গরূপে উদ্গীথের সহিত সম্বন্ধ হয় নাই)।

উদ্গীথ ক্রিয়াটিও যজ্ঞেরই অঙ্গ; সুতরাং যজ্ঞে যাহার অধিকার আছে, উদ্গীথানুষ্ঠানেও তাহারই অধিকার আছে; কিন্তু উদ্গীথাশ্রিত উপাসনায় সেরূপ অধিকারের নিয়ম নাই; পরন্তু সেই যজ্ঞাধিকারী পুরুষ যদি ইচ্ছা করেন যে, আমার ক্রতু অধিক বীর্য্য সম্পন্ন হউক, তাহা হইলেই অর্থাৎ সেরূপ ইচ্ছা থাকিলেই তিনি উপাসনায় অধিকারী হন, নচেৎ হন না; অতএব উদ্গীথ ও উপাসনা, উভয়ের অধিকারী এক নহে; এইরূপ অধিকারের পার্থক্য থাকায় যজ্ঞে উদ্গীথাদি উপাসনার নিয়ম বা অবশ্য-কর্ত্তব্যতার ব্যবস্থা হইতে পারে না। 'বীর্য্যবত্তরত্ব' অর্থ যে, অপর কোনও প্রবল কর্ম্মফল দ্বারা উপস্থিত কর্ম্ম-ফলের বাধা না হওয়া, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; ফলকথা, অনুষ্ঠিত যজ্ঞফললাভে বিলম্ব না হওয়াই বীর্য্যবত্তরত্ব। তাহার পর, যজ্ঞাঙ্গ 'জুহূর' পর্ণময়তার সহিতও বিদ্যার সাম্য হইতে পারে না; কারণ, "যদেব বিদ্যয়া করোতি" ইত্যাদি শ্রুতিতে উপাসনায় যেরূপ বীর্য্যবত্তরত্বরূপ পৃথক্ ফল-সাধনতা প্রতিপন্ন হইতেছে, জুহূর পর্ণময়তা ধর্ম্মটি কিন্তু সেরূপ পাপশ্লোক শ্রবণাভাব-ফলের সাক্ষাৎ কারণ বলিয়া শ্রুত হয় নাই; সুতরাং যজ্ঞাঙ্গ জুহূর অঙ্গরূপে পর্ণময়তার বিনিয়োগে কোনরূপ বাধা না থাকায়, যজ্ঞাঙ্গভূত পর্ণময়তা প্রভৃতির ফলান্তর-সাধনতা কল্পনা সম্ভবপর হয় না; কাজেই তৎসম্বন্ধে উক্ত ফলশ্রুতিকে কেবলই 'অর্থবাদ' বলিতে হয়, [কিন্তু এখানে স্বতন্ত্রভাবে ফল-প্রতিপাদক শ্রুতিকে ত আর 'অর্থবাদ' বলা যাইতে পারে না] ॥৩॥৩॥৬৩॥

(*) 'অথ' ইতি 'খ' পাঠঃ।

দর্শনাচ্চ ॥৩।৩।৬৪॥

[পদচ্ছেদঃ—দর্শনাৎ (যেহেতু দেখা যায়) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—"এবংবিৎ হ বৈ ব্রহ্মা যজ্ঞং যজমানং সর্ব্বাংশ্চ ঋত্বিজোঽভিরক্ষতি" ইতি হি শ্রুতিঃ কেবলং ব্রহ্মণো বিজ্ঞানেনৈব যজমানপ্রভৃতীনাং রক্ষণং ব্রুবতী তদন্যেষাং বিজ্ঞানেঽনাদরং দর্শয়তি। উদ্গীথোপাসনস্থানঙ্গত্বে সত্যেব তদুপপদ্যতে। অতশ্চ উদ্গীথোপাসনস্যোপাদানানিয়মঃ প্রতীয়তে ইত্যর্থঃ ॥

'এবংবিৎ (উদ্গীথোপাসনাসম্পন্ন) ব্রহ্মাই যজ্ঞ, যজমান ও অপর সমস্ত ঋত্বিক্‌কে রক্ষা করেন' এই শ্রুতি বলিতেছেন যে, ব্রহ্মাই উপাসনালব্ধ স্বীয় বিজ্ঞানের সাহায্যে অপর সমস্ত ঋত্বিক্‌কে রক্ষা করিয়া থাকেন; সুতরাং অপরাপর ঋত্বিকের উপাসনা-বিজ্ঞানে অনাবশ্যকতাই বুঝা যাইতেছে; কাজেই বলিতে হইবে যে, সর্ব্বত্র উপাসনা গ্রহণের নিয়ম হইতে পারে না ॥৩।৩।৬৪॥]   [ইতি ষড়্‌বিংশ যথাশ্রয়ভাবাধিকরণ ॥২৬॥]

ইতি শ্রীদুর্গাচরণসাংখ্যবেদান্ততীর্থকৃতায়াং ব্রহ্মসূত্রব্যাখ্যায়াং সরলাখ্যায়াং
তৃতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥৩।৩]

দর্শয়তি চ শ্রুতিরুপাসনোপাদানানিয়মং—"এবংবিদ্ধ বৈ ব্রহ্মা যজ্ঞং যজমানং সর্ব্বাংশ্চর্ত্বিজোঽভিরক্ষতি" [ছান্দো০ ৪।১৭।১০] ইতি ব্রহ্মণো বেদনেন সর্ব্বেষাং রক্ষণং ব্রুবতী। উদ্গাতৃপ্রভৃতীনাং বেদনস্যানিয়মে সত্যেতদুপপদ্যতে। অনেন লিঙ্গেন পূর্ব্বোক্তানাং সমাহারাদিলিঙ্গানাং প্রায়িকত্বমবগম্যতে; অতোঽনিয়ম এবেতি স্থিতম্ ॥৩।৩।৬৪॥

[ইতি ষড়্‌বিংশং যথাশ্রয়ভাবাধিকরণম্ ॥২৬॥]

ইতি শ্রীমদ্‌রামানুজবিরচিতে শারীরকমীমাংসা-ভাষ্যে
তৃতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥৩।৩॥

এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন ব্রহ্মাই যজ্ঞ, যজমান ও সমস্ত ঋত্বিক্‌গণকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন' এই শ্রুতি [ঋত্বিক্‌গণের মধ্যে কেবল] ব্রহ্মার জ্ঞান দ্বারাই অপর সকলের রক্ষাবিধানের কথা বলিয়া যজ্ঞে উপাসনানুষ্ঠানের অনিয়মই প্রদর্শন করিতেছেন। উদ্গাতা প্রভৃতি ঋত্বিক্‌গণের যদি উপাসনানুষ্ঠানের অনিয়ম (অবশ্যকর্ত্তব্যতার অভাব) থাকে, তাহা হইলেই এই কথার সঙ্গতি হয়, নচেৎ হয় না। এই হেতু-বাক্যের সাহায্যে বুঝা যাইতেছে যে, পূর্ব্বে যে সমাহারাদি হেতুগুলি প্রদর্শিত হইয়াছে, সে গুলি প্রায়িকমাত্র, (নিয়ত আবশ্যক নহে); অতএব উপাদানের অনিয়ম সিদ্ধান্তই স্থির রহিল, অর্থাৎ প্রমাণিত হইল ॥৩।৩।৬৪॥

[ইতি ষড়্‌বিংশ যথাশ্রয়ভাবাধিকরণ ॥২৬॥]

ইতি শ্রীমদ্‌রামানুজবিরচিত শারীরকমীমাংসা-ভাষ্যানুবাদে
তৃতীয় পাদ সমাপ্ত ॥৩।৩॥

পুরুষার্থাধিকরণম্।]

পুরুষার্থোঽতঃ শব্দাদিতি বাদরায়ণঃ ॥৩॥৪॥১॥

[পদচ্ছেদঃ—পুরুষার্থঃ (মোক্ষ) অতঃ (ইহা হইতে—বিদ্যা হইতে) শব্দাৎ (শ্রুতি বাক্য হেতু) ইতি (ইহা) বাদরায়ণঃ (বাদরায়ণনামক আচার্য্য [মনে করেন]।]

[সরলার্থঃ—গুণোপসংহারচিন্তানন্তরম্, পরমপুরুষার্থোপায়-নিরূপণায় ইদানীং চতুর্থঃ পাদ আরভ্যতে। তত্র কিং বিদ্যায়াঃ ? বিদ্যাঙ্গকাৎ কর্ম্মণো বা পুরুষার্থসিদ্ধিঃ ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—"পুরুষার্থঃ" ইত্যাদি।

অতঃ অস্যাঃ পূর্ব্বপাদোক্তায়া বিদ্যায়া এব পুরুষার্থঃ সিধ্যতি, ইতি বাদরায়ণ আচার্য্যো মন্যতে। কুতঃ ? শব্দাৎ—"ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" "তমেবং বিদ্বান্ অমৃত ইহ ভবতি ; নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" ইত্যাদেরিত্যর্থঃ।

তৃতীয় পাদে গুণোপসংহারের কথা পরিসমাপ্ত করিয়া এখন চতুর্থ পাদে বিচারিত হইতেছে যে, বিদ্যা হইতেই পুরুষার্থ লাভ হয় ? কিংবা বিদ্যাসহকৃত কর্ম্ম হইতে হয় ? তদুত্তরে বলিতেছেন—"পুরুষার্থঃ" ইত্যাদি।

বাদরায়ণ-নামক আচার্য্য মনে করেন যে, বিদ্যা হইতেই পুরুষার্থ লাভ হইয়া থাকে ; কারণ, 'ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি পরমকে প্রাপ্ত হন,' "তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) জানিলে পর, সেই জ্ঞানীপুরুষ ইহলোকেই অমৃত হইয়া থাকেন।' ইত্যাদি শব্দ হইতে—শ্রুতি বাক্য হইতে ঐরূপ সিদ্ধান্তই প্রতিপন্ন হইতেছে ॥৩॥৪॥১॥]

গুণোপসংহারানুপসংহারফলা বিদ্যৈকত্ব-নানাত্বচিন্তা কৃতা ; ইদানীং বিদ্যাতঃ পুরুষার্থঃ, উত বিদ্যাঙ্গকাৎ কর্ম্মণঃ ? ইতি চিন্ত্যতে। কিং যুক্তম্ ? অতঃ—বিদ্যাতঃ পুরুষার্থ ইতি ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে ; কুতঃ ? শব্দাৎ—দৃশ্যতে হ্যৌপনিষদঃ শব্দো বিদ্যাতঃ পুরুষার্থং ব্রুবন্—

উপাস্যগুণের কোথায় উপসংহার করিতে হইবে, আর কোথায় করিতে হইবে না, তন্নিরূপণার্থ তৃতীয় পাদে বিদ্যার একত্ব ও নানাত্ব বিষয়ে বিচার শেষ করা হইয়াছে ; এখন চিন্তার বিষয় হইতেছে যে, বিদ্যা হইতেই পুরুষার্থ লাভ হয় ? কিংবা বিদ্যারূপ অঙ্গবিশিষ্ট কর্ম্ম হইতে হয় ? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ? [এতদুত্তরে] ভগবান্ বাদরায়ণ মনে করেন যে, ইহা হইতে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বিদ্যা হইতেই পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় ? ইহার হেতু ? শব্দই ইহার হেতু ; কেননা, বিদ্যা হইতে যে, পুরুষার্থ লাভ হয়, উপনিষদে তদ্বোধক শব্দ (শ্রুতি-

"ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" [তৈত্তি° আন° ১ অনু°],
"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।"
"তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥"
[পুরুষসূ°],
"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে অস্তং গচ্ছন্তি নাম-রূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥"
[মুণ্ড° ৩।২।৮] ইত্যাদিঃ ॥৩॥৪॥১॥

অত্র পূর্ব্বপক্ষী প্রত্যবতিষ্ঠতে—

শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদো যথান্যেম্বিতি জৈমিনিঃ ॥৩॥৪॥২॥

[পদচ্ছেদঃ—শেষত্বাৎ (যাগাঙ্গত্ব হেতু) পুরুষার্থবাদঃ (পুরুষার্থ প্রাপ্তির কথা অর্থবাদ মাত্র) যথা (যেমন) অন্যেষু (অন্যত্র—যাগাঙ্গদ্রব্যাদিতে) ইতি (ইহা) জৈমিনিঃ (জৈমিনি-নামক আচার্য্য) [মনে করেন]।]

[সরলার্থঃ—যেয়ং বিদ্যায়াঃ পুরুষার্থ-প্রাপ্তিশ্রুতিঃ, ন সা বিদ্যায়াঃ পুরুষার্থ-সাধনত্ববোধিকা, অপিতু ক্রতুশেষত্বাৎ অর্থবাদমাত্রম্; যথা অন্যেষু দ্রব্যাদিষু পৃথক্ ফলশ্রুতিঃ অর্থবাদমাত্রম্, তথা অত্রাপীতি জৈমিনিরাচার্য্যো মন্যতে॥

আচার্য্য জৈমিনি মনে করেন যে, যজ্ঞাঙ্গ দ্রব্যপ্রভৃতিতে উক্ত ফলশ্রুতি মাত্রই অর্থবাদ; উপনিষদের বিদ্যামাত্রই যখন যজ্ঞের অঙ্গস্বরূপ, তখন বিদ্যাতে যে, ফলশ্রুতির কথা আছে, তাহা অর্থবাদ মাত্র (প্রশংসাবাক্য মাত্র) ॥৩॥৪॥২॥]

বাক্য) দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—'ব্রহ্মবিৎ পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন', 'তমঃ বা অজ্ঞানের অতীত আদিত্য বর্ণ (জ্যোতির্ম্ময়) এই মহান্ পুরুষকে আমি জানি। তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) যে জানে, সে ইহলোকেই অমৃত হয়, মুক্তিলাভের অন্য উপায় নাই,' 'স্যন্দমান (প্রবহমাণ) নদীসমূহ যেমন নাম ও রূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক সমুদ্রে মিলিয়া যায়, তেমনি বিদ্বান্ পুরুষও নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হয়' ইত্যাদি (*) ॥৩॥৪॥১॥

এতদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষবাদী আপত্তি করিয়া বলিতেছেন—"শেষত্বাৎ" ইত্যাদি।

(*) তাৎপর্য্য—ইহার নাম 'পুরুষার্থাধিকরণ'। প্রথম হইতে বিংশটি সূত্র লইয়া ইহা রচিত হইয়াছে। ইহার অবয়ব পাঁচটি এই প্রকার—(১) বিষয়—জীবের পুরুষার্থ সিদ্ধির উপায় চিন্তা। (২) সংশয়—কর্ম্মসহকৃত বিদ্যা, অথবা কেবলই বিদ্যা পুরুষার্থ সিদ্ধির উপায়? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—কর্ম্মসহকৃত বিদ্যা হইতেই পুরুষার্থ সিদ্ধি হয়; কারণ, কর্ম্মাঙ্গরূপেই বিদ্যার উল্লেখ রহিয়াছে। (৪) উত্তর—না, বাদরায়ণনামক আচার্য্য মনে করেন যে, কেবল বিদ্যা হইতেই পুরুষার্থ—মুক্তি সিদ্ধ হয়; মুক্তিতে কর্ম্মের সাক্ষাৎ সাধনতা নাই। (৫) নির্ণয়—অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তিকে পুরুষার্থ লাভের জন্য কেবল বিদ্যারই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়॥

নৈতদেবম্—যৎ বিদ্যাতঃ পুরুষার্থাবাপ্তিঃ শব্দাদবগম্যতে—ইতি। ন হ্যেষঃ "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" ইত্যাদিশব্দো বেদনাৎ পুরুষার্থাবাপ্তিমবগময়তি, কর্ম্মসু কর্ত্তৃভূতস্যাত্মনো যাথাত্ম্য-বেদনপ্রতিপাদনপরত্বাৎ। অতঃ কর্ত্তুঃ সংস্কারদ্বারেণ বিদ্যায়াঃ ক্রতুশেষত্বাৎ তত্র ফলশ্রুতিরর্থবাদমাত্রম্; যথান্যেষু দ্রব্যাদিষু—ইতি জৈমিনিরাচার্য্যো মন্যতে। তদুক্তম্ "দ্রব্যগুণসংস্কারকর্ম্মসু পরার্থত্বাৎ ফলশ্রুতিরর্থবাদঃ স্যাৎ।" [পূর্ব্বমী০ ৪।৩।১] ইতি।

ননু চ কর্ম্মসু কর্ত্তুর্জীবাদন্যো মুমুক্ষুভিঃ প্রাপ্যতয়া বেদান্তেষু বেদ্য উপদিশ্যতে, ইতি প্রাগেবোপপাদিতং "নেতরোঽনুপপত্তেঃ" [ব্রহ্মসূ০ ১।১।১৭], "ভেদব্যপদেশাচ্চ" [ব্রহ্মসূ০ ১।১।১৮], "অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ" [ব্রহ্মসূ০ ১।২ ৩], "ইতরপরামর্শাৎ স ইতি চেন্নাসম্ভবাৎ" [ব্রহ্মসূ০ ১।৩।১৭] ইত্যেবমাদিভিঃ সূত্রৈঃ; তদেব ব্রহ্ম তত্ত্বমস্যাদিসামানাধিকরণ্যেন জীবাদনতিরিক্তমিত্যেতদপি "অধিকং তু ভেদনির্দ্দেশাৎ" [ব্রহ্মসূ০ ২।১।২২] ইত্যেবমাদিভির্নিরস্তম্; সামানাধিকরণ্যনির্দ্দেশশ্চ "ঐতদাত্ম্যমিদং

শব্দপ্রমাণ অনুসারে যে, বিদ্যা হইতেই পুরুষার্থ-প্রাপ্তি জানা যাইতেছে, বলা হইয়াছে; তাহা সত্য নহে; কেন না, 'ব্রহ্মবিৎ পুরুষ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন' ইত্যাদি শব্দ প্রমাণ যে, বাস্তবিকই বেদন বা উপাসনা হইতে ব্রহ্ম-প্রাপ্তি জ্ঞাপন করিতেছে, তাহা নহে; পরন্তু কর্ম্মের কর্ত্তৃভূত আত্মার যথার্থস্বরূপ জ্ঞাপন করাই ঐ সমস্ত শ্রুতি-বাক্যের অভিপ্রেত—তাৎপর্য্য। অতএব, কর্ত্তার সংস্কার বা গুণাতিশয় সম্পাদন দ্বারা বিদ্যা যখন ক্রতুশেষভূত অর্থাৎ যজ্ঞেরই অঙ্গস্বরূপ, তখন ফলশ্রুতি অর্থাৎ বিদ্যাসাধ্য মোক্ষফলপ্রাপ্তির কথাও যজ্ঞাঙ্গ অন্যান্য দ্রব্যের ফলশ্রুতির ন্যায় অর্থবাদমাত্র বলিয়া জৈমিনি আচার্য্য মনে করেন। পূর্ব্বমীমাংসায় একথা উক্তও আছে—'যজ্ঞীয় দ্রব্য, গুণ ও সংস্কার কার্য্যে যে, ফলশ্রুতি আছে, তাহা পরার্থ বলিয়া অর্থাৎ যজ্ঞেরই উপকারসাধক বলিয়া অর্থবাদ মাত্র' ইতি।

ভাল কথা, বেদান্ত শাস্ত্র যে, কর্ম্মকর্ত্তা জীব হইতে পৃথক্ পদার্থকেই মুমুক্ষুগণের প্রাপ্যরূপে উপদেশ করিতেছেন, ইহা ত ইতঃপূর্ব্বেই "নেতরোঽনুপপত্তেঃ।" "ভেদব্যপদেশাচ্চ" "অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ।" "ইতরপরামর্শাৎ স ইতি চেৎ, নাসম্ভবাৎ।" ইত্যাদি সূত্র সমূহে প্রতিপাদিত হইয়াছে; তাহারপর অভেদসূচক "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্যানুসারেও, সেই ব্রহ্মের যে, জীব হইতে অনতিরিক্ততা বা জীবস্বরূপত্ব সম্ভাবনা, তাহাও "অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ" ইত্যাদি সূত্রসমূহ দ্বারা নিবারিত হইয়াছে; কারণ, 'এ সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক' 'এ সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, ঐ জাতীয় সামানাধিকরণ্য নির্দ্দেশ চেতনাচেতন-

সর্বম্” [ছান্দো০ ৬।৮।৭] “সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম” [ছান্দো০ ৩।১৪।১] ইতি চেতনাচেতনসাধারণঃ “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্” [বৃহদা০ ৫।৭।৩] “য আত্মনি” তিষ্ঠন্” [বৃহদা০ ৫।৭।২২] ইত্যাদিনাঽবগত-তত্তদাত্মতয়াবস্থিতিনিবন্ধনঃ, ইতি “অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ” [ব্রহ্মসূ০ ১।৪।২২] ইত্যাদিভিরুপপাদিতম্; তৎ কথং কর্ম্মসু কর্ত্তুরাত্মনো যাথাত্ম্যোপদেশপরা বেদান্তশব্দা ইতি বিদ্যায়াঃ কর্ম্মাঙ্গত্বং প্রতিপাদ্যতে? উচ্যতে—বেদান্তবাক্যেষ্বেব বিদ্যায়াঃ কর্ম্মপ্রাধান্যং সূচয়দ্ভির্লিঙ্গৈস্তদুপবৃংহিত-সামানাধিকরণ্যনির্দ্দেশেন চ বেদান্তশব্দা দেহাতিরিক্ত-জীবস্বরূপ-যাথাত্ম্যোপদেশপরা ইতি বলাদভ্যুপগমনীয়মিতি পূর্ব্বপক্ষিণোঽভিপ্রায়ঃ।

ননু চ কর্ত্তৃসংস্কারমুখেন বিদ্যায়াঃ ক্রত্বনুপ্রবেশো ন শক্যতে বক্তুম্, কর্ত্তুর্লৌকিক-বৈদিকসাধারণত্বেন অব্যভিচরিত-ক্রতুসম্বন্ধিত্বাভাবাৎ। নৈবম্, লৌকিকস্য কর্ম্মণঃ কর্ত্তুর্দেহাদব্যতিরিক্তত্বেঽপ্যুপপত্তের্দেহাতিরিক্ত-

---

সাধারণ, অর্থাৎ চেতন ও অচেতন সকলের পক্ষেই সমান এবং ‘যিনি পৃথিবীতে অবস্থিত’ ‘যিনি আত্মাতে অবস্থিত’ ইত্যাদি শ্রুতি-কথিত তাহার তত্তৎবিশেষাকারে অবস্থানই যে, ঐরূপ অভেদনির্দ্দেশের কারণ, তাহাও “অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ” ইত্যাদি সূত্রে সমর্থিত হইয়াছে; তবে এখন আবার কর্ম্মানুষ্ঠানের কর্ত্তৃভূত জীবাত্মার যথার্থস্বরূপোদেশে বেদান্তবাক্যের তাৎপর্য্য প্রদর্শন করত বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গতা প্রতিপাদন করা হইতেছে কি কারণে? হাঁ, বলিতেছি—এখানে পূর্ব্বপক্ষবাদীর অভিপ্রায় এই যে, বেদান্ত-বাক্যের মধ্যেই এরূপ কতকগুলি লিঙ্গ বা গ্রাহক চিহ্ন রহিয়াছে, যাহারা কর্ম্মাপেক্ষাও বিদ্যার প্রাধান্য সূচনা করিয়া দিতেছে; সুতরাং তাদৃশ হেতু দ্বারা সমর্থিত পূর্ব্বোক্ত সামানাধিকরণ্য নির্দ্দেশ দর্শনে অনিচ্ছাপূর্ব্বকও স্বীকার করিতে হয় যে, দেহাতিরিক্ত জীবাত্মার যথার্থ স্বরূপ নির্দ্দেশই ঐ সমস্ত বেদান্তবাক্যের মুখ্য তাৎপর্য্য।

আপত্তি হইতেছে যে, কর্ত্তা যখন লৌকিক ও বৈদিক সর্ব্বক্রিয়া-সাধারণ, অর্থাৎ যজ্ঞাদির কর্ত্তা যেমনি বেদোক্ত ক্রিয়া নির্ব্বাহ করে, তেমনি ব্যবহারিক ক্রিয়াও ত নির্ব্বাহ করিয়া থাকে; সুতরাং যজ্ঞের সহিত তাহার অব্যভিচারী সম্বন্ধ নাই; অব্যভিচারী সম্বন্ধ না থাকায় কর্ত্তৃসংস্কারকরূপে বিদ্যাকে ত ক্রতুর অন্তর্নিবিষ্ট করিতে পারা যায় না? না, এরূপ আপত্তিও হইতে পারে না; কারণ, আত্মা দেহাতিরিক্ত না হইলেও অর্থাৎ জীব দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন হইলেও লৌকিক ক্রিয়ানুষ্ঠানের কর্ত্তা হইতে পারে; [কারণ, লৌকিক ক্রিয়ার ফল এই দেহেই ভোগ করা সম্ভবপর হয়,] কিন্তু দেহাতিরিক্ত নিত্য আত্ম-প্রত্যয় না থাকিলে কখনই পারলৌকিক ফলসাধক বেদোক্ত ক্রিয়ায় কাহারো প্রবৃত্তি হইতে পারে না; অতএব যজ্ঞাদি ক্রিয়ানুষ্ঠানে দেহাতিরিক্ত নিত্য আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস থাকা আবশ্যক হয়; সুতরাং তাদৃশ

নিত্যাত্মস্বরূপস্য ক্রতাবেবোপযোগাৎ- তৎস্বরূপপ্রতিপাদনমুখেন ক্রত্বনুপ্রবেশো ন বিরুধ্যতে। অতো বিদ্যায়াঃ ক্রতুশেষত্বাৎ নাতঃ পুরুষার্থঃ ॥৩॥৪॥২॥

কানি পুনস্তানি লিঙ্গানি; যদুপবৃংহিত-সামানাধিকরণ্যনির্দ্দেশেন বেদান্তশব্দা জীবস্বরূপপরা ইতি নির্ণীয়ন্তে। তত্রাহ—

আচার-দর্শনাৎ ॥৩॥৪॥৩॥

[পদচ্ছেদঃ—আচার-দর্শনাৎ (যেহেতু ব্যবহারেও বিদ্যা ও কর্ম্মের সাহচর্য্য দেখা যায়)।]

[সরলার্থঃ—ব্রহ্মবিদাম্ আচারদর্শনাদপি বিদ্যায়াঃ কর্ম্মাঙ্গত্বং প্রতীয়তে। দৃশ্যতে হি ব্রহ্মবিদাং কর্ম্মপ্রধান আচারঃ; যথা, "যক্ষ্যমাণো হ বৈ ভগবন্তোঽহমস্মি" ইত্যত্র ব্রহ্মবিদগ্রেসরস্য অশ্বপতেঃ কেকয়স্য যজ্ঞাদৌ প্রবৃত্তিঃ, "কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ" ইতি চ স্মৃতিঃ॥

ব্রহ্মবিদ্গণের কর্ম্মপ্রধান আচার দর্শনেও জানা যায় যে, উক্ত বিদ্যাসমূহ কর্ম্মাঙ্গই বটে; দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রহ্মজ্ঞদিগের মধ্যে প্রধানতম অশ্বপতিনামক কেকয়রাজ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন; এবং রাজর্ষি জনক প্রভৃতিও যে, কর্ম্ম দ্বারাই সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, একথাও ভগবদ্গীতাতে উক্ত আছে; অতএব, বিদ্যাগুলি কর্ম্মাঙ্গই বটে ॥৩॥৪॥৩॥]

ব্রহ্মবিদাং প্রাধান্যেন কর্ম্মস্বেবাচারো দৃশ্যতে—অশ্বপতিঃ কেকয়ঃ কিল আত্মবিত্তমস্তদ্বিজ্ঞানায়োপগতান্ তানৃষীন্ প্রত্যাহ—"যক্ষ্যমাণো হ বৈ ভগবন্তোঽহমস্মি" [ছান্দো০ ৫।১১।৫] ইতি। তথা জনকাদয়ো ব্রহ্মবিদগ্রেসরাঃ কর্ম্মনিষ্ঠাঃ স্মৃতিষু দৃশ্যন্তে—

"কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।" [গীতা০ ৩।২০]

"ইয়াজ সোঽপি সুবহূন্ যজ্ঞান্ জ্ঞানব্যপাশ্রয়ঃ।" [বিষ্ণু০ পু০

আত্মার স্বরূপ প্রতিপাদন দ্বারা তাহার যজ্ঞান্তর্ভাব সিদ্ধ করা বিরুদ্ধ হইতেছে না; অতএব যজ্ঞাঙ্গ হইলেও শুধু বিদ্যা হইতেই পুরুষার্থ সিদ্ধির সম্ভাবনা হয় না ॥৩॥৪॥২॥

যে সমস্ত অনুকূল বাক্যের সাহায্যে বেদান্ত-বাক্যসমূহের জীবস্বরূপ-পরত্ব অবধারিত হইতেছে, সেই সমস্ত লিঙ্গ বা অনুকূল বাক্য কি কি, এখন তাহা বলিতেছেন -

সাধারণতঃ ব্রহ্মবিদ্গণের আচারের মধ্যে কর্ম্মেরই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়; যথা, - 'আত্মবিৎশ্রেষ্ঠ অশ্বপতিনামক কেকয়রাজ, তাঁহার নিকট আত্ম-বিজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে সমাগত ঋষিগণকে বলিয়াছিলেন 'হে পূজনীয়গণ, সম্প্রতি আমি যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব' ইতি। এইরূপ স্মৃতিশাস্ত্রেও ব্রহ্মবিদ্শ্রেষ্ঠ জনক প্রভৃতিকে কর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—'জনক প্রভৃতি জ্ঞানিগণ কর্ম্ম দ্বারাই সম্পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন,' 'তিনি জ্ঞাননিষ্ঠ

৬।৬।১২] ইতি। অতো ব্রহ্মবিদাং কর্ম্মপ্রধানত্বদর্শনাদ্ বিদ্যায়াঃ কর্ত্তৃস্বরূপবেদনরূপত্বেন কর্ম্মাঙ্গত্বমেবেতি ন বিদ্যাতঃ পুরুষার্থঃ ॥৩॥৪॥৩॥

লিঙ্গমিদম্ ; প্রাপ্তিরুচ্যতাম্ ? (*) ইত্যত্রাহ—

তচ্ছ্রুতেঃ ॥৩॥৪॥৪॥

[পদচ্ছেদঃ—তৎ (তাহা) শ্রুতেঃ (শ্রুতি হইতে) [জানা যায়] ।]

[সরলার্থঃ—"যদেব বিদ্যয়া করোতি" ইত্যাদিকায়াঃ শ্রুতেঃ তৎ—বিদ্যায়াঃ কর্ম্মাঙ্গত্বম্ অবগম্যতে। প্রকরণাৎ শ্রুতের্বলীয়স্ত্বাৎ "যদেব বিদ্যয়া করোতি" ইতি শ্রুতিঃ উদ্গীথমাত্র-বিষয়ে নিয়ন্তুং ন শক্যতে ইতি ভাবঃ।

'বিদ্যা সহযোগে যাহাই করা হয়' ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্বই প্রতীতি হইতেছে। বিশেষতঃ শ্রুতি যখন প্রকরণ অপেক্ষাও প্রবল ; তখন প্রকরণের অনুরোধে ঐ শ্রুতিটিকে কেবলই বিদ্যাবিষয়ে সংকোচিত করিতে পারা যায় না ॥৩॥৪॥৪॥]

শ্রুতিরেব হি বিদ্যায়াঃ কর্ম্মাঙ্গত্বমাহ—"যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা, তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি" [ছান্দো০ ১।১।১০] ইতি। নেয়ং শ্রুতিঃ প্রকরণাদুদ্গীথমাত্রবিষয়েতি ব্যবস্থাপয়িতুং শক্যা ; যতঃ প্রকরণাৎ শ্রুতির্বলীয়সী ; "যদেব বিদ্যয়া করোতি" ইতি বিদ্যামাত্রবিষয়া হি ইয়ং শ্রুতিঃ ॥৩॥৪॥৪॥

সমন্বারম্ভণাৎ ॥৩॥৪॥৫॥

[পদচ্ছেদঃ—সমন্বারম্ভণাৎ (মৃত ব্যক্তির সঙ্গে জ্ঞান ও কর্ম্মসংস্কারের অনুগমন হেতু)।]

[সরলার্থঃ—"তং বিদ্যা-কর্ম্মণী সমন্বারভেতে" ইতি বিদ্যা-কর্ম্মণোরেকপুরুষানুগমনং চ বিদ্যায়াঃ কর্ম্মাঙ্গত্বে সত্যেব সংগচ্ছতে, নান্যথা, ইত্যর্থঃ।

বিদ্যা ও কর্ম্ম, উভয়ই সেই মৃতব্যক্তির অনুগমন করিয়া থাকে', এই শ্রুতিতে যে, একই মৃতব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যা ও কর্ম্মের অনুগমন কথিত আছে, তাহা কিন্তু বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্ব ব্যতীত কখনই সুসঙ্গত হইতে পারে না ; অতএব ইহা দ্বারাও বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্বই প্রমাণিত হইতেছে ॥৩॥৩॥৫॥]

থাকিয়াও বহুতর যজ্ঞ করিয়াছিলেন' ইত্যাদি। অতএব ব্রহ্মবিদ্গণের মধ্যেও কর্ম্মপ্রাধান্য দর্শনে জানা যায় যে, কর্ত্তার স্বরূপানুভূতিরূপ বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গই বটে ; সুতরাং শুধু বিদ্যা হইতে পুরুষার্থ-সিদ্ধি হয় না ॥৩॥৪॥৩॥

(*) তাৎপর্য্য—প্রাপ্তিঃ—প্রমাণতঃ সিদ্ধিঃ ; অনুগ্রাহকমুক্তম্, অনুগ্রাহ্যমভিধীয়তামিত্যর্থঃ। আগমপ্রমাণস্য শ্রুতিলিঙ্গাদয়োঽনুগ্রাহকাঃ। (ইতি শ্রুতপ্রকাশিতা)।

"তং বিদ্যা-কর্ম্মণী সমন্বারভেতে" [বৃহদা০ ৬।৪।২] ইতি বিদ্যা-কর্ম্মণোঃ সাহিত্যং চ দৃশ্যতে। সাহিত্যং চোক্তেন ন্যায়েন বিদ্যায়াঃ কর্ম্মাঙ্গত্বে সত্যেব ভবতি ॥৩॥৪॥৫॥

তদ্বতো বিধানাৎ ॥৩॥৪॥৬॥

[পদচ্ছেদঃ—তদ্বতঃ (বিদ্যাযুক্তের সম্বন্ধে) বিধানাৎ (কর্ম্মের বিধান হেতু)।]

[সরলার্থঃ—"আচার্য্যকুলাদ্ বেদমধীত্য * * * কুটুম্বে শুচৌ দেশে" ইত্যাদৌ বিদ্যাবতঃ—অধ্যয়নসম্পন্নস্য কর্ম্মবিধানাৎ বিদ্যায়াঃ কর্ম্মাঙ্গত্বমবগম্যতে ইত্যর্থঃ।

'আচার্য্য গৃহে বেদ অধ্যয়ন করিয়া গুরুশুশ্রূষাদি কার্য্যগুলি সম্পূর্ণরূপে সমাপিত করিয়া অর্থাৎ সমাবর্ত্তন করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক পবিত্র স্থানে [কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে]' ইত্যাদি শ্রুতিতে কৃতাধ্যয়ন অর্থাৎ বিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তির সম্বন্ধেই কর্ম্মানুষ্ঠানের কর্ত্তব্যতা বিধান করায়, বুঝা যাইতেছে যে, বিদ্যাধর্ম্মটি কর্ম্মেরই অঙ্গস্বরূপ, (স্বতন্ত্র নহে) ॥৩॥৪॥৬॥]

বিদ্যাবতঃ কর্ম্মবিধানাদ্ বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গমিত্যবগম্যতে—"আচার্য্যকুলাদ্‌বেদমধীত্য যথাবিধানং গুরোঃ কর্ম্মাতিশেষেণাভিসমাবৃত্য কুটুম্বে শুচৌ দেশে" [ছান্দো০ ৮।১৫।১] ইত্যাদৌ। "বেদমধীত্য" ইত্যধ্যয়নবতঃ

বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্বসম্বন্ধে যাহা প্রদর্শিত হইল, তাহা কেবল লিঙ্গ অর্থাৎ অনুকূল বাক্যমাত্র, এখন তদ্বিষয়ে উপযুক্ত প্রমাণ প্রদর্শন করা উচিত; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—"তচ্ছ্রুতেঃ" ইতি।

বিশেষতঃ 'বিদ্যা, শ্রদ্ধা ও উপনিষৎ সহযোগে যাহাই করে, তাহাই বীর্য্যবত্তর হয়' এই শ্রুতিও বিদ্যাকে কর্ম্মাঙ্গ বলিতেছেন। উদ্গীথপ্রকরণে পঠিত বলিয়া উক্ত শ্রুতিটিকে কেবল উদ্গীথোপাসনাতেই আবদ্ধ রাখিতে পারা যায় না; কেন না, প্রকরণ অপেক্ষাও শ্রুতির বল অধিক; সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, সাধারণতঃ সমস্ত বিদ্যাই "যদেব বিদ্যয়া করোতি" শ্রুতির বিষয়, কিন্তু কেবল উদ্গীথবিদ্যা নহে ॥৩॥৩॥৪॥

'বিদ্যা ও কর্ম্ম অর্থাৎ জীবদ্দশায় সঞ্চিত জ্ঞান ও কর্ম্মসংস্কার (পাপপুণ্য) মৃতব্যক্তির অনুগমন করে' এই শ্রুত্যুক্ত বিদ্যা ও কর্ম্মের সহগমনও, বিদ্যার যথোক্তপ্রকার কর্ম্মাঙ্গত্ব সিদ্ধ হইলেই সিদ্ধ হইতে পারে ॥৩॥৪॥৫॥

আচার্য্যকুলে (গুরুগৃহে) যথাবিধি বেদ অধ্যয়ন করিয়া, এবং গুরুর সম্বন্ধে কর্ত্তব্য কর্ম্মসমুদয় নিঃশেষে সমাপিত করিয়া (সমাবর্ত্তন করিয়া) গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক পবিত্র দেশে [কর্ম্ম করিবে]' ইত্যাদি শ্রুতিতে বিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তির সম্বন্ধে কর্ম্মের বিধান থাকাতেও, বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্ব জানা যাইতেছে। 'বেদ অধ্যয়ন করিয়া' এই বাক্যটি অধ্যয়নসম্পন্ন ব্যক্তির সম্বন্ধে

কর্ম্মাণি বিদধদর্থাববোধপর্য্যন্তাধ্যয়নবত এব বিদধাতি। অর্থাববোধপর্য্যন্তং হি অধ্যয়নমিতি স্থাপিতম্। অতো ব্রহ্মবিদ্যাপি কর্ম্মস্থ বিনিযুক্তেতি ন পৃথক্‌ফলায়াবকল্পতে ॥৩॥৪॥৬॥

নিয়মাৎ ॥৩॥৪॥৭॥

[পদচ্ছেদঃ—নিয়মাৎ (অনুষ্ঠানের নিয়ম হেতু)।]

[সরলার্থঃ—"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ" ইত্যাদৌ সর্ব্বস্যাপি পুরুষায়ুষস্য নিয়মেন কর্ম্মস্থ বিনিয়োগাৎ কর্ম্মণ এব পুরুষস্য ফলপ্রাপ্তিঃ, ন তু বিদ্যায়াঃ, ইত্যবগম্যতে; বিদ্যা তু কর্ম্মাঙ্গমিতি ভাবঃ॥

বিশেষতঃ 'মনুষ্য ইহ জগতে কর্ম্মানুষ্ঠান সহকারেই শত বর্ষ জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে', অর্থাৎ মনুষ্যের সাধারণ আয়ুঃ শত বর্ষ, সেই সম্পূর্ণ জীবন কাল কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে, কখনও বিরত হইবে না' এই শ্রুতি জ্ঞানীর সমস্ত জীবিত কালকেই কর্ম্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত করায় বুঝা যাইতেছে যে, কর্ম্ম হইতেই সমস্ত ফললাভ হইয়া থাকে, বিদ্যা হইতে নহে; কাজেই বিদ্যাকে কর্ম্মাঙ্গ বলিতে হইবে ॥৩॥৪॥৭॥]

ইতশ্চ ন বিদ্যাতঃ পুরুষার্থঃ; "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।" [ঈশাবাস্য০ ২] ইত্যাত্মবিদঃ পুরুষায়ুষস্য সর্ব্বস্য কর্ম্মস্থ নিয়মেন বিনিয়োগাৎ কর্ম্মণ এব ফলমিত্যবগম্যতে; বিদ্যা তু কর্ম্মাঙ্গমিতি ॥৩॥৪॥৭॥

এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—

কর্ম্মের বিধান করিতে যাইয়া—বেদার্থাবগতি পর্য্যন্ত অধ্যয়নবিশিষ্ট (যে ব্যক্তি গুরুমুখীকরণ দ্বারা বেদার্থ অনুভব করিয়াছেন, তাদৃশ) ব্যক্তির সম্বন্ধেই কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধান করিতেছেন বুঝিতে হইবে। কর্ম্মাবগতি পর্য্যন্তই যে, 'অধ্যয়ন' শব্দের অর্থ, ইহা [প্রথম অধ্যায়ে প্রথম সূত্রের ভাষ্যেই] সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। অতএব অপরাপর বিদ্যার ন্যায় ব্রহ্মবিদ্যাও কর্ম্মানুষ্ঠানেই বিনিযুক্ত (কর্ম্মাঙ্গ); সুতরাং তাহা কখনই পৃথক্‌ভাবে ফল সমুৎপাদনে সমর্থ হইতে পারে না ॥৩॥৪॥৬॥

এই কারণেও বিদ্যা হইতে পুরুষার্থ লাভ হইতে পারে না; কেন না, 'মনুষ্য ইহলোকে কর্ম্ম করিতে করিতেই শত বর্ষ জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে' এই শ্রুতি আত্মজ্ঞ পুরুষের সম্পূর্ণ আয়ুষ্কালকে নিয়মপূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত করায় বুঝা যাইতেছে যে, যাহা কিছু ফল লাভ হইয়া থাকে, তাহা কর্ম্ম হইতেই হইয়া থাকে, বিদ্যা হইতে নহে; অধিকন্তু বিদ্যা ত কর্ম্মেরই অঙ্গস্বরূপ; [সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে ফলদানে তাহার সামর্থ্যও নাই] ॥৩॥৪॥৭॥

এইরূপ প্রাপ্তি সম্ভাবনায় আমরা বলিতেছি—"অধিকোপদেশাৎ" ইতি।

[সিদ্ধান্তঃ—]

অধিকোপদেশাত্তু বাদরায়ণস্যৈবং তদ্দর্শনাৎ ॥৩॥৪॥৮॥

[পদচ্ছেদঃ—অধিকোপদেশাৎ (জীবাতিরিক্ত উপাস্যের উপদেশ হেতু) তু (কিন্তু) বাদরায়ণস্য (বাদরায়ণ আচর্য্যের) এবং (এইপ্রকার মত), তদ্দর্শনাৎ (যেহেতু সেইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়)।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং সিদ্ধান্তং বক্তুমুপক্রমতে—"অধিকোপদেশাৎ" ইত্যাদিভিঃ ত্রয়োদশভিঃ সূত্রৈঃ।

'তু'-শব্দঃ পূর্ব্বপক্ষনিষেধার্থঃ। ন বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গম্, নাপি কর্ম্মণা পুরুষার্থসিদ্ধিঃ; অপি তু বিদ্যাত এবেতি বাদরায়ণস্যাচার্য্যস্য মতম্; কুতঃ? অধিকোপদেশাৎ—কর্ত্তুঃ জীবাদ্ অর্থান্তরভূতস্য পরস্যৈব বেদ্যতয়োপদেশাৎ। [এতদপি কথম্? ইত্যাহ—] তদ্দর্শনাৎ—"বহু স্যাং প্রজায়েয়" "স কারণং করণাধিপাধিপঃ" ইত্যাদিষু বেদ্যস্য জীবভিন্নত্বদর্শনাদিত্যর্থঃ॥

সূত্রস্থ তু-শব্দটি পূর্ব্বসিদ্ধান্তের প্রতিষেধ সূচনা করিতেছে; বুঝিতে হইবে, বিদ্যা যে, কর্ম্মাঙ্গ এবং কর্ম্ম হইতেই যে, পুরুষার্থসিদ্ধি হয়, তাহাও নহে; পরন্তু বিদ্যা হইতেই পুরুষার্থসিদ্ধি হইয়া থাকে; ইহাই বাদরায়ণ আচার্য্যের মত বা সিদ্ধান্ত। ইহা জানা যায় কিসে? [উত্তর—] যেহেতু 'আমি বহু হইব—জন্মিব', 'তিনিই কারণ এবং ইন্দ্রিয়াধিপতি জীবেরও অধিপতি' ইত্যাদি শ্রুতিতে জীব হইতে পৃথক্‌ভূত পরমাত্মার জ্ঞেয়ত্ব উপদেশ দিতেছে দেখিতে পাওয়া যায় ॥৩॥৪॥৮॥]

তু-শব্দাৎ পক্ষো ব্যাবৃত্তঃ; বিদ্যাত এব পুরুষার্থঃ; কুতঃ? অধিকোপদেশাৎ—কর্ম্মসু কর্ত্তুর্জীবাৎ হেয়প্রত্যনীকানবধিকাতিশয়াসঙ্খ্যেয়কল্যাণগুণাকরত্বেন অধিকস্যার্থান্তরভূতস্য পরস্য ব্রহ্মণো বেদ্যতয়োপদেশাৎ ভগবতো বাদরায়ণস্য বিদ্যাতঃ (*) ফলমিত্যেবমেব মতম্। লিঙ্গানি

'তু'-শব্দে উক্ত সিদ্ধান্তের নিষেধ সূচনা করিতেছে। বিদ্যা হইতেই পুরুষার্থ লাভ হইয়া থাকে, (কর্ম্ম হইতে নহে); কারণ? যেহেতু অধিকের উপদেশ রহিয়াছে—কর্ম্মানুষ্ঠানের কর্ত্তা জীবাত্মা হইতে অধিক—স্বতন্ত্র পদার্থ—যিনি হেয়প্রতিপক্ষ (উত্তম), সীমা ও সংখ্যাশূন্য এবং নিরতিশয় কল্যাণময় গুণগণের আকরস্বরূপ, সেই পরব্রহ্মকে বেদ্য বা উপাস্যরূপে উপদেশ করায়, বিদ্যা হইতেই যে ফল সিদ্ধি হয়, ইহাই ভগবান্ বাদরায়ণের মত বা সিদ্ধান্ত। বিদ্যার

(*) পুরুষার্থ ইত্যেব' ইতি 'গ' পাঠঃ

তিষ্ঠন্তু; বেদ্যতয়োপদেশস্তু তাবৎ কর্ত্তুঃ প্রত্যগাত্মনোঽধিকস্যৈব। কথম্? তদ্দর্শনাৎ—প্রত্যগাত্মন্যশুদ্ধে শুদ্ধেঽপি অসম্ভাবনীয়ানন্তগুণাকরস্য বেদ্যস্য নিরস্তনিখিলহেয়গন্ধস্য স্বসঙ্কল্পকৃতজগদুদয়-বিভব-লয়লীলস্য সর্ব্বজ্ঞস্য সর্ব্বশক্তের্বাঙ্মনসাপরিচ্ছেদ্যানন্দস্য কৃৎস্নস্য প্রশাসিতুঃ পরস্য ব্রহ্মণো বেদনোপদেশবাক্যেষু দর্শনাৎ—

"অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" [ছান্দো০ ৮।১।৫], "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি, তত্তেজোঽসৃজত" [ছান্দো০ ৬।২।৩], "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ" [মুণ্ড০ ১।১।৯], "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" [শ্বেতাশ্ব০ ৬ ৮] "স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ" [তৈত্তি০ আন০ ৮।৪] "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ, আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চেনেতি" [তৈত্তি০ আন০ ৪।১] "এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণঃ" [বৃহদা০ ৬।৪।২২] "স কারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা নচাধিপঃ" [শ্বেতাশ্ব০ ৬।৯] "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ

কর্ম্মাঙ্গত্বগ্রাহক প্রমাণ দূরে থাকুক, উপাস্যরূপে যে, উপদেশ, তাহাও কর্ত্তৃভূত জীবাত্মা হইতে অধিকের—পৃথগ্ভূত পরব্রহ্মের সম্বন্ধেই রহিয়াছে। কি প্রকারে?—যেহেতু সেইরূপই দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ শুদ্ধ ও অশুদ্ধ (বদ্ধ ও মুক্ত) জীবের সম্বন্ধে যে সমস্ত গুণ অসম্ভব, সর্ব্ববিধ হেয়গুণের সম্বন্ধবর্জ্জিত এবং নিজের ইচ্ছামাত্রে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করা যাঁহার লীলা, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি, বাক্য ও মনের অগোচর অসীম আনন্দসম্পন্ন, সর্ব্বশাসক ও জীবাধিপতি পরব্রহ্মেরই উপাসনাবিষয়ক বাক্যসমূহে উপদেশ রহিয়াছে। যথা,—

'যিনি সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিত, মৃত্যু ও শোকরহিত, এবং ক্ষুধা-পিপাসাবিবর্জ্জিত, সত্যকাম ও সত্যসংকল্প।' 'তিনি ইচ্ছা করিলেন—আমি বহু হইব—জন্মিব, তাহার পর তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন,' 'যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ, অর্থাৎ যিনি সামান্য ও বিশেষাকারে সর্ব্ববিষয় অবগত আছেন,' 'ইহাঁর বিবিধ পরা শক্তি এবং স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান ও ক্রিয়া-সামর্থ্য শ্রুত হয়', 'তাহা আবার ব্রহ্মের একটি আনন্দ' 'বাক্য যাহাকে না পাইয়া মনের সহিত ফিরিয়া আইসে,' 'ব্রহ্মানন্দ অবগত হইলে কোথা হইতেও ভীত হয় না', 'ইনিই সকলের ঈশ্বর, ইনিই ভূতগণের অধিপতি, ইনিই ভূতগণের পালক, এবং ইনিই লোকবিধারক সেতু স্বরূপ', 'তিনি সকলের কারণ, ইন্দ্রিয়স্বামী জীবেরও অধিপতি, কেহ ইহার জনকও নাই অধিপতিও নাই', 'হে গার্গি, এই

(এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ)" (*) বৃহদা০ ৫।৮।৯] "ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে, ভীষোদেতি সূর্য্যঃ, ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ, মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।" [তৈত্তি০ আন০ ৮।১] ইত্যাদিষু। তস্মাদ্বেদনোপদেশ-শব্দেষু কর্ত্তুঃ প্রত্যগাত্মনঃ খদ্যোতকল্পস্যাবিদ্যাদি-হেয়-সম্বন্ধযোগ্যস্য গন্ধোঽপি নাস্তীতি পরমপুরুষবিষয়ায়া বিদ্যায়াস্তৎপ্রাপ্তি-রূপমমৃতত্বং তত্র তত্র শ্রূয়মাণং ফলমিতি বিদ্যাতঃ পুরুষার্থ ইতি সুষ্ঠূক্তম্ ॥৩॥৪॥৮॥

লিঙ্গান্যপি নিরস্যন্তে—

তুল্যং তু দর্শনম্ ॥৩॥৪॥৯॥

[পদচ্ছেদঃ—তুল্যং (সমান) (তু) (কিন্তু) দর্শনং (আচারদর্শন)।]

[সরলার্থঃ—বিদ্যায়াঃ প্রধানত্বেঽপি ব্রহ্মবিদাং কর্ম্মাচরণদর্শনং তু তুল্যং—কর্ম্মণামনাচরণ-দর্শনমপ্যস্তীতি ভাবঃ। যথা, "ঋষয়ঃ কাবষেয়াঃ কিমর্থা বয়মধ্যেষ্যামহে, কিমর্থা বয়ং যক্ষ্যামহে" ইত্যাদৌ। কর্ম্মাচরণং তু ফলাভিসন্ধিরহিতস্য কর্ম্মণো বিদ্যাঙ্গত্বাৎ; ত্যাগঃ পুনঃ ফলাভিসন্ধি-যুক্তস্য কর্ম্মণঃ বিদ্যাবিরোধিত্বাদিত্যাশয়ঃ॥

বিদ্যা স্বপ্রধান হইলেও ব্রহ্মবিদ্‌গণের যে, কর্ম্মানুষ্ঠান দর্শন, তাহা তুল্য, অর্থাৎ ব্যবহার ক্ষেত্রে যেমন কর্ম্মানুষ্ঠান দেখা যায়, তেমনি কর্ম্মের অননুষ্ঠানও দেখিতে পাওয়া যায়; যথা,— 'কাবষেয় ঋষিগণ বলিয়াছিলেন—আমরা কিসের জন্য অধ্যয়ন করিব, কিসের জন্যই বা যজ্ঞ করিব' ইত্যাদি। অতএব বুঝিতে হইবে যে, নিষ্কাম কর্ম্ম বিদ্যারই অঙ্গ, এই জন্য ব্রহ্মবিদ্‌গণ তাহার অনুষ্ঠান করেন, আর কাম্য কর্ম্মম'ত্রই জ্ঞানবিরোধী; তজ্জন্য তাহা ত্যাগ করিয়া থাকেন ॥৩॥৪॥৯॥]

অক্ষর (যাহার স্বরূপ হানি ঘটে না, সেই) ব্রহ্মের শাসনে বিধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে', 'ইহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, ইহার ভয়ে সূর্য্য উদিত হইতেছে, এবং ইহার ভয়েই অগ্নি, ইন্দ্র ও মৃত্যু নিজ নিজ কার্য্যে ধাবিত হইতেছে' ইত্যাদি। অতএব বুঝিতে হইবে যে, উপাসনোপদেশক বাক্যসমূহ, কর্ত্তৃ স্বরূপ জীবাত্মার—যিনি পরমাত্মার তুলনায় খদ্যোতসদৃশ, এবং অবিদ্যাদিদোষসংস্পর্শের যোগ্য, তাহার নামগন্ধও নাই; সুতরাং পরব্রহ্মবিষয়ক বিদ্যা হইতে যে, নানা স্থানে ব্রহ্মপ্রাপ্তিফলের কথা শোনা যায়, তাহাই বিদ্যার ফল; অতএব বিদ্যা হইতে যে, পরম পুরুষার্থমোক্ষপ্রাপ্তির কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা যুক্তিযুক্তই বটে ॥৩॥৪॥৮॥

এখন পূর্ব্বপ্রদর্শিত লিঙ্গ সমূহেরও (অনুকূল প্রমাণগুলিরও) প্রত্যাখ্যান করা হইতেছে— "তুল্যং তু" ইত্যাদি।

(*) বেষ্টিতোঽংশ সর্ব্বত্র পুস্তকেষু নোপলভ্যতে।

যদুক্তং—ব্রহ্মবিদাং কর্ম্মানুষ্ঠানদর্শনাদ্ বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গম্—ইতি ; তন্ন ; বিদ্যায়া অনঙ্গত্বেঽপি তুল্যং দর্শনম্, ব্রহ্মবিদাং কর্ম্মানুষ্ঠানদর্শনম্ অনৈকান্তিকমিত্যর্থঃ, অননুষ্ঠানস্যাপি দর্শনাৎ। দৃশ্যতে হি ব্রহ্মবিদাং কর্ম্মত্যাগঃ "ঋষয়ঃ কাবষেয়াঃ কিমর্থা বয়মধ্যেষ্যামহে, কিমর্থা বয়ং যক্ষ্যামহে" ইত্যাদৌ। অতো ব্রহ্মবিদাং কর্ম্মত্যাগদর্শনাৎ ন বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গম্।

কথমিদমুপপদ্যতে—ব্রহ্মবিদাং কর্ম্মানুষ্ঠানমননুষ্ঠানঞ্চ ? ফলাভিসন্ধিরহিতস্য যজ্ঞাদিকর্ম্মণো ব্রহ্মবিদ্যাঙ্গত্বাৎ তথাবিধস্য কর্ম্মণোঽনুষ্ঠানদর্শনমুপপদ্যতে। বক্ষ্যতি চ—"সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ"—[ব্রহ্মসূ০ ৩।৪।২৬] ইতি। ফলার্থস্য তস্যৈব যজ্ঞাদেঃ কর্ম্মণো মোক্ষৈকফল-ব্রহ্মবিদ্যাবিরোধিত্বাৎ তস্যানুষ্ঠানদর্শনমুপপন্নতরম্। বিদ্যায়াঃ কর্ম্মাঙ্গত্বে কর্ম্মত্যাগঃ কথমপি নোপপদ্যতে ॥৩॥৪॥৯॥

যদুক্তম্—শ্রুত্যৈব বিদ্যায়াঃ কর্ম্মাঙ্গত্বমবগম্যতে ইতি ; তত্রাহ—

পূর্ব্বে যে, ব্রহ্মবিদ্গণেরও কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি দেখাযায়—বলিয়া বিদ্যাকে কর্ম্মাঙ্গ বলা হইয়াছে, সে কথা ঠিক নহে ; কারণ, বিদ্যার অনঙ্গতা বিষয়েও তুল্য আচারদর্শন রহিয়াছে ; অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্গণের যে, কর্ম্মানুষ্ঠান দর্শন, তাহা ঐকান্তিক বা অব্যভিচারী নহে ; কেন না, কর্ম্মানুষ্ঠানের অভাবও দেখিতে পাওয়া যায়,—'কাবষেয় ঋষিগণ বলিয়াছিলেন যে, কিসের জন্য আমরা অধ্যয়ন করিব, কিসের জন্যই বা আমরা যজ্ঞ করিব' ইত্যাদি স্থলে ব্রহ্মবিদ্গণের কর্ম্মত্যাগও দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব ব্রহ্মবিদ্গণের যখন কর্ম্মত্যাগও দৃষ্ট হয়, তখন বিদ্যা কখনই কর্ম্মাঙ্গ নহে।

ভাল, ব্রহ্মবিদ্গণের কর্ম্মানুষ্ঠান ও অননুষ্ঠান,—উভয়ই সঙ্গত হয় কি প্রকারে ? [উত্তর—] ফলাকাঙ্ক্ষারহিত যজ্ঞাদি কর্ম্মগুলি ব্রহ্ম-বিদ্যারই অঙ্গ, এই জন্য ব্রহ্মবিদ্গণেরও তাদৃশ কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি উপপন্ন হয় ; "সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ" [ব্রহ্মসূ০ ৩।৪।২৬] এই সূত্রে সূত্রকারও একথা প্রতিপাদন করিবেন। পক্ষান্তরে, সেই যজ্ঞাদি ক্রিয়াই আবার ফলাকাঙ্ক্ষাসমন্বিত হইলে, একমাত্র মোক্ষফল-সাধক ব্রহ্মবিদ্যার বিরোধী হওয়ায় তাহার অনুষ্ঠানাভাবদর্শনও সঙ্গত হয়। বিদ্যা যদি নিশ্চয়ই কর্ম্মাঙ্গ হইত, তাহা হইলে কোনপ্রকারেই তাহার পরিত্যাগ করা সম্ভবপর হইত না ॥৩॥৪॥৯॥

আরও যে, বলা হইয়াছে—শ্রুতি হইতেও বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্ব জানা যাইতেছে, তদুত্তরে বলিতেছেন—"অসার্ব্বত্রিকী" ইতি।

অসার্ব্বত্রিকী ॥৩॥৪॥১০॥

[পদচ্ছেদঃ—অসার্ব্বত্রিকী (সার্ব্বত্রিক নিয়ম নহে)।]

[সরলার্থঃ—"যদেব বিদ্যয়া করোতি" ইত্যত্রোক্তা বিদ্যা ন সার্ব্বত্রিকী—ন বিদ্যামাত্র-বোধিকা, অপিতু 'উদ্গীথবিদ্যা'মাত্রবিষয়া। কিঞ্চ, 'যৎ করোতি, বিদ্যয়া এব তৎ করোতি' ইত্যেবং পদসম্বন্ধোঽপি ন, অপিতু 'যদেব বিদ্যয়া করোতি, তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি' ইত্যেবম্।

'যাহাই বিদ্যার সহিত করা যায়,' এই শ্রুতিতে যে, বিদ্যার উল্লেখ আছে, তাহা সার্ব্বত্রিকী অর্থাৎ সমস্ত বিদ্যার বোধক নহে, পরন্তু ইহা কেবল উদ্গীথ-বিদ্যার বোধক মাত্র; সুতরাং সামান্যভাবে বিদ্যাকে কর্ম্মাঙ্গ বলা যাইতে পারে না ॥৩॥৪॥১০॥]

ন সর্ব্ববিদ্যাবিষয়েয়ং শ্রুতিঃ; অপি তু উদ্গীথবিদ্যাবিষয়ৈব, "যদেব বিদ্যয়া করোতি" [ছান্দো০ ১।১।১০] ইতি যচ্ছব্দস্যানির্দ্ধারিতবিশেষস্য "উদ্গীথমুপাসীত" [ছান্দো০ ১।১।১] ইতি প্রস্তুতোদ্গীথবিশেষনিষ্ঠত্বাৎ। নহি যৎ করোতি, তদ্বিদ্যয়েতি সম্বধ্যতে; যদেব বিদ্যয়া করোতি, তদেব বীর্য্যবত্তরমিতি বিদ্যয়া ক্রিয়মাণং যচ্ছব্দেন নির্দ্দিশ্য তস্য হি বীর্য্যবত্তরত্ব-মুচ্যতে ॥৩॥৪॥১০॥

যচ্চেদমুক্তম্—"তং বিদ্যা-কর্ম্মণী সমন্বারভেতে" [বৃহদা০ ৬।৪।২] ইতি বিদ্যা-কর্ম্মণোঃ সাহিত্যদর্শনাৎ বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গম্—ইতি; তত্রাহ—

উক্ত শ্রুতিটি সাধারণতঃ সর্ব্ববিদ্যাবিষয়ক নহে; পরন্তু কেবল উদ্গীথবিদ্যামাত্রবিষয়ক; কেন না, "যৎ এব বিদ্যয়া করোতি" এই 'যৎ' শব্দটি যখন অবিশেষিতভাবে প্রযুক্ত, অর্থাৎ কোনও অর্থবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হয় নাই, অথচ নিকটেই উদ্গীথের কথা রহিয়াছে; তখন সেই উদ্গীথার্থেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। বিশেষতঃ 'যাহা করে, তাহাই বিদ্যার সহিত করে', এরূপও পদসম্বন্ধ নহে; পরন্তু 'বিদ্যা সহকারে যাহাই করে, তাহাই সমধিক বীর্য্যশালী হইয়া থাকে,' এইরূপে বিদ্যা-সহকারে ক্রিয়মাণ কর্ম্মকে 'যৎ' শব্দে নির্দ্দেশ করিয়া তাহারই অধিকবীর্য্যবত্তামাত্র প্রতিপাদন করা হইতেছে; [সুতরাং উক্ত শ্রুতির 'বিদ্যা' শব্দটি সাধারণতঃ বিদ্যামাত্রেরই বোধক হইতে পারে না; কাজেই বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্বও সিদ্ধ হইতেছে না] ॥৩॥৪॥১০॥

আরও যে, বলা হইয়াছে—'জ্ঞান ও কর্ম্মসংস্কার মৃত ব্যক্তির অনুগমন করে' এই শ্রুতিবাক্যে বিদ্যা ও কর্ম্মের সাহচর্য্য দর্শন হেতু বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গই বটে; তদুত্তরে বলিতেছেন—"বিভাগঃ শতবৎ" ইতি।

বিভাগঃ শতবৎ ॥৩॥৪॥১১॥

[পদচ্ছেদঃ—বিভাগঃ (জ্ঞান ও কর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যক্তিভেদে ভেদ) শতবৎ (যেমন শতকের)।]

[সরলার্থঃ—"তং বিদ্যা-কর্ম্মণী সমন্বারভেতে" ইত্যত্র বিদ্যাপি স্বফলায় সমন্বারভতে, কর্ম্মাপি স্বফলায় সমন্বারভতে, ইত্যেব বিভাগো দ্রষ্টব্যঃ ; বিদ্যা-কর্ম্মণোর্বিলক্ষণফলসাধকত্বাৎ। শতবৎ —যথা 'ক্ষেত্র-রত্নবিক্রয়িণং শতদ্বয়মন্বেতি' ইত্যুক্তে ক্ষেত্রার্থং শতম্, রত্নার্থঞ্চ শতমিতি বিভাগঃ প্রতীয়তে, তথাত্রাপীত্যর্থঃ।

'বিদ্যা ও কর্ম্ম তাহার অনুগমন করে' এইস্থলে বিভাগক্রমে বুঝিতে হইবে যে, বিদ্যা তাহার নিজের ফল দিবার জন্য সঙ্গে যায়, এবং কর্ম্মও নিজের ফল দিবার জন্যই তাহার সঙ্গে যায়। যেমন 'ভূমি ও রত্নবিক্রেতাকে দুইশত মুদ্রা অনুগমন করে' বলিলে, ভূমির জন্য একশত, আর রত্নের জন্য একশত, এইরূপ পৃথগ্‌ভাবে শত-দ্বয়ের সম্বন্ধ প্রতীতি হয়, এখানেও সেইপ্রকার ॥৩॥৪॥১১॥]

"তং বিদ্যা-কর্ম্মণী সমন্বারভেতে" [বৃহদা০ ৬।৪।২] ইত্যত্রোক্তেন ন্যায়েন বিদ্যা-কর্ম্মণোর্ভিন্নফলত্বাৎ বিদ্যা স্বস্মৈ ফলায় সমন্বারভতে, কর্ম্ম চ স্বস্মৈ ফলায়েতি বিভাগো দ্রষ্টব্যঃ। শতবৎ—যথা ক্ষেত্র-রত্নবিক্রয়িণং শতদ্বয়মন্বেতীত্যুক্তে ক্ষেত্রার্থং শতম্, রত্নার্থং শতমিতি বিভাগঃ প্রতীয়তে ; তথা ইহাপি ॥৩॥৪॥১১॥

অধ্যয়নমাত্রবতঃ ॥৩॥৪॥১২॥

[পদচ্ছেদঃ—অধ্যয়নমাত্রবতঃ (কেবল অধ্যয়ন কর্ত্তার সম্বন্ধে)।]

[সরলার্থঃ—"বেদমধীত্য" ইত্যত্র চ অধ্যয়নমাত্রবতঃ কর্ম্মাধিকারবিধানাৎ ন তেনাপি বিদ্যায়াঃ কর্ম্মাঙ্গত্বং সিধ্যতীত্যর্থঃ।

বিশেষতঃ 'বেদ অধ্যয়ন করিয়া' ইত্যাদি শ্রুতিতে কেবল অধ্যয়নমাত্র সম্পন্ন ব্যক্তির সম্বন্ধেই কর্ম্মাধিকার বিহিত থাকায়, উহা দ্বারাও বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্ব প্রমাণিত হইতেছে না ॥৩॥৪॥১২॥]

'বিদ্যা ও কর্ম্ম তাহার অনুগমন করে,' এইস্থলে পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে বিদ্যা ও কর্ম্মের— ভিন্ন ফল দর্শন হইতে বুঝিতে হইবে যে, বিদ্যা নিজের ফলপ্রদানের জন্য অনুগমন করে, এবং কর্ম্মও তাহার নিজের ফল প্রদান করিবার জন্যই অনুগমন করে, উভয়ের মধ্যে এইরূপ বিভাগ বা সম্বন্ধের পার্থক্য রহিয়াছে। যেমন 'দুইশত মুদ্রা ক্ষেত্রবিক্রয়ী ও রত্নবিক্রয়ীর অনুগমন করে' বলিলে, ক্ষেত্রের জন্য একশত, আর রত্নের জন্য একশত, এইরূপই বিভাগ প্রতীতি হইয়া থাকে, এখানেও সেইপ্রকার বিভাগ বুঝিতে হইবে ॥৩॥৪॥১১॥

যদুক্তং বিদ্যাবতঃ কর্ম্মবিধানাৎ বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গম্—ইতি; নৈতদ্ যুক্তম্, "বেদমধীত্য" [ছান্দো০ ৮।১৫।১] ইত্যধ্যয়নমাত্রবতো বিধানাৎ। নচ অধ্যয়নবিধিরেবার্থবোধে প্রবর্ত্তয়তি, আধানবদধ্যয়নস্য অক্ষররাশিগ্রহণমাত্রে পর্য্যবসানাৎ। গৃহীতস্য চ স্বাধ্যায়স্য ফলবৎ-কর্ম্মাববোধিত্বদর্শনাৎ তন্নির্ণয়ফলে তদর্থবিচারে পুরুষঃ স্বয়মেব প্রবর্ত্ততে; ততঃ কর্ম্মার্থী কর্ম্মজ্ঞানে প্রবর্ত্ততে, মোক্ষার্থী চ ব্রহ্মজ্ঞানে, ইতি ন বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গম্। যদ্যপি অধ্যয়ন-বিধিরেব অর্থাববোধে প্রবর্ত্তয়তি; তথাপি ন বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গম্, অর্থজ্ঞানাদর্থান্তরত্বাদ্ বিদ্যায়াঃ। যথা জ্যোতিষ্টোমাদিকর্ম্মস্বরূপবিজ্ঞানাৎ ফলসাধনভূতং কর্ম্মানুষ্ঠানং অর্থান্তরম্; তথা অর্থজ্ঞানরূপাৎ ব্রহ্মস্বরূপবিজ্ঞানাৎ অর্থান্তরমেব ধ্যানোপাসনাদি-শব্দবাচ্যা পুরুষার্থসাধনভূতা বিদ্যা, ইতি ন তস্যাঃ কর্ম্মসম্বন্ধগন্ধো বিদ্যতে ॥৩॥৪॥১২॥

নাবিশেষাৎ ॥৩॥৪॥১৩॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) অবিশেষাৎ (যেহেতু জ্ঞানীকেই বিশেষ করিয়া বলা হয় নাই)।]

বিদ্বানের সম্বন্ধে কর্ম্মবিধান হেতু যে, বিদ্যাকে কর্ম্মাঙ্গ বলা হইয়াছে; তাহাও যুক্তিযুক্ত হয় নাই; কারণ, 'বেদম্ অধীত্য' বাক্যে কেবল অধ্যয়নবিশিষ্ট ব্যক্তির সম্বন্ধেই কর্ম্মের বিধান করা হইয়াছে মাত্র; বস্তুতঃ অধ্যয়নবিধিই ত লোককে বেদার্থ-বোধে প্রবর্ত্তিত করে না; কেন না, অগ্নিপ্রভৃতি গ্রহণের ন্যায় এই অধ্যয়ন শব্দটীও কেবল অক্ষররাশি-গ্রহণেই পর্য্যবসিত, অর্থাৎ 'অধ্যয়ন' বলিতে কেবল গুরুর নিকট হইতে বৈদিক অক্ষর লাভমাত্রই বুঝায়, কিন্তু সেই সঙ্গে যে, তাহার অর্থও বুঝিতে হইবে, এরূপ ত বুঝা যায় না। অধীত বেদে কর্ম্ম ও তাহার ফল-নির্দেশ দৃষ্ট হয়, তখন সেই কর্ম্ম ও কর্ম্মফল নির্ণয়ার্থ বেদার্থবিচারে লোকের আপনা হইতেই প্রবৃত্তি জন্মে; তাহার পর কর্ম্মফলার্থী লোক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, আর মোক্ষার্থী লোক ব্রহ্মজ্ঞানে প্রবৃত্ত হয়; সুতরাং অধ্যয়নসম্পন্ন ব্যক্তির কর্ম্মবিধি হইতেই বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্ব সিদ্ধ হয় না।

পক্ষান্তরে, অধ্যয়নবিধিকেই যদি বেদার্থবোধে লোকের প্রবর্ত্তক বলিয়া মনে কর, তথাপি বিদ্যা কখনও কর্ম্মাঙ্গ হইতে পারে না; কেন না, অর্থজ্ঞান আর বিদ্যা (উপাসনা) ত এক পদার্থ নহে, পরন্তু ভিন্ন পদার্থ। জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি কর্ম্মের স্বরূপ-বিজ্ঞান হইতে ফলসাধনভূত সেই কর্ম্মানুষ্ঠান যেরূপ পৃথক্ পদার্থ, তদ্রূপ কেবল ব্রহ্মের স্বরূপ বিষয়ক জ্ঞানাত্মক বেদার্থ প্রতীতি হইতে ধ্যান ও উপাসনাদি শব্দ-বাচ্য পুরুষার্থ সাধনভূতা বিদ্যাও পৃথক্ পদার্থ; সুতরাং তাহার সহিত কর্ম্মের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই; [অতএব বিদ্যা কখনই কর্ম্মাঙ্গ হইতে পারে না] ॥৩॥৪॥১২॥

[সরলার্থঃ—"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি" ইতি ব্রহ্মবিদাম্ আয়ুষঃ কর্ম্মানুষ্ঠাননিয়তত্বং দৃশ্যতে; ইতি যদুক্তম্, তন্ন সংগচ্ছতে; কুতঃ? অবিশেষাৎ,—'বিদুষ এব' ইতি বিশেষাভাবাৎ অবিদুষোঽপি তৎ সম্ভবতীত্যর্থঃ।

পূর্ব্বে যে, বলা হইয়াছে, "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি" শ্রুতিতে বিদ্বানের পক্ষে কর্ম্মানুষ্ঠানের নিয়ম বা অবশ্য-কর্ত্তব্যতা দৃষ্ট হয়; বস্তুতঃ সেরূপ নিয়মও সঙ্গত হয় না; কারণ, 'বিদ্বান্ পুরুষই' এইরূপ বিশেষ করিয়া অবধারণ না থাকায়, ঐ শ্রুতিটী বিদ্বানের কর্ম্মানুষ্ঠান-নিয়ামক হইতে পারে না ॥৩॥৪॥১৩॥]

যচ্চোক্তম্ "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি" [ঈশো০ ২] ইত্যাত্মবিদং জ্ঞানাদ্ ব্যাবর্ত্ত্য যাবজ্জীবং কর্ম্মানুষ্ঠানে নিয়ময়তীতি; তন্নোপপদ্যতে; অবিশেষাৎ—নহ্যয়ং নিয়মঃ ফলসাধনভূত-স্বতন্ত্রকর্ম্মবিষয়ঃ—ইতি বিশেষ-হেতুরস্তি, বিদ্যাঙ্গভূত-কর্ম্মবিষয়তয়াপ্যুপপত্তেঃ। "কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধি-মাস্থিতা জনকাদয়ঃ" [গীতা০ ৩।২০] ইতি চ বিদুষস্তু আ প্রয়াণাদুপাসন-স্যানুবর্ত্তমানত্বাৎ ॥৩॥৪॥১৩॥

এবমর্থস্বাভাব্যেন চোদ্যং পরিহৃত্য "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি" [ঈশো০ ২] ইত্যস্য বাক্যস্যার্থমাহ—

স্তুতয়েঽনুমতির্ব্বা ॥৩॥৪॥১৪॥

[পদচ্ছেদঃ—স্তুতয়ে (প্রশংসার্থ) অনুমতিঃ (অনুমতি) বা (অবধারণে)।]

আরো যে, বলা হইয়াছে—"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি" এই শ্রুতি আত্মবিদ্‌কে জ্ঞান হইতে পৃথক্ ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠানে নিয়মিত করিতেছে; সে কথাও সঙ্গত হইতেছে না; কেন না, উপদেশে কিছুমাত্র বিশেষ নাই; উক্ত শ্রুতিতে এমন কোনও নিয়ম করা হয় নাই যে, যাহাতে ফল-সাধনভূত স্বতন্ত্র কর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়েই উহার নিয়োগ হইতে পারে; কারণ, কর্ম্মকে বিদ্যার অঙ্গ বলিলেও উহার উপপত্তিতে কোন বাধা হয় না। দেহপাত না হওয়া পর্য্যন্ত বিদ্বান্ ব্যক্তিকেও উপাসনার অনুসরণ করিতে হয়; সুতরাং তদঙ্গভূত কর্ম্মানুষ্ঠানও তাহার পক্ষে অসঙ্গত হয় না; অতএব "কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ" ইত্যাদি বচনও এপক্ষে অনুপপন্ন হয় না ॥৩॥৪॥১৩॥

এইরূপ অর্থ-স্বভাব্যানুসারে অর্থাৎ সহজসিদ্ধ শব্দার্থ-জ্ঞান হইতে বিদ্যার পার্থক্য নিরূপণ এবং কর্ম্মের বিদ্যাঙ্গত্ব স্থাপন দ্বারা প্রতিপক্ষের আপত্তি খণ্ডন করিয়া এখন "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি" শ্রুতির বাক্যার্থ বলিতেছেন—"স্তুতয়ে" ইত্যাদি।

[সরলার্থঃ—বা-শব্দোঽবধারণে; "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বম্" ইতি বিদ্যায়াঃ প্রকৃতত্বাৎ তৎস্তুত্যর্থমেব তত্র কর্ম্মানুমতিঃ ক্রিয়তে ন তু বিধেয়ার্থম্। অয়ং ভাবঃ,—বিদ্বান্ যাবজ্জীবং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নপি বিদ্যামহাত্ম্যাৎ ন তেন লিপ্যতে, ইত্যেবং বিদ্যা স্তূয়তে ॥

সূত্রের বা-শব্দটি অবধারণার্থক; "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বম্" ইত্যাদি শ্রুতিতে বিদ্যারই স্বরূপ নিরূপণ করা হইতেছে; "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি" শ্রুতিটিও সেই প্রকরণেই পঠিত থাকায় বুঝিতে হইবে যে, প্রস্তাবিত বিদ্যার প্রশংসার্থই কর্ম্মানুষ্ঠানে অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে,—বিদ্যার এমনই মহিমা যে, বিদ্বান্ সর্ব্বদা কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও কোন কর্ম্মই তাহাকে লিপ্ত করিতে পারে না ॥৩॥৪॥১৪॥]

বা-শব্দোঽবধারণার্থঃ; "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বম্" ইতি বিদ্যাপ্রকরণাদ্ বিদ্যাস্তুতয়ে সর্ব্বদা কর্ম্মানুষ্ঠানানুমতিরিয়ম্। বিদ্যামাহাত্ম্যাৎ সর্ব্বদা কর্ম্ম কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে কর্ম্মভিঃ—ইতি হি বিদ্যা স্তুতা ভবতি। বাক্যশেষশ্চৈবমেব দর্শয়তি—"এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে" [ঈশো০ ১।২] ইতি; অতো ন কর্ম্মাঙ্গং বিদ্যা ॥৩॥৪॥১৪॥

কামকারেণ চৈকে ॥৩॥৪॥১৫॥

[পদচ্ছেদঃ—কামকারেণ (কামনাপূর্ব্বক) চ (ও) একে (কোন কোন বেদশাখীরা)।]

[সরলার্থঃ—অপিচ, একে শাখিনঃ ব্রহ্মবিদ্যাবতঃ কামকারেণ স্বেচ্ছয়া গার্হস্থ্যত্যাগম্ অপি অধীয়তে—"কিং প্রজয়া করিষ্যামঃ, যেষাং নোঽয়মাত্মায়ং লোকঃ" ইত্যাদৌ। অত্র হি বিদুষঃ কামকারেণ গার্হস্থ্যত্যাগং কথয়ন্ত্যো বিদ্যায়াঃ কর্ম্মানঙ্গত্বং দর্শয়ন্তি শ্রুতয়ঃ॥

অপিচ, কোন কোন শাখীরা বিদ্বানের পক্ষে স্বেচ্ছানুসারে গার্হস্থ্যত্যাগেরও উপদেশ করিয়া থাকেন। যথা, 'আমরা সন্তান দ্বারা কি করিব, যাহা দ্বারা এই আত্মলোক লাভ করা যায় না' ইত্যাদি। এখানে কর্ম্মসহচর গার্হস্থ্যত্যাগের উপদেশ থাকায়, বিদ্যা যে, কর্ম্মাঙ্গ নহে, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে ॥৩॥৪॥১৫॥]

সূত্রের বা-শব্দের অর্থ—অবধারণ। "ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বম্" (এ সমস্তই ঈশ্বরব্যাপ্ত বলিয়া চিন্তা করিতে হইবে), এইরূপে বিদ্যার উপক্রম থাকায়, তৎপ্রকরণে পঠিত ঐ শ্রুতিটিও বিদ্যার প্রশংসার্থই সর্ব্বদা কর্ম্মানুষ্ঠানের অনুমতি জ্ঞাপন করিতেছে। বিদ্যার এমনই মহিমা যে, সর্ব্বদা কর্ম্ম করিলেও বিদ্বান্ পুরুষ কর্ম্ম দ্বারা লিপ্ত হন না, এইরূপে বিদ্যার স্তুতি করাই ঐ শ্রুতির অভিপ্রেত। ঐ প্রকরণের বাক্য-শেষও এই প্রকার সিদ্ধান্তই প্রদর্শন করিতেছে—'তুমি মনুষ্য হইলেও, এই প্রকারে যদি অবস্থিতি কর, তাহা হইলে তোমাতে কোন কর্ম্ম লিপ্ত হইবে না; ইহার অন্যথা হয় না' ইতি। অতএব বিদ্যা কখনই কর্ম্মাঙ্গ হইতে পারে না ॥৩॥৪॥১৪॥

অপি চ, এবমেকে শাখিনঃ কামকারেণ ব্রহ্মবিদ্যানিষ্ঠস্য গার্হস্থ্যত্যাগমধীয়তে—"কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মায়ং লোকঃ" [বৃহদা০ ৬।৮।২২] ইতি। বিদুষো বিরক্তস্য কামকারেণ গার্হস্থ্যকর্ম্মত্যাগং ব্রুবদিদং বচনং ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ কর্ম্মানঙ্গত্বং দর্শয়তি। যজ্ঞাদিকর্ম্মাঙ্গত্বে হি বিদ্যায়াঃ বিদ্যানিষ্ঠস্য কামকারেণ গার্হস্থ্যত্যাগো ন সম্ভবতি। অতো ন বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গম্ ॥৩॥৪॥১৫॥

উপমর্দ্দং চ ॥৩॥৪॥১৬॥

[পদচ্ছেদঃ—উপমর্দ্দং (কর্ম্মের উপমর্দ্দন) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—কিঞ্চ, পুণ্যাপুণ্যরূপস্য কর্ম্মণো ব্রহ্মবিদ্যয়া উপমর্দ্দমপি স্বয়ং শ্রুতিরাহ—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

ইত্যাদ্যা। অতঃ কর্ম্মোপমর্দ্দিকায়া বিদ্যায়াঃ কর্ম্মাঙ্গত্বং কথমুপপদ্যেত ইতি ভাবঃ॥

বিশেষতঃ 'সেই পরাবর অর্থাৎ সর্ব্বোত্তম ব্রহ্ম সাক্ষাৎকৃত হইলে, হৃদয়গ্রন্থি (অভিমানাদি) নষ্ট হইয়া যায়, সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়, এবং তাহার কর্ম্মরাশিও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়' ইত্যাদি শ্রুতিও বিদ্যাকে কর্ম্মোপমর্দ্দক বলিতেছেন। অভিপ্রায় এই যে, কর্ম্মোপমর্দ্দক বিদ্যা কখনই কর্ম্মের অঙ্গ বা অধীন হইতে পারে না ॥৩॥৪॥১৬॥]

পুণ্যাপুণ্যরূপস্য সমস্তসাংসারিকদুঃখমূলস্য কর্ম্মণো ব্রহ্মবিদ্যয়া উপমর্দ্দং চ প্রতিবেদান্তমধীয়তে—

আরও এক কথা, এইরূপ কোন কোন বেদশাখীরা ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে গার্হস্থ্যাশ্রম ত্যাগেরও উপদেশ করিয়া থাকেন—'আমরা সন্তান দ্বারা কি করিব, যাহা দ্বারা আমাদের অভীষ্ট এই আত্মলোক লাভ করা যায় না', এই বাক্যটি বৈরাগ্যসম্পন্ন বিদ্বানের গার্হস্থ্য-ত্যাগ বলাতে, ব্রহ্মবিদ্যা যে, কর্ম্মাঙ্গ নহে, তাহাই প্রদর্শন করিতেছে, বুঝিতে হইবে। বিদ্যা যদি যজ্ঞাদি কর্ম্মের অঙ্গই হইত, তাহা হইলে কখনই ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে স্বেচ্ছানুসারে কর্ম্মক্ষেত্র গার্হস্থ্য পরিত্যাগ করা সম্ভবপর হইত না; অতএব বিদ্যা কখনই কর্ম্মাঙ্গ হইতে পারে না ॥৩॥৪॥১৫॥

বিশেষতঃ বেদান্তের প্রত্যেক অংশই ব্রহ্মবিদ্যাকে সাংসারিক সমস্ত সুখ-দুঃখের মূলীভূত পুণ্যপাপাত্মক কর্ম্মের উচ্ছেদক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন—'সেই পরাবর ব্রহ্ম দৃষ্ট হইলে পর,

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥" [মুণ্ড০, ২।২।৮]
ইত্যাদিকম্। তৎ বিদ্যায়াঃ কর্ম্মাঙ্গত্বে ন সঙ্গচ্ছতে ॥৩॥৪॥১৬॥

ঊর্দ্ধ্বরেতঃসু চ শব্দে হি ॥৩॥৪॥১৭॥

[পদচ্ছেদঃ—ঊর্দ্ধ্বরেতঃসু (ঊর্দ্ধ্বরেতা –সন্ন্যাসাশ্রমে) চ (ও) শব্দে (শ্রুতি বাক্যে) হি (নিশ্চয়ে)।]

[সরলার্থঃ—ঊর্দ্ধ্বরেতঃসু চ আশ্রমেষু সন্ন্যাসাশ্রমেষু ব্রহ্মবিদ্যাদর্শনাৎ, দর্শপূর্ণমাসাদিকর্ম্মাভাবাচ্চ ন বিদ্যায়াঃ কর্ম্মাঙ্গত্বম্। ঊর্দ্ধ্বরেতসামাশ্রমসদ্ভাবে চ প্রমাণমাহ—'শব্দে হি' ইতি। হি যস্মাৎ বৈদিকে এব শব্দে "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" ইত্যাদৌ ঊর্দ্ধ্বরেতস আশ্রমাঃ শ্রূয়ন্তে, অতো নাপ্রামাণিকা ইত্যাশয়ঃ॥

ঊর্দ্ধ্বরেতাঃ—সন্ন্যাসাশ্রমেও ব্রহ্মবিদ্যার সদ্ভাব এবং কর্ম্মানুষ্ঠানের অসদ্ভাব দর্শনে বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্ম-বিদ্যা কখনই কর্ম্মাঙ্গ নহে। 'ধর্ম্মের তিনটি স্কন্ধ বা প্রধান বিভাগ' ইত্যাদি বৈদিক বাক্যেও ঊর্দ্ধ্বরেতা আশ্রমের সদ্ভাব জানা যাইতেছে ॥৩॥৪॥১৭॥]

ঊর্দ্ধ্বরেতঃসু আশ্রমেষু ব্রহ্মবিদ্যাদর্শনাৎ তেম্বগ্নিহোত্র-দর্শপূর্ণমাসাদি-কর্ম্মাভাবাচ্চ ন বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গম্। ননু ঊর্দ্ধ্বরেতস আশ্রমা ন সন্ত্যেব, "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি" [আপস্তম্বশ্রৌতসূ০ ৩।১৪।৮] ইত্যাদিনা অগ্নিহোত্রদর্শপূর্ণমাসাদীনাং যাবজ্জীবাধিকারশ্রুতেঃ; শ্রুতিবিরুদ্ধানাং স্মৃতীনাং চাপ্রামাণ্যাৎ। অত আহ—"শব্দে হি" ইতি। বৈদিকে এব হি

হৃদয়ের অবিদ্যা-গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যায়, সমস্ত সংশয় নষ্ট হইয়া যায়, এবং তাহার কর্ম্মরাশিও ক্ষয়-প্রাপ্ত হয়' ইত্যাদি। বিদ্যা যদি কর্ম্মেরই অঙ্গ হয়. তাহা হইলে ত এ কথা কখনও সঙ্গত হইতে পারে না ॥৩॥৪॥১৬॥

অপিচ, ঊর্দ্ধ্বরেতা আশ্রমে অর্থাৎ সন্ন্যাসাশ্রমেও ব্রহ্মবিদ্যার সদ্ভাব হেতু এবং তাহাতে অগ্নিহোত্র ও 'দর্শপূর্ণমাস' প্রভৃতি কর্ম্মানুষ্ঠানের অভাব হেতু জানা যায় যে, বিদ্যা কখনই কর্ম্মাঙ্গ নহে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, ঊর্দ্ধ্বরেতানামে ত কোন আশ্রমই নাই; কারণ, 'যাবজ্জীবন 'অগ্নিহোত্র' হোম করিবে' ইত্যাদি শ্রুতিতে অগ্নিহোত্র ও দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি কর্ম্মে পুরুষের যাবজ্জীবন অধিকারের উল্লেখ রহিয়াছে; আর ঊর্দ্ধ্বরেতা (সন্ন্যাস) আশ্রমের বিধায়ক যে সমস্ত স্মৃতিবাক্য আছে, তাহাও যখন শ্রুতিবিরুদ্ধ, তখন নিশ্চয়ই প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে

শব্দে তে দৃশ্যন্তে—"ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" [ছান্দো০ ২।২৩।১] "যে চেমে-ঽরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে" [ছান্দো০ ৫।১০।১] "এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি" [বৃহদা০ ৬।৪।২২] ইত্যাদৌ। যাবজ্জীবশ্রুতিস্ত্ব-বিরক্তবিষয়া ॥৩॥৪॥১৭॥

পরামর্শং জৈমিনিরচোদনাচ্চাপবদতি হি ॥৩॥৪॥১৮॥

[পদচ্ছেদঃ—পরামর্শং (অনুবাদমাত্র) জৈমিনিঃ (জৈমিনিনামক আচার্য্য) [মনে করেন।] অচোদনাৎ (বিধির অভাব হেতু), অপবদতি (নিন্দা করেন) হি (যেহেতু)।]

[সরলার্থঃ—জৈমিনিস্তু আচার্য্যঃ "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" ইত্যাদৌ যৎ ঊর্দ্ধরেত-আশ্রমকথনং, অচোদনাৎ—বিধিপ্রত্যয়াভাবাৎ হেতোঃ তৎ খলু পরামর্শং—অনুবাদমাত্রং, ন পুনর্বিধানং মন্যতে; হি যস্মাৎ "বীরহা বা এষ দেবানাং, যোঽগ্নিমুদ্বাসয়তে" ইত্যাদিকা হি শ্রুতিঃ সন্ন্যাসম্ অপবদতি নিন্দতীত্যর্থঃ। অত ঊর্দ্ধরেতস আশ্রমা ন সন্তীতি ভাবঃ ॥

আচার্য্য জৈমিনি মনে করেন যে, "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে যে, সন্ন্যাসের কথা আছে, তাহা পরামর্শ অর্থাৎ অনুবাদ মাত্র—কিন্তু বিধি নহে; কারণ, তৎসম্বন্ধে কোথাও বিধিপ্রত্যয় নাই; অধিকন্তু 'যে লোক অগ্নি পরিত্যাগ করে, সে লোক দেবতাগণের বীর্য্যহানি করে'; ইত্যাদি শ্রুতি সন্ন্যাসাশ্রমের নিন্দাই করিতেছে। অতএব ঊর্দ্ধরেতার আশ্রমসদ্ভাবে প্রমাণ নাই ॥৩॥৪॥১৮॥]

না ৩)। তদুত্তরে বলিতেছেন যে, না, এরূপ আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, 'ধর্ম্মের স্কন্ধ (প্রধান বিভাগ) তিনটি', 'এই যাহারা অরণ্যমধ্যে শ্রদ্ধাকে তপোরূপে উপাসনা করিয়া থাকেন' 'প্রব্রাজিগণ (সন্ন্যাসিগণ) এই আত্মলোকলাভের ইচ্ছায়ই প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) গ্রহণ করিয়া থাকেন।' ইত্যাদি বৈদিক বাক্যেই সন্ন্যাসাশ্রমের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, অতএব যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্রাদিবিধায়ক যে, শ্রুতি আছে, তাহা বৈরাগ্যবিহীন লোকদিগের সম্বন্ধে প্রযোজ্য; (কিন্তু বৈরাগ্যসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে নহে) ॥৩॥৪॥১৭॥

(*) তাৎপর্য্য—"যাবজ্জীবম্ অগ্নিহোত্রং জুহোতি" এই বাক্যে আজীবন 'অগ্নিহোত্র' যাগানুষ্ঠানের স্পষ্ট বিধান রহিয়াছে; "অথচ প্রাজাপত্যাং নিরূপ্যেষ্টিং সর্ব্ববেদস-দক্ষিণাম্। আত্মন্যগ্নিং সমাধায় ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেদ্ গৃহাৎ" ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যে সন্ন্যাসেরও বিধান রহিয়াছে; কিন্তু নিয়ম হইতেছে যে, "শ্রুতি-স্মৃতিবিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী" অর্থাৎ শ্রুতির সহিত স্মৃতিশাস্ত্রের বিরোধ উপস্থিত হইলে তখন শ্রুতিই বলবতী হয়। অতএব যাবজ্জীবাধিকার-বোধক শ্রুতির বিরুদ্ধার্থক সন্ন্যাস-বোধক স্মৃতিবাক্য কখনই প্রমাণরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে না; কাজেই ঊর্দ্ধরেতার আশ্রমসদ্ভাব সম্বন্ধে আপত্তি হইতেছে। তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, যাহাদের হৃদয়ে ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগ্য বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মে নাই, তাহাদের জন্যই 'যাবজ্জীব' শ্রুতি, আর যাহাদের হৃদয়ে তীব্র বৈরাগ্য উদিত হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে সন্ন্যাসের বিধান হইয়াছে; সুতরাং উভয় বাক্যেরই ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে প্রামাণ্য থাকিতেছে ॥

যদিদং "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" [ছান্দো০ ২।২৩।১] ইত্যাদৌ বৈদিকে শব্দে ঊর্দ্ধরেতস আশ্রমা দৃশ্যন্তে ; অতস্তে সন্ত্যেবেতি ; নৈতদুপপদ্যতে ; যতঃ "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" ইত্যাদিষু বাক্যেষু তেষামাশ্রমাণাং পরামর্শমাত্রং ক্রিয়তে—অনুবাদমাত্রমিত্যর্থঃ। কুত এতৎ ? অচোদনাৎ—অবিধানাদিত্যর্থঃ। ন হ্যত্র বিধিশব্দঃ শ্রূয়তে ; "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" ইত্যাদিনা হি প্রকৃতং প্রণবেন ব্রহ্মোপাসনং স্তূয়তে, "ব্রহ্ম-সংস্থোঽমৃতত্বমেতি" ইত্যুপসংহারাৎ ; অতোঽন্যার্থমনুবাদমাত্রমত্রক্রিয়তে তেষামাশ্রমাণাম্। "যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে" [ছান্দো০ ৫।১০।১] ইতি চ দেবযানবিধিপরত্বাৎ তত্রাপি নাশ্রমান্তরবিধিসম্ভবঃ। অপি চ, অপবদতি হি শ্রুতিরাশ্রমান্তরং "বীরহা বা এষ দেবানাং যোঽগ্নিমুদ্বাসয়তে" [যজু০ ১ কাণ্ড০ ৫ প্র০ ২ অনু০] ইত্যাদিকা। অত ঊর্দ্ধরেতস আশ্রমা ন সন্তীতি জৈমিনিরাচার্য্যো মন্যতে ॥৩॥৪॥১৮॥

অনুষ্ঠেয়ং বাদরায়ণঃ সাম্যশ্রুতেঃ ॥৩॥৪॥১৯॥

[পদচ্ছেদঃ—অনুষ্ঠেয়ং (অবশ্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে) বাদরায়ণঃ (বাদরায়ণ নামক আচার্য্য) [মনে করেন], সাম্যশ্রুতেঃ (শ্রুতির তুল্যতা হেতু)।]

পূর্ব্বে যে, বলা হইয়াছে, "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" ইত্যাদি বৈদিক শব্দে যখন ঊর্দ্ধরেতা-আশ্রম উল্লিখিত হইয়াছে, তখন ঐরূপ আশ্রম নিশ্চয়ই আছে ; সে কথা উপপন্ন হইতেছে না। কারণ, "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" ইত্যাদি বাক্যে ঐ আশ্রমের পরামর্শ—উল্লেখ মাত্র করা হইয়াছে, (বিধান করা হয় নাই)। কি হইতে ইহা জানা যায় ? অচোদনা হইতে অর্থাৎ বিধির অভাব হইতে [জানা যায়]। এ বিষয়ে কোনপ্রকার বিধায়ক শব্দ শ্রুত হইতেছে না ; পরন্তু 'ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" ইত্যাদি বাক্যে কেবল প্রস্তাবিত প্রণব-সাধ্য ব্রহ্মোপাসনারই স্তুতি করা হইতেছে ; কেন না, উপসংহারে আছে—'ব্রহ্মসংস্থ ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভ করিয়া থাকেন,' এখানে কেবল অন্যার্থ—ব্রহ্মোপাসনার প্রশংসার্থ ই উহার অনুবাদ বা উল্লেখ করা হইতেছে মাত্র। তাহার পর, 'অরণ্য মধ্যে এই যাঁহারা শ্রদ্ধাকে তপোরূপে উপাসনা করিয়া থাকেন' এই শ্রুতিরও 'দেবযান' পথ-প্রদর্শনেই তাৎপর্য্য ; সুতরাং সেখানেও আশ্রমান্তরবিধি কল্পনা করা সম্ভব হয় না। বিশেষতঃ 'যে লোক অগ্নিনির্ব্বাপিত করে, অর্থাৎ 'অগ্নিহোত্র'যাগ ত্যাগ করে, সে ব্যক্তি দেবতাগণের বীর্য্যহানি করিয়া থাকে', ইত্যাদি শ্রুতি ও আশ্রমান্তরের নিন্দাই করিতেছে। অতএব জৈমিনি আচার্য্য মনে করেন যে, ঊর্দ্ধরেতানামে কোনরূপ পৃথক্ আশ্রম নাই ॥৩॥৪॥১৮॥

[সরলার্থঃ—গৃহস্থাশ্রমবৎ আশ্রমান্তরমপি অনুষ্ঠেয়ং—প্রতিপালনীয়ম্, ইতি বাদরায়ণ আচার্য্যো মন্যতে; কুতঃ? সাম্যশ্রুতেঃ—শ্রুতিসাম্যাদিত্যর্থঃ। যত্তু ব্রহ্মসংস্থ-স্তুত্যর্থতয়া কীর্ত্তনং, তত্তু ঊর্দ্ধরেতস আশ্রমবৎ গৃহস্থাশ্রমস্যাপি সমানম্; তত্র গৃহস্থাশ্রমস্য উপাদেয়তায়াং ঊর্দ্ধরেতস আশ্রমাণামপি উপাদেয়তা স্বত এব সিধ্যতীতি ভবঃ।

বাদরায়ণনামক আচার্য্য মনে করেন যে, গৃহস্থাশ্রমের ন্যায় সন্ন্যাসাশ্রমও অবশ্যই গ্রহণযোগ্য; কারণ? যেহেতু উভয়েরই সমান শ্রুতি রহিয়াছে; অর্থাৎ ব্রহ্মসংস্থ ব্যক্তির স্তুতির জন্য যে, গুণকীর্ত্তন, তাহা গৃহস্থাশ্রমের ন্যায় উর্দ্ধরেতা আশ্রমের পক্ষেও তুল্য; সুতরাং উভয়ই সমানরূপে গ্রহণীয় ॥৩॥৪॥১৯॥]

গৃহস্থাশ্রমবদাশ্রমান্তরমপ্যনুষ্ঠেয়ং ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে। কুতঃ? সাম্যশ্রুতেঃ—উপাদেয়তয়াঽভিমত-গৃহস্থাশ্রমসাম্যং হি তেষামপ্যাশ্রমাণাং শ্রূয়তে। "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" ইত্যারভ্য ব্রহ্মসংস্থ-স্তুত্যর্থতয়া সংকীর্ত্তনং গৃহস্থাশ্রমস্যেতরেষাং চ সমানম্। অথ গৃহস্থাশ্রমস্যানুবাদঃ প্রাপ্তৌ সত্যামেব সম্ভবতীতি তস্য প্রাপ্তিরবশ্যাভ্যুপেত্যেতি মতম্; তদিতরেষামপি সমানমন্যত্রাভিনিবেশাৎ (*)।

ন চ গার্হস্থ্যধর্ম্ম এব "যজ্ঞোঽধ্যয়নং দানং তপো ব্রহ্মচর্য্যম্" [ছান্দো° ২।২৩।১] ইতি সর্ব্বৈঃ শব্দৈরভিধীয়তে, ব্রহ্মচর্য্য-তপসোর্গৃহস্থস্যৈব সম্ভবাদিতি যুক্তম্; 'ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ' ইতি ত্রিত্বেন সংগৃহ্য "প্রথমো

পূজনীয় বাদরায়ণ আচার্য্য মনে করেন যে, গৃহস্থাশ্রমের ন্যায় আশ্রমান্তরও (সন্ন্যাসাশ্রমও) অবশ্য অনুষ্ঠেয়; কারণ? শ্রুতিসাম্যই কারণ; অভিমত গৃহস্থাশ্রমের যেরূপ গ্রহণীয়তা-প্রতিপাদক শ্রুতি আছে, আশ্রমান্তরের সম্বন্ধেও তদ্রূপ উপাদেয়তা শ্রুতি রহিয়াছে। আর "ত্রয়ো ধর্ম্ম-স্কন্ধাঃ" এই হইতে আরম্ভ করিয়া যে, ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির স্তুতিবাদ, তাহা ত গৃহস্থাশ্রম ও আশ্রমান্তর (সন্ন্যাস,) উভয়ের পক্ষেই তুল্য। আর যদি তোমার এইরূপ অভিপ্রায় থাকে যে, সেখানে গৃহস্থাশ্রমের উল্লেখটীও অনুবাদ মাত্র; কিন্তু প্রমাণান্তর প্রাপ্ত না হইলে যখন অনুবাদ করা সম্ভব হয় না; তখন তাহার সম্বন্ধেও প্রমাণ-প্রাপ্তি (প্রমাণসিদ্ধত্ব) অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে; অপক্ষ-পাতে দেখিতে গেলে, সেকথা সন্ন্যাসাশ্রমের সম্বন্ধেও সমান।

আর যে, ব্রহ্মচর্য্য ও তপস্যা, এই দুইটী ধর্ম্ম কেবল গৃহস্থের পক্ষেই সম্ভবপর হয় বলিয়া, এই শ্রুতির 'যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য' এই সমস্ত শব্দে কেবল গৃহস্থাশ্রমের ধর্ম্মই কথিত হইতেছে বলিবে, তাহাও যুক্তিযুক্ত হয় না; কেন না, "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" এই শ্রুতিতে যে, ত্রিত্ব-বোধক 'ত্রয়ঃ' পদে পূর্ব্বোক্ত তিনটি ধর্ম্মের সংগ্রহ করিয়া 'প্রথম, দ্বিতীয় ও

(*) কিমন্যাভিনিবেশাৎ' ইতি 'ক' পাঠঃ।

দ্বিতীয়ঃ তৃতীয়ঃ" [ছান্দো০ ২।২৩।১] ইতি বিভাগবচনানুপপত্তেঃ। অতঃ "যজ্ঞোঽধ্যয়নং দানম্" ইতি গৃহস্থাশ্রম উচ্যতে। অধ্যয়ন-শব্দো বেদাভ্যাসপরঃ। তপঃশব্দেন বৈখানস-পারিব্রাজ্যয়োর্গ্রহণম্, উভয়োঃ তপঃপ্রধানত্বাৎ। তপঃশব্দো হি কায়ক্লেশে রূঢ়ঃ; স চ দ্বয়োরপি সমানঃ। ব্রহ্মচারিধর্ম্ম এব ব্রহ্মচর্য্যশব্দেনাভিধীয়তে। "ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি" ইতি পরত্র শ্রূয়মাণো ব্রহ্মসংস্থ-শব্দো যৌগিকঃ সর্ব্বাশ্রমসাধারণঃ; সর্ব্বেষামাশ্রমিণাং ব্রহ্মসংস্থাসম্ভবাৎ।

ব্রহ্মণি সংস্থা—সংস্থিতিঃ ব্রহ্মসংস্থত্বম্; তচ্চ সর্ব্বেষাং সম্ভবত্যেব। ব্রহ্মনিষ্ঠাবিকলাঃ কেবলাশ্রমিণঃ পুণ্যলোকভাজঃ; তেষ্বেব ব্রহ্মনিষ্ঠোঽমৃতত্বভাগ্ ভবতি। তদেতদ্বিস্পষ্টমুক্তং ভগবতা পরাশরেণ—"প্রাজাপত্যং ব্রাহ্মণানাম্" [বিষ্ণু পু০ ১।৬।৩৪] ইত্যারভ্য "ব্রাহ্মং সংন্যাসিনাং স্মৃতম্" [বিষ্ণু পু০ ১।৬।৩৭] ইত্যন্তেন বর্ণানামাশ্রমাণাং চ কেবলানাং ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত্যন্তং ফলমভিধায়—

তৃতীয়,' এইরূপে বিভাগ করা, তাহা ত তোমার মতে উপপন্নই হইতে পারে না। অতএব বুঝিতে হইবে যে, যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান, এই তিনটি দ্বারা কেবল গৃহস্থাশ্রমই উক্ত হইতেছে। এখানে অধ্যয়ন-শব্দের তাৎপর্য্য বেদাধ্যয়নে, আর 'তপঃ' শব্দের তাৎপর্য্য—বৈখানস (বাণপ্রস্থ) ও পারিব্রাজ্য (সন্ন্যাস), এই উভয়ের গ্রহণে; কারণ, তপস্যা উভয়েরই প্রধান ধর্ম্ম; 'তপঃ' শব্দটি কায়ক্লেশে প্রসিদ্ধ, অর্থাৎ কায়ক্লেশ-প্রধান কর্ম্মের বোধক; ইহা উভয়ের পক্ষেই তুল্য; আর 'ব্রহ্মচর্য্য' শব্দেও ব্রহ্মচারীর যাহা ধর্ম্ম, তাহাই বুঝাইয়া থাকে। তহার পর 'ব্রহ্মসংস্থ অমৃতত্ব লাভ করেন' এই স্থলে যে, 'ব্রহ্মসংস্থ' শব্দের শ্রুতি আছে, সে শব্দটি যৌগিক অর্থাৎ ব্রহ্মবিষয়ে সম্যক্‌রূপে যাহার স্থিতি বা নিষ্ঠা আছে, তাহারই বোধক; সমস্ত আশ্রমীর পক্ষেই যখন ব্রহ্মসংস্থা (ব্রহ্মনিষ্ঠা) সম্ভব, তখন ঐ শব্দটি সর্ব্বাশ্রমসাধারণ, অর্থাৎ সমস্ত আশ্রমেরই বোধক।

ব্রহ্মবিষয়ে যে, সংস্থা—সম্যক্ স্থিতি—ব্রহ্মসংস্থত্ব (ব্রহ্মনিষ্ঠা), তাহা ত সকলের পক্ষেই সম্ভবপর। যাহারা ব্রহ্মনিষ্ঠাবিহীন কেবলই আশ্রমমাত্রভাগী, তাহারা শুভলোক লাভের অধিকারী; আর তাহাদের মধ্যেই যে ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ, সে ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভের অধিকারী হয় (মুক্ত হয়)। এ কথা ভগবান্ পরাশর অতি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—'ব্রাহ্মণগণের প্রাজাপত্য লোক লাভ হয়', এই হইতে আরম্ভ করিয়া—'সন্ন্যাসিগণের ব্রহ্মলোক লাভ হয়', এই পর্য্যন্ত বাক্যে শুধু বর্ণ ও আশ্রমনিষ্ঠদিগের ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত শেষ ফল বলিয়া অবধারিত

একান্তিনঃ সদা ব্রহ্মধ্যায়িনো যোগিনো হি যে।
তেষাং তৎ পরমং স্থানং যদ্বৈ পশ্যন্তি সূরয়ঃ ॥"

[বিষ্ণু পু০ ১।৬।৩৯]

ইতি তেম্বেব ব্রহ্মনিষ্ঠানাং ব্রহ্মপ্রাপ্তিমভিদধতা। অতো গৃহস্থাশ্রম-তুল্যা ঊর্দ্ধরেতস আশ্রমা অপি দৃশ্যন্ত ইতি তেঽপ্যনুষ্ঠেয়াঃ। "যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে" [ছান্দো০ ৫।১০।১] ইতি চ 'অরণ্যে' ইতি তপঃপ্রধানাশ্রমপ্রাপ্ত্যপেক্ষত্বাদ্দেবযানবিধানস্য তত্রাপি তৎ-প্রাপ্তিরঙ্গীকরণীয়া ॥৩॥৪॥১৯॥

পরামর্শপক্ষে বিধানপক্ষে চ গৃহস্থাশ্রমতুল্যমেষামপ্যনুষ্ঠেয়ত্বমিত্যু-পপাদ্য বিধিরেবায়মাশ্রমাণাং সর্ব্বেষাম্, নানুবাদ ইত্যুপপাদয়িতুমাহ—

বিধির্ব্বা ধারণবৎ ॥৩॥৪॥২০॥

[পদচ্ছেদঃ—বিধিঃ (বিধান) বা (অবধারণ—নিশ্চয়) ধারণবৎ (কর্ম্ম কাণ্ডোক্ত ধারণ-শ্রুতির ন্যায়)।]

[সরলার্থঃ—ইতঃপূর্ব্বং অনুবাদপক্ষে বিধিপক্ষে চ ঊর্দ্ধরেতস আশ্রমস্য গৃহস্থাশ্রমতুল্যতয়া অনুষ্ঠেয়ত্বমুক্তম্, ইদানীং তেষাং বিধিপরত্বমেব বক্তুমাহ—'বিধির্ব্বা" ইত্যাদি ॥

বিধিরেবায়ম্ ঊর্দ্ধরেতস আশ্রমস্য; ন পুনরনুবাদঃ; 'ধারণবৎ' ইতি দৃষ্টান্তোপাদানম্। যথা, অগ্নিহোত্রে "অধস্তাৎ সমিধং ধারয়ন্ অনুদ্রবেৎ, উপরিষ্টাৎ দেবেভ্যো ধারয়তি" ইত্যত্র 'ধারয়তি' ইতি অনুবাদ-সমানরূপাদপি বাক্যাৎ প্রমাণান্তরাপ্রাপ্তত্বাৎ উপরিধারণস্য বিধিঃ কল্প্যতে, তথাত্রাপি প্রমাণান্তরাপ্রাপ্তত্বাদাশ্রমান্তরাণাং বিধিরেবাশ্রীয়তে। "ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ, গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ, বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ; যদিবেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাদ্বা বনাদ্বা, যদহরেব বিরজেৎ, তদহরেব প্রব্রজেৎ" ইত্যাদিশ্রৌতবিধিম্ অবিদ্যমানমিব কৃত্বা প্রকারান্তরেণাপি আশ্রমান্তরসদ্ভাব উপপাদিত ইতি মন্তব্যম্ ॥

ইতঃপূর্ব্বে বিধিপক্ষ ও অনুবাদপক্ষ অবলম্বন করিয়া ঊর্দ্ধরেতা আশ্রমের সদ্ভাব সমর্থিত হইয়াছে, এখন ঐ আশ্রমের বিধিবোধিতত্বও সমর্থন করিতেছেন—"বিধির্ব্বা" ইত্যাদি।

ঊর্দ্ধরেতার আশ্রমসদ্ভাববোধক "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" বাক্যটি বিধিই বটে, অনুবাদ নহে। কর্ম্মকাণ্ডোক্ত 'ধারণ' ইহার দৃষ্টান্তস্থল। অগ্নিহোত্র প্রকরণে "উপরিষ্টাৎ দেবেভ্যঃ ধারয়তি" এই বাক্যে 'ধারয়তি' শব্দটী অনুবাদের অনুরূপ হইলেও, উহা হইতেই যেমন বিধির কল্পনা করিতে হয়, এখানেও তদ্রূপ বিধি কল্পনা করিতে হইবে; কারণ, যে বিষয়ে বিধি নাই, তাহার কখনই অনুবাদ হইতে পারে না; অতএব, আশ্রমান্তর-সদ্ভাবে বিধিই আছে, বুঝিতে হইবে ॥৩॥৪॥২০॥]

বা-শব্দোঽবধারণার্থঃ। বিধিরেবায়মাশ্রমাণাম্; ধারণবৎ—যথা-দিষ্টাগ্নিহোত্রে "অধস্তাৎ সমিধং ধারয়ন্ননুদ্রবেদুপরি হি দেবেভ্যো ধারয়তি" [— ০ ?] ইত্যত্রানুবাদ-সরূপাদপি বাক্যাদুপরিধারণস্যা-প্রাপ্তত্বাদ্বিধিরাশ্রীয়তে; তদুক্তং শেষলক্ষণে "বিধিস্তু ধারণেঽপূর্ব্বত্বাৎ" [পূর্ব্বমী০ ৩।৪।১৫] ইতি; তথাঽত্রাপ্যপ্রাপ্তত্বাদ্বিধিরেবাশ্রয়ণীয়ঃ।

"ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ, গৃহাদ্বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ; যদিবেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাদ্বা বনাদ্বা—যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ" [জাবালো০ ৪ খ] ইতি জাবালানামাশ্রমবিধিমসন্তমিব কৃত্বৈতেষ্বন্যপরেষ্বপি বাক্যেষ্বাশ্রমপ্রাপ্তিরবশ্যাশ্রয় .য়েত্যুপপাদিতম্।

করিয়াছেন; এবং 'যে সমস্ত যোগী একান্ত নিষ্ঠাসম্পন্ন ও সর্ব্বদা ব্রহ্মধ্যানে নিরত, তাহাদের সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান লাভ হয়,—যাহা জ্ঞানিগণ দর্শন করিয়া থাকেন।' এই বাক্যে ব্রহ্মনিষ্ঠ-দিগের ব্রহ্মপ্রাপ্তি ফল নির্দ্দেশ করিতেছেন। অতএব সর্ব্বসম্মত গৃহস্থাশ্রমের ন্যায়, শাস্ত্রে ঊর্দ্ধরেতারও যখন আশ্রম সদ্ভাব দৃষ্ট হয়, তখন সে আশ্রম মনুষ্যের অবশ্যই অনুষ্ঠেয়। বিশেষতঃ "যে চ ইমে অরণ্যে" ইত্যাদি শ্রুতিতে 'অরণ্য' শব্দটি থাকায় সেখানেও তপঃপ্রধান বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাসাশ্রমই পাওয়া যাইতেছে; সুতরাং 'দেবযান' পথ বিধানের জন্য উহার অনুবাদ হইলেও, অনুবাদমাত্রই যখন প্রমাণান্তর-সাপেক্ষ, তখন তদ্বিষয়েও বিধির অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিতে হইবে। [অতএব সন্ন্যাসাশ্রম অপ্রামাণিক হইতে পারে না] ॥৩॥৪॥১৯॥

সূত্রস্থ বা-শব্দের অর্থ—অবধারণ; কর্ম্মকাণ্ডোক্ত 'ধারণের' ন্যায় এটিও আশ্রমান্তর সম্বন্ধে নিশ্চয়ই বিধি। আদিষ্ট অগ্নিহোত্র যাগে যেমন "অধস্তাৎ সমিধং ধারয়ন্ অনুদ্রবেৎ, উপবিষ্টাং দেবেভ্যো ধারয়তি" বাক্যে 'উপরি ধারণ' কথাটি অনুবাদের অনুরূপ হইলেও, বিধি না থাকিলে অনুবাদ হইতে পারে না বলিয়া ঐ 'ধারয়তি' পদে বিধি (ধারয়েৎ) কল্পনা করিতে হয়, আলোচ্য স্থলেও তেমনি সন্ন্যাসাশ্রম সম্বন্ধে বিধি প্রত্যয় না থাকিলেও বিধি কল্পনা করিতে হইবে; কারণ, অপ্রাপ্ত বিষয়ে কখনই অনুবাদ সম্ভবপর হয় না। মীমাংসার 'শেষলক্ষণে'ও (যে লক্ষণ দ্বারা ক্রিয়ার 'অঙ্গ' নির্ণীত হইয়াছে, সেই লক্ষণেও) এ কথা উক্ত আছে,—'[উদাহৃত 'ধারণ' ক্রিয়াটি] যখন অন্যত্র কোথাও প্রাপ্ত নহে, তখন ঐ 'ধারণে' বিধি কল্পনা করিতে হইবে' ইতি।

এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, 'ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত করিয়া গৃহী (গৃহস্থ) হইবে, গৃহের পর বনী (বাণপ্রস্থাশ্রমী) হইবে, বানপ্রস্থাশ্রমী হইয়া তাহার পর প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে, অথবা সম্ভব হইলে ব্রহ্মচর্য্য হইতেই সন্ন্যাসী হইবে, অথবা গৃহ হইতে বা বন হইতে—যে দিনই বৈরাগ্যের সঞ্চার হইবে, সেই দিনই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে', এই জাবালশ্রুতিতে যদিও স্পষ্ট কথাতেই সন্ন্যাসের বিধি থাকুক, তথাপি তাহা যেন 'নাই' মনে করিয়াই পূর্ব্বোক্ত অন্যার্থবোধক বাক্য-সমূহেও আশ্রমান্তর প্রাপ্তির (সন্ন্যাসাশ্রম প্রাপ্তির) অবশ্য স্বীকার্য্যতা উপপাদন করা হইল।

এবমাশ্রমান্তরবিধানাদ্ ঋণশ্রুতির্যাবজ্জীবশ্রুতিরপবাদশ্রুতিশ্চাবিরক্তবিষয়া এবেতি বেদিতব্যা ; অন্যাশ্চ ব্রহ্মবিদঃ কর্ম্মণাম্ আ প্রয়াণাদবশ্যকব্যর্ত্ততাবিধায়িন্যঃ শ্রুতয়ঃ স্মৃতয়শ্চ স্বস্বাশ্রমধর্ম্মবিষয়াঃ। অত ঊর্দ্ধরেতঃসু চ ব্রহ্মবিদ্যাবিধানাদ্ বিদ্যাতঃ পুরুষার্থ ইতি সিদ্ধম্ ॥৩॥৪॥২০॥

[ইতি প্রথমং পুরুষার্থাধিকরণম্ ॥১॥]

স্তুতিমাত্রাধিকরণম্।] **স্তুতিমাত্রমুপাদানাদিতি চেৎ, নাপূর্ব্বত্বাৎ ॥৩॥৪॥২১॥**

[পদচ্ছেদঃ—স্তুতিমাত্রং (প্রশংসাত্মক অর্থবাদমাত্র), উপাদানাৎ (উদ্গীথাদির গ্রহণ হেতু) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), ন (না) অপূর্ব্বত্ব (যেহেতু প্রথম কথিত)।]

[সরলার্থঃ—"স এষ রসানাং রসতমঃ পরমঃ পরার্দ্ধ্যোঽষ্টমো য উদ্গীথঃ" ইত্যেবংজাতীয়কানি বহূনি বাক্যানি সন্তি, তানি কিং ক্রতুবয়বোদ্গীথস্তুতিপরাণি ? আহোস্বিৎ উদ্গীথাদিষু রসতমত্বাদিদৃষ্টিবিধায়কানি ? ইতি চিন্ত্যতে। কিং যুক্তম্ ? স্তুতিমাত্রত্বমুপপদ্যতে ; কুতঃ ? অপূর্ব্বত্বাৎ—অপ্রাপ্তত্বাৎ প্রমাণান্তরেণ ; নহি উদ্গীথাদয়ো রসতমতয়া কচিদপি প্রমাণান্তরেণ প্রতিপন্নাঃ, যেন স্তুতিমাত্রত্বমেষামুপপাদ্যেত ইত্যর্থঃ ॥

'এই যে, উদ্গীথ, ইহাই হইতেছে সমস্ত রসের সারতম রস,' ইত্যাদি যে সমস্ত উপাসনাবিধায়ক বাক্য আছে, সে সমস্ত কি যজ্ঞাঙ্গ উদ্গীথেরই স্তুতিমাত্রবোধক ? অথবা উদ্গীথপ্রভৃতিতে রসতমত্বাদিদৃষ্টি-বিধায়ক ? যদি বল, এ সমস্ত বাক্য স্তুতিবোধকই বটে ; কারণ, উদ্গীথের সঙ্গে ইহাদের পাঠ রহিয়াছে ; তদুত্তরে বলি, না,—তাহা বলিতে পার না ; কারণ, অন্য কোনও প্রমাণ দ্বারা যখন উদ্গীথাদির রসতমত্বাদি ধর্ম্মপ্রতিপন্ন হয় নাই, তখন এ সমস্ত বাক্যকে স্তুতিমাত্র বলা যাইতে পারে না ; পরন্তু উদ্গীথাদি-দৃষ্টিবিধায়কই বলিতে হয় ॥৩॥৪॥২১॥]

এইরূপে সন্ন্যাসাশ্রমের সদ্ভাব প্রমাণিত হওয়ায় বুঝিতে হইবে যে, ঋণবোধক শ্রুতি, যাবজ্জীবশ্রুতি এবং অপবাদশ্রুতিও নিশ্চয়ই বৈরাগ্যবিহীন লোকের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য (*) ; আরও যে সমস্ত শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্র ব্রহ্মবিদের সম্বন্ধে আমরণ কাল কর্ম্মানুষ্ঠানবিধায়ক আছে ; বুঝিতে হইবে, সে সমস্তও বৈরাগ্যবিহীন লোকের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। ঊর্দ্ধরেতাদের সম্বন্ধেও ব্রহ্মবিদ্যার বিধান থাকায় প্রমাণিত হইল যে, বিদ্যা হইতেই পুরুষার্থ প্রাপ্তি হইয়া থাকে, কর্ম্ম হইতে নহে ॥৩॥৪॥২০॥ [ইতি প্রথম পুরুষার্থাধিকরণ ॥১॥]

(*) তাৎপর্য্য—ঋণ-শ্রুতি যথা—"জায়মানো বৈ বিপ্রঃ ত্রিভিঃ ঋণবান্ জায়তে," অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই দৈব, পৈত্র ও আর্ষেয়, এই ত্রিবিধ ঋণযুক্ত হইয়া জন্ম ধারণ করেন, ইত্যাদি। যাবজ্জীব শ্রুতি যথা,—

ইদমিদানীং চিন্ত্যতে—"স এষ রসানাং রসতমঃ পরমঃ (*) পরার্ধ্যো-ঽষ্টমো যদুদ্গীথঃ" [ছান্দো০ ১।১।৩] ইত্যেবংজাতীয়কানি বাক্যানি ক্রত্ববয়বভূতোদ্গীথাদি-স্তুতিমাত্রপরাণি, আহোস্বিৎ উদ্গীথাদিষু রসতমাদি-দৃষ্টিবিধানার্থানীতি। অত্র প্রতিপাদিতমুপাসন-পরত্বমঙ্গীকৃত্য উপাসনস্য পুরুষার্থত্বেন ক্রতুষূপাদানানিয়ম উক্তঃ। কিং যুক্তম্? স্তুতিমাত্র-পরাণীতি। কুতঃ? উদ্গীথাদ্যুপাদানাৎ। ক্রত্বঙ্গভূতানি উদ্গীথাদী-ন্যুপাদায় তেষাং রসতমাদিত্বং প্রতিপাদিতম; যথা জুহ্বাদীনাং পৃথিব্যা-দিত্বং প্রতিপাদয়তো বচনস্য "ইয়মেব জুহূঃ স্বর্গো লোক আহবনীয়ঃ" [—০ ?] ইত্যাদিকস্য তৎস্তুতিমাত্রপরত্বম্, তথেহাপি। তদিদমাশঙ্কতে —স্তুতিমাত্রমুপাদানাদিতি চেৎ—ইতি। উদ্গীথাদ্যুপাদানাৎ তৎস্তুতি-মাত্রমেবৈষাং বাক্যানাং বিবক্ষিতমিতি চেৎ, অত্রোত্তরম্—

এখানে বিচার্য্য বিষয় হইতেছে এই যে,—'সেই ইহাই হইতেছে সমস্ত রসের সারভূত সর্ব্বোৎকৃষ্ট অষ্টম রস, যাহা 'উদ্গীথ' নামে পরিচিত'; এবংবিধ বাক্যগুলি কি ক্রতুর অবয়ব ভূত উদ্গীথাদির প্রশংসাপর? অথবা উদ্গীথ প্রভৃতিতে রসতমাদি দৃষ্টিবিধায়ক? পূর্ব্বেইত উপাসনা-পরত্ব অঙ্গীকারপূর্ব্বক বলা হইয়াছে যে, স্বতন্ত্রভাবে উপাসনাই পুরুষার্থসাধক, যজ্ঞেতে উপা-সনানুষ্ঠানের নিয়ম বা অবশ্যকর্ত্তব্যতা নাই; কাজেই এখন জিজ্ঞাসা হইতেছে যে, কোন্ পক্ষটি যুক্তিযুক্ত? [উত্তর—] স্তুতিপক্ষই; কারণ? যেহেতু উদ্গীথাদির উল্লেখ রহিয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, যজ্ঞাঙ্গ জুহূ প্রভৃতি পদার্থে পৃথিব্যাদিভাব-প্রতিপাদক 'এই পৃথিবীই জুহূ, স্বর্গলোক আহবনীয় (হোমাধার)', ইত্যাদি বচন যেমন জুহূপ্রভৃতির বোধক, তেমনি এখানেও জজ্ঞাঙ্গ উদ্গীথাদি অবলম্বন করিয়া সেই উদ্গীথাদিসম্বন্ধেই আবার রসতমাদিভাব প্রতিপাদিত হইতেছে। সূত্রের "স্তুতিমাত্রম্, উপাদানাদিতি চেৎ," এই অংশে উক্ত আশঙ্কাই প্রকটিত করা হইয়াছে (†)।

"যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি" অর্থাৎ জীবনকাল পর্য্যন্ত অগ্নিহোত্র হোম করিবে ইত্যাদি। অপবাদ শ্রুতি যথা—"বীরহা বা এষ দেবানাং, যোঽগ্নিমুদ্বাসয়তে," যিনি অগ্নি বিসর্জ্জন করেন, তিনি দেবগণের বীর্য্যহানি করেন' ইত্যাদি।

(*) পরার্থ্যোঽ' ইতি 'ক' পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য—ইহার নাম 'স্তুতিমাত্রাধিকরণ," ইহা ২১শ ও ২২শ, এই দুই সূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—উদ্গীথাদি সম্বন্ধে রসতমত্বাদি প্রতিপাদক শ্রুতি। (২) সংশয়—ঐসমস্ত বাক্য কি উদ্গীথাদির প্রাশস্ত্যবোধক কেবল স্তুতি মাত্র? অথবা, উদ্গীথপ্রভৃতিতে রসতমত্বাদি দৃষ্টির বিধায়ক? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—রসতমত্বাদিবোধক বাক্যেও যখন ক্রিয়াঙ্গ উদ্গীথাদির উল্লেখ রহিয়াছে; তখন উদ্গীথাদির

[সিদ্ধান্তঃ—]

নাপূর্ব্বত্বাৎ—ইতি। ন স্তুতিমাত্রত্বমুপপদ্যতে ; কুতঃ ? অপূর্ব্বত্বাৎ—অপ্রাপ্তত্বাৎ। ন হি উদ্গীথাদয়ো রসতমাদিতয়া প্রমাণান্তরেণ প্রতিপন্নাঃ ; যেন তৎ-প্রাশস্ত্যবুদ্ধ্যুৎপত্ত্যর্থং রসতমাদিত্বেনানূদ্যেরন্। ন চ উদ্গীথাদি-বিধিরত্র সন্নিহিতঃ ; যেন "ইয়মেব জুহূঃ স্বর্গো লোক আহবনীয়ঃ" ইত্যাদিবৎ তদেকবাক্যত্বেন যয়া কয়াচন বিধয়া তৎস্তুতিপরত্বমাশ্রীয়েত। অতঃ ক্রতুবীর্য্যবত্তরত্বাদিফলসিদ্ধ্যর্থমুদ্গীথাদিষু রসতমাদিদৃষ্টিবিধানমেব ন্যায্যম্ ॥৩॥৪॥২১॥

ভাবশব্দাচ্চ ॥৩॥৪॥২২॥

[পদচ্ছেদঃ—ভাবশব্দাৎ (উপাসনাদি ক্রিয়াবোধক শব্দ হইতে) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—ভাব-শব্দাৎ "উপাসীত" ইত্যাদিক্রিয়াপরশব্দাদপি উপাসনা-বিধিপরত্বমাসাং শ্রুতীনাং ন্যায্যম্, নতু স্তুতিপরত্বমিত্যর্থঃ ॥

বিশেষতঃ 'উপাসীত' (উপাসনা করিবে) ইত্যাদি ক্রিয়াবিধায়ক শব্দ থাকাতেও উক্ত শ্রুতিসমূহের উপাসনাবিধিপরত্ব হওয়া উচিত, কখনও স্তুতিপরত্ব উচিত হয় না ॥৩॥৪॥২২॥]

উদ্গীথাদির উল্লেখ থাকায় উক্ত বাক্যগুলিকে যদি তাহারই স্তুতিবোধক বলিতে ইচ্ছা কর, তবে তাহার উত্তরে বলিব যে, 'ন, অপূর্ব্বত্বাৎ', না—ঐ বাক্যের স্তুতিপরত্ব উপপন্ন হয় না ; কারণ ? অপূর্ব্বত্ব অর্থাৎ প্রমাণান্তরে অপ্রাপ্তিই ইহার কারণ ; কেন না, অপর কোন প্রমাণ দ্বারাই উদ্গীথাদি কর্ম্মগুলি রসতমরূপে প্রমাণিত হয় নাই, যাহার দরুণ, কেবল প্রশস্ততা-বুদ্ধি সমুৎপাদনার্থই উদ্গীথাদিকে রসতমাদিরূপে অনূদিত করা যাইতে পারে। আর উদ্গীথাদি-বিষয়ক বিধিও ইহার সন্নিহিত নহে যে, "ইয়মেব জুহূঃ, স্বর্গো লোক আহবনীয়ঃ" ইত্যাদির ন্যায় ঐ বিধির সহিত একবাক্যতা করিয়া অর্থাৎ বিধির সমানার্থক করিয়া যে কোন রকমে সেই বিধির স্তুতিপর করা যাইতে পারে। অতএব ক্রতুর বীর্য্যবত্তরত্বাদি ফলসাধনের জন্য উদ্গীথাদিবিষয়ে রসতমাদি দৃষ্টিবিধানই ন্যায়সঙ্গত ; স্তুতিমাত্রপরত্ব নহে ॥৩॥৪॥২১॥

স্তুতিপরত্বই ন্যায্য। (৪) উত্তর—না,—অন্যত্র কোথাও যখন রসতমত্বাদির বিধান দেখা যায় না ; অথচ বিধি না থাকিলেও যখন স্তুতিকরা সম্ভবপর হয় না, তখন এ সমস্ত বাক্য বিধিপরই বটে, স্তুতিপর নহে। (৫) নির্ণয়—অতএব উদ্গীথ প্রভৃতিতে রসতমত্বাদি-জ্ঞানে উপাসনা করাই যুক্তিসঙ্গত।

"উপাসীত" [ছান্দো০ ১।১।১] ইত্যাদি-ভাবশব্দাচ্চ বিধিপরত্বমেব ন্যায্যম্। বিধি-প্রত্যয়যুক্তো হি ক্রিয়াশব্দো বিধেয়মেব স্বার্থমবগময়তি। তস্মাদুপাসনবিধানার্থা এতা শ্রুতয়ঃ ॥৩॥৪॥২২॥

[ইতি দ্বিতীয়ং স্তুতিমাত্রাধিকরণম্ ॥২॥]

পারিপ্লবাধিকরণম্।] **পারিপ্লবার্থা ইতি চেন্ন, বিশেষিতত্বাৎ ॥৩॥৪॥২৩॥**

[পদচ্ছেদঃ—পারিপ্লবার্থা (পারিপ্লব প্রয়োগের জন্য) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), ন (না). বিশেষিতত্বাৎ (যেহেতু বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে)।]

[সরলার্থঃ—"প্রতর্দ্দনো হ বৈ দৈবোদাসিরিন্দ্রস্য প্রিয়ং ধামোপজগাম", "শ্বেতকেতুর্হারুণেয় আস" ইত্যাদিকা আখ্যায়িকাঃ কিং পারিপ্লবার্থাঃ? উত বিদ্যাপ্রকাশার্থাঃ? ইতি বিশয়ে আহ—'পারিপ্লবার্থাঃ' ইত্যাদি ॥

"আখ্যানানি সংশন্তি" ইত্যাখ্যায়িকানাং ভূতার্থমাত্রকথনে বিনিয়োগাৎ উদাহৃতা আখ্যায়িকা অপি পারিপ্লবপ্রয়োগার্থা এব, ইতি চেৎ; ন; কুতঃ? বিশেষিতত্বাৎ—"আখ্যানানি শংসন্তি" ইত্যস্যানন্তরং "মনুর্বৈ বৈবস্বতো রাজা" ইত্যাদিনা হি মনুপ্রভৃতীনামাখ্যানান্যেব তত্র বিশেষিতানি, অতস্তেষামেব তত্র বিনিয়োগঃ; তস্মাৎ বিদ্যার্থা এব অন্যা আখ্যায়িকা ইতি সিধ্যতীত্যর্থঃ ॥

'দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দ্দন ইন্দ্রের প্রিয়ধামে গমন করিয়াছিলেন,' 'শ্বেতকেতু নামে আরুণেয়—অরুণের পুত্র ছিল' ইত্যাদি বহু আখ্যায়িকা উপনিষদের মধ্যে দৃষ্ট হয়; এখন শঙ্কা হইতেছে যে, ঐ সমস্ত আখ্যায়িকা কি কেবল পারিপ্লবার্থক—আখ্যায়িকাপাঠরূপে প্রযোজ্য? অথবা বিদ্যাপ্রকাশনার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে? তদুত্তরে বলিতেছেন—'আখ্যায়িকাসমূহ পাঠ করিয়া থাকে' এইরূপ শ্রুতি দৃষ্টে যদি মনে কর যে, ঐ সমস্ত আখ্যায়িকা পারিপ্লবার্থই বটে, তদুত্তরে বলা হইতেছে যে, না—পারিপ্লবার্থ হইতে পারে না; কারণ, সেখানেই তাহা বিশেষ করিয়া বলা আছে; অর্থাৎ 'মনুনামে একজন সূর্য্যবংশীয় রাজা ছিলেন' ইত্যাদি বাক্যে মনুপ্রভৃতির আখ্যায়িকাগুলিকেই বিশেষ করিয়া পারিপ্লব-প্রয়োগে প্রযোজ্য বলিয়াছেন; সুতরাং অন্যান্য আখ্যায়িকাগুলি বিদ্যাপ্রশংসার্থই বটে ॥৩॥৪॥২৩॥]

বিশেষতঃ 'উপাসীত' (উপাসনা করিবে) ইত্যাদি শব্দ থাকাতেও [ঐ সমস্ত শ্রুতির] বিধিপরত্ব হওয়া উচিত; কারণ, ('লিঙ্' প্রভৃতি) বিধিপ্রত্যয়যুক্ত ক্রিয়াবোধক শব্দে বিধেয় বা অনুষ্ঠেয় বিষয়টিকেই স্বার্থ (শব্দার্থ) বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া থাকে। অতএব উপাসনার বিধান করাই পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিসমূহের অর্থ; (কিন্তু স্তুতিপ্রকাশন অর্থ নহে) ॥৩॥৪॥২২॥

[ইতি দ্বিতীয় স্তুতিমাত্রাধিকরণ ॥২॥]

"প্রতর্দ্দনো হ বৈ দৈবোদাসিরিন্দ্রস্য প্রিয়ং ধামোপজগাম" [কৌষী০ ৩।১] "শ্বেতকেতুর্হারুণেয় আস" [ছান্দো০ ৬।১।১] ইত্যেবমাদীনি বেদান্তেষ্বাখ্যানানি কিং পারিপ্লবপ্রয়োগার্থানি, উত বিদ্যাবিশেষ-প্রতিপাদনার্থানীতি চিন্তায়াম্—"আখ্যানানি শংসন্তি" [—০ ?] ইত্যাখ্যানানাং পারিপ্লবে বিনিয়োগাৎ ন বিদ্যাপ্রধানত্বং নায্যমিতি চেৎ—

[সিদ্ধান্তঃ—]

ন সর্ব্বাণ্যাখ্যানানি পারিপ্লবপ্রয়োগে বিনিয়োগমর্হন্তি; কুতঃ? বিশেষিতত্বাদ্বিনিয়োগস্য। "আখ্যানানি শংসন্তি" ইত্যুক্ত্বা "তত্রৈব মনু-

---

প্রতর্দ্দন নামক দৈবোদাসি (দিবোদাসের পুত্র) ইন্দ্রের প্রিয়ভবনে গমন করিয়াছিলেন, 'শ্বেতকেতু নামক আরুণেয় (আরুণের পুত্র) ছিলেন,' ইত্যাদি বেদান্তশাস্ত্রোক্ত আখ্যায়িকাগুলি কি পারিপ্লব-প্রয়োগের (*) জন্য পঠিত হইয়াছে? অথবা বিশেষ বিশেষ বিদ্যা রহস্য প্রকাশনের জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে? এইরূপ চিন্তাবসরে বলা হইতেছে (†)—

'আখ্যায়িকাসমূহ পাঠ করিবে' এই শ্রুতিতে আখ্যায়িকাসমূহের পারিপ্লবে বিনিয়োগ দেখিয়া যদি মনে কর যে, ঐ সমস্ত আখ্যায়িকার বিদ্যাপ্রকাশনে তাৎপর্য্য কল্পনা ন্যায় সঙ্গত হয় না; তদুত্তরে বলা হইতেছে যে, না—সমস্ত আখ্যায়িকাই যে, পারিপ্লবে বিনিয়োগার্হ, তাহা নহে; কারণ? যেহেতু বিনিয়োগ সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা করা রহিয়াছে;—'আখ্যায়িকা সমূহ পাঠ করিবে' এই কথা বলিয়া সেই প্রকরণেই আবার 'সূর্য্যবংশে মনুনামে রাজা'

(*) তাৎপর্য্য—'পারিপ্লবপ্রয়োগ' কথাটি কর্ম্মকাণ্ডোক্ত পারিভাষিক। ইহার অর্থ গোবিন্দানন্দ লিখিয়াছেন—"পারিপ্লব-প্রয়োগো নাম অশ্বমেধে পুত্রামাত্যাদি-পরিবৃতায় রাজ্ঞে 'পারিপ্লবমাচক্ষীত' ইত্যাদি নানাবিধাখ্যান-কথনম্।" অর্থাৎ অশ্বমেধ যজ্ঞে পুত্র ও মন্ত্রি প্রভৃতি দ্বারা পরিবেষ্টিত রাজাকে যে, বিদ্যাসম্পর্কিত বিবিধ আখ্যায়িকা (গল্প ভাগ) শ্রবণ করাণ, তাহার নাম পারিপ্লব প্রয়োগ'। সেই পারিপ্লব-প্রয়োগের জন্য তত্তৎপ্রকরণে বিশেষ বিশেষ আখ্যায়িকা নির্দ্দিষ্ট আছে; সুতরাং ভিন্নপ্রকরণস্থ ঔপনিষদ আখ্যায়িকাগুলি পারিপ্লব-প্রয়োগে বিনিযুক্ত হইতে পারে না; কাজেই উপনিষদের আখ্যায়িকাগুলিকে স্বপ্রকরণস্থ বিদ্যার মহিমাপ্রকাশকই বলিতে হয়।

(†) তাৎপর্য্য—এই 'পারিপ্লবাধিকরণ'টি ২৩শ ও ২৪শ সূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এই —(১) বিষয়—উপনিষৎ-প্রকরণীয় আখ্যায়িকা সমূহ। (২) সংশয়—এই সমস্ত আখ্যায়িকা কি কর্ম্মকাণ্ডোক্ত পারিপ্লব-প্রয়োগের অঙ্গ? অথবা ব্রহ্মবিদ্যার মহিমা-প্রকাশকমাত্র? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—"আখ্যানানি সংশন্তি" এই বাক্যানুসারে আখ্যায়িকাগুলির যখন পারিপ্লবে বিনিয়োগ জানা যাইতেছে, তখন পারিপ্লব-প্রয়োগার্থই ঐ সমস্ত আখ্যায়িকার সৃষ্টি। (৪) উত্তর—পারিপ্লব-প্রয়োগে যে সমস্ত আখ্যায়িকা পাঠকরিতে হয়, সে সমস্ত আখ্যায়িকা সেই সেই প্রকরণেই পঠিত আছে; সুতরাং ভিন্ন প্রকরণস্থ আখ্যয়িকাগুলির আর পারিপ্লবে বিনিয়োগ হইতে পারে না। (৫) নির্ণয়—অতএব বিদ্যার মহিমাপ্রকাশার্থই ঐ সমস্ত আখ্যায়িকার অবতারণা, পারিপ্লবের জন্য নহে।

বৈবস্বতো রাজা" [— ?] ইত্যাদিনা মন্বাদীনামাখ্যানানি বিশেষ্যন্তে; অতস্তেষামেব তত্র বিনিয়োগ ইতি গম্যতে। তস্মান্ন সর্ব্বা বেদান্তেম্বাখ্যান-শ্রুতয়ঃ পারিপ্লব-প্রয়োগার্থাঃ; অপি তু বিদ্যা-বিধ্যর্থাঃ ॥৩॥৪॥২৩॥

তথা চৈকবাক্যোপবন্ধাৎ ॥৩॥৪॥২৪॥

[পদচ্ছেদঃ -তথা (সেইরূপ) চ (ও) একবাক্যোপবন্ধাৎ (যেহেতু একার্থে সম্বদ্ধ হইয়াছে)।]

[সরলার্থঃ—তথা একবাক্যোপবন্ধাৎ—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদিবিধিবাক্যেন একবাক্যতয়া নিবদ্ধত্বাচ্চ সর্ব্বাসাং বেদান্তাখ্যায়িকানাং বিদ্যা-বিধ্যর্থতৈব, নতু পারিপ্লবার্থতা, ইতি গম্যতে ইত্যর্থঃ।

সেইরূপ আত্মজ্ঞান-বিধায়ক "আত্মাকে দর্শন করিবে" ইত্যাদি বাক্যের সহিত একবাক্যতা সহকারে নির্দ্দিষ্ট হওয়াতেও বুঝা যাইতেছে যে, বেদান্তের আখ্যায়িকাগুলি বিদ্যাবিধির জন্যই প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু পারিপ্লবপ্রয়োগার্থ নহে ॥৩॥৪॥২৪॥]

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" [বৃহদা০ ৬।৫।৬] ইত্যাদি-বিধিনৈকবাক্য-তয়োপবন্ধাচ্চ আখ্যানানাং বিদ্যাবিধ্যর্থান্যেব তানীতি গম্যতে; যথা "সোঽরোদীৎ" [যজু০ ১।৫।১] ইত্যেবমাদেঃ কর্ম্মবিধ্যর্থত্বম্, ন পারিপ্লবার্থত্বম্ ॥৩॥৪॥২৪॥ [ইতি তৃতীয়ং পারিপ্লবার্থাধিকরণম্ ॥৩॥]

অগ্নীন্ধনাদ্যধিকরণম্।] **অত এব চাগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা ॥৩॥৪॥২৫॥**

[পদচ্ছেদঃ—অতঃ (এই কারণে) এব (নিশ্চয়) চ (ও) অগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা (অগ্ন্যাধানপূর্ব্বক অনুষ্ঠেয় যজ্ঞাদির অপেক্ষা নাই)।]

ইত্যাদি বাক্যে মনুপ্রভৃতির আখ্যায়িকাকেই বিশেষিত করা হইয়াছে; অতএব বুঝা যাইতেছে যে, সেখানে ঐসমস্ত আখ্যায়িকারই বিনিয়োগ বা প্রয়োগ, অন্যের প্রয়োগ নহে। অতএব সমস্ত বেদান্তান্তর্গত আখ্যানশ্রুতিসমূহ পারিপ্লব-প্রয়োগের অঙ্গ নহে, পরন্তু বিদ্যারই রহস্য প্রকাশক ॥৩॥৪॥২৩॥

বিশেষতঃ 'আত্মাকে দর্শন করিবে' ইত্যাদি বিধির সহিত একবাক্যতা সহকারে বিহিত হওয়াতেও বুঝাযাইতেছে যে, "সোঽরোদীৎ" ('সেই অগ্নি রোদন করিয়াছিলেন') ইত্যাদি আখ্যায়িকাগুলির যেরূপ কর্ম্ম-বিধির প্রশংসা করাই মুখ্য অর্থ, কিন্তু পারিপ্লবে বিনিয়োগ অর্থ নহে, সেইরূপ বেদান্তের আখ্যায়িকাগুলিও বিদ্যাবিধির প্রশংসার জন্যই বিহিত, কিন্তু পারিপ্লবার্থ নহে ॥৩॥৪॥২৪॥] [তৃতীয় পারিপ্লবাধিকরণ ॥৩॥]

[সরলার্থঃ—উর্দ্ধরেতসাং যজ্ঞাদ্যভাবাৎ যজ্ঞাঙ্গবিদ্যাসু অধিকারোঽস্তি নবেতি চিন্ত্যতে—

যত উর্দ্ধরেতসামপি বিদ্যাসম্বন্ধি আশ্রমান্তরং (সন্ন্যাসাশ্রমঃ) সম্ভবতি, অতঃ অস্মাৎ হেতোরপি তেষাং বিদ্যা অগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা,—অগ্নীন্ধনং—অগ্ন্যাধানম্ ; আধানপূর্ব্বকাগ্নিহোত্র-দর্শপূর্ণমাসাদি-কর্ম্মনিরপেক্ষা, কেবলং স্বাশ্রমবিহিত-কর্ম্মমাত্রসাপেক্ষৈবেত্যর্থঃ।

যে হেতু উর্দ্ধরেতা সন্ন্যাসীদিগেরও বিদ্যাসাধন আশ্রম রহিয়াছে ; সেই হেতুই তাহাদেরও বিদ্যায় অধিকার আছে, কিন্তু তজ্জন্য অগ্নিস্থাপনপূর্ব্বক 'অগ্নিহোত্র ও দর্শ-পূর্ণমাস' প্রভৃতি ক্রিয়ানুষ্ঠানের আবশ্যক হয় না ; কেবল নিজ নিজ আশ্রমবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানের মাত্র অপেক্ষা করে ॥৩॥৪॥২৬॥]

স্তুতিপ্রসঙ্গাদ্ অবান্তরসঙ্গতি-বিশেষেণার্থদ্বয়ং চিন্তিতম্। বিদ্যাবন্ত উর্দ্ধরেতস আশ্রমিণঃ সন্তীত্যুক্তম্—"উর্দ্ধরেতঃসু চ শব্দে হি" [ব্রহ্মসূ° ৩।৪।১৭] ইত্যাদিভিঃ সূত্রৈঃ। ইদানীমূর্দ্ধরেতসো যজ্ঞাদ্যভাবাৎ তদঙ্গিকা বিদ্যা ন সম্ভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ—অত এব চাগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা—ইতি।

যত উর্দ্ধরেতস আশ্রমিণো বিদ্যাসম্বন্ধিত্বেন শ্রুত্যা পরিগৃহ্যন্তে—"ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি" [ছান্দো° ২।২৩।১] "যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে" [ছান্দো° ৫।১০।১] "এতমেব প্রব্রাজিনো লোক-

স্তুতি বা অর্থবাদ বিচারের প্রসঙ্গে আবশ্যকবোধে দুইটী বিষয় বিচারিত হইয়াছে, আর "উর্দ্ধরেতঃসু চ শব্দে হি" ইত্যাদি সূত্রে জ্ঞানী সন্ন্যাসীদিগেরও আশ্রমসদ্ভাব সমর্থিত হইয়াছে ; এখন পুনশ্চ আশঙ্কা হইতেছে যে, উর্দ্ধরেতাদিগের যখন যজ্ঞাদি ক্রিয়ার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, তখন যজ্ঞাঙ্গ বিদ্যাতেও তাহাদের অধিকার সম্ভব হইতে পারে না ; এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—'অতএব চাগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা' ইতি (*)।

যে হেতু 'ব্রহ্মসংস্থ ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভ করেন' ; 'এই যাহারা অরণ্যমধ্যে শ্রদ্ধাকে তপোজ্ঞানে উপাসনা করেন' 'সন্ন্যাসিগণ এই আত্ম-লোক লাভের আশায় সন্ন্যাসগ্রহণ করেন,

(*) তাৎপর্য্য—এই অগ্নীন্ধনাদ্যধিকরণটির পাঁচটি অবয়ব এইরূপ,—(১) বিষয়—উর্দ্ধরেতার সম্বন্ধীয় যজ্ঞাদিরূপ অঙ্গবিশিষ্ট ব্রহ্মবিদ্যা। (২) সংশয়—উর্দ্ধরেতার যখন যজ্ঞাদি ক্রিয়ায় অধিকার নাই, তখন যজ্ঞাদি-অঙ্গবিশিষ্ট বিদ্যাতেও তাহার অধিকার থাকিতে পারে না। (৩) উত্তর—যেহেতু উর্দ্ধরেতাও আশ্রমী এবং তাহার সম্বন্ধেও বিদ্যানুশীলন বিহিত হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, কেবল সেই আশ্রমানুযায়ী বিদ্যাঙ্গ ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে তাহারও অধিকার আছে, তদতিরিক্ত অগ্ন্যাধানপূর্ব্বক যে, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম, কেবল তাহাতেই তাহার অধিকার নাই ; সুতরাং বিদ্যাতে তাহার অধিকার আছে। (৪) নির্ণয়—অতএব উর্দ্ধরেতা অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অধিকারী না হইলেও স্বীয় আশ্রমানুযায়ী কর্ম্মে নিশ্চয়ই অধিকারী ; কাজেই তাদৃশ কর্ম্মরূপ অঙ্গবিশিষ্ট বিদ্যাতেও তাহার অধিকার আছে।

মিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি” [বৃহদা০ ৬।৪।২২] “যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি” [কঠ০ ১।২।১৫] ইত্যাদিকয়া ; অত এবোর্দ্ধরেতঃসু বিদ্যা অগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা—অগ্নীন্ধনম্—অগ্ন্যাধানম্ ; আধানপূর্ব্বকাগ্নিহোত্র-দর্শপূর্ণমাসাদি-কর্ম্মানপেক্ষা তেষু বিদ্যা ; কেবলস্বাশ্রমবিহিত-কর্ম্মাপেক্ষেত্যর্থঃ ॥৩৪২৫॥

[ইতি চতুর্থম্ অগ্নীন্ধনাদ্যধিকরণম্ ॥৪॥]

সর্ব্বাপেক্ষাধিকরণম্।] **সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতে-রশ্ববৎ ॥৩॥৪॥২৬॥**

[পদচ্ছেদঃ—সর্ব্বাপেক্ষা (যজ্ঞাদিকর্ম্মের আবশ্যক) চ (ও) যজ্ঞাদিশ্রুতেঃ (যেহেতু শ্রুতিতে যজ্ঞাদির উল্লেখ আছে)।]

সরলার্থঃ -ইদানীম্ ঊর্দ্ধরেতসামিব গৃহস্থানামপি বিদ্যায়াং যজ্ঞাদিকর্ম্মণামপেক্ষা অস্তি নাস্তি বেতি বিচারয়িতুমাহ—সর্ব্বেতি।

কর্ম্মবতাং গৃহস্থানাং বিদ্যা চ সর্ব্বাপেক্ষা—অগ্নিহোত্রাদি-কর্ম্মাপেক্ষিতৈব ; কুতঃ ? যজ্ঞাদি-শ্রুতেঃ,—“তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন” ইত্যাদৌ যজ্ঞাদীনাং বিদ্যাঙ্গত্ব-শ্রুতেরিত্যর্থঃ। অশ্ববৎ—যথা গমনসাধনভূতোঽশ্বঃ বল্গাস্তরণাদিসহকৃত এব গৃহ্যতে, তথা গৃহিণাং বিদ্যাপি সপরিকরৈব গৃহ্যতে ইত্যর্থঃ।

ঊর্দ্ধরেতাদিগের ন্যায় গৃহস্থগণেরও বিদ্যানুশীলনে যজ্ঞাদি কর্ম্মের আবশ্যক আছে কি না, তাহা নিরূপণের জন্য বলিতেছেন—“সর্ব্বাপেক্ষা” ইত্যাদি।

কর্ম্মী গৃহস্থগণের বিদ্যাতে আশ্রমোক্ত অগ্নিহোত্রাদি সমস্ত কর্ম্মেরই অপেক্ষা আছে ; কারণ, শ্রুতিতে যজ্ঞাদিও বিদ্যার অঙ্গরূপে উল্লিখিত হইয়াছে ; অতএব অশ্বে গমন করিতে হইলে যেমন অশ্বের উপযোগী বল্গা গদীপ্রভৃতি গ্রহণ করিতে হয়, তেমনি গৃহস্থের পক্ষেও মুক্তিসাধন বিদ্যার অনুশীলন করিতে হইলেই, তদঙ্গভূত যজ্ঞাদিরও অনুষ্ঠান করা আবশ্যক হয় ॥৩॥৪॥২৬]

যাহার জন্য ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন করিয়া থাকেন’ ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা ঊর্দ্ধরেতা আশ্রমিগণও (সন্ন্যাসিগণও) বিদ্যাধিকারীরূপে পরিগৃহীত হইয়াছেন, সেই হেতুই ঊর্দ্ধরেতাদিগের বিদ্যানুশীলনে আর অগ্নীন্ধনাদির অপেক্ষা করে না ; অগ্নীন্ধন অর্থ—অগ্নীর আধান—গ্রহণ ; [গৃহস্থের যেরূপ অগ্নি গ্রহণ করিতে হয়,] তাহাদের বিদ্যানুশীলনে সেরূপ আধানপূর্ব্বক অগ্নিহোত্র ও দর্শপূর্ণমাসাদি ক্রিয়ানুষ্ঠানের আবশ্যক হয় না ; কেবল স্বীয় আশ্রমোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যক হয় মাত্র ॥৩॥৪॥২৫॥

[চতুর্থ অগ্নীন্ধনাদ্যধিকরণ ॥৪॥]

যদি বিদ্যা যজ্ঞাদ্যনপেক্ষৈবামৃতত্বং সাধয়তি; তর্হি গৃহস্থেষ্বপি তদনপেক্ষৈব সাধয়িতুমর্হতি, যজ্ঞাদিশ্রুতিরপি "বিবিদিষন্তি" [বৃহদা০ ৬।৪।২২] ইতি শব্দাৎ কর্ম্মণো বেদনাঙ্গতাং ন প্রতিপাদয়তীতি; অত আহ— [সিদ্ধান্তঃ—]

সর্ব্বাপেক্ষা ইতি। অগ্নিহোত্রাদি-সর্ব্বকর্ম্মাপেক্ষৈব বিদ্যা কর্ম্মবৎসু গৃহস্থেষু; কুতঃ? যজ্ঞাদিশ্রুতেঃ। "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেন" [বৃহদা০ ৬।৪।২২] ইত্যাদিনা যজ্ঞাদয়ো হি বিদ্যাঙ্গত্বেন শ্রূয়ন্তে। যজ্ঞাদিনা বিবিদিষন্তি বেদিতুমিচ্ছন্তি, যজ্ঞাদিভির্ব্বেদনং প্রাপ্তুমিচ্ছন্তীত্যর্থঃ। যজ্ঞাদীনাং জ্ঞান-সাধনত্বে সত্যেব যজ্ঞাদিভির্জ্ঞানং প্রাপ্তুমিচ্ছন্তীতি ব্যপদেশ উপপদ্যতে; যথা অসেৰ্হনন-সাধনত্বে সতি অসিনা জিঘাংসতীতি ব্যপদেশঃ। অতো যজ্ঞাদীনাং জ্ঞান সাধনত্বমবগম্যতে।

ভাল, বিদ্যা যদি যজ্ঞাদিক্রিয়ার অপেক্ষা না করিয়াই মুক্তিসাধন করিতে পারে, তাহা হইলে ত গৃহস্থের সম্বন্ধেও কর্ম্মনিরপেক্ষভাবেই মুক্তি সাধন করিতে পারে? এবং যজ্ঞাদিবোধক শ্রুতিও যে, "বিবিদিষন্তি" শব্দানুরোধে কর্ম্মের বেদনাঙ্গত্ব (বিদ্যাঙ্গত্ব) প্রতিপাদন করিবে, তাহাও পারিবে না। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—"সর্ব্বাপেক্ষা" ইত্যাদি (*)।

কর্ম্মাধিকারী গৃহস্থগণের পক্ষে বিদ্যা নিশ্চয়ই অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মসাপেক্ষ; কারণ? যজ্ঞাদিবিষয়ক শ্রুতিই কারণ। ব্রাহ্মণগণ—ব্রহ্মনিষ্ঠ-ব্যক্তিরা যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও অনাসক্তি দ্বারা সেই এই আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করেন', ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়ানুষ্ঠানকে বিদ্যারই অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; ঐ শ্রুতির অর্থ এই যে, যজ্ঞপ্রভৃতি উপায়ে জানিতে ইচ্ছা করিবেন, অর্থাৎ যজ্ঞাদির সাহায্যে বেদন (উপাসনাত্মক জ্ঞান) লাভ করিতে ইচ্ছা করিবেন। যজ্ঞাদি ক্রিয়া যদি সত্যসত্যই জ্ঞানসাধন হয়, তাহা হইলেই 'যজ্ঞাদি দ্বারা বেদন লাভ করিতে ইচ্ছা করিবেন' এইরূপ উপদেশ করা উপপন্ন হইতে পারে; যেমন খড়্গ যদি হত্যাকার্য্যের সাধন হয়, তাহা হইলেই 'খড়্গ দ্বারা হিংসা করিতে ইচ্ছা করিতেছে' বলা সঙ্গত হয়, ইহাও তদ্রূপ। অতএব ঐরূপ উপদেশ হইতেই যজ্ঞাদির জ্ঞানসাধনতা প্রমাণিত হইতেছে।

(*) তাৎপর্য্য—এই সর্ব্বাপেক্ষাধিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়- বিদ্যানুরক্ত গৃহস্থের কর্ম্মানুষ্ঠান। (২) সংশয়—বিদ্যানুরক্ত গৃহস্থের পক্ষেও মুক্তিলাভের জন্য যজ্ঞাদি ক্রিয়ানুষ্ঠান করা আবশ্যক কি না? (৩) পূর্ব্ব-পক্ষ—ঊর্দ্ধরেতার বিদ্যানুশীলনে যখন ক্রিয়ার অপেক্ষা নাই, তখন গৃহস্থেরও বিদ্যানুশীলনে কর্ম্মাপেক্ষা না থাকাই উচিত। (৪) উত্তর—না, একথা সত্য নহে; অশ্বে আরোহণ করিতে হইলে অশ্বারোহীর যেরূপ বল্গা প্রভৃতি উপকরণ সংগ্রহের আবশ্যক হয়, তদ্রূপ গৃহস্থের পক্ষেও স্বীয় আশ্রমোক্ত কর্ম্মাদি অনুষ্ঠানের আবশ্যক আছে। (৫) নির্ণয়—অতএব গৃহস্থের পক্ষে বিদ্যানুশীলনকালেও কর্ম্মানুষ্ঠান করা আবশ্যক।

জ্ঞানং চ বাক্যার্থজ্ঞানাদর্থান্তরভূতং ধ্যানোপাসনাদি-শব্দবাচ্যং বিশদ-তম-প্রত্যক্ষতাপন্ন-স্মৃতিরূপং নিরতিশয়প্রিয়ম্ অহরহরভ্যাসাধেয়াতিশয়ম্ আ প্রয়াণাদনুবর্ত্তমানং মোক্ষসাধনমিত্যুক্তমস্মাভিঃ পূর্ব্বমেব; বক্ষ্যতি চ "আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ" [ব্রহ্মসূ০ ৪।১।১] ইত্যাদিনা। এবংরূপং চ ধ্যানমহরহরনুষ্ঠীয়মানৈর্নিত্য-নৈমিত্তিককর্ম্মভিঃ পরমপুরুষারাধনরূপৈঃ পরমপুরুষপ্রসাদদ্বারেণ জায়তে, ইতি যজ্ঞাদিনা বিবিদিষন্তীতি শাস্ত্রেণ প্রতিপাদ্যতে।

অতঃ কর্ম্মবৎসু গৃহস্থেষু যজ্ঞাদিনিত্য-নৈমিত্তিক-সর্ব্বকর্ম্মাপেক্ষা বিদ্যা। অশ্ববৎ—যথা গমনসাধনভূতোঽশ্বঃ স্বপরিকর-বন্ধপরিকর্ম্মাপেক্ষঃ; এবং মোক্ষসাধনভূতাঽপি বিদ্যা নিত্যনৈমিত্তিক-কর্ম্মপরিকরাপেক্ষা। তদিদমাহ স্বয়মেব ভগবান্—

"যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥" [গীতা০ ১৮।৫]
"যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥" [গীতা০ ১৮।৪৬]

ইতি ॥৩॥৪॥২৬॥ [ইতি পঞ্চমং সর্ব্বাপেক্ষাধিকরণম্ ॥৫॥]

আর জ্ঞান যে, বাক্যার্থ-জ্ঞান হইতে পৃথগ্‌পদার্থ, এবং ধ্যান-উপাসনাদিশব্দবাচ্য, সর্বাধিক প্রিয় ও সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষভাবাপন্ন স্মৃতিস্বরূপ, এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত নিরন্তরভাবে প্রাত্যহিক অভ্যাস দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করিয়াই মোক্ষসাধনে সমর্থ হইয়া থাকে, এ কথা প্রথম সূত্রেই উক্ত হইয়াছে, এবং পরেও "আবৃত্তিঃ অসকৃদুপদেশাৎ" ইত্যাদি সূত্রে বলা হইবে। পরম-পুরুষার্থ মোক্ষসিদ্ধির উপায়ভূত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মের নিরন্তর অনুষ্ঠান দ্বারা পরমপুরুষ পুরুষোত্তমের অনুগ্রহেই যে, তাদৃশ জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাই "বিবিদিষন্তি" শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব কর্ম্মী গৃহস্থগণের বিদ্যা নিশ্চয়ই যজ্ঞাদি সর্ব্বকর্ম্ম-সাপেক্ষ; অশ্ব ইহার দৃষ্টান্ত স্থল—অশ্ব যেমন লোকের গমনসাধন হইয়াও নিজে গমনোপযোগী অন্যান্য কর্ম্মের অপেক্ষা করে, তদ্রূপ মোক্ষসাধনভূত বিদ্যাও নিত্যনৈমিত্তিকাদি স্বসহায় কর্ম্মসমূহের অপেক্ষা করে। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই এ কথা বলিয়াছেন—'যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও কর্ম্ম কখনও পরিত্যাজ্য নহে; পরন্তু অবশ্যই অনুষ্ঠেয়; যজ্ঞ, দান এবং তপস্যাকার্য্য মনীষিগণের পবিত্রতার সাধন।' 'সমস্ত ভূত যাঁহা হইতে উৎপন্ন হয়, এবং যাহা এই সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত আছেন, মানব স্বীয় আশ্রমোচিত কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার আরাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে' ইতি ॥৩॥৪॥ ৬।

[পঞ্চম সর্ব্বাপেক্ষাধিকরণ ॥৫॥]

শমাদ্যধিকরণম্।] **শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাৎ, তথাপি তু তদ্বিধেস্তদঙ্গতয়া তেষামপ্যবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ ।।৩।।৪।।২৭।**

[পদচ্ছেদঃ—শমদমাদ্যুপেতঃ (শমদমাদি সাধন সম্পন্ন) স্যাৎ (হইবে), তথাপি (তাহা হইলেও) তু (কিন্তু) তদ্বিধেঃ (যেহেতু বিদ্যাবিধির) তদঙ্গতয়া (তাহার অঙ্গ বলিয়া) তেষাং (সে সমুদয়ের) অপি (ও) অবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ (যেহেতু অবশ্য অনুষ্ঠেয়ত্ব)।]

[সরলার্থঃ—গৃহস্থস্য শম-দমাদীন্যপি সাধনান্যনুষ্ঠেয়ানি নবেতি সংশয়ে আহ—গৃহস্থো যদ্যপি করণব্যাপারাত্মকেষু কর্ম্মসু প্রবৃত্তঃ, তথাপি তু শমদমাদ্যুপেতঃ শমদমাদিসাধননিষ্ঠঃ স্যাৎ; কুতঃ? তদ্বিধেঃ শমদমাদিবিধানস্য তদঙ্গতয়া বিদ্যাঙ্গত্বেন হেতুনা তেষাং শমদমাদীনামপি অবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ অবশ্যং প্রতিপাল্যত্বাৎ; অতো গৃহস্থানামপি শমদমাদ্যনুষ্ঠানমবশ্যং কর্ত্তব্যমিতি ভাবঃ। 'শমদমাদি' ইত্যাদি-পদেন উপরতি-তিতিক্ষা-সমাধান-শ্রদ্ধানাং সংগ্রহঃ ॥

গৃহস্থের পক্ষে শমদমাদি সাধনানুষ্ঠান করা আবশ্যক কি না, তদুত্তরে বলিতেছেন—গৃহস্থ যদিও প্রধানতঃ বহিরিন্দ্রিয়ের ব্যাপারেই নিরত থাকুক, তথাপি শমদমাদি সাধনসম্পন্ন হইবে; কেননা, শমদমাদির যে, বিধি, তাহাও বিদ্যাঙ্গরূপেই বিহিত; সুতরাং গৃহস্থের পক্ষেও সেগুলি অবশ্যই অনুসরণীয় ॥৩॥৪॥২৭॥]

গৃহস্থস্য শমদমাদীন্যপি অনুষ্ঠেয়ানি, উত ন, ইতি চিন্তায়াম্—আন্তর-বাহ্যকরণ-ব্যাপাররূপত্বাৎ কর্ম্মানুষ্ঠানস্য, শমদমাদীনাং তদ্বিপরীত-রূপত্বাচ্চানুষ্ঠেয়ানি; ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

যদ্যপি গৃহস্থঃ করণব্যাপাররূপ-কর্ম্মসু প্রবৃত্তঃ; তথাপি স বিদ্বান্

গৃহস্থের পক্ষে শমদমাদি সাধনেরও অনুষ্ঠান করা আবশ্যক কি না? এইরূপ সংশয় স্থলে বলা হইতেছে যে, কর্ম্মানুষ্ঠান যখন বাহ্য ও আভ্যন্তর করণব্যাপারাত্মক, আর শমদমাদিসাধন-গুলি যখন ঠিক তাহার বিপরীত অর্থাৎ অব্যাপারাত্মক, তখন গৃহস্থের পক্ষে শমাদি সাধনের অনুষ্ঠান সম্ভবপর হইতে পারে না; এইরূপ প্রাপ্তিসম্ভাবনায় বলা যাইতেছে (*)—

গৃহস্থ যদিও সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়-ব্যাপারাত্মক কর্ম্মেই নিযুক্ত থাকুক, তথাপি জ্ঞানানুরাগী

(*) তাৎপর্য্য—এই 'শম-দমাদ্যধিকরণে'র পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—গৃহস্থের অনুষ্ঠেয় বিদ্যাঙ্গ শম-দমাদি নিয়মের প্রতিপালন। (২) সংশয়—গৃহস্থের পক্ষে শমদমাদি সাধনের আবশ্যক আছে কি না? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—শম-দমাদি নিয়মগুলি যখন কিয়ৎপরিমাণে কর্ম্মানুষ্ঠানের বিরোধী, তখন শমদমাদি প্রতিপালন করা গৃহস্থের পক্ষে সম্ভব হয় না। (৪) উত্তর—না, গৃহস্থেরও শমাদি সাধন করিতে হইবে; শমদমাদিও গৃহস্থাশ্রমোক্ত ক্রিয়াবিধির অঙ্গ। (৫) নির্ণয়—অতএব কর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত গৃহস্থও শমদমাদি সাধনে বিভূষিত হইবে।

শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাৎ ; কুতঃ ? তদঙ্গতয়া তদ্বিধেঃ—বিদ্যাঙ্গতয়া তেষাং বিধেঃ "তস্মাদেবংবিৎ শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ" [বৃহদা০ ৬।৪।২৩] ইতি। বিদ্যোৎপত্তেশ্চিত্ত-সমাধানরূপত্বেন দৃষ্টপরিকরত্বাৎ শমাদীনাম্, বিদ্যানির্বৃত্তয়ে তেষাং শমাদীনামপ্যবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাচ্চ-তান্যপ্যনুষ্ঠেয়ানি। ন চ করণব্যাপার-তদ্বি-পর্য্যয়রূপত্বেন কর্ম্মণাং শমদমাদীনাং চ পরস্পরবিরোধঃ, ভিন্নবিষয়ত্বাৎ—বিহিতেষু করণব্যাপারঃ, অবিহিতেষু প্রয়োজনশূন্যেষু চ তদুপশম ইতি। ন চ করণব্যাপাররূপ-কর্ম্মসু বর্ত্তমানস্য বাসনাবশাৎ শমাদীনামুপাদেয়ত্বা-সম্ভবঃ, বিহিতানাং কর্ম্মণাং পরমপুরুষারাধনতয়া তৎপ্রসাদদ্বারেণ নিখিলবিপরীতবাসনোচ্ছেদহেতুত্বাৎ। অতো গৃহস্থস্য শমদমাদয়ো-ঽপ্যনুষ্ঠেয়াঃ ॥৩॥৪॥২৭॥ [ষষ্ঠং শমদমাদ্যধিকরণম্ ॥৬॥]

গৃহস্থ অবশ্যই শম দমাদিসম্পন্ন হইবেন ; কারণ ? যেহেতু বিদ্যার অঙ্গরূপে অর্থাৎ জ্ঞানের সহায়-রূপেই শমদমাদির বিধান হইয়াছে। যথা,—'অতএব এবংবিধ জ্ঞানী পুরুষ শান্ত (শমগুণান্বিত) দান্ত (দমগুণান্বিত), উপরত (বিষয় হইতে প্রত্যাহৃতচিত্ত) তিতিক্ষু (শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বসহিষ্ণু) ও সমাহিত (একাগ্রচিত্ত) হইয়া আপনাতে আপনাকে (আত্মস্বরূপ) দর্শন করিবে' (*)। জ্ঞানোৎপত্তি যেহেতু চিত্ত-সমাধানাত্মক, এবং জ্ঞানসাধনে প্রত্যক্ষতঃও শমাদির উপযোগিতা দেখিতে পাওয়া যায়, সেই হেতু, এবং বিদ্যাসমুৎপাদনার্থ শমাদি-অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা থাকাতেও শমাদির অনুষ্ঠানকরা একান্ত আবশ্যক। কর্ম্ম ও শম-দমাদি সাধন, উভয়ের বিষয় যখন এক নহে—ভিন্ন ভিন্ন, তখন শুধু করণব্যাপাররূপত্ব ও তদ্বৈপরীত্যনিবন্ধনই কর্ম্ম ও শমাদি সাধনের মধ্যে পরস্পর কোনরূপ বিরোধ নাই। বুঝিতে হইবে যে, বিহিত বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার—কর্ম্মানুষ্ঠান, আর নিষিদ্ধ ও নিষ্প্রয়োজন বিষয়ে ইন্দ্রিয়ব্যাপারের নিবৃত্তি—উপশম। আর ইন্দ্রিয়ব্যাপারাত্মক কর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত ব্যক্তির (গৃহস্থের) যে, জন্মান্তরীণ শুভসংস্কার বশতঃ শমাদিসাধন গ্রহণ করা অসম্ভব, তাহাও নহে ; কেননা, শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মমাত্রই যখন পরমপুরুষ ভগবানের আরাধনাত্মক, তখন ভগবৎপ্রসাদের ফলে যাবতীয় বিপর্য্যয়-বুদ্ধিই বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারে ; এইজন্যই গৃহস্থের শমদমাদি সাধন গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক ॥৩॥৪॥২৭॥

[ষষ্ঠ শম-দমাদ্যধিকরণ ॥৬॥]

(*) তাৎপর্য্য—শম-অর্থ—অন্তরিন্দ্রিয়—মনের নিগ্রহ, দম-অর্থ—বহিরিন্দ্রিয় চক্ষুপ্রভৃতিকে সংযত রাখা। শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয়, ইত্যাদি বিরুদ্ধস্বভাব দুই-দুইটিকে 'দ্বন্দ্ব' বলে, সেই দ্বন্দ্বে ব্যাকুল না হওয়া তিতিক্ষুর ধর্ম্ম। সমাহিত অর্থ—সমাধিযুক্ত ; সমাধি অর্থ—বহুবিষয়গামী চিত্তবৃত্তিকে একটিমাত্র বিষয়ে স্থাপিত করা।

সর্ব্বান্নানুমত্যধিকরণম্।] **সর্ব্বান্নানুমতিশ্চ প্রাণাত্যয়ে তদ্দর্শনাৎ ॥৩॥৪॥২৮॥**

[পদচ্ছেদঃ—সর্ব্বান্নানুমতিঃ (সর্ব্বান্নভক্ষণের অনুমতি) চ (ও) প্রাণাত্যয়ে (প্রাণ যাইবার উপক্রম হইলে) তদ্দর্শনাৎ (যেহেতু সেইরকম দেখা যায়)।]

[সরলার্থঃ—"ন বা অস্যানন্নং জগ্ধং ভবতি ; নানন্নং পরিগৃহীতং ভবতি, ন বা এবংবিদি কিঞ্চনানন্নং ভবতি" ইতি প্রাণবিদঃ সর্ব্বান্নানুমতিরুপলভ্যতে, সা চানুমতিঃ কিং সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থস্য ? উত প্রাণাত্যয়মাপন্নস্য ? ইতি সংশয় আহ—প্রাণাত্যয়ে জীবিতাপগমদশায়ামেব সর্ব্বান্নানুমতিঃ, ন পুনঃ সর্ব্বদা। কুতঃ ? তদ্দর্শনাৎ—উষস্তস্য তথৈব ব্যবহারদর্শনাৎ ; উষস্তঃ কিল জীবিতাত্যয়দশামাপন্নো হস্তিপকোচ্ছিষ্টান্ কুল্মাষান্ ভক্ষিতবান্, হস্তিপক-প্রদত্তজলপানে তু বিমুখো বভূব। অতঃ প্রাণাত্যয়কালে এব সর্ব্বান্নানুমতিরিত্যনুমীয়তে ॥

'ইহার (প্রাণবিদের) কিছুই অনন্ন (যাহা ভক্ষণীয় নয়, এরূপ কিছুই) ভক্ষিত হয় না, অনন্ন গৃহীত হয় না,এবং প্রাণবিদের নিকট কিছুই অনন্ন (অভক্ষণীয়) হয় না' এইরূপে প্রাণতত্ত্ব-বিদ্ ব্যক্তির সর্ব্বান্নভক্ষণের কথা উক্ত আছে। এখানে সংশয় হইতেছে যে, এই সর্ব্বান্নভক্ষণ কি প্রাণবিদের সার্ব্বকালিক ? অথবা কেবল প্রাণাত্যয় কাল উপস্থিত হইলে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—না—সকল সময়ে নহে, পরন্তু যখন অনশনে প্রাণ যাইবার উপক্রম হয়, তখনই ঐরূপ সর্ব্বান্ন-ভক্ষণের অনুমতি বুঝিতে হইবে ; কারণ, ঐরূপই ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। চাক্রায়ণ নামে একজন ঋষি দুর্ভিক্ষপীড়িত হইয়া—মরণাপন্নদশায় একজন হস্তিপকের উচ্ছিষ্ট কুৎসিত মাষকড়াই ভক্ষণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু সেই হস্তিপকের প্রদত্ত জলপান করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, প্রাণাত্যয় কালেই সর্ব্বান্নভক্ষণের অনুমতি, অন্যত্র নহে ॥৩॥৫॥২৮॥]

বাজিনাং ছন্দোগানাং চ প্রাণবিদ্যায়াং "ন হ বা অস্যানন্নং জগ্ধং ভবতি, নানন্নং পরিগৃহীতং ভবতি" [বৃহদা০ ৮।১।১৪] "ন হ বা এবংবিদি কিঞ্চনানন্নং ভবতি" [বৃহদা০ ৫।২।১] ইতি প্রাণবিদঃ সর্ব্বান্নানুমতিঃ সঙ্কীর্ত্ত্যতে।

বাজসনেয়ী ও ছন্দোগদিগের উপনিষদে প্রাণবিদ্যা-প্রকরণে প্রাণোপাসকের সর্ব্বান্ন-ভক্ষণাদির অনুমতি আছে। যথা—'এই প্রাণোপাসক অনন্ন (অভক্ষ্য) কিছু ভক্ষণ করেন না, প্রাণোপাসকের নিকট কোন বস্তুই অনন্ন (অভক্ষণীয়)' হয় না' ইতি। প্রাণোপাসকের যে, এই সর্ব্বান্ন ভক্ষণে অনুমোদন, ইহা কি সার্ব্বকালিক ? অথবা যে সময় প্রাণবিয়োগের সম্ভাবনা হয়, কেবল সেই সময়ের জন্য ? এইরূপ সংশয়ে পাওয়া যাইতেছে যে, এ বিষয়ে যখন কোন

কিমিয়ং প্রাণবিদ্যানিষ্ঠস্য সর্ব্বান্নানুমতিঃ সর্ব্বদা ? উত প্রাণাত্যয়াপত্তৌ ? ইতি বিশয়ে, বিশেষানুপাদানাৎ সর্ব্বদা,—ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

"প্রাণাত্যয়ে" ইতি। চ-শব্দোঽবধারণে ; প্রাণাত্যয়াপত্তাবেবেত্যর্থঃ। কুতঃ ? তদ্দর্শনাৎ—দৃশ্যতে হি অন্যত্র ব্রহ্মবিদামপি প্রাণাত্যয়াপত্তাবেব সর্ব্বান্নাভ্যনুজ্ঞা, কিং পুনঃ প্রাণবিদঃ। উষস্তঃ কিল চাক্রায়ণো ব্রহ্মবিদগ্রেসরো মটচীহতেষু কুরুষু দুর্ভিক্ষদূষিতেষু ইভ্যগ্রামে বসন্ অনশনেন প্রাণসংশয়মাপন্নো ব্রহ্মবিদ্যানিষ্পত্তয়ে প্রাণানামনবসাদমাকাঙ্ক্ষমাণ ইভ্যং কুল্মাষান্ খাদন্তং ভিক্ষমাণস্তেন চ 'উচ্ছিষ্টেভ্যোঽন্যে ন বিদ্যন্তে' ইতি প্রত্যুক্তঃ পুনরপি "এতেষাং মে দেহি" [ছান্দো০ ১।১০।৩] ইত্যুক্ত্বা তেন চ ইভ্যেন উচ্ছিষ্টেভ্য আদায় দত্তান্ কুল্মাষান্ প্রতিগৃহ্যানুপান-প্রতিগ্রহমিভ্যেনার্থিতঃ "উচ্ছিষ্টং বৈ মে পীতং স্যাৎ" [ছান্দো০

বিশেষ কথা কোথাও নাই, তখন সর্ব্বদার জন্যই অনুমতি বুঝা যাইতেছে। এইরূপ প্রাপ্তি সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—"প্রাণাত্যয়ে" ইত্যাদি (*)।

সূত্রস্থ চ-শব্দটি অবধারণার্থক ; উহার অর্থ-'প্রাণাত্যয় কালেই' ; কারণ ? যেহেতু সেইরূপই দেখিতে পাওয়া যায় ; অন্যত্র ব্রহ্মোপাসকদিগের পক্ষেও যখন কেবল প্রাণবিয়োগের সম্ভাবনা কালেই সর্ব্বান্নভক্ষণের অনুমতি দেখিতে পাওয়া যায়, তখন তদপেক্ষা হীনশক্তি প্রাণোপাসকের আর কথা কি ? দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রহ্মবিদ্শ্রেষ্ঠ উষস্ত নামক চাক্রায়ণ ঋষি বজ্রদগ্ধ কুরুদেশ দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত হইলে পর, কোন এক ইভ্যগ্রামে (ধনীর গ্রামে, অথবা হস্তিপকবহুল গ্রামে) যাইয়া বাস করিতেছিলেন ; অনশনে যখন জীবন-সংশয় দশায় উপস্থিত হইল তখন ব্রহ্মবিদ্যা-পরিসমাপ্তির জন্য প্রাণগত অবসাদ নিবৃত্তির ইচ্ছায়, কুল্মাষভক্ষক (কুৎসিত মাষকড়াই ভক্ষণ করিতেছে, এমন কোনও) হস্তিপকের নিকট অন্ন প্রার্থনা করিলেন ; হস্তিপক বলিল, 'যাহা আমি খাইতেছি, এতদতিরিক্ত আমার আর নাই' ; তখন তিনি সেই উচ্ছিষ্ট কুল্মাষই প্রার্থনা করিলেন, এবং হস্তিপকও আপনার উচ্ছিষ্ট সেই কুল্মাষ

(*) তাৎপর্য্য—এই 'সর্ব্বান্নানুমতি' অধিকরণটি ২৮শ—৩১শ পর্য্যন্ত চারিটি সূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—"ন হ বা" ইত্যাদি সর্ব্বান্নানুমতিবিষয়ক শ্রুতি। (২) সংশয়—এই সর্ব্বান্নভক্ষণের অনুমতি কি সর্ব্বসময়ের জন্য ? অথবা আপৎসময়ের জন্য—যে সময় প্রাণবিয়োগের উপক্রম হয়, কেবল সেই সময়ের জন্য ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—এখানে যখন সময়বিশেষের বিশেষ উল্লেখ নাই, তখন ইহা সর্ব্ব সময়ের জন্যই বটে। (৪) উত্তর—না,—সর্ব্বসময়ের জন্য নহে, পরন্তু যখন প্রাণবিয়োগের সম্ভাবনা হয়, কেবল সেই সময়ের জন্যই। (৫) নির্ণয়—অতএব প্রাণোপাসকের পক্ষেও যথেচ্ছ অন্নভক্ষণ করিতে নাই।

১।১০।৪] ইতি বদন্ চাক্রায়ণঃ 'কিমেতে কুল্মাষা অনুচ্ছিষ্টাঃ?' ইতি ইভ্যেন পর্য্যনুযুক্তঃ "ন বা অজীবিষ্যমিমানখাদন্...কামো ম উদপানম্" ইতি কুল্মাষাখাদনে স্বস্য প্রাণসংশয়াপত্তেস্তাবন্মাত্রখাদনেন ধৃতপ্রাণস্য স্বস্যোচ্ছিষ্টোদকপানং কামকারিতং নিষিদ্ধং স্যাৎ, ইত্যুক্ত্বা স্বখাদিতশেষং জায়ায়ৈ দত্ত্বা তয়া চ রক্ষিতান্ অপরেদ্যুঃ যাজনেনার্জিজীষয়া জিগমিষুঃ পুনরপি প্রাণসংশয়মাপন্নস্তানেব ইভ্যোচ্ছিষ্টান্ স্বোচ্ছিষ্টভূতান্ পর্য্যুষিতাংশ্চখাদ। অতো ব্রহ্মবিদামপি প্রাণসংশয় এব সর্ব্বান্নানুমতিদর্শনাদত্রোবিশেষেণ কীর্ত্তিতমপি প্রাণবিদঃ সর্ব্বান্নীনত্বং প্রাণাত্যয়াপত্তাবেবেতি নিশ্চীয়তে ॥৩॥৪॥২৮॥

অবাধাচ্চ ॥৩॥৪॥২৯॥

[পদচ্ছেদঃ—অবাধাৎ (প্রতিবন্ধক না থাকায়) চ (ও)।]

তাহাকে দান করিল; চাক্রায়ণ সেই কুল্মাষ গ্রহণ করিলে পর, হস্তিপক যখন আপনার উচ্ছিষ্ট জল দিতে চাহিলেন, তখন চাক্রায়ণ বলিলেন, না—তাহা হইলে আমাকে উচ্ছিষ্টপায়ী হইতে হইবে। তাহার পর হস্তিপক জিজ্ঞাসা করিল, মৎপ্রদত্ত এই কুল্মাষগুলি কি উচ্ছিষ্ট নয়? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে চাক্রায়ণ বলিলেন, 'আমি যদি এই কুল্মাষ ভক্ষণ না করিতাম, তাহা হইলে জীবনধারণে সমর্থ হইতাম না; সেই জন্যই ইহা ভক্ষণ করিয়াছি; কিন্তু জলপান ত আমার ইচ্ছাধীন অর্থাৎ বিলম্বে জলপান করিলেও আমার মৃত্যুভয় নাই; [কাজেই তোমার উচ্ছিষ্ট জল পান করা আমার কর্ত্তব্য নহে।']

এখানে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, ঐ কুল্মাষ-ভক্ষণাভাবে নিজের প্রাণ-বিয়োগ সম্ভাবিত হইয়াছিল; তাই কেবল জীবনধারণের উপযোগী ঐ কুল্মাষমাত্র ভক্ষণ করিলেন; কিন্তু প্রাণধারণে সমর্থ হইয়াও যদি হস্তিপকপ্রদত্ত উচ্ছিষ্ট জল পান করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই 'স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নিষিদ্ধ ভক্ষণ করা হইবে' এই রূপ মনে করিয়াই তিনি জলপানে বিরত হইলেন, এবং নিজের ভুক্তাবশিষ্ট কুল্মাষগুলি পত্নীর জন্য বাসভবনে লইয়া গেলেন; পত্নী সেই সমস্ত কুল্মাষ পর দিবসের জন্য রক্ষা করিয়া দিলেন; চাক্রায়ণ পর দিবস যখন যাজন ক্রিয়া দ্বারা অর্থোপার্জ্জনের অভিলাষে গমন করিবেন, সে সময়ও আবার প্রাণসংশয়াপন্ন হইয়া —হস্তিপকের ও নিজের উচ্ছিষ্ট এবং পর্য্যুষিত সেই কুল্মাষই ভক্ষণ করিলেন। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্মবিদ্গণের পক্ষেও প্রাণবিয়োগের সম্ভাবনা উপস্থিত হইলেই সর্ব্বান্ন-ভক্ষণে অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে, সকল সময়ের জন্য নহে; অতএব উল্লিখিত শ্রুতিতে সামান্যাকারে উল্লেখ থাকিলেও প্রাণবিদের যে, সর্ব্বান্নভক্ষণে অধিকার, তাহা কেবল জীবনাত্যয় সময়ের জন্যই উপদিষ্ট হইয়াছে, সকল সময়ের জন্য নহে ॥৩॥৪॥২৮॥

[সরলার্থঃ—"আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ" ইত্যাহারশুদ্ধেঃ ব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তাবপি অবাধাৎ বিদুষাং সর্ব্বান্নভক্ষণানুমতিরাপদ্‌বিষয়ৈবেতি নিশ্চীয়তে॥

বিশেষতঃ 'বিশুদ্ধ আহারে চিত্তশুদ্ধি হয়, শুদ্ধচিত্তে ধ্রুবা স্মৃতি উৎপন্ন হয়,' ইত্যাদি শ্রুতিতে যে, আহারশুদ্ধির বিধান আছে, ব্রহ্মবিদ্যা-সমুৎপাদনের পক্ষেও তাহার তুল্য প্রয়োজন; সুতরাং ব্রহ্মবিদের সম্বন্ধে যে, সর্ব্বান্ন ভক্ষণের অনুমতি, তাহাও কেবল আপদ্‌বিষয়েই বুঝিতে হইবে ॥৩॥৪২৯॥]

"আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ" [ছান্দো০ ৭।২৬।২] ইতি ব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তৌ আহারশুদ্ধি-বিধানাবাধাদপি ব্রহ্মবিদাং সর্ব্বান্নীনত্ব-মাপদ্‌বিষয়মবগম্যতে। এবং ব্রহ্মবিদামতিশয়িতশক্তীনামপি সর্ব্বান্নীনত্বস্য আপদ্‌বিষয়ত্বাৎ প্রাণবিদোঽল্পশক্তেঃ সর্ব্বান্নানুমতিরাপদ্বিষয়ৈব ॥৩॥৪॥২৯॥

অপি (চ ?) স্মর্য্যতে ॥৩॥৪॥৩০॥

[পদচ্ছেদঃ—অপি (আরও), স্মর্য্যতে (স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত আছে)।]

[সরলার্থঃ—অপিচ, আপদ্বিষয়মেব সর্ব্বান্নভক্ষণং স্মর্য্যতে চ—"জীবিতাত্যয়মাপন্নো যোঽন্নমত্তি যতস্ততঃ। লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥" ইত্যাদৌ ॥

বিশেষতঃ সর্ব্বান্নভক্ষণের ব্যবস্থা যে, কেবলই আপদ্বিষয়ক, তাহা স্মৃতিশাস্ত্রেও উক্ত আছে। যথা—'যে ব্যক্তি জীবনসংশয় দশা প্রাপ্ত হইয়া যেখানে সেখানে অন্ন ভক্ষণ করে, পদ্মপত্র যেমন জল দ্বারা লিপ্ত হয় না, তেমনি সে ব্যক্তিও তাদৃশ অন্নভক্ষণ-জনিত পাপে লিপ্ত হয় না' ইত্যাদি ॥৩॥৪॥৩০॥]

অপি চ, আপদ্বিষয়মেব সর্ব্বান্নীনত্বং ব্রহ্মবিদামন্যেষাং চ স্মর্য্যতে—
"প্রাণসংশয়মাপন্নো যোঽন্নমত্তি যতস্ততঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥" [—?] ইতি ॥৩॥৪॥৩০॥

'আহারের বিশুদ্ধি হইলে চিত্তশুদ্ধি হয়, চিত্তশুদ্ধি হইলে উপাসনাত্মক ধ্রুবা স্মৃতি জন্মে,' এই শ্রুতিতে ব্রহ্মবিদ্যা-সমুৎপত্তির জন্য যে, আহার-শুদ্ধির বিধান রহিয়াছে; তাহার সার্থকতা রক্ষার জন্যও বুঝা যাইতেছে যে, কেবল আপৎকালেই ব্রহ্মবিদ্‌গণের সর্ব্বান্নভক্ষণে অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে, সর্ব্বসময়ের জন্য নহে; অতএব ব্রহ্মবিদ্ অপেক্ষাও অল্পশক্তিসম্পন্ন প্রাণোপাসকের যে, সর্ব্বান্নভক্ষণের অনুমতি, তাহাও আপদ্‌বিষয়েই বুঝা যাইতেছে ॥৩॥৪॥২৯॥

অপিচ, স্মৃতিশাস্ত্রেও ব্রহ্মবিদ্ এবং অন্যান্যের সম্বন্ধে কেবল আপৎসময়ের জন্যই সর্ব্বান্ন-ভক্ষণে অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে। যথা 'যে ব্যক্তি প্রাণসংশয় দশায় উপস্থিত হইয়া যে কোনও স্থান হইতে অন্ন ভক্ষণ করে, পদ্মপত্র যেমন জলে লিপ্ত (আর্দ্রীকৃত) হয় না, তেমনি সে ব্যক্তিও পাপ দ্বারা স্পৃষ্ট হয় না' ইত্যাদি ॥৩॥৪॥৩০॥

শব্দশ্চাতোঽকামকারে ॥৩॥৪॥৩১॥

[পদচ্ছেদঃ—শব্দশ্চ (শ্রুতিবাক্য) চ (ও) অতঃ (এই হেতু) অকামকারে (স্বেচ্ছাচারিতার অভাব বিষয়ে)।]

[সরলার্থঃ—যতঃ সর্ব্বান্নানুমতিঃ সর্ব্বেষামাপদ্বিষয়ৈব, অতঃ হেতোঃ অকামকারে স্বেচ্ছাচারস্য প্রতিষেধে শব্দশ্চ—"তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ সুরাং ন পিবতি, পাপ্মনা নোৎসৃজা ইতি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যঞ্চ বর্ত্ততে।

যেহেতু সর্ব্বান্ন ভক্ষণের অনুমতি কেবল আপদ্ সময়েই বটে, সেই হেতুই এ বিষয়ে স্বেচ্ছাচারিতার নিষেধক শ্রুতিবাক্যও রহিয়াছে। যথা—'সেই হেতু ব্রাহ্মণ পাপস্পৃষ্ট হইবার ভয়ে সুরা পান করিবে না' ইত্যাদি ॥৩॥৪॥৩১॥]

যতো ব্রহ্মবিদামন্যেষাং চ সর্ব্বান্নীনত্বমাপদ্বিষয়মেব; অতএব সর্ব্বেষামকামকারে শব্দঃ—কামকারস্য প্রতিষেধকঃ শব্দো বর্ত্ততে। অস্তি হি কঠানাং সংহিতায়াং কামকারস্য প্রতিষেধকঃ শব্দঃ "তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ সুরাং ন পিবতি পাপ্মনা নোৎসৃজা ইতি" [—?] ইতি। পাপ্মনা সংসৃষ্টাঃ (*) ন ভবানীতি মত্বা ব্রাহ্মণঃ সুরাং ন পিবতীত্যর্থঃ ॥৩॥৪॥৩১॥

[ইতি সপ্তমং সর্ব্বান্নানুমত্যধিকরণম্ ॥৭॥]

বিহিতত্বাধিকরণম্]।

বিহিতত্বাচ্চাশ্রমকর্ম্মাপি ॥৩॥৪॥৩২॥

[পদচ্ছেদঃ—বিহিতত্বাৎ (শাস্ত্রে বিহিত থাকায়) চ (ও) আশ্রমকর্ম্ম (আশ্রমোচিত কর্ম্ম) অপি (ও)।]

[সরলার্থঃ—যজ্ঞাদি কর্ম্ম ব্রহ্মবিদ্যাঙ্গমিত্যুক্তম্; অতঃ সংশয্যতে'—মুমুক্ষারহিতেন কেবলাশ্রমিণাপি যজ্ঞাদি কর্ম্ম অনুষ্ঠেয়ং নবা? ইতি। তত্রাহ—

বিহিতত্বাৎ "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি" ইতি জীবনমাত্রনিমিত্ততয়া বিধানাৎ কেবলাশ্রমিণাপি যজ্ঞাদি কর্ম্ম অবশ্যমনুষ্ঠেয়মেবেত্যর্থঃ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, যজ্ঞাদি কর্ম্মগুলি ব্রহ্মবিদ্যারই অঙ্গ; সেই জন্য এখানে সংশয় হইতেছে যে, মুক্তিলাভে যাহার ইচ্ছা নাই, শুধু আশ্রমমাত্রনিষ্ঠ তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষেও যজ্ঞাদি-কর্ম্ম অবশ্যানুষ্ঠেয় কি না? তদুত্তরে বলিতেছেন—'যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র হোম করিবে' ইত্যাদি শ্রুতিতে যখন শুধু আশ্রমিমাত্রের জন্যই যজ্ঞাদি কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, তখন আশ্রমিমাত্রেরই যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক ॥৩॥৪॥৩২॥]

(*) পাপ্মনা সৃষ্টাঃ' ইতি 'ক' পাঠঃ।

যজ্ঞাদিকর্ম্মাঙ্গিকা ব্রহ্মবিদ্যেত্যুক্তম্; তানি চ যজ্ঞাদীনি কর্ম্মাণ্য-মুমুক্ষুণা কেবলাশ্রমিণাপ্যনুষ্ঠেয়ানি? উত ন? ইতি চিন্তায়াম্, বিদ্যাঙ্গানাং সতাং কেবলাশ্রমশেষত্বে (*) নিত্যানিত্য-সংযোগবিরোধঃ প্রসজ্যতে, ইতি যজ্ঞাদীনাং কেবলাশ্রমধর্ম্মত্বং (†) ন সম্ভবতি; ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে—

যেহেতু ব্রহ্মবিদ্ ও অন্যান্যের সম্বন্ধে সর্ব্বান্নভক্ষণের অনুমতি কেবল আপৎসময়ের জন্যই বিহিত, সেই হেতু সকলের সম্বন্ধেই অকামকার অর্থাৎ যথেচ্ছ ভক্ষণের নিষেধক শব্দ (শ্রুতিবাক্য) রহিয়াছে। কঠ সংহিতায় তৎপ্রতিষেধক শব্দ আছে; যথা—'সেই হেতু 'আমি পাপী হইব' মনে করিয়া ব্রাহ্মণ সুরাপান করিবে না' ইতি। ইহার অর্থ এই যে, 'আমি পাপস্পৃষ্ট না হই' এইরূপ মনে করিয়া ব্রাহ্মণ সুরাপান হইতে বিরত হইবেন ॥৩॥৪॥৩১॥

[সপ্তম 'সর্ব্বান্নানুমতি' অধিকরণ ॥৭॥]

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, যজ্ঞাদি কর্ম্মসমূহ ব্রহ্মবিদ্যারই অঙ্গ; এখন চিন্তার বিষয় হইতেছে যে, যে লোক মুমুক্ষু নয়, কেবল আশ্রমস্থ মাত্র, তাহাকেও ঐ যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে কি না? যজ্ঞাদি কর্ম্মগুলি যখন বিদ্যার অঙ্গস্বরূপ, তখন ঐ কর্ম্মগুলিকে কেবলই আশ্রম-ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিলে নিত্যানিত্য-সংযোগবিরোধ উপস্থিত হইতে পারে (‡); অতএব যজ্ঞাদি কর্ম্মগুলি কেবলই আশ্রম-ধর্ম্ম হইতে পারে না। এইরূপ প্রাপ্তি সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—"আশ্রম-কর্ম্মাপি" ইতি। (§)

(*) কেবলাশ্রমি-শেষত্বে' ইতি কচিৎ পাঠঃ।

(†) কেবলাশ্রমিধর্ম্মত্বং' ইতি কচিৎ পাঠঃ।

(‡) তাৎপর্য্য—'নিত্যানিত্য-সংযোগ-বিরোধ' কথার অর্থ—একই বিষয়ে নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব ধর্ম্মের সম্বন্ধ থাকা। যজ্ঞাদি ক্রিয়া যদি বিদ্যাঙ্গ হয়, তাহা হইলে, যে লোক বিদ্যাতে অভিলাষী, তাহার পক্ষেই যজ্ঞাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠেয়, অপরের পক্ষে নহে; ইহা হইল অনিত্য-সংযোগ, আবার সেই যজ্ঞাদি ক্রিয়াকেই যদি আশ্রম-ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে উহার নিত্যতা হইয়া পড়িল; ইচ্ছা থাকুক, আর না-ই থাকুক, আশ্রমী হইলেই তাহাকে যজ্ঞাদি ক্রিয়া করিতেই হইবে।

এখন দেখিতে হইবে যে, নিত্য-কর্ম্ম না করিলে প্রত্যবায় হয়; সুতরাং উহা অবশ্য অনুষ্ঠেয়, আর অনিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর্ত্তার ইচ্ছাধীন; করিতেও পারে, না করিতেও পারে; অতএব একই ক্রিয়াতে ঐরূপ নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বের সমাবেশ হইতে পারে না। এখানে যজ্ঞাদি ক্রিয়াকে বিদ্যাঙ্গ ও আশ্রমাঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিলে সেই নিত্যানিত্য-সংযোগরূপ দোষ অপরিহার্য্য হইয়াপড়ে।

(§) তাৎপর্য্য—এই বিহিতত্বাধিকরণটি ৩২শ—৩৫শ পর্য্যন্ত চারিটি সূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—অমুমুক্ষু আশ্রমীর পক্ষে যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান। (২) সংশয়—অমুমুক্ষু আশ্রমীর পক্ষে যজ্ঞাদি ক্রিয়া অবশ্যানুষ্ঠেয় কি না? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—যজ্ঞাদিক্রিয়া যখন বিদ্যার অঙ্গস্বরূপ, তখন বিদ্যাভিলাষশূন্য অমুমুক্ষুর পক্ষে ক্রিয়ানুষ্ঠান অনাবশ্যক। (৪) উত্তর—না, 'যাবজ্জীবন' শ্রুতি দ্বারা যখন আশ্রমি-মাত্রের সম্বন্ধেই উহার বিধান, তখন মুমুক্ষু না হইলেও, আশ্রমীকে তদনুষ্ঠান করিতেই হইবে। (৫) নির্ণয়—অতএব আশ্রমীমাত্রকেই যজ্ঞাদি ক্রিয়ানুষ্ঠান করিতে হইবে, কেবল মুমুক্ষুকেই নহে।

[সিদ্ধান্তঃ—]

আশ্রম-কর্ম্মাপি ইতি। আশ্রমস্থ কর্ম্মাপি ভবতি। কেবলাশ্রমিণাপি অনুষ্ঠেয়ানীত্যর্থঃ। কুতঃ? "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি" [তৈত্তি০ ৫০ অনু০] ইত্যাদিনা বিহিতত্বাৎ—জীবননিমিত্ততয়া নিত্যবদ্‌বিহিতত্বাদিত্যর্থঃ ॥৩॥৪॥৩২॥

তথা বিদ্যাঙ্গতয়া চ "তমেতং বেদানুবচনেন" [তৈত্তি০ ৫০ অনু০] ইত্যাদিনা বিহিতত্বাদ্‌বিদ্যাশেষতয়াপ্যনুষ্ঠেয়ানীত্যাহ—

সহকারিত্বেন চ ॥৩॥৪॥৩৩॥

[পদচ্ছেদঃ—সহকারিত্বেন (বিদ্যার সহকারী কারণরূপে) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—"তমেতং বেদানুবচনেন যজ্ঞেন" ইত্যাদি শ্রুত্যা বিদ্যাঙ্গতয়া বিহিতত্বাৎ সহকারিত্বেন চ বিদ্যোৎপত্তিদ্বারতয়া তৎসহকারিত্বেন চ যজ্ঞাদীনি কর্ম্মাণি অবশ্যমনুষ্ঠেয়ানীত্যর্থঃ॥

অপিচ, বিদ্যাপ্রকরণীয় 'তম্ এতং বেদানুবচনেন যজ্ঞেন" ইত্যাদি শ্রুতিতে বিদ্যাঙ্গরূপে বিহিত হওয়ায় বিদ্যার সহকারীরূপেও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করা আবশ্যক ॥৩॥৪॥৩৩॥]

বিদ্যোৎপত্তিদ্বারেণ বিদ্যাসহকারিতয়াঽপ্যনুষ্ঠেয়ানি। অগ্নিহোত্রাদীনামিব জীবনাধিকার-স্বর্গাধিকারবৎ বিনিয়োগ-পৃথক্ত্বেনোভয়ার্থত্বং ন বিরুধ্যত ইত্যর্থঃ ॥৩॥৪॥৩৩॥

তদ্বদেব কর্ম্মান্তরত্বমপি নাস্তীত্যাহ—

আশ্রমোচিত কর্ম্মেরও সম্ভব হয়, অর্থাৎ যাহারা কেবলই আশ্রমাবলম্বী, কিন্তু মুমুক্ষু নহে, তাহাদের পক্ষেও যজ্ঞাদি কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক; কারণ? যেহেতু 'যাবৎজীবন অগ্নিহোত্র হোম করিবে' ইত্যাদি শ্রুতিতে বিহিত হইয়াছে, অর্থাৎ যেহেতু শাস্ত্রে পুরুষের শুদ্ধ প্রাণধারণরূপ জীবন-কালকেই কর্ম্মাধিকারের নিমিত্তরূপে নির্দ্দেশ করিয়া কর্ম্মের বিধান করা হইয়াছে, সেই হেতু আশ্রমীমাত্রেরই কর্ম্মাধিকার আছে ॥৩॥৪॥৩২॥

সেইরূপ বিদ্যাপ্রকরণীয় "তমেতং বেদানুবচনেন" ইত্যাদি শ্রুতিতে বিহিত হওয়ায় বিদ্যাঙ্গরূপেও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতে হইবে; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—

বিদ্যা-সমুৎপাদনে সাহায্য করে বলিয়া বিদ্যার সহকারী কারণরূপেও যজ্ঞাদি কর্ম্মগুলি অনুষ্ঠানযোগ্য। একই অগ্নিহোত্র যাগ যেরূপ যাবৎজীবন-নিমিত্তকও হয়, আবার স্বর্গাদি কামনায়ও সম্পাদিত হয়, তেমনি এখানে একই যজ্ঞাদি কর্ম্মের সম্বন্ধেও প্রয়োগগত পার্থক্যানুসারে উভয়ার্থতা—বিদ্যা-সাধনতা ও আশ্রম-সাধনতা, এই উভয় প্রকার প্রয়োজন সাধন করাও বিরুদ্ধ হইতেছে না ॥৩॥৪॥৩৩॥

এইরূপ কর্ম্মান্তরত্বও নাই, অর্থাৎ বিদ্যার্থক কর্ম্ম আর আশ্রমবিহিত কর্ম্ম যে, স্বরূপতঃ পৃথক্ পৃথক্, এরূপও হইতে পারে না; এই উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—

সর্ব্বথাপি ত এবোভয়লিঙ্গাৎ ॥৩॥৪॥৩৪॥

[পদচ্ছেদঃ—সর্ব্বথা (সর্ব্বপ্রকারে—বিদ্যা ও কর্ম্মার্থত্বে) অপি (ও) তে (সেই সমস্ত) এব (নিশ্চয়) উভয়লিঙ্গাৎ (যেহেতু উভয়স্থলেই সমান প্রত্যভিজ্ঞা রহিয়াছে)।]

[সরলার্থঃ—সর্ব্বথাপি—যজ্ঞাদীনাং বিদ্যার্থত্বে আশ্রমার্থত্বে চ তে এব যজ্ঞাদয়ঃ, নতু স্বরূপতো ভিন্না ইত্যর্থঃ ; কুতঃ ? উভয়লিঙ্গাৎ উভয়ত্রৈব শ্রুতৌ যজ্ঞাদিশব্দৈঃ ঐকরূপ্য-প্রত্যভিজ্ঞানাৎ ; যজ্ঞাদীনাং স্বরূপভেদে নাস্তি প্রমাণমিতি ভাবঃ ॥

যজ্ঞাদি ক্রিয়াসমূহ বিদ্যার উপকারকই হউক, আর আশ্রমাঙ্গই হউক, উভয় প্রকারেই যজ্ঞাদি কর্ম্ম একই প্রকার বুঝিতে হইবে ; কারণ ? যেহেতু উভয় শ্রুতিতেই যজ্ঞাদি শব্দ দ্বারা উহাদের একরূপতাই পরিজ্ঞাত হইতেছে ; অধিকন্তু ঐ উভয়স্থানীয় যজ্ঞাদি যে, বিভিন্নস্বরূপ, তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণও নাই ॥৩॥৪॥৩৪॥]

সর্ব্বথা—বিদ্যার্থত্বে আশ্রমার্থত্বেঽপি, ত এব যজ্ঞাদয় ইতি প্রতিপত্তব্যম্ ; ন কর্ম্মস্বরূপভেদ ইত্যর্থঃ। কুতঃ ? উভয়লিঙ্গাৎ—উভয়ত্র শ্রুতৌ যজ্ঞাদিশব্দৈঃ প্রত্যভিজ্ঞাপ্য বিনিয়োগাৎ, কর্ম্মস্বরূপভেদে প্রমাণাভাবাচ্চ ॥৩॥৪॥৩৪॥

অনভিভবং চ দর্শয়তি ॥৩॥৪॥৩৫॥

[পদচ্ছেদঃ—অনভিভবং (বিদ্যোৎপত্তিতে বাধা না হওয়া) চ (ও) দর্শয়তি (প্রদর্শন করিতেছেন)।]

[সরলার্থঃ—"ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি" ইত্যাদিভিশ্চ তানেব যজ্ঞাদীন্ পরামৃশ্য তৈশ্চ বিদ্যায়া অনভিভবং—পাপকর্ম্মভিঃ বিদ্যোৎপত্তৌ বাধাভাবং চ দর্শয়তি ; অতঃ যজ্ঞাদয়ঃ স্বরূপতো ন ভিদ্যন্তে ইত্যর্থঃ ॥

'ধর্ম্ম দ্বারা পাপক্ষয় করে' ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রকৃত যজ্ঞের উল্লেখ করিয়া দেখাইতেছেন যে, সেই সমস্ত যজ্ঞ দ্বারা বিদ্যার অনভিভব অর্থাৎ পাপকর্ম্ম দ্বারা বিদ্যার সমুৎপত্তিতে কোন বাধা হয় না ; ইহা হইতেও বুঝা যাইতেছে যে, উভয়স্থানে (বিদ্যাতে ও আশ্রমে) সেই একই যজ্ঞের প্রয়োগ হইয়া থাকে ॥৩॥৪॥৩৫॥]

সর্ব্বথা—যজ্ঞাদি ক্রিয়াসমূহ বিদ্যাঙ্গই হউক, আর আশ্রমাঙ্গই হউক, উভয় প্রকারেই যজ্ঞাদি কর্ম্ম সেই একই বুঝিতে হইবে ; যজ্ঞাদি কর্ম্মের স্বরূপগত কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। কারণ ? যেহেতু উভয়প্রকারেই 'লিঙ্গ' দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ উভয়স্থানীয় শ্রুতিতেই যজ্ঞাদি শব্দে ঐকরূপ্য প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারা উভয়স্থানীয় যজ্ঞাদির একরূপতা জ্ঞাপন করিয়া কেবল প্রয়োগাংশে মাত্র পার্থক্য করা হইয়াছে। বিশেষতঃ উভয়স্থানীয় কর্ম্মই যে, স্বরূপত ও ভিন্ন, তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণও দৃষ্ট হয় না ॥৩॥৪॥৩৪॥

"ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি" [তৈত্তি০ না০ ৫ অনু০] ইত্যাদিভিশ্চ তানেব যজ্ঞাদিধর্ম্মান্ নির্দ্দিশ্য তৈর্ব্বিদ্যয়া অনভিভবং—পাপকর্ম্মভিরুৎপত্তি-প্রতিবন্ধাভাবং দর্শয়তি। অহরহরনুষ্ঠীয়মানৈর্হি যজ্ঞাদিভির্ব্বিশুদ্ধে-ঽন্তঃকরণে প্রত্যহং প্রকৃষ্যমাণা বিদ্যোৎপদ্যতে। অতস্ত এবোভয়ত্র যজ্ঞাদয়ঃ ॥৩॥৪॥৩৫॥ [ইতি অষ্টমং বিহিতত্বাধিকরণম্ ॥৮॥]

বিধুরাধিকরণম্।] **অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ ॥৩॥৪॥৩৬॥**

[পদচ্ছেদঃ—অন্তরা (আশ্রম চতুষ্টয়ের বহির্ভূতদিগের) চ (নিশ্চয়ে) অপি (ও) তু (আশঙ্কানিবারক), তদ্দৃষ্টেঃ (যেহেতু তাহা দেখিতে পাওয়া যায়)।]

[সরলার্থঃ—চতুর্ণামাশ্রমিণাং বিদ্যায়ামধিকারোঽস্তি, আশ্রমধর্ম্মাশ্চ বিদ্যায়াঃ সহকারিণঃ—ইতি চোক্তম্; অতঃ শঙ্কাতে—যে পুনরাশ্রমবহির্ভূতা বিধুরাদয়ঃ, তেষাং ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারো-ঽস্তি নাস্তি বেতি। তত্রাহ—'অন্তরা' ইত্যাদি।

তু-শব্দঃ শঙ্কানিরাসার্থঃ; চ-শব্দোঽবধারণে; অন্তরা বর্ত্তমানানাম্ অনাশ্রমিণামপি বিদ্যায়া-মধিকারোঽস্ত্যেব; কুতঃ? তদ্দৃষ্টেঃ—অনাশ্রমিণামপি রৈক্ক-ভীষ্ম-ধর্ম্মব্যাধাদীনাং ব্রহ্মবিদ্যানিষ্ঠত্ব-দর্শনাদিত্যর্থঃ॥

পূর্ব্বে নিরূপণ করা হইয়াছে যে, চতুর্ব্বিধ আশ্রমান্তর্গত ব্যক্তিবর্গেরই বিদ্যায় অধিকার আছে, এবং আশ্রমবিহিত ধর্ম্মগুলিও ব্রহ্মবিদ্যার সহকারী কারণ; এখন শঙ্কা হইতেছে যে, যাহারা আশ্রমবহির্ভূত—অনাশ্রমী, তাহাদেরও বিদ্যায় অধিকার আছে কি না? তদুত্তরে বলিতেছেন—'অন্তরা' ইত্যাদি।

যাহারা কোন আশ্রমের অন্তর্গত নহে—অনাশ্রমী, তাহাদেরও নিশ্চয়ই বিদ্যায় অধিকার আছে; কেন না, ঐরূপই দেখিতে পাওয়া যায় ॥৩॥৪॥৩৬॥]

চতুর্ণামাশ্রমিণাং ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারোঽস্তি; বিদ্যাসহকারিণ আশ্রম-ধর্ম্মা ইতি চোক্তম্। যে পুনরাশ্রমানন্তরা বর্ত্তন্তে বিধুরাদয়ঃ, তেষাং

বিশেষতঃ 'ধর্ম্ম দ্বারা পাপ নষ্ট হয়' ইত্যাদি শ্রুতিতে সেই যজ্ঞাদি ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়া প্রদর্শন করিতেছেন যে, পাপকর্ম্ম দ্বারা বিদ্যার উৎপত্তিতেও কোন বাধা ঘটাইতে পারে না। নিরন্তর যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে চিত্ত বিশুদ্ধ হয়, বিশুদ্ধ চিত্তে প্রত্যহ বিদ্যা সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং তাহা উৎকর্ষলাভ করিয়া থাকে; অতএব বুঝিতে হইবে যে, বিদ্যা ও আশ্রম, উভয় স্থানেই যজ্ঞাদি কর্ম্ম এক অভিন্নরূপ ॥৩॥৪॥৩৫॥ [ইতি অষ্টম বিহিতত্বাধিকরণ ॥৮॥]

পূর্ব্বে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, চারি আশ্রমের অন্তর্গত সকলেরই ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার, এবং আশ্রমবিহিত ধর্ম্মসমূহও সেই বিদ্যারই সহকারী কারণ; কিন্তু বিধুর প্রভৃতি যাহারা

ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারোঽস্তি, ন বা? ইতি বিশয়ে—আশ্রম-ধর্ম্মৈতিকর্ত্তব্যতাকত্বাৎ বিদ্যায়াঃ, অনাশ্রমিণাং চাশ্রমধর্ম্মাভাবাৎ নাস্ত্যধিকারঃ,—ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

"অন্তরা চাপি তু" ইতি। তু-শব্দঃ পক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ; চ-শব্দোঽবধারণে। অন্তরা বর্ত্তমানানাম্—অনাশ্রমিণামপি বিদ্যায়ামধিকারোঽস্ত্যেব। কুতঃ? তদ্দৃষ্টেঃ—দৃশ্যতে হি রৈক-ভীষ্ম-সম্বর্ত্তাদীনামনাশ্রমিণামপি ব্রহ্মবিদ্যানিষ্ঠত্বম্। ন চাশ্রমধর্ম্মৈরেব বিদ্যানুগ্রহ ইতি শক্যং বক্তুম্, "যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন" [বৃহদা০ ৬ ৪।২২] ইতি দানাদীনামাশ্রমেষু অনৈকান্তিকানামপ্যনুগ্রাহকত্বদর্শনাৎ। যথা ঊর্দ্ধরেতঃসু বিদ্যানিষ্ঠত্বদর্শনাদগ্নিহোত্রাদিব্যতিরিক্তৈরেব বিদ্যানুগ্রহঃ ক্রিয়তে; তথাঽনাশ্রমিষ্বপি বিদ্যাদর্শনাদ্ আশ্রমানিয়তৈর্জ্জপোপবাস-দান-দেবতারাধনাদিভির্ব্বিদ্যানুগ্রহঃ শক্যতে কর্ত্তুম্ ॥৩॥৪॥৩৬॥

কোন আশ্রমে বর্ত্তমান নহে, তাহাদের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে কি না, এইরূপ সন্দেহে পাওয়া যাইতেছে যে, বিদ্যা যখন আশ্রমধর্ম্মেরই অধীন, অথচ অনাশ্রমীদিগের সহিত যখন কোন রূপ আশ্রমধর্ম্মের সম্বন্ধ নাই, তখন বিদ্যাতেও তাহাদের অধিকার নাই। এই শঙ্কানিরাসার্থ বলা হইতেছে—"অন্তরা" ইত্যাদি (*)।

পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কানিবৃত্তির জন্য 'তু' শব্দ, আর অবধারণার্থ 'চ'-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। অন্তরা অর্থাৎ চতুরাশ্রমের বাহিরে বর্ত্তমান—অনাশ্রমীদিগেরও ব্রহ্মবিদ্যায় নিশ্চয়ই অধিকার আছে; কারণ? যেহেতু সেই প্রকারই দেখিতে পাওয়া যায়—রৈক্ক, ভীষ্ম ও সংবর্ত্ত প্রভৃতি আশ্রমরহিত ব্যক্তিগণেরও ব্রহ্মবিদ্যায় নিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। আর কেবল যে, আশ্রমবিহিত কর্ম্মসমূহ দ্বারাই বিদ্যার উপকার হয়, তাহা বলিতে পারা যায় না; কারণ, 'যজ্ঞ, দান, তপস্যা এবং ইন্দ্রিয়-প্রত্যাহার দ্বারা [ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা করিবে]' ইত্যাদি স্থলে আশ্রমবিশেষে অনিয়ত দানাদি ধর্ম্ম দ্বারাও বিদ্যার উপকারবোধক শ্রুতি রহিয়াছে। ঊর্দ্ধরেতাদিগের বিদ্যা-নিষ্ঠাদর্শনে যেরূপ আশ্রমোচিত অগ্নিহোত্রাদিভিন্ন উপায়েই বিদ্যার উপকার সাধন করা হইয়া থাকে, তদ্রূপ অনাশ্রমী ব্যক্তিগণের পক্ষেও বিদ্যা-নিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া, যে সমস্ত কর্ম্ম আশ্রমের একান্ত অনুগত নহে, যেমন দান, জপ, উপবাস ও দেবতার আরাধনা প্রভৃতি সে সমস্ত দ্বারাই বিদ্যার উপকার সাধন করা যাইতে পারে ॥৩॥৪॥৩৬॥

(*) তাৎপর্য্য—এই বিধুরাধিকরণটি ৩৬শ—৩৯শ পর্য্যন্ত চারিটি সূত্র লইয়া রচিত। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—চতুরাশ্রমের বহির্ভূত লোকদিগের সম্বন্ধে ব্রহ্মবিদ্যাধিকার চিন্তা। (২) সংশয়—

অপি স্মর্য্যতে ॥৩॥৪॥৩৭॥

[পদচ্ছেদঃ—অপি (ও) স্মর্য্যতে (স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত আছে)।]

[সরলার্থঃ—"জপ্যেনাপি চ সংসিধ্যেদ্ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ। কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যাদ্ মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে" ইত্যাদৌ অনাশ্রমিণামপি কেবলৈর্জপাদিভিরেব বিদ্যানুগ্রহঃ সূচ্যতে; অতোঽনাশ্রমিণামপি অস্তি বিদ্যায়ামধিকার ইতি ভাবঃ॥

'ব্রাহ্মণ একমাত্র জপকর্ম্ম দ্বারাও সম্যক্‌সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন; অতএব আর কিছু করুক বা না করুক, মৈত্র—সর্ব্বত্র মিত্রভাবাপন্নই ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মনিষ্ঠ বলিয়া কথিত হন' ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্রেও অনাশ্রমীদিগের সম্বন্ধে কেবল জপাদি কার্য্য দ্বারাই ব্রহ্মবিদ্যার উপকার প্রদর্শিত হইয়াছে; অতএব অনাশ্রমীদিগেরও নিশ্চয়ই বিদ্যায় অধিকার আছে॥৩॥৪॥৩৭॥

অপি চ, অনাশ্রমিণামপি জপাদিভিরেব বিদ্যানুগ্রহঃ স্মর্য্যতে—"জপ্যেনাপি চ সংসিধ্যেদ্ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।
কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥" [মনু০ ২।৮৭] ইতি সংসিধ্যেৎ—জপাদ্যনুগৃহীতয়া বিদ্যয়া সিদ্ধো ভবতীত্যর্থঃ॥৩॥৪॥৩৭॥

বিশেষানুগ্রহশ্চ ॥৩॥৪॥৩৮॥

[পদচ্ছেদঃ—বিশেষানুগ্রহঃ (অনাশ্রমি ধর্ম্মবিশেষ দ্বারা উপকার) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—"তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়াত্মানমন্বিষ্যেৎ" ইত্যাদৌ অনাশ্রম-ধর্ম্মৈঃ ধর্ম্মবিশেষৈরপি বিদ্যানুগ্রহঃ শ্রূয়তে ইত্যর্থঃ॥

বিশেষতঃ 'তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, শ্রদ্ধা ও বিদ্যা দ্বারা আত্মানুসন্ধান করিবে' ইত্যাদি শ্রুতিতে আশ্রমধর্ম্মাতিরিক্ত তপস্যা প্রভৃতি ধর্ম্মবিশেষ দ্বারাও বিদ্যাসম্বন্ধে উপকারের কথা শ্রুত হইতেছে॥৩॥৪॥৩৮॥]

আরও, আশ্রমবিহীন লোকদিগেরও যে, কেবল জপাদি দ্বারাই বিদ্যার উপকার সাধিত হয়, এ কথা স্মৃতিশাস্ত্রেও উক্ত আছে—'ব্রাহ্মণ কেবল জপ দ্বারাও সংসিদ্ধি লাভ করেন, ইহাতে সন্দেহ নাই; লোক আর কিছু করুক বা নাই করুক, মৈত্র অর্থাৎ সর্ব্বত্র মিত্রভাবাপন্ন হইলেই ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মনিষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হন' ইতি। 'সংসিধ্যেৎ' অর্থ—জপ প্রভৃতি দ্বারা অনুগৃহীত (পরিপোষিত) বিদ্যা দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকেন॥৩॥৪॥৩৭॥

অনাশ্রমীদিগের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে কি না? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—ব্রহ্মবিদ্যা যখন আশ্রম-ধর্ম্মেরই বিশেষাংশমাত্র এবং আশ্রমগুলিই যখন তাহার সহকারী কারণ; তখন অনাশ্রমীদিগের তাহাতে অধিকার থাকিতে পারে না; (৪) উত্তর—না, অনাশ্রমীদিগেরও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে; কারণ, ঐরূপ অধিকার দেখিতেও পাওয়া যায়। (৫) নির্ণয়—অতএব আশ্রম-বহির্ভূত ব্যক্তিরাও ব্রহ্মবিদ্যালাভে যত্নপর হইবে।

ন কেবলং ন্যায়-স্মৃতিভ্যাময়মর্থঃ সাধনীয়ঃ ; শ্রূয়তে চ অনাশ্রমনিয়তৈর্ধর্ম্মবিশেষৈর্বিদ্যানুগ্রহঃ—"তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়াত্মানমন্বিষ্যেৎ" [প্রশ্নো০ ১।১০] ইতি ॥৩॥৪॥৩৮॥

অতস্ত্বিতরজ্জ্যায়ো লিঙ্গাচ্চ ॥৩॥৪॥৩৯॥

[পদচ্ছেদঃ - অতঃ (ইহা অপেক্ষা—অনাশ্রমিত্ব অপেক্ষা) ইতরৎ (অপরটি—আশ্রমিত্ব) জ্যায়ঃ (শ্রেষ্ঠ), লিঙ্গাৎ (তদ্‌গ্রাহক প্রমাণ হইতে) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—লিঙ্গাৎ—"অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেৎ তু দিনমেকমপি দ্বিজঃ" ইত্যাদিস্মৃতিপ্রমাণাদপি, অতঃ অস্মাৎ—অনাশ্রমিত্বাৎ তু পুনঃ ইতরৎ আশ্রমিত্বং জ্যায়ঃ শ্রেষ্ঠম্ বেদিতব্যম্ ; অতস্তদেবোপাদেয়মিতি ভাবঃ ॥

বিশেষতঃ 'ব্রাহ্মণ একদিনও আশ্রমরহিত থাকিবে না' ইত্যাদি স্মৃতিপ্রমাণ হইতেও জানা যাইতেছে যে, অনাশ্রমী থাকা অপেক্ষা আশ্রমী থাকাই উত্তম ; অতএব কোন একটি আশ্রমধর্ম্ম গ্রহণ করাই উচিত ॥৩।৪॥৩৯॥]

তু-শব্দোঽবধারণে ; অতঃ—অনাশ্রমিত্বাৎ, ইতরৎ—আশ্রমিত্বমেব জ্যায়ঃ ; অনাশ্রমিত্বমাপদ্বিষয়ম্ ; শক্তস্য ত্বাশ্রমিত্বমেবোপাদেয়মিত্যর্থঃ ; ভূয়োধর্ম্মকাল্পধর্ম্মকয়োরতুল্যকার্য্যত্বাৎ ; লিঙ্গাচ্চ - স্মৃতেরিত্যর্থঃ। স্মর্য্যতে চ শক্তং প্রতি আশ্রমস্যোপাদেয়ত্বম্—"অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত্তু দিনমেকমপি দ্বিজঃ" ইত্যাদিনা। নিবৃত্তব্রহ্মচর্য্যস্য মৃতভার্য্যস্য চ অবৈরাগ্যে সতি দারালাভ আপৎ ॥৩॥৪॥৩৯॥ [ইতি নবমম্ বিধুরাধিকরণম্ ॥৯॥]

কেবল যে, যুক্তি ও স্মৃতিশাস্ত্রের সাহায্যেই এই বিষয়টি সমর্থন করিতে হইবে, তাহা নহে ; পরন্তু যে সমস্ত ধর্ম্ম আশ্রমানুগত নয়, তাদৃশ ধর্ম্মবিশেষ দ্বারাও বিদ্যার উপকার সাধিত হয় ; তদ্বিষয়ে শ্রুতিও রহিয়াছে। যথা,—'তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, শ্রদ্ধা ও বিদ্যা দ্বারা আত্মানুসন্ধান করিবে' ইত্যাদি ॥৩॥৪॥৩৮॥

'তু-শব্দটি অবধারণার্থক। ইহা হইতে—অনাশ্রমিত্ব অপেক্ষা, ইতরৎ—অন্য অর্থাৎ আশ্রমিত্বই শ্রেষ্ঠ। অভিপ্রায় এই যে, অনাশ্রমী থাকাটা হইল আপৎ-ধর্ম্ম ; সুতরাং সমর্থের পক্ষে আশ্রম-ধর্ম্ম গ্রহণ করাই উচিত ; কারণ, অধিকগুণসম্পন্ন আর অল্পগুণসম্পন্ন, এতদুভয় কখনই সমানভাবে কার্য্যসাধন করিতে পারে না। [আশ্রমীর পক্ষে গুণাধিক্য স্বাভাবিক, আর অনাশ্রমীর পক্ষেও গুণহীনতা স্বাভাবিক] ; বিশেষতঃ সমর্থ ব্যক্তির পক্ষে আশ্রম-গ্রহণের আবশ্যকতা স্মৃতিশাস্ত্রেও উক্ত আছে—'দ্বিজ একদিনও আশ্রম-রহিত হইয়া থাকিবে না', ইত্যাদি। যে ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে, অথবা যাহার ভার্য্যা মরিয়া গিয়াছে, তাহাদের যে, বৈরাগ্যাভাবসত্ত্বেও ভার্য্যালাভ না হওয়া, তাহাই তাহাদের আপৎ ; [সুতরাং তাহাদের পক্ষেই অনাশ্রমিত্ব দোষাবহ হয় না] ॥৩॥৪॥৩৯॥ [নবম বিধুরাধিকরণ ॥ ৯ ॥]

তদ্ভূতাধিকরণম্।] **তদ্ভূতস্য তু নাতদ্ভাবো জৈমিনেরপি নিয়মাৎতদ্রূপাভাবেভ্যঃ।।৩।।৪।।৪০।।**

[পদচ্ছেদঃ—তদ্ভূতস্য (নৈষ্ঠিকাদি আশ্রমনিষ্ঠের) তু (কিন্তু) ন (না) অতদ্ভাবঃ (আশ্রম-ত্যাগ), জৈমিনেঃ (জৈমিনি মুনির [মত]), অপি (ও) নিয়মাৎ (নিয়মিত হওয়ায়) তদ্রূপাভাবেভ্যঃ (আশ্রম ধর্ম্মাদি ত্যাগের নিষেধ হইতে)।]

[সরলার্থঃ—নৈষ্ঠিকব্রহ্মচর্য্য-বৈখানস-পারিব্রাজ্যাশ্রমেভ্যঃ প্রচ্যুতানামপি ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারোঽস্তি নবা, ইতি সংশয়ে আহ—"তদ্ভূতস্য" ইত্যাদি।

তদ্ভূতস্য নৈষ্ঠিকাদ্যন্যতমাশ্রমনিষ্ঠস্য অতদ্ভাবঃ—তত্তদাশ্রমচ্যুতিঃ ন সম্ভবতি; কুতঃ? তদ্রূপাভাবেভ্যঃ নিয়মাৎ—তত্তদাশ্রমনিষ্ঠানাং যানি রূপাণি বেশাচারাদীনি, তেষাম্ অভাবানাম্ নিয়মবিধানাৎ। যথা—"ব্রহ্মচারী আচার্য্যকুলবাসী তৃতীয়োঽত্যন্তমাত্মানমাচার্য্যকুলেঽবসাদয়ন্" ইতি, "অরণ্যমিয়াৎ, ততো ন পুনরেয়াৎ" ইতি, "সন্ন্যস্যাগ্নিং ন পুনরাবর্ত্তয়েৎ" ইতি চ। অতো নৈষ্ঠিকাদীনামাশ্রমপ্রচ্যুতৌ নাস্তি বিদ্যাধিকার ইতি ভাবঃ। ন কেবলমেতদস্মন্মতম্, অপিতু জৈমিনেরপি মতমেতদিতি শাস্ত্রার্থং দ্রঢ়য়তি॥

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, বৈখানস (বাণপ্রস্থাশ্রমী) ও সন্ন্যাসী, ইহারা নিজ নিজ আশ্রম হইতে চ্যুত হইলে বিদ্যায় অধিকারী থাকে কি না, এইরূপ সংশয়ে বলিতেছেন—"তদ্ভূতস্য" ইত্যাদি।

তদ্ভূত অর্থাৎ নৈষ্ঠিকাদি আশ্রমে প্রবিষ্ট ব্যক্তির অতদ্ভাব নাই, অর্থাৎ নিজ নিজ আশ্রম ত্যাগের নিয়ম নাই; কারণ? যেহেতু 'আচার্য্যকুলবাসী (নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারী) আচার্য্যকুলেই জীবন ক্ষয় করিবেন', 'অরণ্যে যাইবে, কিন্তু সেখান হইতে আর ফিরিয়া আসিবে না', 'একবার অগ্নি ত্যাগ করিয়া—সন্ন্যাসী হইয়া পুনর্ব্বার অগ্নি গ্রহণ করিবে না', ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে নৈষ্ঠিকাদি আশ্রমীর পরিচ্ছদ ও আচারাদি ত্যাগ নিষিদ্ধ হইয়াছে; ইহা কেবল আমাদেরই সিদ্ধান্ত নহে, পরন্তু আচার্য্য জৈমিনিরও ইহাই সিদ্ধান্ত ॥৩॥৪॥৪০॥]

নৈষ্ঠিক-বৈখানস-পরিব্রাজকাশ্রমেভ্যঃ প্রচ্যুতানামপি ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারোঽস্তি, নেতি চিন্তায়াম্—বিধুরাদিবদ্ অনাশ্রমৈকান্তৈর্দানাদিভির্বিদ্যানুগ্রহসম্ভবাৎ অস্ত্যধিকারঃ—ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

নৈষ্ঠিকব্রহ্মচর্য্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাসাশ্রম হইতে যাহারা চ্যুত হন, তাহাদেরও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে কি না, এইরূপ চিন্তা করিলে মনে হয় যে, পূর্ব্বোক্ত বিধুরাদির ন্যায় তাহাদেরও আশ্রমবিশেষে অ-নিয়মিত দানাদি ধর্ম্ম দ্বারা বিদ্যালাভে যখন সাহায্য হইতে পারে, তখন তাহাদেরও অবশ্যই অধিকার আছে; তদুত্তরে বলা হইতেছে—"তদ্ভূতস্য" ইত্যাদি (*)।

(*) এই তদ্ভূতাধিকরণটী ৪০শ হইতে ৪৩ পর্য্যন্ত চারি সূত্রে সমাপিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—নৈষ্ঠিকাদি আশ্রমচ্যুত ব্যক্তিদিগের বিদ্যাধিকার চিন্তা। (২) সংশয়—স্ব-স্ব আশ্রমচ্যুত

[সিদ্ধান্তঃ—]

তদ্ভূতস্য তু নাতদ্ভাবঃ—ইতি। তু-শব্দঃ পক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ ; তদ্ভূতস্য নৈষ্ঠিকাদ্যাশ্রমনিষ্ঠস্য—নাতদ্ভাবঃ অতথাভাবঃ—অনাশ্রমিত্বেনাবস্থানং ন সম্ভবতি ; কুতঃ ? তদ্রূপাভাবেভ্যো নিয়মাৎ ; তদ্রূপাণি—তেষাং নৈষ্ঠিকাদীনাং রূপাণি বেষাঃ ধর্ম্মা ইত্যর্থঃ, তেষামভাবাঃ তদ্রূপাভাবাঃ ; তেভ্যঃ শাস্ত্রৈর্নিয়মাৎ। নৈষ্ঠিকাদ্যাশ্রমপ্রবিষ্টান্ স্বাশ্রমধর্ম্মনিবৃত্তিভ্যো নিযচ্ছন্তি হি শাস্ত্রাণি—"ব্রহ্মচার্য্যাচার্য্যকুলবাসী তৃতীয়োঽত্যন্তমাত্মানমাচার্য্যকুলেঽবসাদয়ন্" [ছান্দো০ ২।২৩।১] ইতি, "অরণ্যমিয়াৎ ততো ন পুনরেয়াৎ" "সন্ন্যস্যাগ্নিং ন পুনরাবর্ত্তয়েৎ" ইতি চ। অতো বিধুরাদিবৎ নৈষ্ঠিকাদীনামনাশ্রমিত্বেনাবস্থানাসম্ভবাৎ ন তানধিকরোতি ব্রহ্মবিদ্যা। 'জৈমিনেরপি' ইত্যবিগানং দর্শয়ন্ উক্তং স্বাভিমতং দ্রঢ়য়তি ॥৩॥৪॥৪০॥

সূত্রস্থ তু-শব্দটি পূর্ব্বপক্ষ-প্রতিষেধার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে। তদ্ভূতের অর্থাৎ নৈষ্ঠিকব্রহ্মচর্য্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস, এতদন্যতম আশ্রমনিষ্ঠ ব্যক্তির অতদ্ভাব—অতথাভাব অর্থাৎ সেই সেই আশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক অবস্থান কখনই সম্ভবপর হয় না। কারণ ? যেহেতু তদ্রূপাভাবের নিয়ম রহিয়াছে,—তদ্রূপ অর্থ—সেই নৈষ্ঠিকপ্রভৃতির বেশভূষাদি ধর্ম্ম ; সে সমুদয়ের যে অভাব, তাহা—তদ্রূপাভাব ; যেহেতু শাস্ত্র ঐ তদ্রূপাভাবের জন্য নিয়ম করিয়াছেন, অর্থাৎ সে সমুদয়ের ত্যাগ নিষেধ করিয়াছেন। বক্ষ্যমাণ শাস্ত্রবাক্যগুলিও নৈষ্ঠিকাদি আশ্রমপ্রবিষ্ট লোকদিগের সেই সেই আশ্রম হইতে নিবৃত্তির নিষেধ করিতেছেন—

'আচার্য্যকুলবাসী ব্রহ্মচারী (নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারী) আচার্য্যকুলেই আপনাকে অবসন্ন করিবেন অর্থাৎ গুরুগৃহেই চিরজীবন বাস করিবেন,' 'অরণ্যে গমন করিবে, সেখান হইতে আর ফিরিয়া আসিবে না,' 'অগ্নিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার আর তাহা গ্রহণ করিবে না' ইত্যাদি। অতএব বিধুরাদির ন্যায় নৈষ্ঠিক প্রভৃতিরও আশ্রম বিরহিতভাবে অবস্থিতি সম্ভবপর হয় না ; কাজেই তাহাদেরও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার হইতে পারে না। 'জৈমিনেরপি' (জৈমিনিরও অভিমত,) এ কথায় বুঝিতে হইবে যে, জৈমিনির সম্মতি প্রদর্শন দ্বারা পূর্ব্বোক্ত স্বমতের সমর্থন করিতেছেন ॥৩॥৪॥৪০॥

নৈষ্ঠিক প্রভৃতিরও বিদ্যায় অধিকার আছে কি না ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—বিধুরাদির ন্যায় আশ্রম-ভ্রষ্টদিগেরও যখন জপাদির দ্বারা সিদ্ধিলাভ সম্ভব হয়, তখন তাহাদেরও অধিকার আছে। (৪) উত্তর—না, তাহাদের অধিকার থাকিতে পারে না ; কারণ, প্রায়শ্চিত্ত দ্বারাও তাহাদের শুদ্ধি হয় না। (৫) নির্ণয়—অতএব নৈষ্ঠিকাদি আশ্রম-ভ্রষ্টদিগের কখনই বিদ্যায় অধিকার হইতে পারে না।

অথ স্যাৎ—নৈষ্ঠিকাদীনাং ব্রহ্মচর্য্যাৎ প্রচ্যুতানাং প্রায়শ্চিত্তাদধিকারঃ সম্ভবতি; অস্তি চ প্রায়শ্চিত্তমধিকারলক্ষণে নিরূপিতম্—"অবকীর্ণি-পশুশ্চ তদ্বৎ" [—০] ইতি। অতঃ প্রচ্যুতব্রহ্মচর্য্যস্য প্রায়শ্চিত্তসম্ভবাৎ কৃতপ্রায়শ্চিত্তো ব্রহ্ম-বিদ্যায়ামধিকরিষ্যতীতি। তত্রাহ—

ন চাধিকারিকমপি পতনানুমানাৎ তদযোগাৎ ॥৩॥৪॥৪১॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) চ (ও) আধিকারিকম্ (অধিকারলক্ষণোক্ত প্রায়শ্চিত্ত) অপি (ও) পতনানুমানাৎ (পাতিত্য বোধক স্মৃতি অনুসারে), তদযোগাৎ (তাহার প্রায়শ্চিত্তের অসম্ভব হেতু)।]

[সরলার্থঃ—আধিকারিকং জৈমিনীয়াধিকারলক্ষণে প্রোক্তং প্রায়শ্চিত্তমপি ব্রতচ্যুতানাং নৈষ্ঠিকানাং ন সম্ভবতি; কুতঃ? পতনানুমানাৎ তদযোগাৎ, "আরূঢ়ো নৈষ্ঠিকং ধর্ম্মম্" ইত্যাদিস্মৃতৌ তেষাং পাতিত্যস্যোক্তত্বাৎ, প্রায়শ্চিত্তস্যাপি অসম্ভবাদিত্যর্থঃ।

জৈমিনীয় অধিকার লক্ষণে যে, ব্রতভ্রষ্টদিগের সম্বন্ধে প্রায়শ্চিত্ত উক্ত আছে, ব্রতচ্যুত নৈষ্ঠিকদিগের সম্বন্ধে তাহাও সম্ভব হয় না; কারণ? যেহেতু স্মৃতিশাস্ত্রে তাহাদের পাতিত্য এবং প্রায়শ্চিত্তাভাব উভয়ই উক্ত হইয়াছে ॥৩॥৪॥৪১॥]

অধিকারলক্ষণোক্তমপি প্রায়শ্চিত্তং নৈষ্ঠিকাদীনাং তদ্‌ভ্রষ্টানাং ন সম্ভবতি; কুতঃ? পতনানুমানাৎ তদযোগাৎ—নৈষ্ঠিকাদীনাং প্রচ্যুতানাং পতনস্মৃতেস্তস্য প্রায়শ্চিত্তস্যাসম্ভবাৎ—

এখন আশঙ্কা হইতে পারে যে, নৈষ্ঠিক প্রভৃতিও ব্রহ্মচর্য্যচ্যুত হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলে, তাহাদেরও ত অধিকার সম্ভব হইতে পারে। কারণ, অধিকারীর লক্ষণে তাহাদের সম্বন্ধেও প্রায়শ্চিত্ত নিরূপিত আছে; যথা, 'অবকীর্ণীর (ব্রত-ভ্রষ্টের) পশুও তদ্রূপ' (*) ইতি। অতএব ব্রহ্মচর্য্য হইতে প্রচ্যুত ব্যক্তিরও যখন প্রায়শ্চিত্ত সম্ভবপর, তখন প্রায়শ্চিত্তান্তে তাহারও ব্রহ্মবিদ্যায় অবশ্যই অধিকার হইতে পারে। তদুত্তরে বলিতেছেন—"নচাধিকারিকম্" ইত্যাদি।

ব্রতভ্রষ্ট নৈষ্ঠিকাদির পক্ষে অধিকার-লক্ষণোক্ত প্রায়শ্চিত্তও সম্ভবপর হয় না; কারণ? যেহেতু তাহাদের পতনবোধক স্মৃতি অনুসারে প্রায়শ্চিত্তের অসম্ভব,—অর্থাৎ 'যে দ্বিজ নৈষ্ঠিক

(*) তাৎপর্য্য—'অবকীর্ণী' অর্থ—ক্ষতব্রত, "অবকীর্ণী ক্ষতব্রতঃ" ইত্যমরঃ। যে ব্যক্তি নৈষ্ঠিকব্রত অর্থাৎ যে ব্রত অবলম্বন করিলে আজীবন তাহা পালন করিতে হয়, সেইরূপ ব্রত গ্রহণ করিয়া যদি বুদ্ধিদোষে তাহা ত্যাগ করে; যেমন—নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী যদি দার-পরিগ্রহ করে, তাহা হইলে তাহাকে "অবকীর্ণী' বলে। অবকীর্ণী চরেদ্ গত্বা ব্রহ্মচারী তু মৈথুনম্। নৈঋর্তং পশুমালভ্য গর্দ্দভং স বিশুধ্যতি," অর্থাৎ ব্রহ্মচারী ব্যক্তি স্ত্রীতে উপগত হইলে অবকীর্ণী হয়; তিনি নিঋর্তি-দৈবতক গর্দ্দভ পশু আলম্ভন করিয়া—গর্দ্দভ পশু-সাধ্য যাগরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া বিশুদ্ধ হইবেন', এই স্মৃতি শাস্ত্রে অবকীর্ণীর সম্বন্ধেও প্রায়শ্চিত্ত বিহিত আছে।

"আরূঢ়ো নৈষ্ঠিকং ধর্ম্মং যস্তু প্রচ্যবতে দ্বিজঃ।
প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামি, যেন শুধ্যেৎ স আত্মহা॥"
[আগ্নেয়ং ১৬।৫।২৩] ইতি।
অতোঽধিকারলক্ষণোক্তং প্রায়শ্চিত্তম্ ইতরব্রহ্মচারিবিষয়ম্ ॥৩॥৪॥৪১॥

উপপূর্ব্বমপীত্যেকে ভাবমশনবৎ, তদুক্তম্ ॥৩॥৪॥৪২॥

[পদচ্ছেদঃ—উপপূর্ব্বং (উপপাতক) অপি (ও) ইতি (ইহা) একে (কেহ কেহ) ভাবং (প্রায়শ্চিত্তের সদ্ভাব) অশনবৎ (মধুপ্রভৃতি সেবনের ন্যায়), তৎ (তাহা) উক্তং (কথিত আছে)।]

[সরলার্থঃ—একে আচার্য্যাঃ নৈষ্ঠিকাদীনাং ব্রহ্মচর্য্যাদি-প্রচ্যবনম্ উপপূর্ব্বং—উপপাতকম্, ইতি হেতোঃ তত্র ভাবং—প্রায়শ্চিত্ত-সদ্ভাবমপি মন্যন্তে; অশনবৎ—যথা মধ্বশনাদি-নিষেধঃ, তৎপ্রায়শ্চিত্তং চ নৈষ্ঠিকোপকুর্ব্বাণয়োঃ সমানম্, তথা অত্রাপীত্যর্থঃ। তদুক্তং স্মৃতিকারৈঃ—"উত্তরেষাং চৈতদবিরোধি" ইতি। অস্যায়মর্থঃ—উপকুর্ব্বাণস্য যদুক্তং, তচ্চেৎ নৈষ্ঠিকাদীনামপি অবিরোধি, তদা উত্তরেষাং নৈষ্ঠিকাদীনামপি সম্ভবতীতি।

কোন কোন আচার্য্য মনে করেন যে, নৈষ্ঠিক প্রভৃতির যে, ব্রতভঙ্গ, তাহা উপপাতক (মহাপাতক নহে); অতএব তাহাদের সম্বন্ধেও প্রায়শ্চিত্ত আছে। উদাহরণ—যেমন মধু-সেবনাদির নিষেধ ও প্রায়শ্চিত্ত উপকুর্ব্বাণ ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী—উভয়ের পক্ষেই তুল্য, এই ব্রতভঙ্গজনিত প্রায়শ্চিত্তও ঠিক তদ্রূপ। স্মৃতিশাস্ত্রেও একথা আছে; যথা, 'যদি বিরুদ্ধ না হয়, তবে উপকুর্ব্বাণের সম্বন্ধে যাহা যাহা বলা হইল, নৈষ্ঠিকাদির সম্বন্ধেও সে সমুদয় প্রযোজ্য হইতে পারে' ॥৩॥৪॥৪২॥]

ব্রহ্মচর্য্যাদি ধর্ম্মে আরোহণ করিয়া (গ্রহণ করিয়া) তাহা হইতে প্রচ্যুত হয়, সেই আত্মঘাতী (*) যাহা দ্বারা বিশুদ্ধ হইতে পারে, এরূপ কোনও প্রায়শ্চিত্ত দেখিতেছি না'; ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্রে ব্রতভ্রষ্ট নৈষ্ঠিকাদির গুরুতর পাতিত্য এবং তন্নিবন্ধন প্রায়শ্চিত্তাসম্ভব জ্ঞাপন করিতেছে; কাজেই অধিকার-লক্ষণে যে প্রায়শ্চিত্ত উক্ত আছে, তাহা অপর ব্রহ্মচারীর সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, নৈষ্ঠিকের সম্বন্ধে নহে ॥৩॥৪॥৪১॥

(*) তাৎপর্য্য—ব্রহ্মচারী দুই প্রকার—নৈষ্ঠিক ও উপকুর্ব্বাণ। যাহারা যথারীতি গুরুগৃহে বাস করতঃ বেদাধ্যয়ন শেষ করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের অন্তে সমাবর্ত্তন করে, অর্থাৎ দারপরিগ্রহপূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করে, তাহারা উপকুর্ব্বাণ; আর যাহারা আজীবন গুরুগৃহে বাস ও তদনুযায়ী নিয়ম প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করেন, তাহারা 'নৈষ্ঠিক' নামে অভিহিত। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী কখনও গৃহীত ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারেন না, করিলে পাতকী হন। সন্ন্যাস এবং বাণপ্রস্থও নৈষ্ঠিকধর্ম্মেরই অন্তর্গত; সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধেও অনুরূপ নিয়ম। এখানে 'আত্মঘাতী' শব্দপ্রয়োগের অভিপ্রায় এই যে, ব্রতভ্রষ্ট নৈষ্ঠিকদিগের পাপ আত্মহত্যারই অনুরূপ; সুতরাং অত্যন্ত গুরুতর। পক্ষান্তরে, তাহাদের পাপ আজীবন সহচর, দেহপাতে বিশ্রান্ত হয়।

নৈষ্ঠিকাদীনাং ব্রহ্মচর্য্যপ্রচ্যবনমুপপূর্ব্বম্—উপপাতকম্, মহাপাতকেষ্বপরিগণিতত্বাৎ, ইতি তত্র প্রায়শ্চিত্তস্য ভাবং বিদ্যমানতামপ্যেকে আচার্য্যা মন্যন্তে; অশনবৎ—যথা মধ্বশনাদিনিষেধস্তৎপ্রায়শ্চিত্তং চ উপকুর্ব্বাণস্য নৈষ্ঠিকাদীনাং চ সমানম্; তদুক্তং স্মৃতিকারৈঃ "উত্তরেষাং চৈতদবিরোধি" [গৌত০ ১।৩।৪] ইতি। গুরুকুলবাসিনো যদুক্তম্, তৎ স্বাশ্রমাবিরোধ্যুত্তরেষামপ্যাশ্রমিণাং ভবতীত্যর্থঃ। তদ্বদিহাপি ব্রহ্মচর্য্যপ্রচ্যবনে প্রায়শ্চিত্তসম্ভবাৎ ব্রহ্মবিদ্যাযোগ্যতাপ্যস্তি ॥২॥৪॥৪২॥

বহিস্তূভয়থাপি স্মৃতেরাচারাচ্চ ॥৩॥৪॥৪৩॥

[পদচ্ছেদঃ—বহিঃ (বহির্ভূত) তু (কিন্তু) উভয়থাপি (উভয় প্রকারেই), স্মৃতেঃ (স্মৃতিশাস্ত্র হইতে) আচারাৎ (সদাচার হইতে) চ (ও)।]

[সরলার্থঃ—তু-শব্দঃ প্রায়শ্চিত্ত-সদ্ভাবনিষেধার্থঃ; উভয়থাপি—উপপাতকত্বে মহাপাতকত্বে চ ব্রহ্মচর্য্যচ্যুতা বহিঃ ব্রহ্মবিদ্যাতঃ বহির্ভূতা অনধিকারিণ এব; কুতঃ? স্মৃতেঃ আচারাচ্চ; স্মৃতিস্তাবৎ—"প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামি" ইত্যাদ্যা; আচারস্ত শিষ্টজনসম্মতস্তথাবিধ এবেত্যর্থঃ॥

তু-শব্দ দ্বারা প্রায়শ্চিত্তের সদ্ভাব পক্ষ প্রতিষিদ্ধ করা হইল। উভয়প্রকারেই অর্থাৎ নৈষ্ঠিক প্রভৃতির ব্রতভঙ্গ উপপাতকই হউক, আর মহাপাতকই হউক, উভয় প্রকারেই ব্রহ্মবিদ্যা হইতে তাহারা বহির্ভূতই বটে; কারণ, স্মৃতিশাস্ত্র এবং সাধুব্যবহারও ঐ প্রকারই দেখা যায় ॥৩॥৪॥৪৩॥]

কোন কোন আচার্য্য মনে করেন যে, নৈষ্ঠিকপ্রভৃতির যে, ব্রহ্মচর্য্য হইতে স্খলন, তাহা মহাপাতকের মধ্যে পঠিত না হওয়ায় উপপাতক; কাজেই তাহাদের প্রায়শ্চিত্তও নিশ্চয়ই আছে। 'অশন' ইহার দৃষ্টান্ত স্থল; যেমন, মধুপানের নিষেধ ও তাহার প্রায়শ্চিত্তব্যবস্থা উপকুর্ব্বাণ (যে সমস্ত ব্রহ্মচারী সমাবর্ত্তনের পর দারপরিগ্রহ করে, তাহারা) ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী (যাহারা আজীবন ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করে, তাহারা,) উভয়ের পক্ষেই তুল্য; এখানেও ঠিক তদ্রূপ ব্যবস্থা। স্মৃতিশাস্ত্রকারগণও সে কথা বলিয়াছেন—'যদি বিরোধী না হয়, তবে পরবর্ত্তী আশ্রমীদের সম্বন্ধেও এই নিয়ম প্রযোজ্য' ইতি। [ইহার অর্থ এই যে,] গুরুকুলবাসী ব্রহ্মচারীর সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহা যদি নিজ নিজ আশ্রমের বিরুদ্ধ না হয়, তাহা হইলে পরবর্ত্তী নৈষ্ঠিকাদির সম্বন্ধেও সম্ভবপর হয়; অতএব ব্রহ্মচর্য্য হইতে প্রচ্যুতি ঘটিলেও যখন প্রায়শ্চিত্তের সম্ভব আছে, তখন তাহাদেরও নিশ্চয়ই ব্রহ্মবিদ্যালাভে যোগ্যতা আছে ॥৩॥২॥৪২॥

তু শব্দো মতান্তরব্যাবৃত্ত্যর্থঃ; উপপাতকত্বে মহাপাতকত্বেঽপ্যেতে বহির্ভূতা এব ব্রহ্মবিদ্যাধিকারিভ্যঃ, ব্রহ্মবিদ্যায়ামনধিকৃতা ইত্যর্থঃ। কুতঃ? স্মৃতেঃ—পূর্ব্বোক্তাৎ পতনস্মরণাৎ। যদ্যপি কল্মষনির্হরণায় কৈশ্চিদ্বচনৈঃ প্রায়শ্চিত্তাধিকারো বিদ্যতে, তথাপি কর্ম্মাধিকারানুগুণ-শুদ্ধিহেতুপ্রায়শ্চিত্তং ন সম্ভবতি, "প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামি যেন শুধ্যেৎ স আত্মহা" [আগ্নেয়০ ১৬৫।২৩] ইতি স্মৃতেরিত্যর্থঃ। আচারাচ্চ—শিষ্টা হি নৈষ্ঠিকাদীন্ ভ্রষ্টান্ কৃতপ্রায়শ্চিত্তানপি বর্জ্জয়ন্তি, তেভ্যো ব্রহ্মবিদ্যাদিকং নোপদিশন্তি; অতস্তেষাং নাস্তি ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারঃ ॥৩॥৪॥৪৩॥

[ইতি দশমম্ তদ্ভূতাধিকরণম্ ॥১০]

স্বাম্যধিকরণম্।] **স্বামিনঃ ফলশ্রুতেরিত্যাত্রেয়ঃ ॥৩॥৪॥৪৪॥**

[পদচ্ছেদঃ—স্বামিনঃ (স্বামীর—যজমানের) ফলশ্রুতেঃ (যেহেতু ফলপ্রাপ্তির কথা শোনা যায়) ইতি (ইহা) আত্রেয়ঃ (আত্রেয় আচার্য্য) [বলেন]।]

[সরলার্থঃ—কর্ম্মাঙ্গাশ্রয়াণি উদ্গীথাদ্যুপাসনানি কিং যজমানকর্তৃকাণি? অথবা ঋত্বিক্-কর্তৃকাণি? ইতি চিন্তায়াং আত্রেয়-মতমাহ—"স্বামিনঃ" ইত্যাদি।

তানি উপাসনানি যজমানকর্তৃকাণি, ইতি আত্রেয়ো নাম আচার্য্যো মন্যতে; কুতঃ? স্বামিনঃ ফলশ্রুতেঃ—উপাসনাফলস্য বীর্য্যবত্ত্বস্য যজমাননিষ্ঠত্ব-শ্রবণাদিত্যর্থঃ।

কর্ম্মাঙ্গ উদ্গীথাদি অবলম্বনে যে সমস্ত উপাসনা বিহিত আছে, সে সমুদয়ের কর্ত্তা কে?—ঋত্বিক্? না যজমান? তদুত্তরে বলিতেছেন—"স্বামিনঃ" ইত্যাদি।

যজমানই কর্ম্মাঙ্গ উপাসনার অধিকারী; কারণ? যেহেতু, উপাসনার ফল যে, বীর্য্যলাভ, তাহা যজমানের সম্বন্ধেই অভিহিত আছে; যজমান কর্ত্তা হইলেই সে কথা সঙ্গত হইতে পারে, নচেৎ হয় না ॥৩॥৪॥৪৪॥]

দ্বিতীয় মতটির নিষেধার্থ সূত্রে তু-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। নৈষ্ঠিকাদির ব্রতভঙ্গ উপপাতকই হউক, আর মহাপাতকই হউক,—উভয়প্রকারেই ইহারা (নৈষ্ঠিকধর্ম্ম-ভ্রষ্ট লোক সকল) ব্রহ্মবিদ্যাধিকারিগণের বহির্ভূত, অর্থাৎ নিশ্চয়ই তাহারা ব্রহ্মবিদ্যায় অনধিকারী; কারণ? যেহেতু তাহাদের পতনবোধক স্মৃতিবাক্য পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। যদিও কোন কোন বচনানুসারে পাপক্ষয়ের জন্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে সত্য, তথাপি তাহাদেরও যাহাতে কর্ম্মাধিকার জন্মিতে পারে, তাদৃশ শুদ্ধি-জনক প্রায়শ্চিত্ত তাহাদের সম্বন্ধে সম্ভবপর হয় না; কারণ, 'সেই আত্মঘাতী ব্যক্তি যাহা দ্বারা শুদ্ধ হইতে পারে, এমন কোনও প্রায়শ্চিত্ত দেখিতেছি না', এইরূপ স্মৃতিবাক্য রহিয়াছে। সদাচারও এ পক্ষে অপর হেতু—ব্রতভ্রষ্ট নৈষ্ঠিকগণ প্রায়শ্চিত্ত করিলেও, সজ্জনগণ তাহাদিগকে বর্জ্জন করিয়া থাকেন, এবং তাহাদিগকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ দেন না। এই সমস্ত কারণে বুঝা যায় যে, ব্রহ্মবিদ্যায় তাহাদের অধিকার নাই ॥৩॥৪॥৪৩॥

[দশম তদ্ভূতাধিকরণ ॥ ১০ ॥]

কর্ম্মাঙ্গাশ্রয়াণ্যুদ্গীথাদ্যুপাসনানি কিং যজমানকর্ত্তৃকাণি, উত ঋত্বিক্‌কর্ত্তৃকাণীতি চিন্তায়াং—যজমানকর্ত্তৃকাণীত্যাত্রেয়ো মন্যতে; কুতঃ? ফলশ্রুতেঃ—বেদান্তবিহিতেষু দহরাদ্যুপাসনেষু ফলোপাসনয়োরেকাশ্রয়ত্বদর্শনাৎ, ইহ চ ক্রতুফলাপ্রতিবন্ধরূপস্যোদ্গীথোপাসনফলস্য যজমানাশ্রয়ত্বশ্রবণাদিত্যর্থঃ। ন চ গোদোহনাদিবদঙ্গাশ্রয়ত্বেন যজমানকর্ত্তৃকত্বাসম্ভবঃ; গোদোহনাদিষু হি অধ্বর্য়ুকর্ত্তৃকপ্রণয়নাশ্রয়-গোদোহনোপাদানমন্যেনাশক্যম্; ইহ তু উদ্গাতৃকর্ত্তৃকেঽপ্যুদ্গীথে তস্যোদ্গীথাদেঃ রসতমত্বানুসন্ধানং (*) যজমানেনৈব কর্ত্তুং শক্যতে ॥৩॥৪॥৪৪॥

ইতি প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

আর্ত্বিজ্যমিত্যৌড়ুলোমিস্তস্মৈ হি পরিক্রীয়তে ॥৩॥৪॥৪৫॥

[পদচ্ছেদঃ—আর্ত্বিজ্যং (ঋত্বিকের কর্ম্ম) ইতি (ইহা) ঔড়ুলোমিঃ (ঔড়ুলোমিনামক আচার্য্য), তস্মৈ (তাহার জন্য) হি (নিশ্চয়) পরিক্রীয়তে (ক্রয় করা হইয়া থাকে)।]

[সরলার্থঃ—উদ্গীথাদ্যুপাসনম্ আর্ত্বিজ্যং—ঋত্বিক্-কর্ম্ম, ইতি ঔড়ুলোমিঃ আচার্য্যো মন্যতে; কুতঃ? হি যস্মাৎ তস্মৈ উপাসনারূপ-প্রয়োজনায় পরিক্রীয়তে—দক্ষিণাদিভিঃ ঋত্বিক্ পরিক্রীয়তে যজমানেনেত্যর্থঃ।

ঔড়ুলোমিনামক আচার্য্য মনেকরেন যে, যজমান যখন কর্ম্মের সাঙ্গত্ব সম্পাদনের জন্যই ঋত্বিক্‌কে ক্রয় করিয়া থাকেন; তখন উদ্গীথোপাসনাদি কর্ম্মগুলিও সেই ঋত্বিকেরই সম্পাদনীয়, যজমানের নহে ॥৩॥৪॥৪৫॥]

কর্ম্মাঙ্গ উদ্গীথাদি অবলম্বনে বিহিত উদ্গীথাদি উপাসনাগুলির কর্ত্তা কে?—যজমান? অথবা ঋত্বিক্? এইরূপ বিচারক্ষেত্রে আত্রেয় মুনি মনে করেন যে, যজমানই ঐ সমুদয় উপাসনার কর্ত্তা, (ঋত্বিক্ নহে); কারণ? ঐরূপই ফলশ্রুতি আছে;—বেদান্তশাস্ত্রোক্ত দহরাদি উপাসনা স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, যিনি উপাসনার কর্ত্তা, তিনিই তৎফলভাগী হন, অর্থাৎ যিনি উপাসনার আশ্রয়, ফলের আশ্রয়ও তিনিই হন; এখানেও ক্রতুফলপ্রাপ্তিতে অপ্রতিবন্ধ বা বাধাভাবরূপ যে ফল, সে ফল ত যজমানের সম্বন্ধেই বিহিত দেখা যায়, অতএব যজমানের পক্ষেই উপাসনা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইতেছে (+)।

(*) 'রসতমাদিত্বানুসং' ইতি কচিৎপাঠঃ ॥

(+) তাৎপর্য্য—এই স্বাম্যধিকরণটি ৪৪শ—৪৫শ পর্য্যন্ত দুই সূত্রে সমাপিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত উপাসনার কর্ত্তা নিরূপণ। (২) সংশয়—ঐ সমস্ত উপাসনার কর্ত্তা হবে কে?—যজমান? অথবা ঋত্বিক্? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—যজমানই যখন ফল-ভোক্তা, তখন তাহাকেই ঐ সমস্ত উপাসনা

আর্ত্বিজ্যম্—ঋত্বিজঃ কর্ম্মোদ্‌গীথাদ্যুপাসনম্, ইতি ঔড়ুলোমিরাচার্য্যো মন্যতে; কুতঃ ? তস্মৈ হি—প্রয়োজনায় ঋত্বিক্ পরিক্রীয়তে; ফলসাধনভূতস্য সাঙ্গস্য ক্রতোরুপাদানায়েত্যর্থঃ। কর্ম্মবিধিষু "ঋত্বিজো বৃণীতে" [যজুঃ০ ৬।৩।৭] "ঋত্বিগ্‌ভ্যো দক্ষিণাং দদাতি" ইতি ঋত্বিক্কর্ত্তৃকত্বশাস্ত্রেণ ফলসাধনভূতং সাঙ্গং কর্ম্ম ঋত্বিগ্‌ভিরনুষ্ঠেয়মিত্যবগম্যতে; তদন্তর্গতানি কায়িকানি মানসানি চ কর্ম্মাণি ঋত্বিক্কর্ত্তৃকাণ্যেব; ন চ শক্ত্যশক্তী

: ন

যদ্যপ্যুদ্‌গীথাদ্যুপাসনং পুরুষার্থঃ, তথাপি ক্রত্বধিকৃতাধিকারত্বাৎ ক্রতোশ্চ সাঙ্গস্য ঋত্বিক্কর্ত্তৃকত্বাৎ, "যদেব বিদ্যয়া করোতি...তদেব বীর্য্যবত্তরম্" [ছান্দো০ ১।১।১০] ইতি ঋত্বিক্কর্ত্তৃকক্রিয়োপযোগিত্বেন

আর এ কথাও বলিতে পার না, যজ্ঞাঙ্গ গোদোহনাদি কর্ম্মগুলি অঙ্গাশ্রিত বলিয়া যেমন যজমান তাহার অনুষ্ঠান করিতে পারে না, তেমনি এখানেও কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত উপাসনায় যজমানের অধিকার সম্ভব হয় না; [ইহার কারণ এই যে,] কর্ম্মাঙ্গ গোদোহনাদি স্থলে, অধ্বর্য্যুকর্ত্তৃক যে, চরুসম্পাদনের জন্য গোদোহন, অধ্বর্য্যুর (ঋত্বিক্ বিশেষের) কর্ত্তব্য সেই গোদোহন কার্য্যটী অন্যের সম্পাদন করা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না; অথচ এখানে উদ্গাতা উদ্গীথাদি ক্রিয়ানুষ্ঠানের কর্ত্তা হইলেও, সেই উদ্গীথ প্রভৃতিকে যে, রসতমাদি ভাবে চিন্তা করা, তাহা ত যজমান দ্বারা অনায়াসেই সম্পাদিত হইতে পারে ॥৩।৪॥৪৪॥

এইরূপ প্রাপ্তি সম্ভাবনায় সিদ্ধান্ত বলা হইতেছে যে,—"আর্ত্বিজ্যম্" ইত্যাদি।

ঔড়ুলোমিনামক আচার্য্য মনে করেন যে, উদ্গীথাদি উপাসনা আর্ত্বিজ্য—ঋত্বিকেরই কর্ম্ম, (যজমানের নহে); কারণ ? সেই প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই অর্থাৎ ফলসিদ্ধির উপায়ভূত কর্ম্মের সাঙ্গত্ব সম্পাদনের জন্যই যজমান ঋত্বিক্‌কে ক্রয় করিয়া থাকেন। কর্ম্মকাণ্ডোক্ত 'ঋত্বিক্‌গণকে বরণ করে' 'ঋত্বিক্‌গণকে দক্ষিণা প্রদান করে' ইত্যাদি বাক্য হইতেও জানা যাইতেছে যে, ফলসাধক কর্ম্ম ও কর্ম্মাঙ্গসমুদয় ঋত্বিক্‌গণেরই অনুষ্ঠেয়; সুতরাং তদন্তঃপাতী কায়িক ও মানসিক যে সমস্ত কর্ম্ম আছে, ঋত্বিক্‌ই সে সমুদয়ের কর্ত্তা, (যজমান নহে)। শক্তির সদ্ভাব ও অসদ্ভাব যে, ঐরূপ কর্ত্তৃত্বের প্রযোজক, তাহা হইতে পারে না।

যদিও উদ্গীথাদির উপাসনা পুরুষার্থসাধক হউক, তথাপি উহা যখন ক্রত্বধিকৃতাধিকৃত, অর্থাৎ ক্রতুতে যাহাদের অধিকার, উদ্গীথোপাসনাতেও তাহাদেরই অধিকার, অথচ প্রধানভূত ক্রতু যখন ঋত্বিকের অনুষ্ঠেয়, বিশেষতঃ 'বিদ্যা সহকারে যাহাই করে, তাহাই বীর্য্যবত্তর হয়,' এই শ্রুতিবাক্যে যখন ঐরূপ উপাসনাকে ক্রতুরই উপযোগী বা উপকারসাধক বলিয়া, ক্রতুর

করিতে হইবে, ঋত্বিক্‌কে করিতে হইবে না। (৪) উত্তর—না—ঋত্বিক্‌কেই ঐ সমস্ত উপাসনা করিতে হইবে; যেমন কর্ম্মাঙ্গ গোদোহনাদির সম্বন্ধে হইয়া থাকে। (৫) নির্ণয়—অতএব ঋত্বিক্‌ই যজমানের হইয়া ঐ ... রিবেন।

বিদ্যায়াস্তদেককর্তৃকত্বশ্রবণাৎ ঋত্বিক্কর্তৃকাণ্যেতানি; দহরাদিষূপাসনেষু ঋত্বিক্কর্তৃকত্বাশ্রবণাৎ, "শাস্ত্রফলং প্রয়োক্তরি" [পূর্ব্ব-মীমা০ ৩।৭।১৮] ইতি ন্যায়াচ্চ ফলিকর্তৃকত্বমেব ॥৩॥৪॥৪৫॥

[একাদশং স্বাম্যধিকরণম্ ॥১১॥]

সহকার্য্যন্তরবিধ্যধিকরণম্ ।]　**সহকার্য্যন্তরবিধিঃ পক্ষেণ তৃতীয়ং তদ্বতো বিধ্যাদিবৎ ॥৩॥৪॥৪৬॥**

[পদচ্ছেদঃ—সহকার্য্যন্তরবিধিঃ (অপর সহকারী উপায়ের বিধান), পক্ষেণ (সাময়িক প্রয়োগ হেতু), তৃতীয়ং (বাল্য ও পাণ্ডিত্য অপেক্ষা—তৃতীয়—মৌন), তদ্বতঃ (বিদ্যাসম্পন্ন গৃহস্থের) বিধ্যাদিবৎ (যজ্ঞাদি বিধির ন্যায়)।]

[সরলার্থঃ—তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ, বাল্যং চ পাণ্ডিত্যঞ্চ নির্ব্বিদ্যাথ মুনিঃ" ইত্যত্র বাল্য-পাণ্ডিত্যবৎ মৌনমপি বিধীয়তে নবা ? ইতি সংশয়ে আহ— "সহকার্য্যন্তর-বিধিঃ" ইত্যাদি।

উক্তশ্রুতৌ সহকার্য্যন্তরায় মৌনস্য বিধিরেব, নতু অনুবাদঃ; কুতঃ? তদ্বতঃ বিদ্যাবিশিষ্টস্য বিধ্যাদিবৎ যজ্ঞাদিবিধিবৎ; পক্ষেণ প্রকৃষ্টমননশীলে ব্যাসাদৌ অপি মুনিশব্দস্য প্রয়োগাৎ এতৎ মৌনমপি বাল্য-পাণ্ডিত্যাপেক্ষয়া তৃতীয়ং সাধনম্, তচ্চান্যত্রাপ্রাপ্তত্বাৎ বিধেয়মেব ইত্যর্থঃ।

'অতএব ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি বাল্য ও পাণ্ডিত্য অধিগত হইয়া মুনি হইবেন', এই স্থলে মৌনের বিধি কিংবা অনুবাদমাত্র ? এতদুত্তরে বলিতেছেন—বিদ্যার সম্বন্ধে যজ্ঞাদিবিধানের ন্যায় মৌনাখ্য অপর একটি সহকারী সাধনেরও বিধি বুঝিতে হইবে, উহা অনুবাদ নহে; ব্যাস প্রভৃতি জ্ঞানীতেও মুনি শব্দের প্রয়োগ দর্শনে বুঝা যাইতেছে যে, ইহা বাল্য ও পাণ্ডিত্য অপেক্ষায় তৃতীয় একটি সাধন জ্ঞানানুশীলন স্বরূপ; কিন্তু তুষ্ণীম্ভাবমাত্র নহে ॥৩॥৪॥৪৬॥]

"তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ, বাল্যং চ পাণ্ডিত্যং চ নির্ব্বিদ্যাথ মুনিঃ" [বৃহদা০ ৫।৫।১] ইত্যত্র বাল্য-পাণ্ডিত্যবৎ

কর্ত্তাকেই উহার কর্ত্তারূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং 'দহরাদি' উপাসনায়ও যখন ঋত্বিকেরই কর্তৃত্ব নির্দ্দেশ রহিয়াছে, তখন ক্রতুর কর্ত্তা—ঋত্বিক্‌ই উহার কর্ত্তা, (যজমান নহে)। বিশেষতঃ 'শাস্ত্রোক্ত ফল প্রয়োগ কর্ত্তারই (কর্ম্মানুষ্ঠাতারই) হয়,' এই নিয়ম হইতেও জানা যায় যে, ফলভাগী ঋত্বিকেরই উপাসনা-কর্তৃত্ব, যজমানের নহে ॥৩॥৪॥৪৫॥

[একাদশ স্বাম্যধিকরণ ॥১১॥]

'অতএব ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি পাণ্ডিত্যে বুৎপন্ন হইয়া (অথবা বীতস্পৃহ হইয়া) বাল্যে অবস্থান করিবেন, তাহার পর বাল্য ও পাণ্ডিত্য উভয়ই অধিগত হইয়া মুনি (মননশীল) হইবেন',

মৌনমপি বিধীয়তে? উতানূদ্যতে? ইতি বিশয়ে—মৌন-পাণ্ডিত্যশব্দয়োঃ জ্ঞানার্থত্বাৎ, "পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য" [বৃহদা০ ৫।৫।১] ইতি বিহিতমেব জ্ঞানম্ "অথ মুনিঃ" ইত্যনূদ্যতে; বিধিশব্দো নহ্যত্র শ্রূয়ত ইতি। এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—

[সিদ্ধান্তঃ—]

সহকার্য্যন্তরবিধিঃ—ইতি। তদ্বতঃ বিদ্যাবতঃ; বিধ্যাদিবৎ—বিধীয়তে ইতি যজ্ঞাদিঃ সর্ব্বাশ্রমধর্ম্মঃ শমদমাদিশ্চ বিধিশব্দেনোচ্যতে; আদিশব্দেন শ্রবণ-মননে গৃহ্যেতে। সহকার্য্যন্তরবিধিরিত্যত্রাপি বিধীয়ত ইতি বিধিঃ, সহকার্য্যন্তরং বিধিশ্চেতি সহকার্য্যন্তরবিধিঃ; এতদুক্তং ভবতি—যথা "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন" [বৃহদা০ ৬।৪।২২] ইত্যাদিনা "শান্তো দান্তঃ" [বৃহদা০ ৬।৪।২৩] ইত্যাদিনা চ সহকারী যজ্ঞাদিঃ শমদমাদিশ্চ বিধীয়তে; যথা চ "শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ"

এখানে বাল্য ও পাণ্ডিত্যের যেরূপ বিধান, তদ্রূপ মৌনেরও বিধান কি না? এইরূপ সংশয়ে মনে হইতেছে যে, মৌন ও পাণ্ডিত্য উভয় শব্দেরই অর্থ যখন জ্ঞান, তখন 'পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য' কথায়, যে জ্ঞান বিহিত হইয়াছে, 'অথ মুনিঃ' কথায় সেই জ্ঞানেরই কেবল অনুবাদ করা হইতেছেমাত্র; বিশেষতঃ এখানে বিধিবোধক কোন শব্দও নাই, (আছে কেবল 'অথ মুনিঃ' শব্দমাত্র)। এইরূপ সম্ভাবনায় আমরা বলিতেছি—"সহকার্য্যন্তরবিধিঃ" ইতি (*)।

তদ্বানের—বিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তির যজ্ঞাদিবিধির ন্যায় এখানে মৌনও নিশ্চয়ই বিহিত হইয়াছে। 'বিধ্যাদিবৎ'—এই 'বিধি' শব্দের অর্থ—যাহা বিহিত হয়; সুতরাং 'বিধি' শব্দে সমস্ত আশ্রমধর্ম্ম এবং শম-দমাদি সাধন সমুদয়ও বুঝাইতেছে। 'আদি' শব্দে, শ্রবণ ও মনন গৃহীত হইতেছে। 'সহকার্য্যন্তরবিধিঃ' এই স্থলেও 'বিধি' অর্থ—বিহিত—বিধির বিষয়; সহকার্য্যন্তর-বিধি অর্থ—যাহা বিধিবিহিত, অথচ স্বতন্ত্র একটি সাধন। এই কথা বলা হইতেছে যে, 'ব্রাহ্মণগণ বেদবিহিত যজ্ঞ ও দান দ্বারা সেই এই আত্মাকে জানিবে' ইত্যাদি বাক্যে এবং 'শান্ত ও দান্ত হইয়া' ইত্যাদি বাক্যে যেমন সহকারী রূপে যজ্ঞাদি ক্রিয়া এবং শমদমাদিও বিহিত

(*) তাৎপর্য্য—ইহার নাম 'সহকার্য্যন্তরবিধি' অধিকরণ। ইহা ৪৬—৪৮ পর্য্যন্ত তিনটি সূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—বিদ্যার্থীদিগের সম্বন্ধে কথিত মৌন—"অথ মুনিঃ" এই শ্রুতি কথিত মৌন। (২) সংশয়—বিদ্যার্থীর সম্বন্ধে কি ইহা বিধি? অথবা অনুবাদ মাত্র। (৩) পূর্ব্বপক্ষ—ইহা অনুবাদ মাত্র, বিধি নহে। (৪) উত্তর—না,—ইহা বিধিই বটে, অনুবাদ নহে; কারণ, অন্যত্র ইহার বিধান দৃষ্ট হয় না; সুতরাং অন্যত্র অপ্রাপ্ত বিষয়ের অনুবাদ হইতে পারে না। (৫) নির্ণয়—অতএব বাল্য ও পাণ্ডিত্যের ন্যায় মৌনানুশীলন করাও মুমুক্ষুর একান্ত আবশ্যক॥

[বৃহদা০ ৪।৪।৫] ইতি শ্রবণ-মননে চার্থপ্রাপ্তে বিদ্যাসহকারিত্বেন গৃহ্যেতে ; তথা "তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য" [বৃহদা০ ৫।৫।১] ইত্যাদিনা পাণ্ডিত্যম্, বাল্যম্, মৌনমিতি ত্রিতয়ং বিদ্যায়াঃ সহকার্য্যন্তরং বিধীয়তে ইতি।

মৌনং চ পাণ্ডিত্যাদর্থান্তরমিত্যাহ—পক্ষেণেতি। মুনি-শব্দস্য পক্ষেণ প্রকৃষ্টমননশীলে ব্যাসাদৌ প্রয়োগদর্শনাৎ মৌনং পাণ্ডিত্য-বাল্যয়োর্দ্বয়োস্তৃতীয়ম্। যদ্যপি "অথ মুনিঃ" [বৃহদা০ ৫।৫।১] ইত্যত্র বিধিপ্রত্যয়ো ন শ্রূয়তে ; তথাপি মৌনস্যাপ্রাপ্তত্বাৎ বিধেয়ত্বমঙ্গীকরণীয়ম্—অথ মুনিঃ স্যাৎ—ইতি। ইদং চ মৌনং শ্রবণ-প্রতিষ্ঠার্থাৎ মননাদর্থান্তরভূতম্ উপাসনালম্বনস্য পুনঃ পুনঃ সংশীলনং তদ্ভাবনারূপম্।

হইয়াছে ; এবং "শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ" ইত্যাদি বাক্যে যেরূপ শ্রবণ ও মনন বিহিত আছে, তেমনি "তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য' ইত্যাদি বাক্যেও পাণ্ডিত্য, বাল্য ও মৌন, এই তিনটি সাধনই পৃথগ্‌ভাবে বিদ্যার সহকারীরূপে বিহিত হইতেছে।

উক্ত শ্রুতির মৌন ও পাণ্ডিত্য যে, একই পদার্থ নহে, পরন্তু স্বতন্ত্র পদার্থ, তৎ-প্রতিপাদনার্থ বলিতেছেন—"পক্ষেণ" ইতি। উত্তমরূপে মননশীল (ধ্যাননিষ্ঠ) ব্যাস প্রভৃতি ঋষিতেও মুনি-শব্দের পাক্ষিক প্রয়োগ দৃষ্টে বুঝা যায় যে, এই 'মৌন' তুষ্ণীম্ভাব নহে, পরন্তু ইহা হইতেছে—বাল্য ও পাণ্ডিত্য—এই দুইটির তুলনায় তৃতীয় স্বতন্ত্র একটী সাধন।

যদিও "অথ মুনিঃ" বাক্যে বিধিপ্রত্যয়ের উল্লেখ দেখা যাইতেছে না বটে, তথাপি অন্যত্র কোথাও মৌনের বিধি না থাকায় এই বাক্যেই 'মুনিঃ স্যাৎ' (মুনি হইবে) এইরূপ বিধি কল্পনা করিতে হইবে। শ্রুতার্থ ধারণকরার জন্য যে, মননের বিধান আছে, এই মৌন তাহা হইতে স্বতন্ত্র—উপাসনার আলম্বন বিষয়ে পুনঃপুনঃ চিন্তাপ্রবাহাত্মক এবং সেই উপাস্য পদার্থেরই ভাবনাস্বরূপ (*)।

(*) তাৎপর্য্য—মৌন অর্থ—মুনির ধর্ম্ম ; মুনির ধর্ম্ম -মনন ; কিন্তু "শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" এই শ্রুতিবাক্যে যে মননের কথা আছে, আর এই বাল্যাদি, শ্রুতিতে, যে মননের উল্লেখ আছে, এই উভয় মনন এক নহে ; "শ্রোতব্যঃ" শ্রুতির 'মনন' অর্থ—শ্রুতার্থে যে সমস্ত বিরুদ্ধ তর্ক উপস্থিত হয়, অনুকূল তর্কের সাহায্যে সমুদয় তর্ক নিরস্ত করিয়া শ্রুতার্থের দৃঢ়তা সম্পাদন করা। আর এখানে, যে মননের কথা আছে, ইহার অর্থ—উপাসনাত্মক জ্ঞান—নিদিধ্যাসনের নিকটবর্ত্তী ; কাজেই উভয়ের স্বরূপগত প্রভেদ থাকায় এবং "শ্রোতব্যঃ" বাক্যে মননের বিধি থাকায়, এখানকার মৌনকে অনুবাদরূপে পরিকল্পিত করা যায় না। অতএব এখানে বাল্য ও পাণ্ডিত্যের ন্যায় মৌনকেও বিদ্যার সহকারী তৃতীয় সাধন রূপে বিহিত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে॥

তদেবং বাক্যার্থঃ—ব্রাহ্মণঃ—বিদ্যাবান্ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য, উপাস্যং ব্রহ্মতত্ত্বং পরিশুদ্ধং পরিপূর্ণং চ বিদিত্বা, শ্রবণ-মননাভ্যামপ্রাপ্তং বেদনং প্রতিলভ্যেত্যর্থঃ; তচ্চ ভগবদ্ভক্তিকৃত-সত্ত্ব-বিবৃদ্ধিকৃতম্; যথোক্তম্—"নাহং বেদৈঃ" ইত্যারভ্য—"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ...জ্ঞাতুম্" [গীতা০ ১১।৫৩,৫৪] ইতি। শ্রুতিশ্চ—"যস্য দেবে পরা ভক্তিঃ" [শ্বেতাশ্ব০ ৬। ২৩] "নায়মাত্মা প্রবচনেন" [কঠ০ ২।২৩] ইত্যাদিকা। "বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ"; বাল্যস্বরূপং চানন্তরমেব বক্ষ্যতে; "বাল্যং চ পাণ্ডিত্যং চ নির্ব্বিদ্যাথ মুনিঃ স্যাৎ"—বাল্য-পাণ্ডিত্যে যথাবদুপাদায় পরিশুদ্ধে পরিপূর্ণে ব্রহ্মণি মননশীলো ভবেৎ—নিদিধ্যাসন-রূপবিদ্যাবাপ্তয়ে। এবমেব ত্রিতয়োপাদানেন লব্ধবিদ্যো ভবতীত্যাহ—"অমৌনং চ মৌনং চ নির্ব্বিদ্যাথ ব্রাহ্মণঃ" [বৃহদা০ ৫।৫।১] ইতি। অমৌনং মৌনেতর-সহকারিকলাপঃ; তং চ মৌনং চ যথাবদুপাদদানো বিদ্যাকাষ্ঠাং তদেকনিষ্পাদ্যাং লভেতেত্যর্থঃ। "স ব্রাহ্মণঃ কেন স্যাৎ" [বৃহদা০ ৫।৫।১] ইতি উক্তাদুপায়াৎ

অতএব এই বাক্যের এইরূপ অর্থই পর্য্যবসিত হইতেছে যে,—ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি পাণ্ডিত্য অর্থাৎ বিদ্যা লাভ করিয়া উপাসনা দ্বারা বিশুদ্ধ পরিপূর্ণ ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়া—শ্রবণ ও মননের বার'বার অনুশীলনজাত 'বেদন' (উপাসনাত্মক জ্ঞান) প্রাপ্ত হইবেন। সেই বেদনও আবার ভগবদ্বিষয়ক ভক্তিপ্রসূত সত্ত্বগুণের সমুৎকর্ষ হইতেই প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। ভগবান্‌ও এ কথা বলিয়াছেন—'আমি বেদ ও তপস্যা দ্বারা [লভ্য হই না]' এই হইতে আরম্ভ করিয়া বলিয়াছেন যে, 'কিন্তু আমি একমাত্র অনন্যবিষয়ক ভক্তি দ্বারা লভ্য হইয়া থাকি' ইতি। এতদনুরূপ শ্রুতিও আছে—'দেবতার প্রতি যাহার পরা ভক্তি থাকে', 'শুধু শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা এই আত্মাকে লাভ করা যায় না' ইত্যাদি। 'বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ' এই বাল্য শব্দের অর্থ অব্যবহিত পরেই বলা হইবে। 'বাল্য ও পাণ্ডিত্য সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়া অনন্তর মুনি হইবেন' ইহার অর্থ এইরূপ—যথাযথরূপে বাল্য ও পাণ্ডিত্য অধিগত হইয়া নিদিধ্যাসনরূপ বিদ্যালাভের জন্য বিশুদ্ধ পরিপূর্ণ ব্রহ্মবিষয়ে মননশীল (চিন্তাপরায়ণ) হইবে। এই প্রকারে যথোক্ত বাল্য, পাণ্ডিত্য ও মৌন, এই তিনটির অনুশীলন করিলেই প্রকৃতপক্ষে আত্মবিদ্যা অধিগত হয়; এই কথাই 'অতঃপর অমৌন ও মৌন, উভয়ই অধিগত হইয়া, তাহার পর ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মনিষ্ঠ) হইবেন.' এই বাক্যে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন। 'অমৌন' অর্থ—মৌনাতিরিক্ত. আর যে কিছু সহকারী সাধন আছে, তৎসমস্ত বুঝিতে হইবে। যে ব্যক্তি উক্ত মৌন ও অমৌন যথাযথরূপে গ্রহণ করে, সে ব্যক্তি ভগবন্নিষ্ঠাত্মক বিদ্যার পরা কাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতঃপর, 'সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি আর কিরূপে থাকিবেন'? অর্থাৎ যে তিনটি উপায় কথিত হইল, তদতিরিক্ত আরও কোন উপায় গ্রহণ করিতে হইবে কি না? এই কথা

কিমন্যোঽপ্যুপায়োঽস্তীতি পৃষ্টে "যেন স্যাৎ, তেনেদৃশ এব" ইতি—যেন মৌনপর্য্যন্তেন ব্রাহ্মণঃ স্যাদিত্যুক্তম্, তেনৈবেদৃশঃ স্যাৎ, ন কেনাপ্যন্যে-নোপায়েনেতি পরিহৃতম্। অতঃ সর্ব্বেষ্বাশ্রমেষু স্থিতস্য বিদুষো যজ্ঞাদি-স্বাশ্রমধর্ম্মবৎ পাণ্ডিত্যাদিকং মৌন-তৃতীয়ং বিদ্যায়াঃ সহকার্য্যন্তরং বিধীয়তে ॥৩॥৪॥৪৬॥

অথ স্যাৎ—যদি সর্ব্বেষ্বাশ্রমেষু স্থিতানাং বিদুষাং তত্তদাশ্রমধর্ম্মসহ-কারিণী মৌনতৃতীয়সচিবা বিদ্যা ব্রহ্মপ্রাপ্তি-সাধনমুচ্যতে; কথং তর্হি ছান্দোগ্যে "অভিসমাবৃত্য কুটুম্বে শুচৌ দেশে" [ছান্দো০ ৮।১৫।১] ইত্যারভ্য "স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে, ন চ পুনরাবর্ত্ততে" ইতি যাবদায়ুষং গার্হস্থ্য-ধর্ম্মেণ স্থিতিদর্শনমুপপদ্যতে ? অত আহ—

কৃৎস্নভাবাত্তু গৃহিণোপসংহারঃ ॥৩॥৪॥৪৭॥

[পদচ্ছেদঃ—কৃৎস্নভাবাৎ (সর্ব্বাশ্রমে সদ্ভাব হেতু) তু (কিন্তু) গৃহিণা (গৃহস্থ দ্বারা) উপসংহারঃ (পূরণ করা হইয়াছে মাত্র)।]

[সরলার্থঃ—কৃৎস্নভাবাৎ—কৃৎস্নেষু আশ্রমেষু বিদ্যায়াঃ সদ্ভাবাৎ, গৃহিণোঽপি তত্রাধি-কারোঽস্ত্যেব; তত এব "স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে" ইত্যত্র গৃহিণা উপসংহারঃ বাক্যসমাপ্তিঃ কৃতঃ। উদাহরণার্থমাত্রং তু গৃহিণঃ প্রদর্শনমিতি ভাবঃ॥

সমস্ত আশ্রমেই বিদ্যার সদ্ভাব আছে; এইজন্যই ছান্দোগ্যোপনিষদে যাবজ্জীবন কর্ম্মানুষ্ঠানে কেবল গৃহীর নাম উল্লেখ করা হইয়াছে; ইহা হইতেই অপরাপর আশ্রমীর কথাও বুঝিয়া লইতে হইবে ॥৩॥৪॥৪৭॥]

জিজ্ঞাসা করিলে পর, তদুত্তরে বলিলেন,—"যেন স্যাৎ, তেন ঈদৃশ এব" অর্থাৎ মৌন পর্য্যন্ত যে সমস্ত সাধনের সাহায্যে ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, কেবল সেই সমস্ত সাধনের সাহায্যেই ঈদৃশ (ব্রহ্মনিষ্ঠ) হইবেন, অপর কোনও উপায়ে নহে; এইরূপে সাধনান্তরসদ্ভাব-বিষয়ক আশঙ্কাও নিবারিত হইয়াছে। অতএব বিদ্বান্ পুরুষ যে কোনও আশ্রমে অবস্থিত থাকুন না কেন, তাহাদের সম্বন্ধে আশ্রমোচিত যজ্ঞাদির ন্যায় বাল্য ও পাণ্ডিত্য এবং তদপেক্ষা তৃতীয় মৌন, এই সাধনগুলিরও অনুষ্ঠান বিহিত হইতেছে ॥৩॥৪॥৪৬॥

আপত্তি হইতেছে যে, যদি সর্ব্বাশ্রমস্থিত বিদ্বানের সম্বন্ধেই সেই সেই আশ্রমধর্ম্মসহকৃত বাল্য, পাণ্ডিত্য ও মৌনসমন্বিত বিদ্যাকে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় বলা হয়, তাহা হইলে ছান্দোগ্যোপনিষদে 'সমাবর্ত্তনের পর পবিত্র গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক পবিত্র স্থানে', এই হইতে 'গৃহপ্রবিষ্ট সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন এইরূপে অতিবাহিত করিয়া আয়ুঃশেষে ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া থাকেন,

তু-শব্দশ্চোদ্যং ব্যাবর্ত্তয়তি ; কৃৎস্নভাবাৎ—কৃৎস্নেষু ভাবাৎ, কৃৎস্নেষ্বাশ্রমেষু বিদ্যায়াঃ সদ্ভাবাৎ গৃহিণোঽপ্যস্তীতি তেনোপসংহারঃ ; তস্মাৎ সর্ব্বাশ্রম-ধর্ম্ম প্রদর্শনার্থো গৃহিণোপসংহার ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥৩॥৪॥৪৭॥

তথৈতস্মিন্নপি বাক্যে "ব্রাহ্মণঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরতি" [বৃহদা· ১৫।৫।১] ইতি পারিব্রাজ্যৈকান্তধর্ম্মং প্রতিপাদ্য "তস্মাদ্ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য" ইত্যাদিনা পারিব্রাজ্যধর্ম্মস্থিতিহেতুক-মৌনতৃতীয়-সহকারিবিধানং প্রদর্শনার্থমিত্যাহ—

মৌনবদিতরেষামপ্যুপদেশাৎ ॥৩॥৪॥৪৮॥

[পদচ্ছেদঃ—মৌনবৎ (মৌনের ন্যায়) ইতরেষাম্ (অপরাপর আশ্রমীদিগের) অপি (ও) উপদেশাৎ (শাস্ত্রোপদেশ হইতে) ।]

[সরলার্থঃ—"অথ মুনিঃ" ইত্যস্মিন্ বাক্যে "অথ ভিক্ষাচর্য্যং চরতি" ইতি পারিব্রাজ্যধর্ম্ম-ভিক্ষাচর্য্যেণোপসংহারোঽপি সর্ব্বাশ্রমধর্ম্মাণাম্ উদাহরণার্থ এব ; কুতঃ ? মৌনবৎ ইতরেষামপি যজ্ঞাদীনাং কর্ত্তব্যতয়োপদেশাদিত্যর্থঃ ॥

'অতঃপর মুনি হইবে' এই বাক্যেই যে, সন্ন্যাসিধর্ম্ম ভিক্ষাচর্য্যের দ্বারা উপসংহার করা হইয়াছে ; বুঝিতে হইবে, উহা কেবল উদাহরণমাত্র ; কারণ, মৌনের ন্যায় যজ্ঞাদি অপর সমস্ত ধর্ম্মেরও কর্ত্তব্যতার উপদেশ রহিয়াছে ॥৩॥৪॥৪৮॥

সেখান হইতে আর ফিরিয়া আসেন না' এই পর্য্যন্ত বাক্যে যে, গৃহস্থাশ্রমে অবস্থানের কথা বলা আছে, তাহা উপপন্ন হয় কি প্রকারে ? তদুত্তরে বলিতেছেন - "কৃৎস্নভাবাত্তু" ইত্যাদি।

সূত্রস্থ 'তু' শব্দটি উক্ত পূর্ব্বপক্ষখণ্ডনার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে। সমস্ত আশ্রমীরই বিদ্যানুশীলনে অধিকার আছে ; সুতরাং গৃহস্থেরও আছে ; এই কারণেই ছান্দোগ্যোপনিষদে কেবল গৃহস্থ দ্বারা প্রকরণের উপসংহার বা পরিসমাপ্তি করা হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, প্রত্যেক আশ্রমীর উল্লেখ না করিয়া উদাহরণস্বরূপে কেবল গৃহস্থাশ্রমীরই উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র, উহা হইতেই অপরাপর আশ্রমীদিগের সম্বন্ধেও ঐরূপ ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে ॥৩॥৪॥৪৭॥

উল্লিখিত বাক্যের ন্যায় এখানেও বুঝিতে হইবে যে, 'ব্রাহ্মণ পুত্রাভিলাষ, ধনাভিলাষ এবং স্বর্গাদি লোকপ্রাপ্তির অভিলাষ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অর্থাৎ ঐ ত্রিবিধ কামনা পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাচর্য্যা করিবেন'। এখানে সন্ন্যাসাশ্রমের অব্যভিচারী ধর্ম্ম ভিক্ষাচর্য্যার উপদেশ করিয়া, তাহার পর যে, "তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যম্" ইত্যাদি বাক্যে পারিব্রাজ্য-ধর্ম্মরক্ষার মূলীভূত বাল্য, পাণ্ডিত্য ও মৌন, এই ত্রিবিধ বিদ্যাসহকারী কারণের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাও কেবল উদাহরণার্থমাত্র ; ইহা হইতেই অপরাপব সাধনেরও উপাদেয়তা বুঝিয়া লইতে হইবে ; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—"মৌনবৎ" ইত্যাদি ॥

সর্ব্বৈষণাবিনির্ম্মুক্তস্য ভিক্ষাচরণপূর্ব্বক-মৌনোপদেশঃ সর্ব্বেষামাশ্রম-ধর্ম্মাণাং প্রদর্শনার্থঃ। কুতঃ? এবংবিধমৌনোপদেশবদিতরেষামাশ্রমিণা-মপি "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" [ছান্দো০ ২।২৩।১] ইত্যারভ্য "ব্রহ্মসংস্থোঽমৃত-ত্বমেতি" ইতি ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যুপদেশাৎ। উপপাদিতশ্চ পূর্ব্বমেব ব্রহ্মসংস্থশব্দঃ সর্ব্বাশ্রমিসাধারণ ইতি। অতঃ সুষ্ঠূক্তং যজ্ঞাদি-সর্ব্বাশ্রমধর্ম্মবৎ মৌন-তৃতীয়ঃ পাণ্ডিত্যাদির্বিদ্যাসহকারিত্বেন বিধীয়ত ইতি ॥৩॥৪॥৪৮॥

[ইতি দ্বাদশং সহকার্য্যন্তরবিধ্যধিকরণম্ ॥১২॥]

অনাবিষ্কারাধিকরণম্।] **অনাবিষ্কুর্ব্বন্নন্বয়াৎ ॥৩॥৪॥৪৯॥**

[পদচ্ছেদঃ—অনাবিষ্কুর্ব্বন্ (নিজের মহিমা প্রকাশ না করিয়া) অন্বয়াৎ (যেহেতু উহার সহিতই বিদ্যার নিয়ত সম্বন্ধ)।]

[সরলার্থঃ—"পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ" ইত্যত্র বাল্যং—বালভাবঃ; তৎ কিং কামচারিত্বম্? উত স্বমাহাত্ম্যানাবিষ্করণম্? ইত্যাহ—"অনাবিষ্কুর্ব্বন্" ইত্যাদি।

বিদ্বান্ স্বমাহাত্ম্যম্ অনাবিষ্কুর্ব্বন্ অপ্রকাশয়ন্ দম্ভাদিরাহিত্যেন তিষ্ঠাসেদিত্যর্থঃ; কুতঃ? অন্বয়াৎ, দম্ভাদিরাহিত্যরূপস্য স্বমহিমানাবিষ্করণস্যৈব বিদ্যয়া অন্বয়াৎ—নিয়তসম্বন্ধাদিত্যর্থঃ॥

"বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ" (বালভাবে অবস্থান করিবে), এখানে বাল্য অর্থ কি বালকের ন্যায় যথেচ্ছাচারিতা? অথবা দম্ভাদিরাহিত্য? তদুত্তরে বলিতেছেন—"অনাবিষ্কুর্ব্বন্" ইত্যাদি।

এখানে বাল্য—বালভাব অর্থ—নিজের জ্ঞানগৌরবাদি অভিমান প্রকাশ না করা; কেন না, দম্ভাদিশূন্যতার সহিতই বিদ্যার নিয়ত. সম্বন্ধ রহিয়াছে; অতএব 'বাল্য' শব্দের ঐরূপ অর্থই সঙ্গত হয় ॥৩॥৪॥৪৯॥]

সর্ব্ববিধ বাসনাবিহীন একমাত্র সন্ন্যাসীর সম্বন্ধেই যে, ভিক্ষাচরণ ও মৌনব্রতাচরণের উপদেশ; বুঝিতে হইবে যে, তাহা অপরাপর সমস্ত আশ্রমধর্ম্মের কর্ত্তব্যতাপ্রদর্শনের নিদর্শন মাত্র; কারণ, "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" হইতে আরম্ভ করিয়া "ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি" পর্য্যন্ত বাক্যে ঈদৃশ মৌনবিধির ন্যায় অপরাপর যে সমস্ত আশ্রমি-ধর্ম্ম আছে, সে সমুদয়কেও ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়রূপে উপদেশ করা হইয়াছে; আর 'ব্রহ্মসংস্থ' শব্দটি যে, সর্ব্বাশ্রমি-সাধারণ অর্থাৎ সাধারণতঃ সর্ব্বাশ্রমীরই বোধক, ইহা আমরা পূর্ব্বেই প্রতিপাদন করিয়াছি। অতএব আশ্রমানুযায়ী যজ্ঞাদি সমস্ত ধর্ম্মের ন্যায় বাল্য, পাণ্ডিত্য ও মৌনকেও যে, বিদ্যার সহকারী কারণরূপে বিহিত বলা হইয়াছে, সে কথা সঙ্গতই হইয়াছে ॥৩॥৪॥৪৮॥

[দ্বাদশ সহকার্য্যন্তরবিধি অধিকরণ ॥ ১২ ॥]

"তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ" ইত্যত্র বিদুষা বাল্যমুপাদেয়তয়া শ্রুতম্। বালস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা বাল্যম্; বালভাবস্য বয়োঽবস্থাবিশেষস্যানুপাদেয়ত্বাৎ কর্ম্মৈবেহ গৃহ্যতে। তত্র কিং বালস্য কর্ম্ম—কামচারাদিকং সর্ব্বং বিদুষোপাদেয়ম্? উত দম্ভাদিরহিতত্বমেব? ইতি বিশয়ে, বিশেষাভাবাৎ সর্ব্বমুপাদেয়ম্; নিয়মশাস্ত্রাণি চ বিশেষ-বিধিনানেন বাধ্যন্ত ইতি। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

[সিদ্ধান্তঃ---]

অনাবিষ্কুর্ব্বন্নিতি। বালস্য যৎ স্বভাবানাবিষ্কাররূপং কর্ম্ম, তৎ উপাদদানো বর্ত্তেত বিদ্বান্। কুতঃ? অন্বয়াৎ—তস্যৈবান্বয়াৎ। "বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ" ইত্যস্মিন্ বিধৌ তস্যৈব হি অন্বয়সম্ভবঃ; ইতরেষাং বিদ্যা-বিরোধিত্বশ্রবণাৎ—

'সেই হেতু ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি পাণ্ডিত্য শেষ করিয়া বাল্যে—বালভাবে অবস্থান করিবেন', এই শ্রুতিবাক্যে বিদ্বানের বালভাব (বাল্য) গ্রহণীয় বলিয়া শ্রুত আছে। বাল্য অর্থ—বালকের স্বভাব, অথবা কর্ম্ম, দুইই ধরা যাইতে পারে; তন্মধ্যে বয়সের অবস্থাবিশেষরূপ যে, বালভাব, তাহা ত আর ইচ্ছামাত্রে সম্পাদন করা যাইতে পারে না; সুতরাং এখানে বালকের কর্ম্মই 'বাল্য' শব্দে গ্রহণ করিতে হইবে। তাহাতেও জিজ্ঞাস্য এই যে, বালকের কর্ম্ম যে, স্বেচ্ছাচারাদি, তৎসমস্তই কি বিদ্বানের গ্রহণীয়? অথবা কেবল দম্ভাদিরাহিত্য মাত্র গ্রহণীয়? এইরূপ সংশয় স্থলে, যখন কোনপ্রকার বিশেষাবধারণের কারণ দেখা যাইতেছে না, তখন সমস্ত কর্ম্মই গ্রহণ করা উচিত; আর স্বে চ্ছাচারিতার নিবারক যে সমস্ত নিয়মশাস্ত্র আছে, সেগুলিও এই বিশেষ-বিধি দ্বারাই বাধিত হইয়া যাইবে। এইরূপ সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—"অনাবিষ্কুর্ব্বন্" ইত্যাদি (*)।

বালকের যে, স্বভাব বা স্ব-মাহাত্ম্য প্রকাশ না করা রূপ কর্ম্ম, বিদ্বান্ কেবল সেই কর্ম্মটিই গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিবেন। কারণ? যেহেতু অন্বয়—তাহার সহিতই সম্বন্ধ রহিয়াছে;

(*) তাৎপর্য্য—এই অনাবিষ্কারাধিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—"বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ" শ্রুতির 'বাল্য' পদের অর্থ। (২) সংশয়—বাল্য অর্থ কি বালকের ন্যায় যথেচ্ছাচারিতা? অথবা বালকের ন্যায় দম্ভাদি-রাহিত্য? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—এখানে যখন বিশেষ ভাবে কোন নির্দ্দেশ নাই, তখন বালকের সমস্ত কর্ম্মই গ্রহণ করিতে হইবে; (৪) উত্তর—না, যথেচ্ছাচারিতার গ্রহণ করিতে হইবে না, পরন্তু দম্ভাহঙ্কারাদি-রাহিত্যের গ্রহণ করিতে হইবে; কারণ, বিদ্বানের পক্ষে যথেচ্ছাচারিতা শ্রুতি ও স্মৃতিতে নিষিদ্ধ আছে। (৫) নির্ণয়—অতএব এখানে বালকের ন্যায় দম্ভাহঙ্কারাদি রহিত হইবে, এইরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে।

"নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥"
[কঠ০ ২।২৪]

"আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ" [ছান্দো০ ৭।২৬।২] ইত্যাদিষু ॥৩॥৪॥৪৯॥

[ইতি ত্রয়োদশম্ অনাবিষ্কারাধিকরণম্ ॥১৩॥]

ঐহিকাধিকরণম্।]

ঐহিকমপ্রস্তুত-প্রতিবন্ধে, তদ্দর্শনাৎ ॥৩॥৪॥৫০॥

[পদচ্ছেদঃ—ঐহিকং (ইহকালেই হয়) অপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে (অনুষ্ঠিত কর্ম্মের অপর কোন-প্রকার প্রতিবন্ধক না থাকিলে।]

[সরলার্থঃ—দ্বিবিধা বিদ্যা—অভ্যুদয়ফলা, নিঃশ্রেয়সফলা চ। তত্র অভ্যুদয়ফলা বিদ্যা কিং উৎপত্ত্যানন্তরমেব—ঐহিকমেব ফলং বিধত্তে? উত কালান্তরে? এবং সন্দিহ্যাহ—"ঐহিকম্" ইত্যাদি।

অপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে প্রবলপ্রতিবন্ধকে অবিদ্যমানে সতি ঐহিকং ইহলোকে এব ফলপ্রদং ভবতি, প্রতিবন্ধকসদ্ভাবে তু কালান্তরেঽপি ইতি নিয়মাভাব ইত্যর্থঃ।

বিদ্যা দুইপ্রকার—অভ্যুদয়ফলজনক, আর মুক্তিফলজনক, তন্মধ্যে সন্দেহ এই যে, অভ্যুদয়ফলক বিদ্যার ফল কি বিদ্যালাভের পরক্ষণে ইহলোকেই হয়? অথবা কালান্তরে হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন "ঐহিকং" ইত্যাদি।

অপর কোনও প্রবল কর্ম্ম প্রতিবন্ধক না থাকিলে ইহকালেই—বিদ্যার পরক্ষণেই ফল হয়, আর প্রবল প্রতিবন্ধক থাকিলে, সেই প্রতিবন্ধক কর্ম্মের ফলপ্রদান শেষ হইলে পর ইহার ফল হয়; সুতরাং এ বিষয়ে কোনপ্রকার বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই ॥৩॥৪॥৫০॥]

কেন না, 'যে লোক দুশ্চরিত হইতে অ-বিরত নয় অর্থাৎ (বিরত), অশান্ত নয়, অসমাহিত নয়, এবং অশান্তচিত্তও নয়, সেই লোকই প্রকৃষ্ট জ্ঞান দ্বারা ইহাঁকে (পরমপুরুষকে) লাভ করে,' এবং 'আহারশুদ্ধিতে চিত্তশুদ্ধি হয়' ইত্যাদি শাস্ত্রেও বালকোচিত অন্যান্য কর্ম্মগুলি বিদ্যাবিরোধী বলিয়া কথিত হওয়ায় "বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ" বাক্যেও কেবল সেই স্ব-মহিমার অপ্রকাশনরূপ কর্ম্মেরই অন্বয় লাভ সম্ভাবিত হয় ॥৩॥৪॥৪৯॥

[ত্রয়োদশ অনাবিষ্কারাধিকরণ ॥১৩॥]

দ্বিবিধা বিদ্যা—অভ্যুদয়ফলা, মুক্তিফলা চ। তত্রাভ্যুদয়ফলা স্বসাধনভূতৈঃ পুণ্যকর্ম্মভিঃ পুণ্যকর্ম্মানন্তরমেব উৎপদ্যতে? উতানন্তরম্, কালান্তরে বা? ইত্যনিয়ম ইতি সংশয়ঃ। পূর্ব্বকৃতৈঃ পুণ্যকর্ম্মভির্হি বিদ্বান্ জায়তে; যথোক্তং ভগবতা—"চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন" [গীতা০ ৭।১৬] ইতি। সাধনে নির্বৃত্তে বিলম্বহেত্বভাবাদনন্তরমেব—ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

ঐহিকমপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে—ইতি। ঐহিকম্—অভ্যুদফলমুপাসনম্, অপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে—অপ্রস্তুতে—প্রবলকর্ম্মান্তরপ্রতিবন্ধেঽসত্যনন্তরং, প্রতিবন্ধে সতি তদুত্তরকালম্—ইত্যনিয়মঃ। কুতঃ? তদ্দর্শনাৎ—দৃশ্যতে হি প্রবলকর্ম্মান্তরেণ কর্ম্মফল-প্রতিবন্ধাভ্যুপগমঃ শ্রুতৌ—"যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা, দেব বীর্য্যবত্তরম্" ইত্যুদ্গীথবিদ্যাযুক্তস্য কর্ম্মণঃ ফলাপ্রতিবন্ধশ্রবণাৎ ॥৩।৪।৫০॥ [ইতি চতুর্দ্দশমৈহিকাধিকরণম্ ॥১৪॥]

বিদ্যা (উপাসনা) সাধারণতঃ দুইপ্রকার,—একের ফল অভ্যুদয় স্বর্গাদি লাভ, আর অপরের ফল মুক্তিলাভ। এখানে সংশয় এই যে, উভয়প্রকার উপাসনার মধ্যে অভ্যুদয়ফলক বিদ্যা কি নিজের সাধনভূত পুণ্যকর্ম্মসমূহ দ্বারা ঠিক পুণ্যকর্ম্মোদয়ের পরক্ষণেই উৎপন্ন হয়? অথবা পরক্ষণেও হয়, কালান্তরেও হয়, এবিষয়ে কোনরূপ নিয়ম নাই? প্রাক্তন পুণ্যকর্ম্মের ফলেই যখন লোক বিদ্বান্ হয়, এবং ভগবান্‌ও যখন বলিয়াছেন যে, 'হে অর্জ্জুন, সুকৃতিসম্পন্ন চতুর্ব্বিধ লোক আমার ভজনা করে'; বিশেষতঃ কারণ বিদ্যমান সত্ত্বে যখন কার্য্যোৎপত্তির বিলম্বেও কোন যুক্তি দেখা যায় না, তখন অব্যবহিত পরেই বিদ্যা-ফল উৎপন্ন হয়, এইরূপ সিদ্ধান্তপ্রাপ্তির সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—"ঐহিকম্ অপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে" ইতি (*)।

প্রবল কর্ম্মান্তররূপ প্রতিবন্ধক বিদ্যমান না থাকিলেই অভ্যুদয়জনক বিদ্যার ফল ইহলোকে হইয়া থাকে, আর প্রতিবন্ধক উপস্থিত থাকিলে, সেই প্রতিবন্ধক ক্ষয়ের পর ফল হইয়া থাকে; সুতরাং এ বিষয়ে কোনও নিয়ম নাই। অনিয়মের কারণ কি? যেহেতু সেইরূপই দেখিতে পাওয়া যায়; প্রবল কর্ম্ম দ্বারা যে, তদপেক্ষা দুর্ব্বল কর্ম্মফল প্রতিরুদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা শ্রুতিরও অনুমোদিত; কেন না, 'বিদ্যা, শ্রদ্ধা ও উপনিষদ্ সহকারে যে কর্ম্মই করা হয়, তাহাই অধিক বীর্য্যবান্ হইয়া থাকে' এই শ্রুতিতে উদ্গীথবিদ্যাযুক্ত কর্ম্মের ফল অপর কোনও কর্ম্ম দ্বারা প্রতিহত হয় না, কথিত হইয়াছে। [সুতরাং তাদৃশ বিদ্যাফলের কোনরূপ নিয়ম থাকিতে পারে না] ॥৩॥৪॥৫০॥ [ইতি চতুর্দ্দশ ঐহিকাধিকরণ ॥১৪॥]

(*) তাৎপর্য্য—এই 'ঐহিকাধিকরণে'র পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—অভ্যুদয়-ফলসাধক বিদ্যার ফলোৎপত্তি কাল। (২) সংশয়—ঐ বিদ্যা ও তৎফল কি সাধনভূত কর্ম্ম-নিষ্পত্তির পরক্ষণেই উৎপন্ন হয়, অথবা কালান্তরে

মুক্তিফলাধিকরণম্।] **এবং মুক্তিফলানিয়মস্তদবস্থা-বধৃতেস্তদবস্থাবধৃতেঃ ॥৩॥৪॥৫১॥**

[পদচ্ছেদঃ—এবং (এই প্রকার—অভ্যুদয়ফলের ন্যায়) মুক্তিফলানিয়মঃ (মুক্তিফলের সম্বন্ধেও নিয়ম নাই), তদবস্থাবধৃতেঃ (.যেহেতু ঐরূপ ব্যবস্থাই অবধারিত আছে।]

[সরলার্থঃ—এবম্—অভ্যুদয়ফলক-বিদ্যায়া ইব মুক্তিফলায়া অপি বিদ্যায়াঃ ফলকালানিয়মঃ। কুতঃ? তদবস্থাবধৃতেঃ—প্রতিবন্ধাভাবে সত্যেব হি তদবস্থায়াঃ মোক্ষদশায়া অবধারণাদিত্যর্থঃ॥

অভ্যুদয়-ফলজনক বিদ্যার যেমন ফলকালের নিয়ম নাই, তেমনি মুক্তিজনক বিদ্যার ফলাভিব্যক্তি কালের সম্বন্ধেও কোনরূপ নিয়ম নাই; কারণ, প্রতিবন্ধকের অভাবদশাতেই মুক্তিরূপ ফল অবধারিত হইয়াছে; সুতরাং প্রতিবন্ধক থাকিলে মুক্তিফল কখনই অভিব্যক্ত হইতে পারে না ॥৩॥৪॥৫১॥]　　ইতি পঞ্চদশং মুক্তিফলানিয়মাধিকরণম্ ॥১৫॥]

ইতি শ্রীদুর্গাচরণসাংখ্যবেদান্ততীর্থকৃতায়াং ব্রহ্মসূত্রব্যাখ্যায়াং সরলাখ্যায়াং তৃতীয়াধ্যায়ে চতুর্থঃ পাদঃ সমাপ্তঃ ॥৩॥৪॥

মুক্তিফলস্যাপ্যুপাসনস্য স্বসাধনভূতৈরতিশয়িতকর্ম্মভিরুৎপত্তৌ এবমেব কালানিয়মঃ, তস্যাপি পূর্ব্ববৎ প্রতিবন্ধাভাব-প্রতিবন্ধ-সমাপ্তিরূপাবস্থাবগতেঃ—অত্রাপি তস্য হেতোঃ সমানত্বাদিত্যর্থঃ।

বিদ্যার সাধনরূপী সর্ব্বাতিশায়ী বা সর্ব্বোৎকৃষ্ট কর্ম্মসমূহ দ্বারা মুক্তিসাধক বিদ্যার উৎপত্তি হইলে পর, তাহার ফলসম্বন্ধেও পূর্ব্বোক্ত অভ্যুদয়ফলক বিদ্যাফলেরই মত ফলগত কোনও নিয়ম নাই; কারণ, পূর্ব্বের ন্যায় তৎসম্বন্ধেও প্রতিবন্ধকাভাব ও প্রতিবন্ধকসমাপ্তিরূপ দুইটি অবস্থা অবধারিত আছে; কেননা, পূর্ব্বোক্ত হেতুটি ইহার পক্ষেও তুল্য (*)।

হয়? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—কারণ উপস্থিত থাকিলে যখন কার্য্যোৎপত্তির বিলম্ব হওয়া উচিত হয় না; তখন বিদ্যা-সাধন কর্ম্মনিষ্পত্তির পরক্ষণেই ফলনিষ্পত্তি হওয়া উচিত। (৪) উত্তর—না, এ বিষয়ে কোন নিয়ম নাই, যদি প্রতিবন্ধক কোন প্রবল কর্ম্ম না থাকে, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গেই ফল নিষ্পত্তি হয়, আর প্রতিবন্ধক থাকিলে বিলম্বে হয়। (৫) নির্ণয়—অতএব বুঝিতে হইবে, এ বিষয়ে কোনও নিয়ম নাই।

(*) তাৎপর্য্য—এই 'মুক্তিফলাধিকরণ'টির পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—মুক্তিফলক বিদ্যা ও তৎফলের কাল। (২) সংশয়—সেই বিদ্যা ও তৎফল কি সাধনসমূহ নিষ্পন্ন হইবার পরক্ষণেই হয়? অথবা কালান্তরে হয়? (৩) পূর্ব্বপক্ষ সাধন উপস্থিত থাকিলে কার্য্যোৎপত্তিতে বিলম্ব হওয়া অনুচিত; সুতরাং সাধননিষ্পত্তির পরক্ষণেই মুক্তি লাভ হয়, বলিতে হইবে। (৪) উত্তর—না, অভ্যুদয়ফলক বিদ্যার ন্যায় এ সম্বন্ধেও কোন ফলের নিয়ম নাই,—প্রতিবন্ধক থাকিলে বিলম্বে হয়, আর প্রতিবন্ধক না থাকিলে অবিলম্বে হয়। (৫) নির্ণয়—অতএব মুক্তিলাভ ধ্রুব হইলেও তাহার কালসম্বন্ধে কোনরূপ নিয়ম নাই বুঝিতে হইবে।

সর্ব্বেভ্যঃ কর্ম্মভ্যো মুক্তিফল-বিদ্যাসাধনস্য কর্ম্মণঃ প্রবলত্বাৎ প্রতিবন্ধা-সম্ভব ইত্যধিকাশঙ্কা। তত্রাপি ব্রহ্মবিদপচারাণাং পূর্ব্বকৃতানাং প্রবলানাং সম্ভবাৎ প্রতিবন্ধসম্ভব ইতি পরিহারঃ। দ্বিরুক্তিরধ্যায়-পরিসমাপ্তিং দ্যোতয়তি ॥৩॥৪॥৫১॥ [ইতি পঞ্চদশং মুক্তিফলাধিকরণম্ ॥১৫॥]

ইতি শ্রীরামানুজাচার্য্যবিরচিতে শারীরকমীমাংসা-ভাষ্যে
তৃতীয়াধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ সমাপ্তঃ ॥৩॥৪॥

সমাপ্তশ্চায়ং তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥৩॥

এখানে বিশেষ আশঙ্কা হইয়াছিল এই যে, মুক্তিফলের সাধক বিদ্যা, যে কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়, সেই কর্ম্ম যখন অপরাপর সমস্ত কর্ম্ম অপেক্ষা প্রবল, তখন কোন কর্ম্মই তাহার প্রতিবন্ধক হইতে পারে না; তাহারও পরিহার বা মীমাংসা এই যে, সে সম্বন্ধেও ব্রহ্মবিদের অপকারী পূর্ব্বানুষ্ঠিত প্রবল কর্ম্ম দ্বারা বাধা হওয়া অসম্ভব হয় না; [সুতরাং তাহার জন্য এই সূত্রে অতিদেশ করা আবশ্যক হইয়াছে]। অধ্যায়সমাপ্তি জ্ঞাপনের জন্য সূত্রে 'তদবস্থাবধৃতেঃ' কথাটির দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥৩॥৪॥৫১॥ [ইতি পঞ্চদশ মুক্তিফলাধিকরণ ॥১৫॥]

ইতি শ্রীমদ্‌রামানুজাচার্য্য বিরচিত শারীরকমীমাংসাভাষ্যের তৃতীয়াধ্যায়ে
চতুর্থপাদের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৩॥৪॥

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥৩॥